বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিত

প্রথম—চতুর্থ স্কন্ধ

মূল—অনুবাদ—বিবৃতি সহ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম, এ

ও

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল্ অনূদিত

সুলভ সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থপ্রচারব্রত—বহুশাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদক

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা, ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-যন্ত্রে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত

[মূল্য ৪৲ টাকা

সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ১০৲ টাকা

ভূমিকা

শ্রীমদ্‌ভাগবত মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত এবং অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ, ইহা শ্রীমদ্‌ভাগবতের অন্তর্ভাগে উল্লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি বহু পুরাণে অষ্টাদশ মহাপুরাণ গণনা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে ইহাও কথিত হইয়াছে যে,—

> তত্র পদ্মপুরাণঞ্চ প্রথমং স প্রণীতবান্।
> ততোঽন্যানি পুরাণানি কৃত্বা তু ষোড়শ ক্রমাৎ।
> অষ্টাদশং ভাগবতং সারমাকৃষ্য সর্ব্বতঃ।
> কৃতবান্ ভগবান্ ব্যাসঃ শুকঞ্চাধ্যাপয়ৎ সুতম্॥

ভগবান্ বেদব্যাস প্রথমে পদ্মপুরাণ রচনা করিয়া তৎপরে ষোলখানি পুরাণ রচনা করেন, সেই সকল পুরাণ হইতে সার গ্রহণ করিয়া সর্ব্বশেষে অষ্টাদশ পুরাণ—ভাগবত প্রণয়ন করেন এবং তাহা পুত্র শুকদেবকে পাঠ করাইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে স্বয়ং বেদব্যাস বলিয়াছেন যে—'মহাভারতাদি গ্রন্থ রচনা করিয়াও তাঁহার চিত্তপ্রসাদ লাভ হয় নাই, সেই জন্য তিনি কোন সময়ে সরস্বতী-নদী-তীরে ম্রিয়মাণ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, দেবর্ষি নারদ সেই সময়ে আগমন করিয়া এই ভাগবত গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাকে উদ্‌বুদ্ধ করেন, তাহারই ফলে শ্রীমদ্‌ভাগবতের উৎপত্তি (১ম স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়)। শ্রীহরির নাম ও যশঃকীর্ত্তন এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। নামাদি কীর্ত্তনের ফলে যদি ভগবদ্বিষয়া রতি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই রতি দ্বারা এক অবিচ্ছিন্ন মনোগতি সৃষ্টি হইবে, অবিচ্ছিন্ন গঙ্গাধারা যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ সেই মনোগতিও সর্ব্বাশয়াবস্থিত ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে।

অন্যান্য গ্রন্থে যাগ-যজ্ঞাদি নানা কর্ম্ম-মার্গের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতে নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ আছে। সে নিবৃত্তিমার্গ শুষ্কজ্ঞান দ্বারা লভ্য নহে, কিন্তু সরস ভক্তিধারা সহযোগে লাভ করা যায়। এই জন্য পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে—ভাগবতকে সাত্ত্বিক পুরাণের অন্যতম বলিয়া উক্ত হইয়াছে—

> বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
> গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।
> সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ॥

শ্রীভগবান্ বিষ্ণু সাক্ষাৎ সত্ত্বমূর্ত্তি, তাঁহার বিষয় অবলম্বন করিয়া যে সকল পুরাণ রচিত হইয়াছে—সে সমস্তই সাত্ত্বিক সন্দেহ নাই -তন্মধ্যে ভাগবত অনন্যসাধারণ মাধুর্য্যে সমৃদ্ধ।

ভাগবতে দ্বিবিধ ভক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। (১) সাধনভক্তি, অপর (২) সাধ্যভক্তি। যে ভক্তি উপায়রূপে গ্রহণ করা হয়, অর্থাৎ পুরুষার্থের সাধন হয়, তখন তাহাকে সাধন-ভক্তি বলা যায়। আবার ভক্তি দ্বারা যে ভক্তিকে লাভ করা যায়—তখন সেই দ্বিতীয়া ভক্তি সাধ্যভক্তিরূপেই অভিহিত হয়। যথা,—

> স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
> ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥
> —ভা ১১।৩।৩১

এই যে ভক্তিসঞ্জাত ভক্তি—ইহার প্রথম 'ভক্তি' সাধনরূপে এবং দ্বিতীয় 'ভক্তি' সাধ্যরূপে গ্রহণ করা হয়। এই সাধ্যভক্তিকেই পঞ্চম পুরুষার্থ বলা হয়। সাধারণতঃ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ, কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবত পঞ্চম পুরুষার্থের সন্ধান দিয়াছেন—তাহাই ঐ সাধ্যভক্তি বা প্রেমভক্তি বা ভক্তিযোগ। জগতের জীবসমূহ জন্মমৃত্যুপ্রবাহ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই কৃতার্থ হইয়া থাকে, ইহা সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের চরম তত্ত্ব। ইহার উপরেও যে ভক্তির স্থান, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

> সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
> দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
> (৩ স্ক ২৯ অঃ ১৩)—

ভগবানের সহিত সমলোকে বাস, সমানৈশ্বর্য্য, সমীপে অবস্থান, সমানরূপত্ব, এবং ভগবানের সহিত একত্ব অর্থাৎ

সাযুজ্য প্রদত্ত হইলেও প্রকৃত ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না, মুক্তিকালেও তাঁহারা চাহেন—ভগবানের সেবা। এই অপূর্ব্ব ভক্তিতত্ত্ব ভাগবতে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। সেই সাধ্যভক্তি লাভ হইলে মুক্তিও দাসীবৎ করতলগত হইয়া থাকিবে, ইহাও ভাগবতে তারস্বরে ঘোষিত হইয়াছে।

এই জন্য সমগ্র সংস্কৃত বাঙ্‌ময় সাম্রাজ্যে ভাগবতের স্থান অতি উচ্চে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ভক্তির অধিকারী অতি অল্প ব্যক্তিই। অনেক সময়ে ভক্তি ও ভাগবত ধর্ম্মের নামে মিথ্যাচারের সুযোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিমার্গের একটা আকর্ষণ আছে,—সে আকর্ষণ যদি সত্যই চিত্তকে অধিকার করে, তাহা হইলে ভক্তিমার্গ বড় সরল ও সুগম। নতুবা ভক্তিমার্গ বড় কঠিন—দুর্গম। এইজন্য শাস্ত্রে অধিকারি নির্ণয়ের কথা বার বার উক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গীতা ও ভাগবত আলোচনা প্রসঙ্গে বিচার করা যাইবে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে—১৯টি অধ্যায় আছে, তাহাতে ভাগবতের পূর্ব্বাভাস, প্রায়োপবেশন-রত পরীক্ষিৎ সকাশে শুকদেবের গমন।

দ্বিতীয় স্কন্ধে—১০টি অধ্যায়, তাহাতে সংক্ষেপে সাধারণ সৃষ্টিবর্ণনা।

তৃতীয় স্কন্ধে—৩৩টি অধ্যায়, তাহাতে বিশেষভাবে সৃষ্টিবর্ণনা।

চতুর্থ স্কন্ধে—৩১টি অধ্যায়, তাহাতে রুদ্রের প্রলয়লীলাদি ও ধ্রুবচরিত্র বর্ণনা।

পঞ্চম স্কন্ধে—২৬টি অধ্যায়, তাহাতে প্রিয়ব্রতবংশ বর্ণন পৃথিবীর সীমাদি নিরূপণ, জ্যোতিশ্চক্র ও অতলাদির বর্ণনা।

ষষ্ঠ স্কন্ধে—১৯টি অধ্যায়—ইহাতে অজামিল কথা, বিশ্বরূপ, বৃত্রাসুর ও দেবগণের উপাখ্যান।

সপ্তম স্কন্ধে—১৫টি অধ্যায়। প্রহ্লাদচরিত্র ও ধর্ম্ম নির্ণয় ইহাতে আছে।

অষ্টম স্কন্ধে—২৪টি অধ্যায়—মন্বাদির বিবরণ।

নবম স্কন্ধে—২৪টি অধ্যায়—সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের বর্ণনা।

দশম স্কন্ধে—৯০টি অধ্যায়—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা।

একাদশ স্কন্ধে—৩১টি অধ্যায়, নারদ ও বসুদেবসংবাদ এবং বাসুদেব ও উদ্ধবসংবাদে ভাগবতধর্ম্ম কথিত হইয়াছে এবং ইহাতে মোক্ষোপদেশ ও শ্রীকৃষ্ণলীলার উপসংহার আছে।

দ্বাদশ স্কন্ধে—১৩টি অধ্যায়—মাগধরাজবংশ বর্ণন, কলিধর্ম্ম, যুগবর্ণন, পরীক্ষিতের মুক্তিলাভ, ঋষিগণ সমীপে সূতের সমস্ত পুরাণের পরিচয় প্রদান।

শ্রীমদ্‌ভাগবত ও পুরাণ

সাধারণতঃ পুরাণের লক্ষণ এই যে—

> সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
> বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্‌॥

সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ (দেব, দৈত্য, রাজা বা ঋষিদিগের বংশ-বর্ণনা) মন্বন্তর (স্বায়ম্ভুব মনু প্রভৃতির কথা ও তদীয় অধিকারকালের পরিমাণ নির্দ্দেশ) এবং বংশানুচরিত —(রাজা, ঋষি বা অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনচরিত বর্ণনা) এই পাঁচটি বিষয় লইয়াই পুরাণ।

ভাগবতের 'সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে' আমরা এই কয়টি লক্ষণই প্রাপ্ত হইয়াছি। মহাপুরাণের লক্ষণে দেখা যায়—

> সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিস্তেষাঞ্চ পালনম্‌।
> কর্ম্মণাং বাসনা বার্ত্তা মনূনাঞ্চ ক্রমেণ চ।
> বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্য চ নিরূপণম্‌
> উৎকীর্ত্তনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্‌ পৃথক্‌।
> দশাধিকং লক্ষণঞ্চ মহতাং পরিকীর্ত্তনম্‌॥

এই দশাধিক লক্ষণও ভাগবতে বর্ত্তমান। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও পদ্মপুরাণ মতে অষ্টাদশ মহাপুরাণের সংখ্যা যথা,—

( ) ব্রাহ্ম (২) পাদ্ম (৩) বৈষ্ণব (৪) শৈব (৫) ভাগবত (৬) নারদীয় (৭) মার্কণ্ডেয় (৮) আগ্নেয় (৯) ভবিষ্য (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত (১১) লৈঙ্গ (১২) বারাহ (১৩) স্কান্দ (১৪) বামন (১৫) কৌর্ম্ম (১৬) মাৎস্য (১৭) গারুড় (১৮) ব্রহ্মাণ্ড।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে লিঙ্গপুরাণস্থলে নৃসিংহপুরাণ—অন্যতম মহাপুরাণ। কিন্তু ভাগবত সম্বন্ধে কোন পুরাণেই মতান্তর নাই। তবে ভাগবতকে কেহ কেহ দ্বিবিধ বলিয়াছেন, শ্রীমদ্‌ভাগবত ও দেবীভাগবত। দেবীভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, কল্পভেদে একখানি মহাপুরাণ ও

অপরখানি উপপুরাণ, অতএব উভয় গ্রন্থই প্রমাণ। বায়ু-পুরাণ ও শিবপুরাণ সম্বন্ধেও এইরূপ মীমাংসা। 'ম'দ্বয়ং 'ভ'দ্বয়ঞ্চৈব 'ব্র'ত্রয়ং 'ব'চতুষ্টয়ম্। 'অ'না'না' 'লিং' 'গ' 'কূ' 'স্কা'খ্যমষ্টাদশপুরাণকম্। দেবীভাগবতটীকায় ধৃত এই বচনে শৈব পুরাণ উল্লিখিত নাই, 'ব'চতুষ্টয়ম্ বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, বরাহপুরাণ ও বামন পুরাণ—এই চারিখানি বকারাদি পুরাণই 'ব'চতুষ্টয়।

নামনির্দ্দেশ প্রসঙ্গে সর্ব্বত্রই ভাগবত পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও ভাগবত যে সর্ব্বপুরাণের সার আকর্ষণ করিয়া রচিত, সুতরাং ইহার যে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা পদ্মপুরাণের উক্তি হইতে বুঝা গিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি পদ্মপুরাণ প্রথমে রচিত হইয়া থাকে এবং অন্যান্য পুরাণ তৎপরবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে পদ্মপুরাণে শ্রীমদভাগবতের স্বরূপ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর হয় কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, ভগবান্ বেদব্যাস যে ক্রমে পুরাণরচনা করিয়াছেন, তাহা পুরাণবক্তা সূতের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। সূত যখন পুরাণ বলিতেছেন, তখন ভগবান্ বেদব্যাসের সমস্ত পুরাণই রচনা করা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কোন অসামঞ্জস্য নাই।

পুরাণের স্বরূপ

আজকাল এক সম্প্রদায়ের ধারণা যে, পুরাণ—ঠাকুরমার গল্প, ইহাতে কিছুমাত্র সত্য নাই, শুধু লোক চিত্তরঞ্জনের জন্য ইহা রচিত হইয়াছে।

বাস্তবিক পুরাণেই পুরাণ শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে এইভাবে—

যস্মাৎ পুরাহ্যনতীদং পুরাণং তেন তৎ স্মৃতম্

যেহেতু, পুরাকালে ইহা বাঁচিয়াছিল—অর্থাৎ এইরূপ ঘটনা সত্যসত্যই বর্ত্তমান ছিল, এজন্য ইহার নাম পুরাণ। (বায়ুপুরাণ ১।২০২)

পুরাণকে বেদেরও অগ্রবর্ত্তী বলিয়া বলা হইয়াছে। যথা—(বায়ুপুরাণ ১।৬১)

প্রথমং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ॥

উপনিষদেও পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলিয়া কথিত হইয়াছে—

"স হোবাচ ঋগ্‌বেদং ভগবোঽধ্যেমি
যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাস-
পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্" ইত্যাদি (ছান্দোগ্য, সপ্তম প্রপাঠক প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড)

মহাভারতে লিখিত হইয়াছে যে—

পুরাণপূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ।
নৃবুদ্ধিকৈরবাণাঞ্চ কৃতমেতৎ প্রকাশনম্।

—আদি ।১।৮৬

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রতরিষ্যতি॥

—আদি ১।২৬৭

পুরাণ পূর্ণচন্দ্র, আর শ্রুতি হইল জ্যোৎস্না, পুরাণের দ্বারাই শ্রুতির প্রকাশ। মনুষ্যের জ্ঞান—কুমুদস্বরূপ—তাহারও প্রস্ফুটন পুরাণচন্দ্রের দ্বারাই হইয়া থাকে। ইতিহাস এবং পুরাণের দ্বারা বেদকে বিবৃত করিবে। কেন না, যাহারা ইতিহাস-পুরাণে অজ্ঞ,—তাহারা অল্পশ্রুত, তাহাদের নিকট হইতে প্রতারিত হইবেন বলিয়া বেদ ভীত হ'ন।

এইরূপে দেখা যায়—শ্রুতি ও পুরাণের মধ্যে একটা মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত আছে। সুতরাং পুরাণকে ভিত্তিশূন্য মিথ্যা গল্পমালা যাহারা বলিয়া থাকেন—তাহাদের প্রমাণ নিজেদের কল্পনা মাত্র।

পুরাণের নিন্দা

বেদের মাত্র সংহিতাভাগকে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া এক নবীন সম্প্রদায় ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের মতে পুরাণ দুষ্ট ব্যক্তির কপোলকল্পিত গল্প মাত্র। ফলে, ইহাতে মূর্ত্তিপূজা, বর্ণাশ্রমব্যবস্থা প্রভৃতি অর্ব্বাচীন মত-গুলি স্থান পাইয়াছে। তদুপরি অশ্লীলতাদোষ ও নানাবিধ সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করিয়াছে; ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বেষ শ্রীমদ্‌ভাগবতের উপর। কেন না, যে ভাগবতের প্রধান প্রতিপাদ্য হইল—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, যাহাতে মূর্ত্তিমান্ ভগবান্ স্বয়ং সর্ব্বসাক্ষিরূপে বর্ণিত, যেখানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নেতা—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ—মানুষবিগ্রহবৎ বিগ্রহধারণ করিয়া লীলাময়রূপে প্রকটিত, সেই ভাগবতের হেয়তা প্রতিপাদন না করিলে যে তাহাদের সম্প্রদায় ভাসিয়া যায়!

বাস্তবিক কথা এই যে,—বেদ ও পুরাণে কোনরূপ বিরোধ থাকিতে পারে না। শ্রুতি ও পুরাণের প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদের সংহিতাভাগেও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহাতে বলা যায় যে, পুরাণ অপ্রমাণ।

এ বিষয়ে বিরুদ্ধপক্ষ বলিয়া থাকেন যে, পুরাণের অনেক উপাখ্যান বা অন্য বিধান আছে—যাহা সংহিতাভাগে দেখা যায় না, সুতরাং পুরাণ বেদবিরোধী। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, প্রথমতঃ বেদ মন্ত্রাত্মক এবং অতি সুপ্রাচীন, বেদের সর্ব্বাংশ বর্ত্তমান সময়ে আমরা দেখিতে পাই না। বহু শাখা বিলুপ্ত, বহু বেদমন্ত্র আজ আর আমাদের জ্ঞানগোচর হইতেছে না, কাজেই অনেক উপাখ্যান বা বিধিবিধানের মূলশ্রুতি এক্ষণে না পাইলেই যে তাহা বেদবিরোধী হইবে, তাহার কোন হেতু নাই। তবে, প্রত্যক্ষ শ্রুতি হইতে যদি পুরাণের অপ্রামাণ্যজ্ঞাপক কোন মন্ত্র পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারিত। কিন্তু, এমন কোন মন্ত্র সত্য সত্যই নাই—যাহা দ্বারা পুরাণ অপ্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, পুরাণ হইল বেদের ব্যাখ্যা স্বরূপ। যে ব্যাখ্যা এখন প্রচলিত, তাহা যাজ্ঞিক সম্প্রদায় সম্মত। তাহা সর্ব্বাংশে পুরাণের সহিত না মিলিলেও বেদের প্রাচীন ব্যাখ্যাই পুরাণ। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ সেই ব্যাখ্যার উপরই প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবপক্ষে মন্ত্রাত্মক সংক্ষিপ্তাক্ষর বেদবাক্যের সর্ব্বদাই ব্যাখ্যা বিভ্রাট হইতে পারে, এই জন্যই পুরাণকর্ত্তা পুরাণের মধ্য দিয়া বেদ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যিনি বেদবিভাগকর্ত্তা বেদব্যাস—তিনিই পুরাণকর্ত্তা। যদি বেদব্যাস পুরাণের মধ্যে বেদবিরোধী ভাব আনয়ন করিতেন, তাহা হইলে তৎকালে (যখন বেদ-মন্ত্র প্রত্যেক ব্রাহ্মণের অধ্যেয় ছিল) বেদব্যাস সমাজে উপেক্ষিত হইতেন।

বেদে মূর্ত্তিপূজা

পূর্ব্বকালে এদেশে মূর্ত্তিপূজা ছিল না, কেন না, বেদে না কি মূর্ত্তিপূজা নাই, ইহা হইল কতিপয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীর মত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যত দূর পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টি চলে, তাহাতে প্রাচীনভারতের স্বরূপ যতই গবেষণা করা যায়, দেখা যায় যে, মূর্ত্তিপূজা বরাবরই ভারতবর্ষে প্রচলিত কেন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এবং ভারতবর্ষ হইতে সভ্যতার বিস্তার যেখানে যেখানে সম্ভবপর হইয়াছে, সেখানে সেখানেই মূর্ত্তিপূজা সেই সভ্যতার অঙ্গরূপে প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে মূর্ত্তিপূজা ছিল, মিশরে ছিল এবং অন্যান্য আরও প্রাচীনদেশে মূর্ত্তিপূজার প্রচলন ছিল। সেদিনও মিশরদেশে একটি প্রাচীন দুর্গামূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতের ত' কথাই নাই। মহেঞ্জোদোরোর ভগ্নাবশেষ হইতে শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেদকে সুপ্রাচীন বলিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন এবং প্রাচীন ভারতে যদি মূর্ত্তিপূজার অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহা হইলে ইহাই কি মনে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত উদয় হয় না যে, বেদে মূর্ত্তিপূজা না থাকিলে প্রাচীন ভারতেও মূর্ত্তিপূজার অস্তিত্ব দেখা যাইত না। বেদে আমরা যে কয়টি মন্ত্র দেখিতে পাই, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভগবানের নানা রূপধারণ বেদসম্মত।

১। ঋগ্বেদ—১ম।২২।১৬৪ সূঃ।৪৬ মন্ত্র।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুঃ

* * *

একং সদবিপ্রা ব[illegible]ধা বদন্তি

* * *

এক সৎ পরব্রহ্মকে পণ্ডিতগণ ইন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ প্রভৃতি বহু রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন।

২। ঋগ্বেদ ৬ম। ৪।৫৭ সূ। ১৮ মন্ত্র

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব

* * *

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।

রূপে রূপে তাঁহারই রূপ, পরমেশ্বর মায়াশক্তিবলে বহু রূপ গ্রহণ করেন।

প্রতিমা পূজা

৩। ঋগ্বেদ ম ৫। অঃ ৩। ৪২ সূ

প্রতিমে স্তোমমদিতির্জগৃভ্যাৎ

সূনুং ন মাতা হৃদ্যং সুবেশম্

* * *

৪। ঋগ্বেদ ম ৮। ৭। ১৮ সূ। ৩ মন্ত্র

কাসীৎ প্রমা কিং প্রতিমা কিং নিদানম্

আজ্যং কিমাসীৎ পরিধিঃ ক আসীৎ।

উপরি-উক্ত দুইটি মন্ত্রেই 'প্রতিমা' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। যাজ্ঞিক সম্প্রদায়ে যে ব্যাখ্যাই প্রচলিত থাকুক না কেন—পুরাণে 'প্রতিমা' শব্দ এই বেদ হইতেই গৃহীত হইয়াছে—এবং বর্ত্তমান প্রচলিত অর্থে 'প্রতিমা' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

৫। যজুর্ব্বেদ ১৮ অ°। ১৩ মন্ত্র।

অশ্মা চ মে, মৃত্তিকা চ মে, গিরযশ্চ মে, পর্ব্বতাশ্চ মে, সিকতাশ্চ মে, বনস্পতযশ্চ মে, হিরণ্যঞ্চ মে, অপশ্চ মে, শ্যামং চ মে, লোহঞ্চ মে, সীসঞ্চ মে, ত্রপু চ মে, যজ্ঞেন কল্পতাম্॥

প্রস্তর, মৃত্তিকা, গিরি, পর্ব্বত, বালুকা, বৃক্ষ, স্বর্ণ, জল, লৌহ, সীসা, রাঙ্গ দ্বারা আমার শরীর রচনা করা হউক।

৬। যজুর্ব্বেদ ৮ অ°। ১৬ মন্ত্র

সংবর্চ্চসা পযসা সন্তনুভির্বগন্মহি মনসা

* * * সং শিবেন

সুবর্ণাদি দ্বারা—রঞ্জনজল দ্বারা একাগ্রচিত্তে রচিত শোভন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহিত ভগবানের মূর্ত্তি * * *

৭। যজুর্ব্বেদ অঃ ১°। ৪১ মন্ত্র

সহস্রস্য প্রতিমাং বিশ্বরূপম

* * *

পরমেশ্বরের বহুবিধ প্রতিমা

৮। অথর্ব্ববেদ কাণ্ড অনুবাক ৩ মন্ত্র ৭ —

এহ্যশ্মানমাতিষ্ঠাশ্মা ভবতু তে তনুঃ॥

* * *

এই প্রস্তরে তুমি এস, এই পাষাণ তোমার শরীর হউক।

বেদসংহিতার এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া তৎপরে পুরাণের বচন মিলাইতেছি—ভাগবত ১১ স্কন্ধ ২৭ অঃ ১২ শ্লোক—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টাবিধা স্মৃতা॥

প্রতিমা অষ্টবিধ—শিলা, দারু, সুবর্ণাদি ধাতু, লেপ্য মৃত্তিকা চন্দনাদি, চিত্র, সিকতা, মানস ও মণিময়ী প্রতিমা হ্য় থাকে।

সপ্তশতী (মার্কণ্ডেয়পুরাণে) ৯৩ অধ্যায় ৬ শ্লোক—

তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্॥

নদীতীরে তাঁহারা দুই জন দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন।

অবতার-বাদ

বেদে অবতার বাদ নাই, ইহাও অনেকে বলেন। কিন্তু কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম

ঋগ্বেদ ম ১।২২ সূ।১৭মন্ত্র

মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। ঋগ্বেদ ম ১।১৫৪ সূ ২মন্ত্র

একো দধার ভুবনানি বিশ্বা

ঐ ঐ ৪ মন্ত্র

বামন, নৃসিংহ ও বরাহ অবতারের সূচনা ঐ সকল মন্ত্রে পাওয়া যায়॥

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈযতে যুক্তা হ্যস্য হরযঃ শতা দশ॥

ঋক্ ম ৬।৪অঃ। ৪৭ সূ ১৮

ইন্দ্র মায়াশক্তিবলে বহু রূপ ধারণ করেন, এবং ইঁহার জীবত্বঃখহর বহু শত অসংখ্য মূর্ত্তি—বিশেষতঃ দশ মূর্ত্তি (দশ অবতারে) যুক্তিযুক্ত।

ভাগবত বলিলেন, —অবতারা হ্যসংখ্যেযাঃ হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ (১ম স্কন্ধ ৩ অধ্যায়) দৃষ্টান্ত স্বরূপে এই কয়টি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। অনুসন্ধান করিলে পুরাণ ও বেদের সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ঠ, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের নিন্দা

পুরাণকে যাহারা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যেও এক সম্প্রদায় ভাগবতকে মানিতে চাহেন না। অন্ততঃ বর্ত্তমান রূপে যে ভাগবত প্রচলিত, তাহা অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত ভাগবত নহে।

এমন কথাও শুনা গিয়াছে যে, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণরচয়িতা বোপদেব না কি এই ভাগবতের রচয়িতা।

কিন্তু এ সকল কথা বিস্তৃতভাবে বিচার করিবার স্থান ইহা নহে। তথাপি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

বোপদেব ভাগবতের রচয়িতা হইলে ভাগবত বোপদেবের জীবৎকালে প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই ইহা বলিতে হয়।

অথচ দেখা যাইতেছে যে, বোপদেবকৃত ভাগবতের একখানি টীকা আছে এবং তিনি যে মুকুন্দসংকীর্ত্তনপ্রিয় এক জন বিষ্ণুভক্ত, তাহা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠে জানা যায়। মুকুন্দ-সঙ্কীর্ত্তন যে একটি পরম ধর্ম্ম—ইহা ভাগবতেরই প্রধান প্রতিপাদ্য, বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুনামকীর্ত্তনের কথা আছে বটে, কিন্তু "সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" এই যে সংকীর্ত্তন —ইহা বোপদেবের পূর্ব্বেই সর্ব্বানুভূত বিষয় না হইলে—তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণপাঠের অন্যতম প্রয়োজনরূপে মুকুন্দ-সঙ্কীর্ত্তনকে উল্লেখ করিতেন না।

বোপদেবকৃত ভাগবতের টীকার নাম মুক্তাফল, ভাগবত প্রকরণের আর একখানি 'হরিলীলা' নামক গ্রন্থও বোপদেবরচিত। বোপদেব ও হেমাদ্রি সমসাময়িক। হেমাদ্রি বোপদেবরচিত মুক্তাফল নাম্নী টীকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যার নাম 'কৈবল্যদীপিকা।' হেমাদ্রি—চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণির সঙ্কলয়িতা। তিনি বহু পুরাণ ও স্মৃতিগ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া 'চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি' নামক এক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। আধুনিক স্মৃতিনিবন্ধকার সকলেই হেমাদ্রির অনুবর্ত্তন করিয়াছেন এবং হেমাদ্রি যে এক জন অতিশয় প্রামাণিক, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন—সুতরাং সেই হেমাদ্রি যখন ভাগবতটীকা মুক্তাফলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তখন সহজেই অনুমান করা যায় যে, বোপদেবের জীবৎকালেও 'ভাগবত' ভাগবত বলিয়াই প্রচলিত এবং তদ্রূপেই শিষ্টসমাজে পরিগৃহীত ছিলেন। বোপদেব ও হেমাদ্রির সময় আধুনিক ঐতিহাসিক-গণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ বা এয়োদশ শতাব্দী বলিয়াছেন। অতঃপর শ্রীধর স্বামী—তাঁহার অপূর্ব্ব টীকা রচনা করিয়া অল্পজ্ঞ গণের মধ্যেও ভাগবতরস বিতরণের সুবিধা করিয়া দিয়া ছিলেন। শ্রীচৈতন্য দেবের সময় হইতেই ভাগবতের সমধিক প্রচার ও ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলন ব্যাপকভাবে আরব্ধ হয়। শ্রীধর স্বামীর পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরী গোস্বামী আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, তিনি শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী নামক একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, তাহাতে শ্রীমদ্-ভাগবতের শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার সময় শ্রীচৈতন্য দেবের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া অনুমান হয়। শ্রীমদ্ভাগবত যে বোপদেবরচিত নহে, তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ চিৎসুখা-চার্য্যবিরচিত ভাগবতটীকা। চিৎসুখাচার্য্য যে বোপদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। প্রাচীন শ্লোকে আছে—"বোপদেবকৃততন্ত্রে তু তৎপূর্ব্বৈশ্চিৎ সুখাদিভিঃ। কথং টীকাঃ কৃতা বৈ স্যুঃ…।"

ভাগবতের কৃষ্ণলীলাবর্ণনা প্রসঙ্গে গোপীদিগের সহিত রাসমণ্ডলে বিহার প্রভৃতিকে কেহ কেহ অশ্লীলতাদোষদুষ্ট এবং আধুনিক প্রক্ষেপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ভাগবতের রাসলীলা সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে এবং অনেকেই এক্ষণে বুঝিয়াছেন যে, ইহা কামক্রীড়া নহে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের যোগৈশ্বর্য্য প্রদর্শন,—প্রতি গোপীযুগলের মধ্যেই এক শ্রীকৃষ্ণ বহু রূপে বিরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা ভাগবতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে।

কেহ কেহ ষোড়শসহস্র গোপীদিগকে বেশ্যা বলিয়াছেন এবং তাহাদিগের পতি অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ, এইভাবে কৃষ্ণলীলার সামঞ্জস্য বিধান করিতে গিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলে ভাগবতের রাসলীলাবর্ণনাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হয়। বাস্তবিক, অতি উচ্চস্তরের মনোবৃত্তি গঠিত না হইলে সাধারণভাবে রাসলীলা বুঝিবার সামর্থ্যই হয় না।

আত্মা বিভু, সর্ব্বব্যাপক, ইহা সমস্ত আস্তিক দর্শনে স্বীকৃত। সেই সর্ব্বব্যাপক আত্মা যদি সর্ব্বভূতকে স্বশরীর বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে—তাহা অসম্ভব নহে; কেবল মাত্র আত্মার স্বরূপজ্ঞান হইলেই ইহা সম্ভবপর হয়। নিজ দেহটুকুর সহিতই যে আত্মার সম্বন্ধ, এই সঙ্কীর্ণজ্ঞান লুপ্ত হইলে—বিশ্বের যত জড়পদার্থ—যত চেতনপদার্থ সমস্তের সহিত একটা মিলনসম্বন্ধ আছে—এই ধারণা যোগশক্তি বলে সম্ভবপর হইয়া উঠে। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শমাত্রে গোপীদিগের সেই বিরাট ভাবের স্ফুরণ—সেই ব্রহ্মানুভূতির আস্বাদ হইয়াছিল—ইহাই রাসলীলার তাৎপর্য্য। সুতরাং অশ্লীলতার সহিত রাসলীলার কতটুকু সম্বন্ধ, তাহা সুধী-গণের চিন্তনীয়।

ভাগবতের ভাষা সম্বন্ধেও অনেকের অভিমত এই যে, ইহা আধুনিক—কেন না, প্রাচীন ভাষার মত সারল্য ইহাতে নাই। এ সম্বন্ধে একটা কথা বিশেষভাবে চিন্তনীয়। বেদব্যাস অন্যান্য পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই, এই জন্যই তিনি ভাগবত রচনা করেন; কেবলমাত্র যে তিনি গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য লইয়াই অতৃপ্তি পাইয়াছিলেন, তাহা কিরূপে জানা গেল?

বরং ভাব, ভাষা ও উদ্দেশ্য সমস্ত বিষয়ই নূতন ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা বলিলে সঙ্গত হয়। যে গভীর ভক্তিতত্ত্ব তিনি এই গ্রন্থে বুঝাইয়াছেন—তাহা গম্ভীর ভাষা দ্বারা প্রকাশিত না হইলে অনুচিত হয়। বেদব্যাসের রচনাশক্তি কি সাধারণ শক্তির মত একরূপ রীতিরই অনুসরণ করিবে? তাহা কখনই নহে, এজন্য মহাভারতের 'ব্যাসকূট'—তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক—ভাগবতের রচনাও তাঁহার আর একটি অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক। সুতরাং ভাষা-বিচারে ভাগবতের আধুনিকত্ব প্রমাণিত হয় না। এমন আধুনিক গ্রন্থও দেখা যায় না, যাহা ভাগবতের তুল্য হইতে পারে; কাজেই ভাগবত তাঁহার নিজস্থানই অধিকার করিয়া আছেন।

অনেকে বলেন,—প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ভাগবত হইতে উদ্ধৃত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা আধুনিক। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, অনেক প্রাচীন গ্রন্থও বহুদিন উপেক্ষিত থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য 'জাবালোপনিষৎ' হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম যে পৃথক্ ইহা দেখাইয়াছেন, অথচ মীমাংসকগণ সে শ্রুতি দেখিতে পান নাই বলিয়া সন্ন্যাস আশ্রমকে গৃহস্থাশ্রমের উত্তরাঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—পৃথক্ আশ্রম স্বীকার করেন নাই। সেইরূপ ভাগবত বহুদিন উপেক্ষিত ছিলেন, ভক্তিবাদের প্রসার ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কোন আস্তিকই মনে করিবেন না যে, শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে জাবালশ্রুতি ছিল না—তিনি একটা শ্রুতি রচনা করিয়া দিয়াছেন। রচনা করিলেই বা লোকে মানিবে কেন? এই ভাবে ভাগবত সত্যই লোকলোচনের অন্তরালে থাকিয়া ভক্তিবাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

ভাগবত ও গীতা

ভাগবত যে পূর্ণ প্রামাণিক, তাহা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। গীতার যাহা সংক্ষিপ্ত ভক্তিবাদ, তাহাই বিস্তৃত হইয়া ভাগবতরূপে দেখা দিয়াছেন। গীতা—কর্ম্ম—জ্ঞান ও ভক্তিবাদ এই ত্রিবিধ পথই দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহার মধ্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই স্থান আছে। আর ভাগবতে শুধু ভক্তিযোগ—পরম নিবৃত্তিধর্ম্ম বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। গীতা দূরাগত বংশীধ্বনির মত পথভ্রষ্ট বহু পথিকেরই পথ নির্দেশ করিয়া দেন, আর ভাগবত বীণানিক্কণের মত একাগ্র মনোনিবেশসহকারে শ্রুত হইলে অপূর্ব্ব আনন্দ প্রদান করেন।

গীতায় একটি কথা বড় করিয়া বলা হইয়াছে—কর্ম্মও উপেক্ষণীয় নহে, জ্ঞানও দূষণীয় নহে, ভক্তিও পরিত্যাজ্য নহে—কিন্তু নিজের অধিকার অনুসারে নিজের পথ অবলম্বন করিতে হইবে। তাই অর্জ্জুন সুদ্ধনিবৃত্তির পথে আসিলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবৃত্তির পথে ফিরাইয়া দিয়াছেন। রাজা ক্ষত্রিয়—তাঁহার প্রকৃতির বিচার করিয়া ভগবান্ তাঁহাকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মের অধিকারী যদি কর্ম্মপথ বর্জ্জন করিতে চাহে এবং ভক্তিবাদীর কপট আচরণে নিজেকে ভক্তির অধিকারী মনে করে, তাহা হইলেই তাহার পতন অনিবার্য্য। এইজন্য তখন গীতাবাক্য 'কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ' নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকা অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেয়ঃ ইহা স্মরণ করিতে হইবে। ভক্তিবাদ লক্ষ্য করিয়া যিনি অগ্রসর হইবেন, তাঁহাকেও প্রথমে বৈধী ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ণাশ্রমাচারানুমোদিত কর্ম্মপথেই ভগবদ্ভক্তি হইবে। এই ভাবে অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে তখন রাগানুগা ভক্তির উদয় হইবে।

ভাগবত-ধর্ম্ম এইজন্য অতীব কঠিন।

জ্ঞান ও ভক্তি—উভয় তুল্য মূল্য। চিত্ত শুষ্ক—তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হয়, আবার আর্দ্রচিত্তে সেই জ্ঞানই ভক্তিরূপে প্রকাশ পায়। ইহাই আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতীর সিদ্ধান্ত। কাজেই জ্ঞান ও ভক্তির কোন বিরোধ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত সত্যই ভক্তিমন্দাকিনীপ্রবাহ, ইহাতে অবগাহন করিয়া সকলেই ধন্য হইতে পারেন, যদি নিজ অধিকারানুরূপ প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সুষ্ঠু পথের পথিক হইতে পারেন। কর্ম্মের ফললাভের জন্য যদি একান্ত লোলুপতা না থাকে, শ্রীভগবচ্চরণে কর্ম্মফল অর্পণ করিতে পারিলে কর্ম্মপথেও ভক্তি আসিতে পারে, সুতরাং কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই।

অশেষগুণসম্পন্ন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের সরল কথানুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন এবং আমার উপর

ভারার্পণ করিয়াছিলেন, সে তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা। বহুবিধ অসার কর্ম্মে আমি নিয়ত জড়িত থাকায় এই সাধের অনু-বাদকার্য্যে বাধা পাইয়াছি এবং প্রায় দুই স্কন্ধ অনু-বাদ করিয়াছিলাম এক বৎসরে, তৎপরে অপর সুযোগ্য অনুবাদকের অনুবাদ সহ সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রকাশিত হইল। ইহাতে আমার আজ পরম আনন্দ। মৎকৃত অনুবাদের পর হইতে চতুর্থ স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভক্তিশাস্ত্রে বিচক্ষণ সুলেখক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল এবং পঞ্চম হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্য্যন্ত আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন। ভক্তমণ্ডলী এই অনুবাদ পাঠে তৃপ্ত হউন, শ্রীমদ্‌ভাগবতের মধুর রসধারা বাঙ্গালার গৃহে গৃহে শান্তি প্রদান করুন। এই কর্ম্ম যাঁহার দ্বারা সম্ভবপর হইয়াছে, সেই শ্রীযুক্ত সতীশবাবুর উৎসাহ ও অনুরাগ আমার চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ভগবান্‌ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন। ইতি—

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (ভট্টপল্লী)

শ্রীমদ্ভাগবত

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

যতীন্দ্র শ্রীধর স্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভেই "ওঁ নমো ভগবতে পরমহংসাস্বাদিতচরণকমলচিন্ময়করন্দায় ভক্তজনমানসনিবাসায় শ্রীকৃষ্ণায়" বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম করিয়া তাঁহার মহিমা সম্বন্ধে বলিতেছেন—যাঁহার কৃপায় মূক ব্যক্তিও বাগ্মিজনে পরিণত হয়, পঙ্গু ব্যক্তি পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারে, সেই পরমানন্দ মাধবকে বন্দনা করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবত নামের অর্থ

সর্ব্বশক্তির অধিকারী অন্তর্য্যামী ইত্যাদি শক্তিশালী বিশ্বের সর্ব্বকারণের কারণ পরমপুরুষই "ভগবান্" শব্দের বাচ্য। সেই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমাগুণলীলা ইত্যাদি যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থই 'ভাগবত' নামে আখ্যাত। এই গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত প্রতি অধ্যায়ের লক্ষ্যার্থ ও বাচ্যার্থ শ্রীভগবান্। তাঁহাকে প্রতিপাদন করিবার জন্য তৎসৃষ্ট জগদাদির ও তদীয় ভক্ত ভাগবতগণের চরিত্রাদিও এই গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থের উৎপত্তি

এই গ্রন্থের উৎপত্তির কথা এই গ্রন্থেই বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের দ্বাপর যুগ শেষ হইবার পর কলির প্রারম্ভে মনুষ্যের শক্তি যুগ-ধর্ম্ম বশতঃ হ্রাস পাইতেছে দেখিয়া শ্রীভগবান্ স্বীয় অংশে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অনন্ত বেদরাশিকে প্রধানতঃ চারিভাগে—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামে বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়া বেদমার্গ যাহাতে লোপ না পায়, তাহার ব্যবস্থা করেন। বেদের জ্ঞানকাণ্ডরূপ উপাসনাত্মক সিদ্ধান্ত-সমন্বিত উত্তর ভাগের সার সংগ্রহ করিয়া তিনি ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র রচনা করেন। অতঃপর অজ্ঞানী জীবের জন্য তিনি বেদের ব্যাখ্যারূপ শ্রীমহাভারত নামক ইতিহাস ও সপ্তদশ মহাপুরাণ রচনা করেন। এই সকল রচনা করিয়াও আত্মারাম ব্যাসদেব যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাইতেছিলেন না। তাঁহার মনে হইতেছিল—কি মহৎ কর্ত্তব্য যেন অবশিষ্ট থাকিয়া গেল—অথচ তাহা কি, তাহাও চিন্তা করিয়া নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময়ে শ্রীভগবানের প্রিয় পার্ষদ সর্ব্বভক্তশিরোমণি মহাত্মা নারদ বেদব্যাসের আশ্রমে পদার্পণ করিয়া ব্যাসদেবের মুখ দেখিয়াই এই কারণবিহীন বিষাদের বিষয় জানিতে পারিলেন। তথাপি লৌকিক জিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার চিত্তের অবস্থা খুলিয়া বলিলেন। দেবর্ষি নারদ তখন তাঁহাকে ভগবল্লীলাগুণপ্রধান পরমহংসগণের প্রিয় ভাগবত রচনা করিবার উপদেশ দান করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজ পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া ভগবদ্ভক্তিই যে জীবের আত্মধর্ম্ম, ইহা বুঝাইয়া দিলেন। দেবর্ষি নারদের উপদেশেই ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ এই ভাগবত পুরাণ রচনা করিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার প্রিয়পুত্র পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করান। শুকদেব ভক্তচূড়ামণি প্রায়োবেশন-রত মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় এই ভাগবত কীর্ত্তন করেন। তাহার পরেই—পারমহংস্যসংহিতারূপ এই ভাগবত লোকে প্রচারিত হইল।

পুরাণ ও ভাগবত

শ্রীভাগবত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত। শ্রীমদ্ভাগবত কি, তাহা বুঝিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে পুরাণ ও ইতিহাস কি, তাহা বুঝিতে হয়। পূর্ব্বকালে পুরাণসংহিতা নামে এক প্রকার সংহিতা বেদের সংহিতা-ভাগের পরেই প্রকাশিত হয়। উপনিষদাদিতে আমরা এই পুরাণ-সংহিতার উল্লেখ দেখিতে পাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে পুরাণের উল্লেখ আছে। যত দূর মনে হয়, তাহাতে প্রাচীন ইতিহাসের দ্বারা বেদকে বুঝাইবার জন্য—ইহার কর্ম্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবার জন্য এই পুরাণসংহিতাগুলি রচিত হয়। পরবর্ত্তী কালে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই পুরাণ-সংহিতাগুলি প্রতিসংস্কৃত করিয়া অষ্টাদশ মহাপুরাণরূপে

তাঁহার শিষ্যাদির মধ্যে প্রচার করেন। আবার ভগবান্ ব্যাসদেবও স্বীয় পিতা পরাশর ও নারদাদির নিকট যে সকল পুরাণ-সংহিতার আখ্যানাদি শ্রবণ করেন, তাহাও তিনি এই পুরাণের অন্তর্গত করিয়া দেন। বিষ্ণু-পুরাণ পরাশরের কথিত বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। ফলতঃ শ্রীব্যাসদেব তাঁহার পুত্র শুকদেব ও শিষ্যাদির দ্বারা পুরাণ রচনা করাইয়া উগ্রশ্রবা ও লোমহর্ষণপ্রমুখ সূতবংশকে তাহা যজ্ঞাদির সময় ঋষিগণ ও সমাগত শ্রোতৃবর্গকে শুনাইবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করেন। এই প্রকারেই কলিকালে বৈদিক কষ্টসাধ্য জটিল যজ্ঞাদির স্থলে পৌরাণিক কীর্ত্তন ও অর্চ্চনাদিবহুল উপাসনা-মার্গ ভারতবর্ষে বেদব্যাসের অধিনায়কতায় ঋষিসঙ্ঘের দ্বারা প্রচারিত হইল। প্রবৃত্তিবহুল ভোগাদির সঙ্কোচসাধন করিয়া বিধিমার্গে মানবকে স্ব স্ব অধিকার অনুসারে শ্রীভগবদুপাসনায় প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পুরাণাদিতে বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ বৈদিক ধর্ম্মের সার সংগ্রহ করিয়াই পুরাণ ও ইতিহাসাদি রচিত হইয়াছে। তবে পুরাণ ও ইতিহাসকে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ও ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ যত আধুনিক বলিয়া মনে করেন, তাহা নহে। পুরাণাদির ভাষা বৈদিক ভাষা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ; কারণ, লৌকিক সংস্কৃতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পুরাণ লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তথাপি পুরাণাদিতে আর্ষ প্রয়োগের এত বাহুল্য যে, ভাষা দেখিয়া পুরাণরচনার সময় নির্দ্দেশ করিতে গেলে, পুরাণগুলিতে পাণিনি ব্যাকরণ বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বিরচিত বলিয়া স্থির করিতে হয়। পাণিনি রচনার সময়ে বৈদিক ভাষা হইতে লৌকিক সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ সাধারণ লৌকিক রীতিতে দেখা যায় যে, পূর্ব্বে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া ভাষার রীতি-নীতি স্থির হইলে পরে ব্যাকরণ রচিত হইয়া থাকে, এই নিয়মানুসারে বিচার করিতে গেলে পাণিনির পূর্ব্বে সুসমৃদ্ধ লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। আমাদের মনে হয়, অন্যান্য বহু লৌকিক-সাহিত্য লোপ পাইলেও—লৌকিক সাহিত্যের মূল পুরাণ ও ইতিহাস —পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইলেও কোনও কালে একেবারে লোপ পায় নাই। প্রাচীন পুরাণসংহিতাগুলিকে শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভাঙ্গিয়া গড়িয়া একাংশ নিজে ও অন্যান্য অংশ স্বীয় শিষ্যগণের দ্বারা লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় অষ্টাদশ মহাপুরাণে পরিণত করিয়াছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি আদি-কাব্যরূপে রামায়ণ ইতিহাস রচনা করেন। উহার অনেক পরে ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন। বেদসংহিতা-বিভাগের পর ব্রহ্মসূত্র এবং মহাভারত একই সময় রচিত হয় বলিয়া মহাভারতের মধ্যে কতিপয় স্থানে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ব্রহ্মসূত্রের বহু স্থানে স্মৃতির প্রমাণের দ্বারা (গীতা ও পুরাণের প্রমাণের দ্বারা) ব্রহ্মসূত্রের সমর্থন করা হইয়াছে। এই ভাবে যে পুরাণেতিহাস প্রমুখ বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, শ্রীমদ্ভাগবত তাহারই মধ্যমণি। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রুতিপথেরই উৎকর্ষসাধন করিয়া রসস্বরূপ ব্রহ্মের রসভাবই প্রধানতঃ প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। পুরাণাদির মধ্যে অনেক স্থলে গৌতম বুদ্ধের নাম থাকিলেও প্রচারিত মতবাদের বিস্তৃত বিবরণ কোনও পুরাণেই পাওয়া যায় না। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, পুরাণ প্রতিসংস্কারের সময় গৌতমবুদ্ধের নাম প্রদত্ত হইলেও মূল পুরাণে তাহা ছিল না। অতএব পুরাণগুলির সার বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাবের বহু পূর্ব্বেই রচিত। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচলিত পুরাণগুলির তুলনা করিলে অনেক পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্ত ব্যাপারই ধরা পড়িবার সম্ভাবনা, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে দিকে এখনও যথেষ্ট চেষ্টা হয় নাই।

যাহা হউক, শ্রীভাগবতপুরাণ যে একখানি প্রধান মহা-পুরাণ, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধের সম্ভাবনা শ্রীভাগবতের টীকা-কার শ্রীধরস্বামী বহু পূর্ব্বেই নিরাকরণ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ দেবীভাগবত বা অন্য কোনও ভাগবত নামক আধুনিক পুরাণকে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত মূল ভাগবত পুরাণরূপে স্থাপন করিতে চাহেন। কিন্তু শ্রীধর-স্বামী শ্রীভাগবত পুরাণ সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণের এক শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—

"যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ।
বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে॥"

"যে পুরাণে গায়ত্রী অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে, এবং যাহাতে বৃত্রাসুর বধের কথা আছে, তাহাকেই ভাগবত বলে।"

এইরূপে গরুড়পুরাণে, স্কন্দপুরাণে ও পদ্মপুরাণে ভাগবতের যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে এই গ্রন্থ

।্যতীত অন্য কোনও পুরাণকে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত ভাগবত আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে না; ইহা পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য মতে ভাগবত-রচনার কাল

মৎস্যপুরাণ পার্গিটার সাহেবের মতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ।তাব্দীর রচিত।* উহাতে ভাগবত-পুরাণের উল্লেখ থাকিলে ভাগবত-পুরাণকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত বলিতে হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভাগবত রচিত হইয়াছিল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে (৬২০ অব্দে) বাণভট্ট তাঁহার হর্ষচরিত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হর্ষচরিত-কারের সময় যে অনেকগুলি পুরাণ বর্ত্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ৩০০ অব্দের পূর্ব্বে যে পুরাণ-গুলি কোনও আকারে বর্ত্তমান ছিল, "মিলিন্দপহ্ণ" নামক বৌদ্ধগ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রের কাল খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ সময়ে কোনও না কোনও আকারে পুরাণগুলি বর্ত্তমান ছিল, অর্থশাস্ত্রে 'পুরাণেতিহাসের' উল্লেখের দ্বারা তাহা জানা যায়। গজনীর সুলতান মামুদের সহিত আলবারুণি নামক জনৈক মুসলমান-জ্যোতির্বী ভারতে আগমন করেন। ইনি সংস্কৃত শিখিয়া হিন্দুর শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। ইনি ১০৩০ খৃষ্টাব্দে "তাকিক-ই-হিন্দ" নামক গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। ইহার গ্রন্থে ইনি অষ্টাদশ পুরাণের নাম দিয়াছেন। উহার মধ্যে ভাগবত পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব ঐ সময়ে ভাগবত ও অন্য ১৭ খানি পুরাণ যে বর্ত্তমান আকারে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলতঃ অষ্টাদশ পুরাণ যখন ঐ সময়ে সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল, তখন তাহার বহু পূর্ব্বেই যে পুরাণগুলি বর্ত্তমান আকারে রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। পুরাণ ব্যাসদেবের রচিত হউক বা তাঁহার আদেশে তাঁহার শিষ্যবর্গের দ্বারাই লিপিবদ্ধ হউক, প্রাচীন পুরাণসংহিতাকে অবলম্বন করিয়াই ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণের সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই জন্য ব্যাসদেবই অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ভারতের সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধি হইয়াছিল। সুতরাং ভাগবতও যে ব্যাসদেবের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া তাঁহার পুত্র শুকদেব ও অন্যান্য শিষ্যের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না।

ভাগবতের সমাদর

অতি প্রাচীনকাল হইতেই শ্রীভাবগতপুরাণ ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। অন্যান্য পুরাণের বহু স্থলেই শ্রীভাগবত পুরাণকে গায়ত্রী অবলম্বনে রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। নারদপুরাণ নামক উপপুরাণে ভাগবতের একটি অনুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে ভাগবতকে দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক স্কন্ধের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীধরস্বামীর ভাগবতের টীকার পূর্ব্বেও ভাগবত অবলম্বনে অনেক প্রবন্ধ ও টীকা রচিত হইয়াছিল। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী ভাগবতের টীকা রচনা করিতে যাইয়া এই গ্রন্থের শ্রীহনুমৎভাষ্য, বাসনা-ভাষ্য, সম্বন্ধোক্তি, বিদ্বৎকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়া, শুকহৃদয় প্রমুখ কতকগুলি প্রাচীন ভাষ্যের ও টীকার নাম করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ঐ সকল টীকা এখন আর পাওয়া যায় না। তথাপি ভাগবত যে প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে বিশেষরূপে সমাদৃত হইয়া আসিতেছিল, তাহার আরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার "তত্ত্বসন্দর্ভ" গ্রন্থে শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করও যে ভাগবত মানিতেন এবং তাঁহার সময়েও যে শ্রীভাগবতপুরাণ বর্ত্তমান আকারে প্রচলিত ছিল, তাহার একটি প্রমাণ দেখাইয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের রচিত গোপালাষ্টক নামক একটি সুন্দর স্তব আছে। এই স্তবে তিনি বস্ত্রহরণ প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণের অনেক লীলার উল্লেখ করিয়াছেন। বস্ত্রহরণ-লীলার কথা শ্রীভাগবতপুরাণ ব্যতীত বিষ্ণুপুরাণাদিতে পাওয়া যায় না। অতএব শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করের সময়ও শ্রীভাগবতপুরাণ বর্ত্তমান আকারে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।*

---

* Mr, Pargiter's "The Dynasties of the Kali Age"

* আধুনিক কোনও কোনও পণ্ডিত আচার্য্য শঙ্করই যে তন্নামে প্রচারিত সুললিত স্তবগুলির রচয়িতা, ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা উহা অন্য কোনও শঙ্করাচার্য্যের রচিত বলিয়া

এতদ্ব্যতীত "প্রবোধ-সুধাকর" নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। উহা শঙ্করাচার্য্যের রচিত। উহাতে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে শঙ্করাচার্য্যের সময়ে ভাগবতের অস্তিত্বের কথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে নানাবিধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিলেন। তন্মধ্যে "শঙ্কর-বিজয়ের" গ্রন্থকার—

"ভক্তা ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবা পঞ্চরাত্রিণঃ।
বৈখানসাঃ কর্ম্মহীনা ষড়্‌বিধা বৈষ্ণবা মতাঃ।"

এই শ্লোকে ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস ও কর্ম্মহীন এই ষড়্‌বিধ বৈষ্ণবের উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সাত্বত সম্প্রদায়ের প্রাচীনতার কথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। আদি বিষ্ণুস্বামীর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাচীনতাও বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। পরবর্ত্তী কালে এই বৈষ্ণবেরা প্রধান চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন ; যথা—বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়, শ্রীসম্প্রদায়, মাধ্ব সম্প্রদায় ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়। এই চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের নিকটই ভাগবত বিশেষভাবে সমাদৃত। এই চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মতানুসারে শ্রীভাগবতের টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের স্থলাভিষিক্ত বল্লভ-সম্প্রদায় উপনিষদ্‌কে বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থান, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে বেদান্তের স্মৃতি-প্রস্থান, ব্রহ্মসূত্রকে বেদান্তের ন্যায়প্রস্থান এবং শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তের ব্যাসসমাধিলব্ধ চতুর্থ প্রস্থান বলিয়া মর্য্যাদাদান করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাসরচিত ভাষ্য বলিয়া ইহাকে সাক্ষাৎ বেদান্তের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। গরুড়পুরাণেও ভাগবতকে ব্রহ্ম-সূত্রের অর্থ বলা হইয়াছে। সুতরাং এই আর্ষমতকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাগবতের বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য পুরাণের মধ্যে ভাগবতের বাক্যগুলির বৈশিষ্ট্য হেতু ইহাকে "পুরাণার্ক" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ভাগবতের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ভগবদুপাসনার রসস্বরূপতা। শ্রীভাগবতের প্রারম্ভে তৃতীয় শ্লোকেই ভাগবতের এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—

নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

অনুবাদ—এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল। এই ফল শুক-মুখ হইতে অমৃতরসসংযুক্ত হইয়া অখণ্ডরূপে অবনিতলে পড়িয়া গিয়াছে। অতএব রসবিশেষ-ভাবনাচতুর রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই রসময় ফল প্রলয় পর্য্যন্ত বারংবার পান করুন।

শ্রুতিশিরোমণি উপনিষদে "রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" (অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই রস-স্বরূপ, রসস্বরূপ তাহাকে লাভ করিলেও জীব আনন্দময় হইয়া থাকে) বলিয়া আনন্দময় ও রসময় যে পরম তত্ত্বের উদ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে, শ্রীভাগবতে সেই আনন্দস্বরূপ ভগবানের কথাই বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে।

এই রসস্বরূপ পরব্রহ্ম সর্ব্বাবতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীভাগবতে অন্যান্য অবতারের কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের কথা আরম্ভ করিবার সময় বলিয়াছেন,—

"এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

"এই সকল অবতারের মধ্যে কেহ বা ভগবানের অংশ কেহ বা তাঁহার কলা—কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।"

শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখায় শ্রীকৃষ্ণের পার-তম্য স্থাপন করিবার জন্য বলিতেছেন,—

"অত্র অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েদিতি দর্শনাৎ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণো ধর্ম্মঃ সাধ্যতে ন তু ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণত্বমিত্যায়াতম্।"

অনুবাদ অর্থাৎ জ্ঞাত বস্তুর পরিচয় পূর্ব্বে না দিয়া অজ্ঞাত বস্তুর উল্লেখ করা বিধিসঙ্গত নহে। দৃষ্টান্ত যথা,—যদি বলা যায়, "এই বিপ্র পরম পণ্ডিত"—এই স্থানে

অনুমান করেন। কিন্তু চারি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত শ্রীজীব ঐ স্তবগুলি শঙ্করাচার্য্যের বিরচিত বলিয়া স্বীকার করায় ঐ সময়ের প্রচলিত বিশ্বাস কি ছিল, তাহা জানা যাইতেছে। সুতরাং এইরূপ ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে আধুনিক অনুমানকে বলবান্ বলিয়া কোনও ক্রমে স্বীকার করা যায় না।

যে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার বিগ্রহ জ্ঞাত থাকায় তাহা অনুবাদ ; পূর্ব্বে অজ্ঞাত তাঁহার পাণ্ডিত্য বিষয়ক সংবাদ পরে জ্ঞাত করায় উহাকে বিধেয় বাচক বলা হইল। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—"কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্" এই কথা বলায় তাঁহার কৃষ্ণত্ব সর্ব্বজনবিদিত, অতএব কৃষ্ণত্ব অনুবাদ এবং স্বয়ংভগবত্ব তাঁহারই কৃষ্ণত্বের অধীন—পূর্ব্বে অজ্ঞাত এবং পরে বিদিত বস্তু। এই জন্য শ্রীজীব বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণেরই ভগবত্তালক্ষণরূপ যে ধর্ম্ম তাহা সাধন করা যায়—অর্থাৎ ভগবত্ব শ্রীকৃষ্ণেরই একটি ধর্ম্ম বা গুণ, পরন্তু ভগবানের শ্রীকৃষ্ণত্ব একটি অধীন গুণ বা ধর্ম্ম নহে।"

বস্তুতঃ শ্রীজীবের এই ব্যাখ্যার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে পরাৎপর তত্ত্ব বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব তাহা স্থাপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা শ্রীভাগবতের মর্ম্মকথা অভিব্যক্ত করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণই ভাগবতের প্রকৃত অর্থ জগতে সুপ্রচারিত করিলেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ভাগবতেই অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের লীলার যে চমৎকারিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। সমস্ত শ্রুতি-সিদ্ধান্তের সহিত রসিকশেখরের লীলার যে নিগূঢ় সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহাও শ্রীভাগবতে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাগবতে—ব্রহ্মতত্ত্ব পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব বলিয়া যে তিনটি তত্ত্বের কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা একই তত্ত্বের সামান্য, বিশেষ ও পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ মাত্র—তাহাতে লীলাতত্ত্বের মূলীভূত রসতত্ত্বের বুঝিবার কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, পরন্তু তাহাতে তত্ত্বের ভেদ প্রদর্শিত হয় নাই।

ভাগবতে প্রদর্শিত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বেদান্তসিদ্ধান্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই একাধারে ভাগবত বেদান্তসিদ্ধান্তের খনি এবং উপাসনাকাণ্ডে সেই বেদান্তবেদ্য তত্ত্বকে কিরূপে রসস্বরূপে আস্বাদ করা যায়—তাহা প্রদর্শনের প্রশস্ত রাজবর্ত্ম। এইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক সিদ্ধান্তের সহিত সর্ব্বজনপ্রাণারাম মধুর হইতেও মধুরতম লীলা-বিকাশের চমৎকারিত্ব—এক শ্রীভাগবতেই বিদ্যমান। কিন্তু ভাগবতের এই স্বরূপ বঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবই সর্ব্বতোভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভাগবত-মূর্ত্তি। ভাগবতের রসের যে উৎসের দ্বার তিনি উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অনুগত এবং তাঁহারই অভিন্নহৃদয় মর্ম্মজ্ঞ পরিকর "শ্রীরূপসনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব. গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ" এই ছয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণ সেই অনাবৃত উৎসের অমৃতধারা জাতিকে বিলাইয়া গিয়াছেন। শ্রীভাগবতের মূল সিদ্ধান্ত ও লীলা-রহস্য কি, তাহা শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহার দশম স্কন্ধের টীকা তোষণীতে এবং শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত নামক গ্রন্থে বুঝাইলেন ; শ্রীরূপ ভাগবতের সিদ্ধান্তাংশ শ্রীলঘুভাগবতামৃতে ও রসমাধুর্য্য ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বল-নীলমণিতে এবং লীলামাধুর্য্য—শ্রীবিদগ্ধমাধব ললিতমাধবাদি গ্রন্থে প্রকাশ করিলেন, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজের অনুপম সাধন জীবনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া স্তবাবলী ও মুক্তাচরিতাদি গ্রন্থে গোপীভজনের পরম উপাদেয়তা প্রদর্শন করিয়া গেলেন, শ্রীগোপালভট্ট ষট্সন্দর্ভাদি গ্রন্থের বীজ রক্ষা করিয়া এবং পরমরসিক ভক্ত বিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকায় তাঁহার অনুভববেদ্য সিদ্ধান্তসারেব ও মাধুর্য্যলীলারসের চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিলেন এবং শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী স্বয়ং শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে শ্রীভাগবত গান ও ব্যাখ্যা করিতে করিতে অশ্রু-নীরে ভাসিয়া শ্রীভাগবত আস্বাদনের অবস্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর কুশাগ্রধী অপরিমিত প্রতিভাশালী শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীভাগবত অবলম্বন করিয়া (১) তত্ত্বসন্দর্ভ (২) শ্রীভগবৎসন্দর্ভ (৩) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ (৪) পরমাত্মসন্দর্ভ (৫) ভক্তিসন্দর্ভ ও (৬) প্রীতিসন্দর্ভ নামে ছয়খানি সন্দর্ভ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণভজনমূলক যাবতীয় সিদ্ধান্তেব সংগ্রহ বিদ্যমান। বিচারনৈপুণ্য, তত্ত্বজ্ঞতা ও রসজ্ঞতা এই গ্রন্থখানির পদে পদে বিদ্যমান। শ্রীজীব সমগ্র ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ নামক টীকায়ও শ্রীভাগবতের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার পর সমগ্র ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য সমালোচনা করিয়া পরমত নিরাকরণ পূর্ব্বক ভাগবত-সিদ্ধান্তের বিজয়ভেরী সদৃশ "সর্ব্বসম্বাদিনী" গ্রন্থ বাঙ্গালার প্রতিভার সমুজ্জ্বল নিদর্শন। অপূর্ব্ব প্রতিভাবান্ মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ভাগবতের রসের নির্ঝরিণীকে তাঁহার রসময়ী টীকায় সর্ব্বত্র প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীভাগবতের রসস্বরূপতাকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালায় বৈষ্ণবপদাবলীর যে অমৃতনিঃস্যন্দিনী প্রবাহিত হইয়াছে—জগতের কোথাও তাহার তুলনা নাই। বাঙ্গালার

এই সকল সম্পদের পরিচয় দিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। কিন্তু এই সকল সম্পদের মূল শ্রীভাগবত। ভাগবতের কৃষ্ণলীলা অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গালার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভূমিতে মূর্ত্তভাগবত বিগ্রহ প্রেমরস-কল্পতরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। এই জন্যই বাঙ্গালী কবি সত্যই বলিয়াছেন—

"বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।"

বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেব বাঙ্গালীর ভাগবতজীবনের—বাঙ্গালীর অন্তর্নিহিত রসবস্তুর প্রতিমারূপে শ্রীনবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সরস হৃদয়ের ভক্তির মন্দাকিনী ধারায় পরিপুষ্ট হইয়া বাঙ্গালার একদিকে শক্তিবাদ, অপরদিকে বৈষ্ণবধর্ম্ম সঞ্জীবিত হইয়াছিল। দার্শনিক পণ্ডিতমাত্রই জানেন যে, শক্তিবাদই বৈষ্ণবদর্শনের মূলতত্ত্ব। সুতরাং বাহিরে উপাসনাকাণ্ডে শাক্ত ও বৈষ্ণবে যতই ভেদ হউক না কেন—এই উভয় সম্প্রদায়ের মূল শক্তিবাদমূলক ভক্তিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই জন্যই আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, শক্তিসমন্বিত ব্রহ্মবাদ যাহার অন্তর্ভুক্ত, সেই শ্রীভাগবতই বাঙ্গালীর আধ্যাত্মজীবনের মূলভিত্তি। এই জন্যই বাঙ্গালায় "কানু ছাড়া গীত নাই।" ফলতঃ বাঙ্গালায় চণ্ডীদাসের, রামপ্রসাদের ও কমলাকান্তের, গোবিন্দদাসের, জ্ঞানদাসের—সকলের গীতের মূল প্রবাহ ভক্তি হইতেই প্রবাহিত। ভক্তি ও প্রীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে বাঙ্গালীর অধ্যাত্মজীবনকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্যই বাঙ্গালায় শ্রীমদ্ভাগবতের যতগুলি টীকা-টিপ্পনী-ভাষ্য নিবদ্ধ রচিত হইয়াছে—ভারতের অন্য সমস্ত প্রদেশের সমষ্টি লইলেও তাহা রচিত হয় নাই। এমন কি, বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী অতুল প্রতিভাশালী মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন সরস্বতী শ্রীভাগবত অবলম্বনে "ভক্তিরসায়ন" রচনা করিয়াছেন এবং ভাগবতের টীকা রচনা করিয়া ভক্তিবাদের বিজয়বার্ত্তা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। গীতার ব্যাখ্যা করিতে করিতে তিনি আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন—

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

অনুবাদ—

যাঁহার বর্ণ নবনীরদের ন্যায়, যাঁহার শ্রীকরে বংশী শোভা পাইতেছে, যিনি পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার অধর পক্কবিম্ব ফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, যাঁহার মুখ পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, যাঁহার নেত্রযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় সুন্দর, সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আর কিছু আছে বলিয়া আমি অবগত নহি।

পুনশ্চ—

পরাকৃতমনদ্বন্দ্বং নরাকৃতি পরব্রহ্ম।
সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বং নন্দাত্মজমহং ভজে॥"

যিনি মানসিক সমস্ত সন্দেহ বা দ্বৈতভাব দূরীভূত করেন, যিনি সৌন্দর্য্যের সারসর্ব্বস্ব, সেই নরাকৃতি নন্দনন্দন পরব্রহ্মকে আমি ভজনা করি।

বঙ্গদেশের শ্রীভাগবতের টীকার মধ্যে শ্রীনাথ পণ্ডিতের শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বৃহত্তোষণী, শ্রীজীবের লঘুতোষণী, শ্রীজীবের বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভ ও লঘুক্রম-সন্দর্ভ, শ্রীল মধুসূদন সরস্বতীর টীকা,* শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সারার্থদর্শিনী, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের বৈষ্ণবানন্দিনী, মহামহোপধ্যায় গোপাল ভট্টাচার্য্যের ভাগবতব্যাখ্যা-লেশটীপ্পনী ও রাধারমণ দাস গোস্বামীর ভাবার্থদীপিকা-দীপন,—এই কয়েকটি টীকা সমধিক বিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশে শ্রীভাগবতাবলম্বনে—শ্রীবিষ্ণুপুরীর ভক্তিরত্নাবলী, শ্রীজয়দেবের সুবিখ্যাত গীতগোবিন্দ, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীল রূপ গোস্বামীর লঘুভাগবতামৃত, শ্রীললিতমাধব, শ্রীবিদগ্ধমাধব, শ্রীউদ্ধব সন্দেশ, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুক্তাচরিত, শ্রীল মধুসূদন সরস্বতীর ভক্তি-রসায়ন, শ্রীল কবিকর্ণপুরের আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, শ্রীল জীব গোস্বামীর শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দলীলামৃত, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত ও চমৎকারচন্দ্রিকা প্রমুখ বহুগ্রন্থ ও নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষায় ভাগবতের সর্ব্বপ্রথম অনুবাদক শ্রীল

---

* মধুসূদন সরস্বতী সমগ্র ভাগবতের টীকা রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীল রাধারমণ দাস গোস্বামী দীপিকাদীপনে মধুসূদন সরস্বতীর ব্রহ্মমোহন লীলাদির টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। মধুসূদন সরস্বতীর রাসপঞ্চাধ্যায়ের টীকা ভরতপুর রাজার পুস্তকালয়ে আছে বলিয়া অবগত হইয়াছি।

গুণরাজ খাঁ বা মালাধর বসু, অতঃপর বাঙ্গালা কবিতায় পদ্যে শ্রীল রঘুনাথ পুরী ও শ্রীল মাধবাচার্য্য ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণলীলায় অনুবাদ করেন।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের এই কয়েকটি টীকা ব্যতীত প্রাচীন বহু টীকার কথা শুনিতে পাইলেও ঐ সকল টীকা ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। শ্রীজীব গোস্বামী প্রাচীন টীকা ও ভাষ্যের মধ্যে শ্রীহনুমৎভাষ্য, বাসনাভাষ্য, সম্বোন্ধোক্তি, বিদ্বৎকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়া, শুকহৃদয় এই ৭টি ভাষ্য ও টীকার নাম করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামীর ভাবার্থদীপিকাও সর্ব্বজনাদৃত টীকা। গৌড়ীয় সম্প্রদায় ব্যতীত বল্লভ সম্প্রদায়ের বা বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের সুবোধিনী, রামানুজ সম্প্রদায়ের শ্রীসুদর্শন সূরিকৃত 'শুকপক্ষীয়ম', শ্রীমদ্বীররাঘবাচার্য্যকৃত ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা, শ্রীনিবাস সূরিকৃত 'তত্ত্বদীপিকা,' শ্রীযোগিরামানুজাচার্য্য কৃত 'সরলা', মাধ্ব সম্প্রদায়ের শ্রীবিজয়ধ্বজকৃত পদরত্নাবলী, ও শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শ্রীশুকদেব কৃত "সিদ্ধান্তপ্রদীপ" নামক টীকা সুপ্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন শ্রীমৎ কিশোরপ্রসাদ বিদ্বৎকৃতা "বিশুদ্ধরসদীপিকা" শ্রীরামনারায়ণকৃত 'ভাব ভাববিভাবিকা', শ্রীধনপতি সূরিকৃত ভাগবতগূঢ়ার্থদীপিকা, শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের শ্রীবৈষ্ণবশরণকৃত "সিদ্ধান্তার্থদীপিকা" শ্রীকবি চূড়ামণি চক্রবর্ত্তি কৃতা "অন্বয়বোধিনী" টীকা বিদ্যমান।

নিবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্যের 'ভাগবততাৎপর্য্যনির্ণয়' 'বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়' 'কৃষ্ণামৃতমহার্ণব' শ্রীবল্লভাচার্য্যের "ভাগবতলীলারহস্য" "একান্তরহস্য" ও "সিদ্ধান্তরহস্য" শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের "সবিশেষ নির্ব্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তব" বেদান্ত দেশিক বেঙ্কটনাথের "যাদবাভ্যুদয়", বোপদেবের হরিলীলা, মুক্তাফল, হরিভক্তিসুধোদয় প্রমুখ বহু নিবন্ধ কাব্য ও নাটকাদি গ্রন্থ শ্রীভাগবত-অবলম্বনে বিরচিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থাদি ব্যতীত ভাগবত অবলম্বনে ভাসের "বালচরিত" নাটক, ও অনুরূপ বহু নাটকের ও কাব্যের ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণলীলাই উপজীব্য। বর্ত্তমানে এই সকল গ্রন্থের অনেকগুলি কালক্রমে নানা কারণে লোপ পাইয়াছে এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে

মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীনীলকণ্ঠ বৈদিকমন্ত্র সংগ্রহ করিয়া শ্রীমন্ত্রভাগবত নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে তিনি ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলার সমর্থক বহু বৈদিক মন্ত্র ঋগ্বেদ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি নিজেই ঐ মন্ত্রগুলির টীকা করিয়া মন্ত্রগুলি যে শ্রীকৃষ্ণলীলার দ্যোতক তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সর্ব্বসমেত ১৬০টি ঋক্ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উহার মধ্যে গোকুলকাণ্ডে ৩০টি মন্ত্র, এই মন্ত্রগুলির অনেক মন্ত্রেই শ্রীকৃষ্ণের নামের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় বৃন্দাবনকাণ্ডে ৪০টি মন্ত্র, তৃতীয় অক্রূরকাণ্ডে ৩০টি মন্ত্র এবং চতুর্থ মথুরাকাণ্ডে ১০টি মন্ত্র আছে। এই মন্ত্রগুলি সমস্তই সংহিতা ভাগের—তথাপি মন্ত্রগুলিকে একত্র করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলার বৈদিকত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অনেকের মতে মন্ত্রগুলির শ্রীকৃষ্ণলীলাপরত্ব সাধন করিবার জন্য কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের লীলায় এইরূপ বৈদিকত্ব প্রখ্যাপনের চেষ্টা আধুনিক ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের দ্বারা যে কোনও ক্রমে সমর্থিত হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। তথাপি যাঁহারা বেদে "কৃষ্ণ" শব্দের উল্লেখ নাই বলিয়া থাকেন, বোধ হয় তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই এই চেষ্টা করিতে হইয়াছে। কিন্তু বেদে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার উল্লেখ না থাকিলেই যে তাহা শ্রীভগবানের লীলা হইতে পারে না, ইহা কোনও ক্রমে স্বীকার করা যায় না। শ্রীভগবান্‌কে যদিও শাস্ত্রদ্বারে জানিতে হয়, তথাপি শাস্ত্রই তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকে। মানবীয় অসীম বুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্রের সম্যক্ জ্ঞান ও অর্থবোধ কখনই সম্ভবপর নহে। এইজন্য বেদে শ্রীকৃষ্ণলীলার উল্লেখ থাকুক বা না থাকুক, তাহা যে শ্রুতিসিদ্ধ, তাহা ভক্তগণ সকলেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই পুরাণাদির শ্রুতির আনুগত্য প্রমাণ করিয়াছি। এই অর্থে শাস্ত্রার্থবিদ্‌গণ সকলেই পুরাণ ও ইতিহাসকে "পঞ্চম বেদ" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ভাগবতের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায়। প্রদেশ বিভাগ অনুসারে কচিৎ দুই একটি শ্লোকের কোনও কোনও অংশে পাঠান্তর দেখা গেলেও মোটের উপর সকল প্রদেশের হস্তলিখিত পুঁথির সহিত মিল আছে। বোম্বাইয়ের নির্ণয়সাগর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত এবং বঙ্গদেশের বহরমপুর হইতে ও কলিকাতা হইতে মুদ্রিত

সংস্করণগুলির সঙ্গে তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালাদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বকাল হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায়। পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বোপদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ভাগবতের একখানি হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছিলেন। ঐ পুঁথিখানি এখনও ৺কাশীধামে সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে বর্ত্তমান। গোরক্ষপুর হইতে প্রকাশিত কল্যাণ নামক পত্রের শ্রীকৃষ্ণাঙ্ক সংখ্যায় ঐ পুঁথির একটি পত্রের আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশ্য ভারতবর্ষের মত দেশে প্রাচীন পুঁথির দীর্ঘকাল রক্ষা পাওয়ার পক্ষে প্রচুর বাধা বর্ত্তমান। তথাপি উপযুক্ত অনুসন্ধান হইলে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আবিষ্কৃত পুঁথি হইতেও বহু প্রাচীনতর পুঁথির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী কালের ভাগবতের বহু হস্তলিখিত পুঁথি দেশের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই সকল প্রাচীন পুঁথির এখনও বহু প্রাচীন দেবমন্দিরে 'পারায়ণ' উপলক্ষে পাঠ হইয়া থাকে।

অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বাঙ্গালা পদ্যে কুলীনগ্রামের মালাধর বসু বা গুণরাজ খাঁ "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নামে শ্রীভাগবতের শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুবাদ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ঐ প্রকার সুসংবদ্ধভাবে বঙ্গভাষায় ভাগবতের আর অন্য অনুবাদ পাওয়া যায় না। হিন্দী, গুজরাট, তামিল, মহারাষ্ট্র ভাষায়ও শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণলীলার অনেক অনুবাদ পাওয়া যায়। য়ুরোপে ভাগবতের দেবনাগর অক্ষরে মূলের সহিত ফরাসী ভাষায় অনুবাদ সমেত একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী উড়িয়া ভাষায় ভাগবতের যে অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা উড়িষ্যার সর্ব্বত্র সমাদৃত। ফলতঃ ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই আংশিকভাবেই হউক বা পূর্ণভাবে হউক ভাগবতের অনুবাদ হইয়াছে।

ভাগবতের আখ্যানবস্তু

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একমাত্র পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ তত্ত্ববস্তু ভগবান্‌কে প্রতিপাদন করিবার জন্যই ভাগবতের উদ্ভব। নিখিল জীবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া ভারতীয় ঋষিসঙ্ঘের মুকুটমণি শ্রীমান্ নারদের উপদেশে শ্রীভগবানের আবেশাবতার মহর্ষি ব্যাসদেব সর্ব্বজীবের কল্যাণের জন্য এই অমৃতময় ভাগবতপুরাণ রচনা করেন। ইহাতে অসীম ঐশ্বর্য্যময়, অনন্তশক্তিময়, মহামাধুর্য্যপারাবার শ্রীভগবানের অমৃতময় চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে এবং এই চরিত্র-কথাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য ভক্তচরিত্র বা ভক্তির মহিমা, পরতত্ত্ব শ্রীভগবানের অন্বয়মুখে উপাসনার কথা অথবা তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও শক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। যদিও এই ভাগবতে সর্গ (তত্ত্বসৃষ্টি), বিসর্গ (চরাচর সৃষ্টি), স্থান (ভগবানের সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষ), পোষণ (ভক্তানুগ্রহ), উতি (কর্ম্মবাসনা), মন্বন্তর (সাধুদিগের ধর্ম্ম), ঈশানুকথা, নিরোধ (প্রলয়), মুক্তি (স্বস্বরূপে অবস্থিতি) ও আশ্রয় (পরংব্রহ্ম) —এই দশটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি দশম পদার্থরূপ যে আশ্রয়তত্ত্ব (পরংব্রহ্ম) সাক্ষাৎভাবে বা তাৎপর্য্যের দ্বারা বর্ণনা করাই এই মহাপুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য। শরীরের যে কোন স্থান স্পর্শ করিলেই যেমন শরীরীকে স্পর্শ করা হয়, সেইরূপ এই শ্রীভাগবতের যে কোনও স্থান অধ্যয়ন করিলেই সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে শ্রীভগবানের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে অথবা সেই শ্রীভগবানেরই উদ্দেশলাভ হইয়া থাকে। যাঁহাদের নিখিলকামনা পূর্ণ হইয়াছে, সেই আত্মারামগণই সর্ব্বপরমেশ্বর ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যমহাসাগর শ্রীভগবানের কথায় সর্ব্বদা নিমজ্জিত থাকেন, এই জন্যই এই ভাগবতের অন্য একটি নাম পারমহংস্য-সংহিতা। যে শুকদেব জন্ম হইতেই আত্মারামচূড়ামণি, ব্যাসদেব তাঁহাকেই এই মহাপুরাণ অধ্যয়ন করাইয়া তাঁহার দ্বারা জগতে ইহা প্রচার করিয়াছেন। এই মহাপুরাণ এমন সুকৌশলে রচিত যে, ইহা অধ্যয়ন করিলেই শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়মধ্যে লাভ করিয়া জীবমাত্রেই ধন্য হইতে পারেন। সমস্ত শাস্ত্রের যাহা মূল উদ্দেশ্য—বেদ-বেদান্তাদির যাহা একমাত্র লক্ষ্য, এই ভাগবত মহাপুরাণের তাহাই আখ্যানবস্তু। অতএব এই পুরাণকে সর্ব্বশাস্ত্রের শিরোমণি নামে অনায়াসে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই মহাপুরাণ দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত, ইহার প্রথম স্কন্ধে ১৯টি অধ্যায়ে প্রথমতঃ ঐ মহাপুরাণের মহিমা, সূতের সহিত শৌনকাদি ঋষিগণের সমাগম, ভগবান্ ব্যাসদেবের পবিত্র চরিত্র, পাণ্ডবদিগের আখ্যান ও পরীক্ষিতের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় স্কন্ধের দশটি

অধ্যায়ে পরীক্ষিতের ও শুকের সংবাদ, যোগস্থিতির নিরূপণ, ব্রহ্মনারদ-সংবাদ, অবতারচরিতামৃতকথা, পুরাণলক্ষণ, সৃষ্টির কারণ সকলের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ে বিদুরের চরিত্র, বিদুরের সহিত মৈত্রেয়ের মিলন, ব্রহ্মার সৃষ্টিযোগ ও দেবহূতিকপিল সংবাদে সাঙ্খ্যযোগ বর্ণিত হইয়াছে। এই স্কন্ধের কথিত সাঙ্খ্যযোগ সেশ্বর ভক্তিযোগমূলক প্রাচীন সাঙ্খ্যশাস্ত্র।

চতুর্থস্কন্ধে ৩১টি অধ্যায়ে সর্ব্বপ্রথমে সতীর উপাখ্যান, পরে ধ্রুবের চরিত্র, পৃথুর পবিত্র উপাখ্যান এবং প্রাচীনবর্হির কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই স্কন্ধে ভক্তিতত্ত্বের মহিমা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চমস্কন্ধে ২৬টি অধ্যায়ে প্রিয়ব্রতচরিত্র, তাঁহার বংশকথা, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত লোকসকলের বর্ণন, নরকস্থান কথন, এবং জড় ভরতের অপূর্ব্ব চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠস্কন্ধের ১৯টি অধ্যায়ে অজামিলের উপাখ্যানে ভগবন্নামমাহাত্ম্য, দক্ষসৃষ্টিনিরূপণ, বৃত্রাসুরের চরিত্র, চিত্রকেতুর উপাখ্যান এবং বায়ুগণের জন্মকথা বিবৃত হইয়াছে।

সপ্তমস্কন্ধের ১৫টি অধ্যায়ে মুখ্যতঃ পরম ভক্ত প্রহ্লাদের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও সকাম কর্ম্ম সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে।

অষ্টমস্কন্ধে ২৪টি অধ্যায়ে গজেন্দ্রমোক্ষণাখ্যান, মন্বন্তরনিরূপণ, সমুদ্রমন্থন, বলিরাজার ও বামনাবতারের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

নবমস্কন্ধের ২৪টি অধ্যায়ে সূর্য্যবংশ সমাখ্যান, মন্বন্তর নিরূপণ প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে।

দশমস্কন্ধের ৯০টি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণাবতার, কৃষ্ণের বালচরিত, কৌমার-চরিত, ব্রজ-বিহার, কৈশোর-চরিত, মথুরাবাস, যৌবন-চরিত, দ্বারকাবাস এবং ভূভারহরণাদি শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

একাদশস্কন্ধে ৩১টি অধ্যায়ে নারদের সহিত বসুদেবের কথোপকথন, দত্তাত্রেয়ের সহিত যদুর কথা, কৃষ্ণের উদ্ধবের প্রতি ভাগবতধর্ম্ম কথন, এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে গমনাদির কথা—বিস্তারিত হইয়াছে।

দ্বাদশস্কন্ধে ১০টি অধ্যায়ে—কলির ভবিষ্যদ্‌বৃত্তান্ত, রাজা পরীক্ষিতের মুক্তি, বেদশাখাপ্রণয়ন, মার্কণ্ডেয়ের তপস্যা, সূর্য্যের বিভূতি কথন, তৎপরে ভগবানের বিভূতি-পুরাণ, সংখ্যাকথনাদি বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ভাগবত শ্রবণের ফলও বর্ণিত হইয়াছে।

ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ

আধুনিক কালে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র লইয়া নানা তর্ক-বিতর্ক বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা ভগবচ্চরিত্রে আদর্শ নৈতিকতার দাবী করেন, তাঁহারা ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলায় সে নৈতিকতা রক্ষিত হয় নাই বলিয়া আদর্শ-মানব শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে দোষ দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগী, তাঁহারা ভাগবতের ও বিষ্ণুপুরাণের—শ্রীকৃষ্ণলীলাকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে চাহেন! ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণলীলাকে ঠিক ব্যবহারিক লৌকিক দৃষ্টিতে দেখিলে পুরাণের মর্য্যাদাহানি ঘটিয়া থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরাই ভাগবতের রসসিদ্ধান্ত বিশেষভাবে বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিমত এই যে, শ্রীবৃন্দাবনলীলা ভাগবতের অলৌকিক লীলা। অষ্টমবর্ষীয় শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অসংখ্য গোপবালার সহিত রাসলীলা লৌকিকভাবে কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। বিশেষতঃ যে গোপবালাগণের সহিত লীলা হইয়াছিল, তাহাদের অনেকেই লৌকিক দৃষ্টিতে অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী বা পরকীয়া। কিন্তু রাসক্রীড়ার প্রারম্ভেই ভাগবতকার একটি বড় কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন—কথাটি এই "ভগবান্ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া এই লীলার ইচ্ছা করিলেন।" এই যোগমায়াকে না মানিলে বা যোগমায়ার তত্ত্ব ও গোপীতত্ত্ব বুঝিতে না পারিলে লৌকিক দৃষ্টিতে ভগবানের লীলা বিচার করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। বিশেষতঃ ভাগবতের অষ্টম বৎসরের বালকের পক্ষে যদি অঘাসুরবধ, বকাসুর বধ, শঙ্খচূড় বধ, দাবানল পান, পূতনা বধ, গোবর্দ্ধন ধারণ সম্ভবপর হইয়া থাকে, তবে তাঁহার অলৌকিক শক্তিতে ষোড়শ সহস্র গোপীর সহিত রাসক্রীড়াও অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ রাসলীলায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গ শক্তিগণের সহিত মানুষভাব অবলম্বন করিয়া ক্রীড়া করিয়াছেন। তবে গোপীগণের মধ্যে অনেকের যে আপাততঃ প্রতীয়মান পরকীয়াত্ব, তাহা রসবৃদ্ধির জন্য যোগমায়ারই

কল্পিত। এই জন্য শ্রীল চৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীরাধা

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণ সর্ব্বশ্রেণীর বৈষ্ণবগণের নিকটেই প্রামাণিক পুরাণ। কিন্তু এই পুরাণদ্বয়ে বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধিকার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না—ইহাতে অনেকেই বিস্মিত হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ে ও শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তন্মধ্যে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়েই শ্রীবৃন্দাবনধামে গোপীজন-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার উপাসনার সর্ব্বোৎকর্ষত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাব্যাপারের মাধুর্য্য অনুভব করিতে সমর্থ—যাহারা ইহাকে সর্ব্বশক্তিময় শ্রীভগবানের অলৌকিক মাধুর্য্যময় লীলা বলিয়া শ্রদ্ধাসহকারে বরণ করিয়া লইতে পারেন, তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের শ্রীকৃষ্ণলীলার অধ্যয়নের ও আলোচনার অধিকারী।

এখন দেখা যাউক, শাস্ত্রে ও পুরাণে এই শ্রীরাধিকার নাম বা কথা কত দিন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী একাধিকবার ঋগ্বেদের পরিশিষ্ট হইতে একটি মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—

রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।
বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা।

ইহার অর্থ এই—

"নিজজনসমূহে রাধা দ্বারা মাধব ক্রীড়াশীল বা দ্যুতিমান্ এবং শ্রীরাধিকাও মাধবদেবের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে দ্যুতিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছেন।"

বর্ত্তমানে ঋগ্বেদের যে মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহাতে "ঋক্ পরিশিষ্ট" বলিয়া কোনও অংশ পরিদৃষ্ট হয় না এবং এই মন্ত্রটিও পাওয়া যায় না। কিন্তু অতি বৃহৎ ঋগ্বেদের এবং সহস্রশাখাবিশিষ্ট সামবেদের এবং অন্য দুই বেদেরও যে অনেক অংশ লোপ পাইয়া গিয়াছে, ইহা অস্মদ্দেশীয় বৈদিক পণ্ডিতগণের প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন স্মৃতি মনুসংহিতাদি গ্রন্থের অনেক স্থলেই স্মৃতিবাক্যের দ্বারা শ্রুতিবাক্যের অস্তিত্বের অনুমানের যে বিধান পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতেও কালক্রমে বহু শ্রুতি যে লোপ পাইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অতএব চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীজীব গোস্বামী ঋগ্বেদে শ্রীরাধিকামাধবের নামসমন্বিত এই ঋক্‌টি দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং এখন কালক্রমে তাহা লোপ পাইয়াছে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

ঋগ্বেদ-সংহিতার ৩।২।১৪ মন্ত্রে "সুরাধাঃ" নামে একটি শব্দ আছে; মন্ত্রভাগবতের সংগ্রহকর্ত্তা মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ উহার অর্থ করিতেছেন—"সুরাধাঃ শোভনা মুখ্যা রাধা তাঃ সুরাধাঃ।" অর্থাৎ "গোপীগণের মধ্যে রাধা যাহাদিগের শোভনা বা মুখ্যা হইতেছেন, তাদৃশী গোপীগণ।" নীলকণ্ঠের এই ব্যাখ্যা মানিয়া লইলে ঋগ্‌বেদেও শ্রীরাধার নাম দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে গান্ধার্ব্বিকানামে যে দেবীকে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস তাঁহাকেই শ্রীরাধিকা জ্ঞানে স্তব করিয়াছেন। গোপালতাপনী, নৃসিংহতাপনী প্রমুখ উপনিষদাবলীতে প্রধান ও উপাসনা কাণ্ড বা আগম কাণ্ড পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্যস্থাপনে এই সকল উপনিষদের ভাষ্যনির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। এই হেতুবাদ ও অন্যান্য কারণে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই সকল উপনিষদ্‌কে প্রাচীন বলিয়া মনে করেন না।

পাঞ্চরাত্রাগমকে অনেকেই খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীর বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। পাঞ্চরাত্রাগমে সুস্পষ্ট ভাবেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা-পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র পুরাণের কালনির্ণয় বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকগণের অভিমত প্রকাশ করিয়াছি ও তদ্বিষয়ে আমাদের অভিমতও জানাইয়াছি। আদিপুরাণ, বরাহপুরাণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণাদি পুরাণ-সাহিত্যের নানা স্থানেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগোপীগণের

প্রেমোৎকর্ষের বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই উদ্ধবকে নিজের প্রিয়তম সাধকশ্রেষ্ঠ, বৃহস্পতির প্রিয়শিষ্য এবং যদুগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। সেই উদ্ধবই ব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের আতিশয্য দেখিয়া বলিতেছেন—

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

—ভাঃ ১০।৪৭।৬১

অনুবাদ—

যে ব্রজসুন্দরীগণ, দুস্ত্যজ স্বজন এবং আর্য্যপথ (পাতিব্রত্যাদি) পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিবিমৃগ্য মুকুন্দপদবী ভজনা করিয়াছেন, অহো! আমি যেন বৃন্দাবনে তাঁহাদিগের চরণরেণুসেবী গুল্মলতা ও ঔষধিসমূহের মধ্যে কোনও কিছু হইয়া জন্মলাভ করি।

তত্ত্বতঃ শ্রীশ্রীব্রজদেবীগণ পরমস্বকীয়া—শ্রীভগবানের অনন্ত-শক্তিগণের মধ্যে মুখ্যতমা। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনলীলার চমৎকারিত্ব সম্পাদন করিবার জন্য শ্রীযোগমায়া তাঁহাদিগের প্রতি পরকীয়াত্বের ভাব আরোপ করিয়া—তাঁহার অসীম শক্তিবলে তাহাই সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মাইয়া দিতেছেন। লীলার মাধুর্য্যবিস্তারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিত্যচিদানন্দময়ী শক্তিগণ যোগমায়ার এই লীলাবিনোদময়কৌশলের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া ভক্তগণের আনন্দবিধান করিয়া থাকেন।

অতএব পরমপুরুষ ভগবানের সহিত তাঁহার শক্তিগণের যে লোকানুগত অপূর্ব্ব লীলাবিলাস তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসক্রীড়া। অতএব মুখ্য গোপীদিগকে যদি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে তাহাদের মধ্যে এক জনকে প্রধানা স্বীকার করিতে আপত্তি কি? সেই প্রধানা গোপীকে শ্রীরাধিকা নামে (বা গোপালতাপনীর উদ্দিষ্টা গান্ধর্ব্বিকা নামে) অভিহিত করিলে আপত্তির কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। অতএব শ্রীরাধিকা নামে সর্ব্বগোপীর প্রধানা গোপীকে স্বীকার করিলে তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলার ঔজ্জ্বল্য সমধিকরূপেই বৃদ্ধি পায় —পরন্তু তাহাতে শ্রীভাগবতের রসবৈশিষ্ট্যের ও লীলা মাধুর্য্যের বিন্দুমাত্র হানি হয় না।

কিন্তু শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী টীকাকারগণ শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ের অষ্টাবিংশ শ্লোকে—

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ॥"

এই শ্লোকে শ্রীরাধিকার নাম আবিষ্কার করিয়াছেন।

শ্রীপাদ সনাতন বলিতেছেন—"রাধয়তি আরাধয়তীতি শ্রীরাধেতি নাম কারণং চ দর্শিতম্" অর্থাৎ—রাধনা বা আরাধনা করিতেছেন এই অর্থে "রাধা" এই নামের কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীজীবও লঘুতোষণীতে ঐ কথাই বলিয়াছেন। রসিকচূড়ামণি প্রতিভার বরপুত্র বাঙ্গালী-গৌরব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন—

"রাধয়তীতি রাধেতি নাম ব্যক্তীবভূবেতি। মুনিঃ প্রযত্নেন তদীয় নামাপ্যধাৎ পরং কিন্তু তদাস্যচন্দ্রাৎ স্বয়ং নিরেতি স্ম। কৃপানু তস্যাঃ সৌভাগ্যভের্য্যা—ইব বাদনার্থম্!"

অর্থাৎ 'রাধিত' এই শব্দে আরাধনা করিতেছেন, এই অর্থে—"রাধা" এই নাম ব্যক্ত হইল। মুনি শুকদেব প্রযত্ন-সহকারে তাহার নাম গোপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই নাম শ্রীরাধার কৃপায় তাহার সৌভাগ্যভেরীর ন্যায় বাদনার্থ এই নাম তাঁহার মুখচন্দ্র হইতে নির্গত হইয়া পড়িল।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শুকদেবের ভাগবতে শ্রীরাধা নাম গোপনের যে কথা ব্যক্ত করিলেন, শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে তাহার একটি কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

"গোপীনাং বিততাদ্ভুতস্ফুটতর-প্রেমানলার্চ্চিশ্ছটা-
দগ্ধানাং কিল নামকীর্ত্তনকৃতাত্তাসাং বিশেষাৎ স্মৃতেঃ।
তত্তীক্ষ্ণজ্বলনোচ্ছিখাগ্রকণিকাস্পর্শেন সদ্যো মহা-
বৈকল্যং সভজন্ কদাপি ন মুখে নামানি কর্ত্তুং প্রভুঃ॥"

—১ম খণ্ড, ৭ম অধ্যায়।

অর্থাৎ

"অতিবিস্তৃত, অত্যদ্ভুত স্ফুটতর প্রেমাগ্নিজ্বালায় যাঁহারা দগ্ধ, সেই গোপীগণের নামকীর্ত্তন করিলে তাঁহাদের বিশেষ

ভাবে স্মরণের ফলে সেই অগ্নিশিখায় কণিকাস্পর্শে তৎক্ষণাৎ মহাবিহ্বল হইয়া পড়িবেন, এই ভয়ে শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতের কোনও স্থানে গোপীগণের নামকীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন নাই।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর এই কথা ভক্তিগতপ্রাণ রসিকের গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু উহা কি ঐতিহাসিক-গণের গ্রহণীয় হইবে? শ্রীল সনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীল বিশ্বনাথ প্রমুখ শ্রীভাগবতের মহাপণ্ডিত ও পরমভক্ত টীকাকারগণ শ্রীভাগবতের অন্যান্য স্থলেও শুকদেব শ্রীরাধিকার নাম গোপন করিয়াছেন, ইহা দেখাইয়াছেন। শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধের সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে উদ্ধব যে দিব্যোন্মাদগ্রস্তা গোপীকে দর্শন করিয়াছিলেন, এই সকল টীকাকারগণই তাঁহাকে শ্রীরাধা বলিয়া মনে করিয়াছেন। ফলতঃ শ্রীভাগবতে কোথাও কোনও গোপীর নাম যে ইচ্ছা করিয়াই উল্লেখ করা হয় নাই, ইহা শ্রীভাগবতের অতি প্রাচীন ভাষ্যেও দেখা যায়। পূর্ব্বের কথিত দশমের সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকের লঘুতোষণী টীকায় শ্রীজীব অধুনালুপ্ত—"বাসনাভাষ্য" হইতে 'অগ্নিপুরাণের' শ্লোক উদ্ধার করিয়া শ্রীভাগবতের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে যে শ্রীরাধিকার কথাই বলা হইতেছে, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীজীবের এই কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। পরন্তু প্রাচীন টীকাকারও যদি পুরাণাদি হইতে শ্রীরাধিকার নাম উদ্ধার করিয়া শ্রীরাধিকাকে যদি সর্ব্বগোপীর শ্রেষ্ঠা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে?

বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে যখন গোপীগণের নাম বর্ত্তমান, তখন শ্রীরাধিকাব নাম উল্লেখে কোনও দোষ হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শ্রীরাধাকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশক্তির শ্রেষ্ঠা আনন্দময়ী বা হ্লাদিনী শক্তিরূপে স্থাপন করিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্বের পরিপূর্ণতা সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীভাগবতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন এবং শ্রুতির মূল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

সূচীপত্র

প্রথম স্কন্ধ

দ্বিতীয় স্কন্ধ

তৃতীয় স্কন্ধ

চতুর্থ স্কন্ধ

মঙ্গলাচরণ

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীভগবানের মধুরলীলা চিরপূত, চিরনূতন,—চিরসরস। কিন্তু বিষয়-বাসনা-কলুষিত জীবের হৃদয়ে—ভগবানের লীলামাধুর্য্য —ভগবানের চরিতমহিমা—সহসা পরিস্ফুরিত হয় না। নানাবিধ ফলফুল,—মাল্যচন্দন,—নর-নারীর হাব-ভাব-বিলাস, —সঙ্গীতের সুরলহরী মানবের ইন্দ্রিয়নিচয়কে সর্ব্বদাই অন্যদিকে আকর্ষণ করে। সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মানব যখন নিতান্ত শোক-দুঃখের অন্ধকারময় আবর্ত্তে পতিত হয়—তখনই ক্ষণকালের জন্য শ্রীভগবানের লীলা-সমুজ্জ্বল চরিত-মহিমা তাহার স্মরণপথে উদিত হয়। কিন্তু জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত বাসনা মানবকে কর্ম্ম-চক্রের আবর্ত্তনে এমনই ঘুরাইতে থাকে যে, ক্ষণকালের জন্য অনুভূত ভগবানের মহিমা বিদ্যুদালোকের মত স্ফুরিত হইলেও তাহার হৃদয়ে কোন স্থিরসম্পৎ সৃষ্টি করিতে পারে না। ফলে সংসারের দুঃখজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অধিকার তাহার হয় না।

পরমকারুণিক মহর্ষি বেদব্যাস জীবের এই অসীম দুর্দ্দশা উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রতীকার-কামনায় ভগবানের লীলারসপূর্ণ অপূর্ব্ব মাধুর্য্যখনি এই শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যাহাতে জীব এই লীলারস আস্বাদন করিয়া—অনুপম মাধুর্য্যে আত্মহারা হইয়া —সংসারের বাহ্য-সুখ—ইন্দ্রিয়-সুখের তুচ্ছতা উপলব্ধি করিতে পারে—তাহারই জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রকাশ ও প্রচার। মহামুনি বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, কিন্তু দেবর্ষি নারদের উপদেশে ভগবানের লীলারসপূর্ণ এই ভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থ তাঁহার রচিত সমস্ত পুরাণের সার-নিষ্কর্ষ বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত। এই গ্রন্থে ভগবৎকথা, ভগবন্মহিমা, শ্রীভগবানের লীলা-মাধুরী বহুলভাবে বর্ণিত বলিয়া ইহার নাম শ্রীমদ্‌ভাগবত।

শ্রীভগবানের স্বরূপ কি, তাঁহার লক্ষণ কি, ইহা বুঝাইবার জন্য এবং গ্রন্থারম্ভে ভগবানের পূর্ণস্বরূপ ধ্যান করিয়া মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন করিবার জন্য প্রথম শ্লোকের অবতারণা। যদিও সমগ্র গ্রন্থই ভগবচ্চরিত-মাহাত্ম্যে পূর্ণ—সমগ্র গ্রন্থই মঙ্গলময়, সুতরাং অন্য গ্রন্থের মত ইহাতে মঙ্গলাচরণের প্রয়োজন ছিল না; তথাপি গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা শিষ্টাচার-সম্মত। শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তন দ্বারা লোকশিক্ষা-প্রদান মহর্ষি

বেদব্যাসের একটি উদ্দেশ্য এবং এই একটি শ্লোকের মধ্যে সমগ্র ভাগবতের তাৎপর্য্য নিহিত করিয়া সংক্ষেপে ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞাপন করাও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

যাহা বাক্যের অতীত ও মনের অগোচর, সেই শ্রীভগবানের স্বরূপ বুঝা যায় কিরূপে? যিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপে বিরাজমান, যিনি অনাদি, অনন্ত — যিনি নির্গুণ -নির্বিকার —নিরাকার; কিরূপে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হইতে পারে? যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই একই প্রশ্ন মানবের চিত্তকে সন্দেহ-দোলায়িত করিয়া থাকে, তাই মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার বেদান্তসূত্রে ব্রহ্মের দুইটি লক্ষণের সূচনা করিয়াছেন। একটি স্বরূপ-লক্ষণ -অপরটি তটস্থ-লক্ষণ। স্বরূপ-লক্ষণ—বাক্য ও মনের অতীত সন্দেহ নাই। কিন্তু তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পারে। তটস্থ-লক্ষণ কি? যে আরোপিত ধর্ম্ম দ্বারা বস্তুজ্ঞাপন করা হয়, তাহাই তটস্থ-লক্ষণ। তটস্থ শব্দ হইতেই এই লক্ষণের স্বরূপ বুঝা যায়। দুই জনে নদীপারে যাইবে,—এক জন নদী জানে, এক জন জানে না। দুই জনই বিশাল মাঠের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। নদী এখনও অর্দ্ধক্রোশ দূরে, নদী দেখা যায় না, কেবল নদীতট-স্থিত একটি বৃহৎ বৃক্ষ নয়নগোচর হইলে জ্ঞাতা বলিয়া উঠিল—'ঐ নদী' -বৃক্ষের নীচেই নদী। ঐ যে বৃক্ষ, উহা নদীর তটস্থ, নদীর ধর্ম্ম নহে, তথাপি ঐ বৃক্ষকেই নদীর অসাধারণ ধর্ম্মরূপে গ্রহণ অর্থাৎ আরোপ করিয়া নদী জ্ঞাপন করা হইতেছে। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—দৈবক্রমে দুই বন্ধু নিবিড় তরু-লতা-গুল্ম-সংবৃত বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিয়া বিব্রত হইল, বাহিরে আলোক থাকিলেও বনমধ্যে অন্ধকার। পূর্ণিমা-রজনী, আশা —চন্দ্রোদয় হইলে কিঞ্চিৎ আলোক পাওয়া যাইবে। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে, বৃক্ষশাখাযুগলের ফাঁক দিয়া একজন চন্দ্র দেখিলেন ও অপরকে দেখাইলেন, —'ঐ বৃক্ষশাখার মধ্যে চন্দ্র দেখ।' প্রকৃত-পক্ষে কিন্তু চন্দ্র শাখার মধ্যে ছিলেন না; অতএব শাখামধ্যবর্ত্তিত্ব চন্দ্রে আরোপিত ধর্ম্ম, তৎকালে উহা চন্দ্রজ্ঞাপক হওয়ায় তটস্থ-লক্ষণ। তেমনি যতক্ষণ সৃষ্টিধারা আছে—ততক্ষণ অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তারূপ ধর্ম্ম তাঁহাতে আরোপ করিয়া সেই আরোপিত ধর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি। তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা তাঁহার পূর্ণস্বরূপ প্রতিভাত না হইলেও তাঁহার আংশিক ধারণা সম্ভবপর হয়। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সন্নিধান ব্যতীত হইতে পারে না, বেদান্তশাস্ত্রে এই ত্রিগুণকে মায়া ও সাংখ্য-শাস্ত্রে এই ত্রিগুণের সমষ্টিকে প্রকৃতি বলা হইয়াছে, -এই মায়া বা প্রকৃতিকে ব্রহ্মশক্তি বলিয়াও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং ত্রিগুণের অতীত। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কালে নিজ ইচ্ছামাত্রে মায়া-শক্তি বিকাশ করিয়া তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের আশ্রয়রূপে প্রকাশিত হয়েন; তখন তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। মায়া বা ত্রিগুণের দ্বারা ব্রহ্ম কখনই অভিভূত হন না বলিয়া তিনি গুণাতীত, কিন্তু তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডের রচনা পালন বা সংহারলীলা করেন—তখন ত্রিগুণের বিকাশ করিয়া—সগুণভাবে——মানবের বুদ্ধিগম্য হন। ভগবান্ বা ঈশ্বররূপে মানবের ধ্যেয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ভাগবত-গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে—তাঁহার তটস্থ-লক্ষণ ও স্বরূপ-লক্ষণ—উভয়ই বিবৃত হইয়াছে।

প্রথমস্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা (ত্রিসর্গো মৃষা)
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১ ॥

এই দৃশ্যমান জগৎ—যাঁহার ইচ্ছা-মাত্রে রচিত হইয়াছে ও পালিত হইতেছে এবং কালে যাঁহাতেই বিলীন হইবে,—অখিল সৃষ্ট বস্তু যাঁহার সত্তায় 'সৎ'রূপে বর্ত্তমান—এবং যাঁহার সত্তা-সম্বন্ধের অভাবে অবস্তুমাত্রই (আকাশ-কুসুম, শশ-শৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি) "অসৎ"রূপে প্রতীয়মান হয়, যিনি সর্ব্বজ্ঞ—সকল পদার্থের সামান্য ও বিশেষ জ্ঞান যাঁহার নিত্য বিরাজমান—যিনি স্বরাট্ (যিনি স্বতঃ প্রকাশিত, বা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ) যে বেদ বিষয়ে সুধীগণেরও বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয় (অথবা যাঁহার স্বরূপলক্ষণ অবধারণ করিতে সুধীগণও মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন), আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সেই বেদের প্রকাশ যিনি ইচ্ছামাত্রে করিয়া দিয়াছিলেন, তেজোময় মরীচিকাতে জলভ্রম, জলে কাচভ্রম, এবং কাচে জলভ্রম—এই যে জ্ঞানের বিপর্য্যয়, অর্থাৎ এক বস্তুতে অপর বস্তুর আরোপ, এই ভ্রমজ্ঞানও যাঁহার অধিষ্ঠান সত্তাকে আশ্রয় করিয়া সত্য বলিয়া বোধ হয়—এই প্রকার সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের মিলনে রচিত ত্রিবিধ সৃষ্টি (দেবতা, ইন্দ্রিয় এবং ভূত,) অথবা (তেজঃ জল ও অন্ন) যাঁহার সত্তায় সত্য বলিয়া প্রতীয়মান (অথবা যাঁহার সত্তা সম্বন্ধ না থাকায় ত্রিগুণ সৃষ্টি—মরীচিকাতে জলভ্রমের মত, জলে কাচভ্রমের মত মিথ্যা) এবং যিনি নিজ মহিমপ্রভাবে আপনার সহিত আপনার মায়া সম্বন্ধও বিদূরিত করিয়া থাকেন—সেই পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করিতেছি। ১।

বিবৃতি ঃ—ব্রহ্ম পরম সত্য, তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ইত্যাদি বহু শ্রুতি আছে। এই একটি শ্লোকে মহামুনি বেদব্যাস সমগ্র শ্রুতির অর্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহাকে ধ্যেয়রূপে নির্দ্দেশ করা হইতেছে, তাঁহার দুইটি রূপ ;—একটি মায়াতীত ও অপরটি মায়িক ; —একটি অখণ্ড অনন্ত, অচিন্ত্য, সত্য ও জ্ঞানময়, অপরটি—লীলাময়, রসময়, সর্ব্বগুণাধার, বিশ্বের নির্ম্মাণকর্ত্তা, সমস্ত জীবজগতের পিতা,—সকলের রক্ষক, কৃপাময়, বন্ধু, স্বামী, একমাত্র শরণ্য। অধিকারি-ভেদে—অর্থাৎ জন্ম, কর্ম্ম, সাধনাভেদে কেহ সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া জ্ঞানমার্গে তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় ; কেহ বা লীলাময়, রসময়, পিতা, সুহৃৎ, স্বামী অথবা প্রিয়রূপে তাঁহাকেই ভজনা করিয়া ভক্তিপথে তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন। উভয় প্রকার অধিকারীর পক্ষেই এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকের উপযোগিতা আছে। প্রথমে—যাঁহাকে জগতের নির্ম্মাতা, পালয়িতা ও সংহর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, শেষে—তাঁহাকেই 'পরম সত্য' রূপে নির্দ্দেশ করায় ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ স্বরূপেরই সন্ধান দেওয়া হইয়াছে।

গায়ত্রী মন্ত্রের মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রে উদ্‌ঘোষিত, গায়ত্রীর রূপ এই শ্লোকটিতে দেখা যায়—তাই "সত্যং পরং ধীমহি" বলিয়া ইহার সমাপ্তি হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—আনন্দ হইতেই এই জীবজগৎ উৎপন্ন, সুতরাং "যাহা হইতে এই জগতের

উৎপত্তি প্রভৃতি" এই শ্লোকের দ্বারা তিনি যে আনন্দময়, তাহা বলা হইয়াছে। "যাঁহার সত্তায় নিখিল সৃষ্টবস্তু 'সৎ' বলিয়া প্রতীয়মান হয়"—এই অংশ দ্বারা তিনি যে একমাত্র সৎ, অনন্ত, বিশ্বব্যাপক—তাহাই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কেন না, রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয়, তখন প্রকৃত সর্প না থাকিলেও সর্পবিষয়ক সত্যজ্ঞান বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই ভয়ের সঞ্চারাদি হইয়া থাকে। এইরূপ এই দৃশ্যমান জগৎ যদিও জলধরপটলের মত ক্ষণস্থায়ী—সতত পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর—তথাপি ইহাকে আমরা 'সৎ' বলিয়া, 'সত্য' বলিয়া বিশ্বাস করি। ঐ বিশ্বাসের বশেই সংসারে অভীষ্ট বস্তু লাভের জন্য এত পরিশ্রম, এত ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকি এবং অভীষ্ট দ্রব্য লাভ হইলে কিছুকালের জন্য নিজেকে কৃতার্থ মনে করি। এই যে মিথ্যাজ্ঞানের মধ্যেও এবং নশ্বর বস্তুতেও 'সৎ' বলিয়া, ইহা 'আছে' বলিয়া প্রত্যয় হয়, তাহার কারণ—সেই একমাত্র বিশ্বব্যাপক 'সৎ' বা ব্রহ্মের অধিষ্ঠান সর্ব্বত্র আছে বলিয়া। সর্পবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের উদয়েও যে হৃদয়ের স্পন্দন ও পলায়নের ইচ্ছা প্রভৃতি ঘটে, তাহার কারণ,—সর্পের সত্যতা বিষয়ে আমাদের সংস্কার জাগরূক থাকে। যেমন রজ্জুতে সর্পের তৎকালিক আবির্ভাব হয়, এবং অধিষ্ঠানের সত্যতাজ্ঞান নিবন্ধন মিথ্যাজ্ঞানের সময়েও হৃদয়স্পন্দনাদি বাস্তব ক্রিয়া সংঘটিত হয়—সেইরূপ এই দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা ও নশ্বর হইলেও বিশ্বব্যাপক ব্রহ্মসত্তার অধিষ্ঠান বশতঃ 'সত্য' বলিয়া আমাদের জ্ঞান হয় এবং সত্য বলিয়া বোধ হওয়াতেই আমাদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম, অশ্বডিম্ব প্রভৃতি শব্দ শ্রবণ করিলেও কোন বস্তুজ্ঞান আমাদের হয় না কেন? ইহা 'সৎ', ইহা 'আছে' বলিয়া বুঝি না কেন? বা ইহা পাইবার জন্য আগ্রহ করি না কেন? তাহার কারণ, ইহাতে ব্রহ্মের সত্তাসম্বন্ধ নাই। এই জন্য ইহা 'অসৎ' বা অস্তিত্বশূন্য বলিয়া জ্ঞান হয়। ফলে,—ব্রহ্মসত্তা বা ভগবৎসত্তা-সম্বন্ধ বশতঃই বস্তুর বস্তুত্ব—ইহাই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। সুতরাং বুঝা যায়,—মিথ্যা বিনশ্বর জগতের বস্তুমাত্রেই যাঁহার সত্তাসম্বন্ধ, তিনি যে শ্রুতি-কথিত অনন্ত ও সত্যস্বরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই। "সকল পদার্থের সামান্য-বিশেষ জ্ঞান যাঁহার নিত্য বিরাজমান এবং যিনি স্বরাট্" এই অংশ দ্বারা তিনি যে জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময়, ইহা কথিত হইয়াছে। তিনি পরম সত্যস্বরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতসমূহের ব্যাবহারিক সত্যতা আছে, কিন্তু পারমার্থিক সত্যতা নাই। প্রলয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৃথিবী জল বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূত এইরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে—পারমার্থিক সত্যতা একমাত্র তাঁহাতেই আছে। এই শ্লোকে তিনি 'পরম সত্য' বলিয়া কথিত, শ্রুতিও তাঁহাকেই সত্যস্বরূপ বলিয়াছেন।

মায়ার সহিত সম্বন্ধ বশতই তিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় করিয়া থাকেন। মায়ার সহিত সম্বন্ধ হইলেও তিনি মায়ার বশীভূত হন না—মায়া তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি ইচ্ছামাত্রেই নিজ স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন। কূর্ম্ম যেমন তাহার সমস্ত অঙ্গ নিজ শরীরমধ্যে প্রবেশ করাইতে পারে, এবং ইচ্ছামাত্রে তাহার প্রকাশ করিতে পারে, সেইরূপ শ্রীভগবান্ লীলাবশে মায়া বা উপাধি আশ্রয়ে অখিল জগৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন, আবার প্রলয়-কালে ইচ্ছামাত্রে সমস্ত সংহার করিয়া মায়া বা উপাধিস্বরূপে বিলীন করিয়া শুদ্ধস্বরূপে অবস্থান করেন।

এই সংসারে কত প্রকার যে ভ্রমজ্ঞান আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তেজে জলভ্রম হয়—জলে কাচভ্রম হয়, কাচে জলভ্রম হয়—বালুকার মধ্যে পতিত প্রচণ্ড সূর্য্য-রশ্মি জলরাশির মত দেখায়, গ্রীষ্মের সময়ে মৃগগণ জলের আশায় সেই বালুকার মধ্যে ধাবিত হয়, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। মানবও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা গঠিত এই সংসারের স্বরূপ শাস্ত্র-বাক্য দ্বারা অবগত হইয়াও মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তৃষ্ণার্ত্ত মৃগগণের মত ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে—মানব এই যে সংসারকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহারও মূলে সেই পরম সত্যের অধিষ্ঠান, তাঁহার সহিত এই বিশ্বসৃষ্টির সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ইহা সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। যাঁহার অধিষ্ঠানবলে মিথ্যা বা ভ্রমজ্ঞানের মধ্যেও ক্ষণিক সত্যতার ঔজ্জ্বল্য আসে, এবং মানব সেই ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হইয়া যায়, পরম সত্য সেই পরমেশ্বরের সন্ধান পাইলে মানবজীবন সার্থক হইবে, তাই মহর্ষি বেদব্যাস এই পরম সত্যের ধ্যানরূপ মঙ্গলাচরণের দ্বারা সুপ্তমানবকে ভগবদভিমুখে উদ্বোধিত করিয়াছেন। এই শ্লোকে জগতের ব্যাবহারিক সত্যতা থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহার স্বরূপ মিথ্যা এবং শ্রীভগবান্ যে পরম সত্য, এই দুইটি বিরোধিভাবও দর্শিত হইয়াছে।

শ্রীজীব গোস্বামী 'ক্রমসন্দর্ভ' নামক শ্রীমদ্ভাগবত-টীকায় সমস্ত শ্লোকটির ভাব—"যিনি সমস্ত জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব প্রদান করিতেছেন, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত জগৎ বর্ত্তমান, যাঁহাকে কোন প্রকারে মায়া-মোহ স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি নিত্য সিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞানময় (সর্ব্বজ্ঞ) বিশ্বের একমাত্র কর্ত্তা, জীবের মোক্ষদাতা, যিনি সত্য, অনন্ত, আনন্দময় ও জ্ঞানস্বরূপ—তিনি আমাদিগের ধ্যেয়" —এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—যথা—"তদেবং সর্ব্বসত্তাপ্রদং সর্ব্বাধিষ্ঠানং, সর্ব্বদোষাস্পৃষ্টং স্বরূপসিদ্ধসর্ব্বজ্ঞানাদিসমবেতং সর্ব্বকর্তৃ মোক্ষদাতৃ চ সত্যানন্তানন্দজ্ঞানস্বরূপং পরং ধ্যেয়মিতি বাক্যার্থঃ।" ১।

পূর্ব্বাভাস :—অন্য বহুবিধ শাস্ত্র দ্বারা ধর্ম্মের স্বরূপ, জ্ঞানমার্গ ও উপাসনাপদ্ধতি অনায়াসে জানা যাইতে পারে, নূতন করিয়া 'ভাগবত' শাস্ত্র প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে মহর্ষি বেদব্যাস ভাগবতের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করিতেছেন।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে* কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ২ ॥

ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক যে ধর্ম্ম আচরণ করা যায়, তাহাব নাম কপট ধর্ম্ম—এই গ্রন্থে কপট ধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে পবিহাব কবিযা সর্ব্বভূতে দযাশীল মাৎসর্য্যশূন্য সজ্জনগণেব অনুষ্ঠেয় কেবল ভগবানেব আবাধনারূপ পবম ধর্ম্ম নিরূপিত হইযাছে। ইহা হইতে তাপত্রযেব (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখের) উন্মূলনকাবী পবম মঙ্গলপ্রদ পবমার্থতত্ত্ব অনাযাসে হৃদযঙ্গম কবা যাইবে। মহামুনি নাবাযণ * কর্ত্তৃক বিবচিত এই পরম বমণীয ভাগবত শাস্ত্র থাকিতে অন্য শাস্ত্রেব প্রযোজন কি ? কেন না, এই শাস্ত্রশ্রবণেচ্ছু পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ শ্রবণ-সমযেই ঈশ্বরকে হৃদযে ধারণ কবিতে সমর্থ হ'ন। ২।

বিবৃতি :—ভগবান্ জ্ঞানমূর্ত্তি, তাহা প্রথমেই বলা হইয়াছে। যে চিত্তে আবরণ থাকে না—মালিন্য থাকে না, সেখানেই জ্ঞানেব বিকাশ হইযা থাকে, জ্ঞানময ভগবান্‌ও সে চিত্তে সর্ব্বদাই আবদ্ধ থাকেন, কেন না—স্বচ্ছ চিত্ত দর্পণে বিশ্বব্যাপী ভগবানেব স্বরূপ প্রতিবিম্বিত না হইযা পারে না। এ জন্য সাধনাব প্রথম সোপান—চিত্তশুদ্ধি তমোগুণ চিত্তের মলিনতা আনযন কবে, চিত্তকে আবৃত করিযা বাখে, সত্ত্বগুণেব উদযে চিত্ত নির্ম্মল হয।

চিত্ত নির্ম্মল হইলেই চিত্তেব শুদ্ধি হইযা থাকে। সত্ত্বগুণের ও তমোগুণের প্রভেদ বুঝা যায কিরূপে ? অনেক সমযে তমোগুণকেও সত্ত্বগুণ বলিয়া ভ্রম হয। অলস, নিষ্কর্ম্মা, ভীরুও কখন কখন সাত্ত্বিক বলিযা খ্যাত হন। অপবের পক্ষে কঠিন হইলেও নিজ চিত্তের ভাব দ্বারা নিজে আমরা নির্ণয করিতে পারি, কোন্‌টা সত্ত্বগুণ, কোন্‌টা তমোগুণ। ধর্ম্মাচরণ করিতেও যদি লক্ষ্য থাকে—কেমন করিযা আমি ভোগ্যবস্তু পাইব, অধিক ধনলাভে সমর্থ হইব,—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হৃদযে তমোগুণ বর্ত্তমান। ইহকালে পুত্র, বিত্ত ও যশোলাভের জন্য যাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল, তাহারা ধর্ম্ম-কর্ম্মের মধ্যেও সেই প্রার্থনা ত্যাগ করিতে পারে না। এমন কি, পরকালেও যাহাতে স্বর্গভোগ হয়, তজ্জন্যও কামনা থাকে—এই যে কামনা, নিজ সুখস্পৃহা, ইহাই চিত্তকে মলিন করে। এই কামনাই তমোগুণের লক্ষণ। কামনা—রজোগুণকার্য্য আপাততঃ বোধ হইলেও তাহার মূলে আছে কাম্য বস্তুর প্রতি মোহ, মোহ হইল তমোগুণ, মোহ প্রবল না থাকিলে ঐরূপ বিষযকামনা হয না, আর কামনা ত্যাগই হইল সত্ত্বগুণের লক্ষণ।

ভাগবত গ্রন্থে এমনই একটি বসধারার সন্ধান দেওযা আছে, যাহার আস্বাদে মানব ক্ষুদ্র কামনা দূবে পরিহাব কবিয়া ভগবানে অনুরাগসম্পন্ন হয, কোন লাভ-ক্ষতির চিন্তা না করিযা শুধু তাঁহার আরাধনাজনিত অপূর্ব্ব আনন্দে মগ্ন হইয়া যায ; ফলে অবিলম্বে এবং অনাযাসে সত্ত্বগুণের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তখন চিত্ত নির্ম্মল হয এবং ভগবৎস্বরূপ নিযতই তাহাতে প্রকাশিত হইতে থাকে। বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে আরাধনাকেই পরমপুরুষার্থ বলিযা নির্দ্দেশ কবা হইযাছে। মুক্তি অপেক্ষা নিত্যভক্তি বা নিত্যদাস্য শ্রেষ্ঠ—কেন না, জীব তখনও সেই ভগবানের উপাসনা দ্বারা তাঁহার লীলা-মাধুবী উপভোগ করিবে—ইহা অপেক্ষা পরমবরণীয় পুরুষার্থ আর কি হইতে পারে ?

যে সকল শাস্ত্র ফলবিশেষপ্রাপ্তির জন্য ধর্ম্মের উপদেশ করিয়া থাকেন, সে সকল শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মসাধন করিলে—বহু বিলম্বে চিত্তশুদ্ধি হইযা থাকে ; কারণ, ভোগকামনা তাহাতে নিবৃত্তি হয় না ; তবে, ক্রমে ক্রমে ভোগকামনা সংযত হইতে থাকে, এই মাত্র।

অনেক সময়ে মুখে আমরা বৈরাগ্য দেখাইলেও অন্তরের কামনা বিনষ্ট করিতে পারি না। বহু সাধনা ও পুণ্যফলে

* 'শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহামুনিকৃতে' এই স্থলে শ্রীধর স্বামী 'মহামুনি' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'শ্রীনারায়ণঃ'—ইনি প্রথমে সংক্ষেপে ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন, এই ভাব তাঁহার লেখা হইতে পাওয়া যায়। মহাভারতে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে নারায়ণ মুনির উপদেশের উল্লেখ আছে। তিনি নারদকে ভগবদ্‌ভক্তির উপদেশ করেন, এবং নারদের উপদেশে ব্যাসদেব ভাগবত রচনা করেন, সুতরাং মূলতঃ নারায়ণের রচিত ভাগবত গ্রন্থ ছিল—ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। 'শ্রীনারায়ণ' 'বাদরায়ণ' পদের স্থলে ভ্রমক্রমে লিখিত হইয়া আসিতেছে, ইহা কেহ কেহ আশঙ্কা করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাহা হইলে 'পুরা সংক্ষেপতঃ কৃতে' স্বামীর এ কথাটি তেমন সংলগ্ন হয় না।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ৩ ॥

ওঁ নৈমিশেঽনিমিষক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ। সত্রং স্বর্গায় লোকায় সহস্রসমমাসত ॥ ৪ ॥
ত একদা তু মুনয়ঃ প্রাতর্হুতহুতাগ্নয়ঃ। সৎকৃতং সূতমাসীনং পপ্রচ্ছুরিদমাদরাৎ ॥ ৫ ॥

বেদরূপী কল্পবৃক্ষের অমৃত-রসপূর্ণ ফল এই শ্রীমদ্‌ভাগবত শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া ভূতলে অখণ্ডিতভাবে পতিত হইয়াছে; হে পরমার্থ-রসচিন্তাপরায়ণ রসিকমণ্ডলী! আপনারা এই রসময় ভাগবত-ফল বার বার আস্বাদ করুন। ৩।

মহাত্মা সূতের নিকট ঋষিগণের প্রশ্ন।

পূর্ব্বকালে শৌনকাদি ঋষিগণ বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি কামনায় বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে * সহস্র-বর্ষসাধ্য একটি যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ৪।

একদা সেই মুনিগণ আহবনীয় অগ্নিতে প্রাতঃ-কালীন আহুতি সম্পন্ন করিবার পর (লোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবাঃ) সূত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে যোগ্য সৎকারে সৎকৃত হইয়া সূত সুখাসীন হইলে মুনিগণ তাঁহাকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫।

কোন মহাপুরুষ শ্রীমদ্‌ভাগবতের উপদিষ্ট এই পরম ধর্ম্মের অধিকারী হইয়া থাকেন—যেমন—শুক, নারদ প্রভৃতি মুনি-গণ। কিন্তু সাধারণ মানব আমরা—আমাদের কামনা সংযত করিতে হইলে কামনার দ্বার ও কামনার বিষয় সঙ্কোচ প্রথমে কর্ত্তব্য, এই জন্য "পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি" বলিয়া কেবলমাত্র সেই আদ্যাশক্তির নিকটে প্রার্থনা করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। দ্বারে দ্বারে না ঘুরিয়া যদি শুধু পরমেশ্বরীর চরণপ্রান্তে আপনার সমস্ত কামনা নিবেদন করা যায়—তাহা কামনা-সংযমের একটি সোপান। এইরূপে কামনার বিষয় সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য শাস্ত্রে ভক্ষ্য অভক্ষ্য প্রভৃতি বিচারে—তিথি-নিয়ম—মাস-নিয়ম—চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি বিবিধ নিয়মপালনের বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। ধীরে ধীরে শাস্ত্রীয় নিয়ম সকল পালন করিলে কামনার বিষয় ও দ্বার সঙ্কুচিত হইয়া আসে। তৎপরে ঈশ্বরে রত হইলে আর জাগতিক কোন সুখে অভিলাষ থাকে না, বৈরাগ্য হৃদয় অধিকার করে এবং শ্রীভগবান্ তখন সর্ব্বস্ব হইয়া উঠেন। ঈশ্বরে রতি, বৈরাগ্য ও ভগবৎ-সর্ব্বস্ব হইবার পক্ষে ভগবানের লীলামাধুরী আস্বাদনই প্রকৃষ্ট উপায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই অন্য শাস্ত্র দ্বারা ইহার প্রয়োজন পূর্ণ হইবার নহে।

ভাগবত যে কেবল অন্য সকল শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে, পরন্তু সকল শাস্ত্রের ইহা সার—সকল শাস্ত্রের ইহা সিদ্ধান্ত-ফল। ২

বিবৃতি—কল্পতরু যেমন বহুবিধ অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন—সেইরূপ বেদও বহুপ্রকারের অভিমত সিদ্ধি প্রদান করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত সেই কল্পবৃক্ষের একটি অসাধারণ ফল। এই ফল অমৃতরসে পূর্ণ বলিয়াই ইহা সাধারণ ফলমধ্যে গণ্য নহেন। যত কিছু অনুষ্ঠান বা মতবাদ আমরা দেখিতে পাই—এ সমস্তের মূল উৎস হইল বেদ। কিন্তু অন্য মতবাদ ঐহিক অভ্যুদয় বা স্বর্গলাভের উপায়, সাক্ষাৎ মুক্তি প্রদান করিতে পারে না—কাজেই সে সকল ফল আস্বাদন করিলেও সাক্ষাৎ অমৃতরস পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই ভাগবত গ্রন্থ হইতে সাক্ষাৎ অমৃত বা মুক্তির রস প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুক-পক্ষীর মুখ হইতে কোন ফল ভূমিতে পতিত হইলে, তাহা

* নৈমিশারণ্য এবং নৈমিষারণ্য দুই প্রকার শব্দই আছে। এই দুই শব্দের দুই প্রকার অর্থ আছে। (১) কোন সময়ে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তপস্যার উপযুক্ত স্থান কোথায়? ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—আমি এই সূর্য্যের মত উজ্জ্বল মনোময় চক্র প্রেরণ করিতেছি—যেখানে এই চক্রের নেমি শীর্ণ হইয়া যাইবে (ভাঙ্গিয়া পড়িবে), সেই স্থান তপস্যার পক্ষে শুভপ্রদ জানিবে। এইরূপে বিপ্রগণ যে বনে এই বিধাতার চক্রনেমিকে শীর্ণ হইতে দেখিয়াছিলেন—সেই বনই নৈমিশারণ্য নামে কথিত। (২) কোন সময়ে একটি বনে দানব-সৈন্য অতিশয় অত্যাচার করিত। গৌরমুখ ঋষি শ্রীভগবান্‌কে তাহা জ্ঞাপন করিলে তিনি নিমেষমধ্যে দানবসৈন্য বিনষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়াও ইহার নাম নৈমিষারণ্য। অনিমিষ-ক্ষেত্রের সাধারণ অর্থ দেবতাক্ষেত্র—এখানে বিষ্ণুবিষয়ক প্রকরণ আরব্ধ বলিয়া—'অনিমিষ' শব্দে পরম দেবতা বিষ্ণুকেই বুঝাইতেছে।

শ্রীঋষয় উচুঃ।

ত্বয়া খলু পুরাণানি সেতিহাসানি চানঘ। আখ্যাতান্যপ্যধীতানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি যান্যুত ॥ ৬॥
যানি বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ভগবান্ বাদরায়ণঃ। অন্যে চ মুনয়ঃ সূত পরাবরবিদো বিদুঃ ॥ ৭ ॥
বেথ ত্বং সৌম্য তৎ সর্ব্বং তত্ত্বতস্তদনুগ্রহাৎ। ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥ ৮ ॥
তত্র তত্রাঞ্জসায়ুষ্মন্ ভবতা যদ্বিনিশ্চিতম্। পুংসামেকান্ততঃ শ্রেয়স্তন্নঃ শংসিতুমর্হসি ॥ ৯ ॥
প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ। মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ ॥১০॥

ভূরীণি ভূরি কর্ম্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ।
অতঃ সাধোঽত্র যৎ সারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া ॥
ব্রূহি ভদ্রায় ভূতানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ১১ ॥

ঋষিগণ বলিলেন,—হে অনঘ (নির্ম্মলচরিত)! তুমি যে শুধু ইতিহাসের সহিত সমগ্র পুরাণ এবং সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা নহে ঐ সকল শাস্ত্রের ব্যাখ্যাও তুমি করিয়াছ। ৬।

বেদজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ ভগবান বেদব্যাস এবং সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ পরব্রহ্মের তত্ত্ববেত্তা অপরাপর মুনিগণ যাহা কিছু অবগত আছেন হে সৌম্য! তাঁহাদের অনুগ্রহে সে সকলই তুমি যথাযথভাবে জানিয়াছ। কারণ, প্রিয় শিষ্যের নিকট গুহ্য বিষয়ও গুরুদিগের অবক্তব্য থাকে না। ৭-৮।

অতএব আয়ুষ্মন! সেই সেই তত্ত্বোপদেশের মধ্যে মানবের একান্ত কল্যাণকর বলিয়া যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছ, তাহাই আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর।৯।

হে সভ্য মহোদয়, এই কলিযুগে মানবগণ প্রায় সকলেই অল্পায়ুঃ, অলস, অল্পবুদ্ধি ও দুর্ভাগ্য (পুণ্যহীন), তাহাতে আবার তাহারা রোগাদি দ্বারা উপদ্রুত। ১০।

এ দিকে ভূরি ভূরি শাস্ত্র, তাহাতে কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান বহুবিধ। আংশিকভাবে ক্রমশঃ তাহা শ্রবণ করিতে হয় (যেহেতু একেবারে সমগ্র শাস্ত্র শ্রবণ করা অসম্ভব, তথাপি নানা মত শুনিতে শুনিতে সিদ্ধান্ত স্থির করা যায় না), অতএব হে সজ্জন! তুমি নিজ বুদ্ধিপ্রভাবে সমগ্র শাস্ত্র হইতে সার উদ্ধৃত করিয়া জীবজগতের কল্যাণসাধনের জন্য সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ কর, যাহাতে সম্যক্‌রূপে সকলেই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে। ১১।

ফাটিয়া যাইতে পারে এবং রস নির্গত হইয়া ফলের স্বাদুতা হ্রাস হওয়ার সম্ভব—কিন্তু এই ভাগবত-ফল শুক-মুনির মুখ হইতে ভূতলে আগত হইলেও ইহার অমৃত-রস পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। এই রস পান করিবার অধিকারী তাঁহারাই—যাঁহারা অধ্যাত্মরসে রসিক, নিরন্তর পরমার্থরস-ভাবনায় দিনাতিপাত করেন। অন্য ফলের কতকটা অংশ—খোসা আঁটী—পরিত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু এই ভাগবত-ফলের সমস্ত অংশই উপাদেয়, এই জন্য ইহা রসময়। এই তিনটি শ্লোকের দ্বারা মঙ্গলাচরণসহ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ও প্রয়োজনাদি বলা হইল এবং ইহা যে সুখসেব্য, তাহাও জানাইয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করা হইল। ৩

এইবার প্রকৃত শাস্ত্রীয় কথা আরম্ভ করা হইতেছে।

পূর্ব্বাভাস—যাহার নিকট যে বিষয় জানিতে হইবে, তাহার সে বিষয়ে কতদূর যোগ্যতা আছে, তাহা বলা না হইলে, জিজ্ঞাস্য বিষয় ও জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রোতৃবর্গের শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ হয় না, এই জন্য সূতের পরিচয় আবশ্যক। তাহাই এই তিনটি শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে। ৬।৭।৮

সূত জানাসি ভদ্রং তে ভগবান্ সাত্বতাংপতিঃ। দেবক্যাং বসুদেবস্য জাতো যস্য চিকীর্ষয়া ॥১২॥
তন্নঃ শুশ্রূষমাণানামর্হস্যঙ্গানুবর্ণিতুম্। যস্যাবতারো ভূতানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ ॥১৩॥
আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্। ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥১৪॥
যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ। সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া ॥১৫॥
কো বা ভগবতস্তস্য পুণ্যশ্লোকেড্যকর্ম্মণঃ। শুদ্ধিকামো ন শৃণুয়াদযশঃ কলিমলাপহম্ ॥১৬॥
তস্য কর্ম্মাণ্যুদারাণি পরিগীতানি সূরিভিঃ। ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং লীলয়া দধতঃ কলাঃ ॥১৭॥
অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ। লীলা বিদধতা স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া ॥ ১৮ ॥
বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে। যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ১৯॥
কৃতবান্ কিল কর্ম্মাণি সহ রামেণ কেশবঃ। অতিমর্ত্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ ॥ ২০ ॥
কলিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়ম্। আসীনা দীর্ঘসত্রেণ কথায়াং সক্ষণা হরেঃ ॥২১॥

হে সূত, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অবশ্যই জান, যিনি জীবগণের রক্ষা ও অভ্যুদয়ের নিমিত্ত অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন—সেই (ভক্ত-পালক) যদুপতি ভগবান্ কোন্ বিশেষ কার্য্যসাধনের জন্য বসুদেব-পত্নী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা উহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী; বল সূত--সেই কথাই আনুপূর্ব্বিক আমাদিগকে বল। ১২-১৩।

ঘোর সংসারচক্রে পতিত বিবশ ব্যক্তিও যাঁহার নামমাত্র উচ্চারণ করিয়া সদ্যঃ মুক্তিলাভ করে -স্বয়ং ভয় যাঁহা হইতে ভীত, মুনিগণ যাঁহার চরণকমল আশ্রয় করিয়া শান্তিলাভে এমনই বিশুদ্ধ হইয়াছেন যে, তাঁহারা সংস্পর্শমাত্রে অপরকে সদ্যঃ পবিত্র করিয়া থাকেন —(?) অমর-তটিনীর সলিল যাঁহার চরণ-যুগল হইতে ক্ষরিত হইয়া সেবননিরত জীবের পবিত্রতা-বিধান করিয়া থাকেন,—শুদ্ধিকামী কোন্ ব্যক্তি সেই ভগবানের কলিকলুষনাশন যশঃকীর্ত্তন না শ্রবণ করিবেন? পুণ্যশ্লোক—মহাত্মগণও শ্রীভগবানের লীলা গান করিয়া থাকেন! ১৪-১৫-১৬।

সেই ভগবান্ লীলাচ্ছলে ব্রহ্মাদি দেহ ধারণ করিয়া যে সকল উদার মহনীয় কর্ম্ম করিয়াছিলেন, নারদাদি মুনিগণ যাহা অহরহঃ গান করিয়া থাকেন, তাহা শুনিবার জন্য আমরা শ্রদ্ধান্বিত—আমাদিগকে তাহা তুমি বল। মায়া-শক্তি-বিকাশে যে যে অবতার গ্রহণ করিয়া ভগবান্ হরি স্বেচ্ছায় লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, সেই সকল অবতার-কথাও কীর্ত্তন কর। ১৭-১৮।

রসজ্ঞ পুরুষগণ যাহা শ্রবণ করিয়া পদে পদে মধুররসের আস্বাদ পাইয়া থাকেন, সেই ভগবচ্চরিত-কথা শুনিয়া আমাদের কখনই তৃপ্তি হয় না, আঁশা মিটে না। আহা! তাঁহার যশোগাথা শুনিলে যে অজ্ঞান বিদূরিত হয়। ১৯।

তাই বল, বল হে সূত! ভগবান্ কেশবের সেই সকল অলৌকিক কর্ম্ম—যাহা তিনি বল-রামের সহিত প্রচ্ছন্ন মানব-বেশে সম্পাদন করিয়া-ছিলেন। ২০।

সম্প্রতি কলিকাল সমাগত জানিয়া আমরা এই বিষ্ণুক্ষেত্রে বহুবর্ষসাধ্য এক যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ফলে আমাদের হরি-কথা শ্রবণের সুন্দর অবসর ও সুযোগ উপস্থিত। ২১।

ত্বং নঃ সন্দর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাম্। কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবম্ ॥২২॥
ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি। স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ ॥২৩॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে
নৈমিশীয়োপাখ্যানে ঋষিপ্রশ্নো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

কলি পুরুষের সত্বগুণ অপহরণ করে, কলি মহাসাগরের মত দুস্তর। আমরা এই সাগর উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী হওয়ায় বিধাতা তোমাকে কর্ণধার দেখাইয়া দিলেন। ২২।

সূত! আরও একটি প্রশ্নের উত্তর দাও— ধর্ম্মের একমাত্র রক্ষক ব্রহ্মণ্যদেব যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজধামে গমন করায় ধর্ম্ম এক্ষণে কাহার শরণাপন্ন? ২৩।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতি সংপ্রশ্নসংহৃষ্টো বিপ্রাণাং রৌমহর্ষণিঃ।

প্রতিপূজ্য বচস্তেষাং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ১ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।

পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদুস্তং সর্ব্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি ॥ ২ ॥

যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেকমধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।

সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্ ॥ ৩ ॥

কতিপয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান ও ভগবদ্‌গুণ-বর্ণন।

লোমহর্ষণ-তনয় উগ্রশ্রবাঃ সূত বিপ্রগণের এই সকল সমীচীন প্রশ্ন শ্রবণে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের বাক্যে শ্রদ্ধা ও সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলেন। ১।

(মহারাজ পরীক্ষিতের বিদ্বৎপরিষদের দ্বারা যাহা পরীক্ষিত—সুবর্ণের ন্যায় নির্ম্মল—সেই ভাবগত-শাস্ত্র আমাকে বলিতে হইল। উহার বক্তা মদীয় গুরু শ্রীশুকদেব গোস্বামী, তাঁহার চরণ স্মরণ করা প্রথমেই কর্ত্তব্য এই জন্য) সূত বলিলেন,—যাঁহার পক্ষে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের অপেক্ষা ছিল না, যিনি (ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র) সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক একাকী যখন অরণ্যগমন করিতেছিলেন এবং স্বয়ং বেদব্যাস যাঁহার বিরহে কাতর হইয়া 'পুত্র' 'পুত্র' বলিয়া উচ্চরবে পশ্চাতে পশ্চাতে আহ্বান করিতেছিলেন, তখন যিনি (সর্ব্বভূতের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সমর্থ বলিয়া) বৃক্ষ-রূপে পিতার বাক্যে উত্তর দান করিয়াছিলেন,—সেই সর্ব্বভূতাত্মা মহামুনি শুকদেবকে প্রণাম করিতেছি।২।

জীব অজ্ঞানতা বশতঃ সংসারচক্রে নিয়ত পরিভ্রমণ করে, এই গাঢ় অজ্ঞানান্ধকার হইতে যে সকল সংসারী উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করেন—সেই সকল ব্যক্তির প্রতি করুণা বশতঃ যিনি সমস্ত বেদের সারভূত অধ্যাত্মদীপ-স্বরূপ অসাধারণ প্রভাবশালী এই অদ্বিতীয় পুরাণ-রহস্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই মুনিগুরু ব্যাসতনয় শুকদেবের শরণাপন্ন হইতেছি। ৩।

বিবৃতিঃ—শৌনকাদি মুনিগণ সূতের নিকট ছয়টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—(১) নবম শ্লোকে পুরুষের একান্ত শ্রেয়ঃ কি? (২) দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোন্ কার্য্যের জন্য দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার অবতার গ্রহণের প্রয়োজন কি? (৩) সপ্তদশ শ্লোকে ও উনবিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ কি কি অলৌকিক কর্ম্ম করিয়াছিলেন? (৪) অষ্টাদশ শ্লোকে ভগবানের অবতার কি কি? ও (৫) তাঁহাদের লীলা কিরূপ? এবং (৬) শেষ শ্লোকে—ধর্ম্ম এক্ষণে কাহার শরণাপন্ন? এই সকল প্রশ্নের মধ্যে চারিটি প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। এখন সূত চিন্তা করিতেছেন যে, সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত কোন একটি সিদ্ধান্ত-কথা আমায় বলিতে হইবে, যাহাতে সকলের আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। কেহ সাংখ্যশাস্ত্রের আলোচনায়, কেহ মীমাংসাদি শাস্ত্রের অনুশীলনে, কেহ বেদান্তসূত্র-পাঠে আত্মপ্রসাদলাভ করিলেও যখন দেখা যাইতেছে, অখিল-শাস্ত্রতত্ত্ববেত্তা এবং বেদান্তসূত্রের রচয়িতা স্বয়ং বেদব্যাস ঐ সকল পথে তৃপ্তি না পাইয়া এই ভাগবত-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, তখন এই মহামূল্য ভাগবত-কথাই আমাকে বলিতে হইবে। ১।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ৪ ॥
মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম্। যৎ কৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ৫ ॥
স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ৬ ॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ ৭ ॥
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥৮॥
ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে। নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥৯॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা। জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥১০॥
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥১১॥
তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥১২॥

নারায়ণ, নরোত্তম, নর, (অথবা নর-নারায়ণ ঋষি এবং নরোত্তম—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ) দেবী, সরস্বতী, এবং ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া জয় (এই সকল গ্রন্থ) উচ্চারণ করিবে। ৪।

মুনিগণ! আপনারা আমাকে লোকমঙ্গলকর উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন—যেহেতু ইহা সেই কৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্ন, এইরূপ আলোচনার দ্বারা সম্যক্ আত্মপ্রসাদ-লাভ হইয়া থাকে। ৫।

যে ধর্ম্ম হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বপ্রকার বাধা-শূন্য অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয়—তাহাই জীবের পরম ধর্ম্ম। এইরূপ ভক্তি দ্বারাই আত্মপ্রসাদ অনুভব করা যায়। ৬।

ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি হইলেই হেতুবাদ-শূন্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য সত্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৭।

সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যদি ভগবৎ-কথায় রতি উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে সে অনুষ্ঠান কেবলমাত্র পণ্ডশ্রম। ৮।

যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ, সামান্য অর্থ কখনই সেই ধর্ম্মের ফল হইতে পারে না এবং যে অর্থ ধর্ম্মের অব্যভিচারী—(ধর্ম্মের সহিত নিয়ত মিলিত), কাম কখনই তাহার ফল হইতে পারে না। ৯।

কামের বা বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতিমাত্র নহে, কিন্তু জীবনযাত্রানির্ব্বাহের নিমিত্তই লোক বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হয়। জীবনের প্রয়োজন—তত্ত্বজিজ্ঞাসা, পুনরায় কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বিষয়ভোগ তাহার প্রয়োজন নহে। ১০।

তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ বলিয়া থাকেন যে,—অদ্বৈত জ্ঞানই তত্ত্ব। এবং উহাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান্ নামে অভিহিত। ১১।

শ্রদ্ধাশীল মুনিগণ বেদশাস্ত্র হইতে উৎপন্ন জ্ঞান ও বৈরাগ্যমিশ্রিত ভক্তির দ্বারা আত্মাতেই আত্মদর্শন করিয়া থাকেন। ১২।

বিবৃতিঃ—বদরিকা-আশ্রমে ভগবানের অবতার-রূপে নর এবং নারায়ণ ঋষি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎপর ব্যাসদেবের প্রাদুর্ভাব। এই জন্য প্রথমে নর-নারায়ণ ঋষি-দ্বয়কে, তৎপরে দেবীকে অর্থাৎ আদ্যাশক্তিকে, পরে সমস্ত শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতীকে এবং 'চ'কার দ্বারা ব্যাস-দেবকে গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিবার রীতি আছে। এই স্থলের পাঠে—"দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং"—ব্যাসদেবের নাম স্পষ্ট বলা আছে। কেহ কেহ 'নরোত্তম' পদটিকে নরের বিশেষণ করিয়া 'নরশ্রেষ্ঠ নরনামক ঋষি' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কেহ বা বলিয়াছেন—"নরনারায়ণ নামক ঋষি ও নরোত্তম কি না পুরুষোত্তম—শ্রীকৃষ্ণকে" এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। সংসারং জয়ত্যনেন—যাহা দ্বারা সংসার জয় করা যায়—তাহাকেই 'জয়' গ্রন্থ বলা হয়। মহাভারত, রামায়ণ এবং ভাগবত প্রভৃতি অষ্টাদশপুরাণাদি জয়গ্রন্থ। ৪।

অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥ ১৩ ॥
তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাংপতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥১৪॥
যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্। ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্॥১৫॥
শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ। স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥ ১৬ ॥
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ। হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥১৭॥
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া। ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥ ১৮ ॥
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে। চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥ ১৯ ॥
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ। ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥ ২০ ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ ২১ ॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই হেতু বর্ণ ও আশ্রম-বিভাগানুসারে যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, তাহাদের পূর্ণ ফল হইল —বিষ্ণু-প্রীতি। ১৩।

এই জন্য ভক্তগণপালক সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে সর্বদা একাগ্রমনে ধ্যান ও পূজা এবং তাঁহার নামগুণ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য ॥ ১৪ ॥

পণ্ডিতগণ যাঁহার ধ্যানকেই অসিরূপে গ্রহণ করিয়া কর্ম্মের গ্রন্থি-বন্ধন ছেদন করিতে পারেন, সেই ভগবানের লীলা-কথায় কাহার আনন্দ না হইবে? ১৫।

বিপ্রগণ! মহতের সেবা ও পবিত্রতীর্থবাসের দ্বারা শ্রদ্ধাবান এবং শুশ্রূষু ব্যক্তির বাসুদেব-কথায় রুচি জন্মিয়া থাকে। ১৬।

যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে মানব পবিত্র হয়, সজ্জনগণের সুহৃৎ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরিত-কথা যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া তিনি কামাদিবাসনারূপ অমঙ্গল দূর করেন।১৭।

নিত্য ভাগবত গ্রন্থপাঠ অথবা ভগবদ্‌ভক্তের সেবা দ্বারা অমঙ্গলসমূহ বিনষ্ট হইলে পুণ্যশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নৈষ্ঠিকী (নিশ্চলা) ভক্তির উদয় হয়। ১৮।

তখন রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে উৎপন্ন কাম-লোভাদি ভাবসমূহ চিত্ত অধিকার করিতে পারে না—চিত্ত সত্ত্বগুণে স্থিত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে। ১৯।

এই প্রকারে মানবের চিত্ত প্রসন্ন হইলে যখন ভোগবাসনা বিদূরিত হয়, তখন ভগবানের প্রতি ভক্তি-যোগবশতঃ তাঁহার হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান পরিস্ফুরিত হয়। ভগবত্তত্ত্বই ভগবৎস্বরূপ বা পরমাত্মস্বরূপ—তাঁহার সাক্ষাৎকারই ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান। ২০।

পরমাত্মা বা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন হইলেই হৃদয় গ্রন্থি বিদীর্ণ হয়—অর্থাৎ জীবের অহংজ্ঞান বিনষ্ট হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয় এবং যে সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই -সেই সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্ম (পাপ-পুণ্য) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ২১।

বিবৃতি।—সাধুসেবা ও তীর্থবাস করিলে পাপ দূরীভূত হয়। পাপক্ষয়ে চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি হইলে শ্রদ্ধা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধা (আস্তিক্য)— শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস, শ্রদ্ধার ফল—শাস্ত্র শ্রবণের ইচ্ছা। শাস্ত্রশ্রবণের ইচ্ছা হইতেই শাস্ত্রশ্রবণ সম্ভবপর হয়। ভাগবত-শাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়—ভগবৎ-কথা ও ভগবচ্চরিত-মাহাত্ম্য। এই শাস্ত্র শুনিতে শুনিতে ভগবৎ-কথায় রুচি জন্মিয়া থাকে। ১৬-১৮।

হৃদয়ে সত্ত্বগুণের স্ফূর্ত্তি হইলে রজঃ ও তমোগুণ হইতে উৎপন্ন ভোগবাসনা দূরীভূত হয়। এই বাসনাই হৃদয়ের আবরণস্বরূপ। আবরণ বিদূরিত হইলে শুদ্ধ হৃদয়াসনে শ্রীভগবানের স্বতঃপ্রকাশ হইয়া থাকে, চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে সকল বস্তু দর্শন করি, তাহাতে সেই সকল বস্তুর তত্ত্ব প্রতিভাত হয় না। উপরে উপরে চক্ষুঃসংযোগ হয় ও সাধারণ জ্ঞান জন্মে। কিন্তু হৃদয়ে তমোগুণের আবরণ বিদূরিত হইলে যে দর্শন ঘটে, তাহার নাম সাক্ষাৎকার। আত্মসাক্ষাৎকারে—বাহ্য-ইন্দ্রিয় চক্ষুর কোন উপযোগিতা নাই। ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান অর্থে ভগবানের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার। ভগবানের স্বরূপই পরমাত্মতত্ত্ব। ১৯-২১।

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥ ২২ ॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগু‍র্ণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥ ২৩ ॥
পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ। তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্ ॥ ২৪ ॥
ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্। সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ ॥২৫॥
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ। নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ২৬ ॥
রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ। পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ ॥ ২৭ ॥

এই জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পরম আনন্দসহকারে ভগবান বাসুদেবে নিত্য ভক্তি স্থাপন করিয়া থাকেন। এই ভক্তিই চিত্তশুদ্ধির হেতু। ২২।

প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই সকল গুণসহযোগে একই পরমপুরুষ এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-রূপে বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সত্ত্বমূর্ত্তি বাসুদেব হইতেই মনুষ্যের শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। ২৩।

যেমন পার্থিব বস্তু—কাষ্ঠ অপেক্ষা ধূম শ্রেষ্ঠ, এবং ধূম অপেক্ষা বেদোক্ত অগ্নির উৎকর্ষ, সেইরূপ তমঃ অপেক্ষা রজঃ ও রজঃ অপেক্ষা সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ; যেহেতু, সত্ত্বগুণই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ। ২৪।

পুরাকালে মুনিগণ এই জন্য বিশুদ্ধ ভগবান বাসুদেবের পূজা ও ধ্যানপরায়ণ ছিলেন। এখনও যাঁহারা তাঁহাদের অনুবর্ত্তনকারী, তাঁহারাও সংসারে কল্যাণের হেতু হইয়া থাকেন। ২৫।

মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ ভূতপতি প্রভৃতি ঘোররূপ দেবতা (পিতৃগণ ও লোকপালদিগকে) পরিত্যাগ করিয়া শান্তরূপ নারায়ণের অবতারকেই ভজনা করিয়া থাকেন; কিন্তু অন্য দেবতার প্রতি তাঁহাদের কোনরূপ দ্বেষ থাকে না। ২৬।

যাহাদের নিজ স্বভাব রজঃ বা তমঃপ্রধান, তাহারা পিতৃগণ, ভূতগণ ও দিক্‌পালগণের সহিত তুল্যপ্রকৃতি বলিয়া—শ্রী, ঐশ্বর্য্য ও পুত্রকামনায় তাহাদেরই উপাসনা করিয়া থাকে। ২৭।

বিবৃতি।—কাষ্ঠ জড়পদার্থ—যেখানে পড়িয়া থাকে, সেখানে অপরকে আবরণ করিয়া রাখে—কোন কিছু প্রকাশ করিবার শক্তি ত নাই-ই—নিজেকেও প্রকাশ করিতে অন্য আলোকের প্রয়োজন হয়। একেবারে জড় কাষ্ঠ অপেক্ষা ধূম ভাল; কেন না, ধূম কোন কিছু প্রকাশিত করিতে না পারিলেও জড়রূপে এক স্থানে পড়িয়া থাকে না ত? ইহার উর্দ্ধগতি আছে, দূর আকাশমার্গে উড়িয়া যায়; আবার ধূম অপেক্ষা অগ্নি ভাল, যেহেতু অগ্নি জড়ও নহে অথচ অন্যকেও প্রকাশিত করে। কাষ্ঠ তমোগুণের দৃষ্টান্ত, ধূম রজো-গুণের এবং অগ্নি সত্ত্বগুণের দৃষ্টান্ত। এক পরম ব্রহ্ম গুণত্রয়কে উপাধি করিয়া তিনটি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এই উপাধির স্বাভাবিক তারতম্যের ফলেই সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ বাসুদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

যেমন কীটপতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত বিভিন্নস্তরের জীব দেখা যায়, সেইরূপ যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি ভূতযোনি হইতে শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীবাসুদেব পর্য্যন্ত নানাস্তরের উপদেবতা ও দেবতা আছেন। স্তরভেদের হেতু গুণত্রয়ের তারতম্য। সাধারণতঃ গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষঃ, কিন্নর ইহারা মনুষ্য অপেক্ষা কয়েকটি অতিরিক্ত শক্তির অধিকারী, এজন্য মনুষ্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চস্তরের জীব, তাহা হইলেও রজঃ ও তমোগুণের প্রভাব হইতে ইহারা মুক্ত নহেন। পিতৃগণ ও দিক্‌পতিগণ ভূতযোনি প্রভৃতি অপেক্ষা উচ্চে এবং তদুপরি ত্রিমূর্ত্তি। ২৩-২৭।

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ। বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ।
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরন্তপঃ। বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥ ২৮ ॥
স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া। সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণো বিভুঃ ॥ ২৯ ॥
তয়া বিলসিতেষ্বেষু গুণেষু গুণবানিব। অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতঃ ॥ ৩০ ॥
যথা হ্যবহি(স্থি)তো বহ্নির্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু। নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্ ॥৩১॥
অসৌ গুণময়ৈর্ভাবৈর্ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ। স্বনির্ম্মিতেষু নির্ব্বিষ্টো ভুঙ্‌ক্তে ভূতেষু তদ্‌গুণান্ ॥৩২॥
ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ। লীলাবতারানুরতো দেবতির্য্যঙ্‌নরাদিষু ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে নৈমিষীয়োপাখ্যানে
শ্রীভগবদনুভাববর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

সকল বেদের তাৎপর্য্য—বাসুদেব; যজ্ঞের চরম গতি—বাসুদেব; যোগের পরম প্রতিপাদ্য—বাসুদেব; সমস্ত কর্ম্মের অন্তিম লভ্য—বাসুদেব। জ্ঞানের সিদ্ধি বাসুদেবে, তপস্যার লক্ষ্য বাসুদেব, ধর্ম্মের ফল—বাসুদেব। সকল শাস্ত্রে—সকল অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বিষয় একমাত্র বাসুদেব—বাসুদেব ভিন্ন অন্য গতি নাই। ২৮।

স্বয়ং নির্গুণ হইলেও সেই সর্ব্বব্যাপী ভগবান্—প্রথমতঃ নিজ মায়াশক্তি দ্বারা এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার মায়া—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী এবং কার্য্য ও কারণস্বরূপা। ২৯।

তৎপরে মায়া দ্বারা গুণস্বরূপে আকাশাদি পঞ্চভূত (অথবা জীবসমূহ) প্রকাশিত হইলে তিনি "এই সকল গুণ আমার" এই অভিমানে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সগুণবৎ প্রতীয়মান হন। বাস্তবিকপক্ষে তিনি বিশুদ্ধবিজ্ঞানময়—তাঁহার স্বরূপ অতিশয় উজ্জ্বিত; গুণ দ্বারা তিনি কখনই লিপ্ত হন না। ৩০।

একই অগ্নি যেমন স্বীয় অভিব্যঞ্জক বিভিন্ন কাষ্ঠে স্থাপিত হইলে বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হন—সেই অদ্বিতীয় বিশ্বাত্মা পরমপুরুষ বহুবিধ প্রাণিবর্গের অভ্যন্তরে থাকিয়া বহুরূপে প্রতীয়মান হন। ৩১।

সেই পরমপুরুষ গুণময় ভাব দ্বারা নিজনির্ম্মিত চতুর্ব্বিধ প্রাণীর (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লীলাবশে অনুরূপ বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। গুণময়ভাব অর্থে—পঞ্চতন্মাত্র (পঞ্চভূতের সূক্ষ্মরূপ দশটি ইন্দ্রিয় ও মনঃ) ॥ ৩২ ॥

ভূতভাবন এই ভগবান্ লীলাবশে দেবতা, পশু-পক্ষী ও মানবরূপে অবতার গ্রহণ করিয়া সত্ত্বগুণ দ্বারা সমস্ত লোক পালন করিয়া থাকেন। ৩৩।

বিবৃতি।—নির্গুণ ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে কার্য্য-কারণ-ভাবের অতীত। এই অনন্ত বিশ্ব-সংসার তবে কেমন করিয়া সৃষ্ট হইল? উত্তর—ব্রহ্ম নিজ মায়াশক্তিবলে সৃষ্টি করিয়াছেন—সেই মায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী, সেই মায়াই কার্য্যরূপে কারণরূপে কথিত। এই মায়াশক্তি শ্রীভগবানের একান্ত অধীন বলিয়া ইচ্ছামাত্রে তিনি ইহাকে আপনাতে বিলীন করিয়া লইতে পারেন। পরন্তু তিনি কোন সময়েই গুণের দ্বারা বাধ্য হন না, এই জন্য তিনি নির্গুণ—গুণাতীত।

ভগবানের সাধারণ অবতারগ্রহণের প্রয়োজন কি—ইহার উত্তর এই শ্লোকে দেওয়া হইল। শ্রীকৃষ্ণাবতারের কথা কুন্তীস্তুতিতে বলা হইবে। ২৯-৩৩।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

সূত উবাচ।

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ। সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ১ ॥
যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ। নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাম্পতিঃ ॥ ২ ॥
যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ। তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্ ॥ ৩ ॥

পশ্যন্ত্যদোরূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্।
সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ ॥ ৪ ॥

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্। যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ ॥ ৫ ॥
স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ। চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতম্ ॥ ৬ ॥
দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্। উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ ॥ ৭ ॥
তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ। তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ ॥ ৮ ॥

উত্তরে—ভগবানের অবতার-কথন।

সূত বলিলেন,—লোকসৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় ভগবান্, প্রথমতঃ মহত্তত্ত্ব—প্রভৃতি (মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র) দ্বারা নিষ্পন্ন, ষোড়শ কলা (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ও অন্তঃকরণ, এই ষোড়শ ভাগ) সমন্বিত বিরাট্ পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ১।

তিনি যোগনিদ্রা বিস্তার করিয়া সমুদ্র-সলিলে শয়ন করিলে তাঁহার নাভিহ্রদজাত পদ্ম হইতে প্রজাপতিগণের অধিপতি স্বয়ং ব্রহ্মা উদ্ভূত হইয়াছিলেন।২।

যাঁহার অবয়বসংস্থান দ্বারা পরিদৃশ্যমান এই বিশ্ব কল্পিত হইয়াছে, তাহাই সেই শ্রীভগবানের রূপ এবং ঐরূপ রজঃ প্রভৃতি গুণসমূহের দ্বারা পূর্ব্বরূপে অনাঘ্রাত এবং একান্ত সত্ত্বস্বরূপ। ৩।

যোগিগণ বিস্তৃত জ্ঞান-চক্ষুর সাহায্যে অগণিত হস্ত-পদ-উরু ও আনন-সমন্বিত—অগণিত শিরো-নাসিকা-চক্ষুঃ-কর্ণবিশিষ্ট অগণিত কিরীট-কুণ্ডল-বসন-সমুজ্জ্বল অদ্ভুত ঐ রূপ দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

ঐ বিরাট মূর্ত্তিই—আদি নারায়ণ-রূপ। ইনি নানাবিধ অবতারের অক্ষয় বীজস্বরূপ। ঐ বিরাট্ হইতেই নানা অবতার আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং লীলার অবসানে উঁহাতেই প্রবেশ করিয়া থাকেন। ইঁহার অংশেরও অংশ হইতে দেব, মনুষ্য-পশু-পক্ষীর সৃষ্টি হইয়াছে (ইঁহার অংশ ব্রহ্মা, ব্রহ্মার অংশে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ—যাঁহাদের দ্বারা দেবাদির উৎপত্তি হইয়াছে)। ৫।

সেই বিরাট্ দেবই প্রথমতঃ কৌমার নামক সর্গ (সৃষ্টিবিধান) আশ্রয় করিয়া (সনৎকুমারাদি অবতারে) ব্রাহ্মণদেহ ধারণ-পূর্ব্বক কঠোর অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। ৬।

ঐ যজ্ঞেশ্বর দ্বিতীয়বারে বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্যে রসাতলনিমগ্না ধরণীকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিবার জন্য বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ৭।

তৃতীয় অবতারে—ঋষি-সর্গে, তিনি নারদরূপ ধারণ, এবং কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায়স্বরূপ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি বৈষ্ণব-তন্ত্রের উপদেশ প্রদান করেন। ৮।

তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী। ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ ॥ ৯ ॥
পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্। প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্ ॥ ১০ ॥
ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া। আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য ঊচিবান্ ॥ ১১ ॥
ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত। স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎ স্বায়ম্ভুবান্তরম্ ॥ ১২ ॥
অষ্টমে মেরুদেব্যান্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ। দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥
ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ। দুগ্ধেমামোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ ॥ ১৪ ॥
রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে। নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুম্ ॥ ১৫ ॥
সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলম্। দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ ॥ ১৬ ॥
ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ। অপায়য়ৎ সুরানন্যান্মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া ॥১৭॥
চতুর্দ্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমূর্জ্জিতম্। দদার করজৈরূরাবেরকাং কটকৃদ্‌যথা ॥ ১৮ ॥
পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ। পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্ ॥ ১৯ ॥

চতুর্থ অবতারে—ধর্ম্মের পত্নী (মূর্ত্তি) হইতে জন্মলাভ করিয়া নরনারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত হইয়া আত্মদমন-পূর্ব্বক দুষ্কর তপঃসাধন করিয়াছিলেন। ৯।

পঞ্চম বারে—সিদ্ধগণের ঈশ্বর মহামুনি কপিল-রূপে অবতীর্ণ হইয়া আসুরি-নামক ব্রাহ্মণকে, কালবশে ধ্বংসোন্মুখ সাংখ্যশাস্ত্র—যাহাতে নিখিল তত্ত্বের নির্ণয় আছে—তাহার উপদেশ করেন। ১০।

ষষ্ঠ অবতারে তিনি অত্রির প্রার্থনানুসারে দত্তাত্রেয়-নামে অনসূয়া ও অত্রির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অলর্ক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ১১।

তৎপরে সেই ভগবান্ সপ্তম বারে রুচির ঔরসে ও আকূতির গর্ভে যজ্ঞরূপে অবতীর্ণ হন। তিনি যাম-নামক দেবগণ ও অন্যান্য দেবগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরকে এই অবতারে পালন করেন। ১২।

সেই অমিতপরাক্রম ভগবান্—নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভ নামে অষ্টম অবতার গ্রহণ করিয়া সুধীগণকে সর্ব্বাশ্রম-মান্য সন্ন্যাস-পথ প্রদর্শন করেন। ১৩।

হে বিপ্রগণ! ঋষিদিগের প্রার্থনায় তিনি নবম অবতারে অতি কমনীয় রাজদেহ গ্রহণ করিয়া (পৃথু নামে খ্যাত হইয়া) ধরণী হইতে নানাবিধ ওষধি দোহন করিয়াছিলেন। ১৪।

দশম অবতারে চাক্ষুষ মন্বন্তরে জলপ্লাবন হইলে, তিনি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বৈবস্বত মনুকে মহীরূপ নৌকাতে আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৫ ॥

ইনি একাদশ অবতারে দেবাসুর কর্ত্তৃক সমুদ্র-মন্থনকালে কূর্ম্মরূপ গ্রহণ করিয়া নিজপৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। ১৬।

দ্বাদশ অবতারে ধন্বন্তরিরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্র-মধ্য হইতে সুধাভাণ্ড-হস্তে উত্থিত হন; এবং ত্রয়োদশে মোহিনী রমণীরূপে অসুরগণকে মোহিত করিয়া দেবগণকে সুধাপান করাইয়াছিলেন। ১৭।

ভগবান্ চতুর্দ্দশ অবতারে নৃসিংহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কট (মাদুর বা কোমল রজ্জু) নির্ম্মাতা এরকা-নামক গ্রন্থিহীন তৃণকে যেমন অক্লেশে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ তিনি নিজ উরুদেশে বলদৃপ্ত দৈত্যরাজ হিরণ্য-কশিপুকে অনায়াসে বিদারণ করিয়াছিলেন। ১৮।

তাঁহার পঞ্চদশ অবতার বামনমূর্ত্তি। এই অবতারে তিনি স্বর্গরাজ্যকে পুনরায় ইন্দ্রের অধিকারে আনয়ন করিবার জন্য ত্রিপদ-মাত্র ভূমির প্রার্থনা জানাইতে বলির যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৯

অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্। ত্রিঃ সপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্ ॥২০॥
ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ। চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ ॥২১॥
নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া। সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্য্যাণ্যতঃ পরম্ ॥ ২২ ॥
একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী। রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্ ॥ ২৩ ॥
ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্। বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ ২৪
অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু। জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জ্জগৎপতিঃ ॥ ২৫ ॥
অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ। যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ২৬ ॥
ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ। কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৭ ॥
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ২৮ ॥
জন্মগুহ্যং ভগবতো য এতৎ প্রযতো নরঃ। সায়ং প্রাতর্গৃণন্ ভক্ত্যা দুঃখগ্রামাদ্বিমুচ্যতে ॥ ২৯ ॥

ষোড়শ অবতারে ক্ষত্রিয়গণকে ব্রাহ্মণদ্রোহী দর্শনে কুপিত হইয়া পরশুরামরূপ ধারণ-পূর্ব্বক পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

সপ্তদশে পরাশরের ঔরসে সত্যবতী-গর্ভে ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া—তিনি মানবগণের মেধাশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া বেদবৃক্ষের শাখা বিভাগ করেন ॥ ২১ ॥

অষ্টাদশ বারে—দেবকর্ম্ম করিবার জন্য নরদেবতা-রূপে (শ্রীরামচন্দ্র) অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্রবন্ধন প্রভৃতি অপূর্ব্ব বীরত্বব্যঞ্জক কার্য্য করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

ঊনবিংশ এবং বিংশ অবতারে—ভগবান্, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ নামে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভূভার হরণ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

তৎপরে কলিযুগ আরম্ভ হইলে—দৈত্যগণের মোহনার্থ তিনি মগধদেশে অঞ্জন-তনয় (অথবা জিন-তনয়) বুদ্ধ নামে একবিংশ অবতার গ্রহণ করিবেন ॥ ২৪ ॥

তার পর কলিযুগের অন্তকালে রাজগণ দস্যুতুল্য অত্যাচারী হইলে, সেই জগদীশ্বর বিষ্ণুযশার ঔরসে কল্কি নামে অবতীর্ণ হইবেন ॥ ২৫ ॥

দ্বিজগণ! সেই সত্ত্বগুণনিধি শ্রীহরির বহু অবতার, তাহার সংখ্যা করা যায় না। যেমন কোন অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র সহস্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়, সেইরূপ সত্ত্বগুণাকর এক ভগবান্ হইতে বিবিধ অবতার আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

প্রজাপতি, ঋষি, মনু ও দেবগণ এবং মহানুভব মানবগণ—সকলেই সেই শ্রীহরির অংশ—তাঁহারই বিভূতি ॥ ২৬ ২৭ ॥

(সাধারণতঃ) এই সকল অবতার সেই পরম-পুরুষের অংশ বা তাঁহার কলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। ইঁহারাই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অসুর-গণের দ্বারা উৎপীড়িত ব্যাকুল লোকসমূহকে শান্তি প্রদানে সুখী করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

যে মানব সংযত হইয়া ভগবানের এই জন্মরহস্য প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় ভক্তিভাবে কীর্ত্তন করেন, তিনি দুঃখময় এই সংসার হইতে বিমুক্ত হন ॥ ২৯ ॥

বিবৃতি—মুক্তি হইবে কাহার?—জীবের?—জীব যদি শরীরী হয়—একটা শরীর নহে, দুই দুইটি শরীর-সম্বন্ধ যদি জীবাত্মার সহিত থাকে, তাহা হইলে—মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? একটি স্থূল ও অপরটি সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর ত' আছেই। তবে এই শরীর-সম্বন্ধ কি বাস্তব? তাহার উত্তরে পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন যে,—না—আত্মার সহিত শরীর-সম্বন্ধ বাস্তব নহে, তবে ভগবানের মায়াগুণ-প্রভাবে—আত্মাতে প্রকৃতির বিকার হইতে উৎপন্ন স্থূলরূপের

এতদ্রূপং ভগবতো হ্যরূপস্য চিদাত্মনঃ।
মায়াগুণৈর্বিরচিতং মহদাদিভিরাত্মনি ॥ ৩০ ॥
যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্বা পার্থিবোঽনিলে।
এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ ॥ ৩১ ॥

অতঃ পরং যদব্যক্তমব্যূঢ়গুণবৃংহিতম্। অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎপুনর্ভবঃ ॥ ৩২ ॥
যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা। অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্‌ব্রহ্ম দর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥
যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ। সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে ॥ ৩৪ ॥
এবং জন্মানি কর্ম্মাণি হ্যকর্ত্তুরজনস্য চ। বর্ণয়ন্তি স্ম কবয়ো বেদগুহ্যানি হৃৎপতেঃ ॥ ৩৫ ॥

জীবাত্মার রূপ নাই, জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞানময়। ভগবানের মায়াগুণবশে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি দ্বারা আত্মাতে স্থূলরূপের সৃষ্টি হয়। আকাশে যেমন মেঘসমূহের রূপ কল্পিত হয় বায়ুতে যেমন পার্থিব ধূলির ধূসরতা আরোপিত হয়, সেইরূপ দ্রষ্টা—আত্মাতে দৃশ্যত্বের আরোপ—অরূপে রূপের আরোপ—অজ্ঞ জনে করিয়া থাকে ॥ ৩০-৩১ ॥

ইহা ব্যতীত অজ্ঞশক্তি আত্মাতে লিঙ্গদেহের আরোপও করিয়া থাকে—যদিও সেই লিঙ্গদেহ—অপরিণত গুণসমূহ দ্বারা রচিত (প্রকৃতির স্থূল পরিণাম অর্থাৎ করচরণাদি তদ্‌বিরহিত) ও অব্যক্ত; তাহা অদৃষ্ট ও অশ্রুত বস্তু বলিয়া—তাহার সত্তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, যেহেতু জীবাত্মা লিঙ্গদেহরূপ সূক্ষ্ম উপাধির সহায়তায়ই পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে ॥৩২॥

অবিদ্যা দ্বারা সৎ ও অসৎ এই দুইরূপ (স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ) আত্মাতে কল্পিত হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান বা বিদ্যার উদয়ে সেই অবিদ্যাজনিত দেহকল্পনা বিনষ্ট হইলে জীবের জ্ঞানময় ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে ॥ ৩৩ ॥

সংসারচক্রে ক্রীড়াপরায়ণা ঐশী মায়াই অবিদ্যা; এই অবিদ্যা স্বীয় আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি পরিহার করিলেই বিদ্যারূপে পরিণত হইয়া থাকেন। তাহা হইলেই জীব ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া পরমানন্দস্বরূপ নিজ মহিমায় বিরাজ করেন, ইহা সুধীগণের নির্ণয় ॥ ৩৪ ॥

পরমেশ্বর জন্মকর্ম্মরহিত। কিন্তু মনীষিগণ সেই অজ—(জন্মরহিত), বিভু—(কর্ম্মরহিত), অন্তর্যামী ভগবানেরও নিজ মায়া-রচিত বিবিধ জন্মকর্ম্ম-কথা -যাহা বেদের অতি রহস্য বিষয়,—তাহা বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

সংযোগ হইয়া থাকে এই মায়াগুণই অবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীভগবানের অবতার-নাম-কীর্ত্তন ও জন্ম-রহস্য আলোচনা করিলে যে বিদ্যা বা জ্ঞানের উদয় হইবে, তাহা দ্বারা অবিদ্যা বিদূরিত হইবে এবং অবিদ্যানাশে আত্মার সহিত স্থূলদেহ-সংযোগের কারণ বিধ্বস্ত হইবে। ২৯

বিবৃতি ঃ—জীবাত্মার পুনর্জ্জন্ম হয়; জীবাত্মা একটি স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর একটি দেহ ধারণ করেন। দেহপরিত্যাগকালের ক্রিয়ার নাম উৎক্রমণ—আত্মা ত' বিভু বিশ্বব্যাপক—তাঁহার ত' ক্রিয়া নাই, তবে উৎক্রমণ সম্ভবপর হয় কিরূপে? মৃত দেহ ত' নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া রহিল, দেহপরিত্যাগের অনুকূল ক্রিয়া বা চেষ্টা কে করে? এবং তৎপরে নূতন দেহ-সংযোগের জন্য আবশ্যক ক্রিয়া-সম্পাদন কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়? ইহার উত্তর,—আত্মা স্থূলদেহ পরিত্যাগকালেও লিঙ্গদেহযুক্ত হইয়া থাকেন। এই যে উৎক্রমণ বা পুনর্জ্জন্মগ্রহণের উপযোগী কর্ম্ম, এ সমস্তই সেই লিঙ্গদেহ দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। এই জন্য লিঙ্গদেহসম্বন্ধ না থাকিলে জীবাত্মার জীবত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না। লিঙ্গদেহ—পঞ্চ তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত, দশেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, ইহা সাংখ্য-সম্মত লিঙ্গশরীর। এই সকলই পুনর্জ্জন্ম-গ্রহণের বীজস্বরূপ। ৩০-৩৫

স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্।
ভূতেষু চান্তর্হিত আত্মতন্ত্রঃ ষাড়্বর্গিকং জিঘ্রতি ষড়্‌গুণেশঃ ॥ ৩৬ ॥
ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুরবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ ঊতীঃ।
নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ সংতন্বতো নটচর্য্যামিবাজ্ঞঃ ॥ ৩৭ ॥
স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যো মায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধম্ ॥ ৩৮ ॥
অথেহ ধন্যা ভগবন্ত ইত্থং যদ্বাসুদেবেঽখিললোকনাথে।
কুর্ব্বন্তি সর্ব্বাত্মকমাত্মভাবং ন যত্র ভূয়ঃ পরিবর্ত্ত উগ্রঃ ॥ ৩৯ ॥

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ।
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥ ৪০ ॥

তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবিদাংবরম্। সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ৪১ ॥
স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্। প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াং পরীতং পরমর্ষিভিঃ ॥ ৪২ ॥

(জীব হইতে তাঁহার বিশেষত্ব এই যে,) ভগবানের লীলা অমোঘ, তিনি লীলামাত্রে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। তিনি স্বতন্ত্র,—সকল ভূতের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণভোগ্য বিষয়সকল গন্ধবৎ আঘ্রাণমাত্র করিয়া থাকেন। তিনি ষড়িন্দ্রিয়নিয়ন্তা—বিশ্বের কোন বিষয়ে তিনি লিপ্ত নহেন ॥ ৩৬ ॥

নট যেমন বাক্য ও মনোবৃত্তি দ্বারা নামরূপের প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান্ তাহার বাক্য ও মনোবৃত্তি দ্বারা নামরূপাত্মক এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি ও বিস্তার করিয়াছেন। অজ্ঞ—অরসিক যেমন নটের অঙ্গভঙ্গীর অভিনয় বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ কুবুদ্ধি-সম্পন্ন জীব শ্রীভগবানের লীলা, তর্কাদি-কৌশল-প্রয়োগ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩৭ ॥

তবে যিনি অকপটে, নিরন্তর অনুবৃত্তি-(শ্রদ্ধা-ভক্তি) সহকারে সেই ভগবৎপদারবিন্দের সৌরভ সেবন করেন—তিনিই অচিন্তনীয়-মহিম সেই চক্রপাণির তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন, অর্থাৎ ভক্তই ভগবত্তত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ৩৮ ॥

হে সর্বজ্ঞ মহর্ষিগণ—আপনারাই এ জগতে ধন্য! যেহেতু, ঐ সকল প্রশ্ন দ্বারা আপনারা সেই নিখিল-বিশ্বপতি বাসুদেবে ঐকান্তিক ভক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এই প্রকার ভাবোদয় হইলে আর কঠোর জন্ম-মরণের আবর্ত্তে পতিত হইতে হয় না ॥ ৩৯ ॥

ভগবান্ বেদব্যাস পুণ্যশ্লোক ভগবানের চরিত-মাহাত্ম্য-সমন্বিত মহাস্বস্ত্যয়নস্বরূপ বেদতুল্য এই ভাগবত-নামক পুরাণ লোকমঙ্গলের জন্য প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তিনি সমগ্র বেদ ও ইতিহাসের সার সঙ্কলনপূর্বক এই পুরাণ গ্রথিত করিয়া আত্মজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ নিজ পুত্র শুকদেবকে প্রথম অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। মহর্ষিগণপরিবৃত হইয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিৎকে শুকদেব এই পুরাণ শ্রবণ করাইয়াছিলেন ॥ ৪০-৪২ ॥

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥ ৪৩ ॥
তত্র কীর্ত্তয়তো বিপ্রা বিপ্রর্ষের্ভূরিতেজসঃ।
অহঞ্চাধ্যগমং তত্র নিবিষ্টস্তদনুগ্রহাৎ।
সোঽহং বঃ শ্রাবয়িষ্যামি যথাধীতং যথামতি ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে নৈমিষীয়োপাখ্যানে জন্মগুহ্যং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

কলির আরম্ভ হইবামাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ -ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির সহিত নিজ ধামে প্রয়াণ করিলে—সংসার তিমিরাবৃত হইয়াছে, জীবগণের জ্ঞানদৃষ্টি লুপ্তপ্রায়, সেই জন্য এই ভাগবত-সূর্য্য উদিত হইয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

বিপ্রগণ! পরীক্ষিৎ-পরিষদে যখন শ্রীশুকদেব এই শ্রীভাগবত কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন আমি তাঁহার অনুগ্রহে সেখানে প্রবিষ্ট হইয়া অবহিত-হৃদয়ে সমস্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম। আমি যেমন অধ্যয়ন করিয়াছি—সেইভাবে যথামতি এই ভাগবত গ্রন্থ আপনাদিগকে শ্রবণ করাইব ॥ ৪৪ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

ইতি ব্রুবাণং সংস্তুয় মুনীনাং দীর্ঘসত্রিণাম্।
বৃদ্ধঃ কুলপতিঃ সূতং বহ্বৃচঃ শৌনকোঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীশৌনক উবাচ।

সূত সূত মহাভাগ বদ নো বদতাংবর। কথাং ভাগবতীং পুণ্যাং যদাহ ভগবাঞ্ছুকঃ ॥ ২ ॥
কস্মিন্ যুগে প্রবৃত্তেয়ং স্থানে বা কেন হেতুনা। কুতঃ সঞ্চোদিতঃ কৃষ্ণঃ কৃতবান্ সংহিতাং মুনিঃ॥৩॥
তস্য পুত্রো মহাযোগী সমদৃঙ্ নির্ব্বিকল্পকঃ। একান্তমতিরুন্নিদ্রো গূঢ়ো মূঢ় ইবেয়তে ॥ ৪ ॥
দৃষ্ট্বানুযান্তমৃষিমাত্মজমপ্যনগ্নং দেব্যো হ্রিয়া পরিদধুর্ন সুতস্য চিত্রম্।
তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগদুস্তবাস্তি স্ত্রীপুংভিদা ন তু সুতস্য বিবিক্তদৃষ্টেঃ ॥ ৫ ॥
কথমালক্ষিতঃ পৌরৈঃ সংপ্রাপ্তঃ কুরুজাঙ্গলান্। উন্মত্তমূকজড়বদ্বিচরন্ গজসাহ্বয়ে ॥ ৬ ॥
কথং বা পাণ্ডবেয়স্য রাজর্ষের্মুনিনা সহ। সংবাদঃ সমভূত্তাত যত্রৈষা সাত্বতী শ্রুতিঃ ॥ ৭ ॥

ভাগবতের উৎপত্তি-বর্ণনায় নারদসমাগম

সূত এই কথা বলিলে দীর্ঘ-দিন-সাধ্য যজ্ঞ-কার্য্যে ব্রতী মুনিগণের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ, সেই ঋগ্বেদী কুলপতি শৌনক—সূতের বহু প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন। ১।

—বাগ্মিবর সূত মহোদয়! ভগবান শুকদেব যাহা বলিয়াছেন, সেই পবিত্র ভাগবত-কথা আমাদিগকে বল। ২।

কোন্ যুগে, কোন্ স্থানে এবং কি কারণে এই ভাগবত-সংহিতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল? কাহার প্রেরণাতেই বা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই সংহিতা প্রণয়ন করেন?। ৩।

ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব—সমদর্শী, পরমযোগী ও ভেদজ্ঞানবিরহিত। তাঁহার বুদ্ধি একমাত্র পরমেশ্বরেই লগ্ন থাকে, তিনি সর্ব্বদাই জাগ্রৎ (মায়ানিদ্রায় অভিভূত হন না,) স্বরূপ প্রকাশ না করিয়া গূঢ়ভাবে অবস্থান করেন, এই জন্য অপরে তাঁহাকে মূঢ় সদৃশ বোধ করে। ৪।

নগ্নাবস্থায় শুকদেব যে সময়ে বনগমন করিতেছিলেন, তখন অপ্সরোগণ পথিপার্শ্বস্থ সরোবরে জলকেলিরত ছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া অপ্সরোগণ কিছুমাত্র লজ্জানুভব করিলেন না। কিন্তু পুত্রের অনুসরণ করিতে করিতে যখন পিতা ব্যাসদেব বস্ত্রাবৃতদেহে সেখানে উপস্থিত হইলেন, তখন অপ্সরোগণ লজ্জায় বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিচিত্র আচরণ দেখিয়া মুনি ব্যাসদেব তাঁহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অপ্সরোগণ বলিলেন—আপনার স্ত্রীপুরুষের ভেদজ্ঞান আছে, কিন্তু আপনার পুত্র পবিত্র-দৃষ্টি, তাঁহার সে ভেদজ্ঞান নাই। ৫।

হে সূত, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, উন্মত্ত, মূক ও জড়ের ন্যায় বিচরণ করিতে করিতে সেই শুকদেব কিরূপে প্রথমে কুরুজাঙ্গল প্রদেশে গমন করিলেন? তৎপরে কিরূপেই বা তিনি হস্তিনাপুরে যাইয়া সেই ভাবে বিচরণ করিতে থাকিলে পৌরগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন? ৬।

বৎস! পাণ্ডুবংশীয় রাজর্ষি পরীক্ষিতের সহিতই বা সেই মুনির কিরূপে আলাপ-পরিচয় ও কথোপকথন হইল, যাহার ফলে এই ভাগবত-সংহিতা প্রচারিত হইয়াছে?। ৭।

স গোদোহনমাত্রং হি গৃহেষু গৃহমেধিনাম্। অবেক্ষতে মহাভাগস্তীর্থীকুর্ব্বংস্তদাশ্রমম্ ॥ ৮ ॥
অভিমন্যুসুতং সূত প্রাহুর্ভাগবতোত্তমম্। তস্য জন্ম মহাশ্চর্য্যং কর্ম্মাণি চ গৃণীহি নঃ ॥ ৯ ॥
স সম্রাট্ কস্য বা হেতোঃ পাণ্ডূনাং মানবর্দ্ধনঃ। প্রায়োপবিষ্টো গঙ্গায়ামনাদৃত্যাধিরাট্ শ্রিয়ম্ ॥ ১০
নমন্তি যৎপাদনিকেতমাত্মনঃ শিবায় হানীয় ধনানি শত্রবঃ।
কথং স বীরঃ শ্রিয়মঙ্গ দুস্ত্যজাং যুবৈষতোৎস্রষ্টুমহো মহাসুভিঃ ॥ ১১ ॥
শিবায় লোকস্য ভবায় ভূতয়ে য উত্তমঃশ্লোকপরায়ণা জনাঃ।
জীবন্তি নাত্মার্থমসৌ পরাশ্রয়ং মুমোচ নির্ব্বিদ্য কুতঃ কলেবরম্ ॥ ১২ ॥
তৎ সর্ব্বং নঃ সমাচক্ষ্ব পৃষ্টো যদিহ কিঞ্চন। মন্যে ত্বাং বিষয়ে বাচাং স্নাতমন্যত্র ছান্দসাৎ ॥১৩॥

শ্রীসূত উবাচ।

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়যুগপর্য্যয়ে। জাতঃ পরাশরাদ্যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ ॥১৪॥

কিন্তু মহাভাগ শুকদেব গৃহস্থগণের গৃহে—সেই স্থানকে পবিত্র করিবার জন্য একটি গাভী দোহন করিতে যেটুকু সময় লাগে, সেইটুকু সময় মাত্র অবস্থান করেন; সুতরাং দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ এই ভাগবত-ব্যাখ্যা তাঁহার দ্বারা কিরূপে সাধিত হইল ?৮।

সূত! অভিমন্যু-তনয় পরীক্ষিৎ ভাগবত-শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। তাঁহারও অত্যাশ্চর্য্য জন্মবৃত্তান্ত এবং কর্ম্মসমূহ আমাদিগের নিকট বর্ণন কর। ৯।

পাণ্ডুবংশের গৌরব-বর্দ্ধন সেই সম্রাট্ পরীক্ষিৎ কি হেতুই বা নিজ রাজ্য-সম্পৎ উপেক্ষা করিয়া গঙ্গা-তীরে প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন ? ১০।

বিপক্ষ রাজগণ আপনাদের মঙ্গলের জন্য যাঁহার পাদপীঠে বহু ধনরত্ন উপহার প্রদান করিয়া প্রণাম করিত, হে সূত! সেই বীর নরপতি পরীক্ষিৎ যৌবন কালেই কি জন্য নিজ প্রাণের সহিত এই দুস্ত্যজ রাজ্য-লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ? ১১।

ভগবৎ-পরায়ণ জনগণ নিজের জন্য নহে, কেবল অপর লোকের সুখ-সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের জন্য জীবন ধারণ করেন; সুতরাং সেই রাজা পরীক্ষিৎ, সংসারে বিরক্ত হইয়াও কি জন্য অপরের আশ্রয়স্থলস্বরূপ নিজ কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ? ১২।

যে বিষয়ে আমরা প্রশ্ন করিলাম,—সেই সকল বিষয়েই তুমি উত্তর প্রদান কর। এক বেদ-বিষয়ে তোমার অধিকার নাই, তদ্ভিন্ন সকল শাস্ত্রেই তোমাকে পারদর্শী বলিয়া মনে করি। ১৩।

তখন সূত বলিতে লাগিলেন,—দ্বাপর-যুগে তৃতীয়-যুগপরিবর্ত্তে পরাশরের ঔরসে বসুকন্যা সত্যবতীর গর্ভে হরির অংশে ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করেন। ১৪।

বিবৃতি:—দ্বাপরযুগে ব্যাসদেবের আবির্ভাব। তৃতীয় অধ্যায়ের ২১।২২ শ্লোকে শ্রীরাম অবতার, বেদব্যাস অবতারের পরে লিখিত হইয়াছে, এখানে 'দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়ে যুগপর্য্যয়ে'—অর্থাৎ দ্বাপরে তৃতীয় যুগ-পরিবর্ত্তে ব্যাসদেবের জন্ম—এইরূপ বলিলেন। ইহার সামঞ্জস্য করিতে হইলে বলিতে হয় যে, শ্রীরামচন্দ্র ও বেদ-ব্যাস উভয়েই ত্রেতা ও দ্বাপরসন্ধিতে অবতীর্ণ হন। বেদব্যাস কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বলিয়াই তাঁহার নাম অগ্রে প্রদত্ত হইয়াছে—ভাগবত-মতে উভয় অবতারই প্রায় সমকালিক; এইজন্য শ্রীরামচন্দ্র অবতারে আর পৃথক্ সংখ্যানির্দ্দেশ করিয়া ব্যবধান জ্ঞাপন করেন নাই। তৃতীয়যুগপরিবর্ত্ত বা তৃতীয় যুগসন্ধি বলিতে ত্রেতা-দ্বাপরসন্ধি কিরূপে বুঝা যায় ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে,—কলি ও সত্য প্রথম সন্ধি, সত্য ও ত্রেতা—দ্বিতীয় সন্ধি, ত্রেতা ও দ্বাপর তৃতীয় সন্ধি, এইভাবে গণনা করিতে হইবে। এই সময়ে ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাসদেবের মাতা—সত্যবতী—উপরিচর বসু-নামক ক্ষত্রিয়রাজের বীর্য্যসম্ভূতা। মৎস্যের উদরে এই সত্যবতীর উৎপত্তি বলিয়া ইহার নাম 'মৎস্য-গন্ধা'—ছিল। মৎস্যের উদর হইতে বহির্গত হইলে ধীবর দ্বারা পালিতা হইয়াছিলেন বলিয়া 'ধীবর-কন্যা' তাঁহাকে বলা হইত। বস্তুতঃ সত্যবতী ছিলেন ক্ষত্রিয়-কন্যা। ১-১ মহাভারত আদিপর্ব্ব—৬৩ অধ্যায়।

স কদাচিৎ সরস্বত্যা উপস্পৃশ্য জলং শুচিঃ। বিবিক্ত এক আসীন উদিতে রবিমণ্ডলে ॥ ১৫ ॥
পরাবরজ্ঞঃ স ঋষিঃ কালেনাব্যক্তরংহসা। যুগধর্ম্মব্যতিকরং প্রাপ্তং ভুবি যুগে যুগে ॥ ১৬ ॥
ভৌতিকানাঞ্চ ভাবানাং শক্তিহ্রাসঞ্চ তৎকৃতম্। অশ্রদ্দধানান্ নিঃসত্ত্বান্ দুর্মেধান্ হ্রসিতায়ুষঃ ॥১৭॥
দুর্ভগাংশ্চ জনান্ বীক্ষ্য মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা। সর্ব্ববর্ণাশ্রমাণাং যদ্ দধ্যৌ হিতমমোঘদৃক্ ॥ ১৮ ॥
চাতুর্হোত্রং কর্ম্ম শুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকম্। ব্যদধাদযজ্ঞসন্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৯ ॥
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ। ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ॥ ২০ ॥
তত্রর্গ্বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ। বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাতো যজুষাং মুনিঃ ॥২১॥
অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দারুণো মুনিঃ। ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ ॥ ২২ ॥

ত এত ঋষয়ো বেদং স্বং স্বং ব্যস্যন্ননেকধা।
শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্বেদাস্তে শাখিনোঽভবন্ ॥ ২৩ ॥
ত এব বেদা দুর্মেধৈর্ধার্য্যন্তে পুরুষৈর্যথা।
এবঞ্চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ ॥ ২৪ ॥

কোন সময়ে ব্যাসদেব প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পর সরস্বতী নদীর জলে আচমনাদি সমাপ্ত করিয়া শুচি হইয়া, পবিত্র বদরিকাশ্রমে একাকী অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই ভূতভবিষ্যদ্বেত্তা সর্ব্বজ্ঞ ঋষি দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে, কালের অদৃশ্যবেগবলে এই পৃথিবীতে যুগের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে এবং যুগে যুগে যুগধর্ম্ম সকল পরস্পর মিশ্রিত হইতেছে; তাহার ফলে মনুষ্যগণের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির শক্তি হ্রাস পাইতেছে—তাহাদের শ্রদ্ধা, ধীরতা, বুদ্ধি ও আয়ুঃ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে এবং ভাগ্যহানিও ঘটিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—কিরূপে সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের মঙ্গল হইতে পারে? ১৫-১৮।

এইরূপ চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন—যে বৈদিক কর্ম্ম লোকের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করে, তাহা চারিটি ঋত্বিক্ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, অতএব সমগ্র বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলে (চারটি ঋত্বিকের কার্য্য সুগম হওয়ায়) যজ্ঞকার্য্যের বিস্তার হইবে; তদনুসারে তিনি বেদবিভাগ করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামক চারি বেদের উদ্ধার করিলেন। ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদমধ্যে গণিত হইল। সেই চারি বেদমধ্যে—পৈল মুনি ঋগ্বেদ, বুধবর জৈমিনি সামবেদ, একমাত্র ঋষি বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ এবং অভিচারকর্ম্মে বড় কঠোর মুনি সুমন্তু অথর্ব্ববেদে পারদর্শী হইলেন। মদীয় পিতা লোমহর্ষণ ইতিহাস ও পুরাণে পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৯-২২।

এই সকল ঋষি আবার নিজ নিজ অধীত এক একটি বেদকে বহু ভাগে বিভক্ত করিয়া শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন; তাঁহারা আবার নিজ নিজ অধীত বেদাংশ বিভক্ত করিয়া শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইরূপে বেদের নানা শাখার উৎপত্তি হইয়াছিল। ২৩।

অল্পমেধা ব্যক্তিও যাহাতে বেদ অভ্যাস করিতে পারে, তাহারই জন্য দীনবৎসল বেদব্যাস এইরূপ বেদবিভাগ করিয়াছিলেন। ২৪।

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্ ॥ ২৫ ॥

এবং প্রবৃত্তস্য সদা ভূতানাং শ্রেয়সি দ্বিজাঃ। সর্ব্বাত্মকেনাপি যদা নাতুষ্যদ্ধৃদয়ং ততঃ ॥ ২৬ ॥
নাতিপ্রসীদদ্ধৃদয়ঃ সরস্বত্যাস্তটে শুচৌ। বিতর্কয়ন্ বিবিক্তস্থ ইদঞ্চোবাচ ধর্ম্মবিৎ ॥২৭॥
ধৃতব্রতেন হি ময়া ছন্দাংসি গুরবোঽগ্নয়ঃ। মানিতা নির্ব্যলীকেন গৃহীতঞ্চানুশাসনম্।
ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ। দৃশ্যতে যত্র ধর্ম্মাদি স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত ॥ ২৮ ॥
তথাপি বত মে দৈহ্যো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভুঃ। অসম্পন্ন ইবাভাতি ব্রহ্মবর্চ্চস্যসত্তমঃ ॥ ২৯ ॥
কিম্বা ভাগবতা ধর্ম্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ। প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ ॥ ৩০ ॥
তস্যৈবং খিলমাত্মানং মন্যমানস্য খিদ্যতঃ। কৃষ্ণস্য নারদোঽভ্যাগাদাশ্রমং প্রাগুদাহৃতম্ ॥ ৩১ ॥
তমভিজ্ঞায় সহসা প্রত্যুত্থায়াগতং মুনিঃ। পূজয়ামাস বিধিবন্নারদং সুরপূজিতম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে নারদাগমনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

স্ত্রী ও শূদ্রজাতি এবং নিন্দিত দ্বিজগণের বেদ-শ্রবণে অধিকার নাই, যজ্ঞাদি শ্রেয়স্কর কর্ম্মেও তাহারা অনধিকারী; এই জন্য তাহাদের যাহাতে মঙ্গল হয়, তজ্জন্য কৃপা পূর্ব্বক মহামুনি বেদব্যাস মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ২৫।

হে দ্বিজগণ! এই প্রকারে সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বজাতীয় মানবের হিতসাধন করিয়াও যখন মহর্ষির হৃদয় সন্তোষলাভ করিতে পারিল না, তখন সেই ধর্ম্মজ্ঞ মুনি অপ্রসন্ন-চিত্তে সরস্বতীর পবিত্র তটে নির্জ্জনে বসিয়া মনে মনে বিতর্ক করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—আমি ব্রতগ্রহণ পূর্ব্বক বেদ, গুরু, ও অগ্নির পূজা করিয়াছি এবং অকপটে তাঁহাদিগের আজ্ঞা পালন করিয়া আসিয়াছি। মহাভারত-রচনাচ্ছলে আমি সমস্ত বেদার্থ প্রকাশ করিয়াছি—যাহা হইতে শূদ্র ও স্ত্রীজাতি প্রভৃতিও ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিতে সমর্থ হয়। ২৬-২৮।

কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, আমার জীবাত্মা—বস্তুতঃ পূর্ণ হইলেও অপূর্ণের মত এবং ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইলেও অতিশয় অসৎ বলিয়া মনে হইতেছে। ২৯।

অথবা যে ধর্ম্ম শ্রীভগবানের প্রিয় ও পরমহংস-প্রীতিপ্রদ, সেই ভাগবতধর্ম্মই ত' বিশেষরূপে মহাভারতে কীর্ত্তন করা হয় নাই, তজ্জন্যই কি চিত্তের এই অবসাদ? ৩০।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই প্রকারে যখন নিজ ত্রুটি চিন্তা করিয়া দুঃখ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বোক্ত আশ্রমে নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩১।

সেই মুনি (ব্যাসদেব) দেবারাধ্য মহামুনি নারদকে সমাগত দেখিয়া, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার বিধিমত পূজা করিলেন। ৩২।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীসূত উবাচ।

অথ তং সুখমাসীন উপাসীনং বৃহচ্ছ্রবাঃ। দেবর্ষিঃ প্রাহ বিপ্রর্ষিং বীণাপাণিঃ স্ময়ন্নিব ॥ ১ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

পারাশর্য্য মহাভাগ ভবতঃ কচ্চিদাত্মনা। পরিতুষ্যতি শারীর আত্মা মানস এব বা ॥ ২ ॥

জিজ্ঞাসিতং সুসম্পন্নমপি তে মহদদ্ভুতম্। কৃতবান্ ভারতং যস্ত্বং সর্ব্বার্থপরিবৃংহিতম্ ॥ ৩ ॥

জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্চ ব্রহ্ম যত্তৎ সনাতনম্। তথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো ॥ ৪ ॥

শ্রীব্যাস উবাচ।

অস্ত্যেব মে সর্ব্বমিদং ত্বয়োক্তং তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে।
তন্মূলমব্যক্তমগাধবোধং পৃচ্ছামহে ত্বাত্মভবাত্মভূতম্ ॥ ৫ ॥
স বৈ ভবান্ বেদ সমস্তগুহ্যমুপাসিতো যৎ পুরুষঃ পুরাণঃ।
পরাবরেশো মনসৈব বিশ্বং সৃজত্যবত্যত্তি গুণৈরসঙ্গঃ ॥ ৬ ॥
ত্বং পর্য্যটন্নর্ক ইব ত্রিলোকীমন্তশ্চরো বায়ুরিবাত্মসাক্ষী।
পরাপরে ব্রহ্মণি ধর্ম্মতো ব্রতৈঃ স্নাতস্য মে ন্যূনমলং বিচক্ষ্ব ॥ ৭ ॥

ব্যাসের নিকট নারদের পূর্ব্ববৃত্তান্তকথন

সূত বলিতে লাগিলেন,—তৎপরে মহাযশাঃ দেবর্ষি নারদ বীণাহস্তে সুখে উপবেশন করিয়া, সম্মুখে উপবিষ্ট বিপ্রর্ষি বেদব্যাসকে যেন ঈষৎ হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। ১।

নারদ বলিলেন,—হে মহাভাগ পরাশর-তনয়! তোমার আত্মা, শরীর ও মনঃ বেশ সুস্থ ও প্রফুল্ল আছে ত'? ২।

নিখিল তত্ত্ব-পূর্ণ অতি অপূর্ব্ব মহাভারত গ্রন্থ যখন তুমি রচনা করিয়াছ, তখন মনে হয়, ধর্ম্মাদি বিষয়ে তোমার যাহা জানিবার বা করিবার—সমস্তই তাহা জানিয়াছ ও করিয়াছ। ৩।

হে মহানুভব! তুমি (ব্রহ্মসূত্র-গ্রন্থে) নিত্য ব্রহ্মের বিচার ও মীমাংসা করিয়াছ এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছ—তথাপি তুমি অকৃতী ব্যক্তির মত শোক করিতেছ কেন? ৪।

উত্তরে ব্যাসদেব বলিলেন,—দেবর্ষি! আপনি যাহা যাহা বলিলেন, সে সমস্তই আমার আছে সত্য, কিন্তু তথাপি আমার আত্মা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না; ইহার কারণও নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য ও দুর্ভেদ্য। আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং আপনার জ্ঞানও অগাধ, এ জন্য আপনাকেই এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ৫।

সমস্ত গুহ্য বিষয় আপনার সুবিদিত, বিশেষতঃ যিনি নির্লিপ্ত থাকিয়া ত্রিগুণের দ্বারা সঙ্কল্পমাত্রে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংঘটিত করিতেছেন, আপনি সেই কার্য্য-কারণ-নিয়ন্তা পুরাণ পুরুষের উপাসক; আপনি সূর্য্যের ন্যায় ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়া সমস্তই দেখিতে পাইতেছেন—বায়ুর ন্যায় অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া সকলেরই বুদ্ধিবৃত্তি জানিতে পারিতেছেন; অতএব বিচার করিয়া বলুন—আমি যোগাভ্যাসের দ্বারা পরম ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলেও, এবং নিয়ম পূর্ব্বক অধ্যয়ন দ্বারা বেদশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলেও আমার এত ন্যূনতা—এত অতৃপ্তি কেন? ৬-৭।

শ্রীনারদ উবাচ।

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্। যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্ ॥ ৮॥

যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ। ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ ॥ ৯॥

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ ॥ ১০ ॥

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥ ১১ ॥

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥ ১২ ॥

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৩ ॥

নারদ বলিলেন, মুনিবর! তুমি ত' ভগবানের নির্ম্মল যশঃ (তাঁহার চরিতকথা) বিশেষভাবে বর্ণনা কর নাই। সে দর্শন—সে শাস্ত্র—সে বিজ্ঞান মূল্যহীন বলিয়াই মনে করি, যাহার দ্বারা ভগবানের প্রীতিসাধন না হয়। মহাভারতাদি গ্রন্থে তুমি যেরূপ বিস্তারের সহিত ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের সাধন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছ, বাসুদেবের মহিমা সেরূপভাবে প্রকাশিত কর নাই। ৮।

নানা অর্থযুক্ত বিচিত্র পদসন্নিবেশ থাকিলেও যে বাক্যে জগৎপাবন শ্রীহরি-মহিমা বর্ণিত না থাকে, তাহাকে সুধীগণ কাকতীর্থ (কাকতুল্য লোলুপ জনগণের চিত্তাকর্ষক) বলিয়া মনে করেন। হংসগণ যেমন মানসসরোবরেই বিহার করিয়া থাকে,—কাকতীর্থে—(কাকের প্রিয় ক্ষুদ্র গর্ত্তে) কখনই তাহাদের প্রীতি হয় না, সেইরূপ সাত্ত্বিক পরমহংসগণ সর্ব্বদাই ব্রহ্ম-জ্ঞান-রাজ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐরূপ বাক্যে কিছুমাত্র প্রীতিলাভ করেন না। ৯-১০।

অপরদিকে, যে নিবন্ধের (বাক্যপ্রয়োগের) প্রতি শ্লোকে শ্রীভগবানের যশঃ-সমুজ্জ্বল নামসমূহ কীর্ত্তিত হয়, অপর শব্দাদি মিশ্রিত হইলেও সেইরূপ নিবন্ধ জনগণের পাপনাশে সমর্থ। এই জন্য সজ্জনগণ এই নামসমূহ বক্তার নিকট হইতে শ্রবণ করেন ও শ্রোতৃ-সমীপে কীর্ত্তন করেন এবং বক্তা ও শ্রোতা না থাকিলে স্বয়ং গান করিয়া থাকেন। ১১।

উপাধি—মায়া বা ভ্রম যাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, যাহার দ্বারা ব্রহ্মের সারূপ্য লাভ করা যায়, এমন যে ব্রহ্মজ্ঞান—তাহাও হরিভক্তি-মিশ্রিত না হইলে সম্যক্ শোভা পায় না। আর,—সাধনকালে ও ফললাভ-সময়ে—সর্ব্বদাই দুঃখপ্রদ কাম্য কর্ম্মসমূহ অথবা অকাম্য কর্ম্মনিচয় যদি ভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে তাহা যে একান্ত বিফল হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। ১২।

অতএব হে মহাভাগ ব্যাসদেব!—তুমি সত্যদর্শী, সত্যনিষ্ঠ, তুমি শমদমাদিব্রতধারী ও শুভ্রযশাঃ। অতএব জীবগণের সংসার-বন্ধন-মোচনের নিমিত্ত সেই বিপুলবিক্রম শ্রীভগবানের চরিতলীলা যোগবলে স্মরণ করিয়া বর্ণনা কর। ১৩।

ততোঽন্যথা কিঞ্চন মদ্বিবক্ষতঃ পৃথগ্দৃশস্তৎকৃতরূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎ ক্বাপি চ দুঃস্থিতা মতির্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্ ॥ ১৪ ॥
জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ ॥ ১৫ ॥
বিচক্ষণোঽস্যার্হতি বেদিতুং বিভোরনন্তপারস্য নিবৃত্তিতঃ সুখম্।
প্রবর্ত্তমানস্য গুণৈরনাত্মনস্ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভো ॥ ১৬ ॥
ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥ ১৭ ॥

ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা ভিন্ন অন্য দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অন্য যে কোন বিষয় বলিবার ইচ্ছা করিলে -বক্তার বুদ্ধি ঐ বর্ণনীয় বিষয় হইতে স্ফুরিত নানাবিধ নাম ও রূপের জালে পড়িয়া বিব্রত হইয়া --বাত্যা-বিঘূর্ণিত তরণীর মত কোথায়ও স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। ১৪।

কাম্য কর্ম্ম নিন্দনীয়, কিন্তু স্বভাবতঃ সাধারণ লোকের তাহাতেই অভিরুচি। তুমি মহাভারতাদি গ্রন্থে ধর্ম্মার্থ সেই কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছ। কেন না, তোমার কথায় যাহারা উহাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা এখন অন্য তত্ত্বজ্ঞানীর কথা দূরে থাক্, তুমি স্বয়ং নিবারণ করিলেও তাহা গ্রাহ্য করিবে না ॥ ১৫ ॥

বিচক্ষণ ব্যক্তিই সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিধর্ম্ম দ্বারা অনন্ত মহিমপূর্ণ সেই বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মের নির্ব্বিকল্প সুখময় স্বরূপ অবগত হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা অপরের পক্ষে অসম্ভব। অতএব হে মহাত্মন্! ত্রিগুণের বশে প্রবৃত্তিমার্গে পরিচালিত দেহাভিমানী জীবগণকে তুমি শ্রীভগবানের চরিত-লীলা শ্রবণ করাও। ১৬।

স্বধর্ম্ম (নিত্যকর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ) উপেক্ষা করিয়া মানব, শ্রীহরির পাদপদ্ম সেবা করিতে করিতে যদি অপক্ব-অবস্থাতেই কোনরূপে ভ্রষ্ট হয় অথবা মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, তাহা হইলে কোথায়ও তাহার স্বধর্ম্মত্যাগজনিত কোন অশুভ ঘটিয়াছে কি? আর হরিভক্তি-পরাঙ্মুখ ব্যক্তি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়াও কখনও কোন শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইতে পারে কি? ১৭।

বিবৃতি:—প্রবৃত্তিমার্গের পথিক কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, নিবৃত্তিমার্গের লক্ষ্য—কর্ম্মফলত্যাগ। প্রবৃত্তিমার্গের অনুবর্ত্তনকারী বহু, প্রবৃত্তিমার্গে বিশ্বাসী ব্যক্তি সহসা নিবৃত্তিমার্গের উপদেশে কর্ণপাত করে না। সুতরাং কর্ম্মফলত্যাগের দিকে প্রথম হইতে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মহাভারতে নানাবিধ ফললাভের বর্ণনা—নানাবিধ কর্ম্মের উল্লেখ আছে। তাহাতেই সাধারণ লোক প্রলুব্ধ; এখন নিবৃত্তিধর্ম্মের সরস উপদেশ দ্বারা তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে হইবে। কিন্তু কথা হইতেছে,—যাহারা জ্ঞানমার্গের উপাসক, তাঁহারাও ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া—নির্ব্বিকল্পক সমাধিযোগে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। তবে হরিগুণ-গানের আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তর ;—ব্রহ্মোপলব্ধি সাধারণের পক্ষে সুসাধ্য নহে, কিন্তু হরিগুণগান দ্বারা নিবৃত্তিমার্গে সাধারণ ব্যক্তিও বিচরণ করিতে পারিবে। ১৫।

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥ ১৮॥
ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজেন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্।
স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুনর্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ॥ ১৯॥
ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে প্রদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্॥ ২০॥
ত্বমাত্মনাত্মানমবেহ্যমোঘদৃক্ পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ কলাম্।
অজং প্রজাতং জগতঃ শিবায় তন্মহানুভাবাভ্যুদয়োঽধিগণ্যতাম্॥ ২১॥
ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্॥ ২২॥
অহং পুরাতীতভবেঽভবং মুনে দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম্।
নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্বিবিক্ষতাম্॥ ২৩॥

ঊর্দ্ধে ব্রহ্মা হইতে নিম্নে স্থাবর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও জীব যাহা লাভ করিতে পারে না, বিবেকী ব্যক্তি সেই দুর্লভ বস্তু (ভগবদ্ভক্তিজনিত সুখ) লাভের নিমিত্তই যত্ন করিবেন। বিষয়সুখ ত' দুঃখের ন্যায়ই অনায়াসলভ্য। জীব পূর্ব্বজন্মে কৃত-কর্ম্মের ফলে এই সুখ-দুঃখ বেগবান্ কালের সহায়তায় বিনা চেষ্টায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৮।

অহো! হরিভক্তিপরায়ণ কোন কারণে নিম্ন-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও কর্ম্মবাদীর মত কিন্তু আর তাহাকে সংসারে প্রবেশ করিতে হয় না। কারণ, যে ব্যক্তি একবার শ্রীহরির চরণালিঙ্গনজনিত রস গ্রহণ করিয়াছে, সে সেই সুখ স্মরণ করিতেই থাকে, তাহা কখনই ভুলিতে পারে না। ১৯।

এই বিশ্ব ভগবানেরই স্বরূপ, ভগবান্ কিন্তু বিশ্ব হইতে বিভিন্ন। যেহেতু তাঁহারই ইচ্ছায় জগতের প্রলয় হইতেছে। এ সমস্ত কথা তুমি স্বয়ংই বিদিত আছ, তথাপি আমি তোমাকেও দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করাইলাম। ২০।

হে সত্যদর্শী! তোমার নিজের স্বরূপ নিজেই বুঝিয়া দেখ,—তুমি পরমপুরুষ পরমাত্মার অংশরূপে অবতীর্ণ। তুমি জন্মরহিত হইলেও জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। অতএব সেই মহা-মহিমশালী শ্রীহরির পরাক্রমলীলা তুমি বিশদভাবে বর্ণনা কর। ২১।

পুরুষের তপস্যাই বল, বেদাধ্যয়নই বল, যাগ-যজ্ঞে মন্ত্রপাঠই বল, আর জ্ঞান বা দানই বল, শ্রীভগবানের গুণবর্ণনাকেই এই সমস্ত কার্য্যের নিত্যসিদ্ধ অক্ষয় ফল বলিয়া সুধীগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ২২।

আমি পূর্ব্বকল্পে আমার অতীতজন্মে কতিপয় বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের শুশ্রূষাপরায়ণা কোন এক দাসীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। বর্ষাকালে যখন যোগিগণ চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ করিয়া—একত্র অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, আমি বালক হইলেও তখন তাঁহাদের শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত হইয়া-ছিলাম। ২৩।

তে ময্যপেতাখিলচাপলেঽর্ভকে দান্তেঽধৃতক্রীড়নকেঽনুবর্তিনি।
চক্রুঃ কৃপাং যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ শুশ্রূষমাণে মুনয়োঽল্পভাষিণি ॥ ২৪ ॥
উচ্ছিষ্টলেপানমুমোদিতো দ্বিজৈঃ সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতসস্তদ্ধর্ম্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥ ২৫ ॥
তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ ॥ ২৬ ॥
তস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্মহামতে প্রিয়শ্রবস্যস্খলিতা মতির্মম।
যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে ॥ ২৭ ॥
ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতূ হরের্বিশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোঽমলম্।
সংকীর্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভির্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা ॥ ২৮ ॥
তস্যৈবং মেঽনুরক্তস্য প্রশ্রিতস্য হতৈনসঃ। শ্রদ্দধানস্য বালস্য দান্তস্যানুচরস্য চ ॥ ২৯ ॥
জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্তৎ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতম্। অন্ববোচন্ গমিষ্যন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ ॥ ৩০ ॥

আমার বালক-সুলভ চপলতা ছিল না—ক্রীড়া-সামগ্রীর প্রতি আসক্তি ছিল না, বরং আমি সর্ব্বদাই শান্ত—মিতভাষী—সেবাপরায়ণ ও আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলাম; এই জন্য সেই মুনিগণ পক্ষপাতশূন্য সমদর্শী হইলেও আমি বালক বলিয়া আমার উপর বড়ই কৃপা করিতেন। ২৪।

আমি তাঁহাদের অনুমতিক্রমে এক দিন একটিবার তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্র-সংলগ্ন উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়া যায়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমার চিত্তশুদ্ধি হইল এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে অভিরুচি হইতে লাগিল। ২৫।

প্রতিদিন সেই স্থানে মুনিগণ মনোহর কথা কীর্ত্তন করিতেন। আমি তাঁহাদের অনুগ্রহে তাহা শুনিতে পাইতাম। শ্রদ্ধার সহিত প্রতি পদটি শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমশঃ আমার ভগবানে রতি জন্মিল। ২৬।

হে মনীষী! ভগবানে রতিলাভের পর তাঁহাতে অবিচলিত বুদ্ধির উদয় হইল, তখন বুঝিতে পারিলাম—যিনি প্রপঞ্চের অতীত, আমি সেই পরম ব্রহ্ম; স্থূল ও সূক্ষ্ম—এই দ্বিবিধ শরীরই অবিদ্যাবশে আমাতে কল্পিত; ইহাদের কোন বাস্তব সত্তা নাই। ২৭।

এইরূপে বর্ষা ও শরৎ এই দুই ঋতুতে—প্রতি দিন ত্রিসন্ধ্যায় মহাত্মা মুনিগণ শ্রীহরির বিমল যশোগাথা গান করিতেন। ঐ গান শ্রবণ করিতে করিতে আমার ভক্তি জন্মিল এবং তাহাতেই রজঃ ও তমোগুণ বিনষ্ট হইল। ২৮।

এই ভাবে আমাকে বাল্যকালেই নিষ্পাপ—শ্রদ্ধাবান্—বিনয়ী—সংযত—অনুরক্ত ও অনুগত দেখিয়া সেই দীনবৎসল মুনিগণ তথা হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে কৃপা করিয়া আমাকে ভগবৎ-কথিত গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। ২৯-৩০।

বিবৃতি—ধর্ম্ম-সাধনের উপযোগী ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা গুহ্য, দেহাদি হইতে বিভিন্ন আত্মার যে স্বরূপ-জ্ঞান, তাহা হইল গুহ্যতর জ্ঞান এবং ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানই গুহ্যতম জ্ঞান। মুনিগণের নিকট হইতে বাল্যাবস্থাতেই সেই জন্মে, নারদ এই গুহ্যতম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ২৯-৩০

যেনৈবাহং ভগবতো বাসুদেবস্য বেধসঃ। মায়ানুভাবমবিদং যেন গচ্ছন্তি তৎপদম্ ॥ ৩১ ॥
এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্। যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্ ॥ ৩২ ॥
আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত। তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্ ॥৩৩॥
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ। ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥ ৩৪ ॥
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্। জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্ ॥ ৩৫ ॥
কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ। গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ ॥ ৩৬ ॥
ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥ ৩৭ ॥
ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিমমূর্ত্তিকম্। যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্‌দর্শনঃ পুমান্ ॥ ৩৮ ॥

এই জ্ঞানবলেই আমি বিশ্ববিধাতা ভগবান্ বাসুদেবের মায়া-মহিমা জানিতে পারি,—যাহা জ্ঞাত হইয়া মানব ভগবৎ-পদ লাভ করিতে পারে। ৩১।

ব্রহ্মন্! বিশ্বনিয়ন্তা পরব্রহ্ম ভগবানে যে কর্ম্ম সমর্পিত হয়, তাহাই সংসারে ত্রিবিধ তাপের মহৌষধ বলিয়া পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন। ৩২।

হে সুব্রত! যে দ্রব্য হইতে লোকের যে রোগ জন্মে, সেই দ্রব্যসেবনে সে রোগ প্রশমিত হইতে পারে না, কিন্তু অন্য দ্রব্যযোগে তাহা ঔষধরূপে পরিণত হইলে রোগ নাশ করিতে পারে। ৩৩।

এই প্রকারে সমস্ত কর্ম্মযোগই ভববন্ধনের হেতু হইলেও যদি ভগবানে সমর্পিত হয়, তাহা হইলে, তাহাই আবার কর্ম্মনিবৃত্তি (মুক্তিবিধান) করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ৩৪।

ভগবৎ-প্রীতির জন্য যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়,—তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহা হইতেই ভক্তিযোগ-সমন্বিত জ্ঞানযোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। (সুতরাং কর্ম্মই কর্ম্মের নিবৃত্তিকারক) সাধুগণ যখন কর্ম্ম করেন, তখন তাঁহারা শ্রীভগবানের আদেশ মনে করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন এবং তখন তাঁহারা বার বার শ্রীকৃষ্ণের গুণগান ও নামকীর্ত্তন এবং নিরন্তর তাঁহাকে স্মরণ করিতে থাকেন। (ইহাই হইল ভক্তিযোগ, অতঃপর জ্ঞানযোগ প্রদর্শিত হইতেছে)। ৩৫-৩৬।

"হে প্রণবস্বরূপ! হে ভগবন্, তোমাকে প্রণাম করি—তুমি বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণ—এই চারি-স্বরূপে মিলিত, তোমায় ধ্যান করিয়া মানস প্রণাম করিতেছি।" এইরূপ মূর্ত্তিবাচক মন্ত্রপাঠ করিয়া যে ব্যক্তি সেই মন্ত্র-মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য মূর্ত্তি-বিরহিত (অথবা প্রাকৃত মূর্ত্তিহীন) যজ্ঞপুরুষের উপাসনা করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। ৩৮।

বিবৃতি—নারদের এই ইতিবৃত্তে সাধনা ও সিদ্ধির স্তর কেমন সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে! প্রথমে—সাধু-সজ্জনের সেবা, তৎপরে তাঁহাদের কৃপালাভ, তাহার ফলে ধর্ম্মে শ্রদ্ধার উদয়, ভগবৎ-কথা শ্রবণ—অনন্তর ভগবানে রতি, তৎপরে স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর হইতে আত্মা যে বিভিন্ন, এইরূপ জ্ঞানোদয়, অতঃপর ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান—সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণের আবির্ভাবও ঘটিয়া থাকে। ৩৪

পূর্ব্বাভাস—এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—অজ্ঞান হইতেই কর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে, সুতরাং জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞাননাশ হইলেই কর্ম্মনাশ স্বতঃই সাধিত হইবে, সুতরাং জ্ঞান-যোগকেই কর্ম্মনাশক বলা উচিত। আর জ্ঞান ভক্তিযোগ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং মূলে ভক্তি—তৎপরে জ্ঞান, সুতরাং কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মনিবৃত্তি কিরূপে হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন। ৩৫

ইমং স্বনিগমং ব্রহ্মন্নবেত্য মদনুষ্ঠিতম্। অদান্মে জ্ঞানমৈশ্বর্য্যং স্বস্মিন্ ভাবঞ্চ কেশবঃ ॥ ৩৯

ত্বমপ্যদভ্রশ্রুত বিশ্রুতং বিভোঃ সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্।
প্রখ্যাহি দুঃখৈর্মুহুরর্দ্দিতাত্মনাং সংক্লেশনির্ব্বাণমুশন্তি নান্যথা ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে ব্যাসনারদসম্বাদে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

হে ব্রহ্মন্, আমি শ্রীভগবান্ কেশবের উপদেশ-মত এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছি জানিয়া তিনি আমাকে জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য এবং তাঁহার প্রতি প্রেম প্রদান করিয়াছিলেন। ৩৯।

হে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, তুমিও ভগবানের যশোগাথা কীর্ত্তন কর, যাহা শ্রবণে সুধীগণের জ্ঞান ও পিপাসার পরিতৃপ্তি হইয়া যাইবে এবং নিরন্তর দুঃখনিপীড়িত জীবগণের ক্লেশ-সন্তাপ নির্ব্বাণ হইবে। ভগবানের গুণকীর্ত্তন ব্যতীত জীবগণের নিস্তারের আর উপায় নাই—ইহাই তত্ত্বজ্ঞানীরা মনে করেন। ৪০।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীসূত উবাচ।

এবং নিশম্য ভগবান্ দেবর্ষের্জন্ম কর্ম্ম চ। ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ তং ব্রহ্মন্ ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীব্যাস উবাচ।

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভিস্তব। বর্ত্তমানো বয়স্যাদ্যে ততঃ কিমকরোদ্ভবান্ ॥ ২ ॥
স্বায়ম্ভুব কয়া বৃত্ত্যা বর্ত্তিতং তে পরং বয়ঃ। কথং বেদমুদস্রাক্ষীঃ কালে প্রাপ্তে কলেবরম্ ॥৩॥
প্রাক্‌কল্পবিষয়ামেতাং স্মৃতিং তে মুনিসত্তম। ন হ্যেষ ব্যবধাৎ কাল এষ সর্ব্বনিরাকৃতিঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভির্ম্মম। বর্ত্তমানো বয়স্যাদ্যে তত এতদকারষম্ ॥ ৫ ॥
একাত্মজা মে জননী যোষিন্মূঢ়া চ কিঙ্করী। ময্যাত্মজেঽনন্যগতৌ চক্রে স্নেহানুবন্ধনম্ ॥ ৬ ॥
সাস্বতন্ত্রা ন কল্পাসীদ্যোগক্ষেমং মমেচ্ছতী। ঈশস্য হি বশে লোকো যোষা দারুময়ী যথা ॥ ৭ ॥
অহঞ্চ তদ্‌ব্রহ্মকুলে ঊষিবাংস্তদপেক্ষয়া। দিগ্দেশকালাব্যুৎপন্নো বালকঃ পঞ্চহায়নঃ ॥ ৮ ॥

নারদের পূর্ব্বজন্ম-সৌভাগ্য বর্ণন

সূত বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এই ভাবে সত্যবতীতনয় ব্যাসদেব দেবর্ষি নারদের জন্ম ও কর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া পুনর্বায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১।

ব্যাসদেব কহিলেন,—আচ্ছা, আপনার জ্ঞানোপদেষ্টা সন্ন্যাসিগণ দূরপ্রবাসে যাত্রা করিলে পর বাল্যাবস্থায় আপনি আর কি করিয়াছিলেন? ২।

হে স্বয়ম্ভু-নন্দন, পরবর্ত্তী জীবনই বা কোন্ বৃত্তি অবলম্বনে অতিবাহিত হইয়াছিল? এবং কাল আগত হইলে এই শূদ্রা-গর্ভজাত কলেবরই বা কিরূপে ত্যাগ করিয়াছিলেন? কালে সকলই বিলুপ্ত হয়, কিন্তু হে মহর্ষে! আপনি পূর্ব্বকল্পেরও বৃত্তান্ত স্মরণ করিতেছেন, আপনার এই স্মরণ-শক্তির উপর কাল কোন ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারে নাই কেন? ৩-৪।

নারদ বলিতে লাগিলেন,—আমার জ্ঞানদাতা সন্ন্যাসিগণ দূরদেশে গমন করিলে পর বাল্যবয়সে আমি এই ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলাম, শ্রবণ কর—আমার মাতা একে নারীস্বভাবতঃ জ্ঞানহীনা, তাহার উপর অপরের দাসী; আর আমিও ছিলাম—মাতার একমাত্র পুত্র, এবং আমারও ঐ মাতা ভিন্ন অন্য গতি ছিল না, এই সকল কারণে আমার প্রতি মাতার অত্যন্ত মমতা পড়িয়াছিল। ৫-৬।

তাহার কোন বিষয়েই স্বাধীনতা ছিল না, তথাপি তিনি আমার জন্য লব্ধ বস্তুর রক্ষণ ও নব নব বস্তু লাভের (যোগক্ষেম) ইচ্ছা করিতেন; কিন্তু ইচ্ছানুরূপ কোন কার্য্য করিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। কাষ্ঠময়ী নারীমূর্ত্তি (পুত্তলিকা) যেমন যাদুকরের অধীন—সেইরূপ মনুষ্যও ঈশ্বরের একান্ত বশবর্ত্তী,—মনুষ্যের নিজের কোন ক্ষমতাই নাই। ৭।

এক দিকে মাতার স্নেহাতিশয়, অন্য দিকে আমি পঞ্চবর্ষবয়স্ক শিশুমাত্র; দিক্, দেশ, কাল কিছুরই জ্ঞান তখন ছিল না—মাতার সেই স্নেহপাশ হইতে কত দিনে মুক্ত হইব—এই অপেক্ষায় সেই ব্রাহ্মণ-গৃহেই বাস করিতে লাগিলাম। ৮।

একদা নির্গতাং গেহাদ্দুহন্তীং নিশি গাং পথি। সর্পোঽদশৎ পদাস্পৃষ্টঃ কৃপণাং কালচোদিতঃ ॥৯॥
তদা তদহমীশস্য ভক্তানাং শমভীপ্সতঃ। অনুগ্রহং মন্যমানঃ প্রাতিষ্ঠং দিশমুত্তরাম্ ॥ ১০ ॥
স্ফীতান্ জনপদাংস্তত্র পুরগ্রাম-ব্রজাকরান্। খেটখর্ব্বটবাটীংশ্চ বনান্যুপবনানি চ ॥ ১১ ॥

চিত্রধাতুবিচিত্রাদ্রীনিভভগ্নভুজদ্রুমান্।
জলাশয়াঞ্ছিবজলান্নলিনীঃ সুরসেবিতাঃ।
চিত্রস্বনৈঃ পত্ররথৈর্বিভ্রমদ্ভ্রমরশ্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥
নলবেণুশরস্তম্বকুশকীচকগহ্বরম্।
এক এবাতিযাতোঽহমদ্রাক্ষং বিপিনং মহৎ।
ঘোরং প্রতিভয়াকারং ব্যালোলূকশিবাজিরম্ ॥ ১৩ ॥

পরিশ্রান্তেন্দ্রিয়াত্মাহং তৃট্‌পরীতো বুভুক্ষিতঃ। স্নাত্বা পীত্বা হ্রদে নদ্যা উপস্পৃষ্টো গতশ্রমঃ ॥ ১৪ ॥
তস্মিন্নির্ম্মনুজেঽরণ্যে পিপ্পলোপস্থ আশ্রিতঃ। আত্মনাত্মস্থমাত্মানং যথাশ্রুতমচিন্তয়ম্ ॥ ১৫ ॥

এইভাবে কিছুকাল অতীত হইল,—একদা রাত্রির অন্ধকারে গো-দোহনের জন্য জননী গৃহ হইতে নির্গত হইলে—পথে এক সর্পের গাত্রে তাঁহার পা লাগিয়া যায়, তাহাতেই কালপ্রেরিত সেই সর্প দুঃখিনীকে দংশন করিল এবং তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ৯

আমি তখন দুঃখিত না হইয়া মাতার মৃত্যুকে ভক্তের শুভাকাঙ্ক্ষী ভগবানের অনুগ্রহ মনে করিয়াছিলাম এবং (এই প্রকারে মাতার স্নেহ-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া) উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ১০

যাইতে যাইতে—কত সমৃদ্ধিশালী জনপদ, কত নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ—কত রত্নাদির আকর, কত কৃষক-পল্লী—কত গিরিপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম—পুষ্পাদি বাটিকা—কত বন উপবন দেখিতে পাইলাম। আবার দেখিলাম,—বিচিত্র ধাতুরাগে রঞ্জিত পর্ব্বতমালা,—করিযূথ যাহার তরুগুলিকে শাখাহীন করিয়া রাখিয়াছে; কোথাও দেখিলাম—মধুর-স্বচ্ছ-সলিলে পূর্ণ বহু জলাশয়; কোথায়ও বা পদ্মপুষ্প-পরিশোভিত সরোবর—যেখানে দেবগণ জলক্রীড়ায় নিরত, তারে বিহঙ্গগণের বিচিত্র কলরব এবং ভ্রমরগণ যাহার চতুর্দ্দিকে উড়িয়া উড়িয়া শোভা বিস্তার করিতেছিল। এই সকল মনোরম স্থান অতিক্রম করিয়া শেষে আমি একাকী এক দুঃসহ ভয়ঙ্করাকৃতি সুবিশাল অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলাম। ছোট ছোট ও বড় বড় বাঁশের ঝাড়ে—নল, শর ও তৃণগুচ্ছে সে অরণ্য মনুষ্যের অগম্য ছিল এবং উহা কেবলমাত্র সিংহ, ব্যাঘ্র ও সর্পাদি হিংস্র প্রাণিগণ এবং পেচক ও শৃগালগণের ক্রীড়াস্থান হইয়াছিল। ১১-১৩

তখন পথশ্রমে আমার ইন্দ্রিয় ও দেহ অবসন্ন; আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণায়ও কাতর ছিলাম, এক নদীর হ্রদে (দহে) অবগাহন পূর্ব্বক আচমন ও তাহার জল পান করিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। ১৪

তার পর সেই নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে এক অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে উপবেশন করিলাম। ঋষিগণের নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম—পরমাত্মা হৃদয়মধ্যে (দহরে) অবস্থান করেন, তদনুসারে—সেই অবসরে নিজ বুদ্ধি দ্বারা সেই আত্মাকেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। ১৫

ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাবনির্জ্জিতচেতসা। ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ ॥ ১৬ ॥
প্রেমাতিভরনির্ভিন্নপুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ। আনন্দসংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে ॥ ১৭ ॥
রূপং ভগবতো যত্তন্মনঃকান্তং শুচাপহম্। অপশ্যন্ সহসোত্তস্থে বৈক্লব্যাদ্দুর্ম্মনা ইব ॥ ১৮ ॥
দিদৃক্ষুস্তদহং ভূয়ঃ প্রণিধায় মনো হৃদি। বীক্ষমাণোঽপি নাপশ্যমবিতৃপ্ত ইবাতুরঃ ॥ ১৯ ॥
এবং যতন্তং বিজনে মামাহাগোচরো গিরাম্। গম্ভীরশ্লক্ষ্ণয়া বাচা শুচঃ প্রশময়ন্নিব ॥ ২০ ॥
হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি। অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্ ॥২১॥
সকৃদযদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেঽনঘ। মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্॥২২॥
সৎসেবয়া দীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ। হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি ॥ ২৩ ॥
মতির্ময়ি নিবদ্ধেয়ং ন বিপদ্যেত কর্হিচিৎ। প্রজাসর্গনিরোধেঽপি স্মৃতিশ্চ মদনুগ্রহাৎ ॥ ২৪ ॥

এতাবদুক্ত্বোপররাম তন্মহদ্ভূতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গমীশ্বরম্।
অহঞ্চ তস্মৈ মহতাং মহীয়সে শীর্ষ্ণাবনামং বিদধেঽনুকম্পিতঃ ॥ ২৫ ॥

ভাববিহ্বল-চিত্তে শ্রীহরির চরণকমল ধ্যান করিতে করিতে প্রেমাবেগে আমার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল,— অমান ভক্তপ্রিয় ভগবান্ শ্রীহরি ধীরে ধীরে আসিয়া আমার হৃদয়মধ্যে উদিত হইলেন। মুনিবর! কি বলিব, তখন প্রেমভরে আমার অঙ্গ পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিল,—আমি অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিতে লাগিলাম—পরমানন্দ-মহাপ্রবাহে মগ্ন হইয়া অদ্বিতীয় আত্মা ব্যতীত অপর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ১৬-১৭

কিন্তু সেই মনোবাঞ্ছিত—শোক-তাপহারী ভগবানের অপরূপ রূপ সহসা অন্তর্হিত হইলেন, আমি তাহা দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল হইলাম—বিহ্বলের মত উঠিয়া পড়িলাম। ১৮

পুনর্ব্বার সেই মধুর মূর্ত্তি দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় আমি হৃদয়মধ্যে মনঃস্থির করিয়া দেখিবার যত্ন করিলাম—কিন্তু আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, অতৃপ্তিতে হৃদয় ভরিয়া উঠিল—আমি আর্ত্তবৎ কাতর হইলাম।১৯

এইরূপ যত্ন করিতে দেখিয়া বাক্যপথের অগোচর সেই ভগবান্ স্নিগ্ধ-গম্ভীর বচনে যেন আমার মনোবেদনা প্রশমিত করিতে করিতেই আমাকে বলিতে লাগিলেন—বৎস,তুমি ইহজন্মে আর আমাকে দেখিতে পাইবে না। কারণ,—যাহাদের কামাদি বিষয়ানুরাগ সম্পূর্ণ দগ্ধ হয় নাই, এইরূপ অসিদ্ধ যোগিগণ আমার দর্শনলাভ করিতে পারে না। হে অনঘ! তথাপি তোমাকে যে একবার দর্শন দিলাম, ইহা শুধু আমার প্রতি তোমার অনুরাগবৃদ্ধির জন্য। যিনি আমাকে কামনা করেন, সেই সাধু ক্রমশঃ অন্য সকল কামনাই ত্যাগ করেন। ২০-২২

অধিক দিন না হইলেও তুমি যে সাধুসেবা করিয়াছ, তাহাতেই আমাতে তোমার বুদ্ধি দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে। তুমি দীর্ঘকাল সাধুসেবা কর—তাহা হইলে এই নিন্দনীয় (দাসীগর্ভজাত) দেহ পরিত্যাগ করিয়া আমার পারিষদ-পদ প্রাপ্ত হইবে। ২৩

যখন আমাতে তোমার বুদ্ধি নিবদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহা আর কখন স্খলিত হইবে না এবং তুমি আমাকে সর্ব্বদা স্মরণে রাখ বলিয়া—সৃষ্টি বিনাশ হইলেও—আমার অনুগ্রহে তোমার স্মৃতিশক্তি প্রলয়-কালের পরেও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ২৪

আকাশ-মূর্ত্তি চর্ম্মচক্ষুর অগোচর—সেই সর্ব্বনিয়ন্তা—বেদপ্রসিদ্ধ ভগবান্ এই বলিয়া বিরত হইলেন। আমিও অনুগৃহীত হইয়া সেই মহান্ অপেক্ষাও মহীয়ান্ ভগবানের উদ্দেশে অবনতমস্তকে প্রণাম করিলাম। ২৫

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্।
গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ ॥ ২৬ ॥
এবং কৃষ্ণমতের্ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ। কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎ সৌদামনী যথা॥২৭॥
প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্। আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥২৮॥
কল্পান্ত ইদমাদায় শয়ানেঽম্ভস্যুদন্বতঃ। শিশয়িষোরনুপ্রাণং বিবিশেঽন্তরহং বিভোঃ ॥ ২৯ ॥
সহস্রযুগপর্য্যন্ত উত্থায়েদং সিসৃক্ষতঃ। মরীচিমিশ্রা ঋষয়ঃ প্রাণেভ্যোঽহঞ্চ জজ্ঞিরে ॥৩০॥
অন্তর্বহিশ্চ লোকাংস্ত্রীন্ পর্য্যেম্যস্কন্দিতব্রতঃ। অনুগ্রহান্মহাবিষ্ণোরবিঘাতগতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৩১ ॥
দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্। মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্ ॥ ৩২ ॥
প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ। আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥ ৩৩ ॥
এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ। ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানুবর্ণনম্ ॥ ৩৪ ॥
যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ। মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥ ৩৫ ॥

তার পর আমি লোকলজ্জা পরিহার করিয়া সেই অনন্ত ভগবানের নাম কীর্ত্তন ও তাঁহার মঙ্গলময় পরম-রহস্য চরিত-কথা স্মরণ করিতে করিতে সন্তুষ্টচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম এবং মদ-মাৎসর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া নিষ্কামভাবে অবস্থান করিয়া আমার ভবিষ্যৎ শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ২৬

ব্রহ্মন্! এই ভাবে কৃষ্ণজ্ঞান—কৃষ্ণধ্যান করিতে করিতে আমার তাঁহার প্রতি আসক্তি জন্মিল এবং আমার চিত্ত নির্ম্মল হইয়া উঠিল। কিছুকাল পরে যথা-সময়ে বিদ্যুদ্বিকাশের মত অতর্কিতভাবে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। ২৭

তখনই পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত ভগবৎ-পারিষদ-যোগ্য সত্ত্বময় দেহ অভিমুখে আমি আকৃষ্ট হইতে থাকিলে—আমার প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসান ও পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইল। ২৮

তৎপরে কল্পাবসানে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সংহার করিয়া যখন নারায়ণ সমুদ্র-শয্যায় শয়ন করিলেন, তখন তাঁহার শরীরমধ্যে ব্রহ্মাও শয়নের অভিলাষী হইলে আমি ব্রহ্মার নিশ্বাসের সহিত তাঁহার অন্তঃ-করণমধ্যে প্রবেশ করিলাম। ২৯

এইভাবে সহস্র যুগ অতীত হইল। ব্রহ্মাও বিশ্ব-সৃষ্টির ইচ্ছায় উত্থিত হইলে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ ও আমি উৎপন্ন হইলাম। ৩০

তার পর আমি অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া মহা-বিষ্ণুর অনুগ্রহে এই ত্রিলোকের অভ্যন্তরে ও বহি-র্ভাগে পর্য্যটন করিতেছি। আমার কোথায়ও গমনের বাধা নাই। ৩১

এই স্বরব্রহ্ম-বিভূষিতা বীণা—দেবদত্ত। এই বীণায়—বিবিধ স্বরের মূর্চ্ছনা ও আলাপসংযোগে হরিকথাগান করিতে করিতে বিচরণ করিতেছি। ৩২

শ্রীহরির মধুর বিক্রম-লীলা যখন গান করিতে থাকি, তখন তিনি আহূতের ন্যায় সত্বর তীর্থময় চরণ বিন্যাস করিয়া আমার হৃদয়াসনে আবির্ভূত হইয়া দর্শন দান করেন। ৩৩

পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগ-লালসায় যাহাদের চিত্ত বেদনাময় হইয়া উঠে,—তাহাদের পক্ষে শ্রীহরি-লীলা-সঙ্কীর্ত্তনই ভবসমুদ্রপারে তরণিস্বরূপ, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। ৩৪

সর্ব্বদা কামলোভে যাহার হৃদয় আচ্ছন্ন, যমাদি অনুষ্ঠান করিলেও যোগপথে তাহার প্রকৃত শান্তি হয় না, কিন্তু মুকুন্দ-সেবা দ্বারা তাহার আত্মা পরম শান্তি সাক্ষাদ্‌ভাবে উপভোগ করে। ৩৫

সর্ব্বং তদিদমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহং ত্বয়ানঘ। জন্মকর্ম্মরহস্যং মে ভবতশ্চাত্মতোষণম্ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

এবং সম্ভাষ্য ভগবান্নারদো বাসবীসুতম্। আমন্ত্র্য বীণাং রণয়ন্ যযৌ যাদৃচ্ছিকো মুনিঃ ॥৩৭॥

অহো দেবর্ষির্ধন্যোঽয়ং যঃ কীর্ত্তিং শার্ঙ্গধন্বনঃ। গায়ন্মাদ্যন্নিদং তন্ত্র্যা রময়ত্যাতুরং জগৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে ব্যাস-নারদসংবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

হে অনঘ, আমার জন্ম-কর্ম্ম-রহস্য-কথা এবং তোমার তুষ্টিলাভের উপায় যাহা আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলে, সে সমস্তই আমি তোমাকে বলিলাম। ৩৬

সূত বলিলেন,—ভগবান্ নারদ সত্যবতী-সুত ব্যাসদেবকে এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া ও তাঁহার সম্মতি পাইয়া বীণার ঝঙ্কার দিতে দিতে যথেচ্ছ গমন করিলেন। ৩৭

অহো, ধন্য এই দেবর্ষি নারদ! যিনি বীণাযন্ত্রে শ্রীহরির গুণগান করিয়া স্বয়ং আনন্দে আত্মহারা হন এবং ত্রিতাপতপ্ত জগৎকেও শান্তিদান করেন। ৩৮

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীশৌনক উবাচ।

নির্গতে নারদে সূত ভগবান্ বাদরায়ণঃ। শ্রুতবাংস্তদভিপ্রেতং ততঃ কিমকরোদ্বিভুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

ব্রহ্মনদ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে। শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্দ্ধনঃ ॥ ২ ॥

তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে। আসীনোঽপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃ স্বয়ম্ ॥৩॥

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥ ৪ ॥

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥৫॥

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে। লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥৬॥

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে। ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥ ৭ ॥

স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্। শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিম্ ॥ ৮ ॥

অশ্বত্থামার শিরোমণি-কর্ত্তন

শৌনক বলিলেন,—সূত! দেবর্ষি নারদ ত' চলিয়া গেলেন, তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া ভগবান্ বেদব্যাস তাহার পর কি করিলেন? ১

সূত বলিলেন,—ব্রহ্মনদী-সরস্বতীর পশ্চিমতটে—বদরীবৃক্ষসমূহে শোভিত শম্যাপ্রাস নামক একটি আশ্রম ছিল, সেখানে ঋষিদিগের যাগানুষ্ঠান নিত্যই বর্দ্ধিত হইত। একদিন বেদব্যাস নিজের সেই আশ্রমে উপবেশন করিয়া আচমনান্তে নারদের উপদেশ স্মরণপূর্ব্বক সমাধিস্থ হইলেন। ২-৩

তাঁহার হৃদয়টি ছিল নির্ম্মল—ভক্তিযোগবলে—আবার যখন সেই হৃদয় ধ্যানে নিশ্চল হইল—তখন প্রথমেই তিনি পরম পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে (তাঁহার অধীন) মায়াকেও দেখিতে পাইলেন। ৪

ঐ মায়ার দ্বারা মোহিত হইয়াই জীব—ত্রিগুণাতীত হইলেও নিজেকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া মনে করে এবং ত্রিগুণের যাহা কর্ম্ম—সেই কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান পোষণ করিয়া আপনার অনিষ্টসাধন করে। ৫

তিনি দেখিলেন—ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ সমস্ত অনিষ্ট দূর করে। ইহা উপলব্ধি করিয়া তিনি অজ্ঞানাচ্ছন্ন জনসাধারণের জন্য এই ভাগবত-সংহিতা প্রণয়ন করেন। ৬

এই ভাগবত-সংহিতা শ্রবণ করিলে মানবের পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সেই ভক্তিই—মানবের শোক, মোহ ও ভয় বিনাশ করে। ৭

মহর্ষি বেদব্যাস প্রথমে ভাগবত-সংহিতা রচনা করেন, তৎপরে তাহা সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া নিবৃত্তি-পথের পথিক নিজপুত্র শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ৮

বিবৃতি—এই তিনটি শ্লোকে ভাগবতের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য কথিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ নিজ বিদ্যাশক্তি দ্বারা মায়া-শক্তিকে দমন করিয়া রাখেন—তিনি নিত্যানন্দ-স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া তাঁহার নাম ঈশ্বর। আর জীব মায়ার অধীন, নিজ স্বরূপ আবৃত—শুধু আবৃত নহে, নিজ স্বরূপের বিপরীত ভাবে অবস্থান করে। তবে, জীবের উদ্ধারের উপায় শ্রীভগবানে ভক্তি। ঈশ্বরের বশে মায়াকে চলিতে হয়, জীব মায়া দ্বারা চালিত ও পীড়িত হয়, ইহাই ঈশ্বর ও জীবের পার্থক্য। ভক্তির আবেশে ভগবানের করুণা-পাত্র হইলে অবিদ্যা তখন জীবকে ভয়ে পরিত্যাগ করে। ৫—৭

শ্রীশৌনক উবাচ।

স বৈ নিবৃত্তিনিরতঃ সর্ব্বত্রোপেক্ষকো মুনিঃ। কস্য বা বৃহতীমেতামাত্মারামঃ সমভ্যসৎ ॥ ৯ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥১০॥

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ। অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥

পরীক্ষিতোঽথ রাজর্ষের্জন্মকর্ম্মবিলাপনম্। সংস্থাঞ্চ পাণ্ডুপুত্রাণাং বক্ষ্যে কৃষ্ণকথোদয়ম্ ॥১২॥

যদা মৃধে কৌরবসৃঞ্জয়াণাং বীরেষ্বথো বীরগতিং গতেষু।
বৃকোদরাবিদ্ধগদাভিমর্ষভগ্নোরুদণ্ডে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে ॥ ১৩ ॥

ভর্ত্তুঃ প্রিয়ং দ্রৌণিরিতি স্ম পশ্যন্ কৃষ্ণাসুতানাং স্বপতাং শিরাংসি।
উপাহরদ্বিপ্রিয়মেব তস্য জুগুপ্সিতং কর্ম্ম বিগর্হয়ন্তি ॥ ১৪ ॥

মাতা সুতানাং নিধনং শিশূনাং নিশম্য ঘোরং পরিতপ্যমানা।
তদারুদৎ বাষ্পকলাকুলাক্ষী তাং সান্ত্বয়ন্নাহ কিরীটমালী ॥ ১৫ ॥

তদা শুচস্তে প্রমৃজামি ভদ্রে যদ্ব্রহ্মবন্ধোঃ শির আততায়িনঃ।
গাণ্ডীবমুক্তৈর্ব্বিশিখৈরুপাহরে ত্বাক্রম্য যৎ স্নাস্যসি দগ্ধপুত্রা ॥ ১৬ ॥

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই মুনিবর শুকদেব ত' ছিলেন বিষয়াভিলাষশূন্য—সর্ব্ববিষয়ে উপেক্ষাশীল,—আত্মানন্দে বিভোর; কি কারণে তিনি এই এত বড় সংহিতাখানি অভ্যাস করিলেন ? ৯

সূত বলিলেন,—যাঁহারা বন্ধনমুক্ত—আত্মারাম, সেইরূপ মুনিগণও কোন কামনা না করিয়াই ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন—শ্রীহরির এমনই গুণ যে, সকাম নিষ্কাম—সকল পুরুষই তাঁহাকে ভজনা করিতে ভালবাসে। ১০

ভগবান্ শুকদেব শ্রীহরির গুণে আকৃষ্ট হইয়াই সেই মহান্ গ্রন্থ (ভাগবত) অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণুভক্ত জনগণ তাঁহার নিত্য প্রিয় হইয়াছিলেন।১১

মুনিগণ, এইবার কৃষ্ণ-কথার আরম্ভে প্রসঙ্গক্রমে আপনাদিগের নিকট রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম্ম ও মরণ-বৃত্তান্ত এবং পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান বর্ণনা করিব। ১২

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের বীরগণ স্বর্গগমন করিলে ভীমসেন গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করেন। সেই সময়ে অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর নিদ্রিত শিশু পুত্রগণের শিরশ্ছেদ করিয়া আনিয়া দুর্য্যোধনকে উপহার প্রদান করিলেন। এ কর্ম্ম দুর্য্যোধনের অপ্রিয় হইলেও তিনি ভাবিয়াছিলেন, প্রভুর কি প্রিয়কার্য্যই না সাধন করিলাম ! ' কিন্তু ঘৃণিত কার্য্যের নিন্দা সকলেই করিয়া থাকেন।১৩-১৪

শিশুগণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া যখন জননী দ্রৌপদী দুঃসহ শোকে কাতর হইয়া—বিগলিত অশ্রুধারায় আকুলনেত্রে রোদন করিতে লাগিলেন, তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন— । ১৫

দেবি ! আমি যখন গাণ্ডীব-মুক্ত বাণপ্রহারে সেই শিশুঘাতী আততায়ী ব্রাহ্মণাধমের মস্তক ছেদন করিয়া আনিয়া তোমাকে উপহার দিব—আর তুমি তোমার শিশুগণের দাহান্তে সেই ছিন্ন মস্তকের উপর উপবেশন করিয়া স্নান করিবে, তখন আমি তোমার শোকাশ্রু মার্জ্জন করিব। ১৬

ইতি প্রিয়াং বল্গু বিচিত্রজল্পৈঃ স সান্ত্বয়িত্বাচ্যুতমিত্রসূতঃ।
অন্বাদ্রবৎ দংশিত উগ্রধন্বা কপিধ্বজো গুরুপুত্রং রথেন ॥ ১৭ ॥
তমাপতন্তং স বিলোক্য দূরাৎ কুমারহোদ্বিগ্নমনা রথেন।
পরাদ্রবৎ প্রাণপরীপ্সুরুর্ব্ব্যাং যাবদ্গমং রুদ্রভয়াদযথার্কঃ ॥ ১৮॥
যদাশরণমাত্মানমৈক্ষত শ্রান্তবাজিনম্। অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো মেনে আত্মত্রাণং দ্বিজাত্মজঃ ॥১৯ ॥
অথোপস্পৃশ্য সলিলং সন্দধে তৎ সমাহিতঃ। অজানন্নপি সংহারং প্রাণকৃচ্ছ্র উপস্থিতে ॥ ২০ ॥
ততঃ প্রাদুষ্কৃতং তেজঃ প্রচণ্ডং সর্ব্বতোদিশম্। প্রাণাপদমভিপ্রেক্ষ্য বিষ্ণুং জিষ্ণুরুবাচ হ ॥২১॥
শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামভয়ঙ্কর। ত্বমেকো দহ্যমানানামপবর্গোঽসি সংসৃতেঃ ॥২২ ॥
ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥২৩॥
স এব জীবলোকস্য মায়ামোহিতচেতসঃ। বিধৎসে স্বেন বীর্য্যেণ শ্রেয়ো ধর্ম্মাদিলক্ষণম্ ॥২৪॥

অর্জ্জুন নিজ প্রিয়তমাকে এইরূপ বিচিত্র মধুর বচনে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া—কবচ ধারণ ও প্রচণ্ড ধনুর্গ্রহণ করিলেন এবং একাধারে মিত্র ও সারথি—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক চালিত রথে আরোহণ করিয়া গুরুপুত্র অশ্বত্থামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। ১৭

শিশুঘাতী সেই অশ্বত্থামা দূর হইতে অর্জ্জুনকে রথারোহণে আসিতে দেখিয়া রুদ্রভয়ে ভীত সূর্য্যের ন্যায় প্রাণরক্ষার জন্য কম্পিত-হৃদয়ে প্রাণপণ শক্তিতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ১৮

পলায়ন করিতে করিতে যখন অশ্ব ক্লান্ত হইয়া পড়িল, এবং নিজেকে একান্ত অশরণ দেখিলেন, তখন সেই অবিবেচক ব্রাহ্মণতনয় ব্রহ্মাস্ত্রকেই আত্মরক্ষার উপায় মনে করিলেন। অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতিসংহার না জানিলেও প্রাণসঙ্কট উপস্থিত বুঝিয়া অগত্যা আচমন করিয়া সমাহিত-চিত্তে ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন।১৯-২০

ব্রহ্মাস্ত্র প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র দশদিগ্ব্যাপী প্রচণ্ড তেজোমণ্ডল প্রকটিত হইয়া উঠিল। তখন অর্জ্জুন প্রাণের বিপদ আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আবেগভরে বলিলেন। ২১

হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে ভক্তগণের ভয়-ভঞ্জন! একমাত্র তুমিই সংসার-তাপ-দগ্ধ মানবগণের রক্ষাকর্ত্তা। ২২

তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তুমিই আদি পুরুষ এবং এই বিশ্বের আদি কারণ; তুমি প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন,—তুমি নির্বিবকার; নিজ চিচ্ছক্তির দ্বারা তুমি মায়াকে বিদূরিত করিয়া কেবল আনন্দময় স্বরূপে অবস্থিত আছ। ২৩

সেই তুমিই আবার মায়ায় অভিভূত জীবগণের ধর্ম্মাদি বাঞ্ছিত ফল নিজ প্রভাবে প্রদান করিয়া থাক। ২৪

বিবৃতি—বিদ্যুন্মালী নামক কোন রাক্ষস তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের নিকট হইতে একটি সুবর্ণময় বিমান প্রাপ্ত হন। তৎপরে বিদ্যুন্মালী সেই তেজঃপূর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া সূর্য্যের পশ্চাতে পশ্চাতে ভ্রমণ করিতে থাকেন, ফলে, বিমানতেজে রাত্রি বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন সূর্য্যদেব নিজ প্রতাপে বিমানখানি দ্রবীভূত করিয়া ফেলিয়া দেন। ইহা শুনিয়া রুদ্রদেব কুপিত হইলে সূর্য্য ভয়ে পলায়ন করিতে থাকেন। তখন রুদ্রের কোপদৃষ্টিতে সূর্য্য দগ্ধ হইয়া বারাণসীতে পতিত হন। বারাণসীতে লোলার্ক নামে বিখ্যাত তীর্থই এই সূর্য্য-পতনের স্থান। ইহা বামনপুরাণের আখ্যায়িকা। 'যথার্কঃ' এই স্থানে 'যথা কঃ' এইরূপ পাঠ-ভেদ যথায় আছে, সেখানে 'ক' শব্দের অর্থ ব্রহ্মা। রুদ্রভয়ে ব্রহ্মার মৃগরূপ ধারণ ও পলায়নবার্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ। ১৮।

তথায়ঞ্চাবতারস্তে ভুবো ভারজিহীর্ষয়া। স্বানাঞ্চানন্যভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃৎ ॥ ২৫ ॥
কিমিদং স্বিৎ কুতো বেতি দেবদেব ন বেদ্ম্যহম্। সর্ব্বতোমুখমায়াতি তেজঃ পরমদারুণম্ ॥২৬॥
শ্রীভগবানুবাচ।
বেত্থেদং দ্রোণপুত্রস্য ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রদর্শিতম্। নৈবাসৌ বেদ সংহারং প্রাণাবাধ উপস্থিতে॥২৭॥
ন হ্যস্যান্যতমং কিঞ্চিদস্ত্রং প্রত্যবকর্শনম্। জহ্যস্ত্রতেজ উন্নদ্ধমস্ত্রজ্ঞো হ্যস্ত্রতেজসা ॥ ২৮ ॥
শ্রীসূত উবাচ।
শ্রুত্বা ভগবতা প্রোক্তং ফাল্গুনঃ পরবীরহা। স্পৃষ্ট্বাপস্তং পরিক্রম্য ব্রাহ্মং ব্রাহ্মায় সন্দধে॥২৯॥
সংহত্যান্যোন্যমুভয়োস্তেজসী শরসম্বৃতে। আবৃত্য রোদসী খঞ্চ ববৃধাতেঽর্কবহ্নিবৎ ॥৩০॥
দৃষ্ট্বাস্ত্রতেজস্তু তয়োস্ত্রীল্লোঁকান্ প্রদহন্মহৎ। দহ্যমানাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সাম্বর্ত্তকমমংসত ॥৩১ ॥
প্রজোপদ্রবমালক্ষ্য লোকব্যতিকরঞ্চ তম্। মতঞ্চ বাসুদেবস্য সংজহারার্জ্জুনো দ্বয়ম্॥ ৩২ ॥
তত আসাদ্য তরসা দারুণং গৌতমীসুতম্। ববন্ধামর্ষতাম্রাক্ষঃ পশুং রসনয়া যথা ॥ ৩৩ ॥
শিবিরায় নিনীষন্তং রজ্জ্বা বধ্বা রিপুং বলাৎ। প্রাহার্জ্জুনং প্রকুপিতো ভগবানম্বুজেক্ষণঃ ॥৩৪॥
মৈনং পার্থার্হসি ত্রাতুং ব্রহ্মবন্ধুমিমং জহি। যোঽসাবনাগসঃ সুপ্তানবধীন্নিশি বালকান্ ॥৩৫ ॥

ইচ্ছামাত্রেই যাহা তুমি সম্পন্ন করিতে পারিতে—সেই ভূভারহরণের নিমিত্তই যে কেবল তোমার এই কৃষ্ণাবতার গ্রহণ, তাহা নহে, ইহাতে তোমার কৃপাও প্রকাশিত হইয়াছে; কেন না, জ্ঞাতিবর্গ ও একান্ত ভক্তগণ সর্ব্বদা তোমার রূপ ধ্যান করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। ২৫

হে দেবদেব! এক্ষণে বল বল, এ কি? দশদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া অতি দারুণ তেজোরাশি কোথা হইতে আসিতেছে—আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।২৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ইহা অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র, সে নিজে ইহার প্রতিসংহার জানে না, তথাপি তাহার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া সে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছে। ২৭

কিন্তু অন্য কোন অস্ত্রই ইহাকে নিরস্ত করিতে পারিবে না। তুমি অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ, একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া এই ব্রহ্মাস্ত্রের উৎকট তেজঃ প্রতিহত কর। ২৮

সূত কহিলেন, শত্রুদমনকারী অর্জ্জুন শ্রীভগবানের এই কথা শুনিয়া আচমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রের উদ্দেশে নিজ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন। তখন উভয় অস্ত্র পরস্পর মিলিত হইয়া তেজোরাশির শরজালে—স্বর্গ-মর্ত্ত্য, আকাশ-অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বোধ হইল যেন,—প্রলয়কালের সূর্য্য ও অগ্নি পরস্পর সঙ্ঘর্ষ করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। ২৯-৩০

প্রজাকুল সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামার ভীষণ অস্ত্রতেজে ত্রিভুবন দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া তাহাদের মনে হইল, যেন প্রলয়াগ্নি উপস্থিত হইয়াছে। ৩১

তখন অর্জ্জুন প্রজাবর্গের এইরূপ সন্তাপ দেখিয়া ও সৃষ্টিনাশ আশঙ্কা করিয়া বাসুদেবের অভিপ্রায় অনুসারে উভয় অস্ত্রই সংহার করিয়া লইলেন। তিনি তৎপরে রোষরক্তলোচনে বেগে ধাবিত হইয়া সেই নিষ্ঠুর কৃপী-নন্দন অশ্বত্থামাকে বলির পশুর ন্যায় বলপূর্ব্বক রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে নিজ শিবিরাভিমুখে আনিতে উদ্যত হইলে—পদ্মপলাশলোচন শ্রীভগবান্ কোপভরে বলিতে লাগিলেন—পার্থ, এই ব্রাহ্মণাধমকে হত্যা কর। যে নিশীথে নিদ্রিত শিশুগণকে হত্যা করিতে পারে, তাহাকে কোনরূপেই মুক্তি দেওয়া উচিত নহে।৩২-৩৫

মত্তং প্রমত্তমুন্মত্তং সুপ্তং বালং স্ত্রিয়ং জড়ম্। প্রপন্নং বিরথং ভীতং ন রিপুং হন্তি ধর্ম্মবিৎ ॥৩৬॥
স্বপ্রাণান্ যঃ পরপ্রাণৈঃ প্রপুষ্ণাত্যঘৃণঃ খলঃ। তদ্বধস্তস্য হি শ্রেয়ো যদ্দোষাদযাত্যধঃ পুমান্ ॥৩৭॥
প্রতিশ্রুতঞ্চ ভবতা পাঞ্চাল্যৈ শৃণ্বতো মম। আহরিষ্যে শিরস্তস্য যস্তে মানিনি পুত্রহা ॥ ৩৮ ॥
তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায্যাত্মবন্ধুহা। ভর্ত্তুশ্চ বিপ্রিয়ং বীর কৃতবান্ কুলপাংশনঃ ॥৩৯॥
এবং পরীক্ষতা ধর্ম্মং পার্থঃ কৃষ্ণেন চোদিতঃ। নৈচ্ছদ্ধন্তুং গুরুসুতং যদ্যপ্যাত্মহনং মহান্ ॥৪০॥
অথোপেত্য স্বশিবিরং গোবিন্দপ্রিয়সারথিঃ। ন্যবেদয়ত্তং প্রিয়ায়ৈ শোচন্ত্যায়াত্মজান্ হতান্ ॥৪১॥

তথাহৃতং পশুবৎ পাশবদ্ধমবাঙ্মুখং কর্ম্মজুগুপ্সিতেন।
নিরীক্ষ্য কৃষ্ণাপকৃতং গুরোঃ সুতং বামস্বভাবা কৃপয়া ননাম চ ॥ ৪২ ॥

উবাচ চাসহন্ত্যস্য বন্ধনানয়নং সতী। মুচ্যতাং মুচ্যতামেষ ব্রাহ্মণো নিতরাং গুরুঃ ॥৪৩॥
সরহস্যো ধনুর্বেদঃ সবিসর্গোপসংযমঃ। অস্ত্রগ্রামশ্চ ভবতা শিক্ষিতো যদনুগ্রহাৎ ॥ ৪৪ ॥
স এব ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ত্ততে। তস্যাত্মনোঽর্দ্ধং পত্ন্যাস্তে নান্বগাদ্বীরসূঃ কৃপী ॥৪৫॥

মদ্যপানে মত্ত, রোগাদিতে উন্মত্ত, অসাবধান, নিদ্রিত, শরণাগত, ভীত, অথবা ভগ্নরথ শত্রুকে কিংবা বালক, স্ত্রীলোক ও জড় ব্যক্তি শত্রু হইলেও ইহাদিগকে কোন ধার্ম্মিক কখনও বধ করেন না। ৩৬

যে নির্লজ্জ-নিষ্ঠুর ব্যক্তি পরের প্রাণ দ্বারা আপন প্রাণ পুষ্ট করিতে চাহে—তাহাকে বধ করিলে ত তাহারই মঙ্গল করা হইবে; কেন না, পাপীর প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ড না হইলে সেই পাপে সে নরকগামী হয়। ৩৭

তাহার উপর তুমি দ্রৌপদীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, হে অভিমানিনি! তোমার পুত্রহন্তার ছিন্ন মস্তক আনিয়া তোমাকে উপহার দিব। এ কথা আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি। ৩৮

অতএব হে বীর! আততায়ী পুত্রঘাতী এই পাপীকে তুমি হত্যা কর, এই কুলাঙ্গার যে শুধু আমাদের অনিষ্টসাধন করিয়াছে, তাহা নহে—এই শিশুহত্যার দ্বারা আপনার প্রভু দুর্য্যোধনেরও অপ্রিয়াচরণ করিয়াছে। ৩৯

এইরূপে শ্রীভগবান্ ধর্ম্মপরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রেরণা দিলেও মহাত্মা অর্জ্জুন সেই পুত্রহন্তা অশ্বত্থামাকে গুরুপুত্র বিবেচনায় বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ৪০

যাঁহার সখা ও সারথি স্বয়ং গোবিন্দ—সেই অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে আপন শিবিরে আনয়ন করিয়া পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। ৪১

কোমলস্বভাবা পাঞ্চালী সেইভাবে আনীত গুরু-পুত্রকে পশুর মত রজ্জুবদ্ধ,—কৃত কর্ম্মের জন্য লজ্জায় অধোমুখ—দেখিয়া অপকারী হইলেও তাঁহার প্রতি দয়ার উদয় হইল, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ৪২

তাঁহাকে যে বন্ধন করিয়া আনা হইয়াছে, সাধ্বী দ্রৌপদী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন,—ব্রাহ্মণকে মুক্ত করুন, মুক্ত করুন, ইনি যে আমাদের পরম গুরু। ৪৩

নাথ! আপনি যাঁহার অনুগ্রহে রহস্য-মন্ত্র সহিত সমগ্র ধনুর্বেদ এবং প্রয়োগ-সংহারের কৌশলসহ সম্পূর্ণ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, সেই ভগবান্ দ্রোণই পুত্ররূপে বর্ত্তমান। আর তাঁহার সাক্ষাৎ অর্দ্ধাঙ্গ ধর্ম্মপত্নী কৃপী এখনও জীবিতা, তিনি বীর-প্রসবিনী বলিয়া স্বামীর সহমৃতা হ'ন নাই। ৪৪-৪৫

তদ্ধর্ম্মজ্ঞ মহাভাগ ভবদ্ভির্গৌরবং কুলম্। বৃজিনং নার্হতি প্রাপ্তুং পূজ্যং বন্দ্যমভীক্ষ্ণশঃ ॥৪৬॥
মারোদীদস্য জননী গৌতমী পতিদেবতা। যথাহং মৃতবৎসার্ত্তা রোদিম্যশ্রুমুখী মুহুঃ ॥৪৭॥
যৈঃ কোপিতং ব্রহ্মকুলং রাজন্যৈরকৃতাত্মভিঃ। তৎকুলং প্রদহত্যাশু সানুবন্ধং শুচার্পিতম্ ॥৪৮॥
শ্রীসূত উবাচ।
ধর্ম্ম্যং ন্যায্যং সকরুণং নির্ব্ব্যলীকং সমং মহৎ। রাজা ধর্ম্মসুতো রাজ্ঞ্যাঃ প্রত্যনন্দদ্বচো দ্বিজাঃ ॥৪৯॥
নকুলঃ সহদেবশ্চ যুযুধানো ধনঞ্জয়ঃ। ভগবান্ দেবকীপুত্রো যে চান্যে যাশ্চ যোষিতঃ ॥৫০॥
তত্রাহামর্ষিতো ভীমস্তস্য শ্রেয়ান্ বধঃ স্মৃতঃ। ন ভর্ত্তুর্নাত্মনশ্চার্থে যোঽহন্ সুপ্তাঞ্ছিশূন্ বৃথা ॥৫১॥
নিশম্য ভীমগদিতং দ্রৌপদ্যাশ্চ চতুর্ভুজঃ। আলোক্য বদনং সখ্যুরিদমাহ হসন্নিব ॥ ৫২ ॥
শ্রীভগবানুবাচ।
ব্রহ্মবন্ধুর্ন হন্তব্য আততায়ী বধার্হণঃ। ময়ৈবোভয়মাম্নাতং পরিপাহ্যনুশাসনম্ ॥ ৫৩ ॥
কুরু প্রতিশ্রুতং সত্যং যত্তৎ সান্ত্বয়তা প্রিয়াম্। প্রিয়ঞ্চ ভীমসেনস্য পাঞ্চাল্যা মহ্যমেব চ ॥ ৫৪ ॥
শ্রীসূত উবাচ।
অর্জ্জুনঃ সহসাজ্ঞায় হরেহার্দ্দমথাসিনা। মণিং জহার মূর্দ্ধন্যং দ্বিজস্য সহ মূর্দ্ধজম্ ॥ ৫৫ ॥

হে মহাভাগ, আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, আপনাদের কৃত কার্য্যের ফলে সেই গুরুকুল যে দুঃখ ভোগ করিবেন, ইহা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু সেই গুরুবংশের সর্ব্বদা পূজা ও বন্দনা করা উচিত। ৪৬

আমি যেমন পুত্রহারা আতুরা হইয়া অবিরত অশ্রুসিক্তবদনে রোদন করিতেছি, সেইরূপ ইঁহার জননী পতিব্রতা কৃপী যেন রোদন না করেন। ৪৭

আত্মদমনে অসমর্থ যে সকল ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকুলের ক্ষোভ উৎপাদন করে, তাহারা সপরিবারে শোক-গ্রস্ত হইয়া সত্বরই দগ্ধ হইয়া যায়। ৪৮

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, অর্জ্জুন, ভগবান্ দেবকীপুত্র এবং অন্যান্য পুরুষগণ ও মহিলাবৃন্দ যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই রাজ্ঞীর সেই ধর্ম্মসঙ্গত, ন্যায্য, অকপট, পক্ষপাতশূন্য—দয়াপূর্ণ উদার বাক্য অনুমোদন করিলেন। ৪৯-৫০

কিন্তু ভীমসেন ক্রোধভরে বলিলেন,—যে দুরাত্মা বিনা দোষে নিদ্রিত শিশুগণকে বৃথা হত্যা করিয়াছে—প্রভুরও তুষ্টি হয় নাই—আপনারও স্বার্থসিদ্ধি হয় নাই—সে ব্যক্তির প্রাণদণ্ডই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া মনে করি। ৫১

দ্রৌপদী ও ভীমের কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ উভয়কেই নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং অর্জ্জুনের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিতে লাগিলেন।—

ব্রাহ্মণ অধম হইলেও অবধ্য, আবার আততায়ী অবশ্য বধ্য। শাস্ত্রের এই উভয় ব্যবস্থাই আমি নির্দ্দেশ করিয়াছি, অতএব এই দ্বিবিধ অনুশাসনেরই মর্য্যাদা রক্ষা কর। ৫২-৫৩

হে অর্জ্জুন, পত্নীকে সান্ত্বনা দিবার সময়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা সত্যে পরিণত কর এবং ভীমসেন, দ্রৌপদী ও আমার প্রিয়কর-কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।৫৪

সূত বলিলেন,—প্রাণরক্ষা ও বধ উভয়ই কথনও এক ব্যক্তিতে সম্ভবপর নহে—ইহা চিন্তা করিয়া অর্জ্জুন শ্রীহরির অভিপ্রায় বুঝিলেন, এবং ত্বরিতে খড়্গ দ্বারা কেশ-সহজাত অশ্বত্থামার মস্তকমণি ছেদন করিয়া লইলেন। ৫৫

বিমুচ্য রসনাবদ্ধং বালহত্যাহতপ্রভম্। তেজসা মণিনা হীনং শিবিরান্নিরযাপয়ৎ ॥ ৫৬ ॥
বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপণং তথা। এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ ॥৫৭॥
পুত্রশোকাতুরাঃ সর্ব্বে পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণয়া। স্বানাং মৃতানাং যৎকৃত্যং চক্রুর্নির্হরণাদিকম্ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে দ্রৌণিদণ্ডো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

একে শিশুহত্যা-পাপেই অশ্বত্থামা নিষ্প্রভ হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার মণিহীন হওয়াতে অধিকতর নিস্তেজ হইলেন। অর্জ্জুন তাঁহার রজ্জুবন্ধন মোচন করিয়া শিবির হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিলেন। ৫৬

মুণ্ডন, ধনসম্পদ্-হরণ ও স্বস্থান হইতে নির্ব্বাসন —অধম ব্রাহ্মণদিগের ইহাই বধদণ্ড, শারীরিক দণ্ড তাহাদের নাই। ৫৭

অতঃপর পুত্রশোকাতুর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত মৃতপুত্রদিগের দহন-বহনাদি ক্রিয়া সমস্তই সম্পাদন করিলেন। ৫৮

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীসূত উবাচ।

অথ তে সম্পরেতানাং স্বানামুদকমিচ্ছতাম্। দাতুং সকৃষ্ণা গঙ্গায়াং পুরস্কৃত্য যযুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১ ॥
তে নিনীয়োদকং সর্ব্বে বিলপ্য চ ভৃশং পুনঃ। আপ্লুতা হরিপাদাব্জরজঃপূতসরিজ্জলে ॥ ২ ॥
তত্রাসীনং কুরুপতিং ধৃতরাষ্ট্রং সহানুজম্। গান্ধারীং পুত্রশোকার্ত্তাং পৃথাং কৃষ্ণাঞ্চ মাধবঃ ॥৩॥
সান্ত্বয়ামাস মুনিভির্হতবন্ধূন্ শুচার্পিতান্। ভূতেষু কালস্য গতিং দর্শয়ন্ন প্রতিক্রিয়াম্ ॥ ৪ ॥
সাধয়িত্বাজাতশত্রোঃ স্বরাজ্যং কিতবৈর্হৃতম্। ঘাতয়িত্বাঽসতো রাজ্ঞঃ কচস্পর্শক্ষতায়ুষঃ ॥৫॥
যাজয়িত্বাশ্বমেধৈস্তং ত্রিভিরুত্তমকল্পকৈঃ। তদ্যশঃ পাবনং দিক্ষু শতমন্যোরিবাতনোৎ ॥ ৬ ॥
আমন্ত্র্য পাণ্ডুপুত্রাংশ্চ শৈনেয়োদ্ধবসংযুতঃ। দ্বৈপায়নাদিভির্বিপ্রৈঃ পূজিতৈঃ প্রতিপূজিতঃ ॥৭॥
গন্তুং কৃতমতির্ব্রহ্মন্ দ্বারকাং রথমাস্থিতঃ। উপলেভেঽভিধাবন্তীমুত্তরাং ভয়বিহ্বলাম্ ॥ ৮ ॥
পাহি পাহি মহাযোগিন্ দেবদেব জগৎপতে। নান্যং ত্বদভয়ং পশ্যে যত্র মৃত্যুঃ পরস্পরম্ ॥ ৯ ॥

কুন্তীকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও রাজা যুধিষ্ঠিরের শোক।

সূত বলিলেন,—অনন্তর পাণ্ডবগণ জলাভিলাষী প্রেতত্বপ্রাপ্ত (মৃত) পুত্রগণের তর্পণ করিবার জন্য শাস্ত্রবিধানানুসারে নারীগণকে অগ্রে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত জাহ্নবীতীরে গমন করিলেন। ১

জাহ্নবীজলে তাঁহারা সকলেই অবগাহন করিয়া অতিশয় রোদন করিতে করিতে উদকাঞ্জলি দান করিয়া শ্রীহরিপাদপদ্ম-নিঃসৃত সেই পূত সলিলে পুনরায় স্নান করিলেন। ২

স্নানাদি সমাপন হইলে সেখানে রাজা যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও পুত্রশোকাতুরা গান্ধারী, কুন্তী এবং দ্রৌপদী—সকলকেই মৃতস্বজনগণের জন্য শোকাকুল হইতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,—কালের প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারে না—প্রাণিগণ সময় উপস্থিত হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, তাহার কোন প্রতিবিধান নাই—অতএব শোক করিবেন না। এইভাবে কালের অপ্রতিহত গতির বিষয় বুঝাইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন। ৩-৫

দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ প্রভৃতি পাপে দুর্য্যোধনাদি দুষ্ট রাজগণের আয়ুঃ ক্ষীণ হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের বিনাশসাধন করাইয়া—ধূর্ত্ততা দ্বারা অপহৃত যুধিষ্ঠিরের নিজরাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাহাকে উত্তমকল্পের তিনটি অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করাইয়া ইন্দ্রের ন্যায় দশদিকে তাঁহার পবিত্র যশঃ বিস্তার করিয়াছিলেন। ৬

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে সম্ভাষণ করিয়া এবং বেদব্যাসাদি মুনিগণের যথাযোগ্য পূজা করিয়া সাত্যকি ও উদ্ধবের সহিত দ্বারকায় গমন করিতে উদ্যত হইলে মুনিগণও তাঁহার প্রতিপূজা করিলেন। ৭

হে ব্রহ্মন্, তিনি দ্বারকাগমনে নিশ্চয় করিয়া যেমন রথে আরোহণ করিবেন, অমনি দেখিলেন, উত্তরা ভয় বিহ্বলা হইয়া বেগে তাঁহার অভিমুখে আগমন করিতেছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন,—হে দেবদেব, হে মহাযোগিন্—হে জগন্নাথ! আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর। এ সংসারে তুমি ভিন্ন আর কাহাকেও নির্ভয় দেখিতে পাই না; কারণ, মনুষ্যমাত্রই মৃত্যুর অধীন। ৮-৯

অভিদ্রবতি মামীশ শরস্তপ্তায়সো বিভো। কামং দহতু মাং নাথ মা মে গর্ভো নিপাত্যতাম্ ॥১০॥

শ্রীসূত উবাচ।

উপধার্য্য বচস্তস্যা ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ। অপাণ্ডবমিদং কর্ত্তুং দ্রৌণেরস্ত্রমবুধ্যত ॥ ১১ ॥
তর্হ্যেবাথ মুনিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবাঃ পঞ্চ সায়কান্। আত্মনোঽভিমুখান্ দীপ্তানালক্ষ্যাস্ত্রাণ্যুপাদদুঃ ॥১২॥
ব্যসনং বীক্ষ্য তত্তেষামনন্যবিষয়াত্মনাম্। সুদর্শনেন স্বাস্ত্রেণ স্বানাং রক্ষাং ব্যধাদ্বিভুঃ ॥ ১৩ ॥
অন্তঃস্থঃ সর্ব্বভূতানামাত্মা যোগেশ্বরো হরিঃ। স্বমায়য়াবৃণোদ্গর্ভং বৈরাট্যাঃ কুরুতন্তবে ॥ ১৪ ॥
যদ্যপ্যস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্ত্বমোঘং চাপ্রতিক্রিয়ম্। বৈষ্ণবং তেজ আসাদ্য সমশাম্যদ্ ভৃগূদ্বহ ॥ ১৫ ॥
মা মংস্থা হ্যেতদাশ্চর্য্যং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়েঽচ্যুতে। য ইদং মায়য়া দেব্যা সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ ॥ ১৬ ॥
ব্রহ্মতেজোবিনির্ম্মুক্তৈরাত্মজৈঃ সহ কৃষ্ণয়া। প্রয়াণাভিমুখং কৃষ্ণমিদমাহ পৃথা সতী ॥ ১৭ ॥

শ্রীকুন্ত্যুবাচ।

নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্। অলক্ষ্যং সর্ব্বভূতানামন্তর্ব্বহিরবস্থিতম্ ॥ ১৮ ॥

হে প্রভো! হে ভগবন্! জ্বলন্ত লৌহদণ্ডতুল্য একটি ভয়ঙ্কর বাণ আমার অভিমুখে আসিতেছে। তাহাতে আমি দগ্ধ হই, কিছুমাত্র খেদ নাই, কিন্তু যেন আমার গর্ভস্থ সন্তানের কোন অনিষ্ট না হয়। ১০

সূত বলিলেন,—ভক্তবৎসল ভগবান্ উত্তরার ঐ কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন—অশ্বত্থামা পৃথিবীকে পাণ্ডবহীন করিবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছে। ১১

হে মুনিবর! পাণ্ডবগণ সেই প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রকে আপনাদিগের অভিমুখে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ১২

কিন্তু অন্য অস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিবারিত হইবার নহে; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার একান্ত আশ্রিত পাণ্ডুপুত্রগণের আসন্ন মহাবিপদ উপস্থিত দেখিয়া তিনি নিজ সুদর্শন অস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিহত করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন; এবং অন্তর্য্যামী যোগেশ্বর শ্রীহরি বিরাট-দুহিতা উত্তরার গর্ভ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কুরুবংশের অঙ্কুরটিকে রক্ষা করিবার জন্য নিজমায়া দ্বারা গর্ভটি আচ্ছাদিত করিলেন। ১৩-১৪

হে ভৃগুকুলগৌরব শৌনক! যদিও ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হইবার নহে, তথাপি তাহা বৈষ্ণব তেজের সহিত মিলিত হইয়া একেবারে শান্ত হইয়া গেল। ১৫

ইহা আশ্চর্য্য মনে করিবেন না, যিনি জন্মরহিত হইয়াও নিজ মায়া দ্বারা এই বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধন করিয়া থাকেন—তাঁহার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নাই—তিনি যে সর্ব্বাশ্চর্য্যময়। ১৬

তখন শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রকারে পাণ্ডবগণকে ব্রহ্মাস্ত্র-তেজ হইতে রক্ষা করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে কুন্তীদেবী পুত্রবধূ ও পুত্রগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন। ১৭

কুন্তী বলিলেন,—তুমি ত' বয়ঃকনিষ্ঠ নহ, তুমি স্বয়ং ঈশ্বর, জগতের আদিপুরুষ, তোমাকে আমার নমস্কার; তুমি প্রকৃতির অতীত, কিন্তু প্রকৃতি তোমার বশবর্ত্তিনী। তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে পূর্ণরূপে অবস্থিত থাকিলেও, তোমাকে কেহ দেখিতে পায় না। ১৮

মায়াজবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্ । ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা ॥ ১৯ ॥
তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্ । ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেমহি স্ত্রিয়ঃ ॥ ২০ ॥
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ । নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২১ ॥

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥ ২২ ॥
যথা হৃষীকেশ খলেন দেবকী কংসেন রুদ্ধাতিচিরং শুচার্পিতা।
বিমোচিতাহঞ্চ সহাত্মজা বিভো ত্বয়ৈব নাথেন মুহুর্বিপদ্গণাৎ ॥ ২৩ ॥
বিষান্মহাগ্নেঃ পুরুষাদদর্শনাদসৎসভায়া বনবাসকৃচ্ছ্রতঃ।
মৃধে মৃধেঽনেকমহারথাস্ত্রতো দ্রৌণ্যস্ত্রতশ্চাস্ম হরেঽভিরক্ষিতাঃ ॥ ২৪ ॥
বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥ ২৫ ॥

আমি অজ্ঞানা নারী, ভক্তিযোগের কিছুই জানি না, মায়াযবনিকা দ্বারা আবৃত ; তোমার অপরিচ্ছিন্ন রূপকে শুধু নমস্কার করি। তুমি ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানের অতীত। মুগ্ধদৃষ্টি দর্শক যেমন নাট্যের নটকে চিনিতে পারে না, সেইরূপ জীবও দেহাভিমানে অন্ধ হইয়া তোমাকে দেখিতে পায় না। ১৯

তোমার মহিমা এমনই যে,—বিশুদ্ধচিত্ত বিবেকী পরমহংস মুনিগণও তোমার স্বরূপদর্শনে অক্ষম, আমরা সামান্যা নারী হইয়া কেমন করিয়া তোমাকে দেখিতে পাইব -যাহার ফলে ভক্তিযোগের উদয় হইবে ? ২০

ভক্তি নাই, জ্ঞান নাই,—তাই তোমাকে শুধু নমস্কার করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। হে কৃষ্ণ ! হে বাসুদেব, হে দেবকীনন্দন, হে নন্দগোপকুমার ! হে গোবিন্দ ! হে পদ্মনাভ ! হে কমলমালী ! হে পঙ্কজনয়ন ! তোমার কমল-চিহ্নিত চরণযুগলে বার বার নমস্কার করি। ২১-২২

হে হৃষীকেশ, যেমন তুমি তোমার শোকগ্রস্তা দুঃখিনী জননী দেবকীকে ক্রূর কংসের দীর্ঘ কারাবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলে, হে নাথ ! সেইভাবে পুত্রগণের সহিত আমাকেও বহুবিধ বিপদ হইতে তুমিই বার বার রক্ষা করিয়াছ কি ? তাহা নহে, তোমার জননী হইতেও আমাতে তোমার প্রীতি সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। কেন না, —তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া কারাগৃহের যাতনা, এবং বহু সন্তান-বিয়োগের দুঃখ ভোগ করিয়া একবার মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন—আর আমি বার বার বিপদে পড়িয়াছি—তুমি বার বার বিপদ হইতে আমাকে মুক্ত করিয়াছ—আমার পুত্রগণকে রক্ষা করিয়াছ। ২৩

হে হরে ! আমার পুত্রগণ বিষপ্রয়োগ, জতুগৃহদাহ ও হিড়িম্বাদি রাক্ষসের সম্মুখ হইতে যে রক্ষা পাইয়াছে, সে শুধু তোমারই করুণাবলে। পাশাখেলার সেই অসৎ-সভা, বনবাস-ক্লেশ ও প্রতিযুদ্ধে মহারথগণের অস্ত্র হইতে তুমিই তাহাদিগকে রক্ষা করিলে। ২৪

হে জগদীশ ! প্রার্থনা করি, যেন সেই সকল বিপদ আমাদের নিয়তই আসে—যাহার জন্য তোমার দর্শনলাভ করিতে পারি। তোমার দর্শন পাইলে আর এ সংসার দর্শন করিতে হয় না। ২৫

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥ ২৬ ॥
নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে। আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ ॥ ২৭ ॥
মন্যে ত্বাং কালমীশানমনাদিনিধনং বিভুম্। সমং চরন্তং সর্ব্বত্র ভূতানাং যন্মিথঃ কলিঃ ॥ ২৮ ॥

ন বেদ কশ্চিদ্ভগবংশ্চিকীর্ষিতং তবেহমানস্য নৃণাং বিড়ম্বনম্।
ন যস্য কশ্চিদ্দয়িতোঽস্তি কর্হিচিদ্দ্বেষ্যশ্চ যস্মিন্ বিষমা মতির্নৃণাম্ ॥ ২৯ ॥

জন্ম কর্ম্ম চ বিশ্বাত্মন্নজস্যাকর্ত্তুরাত্মনঃ। তির্য্যঙ্নৃষিষু যাদঃসু তদত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৩০ ॥

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্ যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষম্।
বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ॥ ৩১ ॥

কেচিদাহুরজং জাতং পুণ্যশ্লোকস্য কীর্ত্তয়ে। যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে মলয়স্যেব চন্দনম্ ॥৩২॥

আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও সৌভাগ্যসম্পন্ন পুরুষগণ মদমত্ত হইয়া তোমাকে 'শ্রীকৃষ্ণ' 'গোবিন্দ' বলিয়া ডাকিতেই পারে না। যাহার কিছু নাই—সে তোমার দর্শন পায়। নাথ! তুমি যে অকিঞ্চনের সর্ব্বস্ব! তোমাকে নমস্কার। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম তোমাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। তুমি আপনার আনন্দেই পরিপূর্ণ—তুমি শান্তিময়; তুমিই একমাত্র কৈবল্যদানে সমর্থ—তোমাকে নমস্কার করি। ২৬-২৭

আমি তোমাকে দেবকী-পুত্র সামান্য মানব বলিয়া মনে করি না, আমি মনে করি,—তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা, আদি ও অন্তরহিত কালস্বরূপ, তুমি সকলের প্রভু, সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজিত; জীবগণ না বুঝিয়া তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়া পরস্পর কলহ করে, বস্তুতঃ কলহের বীজ—কোন বৈষম্যই তোমাতে নাই। ২৮

তুমি কাহাকেও অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিয়া বৈষম্যের পরিচয় দিয়াছ—এরূপ আশঙ্কাও অমূলক। হে ভগবন্! তুমি যে কি অভিপ্রায়ে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া নরলীলার অনুকরণ করিতেছ—তাহা কেহই জানিতে পারে না। তোমার কেহ প্রিয় নাই, কেহ অপ্রিয়ও নাই, অতএব তোমার অনুগ্রহ বা নিগ্রহ কিরূপে সম্ভবপর? মানুষ নিজবুদ্ধির বৈষম্যবশতঃ তোমার উপর বৈষম্যের আরোপ করে মাত্র। ২৯

হে বিশ্বাত্মন্! তোমার জন্ম, কর্ম্ম কিছুই নাই, তথাপি তুমি পশুযোনিতে বরাহাদিরূপে, মনুষ্য-যোনিতে রামাদিরূপে, ঋষিকুলে নরনারায়ণাদিরূপে এবং জলজন্তুমধ্যে মৎস্যাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কতই কর্ম্ম করিতেছ! ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়! ৩০

দধিভাণ্ড ভগ্ন করিবার অপরাধে মা যশোদা যখন রজ্জু হস্তে লইয়াছিলেন,—তখন তোমার আহা! মুখখানি অবনত, অশ্রুমিশ্রিত-অঞ্জনে লিপ্ত, ব্যাকুল নয়ন, ভয়ে ভাবনায় তোমার তখন কি কাতরতা! সে বিচিত্র দশা স্মরণ করিলে আমি এখনও মোহিত হইয়া যাই—কেন না, স্বয়ং ভয়ও যাহাকে ভয় করেন, সেই তুমি মনুষ্যের কিরূপ আশ্চর্য্যজনক অনুকরণ করিয়াছ! ৩১

তোমার মায়ায় জগৎ মুগ্ধ, তোমার অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া নানা জনে নানা কথা বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন—মলয়-গিরির কীর্ত্তিবিস্তারের জন্য যেমন চন্দন-তরুর উদ্ভব, তেমনই প্রিয়তম যুধিষ্ঠিরের (অথবা যদুর) পবিত্র যশঃ-প্রচার করিবার জন্য তুমি যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ৩২

অপরে বসুদেবস্য দেবক্যাং যাচিতোঽভ্যগাৎ। অজস্ত্বমস্য ক্ষেমায় বধায় চ সুরদ্বিষাম্ ॥ ৩৩ ॥
ভারাবতরণায়ান্যে ভুবো নাব ইবোদধৌ। সীদন্ত্যা ভূরি ভারেণ জাতো হ্যাত্মভুবার্থিতঃ ॥৩৪॥
ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ। শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কেচন ॥ ৩৫ ॥

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥ ৩৬ ॥
অপ্যদ্য নস্ত্বং স্বকৃতেহিত প্রভো জিহাসসি স্বিৎ সুহৃদোঽনুজীবিনঃ।
যেষাং ন চান্যদ্ভবতঃ পদাম্বুজাৎ পরায়ণং রাজসু যোজিতাংহসাম্ ॥ ৩৭ ॥

কে বয়ং নামরূপাভ্যাং যদুভিঃ সহ পাণ্ডবাঃ। ভবতো দর্শনং যর্হি হৃষীকাণামিবেশিতুঃ ॥ ৩৮ ॥
নেয়ং শোভিষ্যতে তত্র যথেদানীং গদাধর। ত্বৎপদৈরঙ্কিতা ভাতি স্বলক্ষণবিলক্ষিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥
ইমে জনপদাঃ স্বৃদ্ধাঃ সুপক্কৌষধিবীরুধঃ। বনাদ্রিনদ্যুদন্বন্তো হ্যেধন্তে তব বীক্ষিতাঃ ॥৪০ ॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—বসুদেব ও দেবকী পূর্ব্বে সুতপাঃ ও পৃশ্নিরূপে তোমাকে পুত্ররূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—সেই জন্য জগতের মঙ্গল-সাধন ও অসুরগণের বিনাশের নিমিত্ত তুমি কৃষ্ণরূপে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ৩৩

অপরে বলেন,—পৃথিবী যখন অতিভারে তরণির মত মগ্নপ্রায় হইয়াছিল, তখন ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে তুমি ভূভার-হরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। ৩৪

আবার অন্য কেহ কেহ বলেন,—এই সংসারে জীব পরমানন্দস্বরূপ না জানিয়া অবিদ্যাবশে বিষয়া-ভিলাষী হইয়া কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে, সেই ক্লেশ দূর করিবার জন্যই ভূমণ্ডলে সতত শ্রবণ ও স্মরণযোগ্য তোমার অপূর্ব্ব চরিতলীলার অবতারণা। যাঁহারা তোমার চরিত কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, নিরন্তর উচ্চারণ ও স্মরণ করেন অথবা অপরের নিকট শ্রবণে আনন্দিত হন, তাঁহারা অবিলম্বে তোমার চরণ-কমল লাভ করিয়া জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ৩৫-৩৬

এই শরণাগত স্বজনগণের প্রার্থিত বিষয় সম্পন্ন করিয়াছ বলিয়া কি এক্ষণে আমাদিগকে তুমি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? না, প্রভু! আমরা যে তোমার অনুজীবী, আত্মীয়, বিশেষতঃ এক্ষণে (কুরুক্ষেত্র-সমরে) সমস্ত রাজার মনোদুঃখ উৎপাদন করা হইয়াছে,—এ সময়ে তোমার শ্রীপাদ-পদ্ম ভিন্ন আমাদের আর ত' গতি নাই। ৩৭

যাদবগণ এবং আমার পুত্রগণ শূরবীর পরাক্রম-শালী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তোমার অদর্শন হইলে তাহারা কে? তাহাদের খ্যাতি-সমৃদ্ধি কিছুই থাকিবে না, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মার অভাবে ইন্দ্রিয়গণের নাম রূপ যেমন অকিঞ্চিৎকর, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে না দেখিলে আমরা অতি হীন—অতি তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত হইব। ৩৮

হে গদাধর! তোমার ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি চরণ-চিহ্নে চিত্রিত এই রাজ্য এক্ষণে যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, তুমি প্রস্থান করিলে আর সে শোভা থাকিবে না। ৩৯

তোমার কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াই এই জনপদ এমন সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে, ওষধি ও লতাসমূহ সুপক্ক ফল প্রসব করিতেছে, বন, গিরি, নদী ও সাগর, সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ৪০

অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্ত্তে স্বকেষু মে। স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু ॥ ৪১ ॥
ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ। রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ॥ ৪২ ॥
শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনীধ্রুগ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।
গোবিন্দ গোদ্বিজসুরার্ত্তিহরাবতার যোগেশ্বরাখিলগুরো ভগবন্নমস্তে ॥ ৪৩ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

পৃথয়েত্থং কলপদৈঃ পরিণূতাখিলোদয়ঃ। মন্দং জহাস বৈকুণ্ঠো মোহয়ন্নিব মায়য়া ॥ ৪৪ ॥
তাং বাঢ়মিত্যুপামন্ত্র্য প্রবিশ্য গজসাহ্বয়ম্। স্ত্রিয়শ্চ স্বপুরং যাস্যন্ প্রেম্না রাজ্ঞা নিবারিতঃ ॥৪৫॥
ব্যাসাদ্যৈরীশ্বরেহাজ্ঞৈঃ কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা। প্রবোধিতোঽপীতিহাসৈর্নাবুধ্যত শুচার্পিতঃ ॥৪৬॥
আহ রাজা ধর্ম্মসুতশ্চিন্তয়ন্ সুহৃদাং বধম্। প্রাকৃতেনাত্মনা বিপ্রাঃ স্নেহমোহবশং গতঃ ॥৪৭॥

তুমি এখান হইতে গমন করিলে পাণ্ডবগণের দশা কি হইবে, আবার তোমার বিরহে যাদবগণ কিরূপ কাতর হইতেছে, এই উভয় দিক্ চিন্তা করিয়া আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছি। তোমাকে যাইতেও বলিতে পারি না—চিরকাল এখানে থাকিতেও বলিতে পারি না, কারণ, যাদবগণও আমার পরম স্নেহভাজন। হে বিশ্বেশ্বর! তুমি বিশ্বাত্মা—বিশ্বমূর্ত্তি; আমায় এই উভয় সঙ্কট হইতে রক্ষা কর, যাদব ও পাণ্ডবগণের প্রতি আমার যে দৃঢ় স্নেহ-বন্ধন আছে, তাহা ছেদন করিয়া দাও। ৪১

তাহা হইলে, হে মধুপতে! গঙ্গা যেমন সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া নিজ প্রবাহকে সমুদ্রে প্রেরণ করেন, সেইরূপ আমার মতিও অন্য কোন বিষয়ে আবদ্ধ না হইয়া তোমাতেই অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ বহন করুক—এই আমার প্রার্থনা। ৪২

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জ্জুনসখা! হে যদুপতে! হে গোবিন্দ! হে যোগেশ্বর! হে জগদ্গুরো! তুমি ধরণীর দ্রোহকারী ক্ষত্রিয়বংশের ধ্বংসসাধন করিবার জন্য এবং গো-দেব-দ্বিজগণের দুঃখহরণের নিমিত্ত অবতার গ্রহণ করিয়া থাক, তোমার প্রভাব অসীম। তোমাকে পুনরায় নমস্কার করি। ৪৩

সূত বলিলেন,—কুন্তী এইভাবে মধুর বচনে নিখিল মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীভগবানের স্তব করিলে পর,—তিনি মৃদু হাস্য করিলেন। তাঁহার হাস্যই মায়া, এই হাস্যদর্শনে সকলেই যেন মোহিত হইল। ৪৪

কুন্তীদেবীর প্রার্থিত বিষয় সফল হউক, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া তিনি তথা হইতে হস্তিনাপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় কুন্তী ও সুভদ্রা প্রভৃতি অপরাপর নারীদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজ রাজধানী দ্বারকায় গমন করিতে উদ্যত হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় প্রীতিভরে তাঁহাকে কিছু দিন এখানে অবস্থানের জন্য অনুরোধ করিয়া তাঁহার যাত্রা স্থগিত করিলেন। ৪৫

রাজা যুধিষ্ঠির স্বজনগণের বিনাশে অতীব শোকাকুল হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইল—মৃত্যুশয্যায় শয়ান পরম জ্ঞানী পরম ভাগবত ভীষ্মদেবের মুখ হইতে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করাইলেই যুধিষ্ঠিরের চিত্ত সান্ত্বনালাভ করিবে। ভগবানের ইচ্ছা সাধকগণেরও অজ্ঞেয় এবং ভগবানের ইচ্ছানুসারেই কার্য্য হইয়া থাকে। সেই জন্য ব্যাসাদি মুনিগণ ইতিহাস উদ্ধার করিয়া নানাপ্রকারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিলেও কোন ফলোদয় হইল না, এমন কি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশেও রাজা যুধিষ্ঠিরের মন প্রবোধ মানিল না। ৪৬-৪৭

অহো মে পশ্যতাজ্ঞানং হৃদি রূঢ়ং দুরাত্মনঃ। পারক্যস্যৈব দেহস্য বহ্ব্যো মেঽক্ষৌহিণীর্হতাঃ ॥৪৮॥
বালদ্বিজসুহৃন্মিত্রপিতৃভ্রাতৃগুরুদ্রুহঃ। ন মে স্যান্নিরয়ান্মোক্ষো হ্যপি বর্ষাযুতাযুতৈঃ ॥৪৯॥
নৈনো রাজ্ঞঃ প্রজাভর্তুর্ধর্মযুদ্ধে বধো দ্বিষাম্। ইতি মে ন তু বোধায় কল্পতে শাসনং বচঃ ॥৫০॥
স্ত্রীণাং মদ্ধতবন্ধূনাং দ্রোহো যোঽসাবিহোত্থিতঃ। কর্মভির্গৃহমেধীয়ৈর্নাহং কল্পো ব্যপোহিতুম্ ॥৫১॥
যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভঃ সুরয়া বা সুরাকৃতম্। ভূতহত্যাং তথৈবৈকাং ন যজ্ঞৈর্মার্ষ্টুমর্হতি ॥৫২॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে কুন্তাস্তবো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

বিপ্রগণ! রাজা যুধিষ্ঠির স্বজনগণের বধবৃত্তান্ত চিন্তা করিতে করিতে অবিবেকবশে স্নেহ ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন,—আমি কি মূঢ়—কি দুরাত্মা! শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য এই শরীরের জন্য অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংহার করিলাম! ৪৮

কি লজ্জার কথা! কত শিশু, কত ব্রাহ্মণ—কত আত্মীয়-বন্ধু, পিতৃব্য, ভ্রাতা,—গুরু-ইঁহাদিগকে হত্যা করিয়াছি,—লক্ষ বৎসর নরকভোগ করিলেও আমার পরিত্রাণ নাই। ৪৯

শাস্ত্রবাক্য আছে বটে,—রণক্ষেত্রে শত্রুবধ করিলে প্রজাপালক রাজার তাহাতে পাপ হয় না, পরন্তু ধর্মই হইয়া থাকে—কিন্তু এই অনুশাসনেও আমার মন প্রবোধ মানিতেছে না। কেন না, প্রজাদিগের মঙ্গলার্থ প্রজাপীড়নকারী রাজার বধ করা যাইতে পারে, কিন্তু দুর্য্যোধন ত' পুত্রের ন্যায় প্রজাপালন করিতেন, আমি শুধু রাজ্যলোভেই এই সকল হত্যা করিয়াছি—আমার কি নিস্তার আছে? ৫০

স্বামী, পুত্র বা অন্য বন্ধুবর্গকে যুদ্ধে নিহত করিয়া নারীগণের যে দ্রোহ করিয়াছি—তাহাতে প্রকারান্তরে নারী-হিংসাই করিয়াছি; আমি [illegible]নে করি, গৃহস্থাশ্রম-বিহিত কোন কার্য্য দ্বারাই সে পাপ হইতে ত্রাণ পাইতে পারিব না। ৫১

পঙ্ক দ্বারা যেমন পঙ্কিল জল ক্ষালন করা যা না, অল্পমাত্র সুরাসম্পর্কে দূষিত কোন বস্তু যেমন প্রচুর পরিমাণ সুরা দ্বারা পবিত্র হইতে পারে না—সেইরূপ (হিংসাবহুল) শত শত যজ্ঞ দ্বারা প্রাণিহত্যাজনিত পাপ শোধিত হইতে পারে না। ৫২

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

———

নবম অধ্যায়

শ্রীসূত উবাচ।

ইতি ভীতঃ প্রজাদ্রোহাৎ সর্ব্বধর্ম্মবিবিৎসয়া। ততো বিনশনং প্রাগাদ্যত্র দেবব্রতোঽপতৎ ॥ ১ ॥
তদা তে ভ্রাতরঃ সর্ব্বে সদশ্বৈঃ স্বর্ণভূষিতৈঃ। অন্বগচ্ছন্ রথৈর্ব্বিপ্রা ব্যাসধৌম্যাদয়স্তথা ॥ ২ ॥
ভগবানপি বিপ্রর্ষে রথেন সধনঞ্জয়ঃ। স তৈর্ব্যরোচত নৃপঃ কুবের ইব গুহ্যকৈঃ ॥ ৩ ॥
দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভূমৌ দিবশ্চ্যুতমিবামরম্। প্রণেমুঃ পাণ্ডবা ভীষ্মং সানুগাঃ সহ চক্রিণা ॥ ৪ ॥
তত্র ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষয়শ্চ সত্তম। রাজর্ষয়শ্চ তত্রাসন্ দ্রষ্টুং ভরতপুঙ্গবম্ ॥ ৫ ॥
পর্ব্বতো নারদো ধৌম্যো ভগবান্ বাদরায়ণঃ। বৃহদশ্বো ভরদ্বাজঃ সশিষ্যো রেণুকাসুতঃ ॥ ৬ ॥
বশিষ্ঠ ইন্দ্রপ্রমদস্ত্রিতো গৃৎসমদোঽসিতঃ। কাক্ষীবান্ গৌতমোঽত্রিশ্চ কৌশিকোঽথ সুদর্শনঃ ॥ ৭ ॥
অন্যে চ মুনয়ো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মরাতাদয়োঽমলাঃ। শিষ্যৈরুপেতা আজগ্মুঃ কশ্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ ॥ ৮ ॥
তান্ সমেতান্মহাভাগানুপলভ্য বসত্তমঃ। পূজয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞো দেশকালবিভাগবিৎ ॥ ৯ ॥
কৃষ্ণঞ্চ তৎপ্রভাবজ্ঞ আসীনং জগদীশ্বরম্। হৃদিস্থং পূজয়ামাস মায়য়োপাত্তবিগ্রহম্ ॥ ১০ ॥

ভীষ্মের মুক্তিলাভ।

সূত বলিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠির এইভাবে নরহত্যানিবন্ধন অধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্ববিধ ধর্ম্মতত্ত্ব ভীষ্মদেবের নিকট অবগত হইবার জন্য, কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন, তখন এই কুরুক্ষেত্রেই ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত ছিলেন। ১

তখন তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং ব্যাস-ধৌম্যাদি ব্রাহ্মণগণ উত্তম অশ্বসংযুক্ত স্বর্ণভূষিত রথে আরোহণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ২

বিপ্রবর! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সখা অর্জ্জুনের সহিত এক রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ইঁহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া যক্ষগণে পরিবৃত কুবেরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩

শ্রীকৃষ্ণ ও অনুচরবর্গের সহিত পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—ভীষ্মদেব স্বর্গভ্রষ্ট অমরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত, তখন তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ৪

সেখানে সেই ভরত-বংশতিলক ভীষ্মকে দর্শন করিবার জন্য ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণও সমাগত হইয়াছিলেন। ৫

অনন্তর পর্ব্বত, নারদ, ধৌম্য, ভগবান্ বেদব্যাস, বৃহদশ্ব, ভরদ্বাজ, সশিষ্য পরশুরাম, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিত, গৃৎসমদ, অসিত, কাক্ষীবান্, গৌতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, সুদর্শন ও শুক প্রভৃতি অন্যান্য শুদ্ধচিত্ত মুনিগণ এবং কশ্যপ, বৃহস্পতি প্রভৃতি সকলেই শিষ্যবর্গের সহিত আগমন করিতে লাগিলেন। ৬-৭-৮

ধর্ম্মপ্রাণ ভীষ্মদেব দেশকাল-বিভাগানুসারে কর্ত্তব্যবিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন, সেই সকল মহাত্মা মুনিগণকে সমবেত দেখিয়া যথাবিধানে সকলেরই পূজার ব্যবস্থা করিলেন। ৯

তিনি কৃষ্ণের মহিমা উত্তমরূপেই জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহার হৃদয়মধ্যে যিনি সতত বিরাজিত, অহো! সেই জগদীশ্বর নিজ মায়াবশে শরীর ধারণ করিয়া অদ্য সম্মুখে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন! ভীষ্মদেব তাঁহারও অর্চ্চনা করিলেন। ১০

পাণ্ডুপুত্রানুপাসীনান্ প্রশ্রয়প্রেমসঙ্গতান্। অভ্যাচষ্টানুরাগাশ্রৈরন্ধীভূতেন চক্ষুষা ॥ ১১ ॥
অহো কষ্টমহোঽন্যায্যং যদ্যূয়ং ধর্ম্মনন্দনাঃ। জীবিতুং নার্হথ ক্লিষ্টং বিপ্রধর্ম্মাচ্যুতাশ্রয়াঃ ॥১২॥
সংস্থিতেঽতিরথে পাণ্ডৌ পৃথা বালপ্রজা বধূঃ। যুষ্মৎকৃতে বহূন্ ক্লেশান্ প্রাপ্তা তোকবতী মুহুঃ ॥১৩॥
সর্ব্বং কালকৃতং মন্যে ভবতাঞ্চ যদপ্রিয়ম্। স পালো যদ্বশে লোকো বায়োরিব ঘনাবলিঃ ॥১৪॥
যত্র ধর্ম্মসুতো রাজা গদাপাণির্বৃকোদরঃ। কৃষ্ণোঽস্ত্রী গাণ্ডিবং চাপং সুহৃৎ কৃষ্ণস্ততো বিপৎ ॥১৫॥
ন হ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্। যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি ॥১৬॥
তস্মাদিদং দৈবতন্ত্রং ব্যবস্য ভরতর্ষভ । তস্যানুবিহিতো নাথানাথাঃ পাহি প্রজাঃ প্রভো ॥১৭॥
এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্। মোহয়ন্ মায়য়া লোকং গূঢ়শ্চরতি বৃষ্ণিষু ॥১৮॥
অস্যানুভাবং ভগবান্ বেদ গুহ্যতমং শিবঃ। দেবর্ষির্নারদঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ কপিলো নৃপ ॥ ১৯ ॥

প্রীতি ও নম্রতার সহিত পাণ্ডুপুত্রগণ সমীপে বসিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত হইবামাত্র ভীষ্মদেব অবিরল স্নেহাশ্রুধারায় নয়নযুগল সিক্ত করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিল; তৎপরে তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—হে ধর্ম্মপরায়ণ বৎসগণ! ইহা বড়ই অন্যায় ও নিন্দার বিষয় যে, তোমরা জীবনধারণে অনিচ্ছা করিতেছ। তোমরা যে ব্রাহ্মণ, ধর্ম্ম ও নারায়ণের আশ্রিত! তোমাদের কেন ক্লেশভোগ হইবে? ১১-১২

মহারথ পাণ্ডু যখন দেহত্যাগ করেন, তখন তোমরা ছিলে অতি শিশু, এই কারণে আমার ভ্রাতৃবধূ কুন্তী তোমাদের জন্য অবিরত বহু ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। ১৩

তোমাদের এই যে ক্লেশভোগ,—ইহাতে তোমাদের ত' কোন দোষ নাই; সমস্তই কালের চক্র। মেঘমালা যেমন বায়ুবশে পরিচালিত হইয়া থাকে, সেইরূপ (ইন্দ্রাদি) লোকপালগণের সহিত অখিল লোকই কালের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। ১৪

কালের কি অঘটন-ঘটনশক্তি! যেখানে স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজা, ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন, আর গাণ্ডীব ধনুঃ, গদাধারী ভীম এবং সুহৃৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সেখানেও বিপদ? সুকৃতি, দৈহিক বল, শস্ত্রনৈপুণ্য, উত্তম শস্ত্র এবং দেবতা, এ সমস্ত সত্ত্বেও তোমাদিগকে পদে পদে বিপদে পতিত হইতে হ[illegible]। ১৫

রাজন! এই শ্রীকৃষ্ণ যে কি উদ্দেশ্যে কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন,—তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। এমন কি, পণ্ডিতগণও তাহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মূঢ় হইয়া যান। ১৬

অতএব হে ভরতকুলতিলক! এ সমস্তই দৈবাধীন—ঈশ্বরায়ত্ত, ইহা নিশ্চয় করিয়া সেই দৈবের অনুবর্ত্তী হও। হে রাজ্যেশ্বর! এইভাবে অনাথ প্রজাবর্গকে পালন কর। ১৭

এই যে সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছ,—ইহাকেই দৈব বলিয়া জানিও; কেন না, ইনিই সেই আদি পুরুষ সাক্ষাৎ নারায়ণ। আপনার মায়াবলে সমস্ত লোক মুগ্ধ করিয়া গুপ্তভাবে যাদবগণের মধ্যে বিচরণ করেন—নিজেকে যদুনন্দন বলিয়াই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। ১৮

যাঁহাকে মাতুলপুত্র বলিয়া প্রীতিভাজন, প্রিয়কারী ও উপকারক বন্ধু বলিয়া মনে করিতেছ, যাঁহাকে তোমরা প্রণয়বশতঃ কখনও মন্ত্রী, কখনও দূত, এবং কখনও সারথি করিয়াছ—তিনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। ১৯

যং মন্যসে মাতুলেয়ং প্রিয়ং মিত্রং সুহৃত্তমম্। অকরোঃ সচিবং দূতং সৌহৃদাদথ সারথিম্॥ ২০ ॥
সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশো হ্যদ্বয়স্যানহঙ্কৃতেঃ। তৎকৃতং মতিবৈষম্যং নিরবদ্যস্য ন ক্বচিৎ ॥ ২১ ॥
তথাপ্যেকান্তভক্তেষু পশ্য ভূপানুকম্পিতম্। যন্মেঽসূংস্ত্যজতঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণো দর্শনমাগতঃ॥২২॥
ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নাম কীর্ত্তয়ন্। ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্ম্মভিঃ॥ ২৩॥
স দেবদেবো ভগবান্ প্রতীক্ষতাং কলেবরং যাবদিদং হিনোম্যহম্।
প্রসন্নহাসারুণলোচনোল্লসন্মুখাম্বুজো ধ্যানপথশ্চতুর্ভুজঃ॥ ॥ ২৪ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

যুধিষ্ঠিরস্তদাকর্ণ্য শয়ানং শরপঞ্জরে। অপৃচ্ছদ্বিবিধান্ ধর্ম্মান্ ঋষীণামনুশৃণ্বতাম্॥ ২৫ ॥
পুরুষস্বভাববিহিতান্ যথাবর্ণং যথাশ্রমম্। বৈরাগ্যরাগোপাধিভ্যামাম্নাতোভয়লক্ষণান্ ॥২৬॥
দানধর্ম্মান্ রাজধর্ম্মান্ মোক্ষধর্ম্মান্ বিভাগশঃ। স্ত্রীধর্ম্মান্ ভগবদ্ধর্ম্মান্ সমাসব্যাসযোগতঃ ॥ ২৭ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ সহোপায়ান্ যথা মুনে। নানাখ্যানেতিহাসেষু বর্ণয়ামাস তত্ত্ববিৎ ॥ ২৮ ॥

ইঁহার মহিমা ভগবান্ মহেশ্বর, দেবর্ষি নারদ এবং সাক্ষাৎ ভগবান্ কপিলদেব—ইঁহারাই অবগত আছেন, অপরে ইঁহার গূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই। ২০

তোমাদিগের সারথ্য করিয়াছিলেন বলিয়া তুমি তাঁহাকে অন্যরূপ ভাবিও না। এ কর্ম্ম আমার যোগ্য—এটি আমার অযোগ্য, এরূপ ভেদবুদ্ধিই যে তাঁহার নাই। তিনি যে রাগ—দ্বেষ—অহঙ্কারের অতীত। যিনি অদ্বিতীয়—যিনি সর্ব্বময়—সমদর্শী—তাঁহার আবার ভাল মন্দ বিচার কি? ২১

রাজন্! ভগবান্ সমদর্শী হইলেও একান্ত ভক্তের প্রতি তাঁহার কত অনুগ্রহ দেখ! আমার মৃত্যুকাল আসন্ন জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক দর্শন দিয়াছেন। ২২

যোগিগণ ভক্তিভরে যাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ অথবা মুখে যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত বাসনা ও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন, সেই দেবদেব ভগবান্—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি এই কলেবর পরিত্যাগ করি—ততক্ষণ আমার সম্মুখে অবস্থান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। অপরে যাঁহাকে কেবল ধ্যান করিয়া থাকেন, আমি স্বচক্ষে যেন তাঁহার সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ও সুপ্রসন্ন অরুণ-লোচন-শোভিত হাস্যময় বদনারবিন্দ দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করি। ২৩-২৪

সূত বলিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শয়ান পিতামহ ভীষ্মের পূর্ব্বোক্ত মধুর বাক্য শ্রবণান্তে শুশ্রূষু মুনিগণের সাক্ষাতে তাঁহাকে নানাবিধ ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন করিলেন। ২৫

মুনিবর! তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নানুসারে-প্রথমতঃ মনুষ্যজাতির সাধারণ ধর্ম্ম, তৎপরে বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম বর্ণনা করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত অধিকারীর পক্ষে নিবৃত্তিলক্ষণ ও সকাম অধিকারীর পক্ষে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন। ২৬

তৎপরে—দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম এবং হরিতোষকর দ্বাদশীব্রত প্রভৃতি ভাগবতধর্ম্ম—সংক্ষেপে ও বিস্তৃতভাবে পৃথক্ পৃথক্ কীর্ত্তন করিয়া—ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মলাভের উপায়সমূহ—নানা উপাখ্যান ও ইতিহাসের সহিত অধিকারিভেদে যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ের সমস্ত উপদেশই সেইভাবে বর্ণনা করিলেন। ২৭-২৮

ধর্ম্মং প্রবদতস্তস্য স কালঃ প্রত্যুপস্থিতঃ। যো যোগিনশ্ছন্দমৃত্যোর্বাঞ্ছিতস্তূত্তরায়ণঃ ॥ ২৯ ॥

তদোপসংহৃত্য গিরঃ সহস্রণীর্বিমুক্তসঙ্গং মন আদিপূরুষে।
কৃষ্ণে লসৎপীতপটে চতুর্ভুজে পুরঃস্থিতেঽমীলিতদৃগ্ব্যধারয়ৎ ॥ ৩০ ॥
বিশুদ্ধয়া ধারণয়া হতাশুভস্তদীক্ষয়ৈবাশু গতায়ুধশ্রমঃ।
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিভ্রমস্তুষ্টাব জন্যং বিসৃজন্ জনার্দ্দনম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভীষ্ম উবাচ।

ইতি মতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি।
স্বসুখমুপগতে ক্বচিদ্বিহর্ত্তুং প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ ॥ ৩২ ॥
ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে।
বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং বিজয়সখে রতিরস্তু মেঽনবদ্যা ॥ ৩৩ ॥
যুধি তুরগরজোবিধূম্রবিষ্বক্‌কচলুলিতশ্রমবার্য্যলঙ্কৃতাস্যে।
মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমানত্বচি বিলসৎকবচেঽস্তু কৃষ্ণ আত্মা ॥ ৩৪ ॥

পরমযোগী—ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মদেব উত্তরায়ণে প্রাণত্যাগ করিতে অভিলাষী ছিলেন, এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ করিতে করিতে তাঁহার বাঞ্ছিত সময় উত্তরায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইল। ২৯

তখন বহুবিধ অর্থসমন্বিত সেই উপদেশবাক্য সমাপ্ত করিয়া রসনা সংযত করিলেন এবং বহির্বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া পীতাম্বরধারী চতুর্ভুজ আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিলেন, এবং অনিমিষ নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। ৩০

এই প্রকার বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয়ে তাঁহার সমস্ত অশুভ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকটাক্ষপাতে অচিরেই তাঁহার অস্ত্রবেদনাজনিত ক্লান্তি বিদূরিত হইয়াছিল, এইবার তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিও বিক্ষেপশূন্য হইয়া একাগ্র হইল। তখন ভীষ্মদেব দেহ পরিত্যাগ করিবার জন্য শ্রীভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন। ৩১

ভীষ্ম বলিলেন,—এই অন্তিমকালে আমার যাহা কিছু নিষ্কাম মতি—সমস্তই শ্রীভগবানে অর্পণ করিলাম। এই যদুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ভগবান্। ইনি স্বরূপানন্দে সতত মগ্ন হইয়া আছেন। ইঁহা অপেক্ষা বিরাট আর কেহ নাই। লীলাচ্ছলে ইনি কখন কখন প্রকৃতি আশ্রয় করেন, এবং প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টিধারা চলিয়া থাকে, কিন্তু তিনি কখনও প্রকৃতির অধীন হন না। ৩২

ইঁহার তমালের ন্যায় নীলবর্ণ কলেবর ত্রিভুবনমধ্যে পরম রমণীয়, তাহাতে নবোদিত রবিকর তুল্য পীতবসন কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে। অলকাবৃত মুখ-কমলেরই বা কি মনোরম শোভা! আর কোন কামনা আমার নাই—শুধু অর্জ্জুন-সখা এই শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হউক। ৩৩

রণস্থলে যখন তুরগ-খুরোত্থিত ধূলিজালে শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল কেশদাম ধূসরিত, শ্রমজনিত ঘর্ম্মজলে কমলানন সিক্ত, এবং যখন আমার শাণিত শরসমূহ ইঁহার গাত্র বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া দেহলগ্ন কবচের সহিত মিলিত হইল, তখন এই অর্জ্জুন-সখা ভক্তবৎসল ভগবানের কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই না হইয়াছিল! ইঁহাতেও আমার চিত্ত রত থাকুক। ৩৪

সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে নিজপরয়োর্বলয়ো রথং নিবেশ্য।
স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষ্ণা হৃতবতি পার্থসখে রতির্মমাস্তু ॥ ৩৫ ॥
ব্যবহিতপৃতনামুখং নিরীক্ষ্য স্বজনবধাদ্বিমুখস্য দোষবুদ্ধ্যা।
কুমতিমহরদাত্মবিদ্যয়া যশ্চরণরতিঃ পরমস্য তস্য মেঽস্তু ॥ ৩৬ ॥
স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গু হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
শিতবিশিখহতো বিশীর্ণদংশঃ ক্ষতজপরিপ্লুত আততায়িনো মে।
প্রসভমাভসসার মদ্বধার্থং স ভবতু মে ভগবান্ গতির্মুকুন্দঃ ॥ ৩৮ ॥
বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে ধৃতহয়রশ্মিনি তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে।
ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষোর্যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপম্ ॥ ৩৯ ॥

কি ভক্তবাৎসল্য! যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুন যখন ইঁহাকে বলিলেন,—উভয়-পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে আমার রথস্থাপন কর, আমি একবার সৈন্যদিগকে অবলোকন করি—তখন ইনি সখার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে রথস্থাপন পূর্ব্বক শত্রুপক্ষীয় বীরদিগকে স্বয়ং কালদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া তাহাদের সকলেরই আয়ুঃ হরণ করিয়াছিলেন—পার্থসখা এই শ্রীকৃষ্ণে আমার মন সংলগ্ন হউক। ৩৫

অর্জ্জুন দূরে বিপক্ষসেনার অগ্রভাগে আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া—স্বজন বধ অতীব অনুচিত মনে করিয়া যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলে—ইনিই আবার আত্মবিদ্যার দ্বারা অর্জ্জুনের 'আমিই হন্তা' এইরূপ অভিমানপূর্ণ কুবুদ্ধি হরণ করিয়াছিলেন—ইঁহারই চরণে আমার পরম রতি হউক। ৩৬

আমার প্রতিও ইঁহার অসীম দয়া! কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইনি পাণ্ডবগণের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে,—আমি তোমাদের শুধু সাহায্য করিব, স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিব না। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা ছিল—ইঁহাকে অস্ত্রধারণ করাইব। ভক্তবৎসল ভগবান্ থাকিতে পারিলেন না—আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাইবার জন্য সলম্ফে রথ হইতে অবতরণ করিয়া, কেশরী যেমন হস্তিবধের জন্য ধাবিত হয়, তিনিও সেইরূপ আমার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার হস্তে ঘূর্ণিত সুদর্শন-চক্র,—উত্তরীয় বসন অঙ্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত, এবং তাঁহার পদভরে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। আমিও তখন আততায়ী, শত শত শাণিত শরে তাঁহার সেই নীল কলেবর ক্ষত-বিক্ষত করিলাম, কবচ ভেদ করিয়া রুধিরধারায় সেই কমনীয় অঙ্গ আপ্লুত হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন ইঁহাকে বার বার নিবারণ করিতে লাগিলেন,—ভগবান্ মুকুন্দ নিবৃত্ত না হইয়া আমার বধের নিমিত্ত মদভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিলেন। লোকে মনে করিল, বুঝি অর্জ্জুনের পক্ষপাতেই তিনি এইরূপ করিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, আমার প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্যই আমার প্রতি অসীম দয়া প্রকাশ করিয়াছেন,—সেই ভক্তের ভগবান্ আজও আমার গতি হউন! ৩৭-৩৮

ভক্ত অর্জ্জুনের রথ-রক্ষার জন্য কি না করিয়াছেন! এক হস্তে অশ্বরজ্জু ও অন্য হস্তে বেত্র ধারণ করিয়া সারথ্য পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার কি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়াছিল! এই শোভা দর্শন করিতে করিতে যাহারা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এক্ষণে তাহারা পরমপদ-প্রাপ্ত। আমার এই মুমূর্ষু সময়ে সেই অপরূপ রূপেই চিত্ত নিমগ্ন হউক। ৩৯

ললিতগতিবিলাসবল্গুহাসপ্রণয়নিরীক্ষণকল্পিতোরুমানাঃ ।
কৃতমনুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ প্রকৃতিমগমন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ ॥ ৪০ ॥
মুনিগণনৃপবর্য্যসঙ্কুলেঽন্তঃসদসি যুধিষ্ঠিররাজসূয় এষাম্ ।
অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো মম দৃশি গোচর এষ আবিরাত্মা ॥ ৪১ ॥
তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্ ।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীসূত উবাচ ।

কৃষ্ণ এবং ভগবতি মনোবাগ্দৃষ্টিবৃত্তিভিঃ । আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য সোঽন্তঃশ্বাস উপারমৎ ॥ ৪৩ ॥
সম্পদ্যমানমাজ্ঞায় ভীষ্মং ব্রহ্মণি নিষ্কলে । সর্ব্বে বভূবুস্তে তূষ্ণীং বয়াংসীব দিনাত্যয়ে ॥ ৪৪ ॥
তত্র দুন্দুভয়ো নেদুর্দেবমানববাদিতাঃ । শশংসুঃ সাধবো রাজ্ঞাং খাৎ পেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ ৪৫ ॥
তস্য নির্হরণাদীনি সম্পরেতস্য ভার্গব । যুধিষ্ঠিরঃ কারয়িত্বা মুহূর্ত্তং দুঃখিতোঽভবৎ ॥ ৪৬ ॥
তুষ্টুবুর্ম্মুনয়ো হৃষ্টাঃ কৃষ্ণং তদ্গুহ্যনামভিঃ । ততস্তে কৃষ্ণহৃদয়াঃ স্বাশ্রমান্ প্রযযুঃ পুনঃ ॥ ৪৭ ॥

যুদ্ধ করাই যাহাদের ধর্ম্ম, সেই ক্ষত্রিয়গণ এই ধর্ম্ম-সাধনকালে যদি তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে মরণ-বরণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উত্তম গতি লাভ করা কিছুই বিচিত্র নহে—কিন্তু ইঁহার এমনই মহিমা যে, গোপবধূগণও তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, গোপবধূগণের অন্য কোন সাধনা ছিল না, বরং নন্দনন্দন নিজ সুললিত গতি, বিলাসরমণীয় হাস্য ও প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা গোপাঙ্গনাদিগের মান বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহারাও মদগর্ব্বে অন্ধ হইয়া—তাঁহাকে ভগবদ্ভাবে পূজা করা দূরে থাকুক, তাঁহার কৃত গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি কর্ম্মের অনুকরণই করিতে যাইত। ইহাতেও শ্রীকৃষ্ণের দয়ার লাঘব হয় নাই। ৪০

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ-সভা যখন রাজন্য-বর্গ ও মুনিগণে পূর্ণ, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মনোহর রূপ ও মহিমায় মুগ্ধ হইয়া ইঁহার পূজা করিয়াছিলেন। আমার সৌভাগ্য—জগতের আত্মা সেই ভগবান্ আজ আমার নয়ন-সম্মুখে। ৪১

ইঁহার জন্ম নাই, প্রাণীদিগকে সৃষ্টি করিয়া ইনি প্রত্যেকেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন, একই সূর্য্য যেমন উপাধিভেদে অনেক রূপে প্রকাশ পান, ইনিও সেইরূপ শরীর-ভেদে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। আজ আমি ইঁহাকে এক অভিন্ন পরমাত্মা-রূপে বোধ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ৪২

সূত বলিলেন,—ভীষ্ম এইরূপে মনোবৃত্তি, বাক্য ও দৃষ্টি দ্বারা পরমাত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-সংযোগ করিয়া উপরত হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত না হইয়া অন্তরেই লীন হইল। ৪৩

ভীষ্মদেব সেই নিরঞ্জন পরম ব্রহ্মে মিলিত হইলেন দেখিয়া অভ্যাগত সকল ব্যক্তিই দিবাবসানে বিহঙ্গম-গণের ন্যায় নীরব হইয়া রহিলেন। ৪৪

তখন দেববৃন্দ ও মানবগণ দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন। উদারহৃদয় রাজগণ মুক্তকণ্ঠে ভীষ্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন—আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ৪৫

যুধিষ্ঠির পরলোক-গত ভীষ্মদেবের দাহাদি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া—ক্ষণকাল শোক প্রকাশ করিলেন; মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ মহিমা দর্শনে হৃষ্ট হইয়া তাঁহার গুহ্য নামসমূহ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে করিতে নিজ নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন। ৪৬-৪৭

ততো যুধিষ্ঠিরো গত্বা সহকৃষ্ণো গজাহ্বয়ম্ । পিতরং সান্ত্বয়ামাস গান্ধারাঞ্চ তপস্বিনীম্ ॥ ৪৮ ॥
পিত্রা চানুমতো রাজা বাসুদেবানুমোদিতঃ ।, চকার রাজ্যং ধর্ম্মেণ পিতৃপৈতামহং বিভুঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে
যুধিষ্ঠিররাজ্যোপলম্ভো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

তৎপরে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ সহ হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র এবং সন্তপ্তা গান্ধারীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। ৪৮

ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন মান্য করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরও ধর্ম্মানুসারে পিতৃ-পিতামহের রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৯

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়

শ্রীশৌনক উবাচ।

হত্বা স্বরিকৃথস্পৃধ আততায়িনো যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
সহানুজঃ প্রত্যবরুদ্ধভোজনঃ কথং প্রবৃত্তঃ কিমকারষীত্ততঃ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ।

বংশং কুরোর্বংশ-দবাগ্নিনির্হৃতং সংরোহয়িত্বা ভবভাবনো হরিঃ।
নিবেশয়িত্বা নিজরাজ্য ঈশ্বরো যুধিষ্ঠিরং প্রীতমনা বভূব হ ॥ ২ ॥

নিশম্য ভীষ্মোক্তমথাচ্যুতোক্তং প্রবৃত্তবিজ্ঞানবিধূতবিভ্রমঃ।
শশাস গামিন্দ্র ইবাজিতাশ্রয়ঃ পরিধ্যুপান্তামনুজানুবর্ত্তিতঃ ॥ ৩ ॥

কামং ববর্ষ পর্জ্জন্যঃ সর্ব্বকামদুঘা মহী। সিষিচুঃ স্ম ব্রজান্ গাবঃ পয়সোধস্বতীর্মুদা ॥ ৪ ॥
নদ্যঃ সমুদ্রাঃ গিরয়ঃ সবনস্পতিবীরুধঃ। ফলন্ত্যোষধয়ঃ সর্ব্বাঃ কামমন্বৃতু তস্য বৈ ॥ ৫ ॥
নাধয়ো ব্যাধয়ঃ ক্লেশা দৈবভূতাত্মহেতবঃ। অজাতশত্রাবভবন্ জন্তূনাং রাজ্ঞি কর্হিচিৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকা-যাত্রা।

শৌনক প্রশ্ন করিলেন,—সূত, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির সেই আততায়ী বিত্তাপহারী জ্ঞাতিগণকে বিনাশ করিবার পর স্বজনবিয়োগদুঃখে বিশেষ কাতর হওয়াতে ভোগসুখ হইতে বিরত হইয়াছিলেন। কিরূপে তিনি পুনরায় ভ্রাতৃগণের সহিত রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রবৃত্ত হইয়াই বা কি করিয়াছিলেন? ১

সূত কহিলেন,—দাবানল যেমন বংশবন দগ্ধ করে, তেমনই রোষানল যখন কুরুবংশকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল, তখন ভূতভাবন ভগবান্ শ্রীহরি পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা করিয়া কুরুবংশকে পুনরায় অঙ্কুরিত করিয়াছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার নিজরাজ্যে স্থাপন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। এই ভগবৎপ্রীতি উদ্দেশ্য করিয়াই যুধিষ্ঠির রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ২

ইহা ব্যতীত ভীষ্মের উপদেশ এবং ভগবানের বাণী শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে যে পরম বিজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল, তাহাতে তাহার "আমি কর্ত্তা" এই-রূপ ভ্রম বিদূরিত হইল। এই বিশ্বসংসার ঈশ্বরাধীন, কেহই স্বাধীন নহে, ইহা বুঝিয়া সমস্ত অভিমান ত্যাগ করিয়া এবং নিজ কর্ত্তৃত্ব ভগবানের উপরে অর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে অনুজগণের সহিত ইন্দ্রের ন্যায় সসাগরা ধরিত্রী শাসন করিতে লাগিলেন। ৩

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলে—মেঘ প্রচুর বর্ষণ করিতে লাগিল—বসুমতী সর্ব্ববিধ কাম্যবস্তু-প্রসবিনী হইলেন এবং গাভীগণ সহর্ষে দুগ্ধ-ধারায় গোষ্ঠভূমি সিক্ত করিতে লাগিল। ৪

নদী, সমুদ্র, তরুলতা-শোভিত শৈলশ্রেণী এবং সমস্ত ওষধি প্রতি ঋতুতেই রাজা যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছামত ফল প্রদান করিতে লাগিল। ৫

প্রজাদিগের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি-দৈবিক পীড়া, কি দৈহিক কি মানসিক—এবং অন্য-বিধ ক্লেশ সমস্তই বিদূরিত হইল। ৬

উষিত্বা হাস্তিনপুরে মাসান্ কতিপয়ান্ হরিঃ। সুহৃদাঞ্চ বিশোকায় স্বসুশ্চ প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৭ ॥
আমন্ত্র্য চাভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিষ্বজ্যাভিবাদ্য তম্। আরুরোহ রথং কৈশ্চিৎ পরিষ্বক্তোঽভিবাদিতঃ ॥৮॥
সুভদ্রা দ্রৌপদী কুন্তী বিরাটতনয়া তথা। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রশ্চ যুযুৎসুর্গৌতমো যমৌ ॥ ৯ ॥
বৃকোদরশ্চ ধৌম্যশ্চ স্ত্রিয়ো মৎস্যসুতাদয়ঃ। ন সেহিরে বিমুহ্যন্তো বিরহং শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ১০ ॥
সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ। কীর্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্ ॥ ১১ ॥
তস্মিন্ন্যস্তধিয়ঃ পার্থাঃ সহেরন্ বিরহং কথম্। দর্শনস্পর্শনালাপশয়নাসনভোজনৈঃ ॥ ১২ ॥
সর্ব্বে তেঽনিমিষৈরক্ষৈস্তমনুদ্রুতচেতসঃ। বীক্ষন্তঃ স্নেহসংবদ্ধা বিচেলুস্তত্র তত্র হ ॥ ১৩ ॥
ন্যরুন্ধন্নুদ্গলদ্বাষ্পমৌৎকণ্ঠ্যাদ্দেবকীসুতে। নির্যাত্যগারান্নোঽভদ্রমিতি স্যাদ্বান্ধবস্ত্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥
মৃদঙ্গশঙ্খভের্য্যশ্চ বীণাপণবগোমুখাঃ। ধুধুর্য্যানকঘণ্টাদ্যা নেদুর্দুন্দুভয়স্তদা ॥ ১৫ ॥
প্রাসাদশিখরারূঢ়াঃ কুরুনার্য্যো দিদৃক্ষয়া। ববৃষুঃ কুসুমৈঃ কৃষ্ণং প্রেমব্রীড়াস্মিতেক্ষণাঃ ॥১৬॥
সিতাতপত্রং জগ্রাহ মুক্তাদামবিভূষিতম্। রত্নদণ্ডং গুড়াকেশঃ প্রিয়ঃ প্রিয়তমস্য হ ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সুহৃদ্‌গণের শোকশান্তি এবং ভগিনী সুভদ্রার প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য কয়েক মাস হস্তিনাপুরে বাস করিলেন। শেষে তিনি যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিতে করিতে দ্বারকা-গমনের জন্য রথে আরূঢ় হইলেন, তখন অপরাপর সকলে কেহ তাঁহাকে আলিঙ্গন—কেহ বা অভিবাদন করিতে লাগিলেন। ৭-৮

পুরোহিত ধৌম্য, ধৃতরাষ্ট্র, কৃপাচার্য্য, নকুল, সহদেব, ভীম ও ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র যুযুৎসু—এবং সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা, গান্ধারী ও সত্যবতী প্রভৃতি রমণীগণ শার্ঙ্গপাণি ভগবান্ শ্রীহরির বিরহব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। ৯-১০

জ্ঞানী ব্যক্তি সাধুদিগের মুখে ভগবানের সুমধুর চরিত্র-কীর্ত্তন একবারমাত্র শ্রবণ করিয়াই পুত্রাদি বিষয়সঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সংসর্গ ত্যাগ করিতে চাহেন না, আর পাণ্ডবগণ বহুকাল অবধি শ্রীভগবানের সহিত একত্র শয়ন, ভোজন, উপবেশন, সর্ব্বদা দর্শন, আলিঙ্গন ও আলাপে অভ্যস্ত হইয়া তাঁহাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন—আজ তাঁহারা কেমন করিয়া এই বিরহ-যাতনা সহ্য করিবেন? শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় এখনই যাত্রা করিবেন,—ইহাতে সকলের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন, সকলেই স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া অনিমেষনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে—শুধু তাঁহারই পূজার আয়োজনের জন্য তাঁহাদের মধ্যে ব্যস্ততা ও চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল। ১১-১৩

দেবকীনন্দন অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলে আকুল আবেগে বন্ধুললনাগণের নয়নকমল অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, পাছে কোন অকল্যাণ ঘটে—এই জন্য তাহারা নয়নের জল নয়নেই রোধ করিয়া ফেলিল। ১৪

তখন শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ, বীণা, পণব, গোমুখ, ধুধুরী, আনক, ঘণ্টা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। ১৫

কৌরব-মহিলাগণ কৃষ্ণদর্শন আশায় প্রাসাদের উপরিভাগে আরোহণ করিয়া প্রেম ও লজ্জাজড়িত সস্মিত কটাক্ষে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। ১৬

প্রিয়সখা অর্জ্জুন প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে রত্ন-দণ্ডসমন্বিত মুক্তাজালসুশোভিত শ্বেত ছত্র ধারণ করিলেন। ১৭

উদ্ধবঃ সাত্যকিশ্চৈব ব্যজনে পরমাদ্ভুতে। বিকীর্য্যমাণঃ কুসুমৈ রেজে মধুপতিঃ পথি ॥ ১৮ ॥
অশ্রূয়ন্তাশিষঃ সত্যাস্তত্র তত্র দ্বিজেরিতাঃ। নানুরূপানুরূপাশ্চ নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
অন্যোন্যমাসীৎ সংজল্প উত্তমঃশ্লোকচেতসাম্। কৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রীণাং সর্ব্বশ্রুতিমনোহরঃ ॥ ২০ ॥

স বৈ কিলায়ং পুরুষঃ পুরাতনো য এক আসীদবিশেষ আত্মনি।
অগ্রে গুণেভ্যো জগদাত্মনীশ্বরে নিমীলিতাত্মন্নিশি সুপ্তশক্তিষু ॥ ২১ ॥
স এব ভূয়ো নিজবীর্য্যচোদিতাং স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীম্।
অনামরূপাত্মনি রূপনামনী বিধিৎসমানোঽনুসসার শাস্ত্রকৃৎ ॥ ২২ ॥
স বা অয়ং যৎ পদমত্র সূরয়ো জিতেন্দ্রিয়া নির্জিতমাতরিশ্বনঃ।
পশ্যন্তি ভক্ত্যুৎকলিতামলাত্মনা নন্বেষ সত্ত্বং পরিমার্ষ্টুমর্হতি ॥ ২৩ ॥
স বা অয়ং সখ্যনুগীতসৎকথো বেদেষু গুহ্যেষু চ গুহ্যবাদিভিঃ।
য এক ঈশো জগদাত্মলীলয়া সৃজত্যবত্যত্তি ন তত্র সজ্জতে ॥ ২৪ ॥

উদ্ধব ও সাত্যকি অতি বিচিত্র দুইটি চামরের দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন, মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ পথিমধ্যে বর্ষিত কুসুমরাশির দ্বারা অতিশয় শোভিত হইয়াছিলেন।১৮

চারিদিক হইতে বিপ্রগণ 'সুখী হও' বলিয়া সফল আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। নির্গুণ পরমানন্দস্বরূপ ভগবানের প্রতি 'সুখী হও' এইরূপ আশীর্ব্বাদ অনুচিত বলিয়া মনে হইলেও সংসার-রঙ্গমঞ্চে যখন তিনি গুণময় নটরূপে অবতীর্ণ, তখন তাঁহার প্রতি উহা উচিত বলিয়াও বোধ হইয়াছিল।১৯

কৃষ্ণগতপ্রাণ কুরুকামিনীগণ পরস্পর শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন; মনে হইল, যেন সমস্ত উপনিষদ্ মূর্ত্তিমতী হইয়া সেই মধুর আলাপকে অভিনন্দিত করিতেছিলেন। ২০

শ্রীকৃষ্ণের যেমন অপরূপ সৌন্দর্য্য, তেমনই অসাধারণ তেজস্বিতা, ইহা দেখিয়া বিস্ময়-বিমূঢ়া সখী-দিগকে অপর মহিলা বলিতেছে—সখি, ইনি যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সুতরাং বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। ত্রিগুণময়া প্রকৃতির বিক্ষোভ হইবার পূর্ব্বে প্রলয়কালে যখন সমস্ত জীবের নিখিল শক্তি সুপ্ত অবস্থায় ছিল অর্থাৎ জীবগণ ঈশ্বরে লীন হইয়া ছিল, তখন যিনি অদ্বিতীয় এবং প্রপঞ্চশূন্য নিজস্বরূপে অবস্থিত ছিলেন, —ইনিই সেই পুরাণ পুরুষ। ২১

তিনিই আবার নামরূপবিহীন জীবগণকে নাম-রূপ প্রদান করিবার ইচ্ছায় (সংসারের ভোগসুখ আস্বাদন করাইবার ইচ্ছায়), নিজ শক্তিবলে সৃষ্টিকার্য্যোন্মুখী প্রকৃতিকে প্রেরণা প্রদান করিয়া তাঁহারই সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রকৃতি, তাঁহারই অংশভূত জীবগণেরও মোহ আনয়ন করিয়া থাকেন। ২২

যোগিগণ প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিয়া ভক্তির আকুলতায় নির্ম্মল হৃদয়পদ্মে যাঁহার স্বরূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন—ইনিই সেই পরমপুরুষ। ইঁহার দর্শন বড়ই দুর্লভ। ইঁহারই অনুগ্রহে প্রকৃত-পক্ষে বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়া থাকে—যোগাদি দ্বারা তাহা হয় না। ২৩

সখি! বেদ, উপনিষদ এবং তন্ত্রাদি রহস্যশাস্ত্রে ইঁহারই লীলা-কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শাস্ত্ররহস্যের উপদেশকগণ বলিয়াছেন,—ইনি একমাত্র ঈশ্বর, লীলাবশে জগতের সৃষ্টি স্থিতি, ও লয়-সাধন করিতেছেন—তথাপি তিনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন। ২৪

যদা হ্যধর্ম্মেণ তমোধিয়ো নৃপা জীবন্তি তত্রৈষ হি সত্ত্বতঃ কিল।
ধত্তে ভগং সত্যমৃতং দয়াং যশো ভবায় রূপাণি দধদ্যুগে যুগে ॥ ২৫ ॥

অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুলং অহো অলং পুণ্যতমং মধোর্ব্বনম্।
যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতি ॥ ২৬ ॥

অহো বত স্বর্যশসস্তিরস্করী কুশস্থলী পুণ্যযশস্করী ভুবঃ।
পশ্যন্তি নিত্যং যদনুগ্রহেষিতং স্মিতাবলোকং স্বপতিং স্ম যৎ প্রজাঃ ॥ ২৭ ॥

নূনং ব্রতস্নানহুতাদিনেশ্বরঃ সমর্চ্চিতো হ্যস্য গৃহীতপাণিভিঃ।
পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহুর্ব্রজস্ত্রিয়ঃ সংমুমুহুর্যদাশয়াঃ ॥ ২৮ ॥

যা বীর্য্যশুল্কেন হৃতাঃ স্বয়ম্বরে প্রমথ্য চৈদ্যপ্রমুখান্ হি শুষ্মিণঃ।
প্রদ্যুম্নসাম্বাম্বসুতাদয়োঽপরা যাশ্চাহৃতা ভৌমবধে সহস্রশঃ ॥ ২৯ ॥

এতাঃ পরং স্ত্রীত্বমপাস্তপেশলং নিরস্তশৌচং বত সাধু কুর্ব্বতে।
যাসাং গৃহাৎ পুষ্করলোচনঃ পতির্ন জাত্বপৈত্যাহৃতিভির্হৃদি স্পৃশন্ ॥ ৩০ ॥

যখন নৃপতিগণ তমোগুণের আবরণে জ্ঞানহারা হইয়া অধর্ম্মবশে শুধু আপনাদের প্রাণ-পোষণে প্রবৃত্ত হয়, তখনই ইনি বিশ্বরক্ষার নিমিত্ত বিশুদ্ধসত্ত্বগুণ অবলম্বনে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া ঐশ্বর্য্য—সত্যপ্রতিজ্ঞা—যথার্থবাদিতা—ভক্তবাৎসল্য ও অদ্ভুতকর্ম্ম প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ২৫

. ধন্য সেই যদুকুল, যেখানে এই পুরুষোত্তম শ্রীপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—আর ধন্য সেই মথুরা-বৃন্দাবন—যে স্থান তাঁহার পবিত্র পাদসঞ্চারের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে। ২৬

অহো! দ্বারকার কথা আর কি বলিব? পৃথিবী উহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পবিত্রা ও যশস্বিনী হইয়াছেন, উহার নিকট স্বর্গের মহিমাও ম্লান—নিষ্প্রভ; কারণ, দ্বারকার প্রজাপুঞ্জ আত্মপতি শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য দর্শন করে আর শ্রীকৃষ্ণও স্মিতপূর্ণ সদয় দৃষ্টিপাতে তাহাদিগকে সতত কৃতার্থ করিয়া থাকেন। স্বর্গবাসিগণেরও এরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয় না। ২৭

সখি, ব্রজনারীগণ জন্মজন্মান্তরে কত ব্রতপালন, কত পুণ্য তীর্থে অবগাহন, কত বা হোমের অনুষ্ঠান করিয়া এই ভগবানের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন—যাহার ফলে ইহারা শ্রীকৃষ্ণের পাণিগ্রহণে ধন্য হইয়াছে এবং আকুলচিত্তে তাঁহার অধরামৃত পান করিয়াছে। ২৮

স্বয়ংবরে শিশুপাল প্রভৃতি বিক্রমশালী বীরগণকে পরাজিত করিয়া এবং তাহাদিগকে বীর্য্যরূপ শুল্ক প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্নজননী রুক্মিণী, সাম্বমাতা জাম্ববতী, আম্বজননী নাগ্নজিতী ও সত্যভামাকে এবং নরকাসুরবধ করিয়া অপর সহস্র সহস্র রমণী গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল ললনাগণই পরাধীন অপবিত্র নারীজন্মকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যেহেতু সেই পদ্মপলাশলোচন প্রাণপতি তাঁহাদিগের গৃহ হইতে অন্যত্র কোথাও গমন করেন না, অধিকন্তু পারিজাত-পুষ্পাদি প্রিয়বস্তু আহরণ করিয়া আনিয়া তাঁহাদিগের চিত্ত বিনোদন করেন। ২৯-৩০

সূত উবাচ।

এবংবিধা বদন্তীনাং স গিরঃ পুরযোষিতাম্। নিরীক্ষণেনাভিনন্দন্ সস্মিতেন যযৌ হরিঃ ॥ ৩১ ॥
অজাতশত্রুঃ পৃতনাং গোপীথায় মধুদ্বিষঃ। পরেভ্যঃ শঙ্কিতঃ স্নেহাৎ প্রাযুঙ্‌ক্ত চতুরঙ্গিণীম্ ॥৩২॥
অথ দূরগতান্ শৌরিঃ কৌরবান্ বিরহাতুরান্। সন্নিবর্ত্ত্য দৃঢ়ং স্নিগ্ধান্ প্রায়াৎ স্বনগরীং প্রিয়ৈঃ ॥৩৩ ॥
কুরুজাঙ্গলপাঞ্চালান্ শূরসেনান্ সযামুনান্। ব্রহ্মাবর্ত্তং কুরুক্ষেত্রং মৎস্যান্ সারস্বতানথ ॥ ৩৪ ॥
মরুধন্বমতিক্রম্য সৌবীরাভীরয়োঃ পরান্। আনর্ত্তান্ ভার্গবোপাগাচ্ছ্রান্তবাহো মনাগ্বিভুঃ ॥৩৫॥
তত্র তত্র হি তত্রত্যৈর্হরিঃ প্রত্যুদ্যতার্হণঃ। সায়ং ভেজে দিশং পশ্চাদ্গবিষ্ঠো গাং গতস্তদা ॥৩৬॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে
পারীক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণদ্বারকাগমনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

সূত বলিলেন,—পুরনারীগণের এইরূপ বিচিত্র আলাপ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যের সহিত পথে যাইতে যাইতে তাহাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতেই যেন তাহাদের অভিনন্দন করা হইল। ৩১

স্নেহবশতঃ পথে বিপদের আশঙ্কা করিয়া অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির মধুসূদনের রক্ষার নিমিত্ত (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিযুক্ত) চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণ করিলেন। ৩২

বিরহকাতর পাণ্ডবগণকে বহুদূর পর্য্যন্ত আসিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মিষ্টবাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া ফিরাইয়া দিলেন এবং উদ্ধব প্রভৃতি প্রিয়বর্গের সহিত স্বায় রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ৩৩

তিনি কুরুজাঙ্গল, পাঞ্চাল, শূরসেন, যামুন, ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, সারস্বত, মরুদেশ ও স্বল্পজল প্রদেশগুলি ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। যখন তিনি যে প্রদেশে উপস্থিত হইতেন, তখনই সেই প্রদেশের অধিবাসিগণ বহুবিধ উপহার লইয়া তাঁহার পূজা করিতে আসিত। তিনি এই দীর্ঘযাত্রায় সমস্ত দিনই রথারোহণে গমন করিতেন, অপরাহ্ণসময়ে সূর্য্যদেব অস্তগামী হইলে তিনি কোন জলাশয়ে সন্ধ্যাবন্দনার জন্য রথ হইতে অবতরণ করিতেন মাত্র। তথাপি তাঁহার অশ্বগণ অধিক শ্রান্ত হইত না। অবশেষে প্রভু সৌবীর ও আভীর দেশের মধ্যবর্ত্তী দ্বারকা প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩৪-৩৬

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়

।সূত উবাচ।

আনর্ত্তান্ স উপব্রজ্য স্বৃদ্ধান্ জনপদান্ স্বকান্।
দধ্মৌ দরবরং তেষাং বিষাদং শময়ন্নিব ॥ ১ ॥

স উচ্চকাশে ধবলোদরো দরোঽপ্যুরুক্রমস্যাধরশোণশোণিমা।
দধ্মায়মানঃ করকঞ্জসংপুটে যথাব্জখণ্ডে কলহংস উৎস্বনঃ ॥ ২ ॥

তমুপশ্রুত্য নিনদং জগদ্ভয়ভয়াবহম্। প্রত্যুদ্যযুঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ভর্ত্তৃদর্শনলালসাঃ ॥ ৩
তত্রোপনীতবলয়ো রবের্দীপমিবাদৃতাঃ। আত্মারামং পূর্ণকামং নিজলাভেন নিত্যদা।
প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ প্রোচুর্হর্ষগদ্গদয়া গিরা। পিতরং সর্ব্বসুহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ ॥ ৪

নতাঃ স্ম তে নাথ সদাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং বিরিঞ্চিবৈরিঞ্চ্যসুরেন্দ্রবন্দিতম্।
পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরঃ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥

ভবায় নস্ত্বং ভব বিশ্বভাবন! ত্বমেব মাতাথ সুহৃৎ পতিঃ পিতা।
ত্বং সদ্গুরুর্নঃ পরমঞ্চ দৈবতং যস্যানুবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-প্রবেশ।

সূত বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে আনর্ত্ত নামক নিজ সমৃদ্ধিশালা জনপদে উপনীত হইয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করিলেন; সেই ধ্বনিতে যেন সকলের বিষাদ দূরীভূত হইল। কর-কমলমধ্যে শোভিত সেই শুভ্র শঙ্খে শ্রীকৃষ্ণ যখন ফুৎকার প্রদান করিলেন, তখন তাঁহার অধররাগে রঞ্জিত হইয়া শঙ্খটি যেন রক্তকমল-বনে প্রবিষ্ট উচ্চকলরবকারী একটি রাজহংসের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ১-২

যে নিনাদে জগতের ভয়দাতাও ভয় পাইয়া থাকে, প্রজাগণ সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রভুদর্শনে উৎসুক হইয়া উঠিল এবং অভ্যর্থনার জন্য সানন্দে আগমন করিতে লাগিল। তাহারা তাঁহাকে নানাবিধ উপহার সাদরে প্রদান করিল। কিন্তু সূর্য্যদেবকে যেমন দীপদান, শ্রীকৃষ্ণকে এই উপহার-প্রদানও সেইরূপ। কেন না—তিনি যে আত্মারাম, নিজ পরমানন্দস্বরূপলাভেই সর্ব্বদা পূর্ণকাম—তাঁহার ত' কোন কিছুরই অপেক্ষা নাই। বালকগণ যেমন পিতার সহিত আলাপ করে, সেইরূপ প্রজাগণও সেই সকলের সুহৃৎ—জগতের রক্ষাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণকে উৎফুল্লমুখে আনন্দ-গদ্গদকণ্ঠে বলিতে লাগিল—হে নাথ, তোমার শ্রীচরণারবিন্দে প্রণাম করি। ব্রহ্মা, সনকাদি মুনিগণ এবং দেবরাজ ইন্দ্রও তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করেন। এই সংসারে যাঁহারা নিজ কল্যাণকামী, তাঁহাদের এক-মাত্র গতি ঐ চরণদ্বয়; ব্রহ্মাদির উপর প্রভুত্ব করিলেও কাল ঐ চরণের নিকট কোন প্রকাব ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না। ৩-৫

হে বিশ্বভাবন! তুমিই আমাদের পিতা, মাতা, পতি, বন্ধু, তুমিই আমাদিগের সদ্গুরু—পরম দেবতা, তুমি আমাদিগকে উদ্ধার কর। তোমার অনুবর্ত্তন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। ৬

অহো সনাথা ভবতা স্ম যদ্বয়ং ত্রৈপিষ্টপানামপি দূরদর্শনম্।
প্রেমস্মিতস্নিগ্ধনিরীক্ষণাননং পশ্যেম রূপং তব সর্ব্বসৌভগম্ ॥ ৭ ॥
যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্ কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত ॥ ৮ ॥
কথং বয়ং নাথ চিরোষিতে ত্বয়ি প্রসন্নদৃষ্ট্যাখিলতাপশোষণম্।
জীবেম তে সুন্দরহাসশোভিতমপশ্যমানা বদনং মনোহরম্ ॥ ৯ ॥

ইতি চোদীরিতা বাচঃ প্রজানাং ভক্তবৎসলঃ। শৃণ্বানোঽনুগ্রহং দৃষ্ট্যা বিতন্বন্ প্রাবিশৎ পুরীম্ ॥১০

মধুভোজদশার্হার্হকুকুরান্ধকবৃষ্ণিভিঃ। আত্মতুল্যবলৈর্গুপ্তাং নাগৈর্ভোগবতীমিব ॥ ১১ ॥
সর্ব্বর্ত্তুসর্ব্ববিভবপুণ্যবৃক্ষলতাশ্রমৈঃ। উদ্যানোপবনারামৈর্বৃতপদ্মাকরশ্রিয়ম্ ॥ ১২ ॥
গোপুরদ্বারমার্গেষু কৃতকৌতুকতোরণাম্। চিত্রধ্বজপতাকাগ্রৈরন্তঃ প্রতিহতাতপাম্॥ ১৩ ॥
সম্মার্জ্জিতমহামার্গরথ্যাপণকচত্বরাম্। সিক্তাং গন্ধজলৈরুপ্তাং ফলপুষ্পাক্ষতাঙ্কুরৈঃ ॥১৪॥
দ্বারি দ্বারি গৃহাণাঞ্চ দধ্যক্ষতফলেক্ষুভিঃ। অলঙ্কৃতাং পূর্ণকুম্ভৈর্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ ॥ ১৫ ॥

তোমাকে পাইয়া আমরা সত্যই সনাথ হইয়াছি—কেন না, যে রূপ-দর্শন দেবগণেরও দুর্ল্লভ—সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পরম রমণীয় রূপ —প্রেমস্নিগ্ধ-নয়নোজ্জ্বল সহাস্য বদন আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি। হে কমল-নয়ন! তুমি যখন সুহৃদ্গণকে দেখিবার জন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কুরুদেশে অথবা মথুরায় চলিয়া যাও —তখন রবির অন্তর্দ্ধানে চক্ষুঃ যেমন জগৎ অন্ধকারময় দেখে, তেমনি তোমার বিরহে আমাদের এক একটি ক্ষণ যেন কোটি বৎসর বলিয়া বোধ হয়। তুমি দীর্ঘ-প্রবাসে থাকিলে তোমার সে সুন্দর হাস্যশোভিত মনোহর মুখখানি না দেখিয়া কিরূপে আমরা বাঁচিতে পারি? তোমার প্রসন্ন দৃষ্টির সম্মুখে থাকিলে যে সমস্ত সন্তাপ দূর হইয়া যায়। ৭-৯

ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রজাদিগের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতে তাহাদিগকে অনুগৃহীত ও অভিনন্দিত করিতে করিতে নিজপুরী দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। ১০

ভোগবতী যেরূপ নাগগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়, সেইরূপ দ্বারকাও এত দিন কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে তুল্যবলশালী মধু-ভোজ-দশার্হ-কুকুর-অর্হ, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের দ্বারা রক্ষিত হইতেছিল। ১১

দ্বারকা-নগরীর কি সৌন্দর্য্য! পবিত্র তরুরাজি একই সময়ে ছয় ঋতুর পুষ্পসম্পদ্ ধারণ করিয়া বিরাজিত; সেখানে কত উদ্যান, উপবন, ক্রীড়াকানন ও সরোবর শোভাবিস্তার করিতেছিল। ১২

শ্রীকৃষ্ণের আগমনোৎসবে পুরদ্বারে এবং গৃহের দ্বারে দ্বারে তোরণসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার উপরিভাগে গরুড়মূর্ত্তি-চিহ্নিত নানাবিধ জয়পতাকা এমনই ভাবে উড্ডীয়মান হইতেছিল যে, ঘনসন্নিবিষ্ট পতাকাসমূহের বস্ত্রচ্ছায়ায় পুরীমধ্যে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে নাই। ১৩

রাজপথ, পথ, বাজার ও গৃহের প্রাঙ্গণসমূহ সুচারুরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছিল। গন্ধজলে সমস্ত ভূমি সিক্ত করিয়া তাহার উপরে ফল, ফুল, অক্ষত ও দূর্ব্বা ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। গৃহের দ্বারে দ্বারে দধি, অক্ষত, ফল ও ইক্ষুদণ্ডসহ পূর্ণ কুম্ভ এবং সম্মুখে ধূপ, দীপ ও পূজোপহার সজ্জিত ছিল। ১৪-১৫

নিশম্য প্রেষ্ঠমায়ান্তং বসুদেবো মহামনাঃ। অক্রূরশ্চোগ্রসেনশ্চ রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ ॥ ১৬ ॥
প্রদ্যুম্নশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ। প্রহর্ষবেগোচ্ছশিতশয়নাসনভোজনাঃ ॥ ১৭ ॥
বারণেন্দ্রং পুরস্কৃত্য ব্রাহ্মণৈঃ সসুমঙ্গলৈঃ। শঙ্খতূর্য্যনিনাদেন ব্রহ্মঘোষেণ চাদৃতাঃ।
প্রত্যুজ্জগ্মূ রথৈর্হৃষ্টাঃ প্রণয়াগতসাধ্বসাঃ ॥ ১৮ ॥
বারমুখ্যাশ্চ শতশো যানৈস্তদ্দর্শনোৎসুকাঃ। লসৎকুণ্ডলনির্ভাতকপোলবদনশ্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥
নটনর্ত্তকগন্ধর্ব্বাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ। গায়ন্তি চোত্তমঃশ্লোকচরিতান্যদ্ভুতানি চ ॥ ২০ ॥
ভগবাংস্তত্র বন্ধুনাং পৌরাণামনুবর্ত্তিনাম্। যথাবিধ্যুপসঙ্গম্য সর্ব্বেষাং মানমাদধে ॥ ২১ ॥
প্রহ্বাভিবাদনাশ্লেষকরস্পর্শস্মিতেক্ষণৈঃ। আশ্বাস্য চাশ্বপাকেভ্যো বরৈশ্চাভিমতৈর্বিভুঃ ॥২২॥
স্বয়ঞ্চ গুরুভির্বিপ্রৈঃ সদারৈঃ স্থবিরৈরপি। আশীর্ভির্যুজ্যমানোঽন্যৈর্বন্দিভিশ্চাবিশৎ পুরীম্ ॥২৩॥
রাজমার্গং গতে কৃষ্ণে দ্বারকায়াঃ কুলস্ত্রিয়ঃ। হর্ম্ম্যাণ্যারুরুহুর্বিপ্রাস্তদীক্ষণমহোৎসবা ॥ ২৪ ॥
নিত্যং নিরীক্ষমাণানাং যদপি দ্বারকৌকসাম্। নৈব তৃপ্যন্তি হি দৃশঃ শ্রিয়ো ধামাঙ্গমচ্যুতম্ ॥২৫॥
শ্রিয়ো নিবাসো যস্যোরঃ পানপাত্রং মুখং দৃশাম্। বাহবো লোকপালানাং সারঙ্গাণাং পদাম্বুজম্ ॥২৬॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ প্রবাস হইতে আগমন করিতেছেন শুনিয়া মহামনাঃ বসুদেব, অক্রূব, উগ্রসেন, অদ্ভুতকর্ম্মা বলরাম, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও জাম্ববতীতনয় সাম্ব সকলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া কেহ শয়ন, কেহ আসন, কেহ বা ভোজন পরিত্যাগ করিয়া বেগে উঠিয়া পড়িলেন। মঙ্গলাচরণের জন্য একটি প্রধান হস্তীকে সম্মুখে রাখিয়া এবং কুশপুষ্পপাণি ব্রাহ্মণদিগকেও অগ্রে লইয়া রথে আরোহণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ, ভেরী বাজিয়া উঠিল, উচ্চকণ্ঠে মন্ত্রপাঠ হইতে লাগিল। তাঁহারা সানন্দে সসম্ভ্রমে পরম প্রীতিপাত্র শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনার জন্য গমন করিলেন। শত শত বারবনিতা যানে আরোহণ করিয়া আকুল আগ্রহে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের কর্ণকুণ্ডল গণ্ডদেশে মৃদু মৃদু দুলিতে থাকায় মুখমণ্ডলের শোভা বৰ্দ্ধিত হইতেছিল। নটগণ অভিনয়ের দ্বারা, নর্ত্তকগণ নৃত্য করিয়া, গায়কগণ গান করিতে করিতে, পৌরাণিকগণ আবৃত্তির স্বরে, মাগধগণ বংশকীর্ত্তন সহকারে এবং বন্দিগণ শ্রীকৃষ্ণের যশোগাথার সহিত তাঁহার অদ্ভুত চরিত-মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সমাগত পুরবাসী বন্ধু ও অনুজীবিগণের সহিত যথাযোগ্যভাবে মিলিত হইয়া সকলকেই সম্মানিত করিলেন। কাহাকেও মস্তক অবনত করিয়া, কাহাকেও বাক্য দ্বারা প্রণাম জ্ঞাপন করিয়া, কাহাকেও আলিঙ্গন, কাহাকেও করস্পর্শ, কাহারও প্রতি সস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া—কাহাকেও অভয়দান, কাহাকেও বা অভিমত বর প্রদান করিয়া আচণ্ডাল গুরুজন পর্য্যন্ত সকলেরই মান রক্ষা করিলেন। আর নিজে তখন স্ব স্ব পত্নীগণের সহিত সমাগত প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের ও গুরুজনদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে করিতে বন্দিগণ ও অন্যান্য জনসঙ্ঘের সহিত দ্বারকাপুরী প্রবেশ করিলেন। ১৬-২৩

শ্রীকৃষ্ণ রাজপথে আসিবামাত্র তাঁহাকে দর্শন করিয়া, পরমানন্দলাভের জন্য কুলনারীগণ অট্টালিকার ছাদে আরোহণ করিল। ২৪

দ্বারকাবাসিগণ যদিও শোভা-নিকেতন শ্রীকৃষ্ণকে নিত্যই দর্শন করিত, তথাপি তাহাদিগের নয়ন পরিতৃপ্ত হয় নাই। যাঁহার বক্ষঃস্থল সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আবাসস্থল, যাঁহার মুখচন্দ্র সমস্ত প্রাণীর নয়নচকোরের সৌন্দর্য্যামৃত পান করিবার পাত্রস্বরূপ, যাঁহার বাহু লোকপালগণের আশ্রয় এবং চরণযুগল ভক্তগণের অবলম্বন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া কাহারও কি আশা মিটে ? ২৫-২৬

সিতাতপত্রব্যজনৈরুপস্কৃতঃ প্রসূনবর্ষৈরভিবর্ষিতঃ পথি।
পিশঙ্গবাসা বনমালয়া বভৌ ঘনো যথার্কোড়ুপচাপবৈদ্যুতৈঃ ॥ ২৭ ॥
প্রবিষ্টস্তু গৃহং পিত্রোঃ পরিষ্বক্তঃ স্বমাতৃভিঃ। ববন্দে শিরসা সপ্ত দেবকীপ্রমুখাস্তদা ॥ ২৮ ॥
তাঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য স্নেহস্নুতপয়োধরাঃ। হর্ষবিহ্বলিতাত্মানঃ সিষিচুর্নেত্রজৈর্জলৈঃ ॥ ২৯ ॥
অথাবিশৎ স্বভবনং সর্ব্বকামমনুত্তমম্। প্রাসাদা যত্র পত্নীনাং সহস্রাণি চ ষোড়শ ॥ ৩০ ॥
পত্ন্যঃ পতিং প্রোষ্য গৃহানুপাগতং বিলোক্য সঞ্জাতমনোমহোৎসবাঃ।
উত্তস্থুরারাৎ সহসাসনাশয়াৎ সাকং ব্রতৈর্ব্রীড়িতলোচনাননাঃ॥ ৩১ ॥
তমাত্মজৈর্দৃষ্টিভিরন্তরাত্মনা দুরন্তভাবাঃ পরিরেভিরে পতিম্।
নিরুদ্ধমপ্যাস্রবদম্বু নেত্রয়োর্বিলজ্জতীনাং ভৃগুবর্য্য বৈক্লবাৎ ॥ ৩২ ॥
যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো রহোগতস্তথাপি তস্যাঙ্ঘ্রিযুগং নবং নবম্।
পদে পদে কা বিরমেত তৎপদাচ্চলাপি যৎ শ্রীর্ন জহাতি কর্হিচিৎ ॥ ৩৩ ॥

শ্বেতচ্ছত্র ও শ্বেতচামর-যুগলে মণ্ডিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন রাজপথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, তখন চারিদিক্ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, তাঁহার গলদেশে বনমালা এবং পরিধানে পীতবস্ত্র শোভা পাইতেছিল। বোধ হইল যেন, একটি মেঘখণ্ড—যাহার উপরিভাগে সূর্য্যমণ্ডল দুই পার্শ্বে দুই চন্দ্রবিম্ব, চতুর্দ্দিকে তারকাসমূহ এবং মধ্যস্থলে দুইটি ইন্দ্রধনুঃ মিলিত ও অঙ্গে চপলা নিশ্চল হইয়া আছে। ২৭

ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন, মাতৃগণ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন, তিনিও তখন দেবকী প্রভৃতি সাতজনকে এবং বিমাতৃগণকে প্রণাম করিলেন। পুত্রকে ক্রোড়ে লইবামাত্র স্নেহবশতঃ তাঁহাদের স্তন্য ক্ষরিত হইতে লাগিল, তাঁহারা হর্ষবিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। ২৮-২৯

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকামপ্রদ অতিশয় মনোহর নিজ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন—সেখানে ষোড়শ সহস্র মহিষীগণ বাস করিতেন। ৩০

এত দিন মহিলাগণ হাস্য-ক্রীড়াদি বর্জ্জন করিয়া প্রোষিতভর্তৃকার ব্রত পালন করিতেছিলেন,—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নিজ নিজ আসন ও ব্রত এককালেই পরিত্যাগ করিয়া সহসা উঠিয়া পড়িলেন এবং লজ্জাবনতমুখে তাঁহার প্রতি কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৩১

পতির আগমন-সংবাদেই তাঁহারা হৃদয়ের দ্বারা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন—তিনি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র তাঁহাদের ইন্দ্রিয়নিচয় যেন ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল, আরও নিকটে আগমন করিলে পুত্রের দ্বারা এবং শেষে নিজেরাও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন—তাঁহাদের এমনই গম্ভীর প্রেম-ভাব! লজ্জাবশে যদিও বহুক্ষণ তাঁহারা নয়নবারি রোধ করিয়াছিলেন—কিন্তু আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাদের নয়ন হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিতে লাগিল। ৩২

কত সময়ে তাঁহারা নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে অবস্থান করিতেন—কিন্তু তখনও তাঁহাদিগের নিকট শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল প্রতিক্ষণ নূতন বলিয়া বোধ হইত। কোন্ নারীই বা সেই চরণ-সৌন্দর্য্য-দর্শন হইতে বিরত হইতে পারে? স্বয়ং লক্ষ্মী স্বভাবতঃ চঞ্চলা হইয়াও কখনও তাহা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ৩৩

এবং নৃপাণাং ক্ষিতিভারজন্মনামক্ষৌহিণীভিঃ পরিবৃত্ততেজসাম্।
বিধায় বৈরং শ্বসনো যথানলং মিথো বধেনোপরতো নিরায়ুধঃ ॥ ৩৪ ॥
স এষ নরলোকেঽস্মিন্নবতীর্ণঃ স্বমায়য়া। রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো যথা ॥ ৩৫ ॥
উদ্দামভাবপিশুনামলবল্গুহাসব্রীড়াবলোকনিহতোঽমদনোঽপি যাসাম্।
সংমুহ্য চাপমজহাৎ প্রমদোত্তমাস্তা যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ ॥৩৬॥
তময়ং মন্যতে লোকো হ্যসক্তমপি সঙ্গিনম্। আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানং যতোঽবুধঃ ॥৩৭॥
এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৩৮ ॥
তং মেনিরেঽবলা মৌঢ্যাৎ স্ত্রৈণং চানুব্রতং রহঃ। অপ্রমাণবিদো ভর্তুরীশ্বরং মতয়ো যথা ॥৩৯॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে
শ্রীকৃষ্ণসমাগমো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

যে সকল নৃপতির জন্মগ্রহণের ফলে ধরণী ভারগ্রস্তা হইয়াছিলেন এবং নিজ নিজ অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা যাহাদের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছিল, শ্রীহরি লীলাবশে মর্ত্তালোকে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের মধ্যে পরস্পর কলহ উৎপাদন করিয়া বিনা অস্ত্রে তাহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন; বায়ু যেমন বেণুসকলের মধ্যে পরস্পর ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া সমস্ত দগ্ধ করিয়া আপনিই প্রশমিত হয়, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ তাহাদিগের বধসাধন করাইয়া ক্ষান্ত হইলেন এবং ভগবান্ তখন বহু উত্তম উত্তম রমণী দ্বারা পরিবৃত হইয়া সামান্য মানুষের ন্যায় লীলাভিনয় করিতে লাগিলেন। রমণীর হাবভাবদ্যোতক মধুর হাস্য ও সলজ্জ দৃষ্টির সম্মুখে মহাদেবও মুগ্ধ হইয়া পিণাক (ধনুঃ) পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সকল উত্তম প্রমদাগণ বিভ্রম-বিলাসের কুহকে শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণ করিতে পারে নাই। ৩৪-৩৬

অজ্ঞান মানব তাঁহাকে নিজের সাদৃশ্য-বোধে মনে করে—তিনি বুঝি সংসারাসক্ত, কিন্তু বাস্তবিক তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব; বুদ্ধি যেমন আত্মার আশ্রয়ে থাকিলেও আত্মগত গুণ—সেই পরমানন্দ অনুভব করিতে পারে না, তেমনই ভগবান্ প্রকৃতির সহিত মিলিত হইলেও প্রকৃতিগত গুণ—সুখ-দুঃখাদি দ্বারা লিপ্ত হ'ন না। ৩৭-৩৮

তাঁহার পত্নীগণ কেমন করিয়া তাঁহার এই প্রকার মহিমা বুঝিতে পারিবেন?—তাঁহারা যে অবলা; নিজ নিজ বুদ্ধির অনুরূপভাবে সেই জগদীশ্বর স্বামীকে স্ত্রৈণ ও তাঁহাদের একান্ত অনুগত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ৩৯

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীশৌনক উবাচ।

অশ্বত্থাম্নোপসৃষ্টেন ব্রহ্মশীর্ষ্ণোরুতেজসা। উত্তরায়া হতো গর্ভ ঈশেনাজীবিতঃ পুনঃ॥ ১॥
তস্য জন্ম মহাবুদ্ধেঃ কর্ম্মাণি চ মহাত্মনঃ। নিধনঞ্চ তথৈবাসীৎ স প্রেত্য গতবান্ যথা॥ ২॥
তদিদং শ্রোতুমিচ্ছামো গদিতুং যদি মন্যসে। ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং যস্য জ্ঞানমদাচ্ছুকঃ॥ ৩॥

শ্রীসূত উবাচ।

অপীপলদ্ধর্ম্মরাজঃ পিতৃবদ্রঞ্জয়ন্ প্রজাঃ। নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ কৃষ্ণপাদানুসেবয়া॥ ৪॥
সম্পদঃ ক্রতবো লোকা মহিষী ভ্রাতরো মহী। জম্বুদ্বীপাধিপত্যঞ্চ যশশ্চ ত্রিদিবং গতম্॥ ৫॥
কিং তে কামাঃ সুরস্পার্হা মুকুন্দমনসো দ্বিজ। অধিজহ্রুর্ম্মুদং রাজ্ঞঃ ক্ষুধিতস্য যথেতরে॥ ৬॥
মাতুর্গর্ভগতো বীরঃ স তদা ভৃগুনন্দন। দদর্শ পুরুষং কঞ্চিৎ দহ্যমানোঽস্ত্রতেজসা॥ ৭॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রমমলং স্ফুরৎপুরটমৌলিনম্। অপীব্যদর্শনং শ্যামং তড়িদ্বাসসমচ্যুতম্॥ ৮॥
শ্রীমদ্দীর্ঘচতুর্ব্বাহুং তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলম্। ক্ষতজাক্ষং গদাপাণিমাত্মনঃ সর্ব্বতো দিশম্।
পরিভ্রমন্তমুল্কাভাং ভ্রাময়ন্তং গদাং মুহুঃ॥ ৯॥

পরীক্ষিতের জন্মকথা।

শৌনক বলিলেন—অশ্বত্থামা ভয়ঙ্কর শক্তিশালী ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান প্রায় নষ্ট করিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহা পুনর্জ্জীবিত করেন। ১

সেই গর্ভ হইতে মহাত্মা মহামতি পরীক্ষিৎ কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? তাঁহার কর্ম্ম-কলাপই বা কিরূপ? তাঁহার মৃত্যুই বা কি প্রকারে হইয়াছিল? মৃত্যুর পরই বা তিনি কিরূপ গতিলাভ করেন? এই সকল বিষয় আমরা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি—যদি বলিতে মন হয়, তাহা হইলে, হে সূত, আমাদিগের নিকট তাহা বল। যে পরীক্ষিৎকে শুকদেব জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন—তাঁহার কথা শুনিতে আমাদের অতিশয় শ্রদ্ধার উদয় হইতেছে। ২-৩

সূত কহিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠির সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দ ধ্যান করিতে করিতে সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়াছিলেন—এবং নিজ পিতার ন্যায় ধর্ম্মতঃ প্রজা-পালন করিতেছিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্য, যজ্ঞানুষ্ঠান, তদনুরূপ সদ্‌গতি, স্ত্রী, ভ্রাতা, সসাগরা ধরার আধিপত্য এবং যশোরাশি দেবগণেরও প্রশংসার বিষয় হইয়াছিল। হে দ্বিজ! রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীহরির চরণে চিত্ত সমর্পণ করায় দেববাঞ্ছিত সেই ঐশ্বর্য্যও তাঁহাকে আনন্দ-দান করিতে পারে নাই। ক্ষুধার্ত্তের নিকট যেমন মাল্য-চন্দনাদি ভাল লাগে না, সেইরূপ রাজা যুধিষ্ঠিরেরও বিষয়ের প্রতি কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। ৪-৬

হে ভৃগুনন্দন, মাতৃগর্ভস্থ শিশু পরীক্ষিৎ তখন অস্ত্রতেজে দগ্ধ হইতে হইতে দেখিলেন—তাঁহার সম্মুখে শ্যাম-সুন্দর অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত একটি পুরুষ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার পরিধানে পীত বসন—মস্তকে সুবর্ণ-কিরীট, কর্ণে তপ্তকাঞ্চনময় কুণ্ডলযুগল, আজানুলম্বিত চতুর্ব্বাহু; তিনি ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া হস্তে গদাধারণ পূর্ব্বক দুইটি উল্কা-দণ্ডের সহিত গদা বিঘূর্ণিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ৭-৯

অস্ত্রতেজঃ স্বগদয়া নীহারমিব গোপতিঃ। বিধমন্তং সন্নিকর্ষে পর্য্যৈক্ষত ক ইত্যসৌ ॥১০॥
বিধূয় তদমেয়াত্মা ভগবান্ ধর্ম্মগুব্বিভুঃ। মিষতো দশমাস্যস্য তত্রৈবান্তর্দ্দধে হরিঃ ॥ ১১ ॥
ততঃ সর্ব্বগুণোদর্কে সানুকূলগ্রহোদয়ে। জজ্ঞে বংশধরঃ পাণ্ডোর্ভূয়ঃ পাণ্ডুরিবৌজসা ॥১২ ॥
তস্য প্রীতমনা রাজা বিপ্রৈর্ধৌম্যকৃপাদিভিঃ। জাতকং কারয়ামাস বাচয়িত্বা চ মঙ্গলম্ ॥ ১৩ ॥

হিরণ্যং গাং মহীং গ্রামান্ হস্ত্যশ্বান্ নৃপতির্ব্বরান্।
প্রাদাৎ স্বন্নঞ্চ বিপ্রেভ্যঃ প্রজাতীর্থে স তীর্থবিৎ ॥ ১৪ ॥

তমূচুর্ব্রাহ্মণাস্তুষ্টা রাজানং প্রশ্রয়ানতম্। এষ হ্যস্মিন্ প্রজাতন্তৌ পুরূণাং পৌরবর্ষভ ॥ ১৫ ॥
দৈবেনাপ্রতিঘাতেন শুক্লে সংস্থামুপেয়ুষি। রাতো বোঽনুগ্রহার্থায় বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৬ ॥
তস্মান্নাম্না বিষ্ণুরাত ইতি লোকে ভবিষ্যতি। ন সন্দেহো মহাভাগ মহাভাগবতো মহান্ ॥১৭॥

শ্রীরাজোবাচ।

অপ্যেষ বংশ্যান্ রাজর্ষীন্ পুণ্যশ্লোকান্ মহাত্মনঃ। অনুবর্ত্তিতা স্বিদ্যশসা সাধুবাদেন সত্তমাঃ ॥১৮॥

শ্রীব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

পার্থ প্রজাবিতা সাক্ষাদিক্ষ্বাকুরিব মানবঃ। ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যথা ॥ ১৯ ॥

সূর্য্য যেমন হিম নিবারণ করেন, সেইরূপ তিনিও গদা দ্বারা অস্ত্রতেজ প্রশমিত করিলেন। সমীপস্থিত সেই পুরুষকে দেখিয়া যেমন সেই দশমাসের শিশু পরীক্ষিতের মনে হইল—ইনি কে? অমনি সেই অচিন্ত্যস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী ধর্ম্মগোপ্তা ভগবান্ শ্রীহরি দেখিতে দেখিতে সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন। ৭-১১

অনন্তর শুভগ্রহগণের উদয়কালে উত্তরোত্তর উৎকর্ষসূচক সর্ব্বগুণসম্পন্ন লগ্নে দ্বিতীয় পাণ্ডুর ন্যায় তেজস্বী পাণ্ডুকুলনন্দন পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করিলেন। ১২

পৌত্রলাভে পরমানন্দিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির ধৌম্য কৃপ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তি-বাচন করাইয়া জাতকর্ম্ম সংস্কার সম্পন্ন করাইলেন। ১৩

তৎপরে রাজা সেই পুত্রজন্মের পুণ্য মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ, গো, ভূমি, গ্রাম, বহুমূল্য হস্তী, অশ্ব এবং উত্তম অন্ন দান করিলেন। ১৪

ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়া সেই বিনয়াবনত রাজাকে বলিতে লাগিলেন,—হে পৌরবশ্রেষ্ঠ, পুরুবংশধারায় এই পবিত্র সন্তান দুর্নিবার দৈববশে বিনষ্ট হইয়াই গিয়াছিল, আপনাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণুই ইহাকে জীবনদান করিয়াছেন, এই জন্য ইহার নাম বিষ্ণুরাত অর্থাৎ বিষ্ণুদত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। এই বালক যে পরম ভাগবত এবং সর্ব্বগুণে ভূষিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৫-১৭

তখন যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করিলেন,—হে সদ্‌ব্রাহ্মণগণ! বলুন, এই বালক সৎকীর্ত্তি-দ্বারা মদীয় বংশের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুণ্যশ্লোক মহামহিমশালী রাজর্ষিগণের অনুবর্ত্তন করিতে পারিবে কি? ১৮

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—মহারাজ, এই শিশু ভবিষ্যতে মনুপুত্র সাক্ষাৎ ইক্ষ্বাকুর মত এবং দাশরথি রামচন্দ্রের মত ব্রাহ্মণগণের হিতকারী ও সত্যসন্ধ হইয়া প্রজাপালন করিবে। ১৯

এষ দাতা শরণ্যশ্চ যথা হ্যৌশীনরঃ শিবিঃ। যশো বিতনিতা স্বানাং দৌষ্মন্তিরিব যজ্বনাম্ ॥২০॥
ধন্বিনামগ্রণীরেষ তুল্যশ্চার্জ্জুনয়োর্দ্বয়োঃ। হুতাশ ইব দুর্দ্ধর্ষঃ সমুদ্র ইব দুস্তরঃ ॥ ২১ ॥
মৃগেন্দ্র ইব বিক্রান্তো নিষেব্যো হিমবানিব। তিতিক্ষুর্বসুধেবাসৌ সহিষ্ণুঃ পিতরাবিব ॥ ২২ ॥
পিতামহসমঃ সাম্যে প্রসাদে গিরিশোপমঃ। আশ্রয়ঃ সর্ব্বভূতানাং যথা দেবো রমাশ্রয়ঃ ॥২৩ ॥
সর্ব্বসদ্‌গুণমাহাত্ম্যে এষ কৃষ্ণমনুব্রতঃ। রন্তিদেব ইবৌদার্য্যে যযাতিরিব ধার্ম্মিকঃ ॥২৪ ॥
ধৃত্যা বলিসমঃ কৃষ্ণে প্রহ্লাদ ইব সদ্‌গ্রহঃ। আহর্ত্তৈষোঽশ্বমেধানাং বৃদ্ধানাং পর্য্যুপাসকঃ ॥২৫॥
রাজর্ষীণাং জনয়িতা শাস্তা চোৎপথগামিনাম্। নিগ্রহীতা কলেরেষ ভুবো ধর্ম্মস্য কারণাৎ ॥২৬॥
তক্ষকাদাত্মনো মৃত্যুং দ্বিজপুত্ত্রোপসর্জিতাৎ। প্রপৎস্যত উপশ্রুত্য মুক্তসঙ্গঃ পদং হরেঃ ॥২৭॥
জিজ্ঞাসিতাত্মযাথার্থ্যো মুনের্ব্যাসসুতাদসৌ। হিত্বেদং নৃপ গঙ্গায়াং যাস্যত্যদ্ধাকুতোভয়ম্ ॥২৮॥
ইতি রাজ্ঞ উপাদিশ্য বিপ্রা জাতককোবিদাঃ। লব্ধাপচিতয়ঃ সর্ব্বে প্রতিজগ্মুঃ স্বকান্ গৃহান্ ॥২৯॥
স এষ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎ প্রভুঃ। সর্ব্বং দৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরীক্ষেত নরেম্বিহ ॥৩০॥
স রাজপুত্ত্রো ববৃধে আশু শুক্ল ইবোড়ুপঃ। আপূর্য্যমাণঃ পিতৃভিঃ কাষ্ঠাভিরিব সোঽন্বহম্ ॥৩১॥
বাল এব স ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণভক্তো নিসর্গতঃ। প্রীতিদঃ সর্ব্বলোকস্য মহাভাগবতঃ সুধীঃ ॥৩২॥

উশীনর-তনয় শিবির তুল্য দাতা ও শরণাগত-রক্ষক হইবে, দুষ্মন্তনন্দন ভরতের ন্যায় জ্ঞাতি বন্ধুবর্গ ও ব্রাহ্মণগণের যশোবিস্তার করিবে। কার্ত্তবীর্য্য ও কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনের মত ধনুর্দ্ধারি-গণের শ্রেষ্ঠ, অগ্নিসদৃশ দুর্দ্ধর্ষ, সমুদ্র সমান দুর্লঙ্ঘ্য, সিংহতুল্য বিক্রমশালী, হিমালয়তুল্য সুখসেব্য, পৃথিবীর মত ক্ষমাশীল, মাতাপিতার ন্যায় সহিষ্ণু, ব্রহ্মার তুল্য সমদর্শী, শিবসদৃশ সদা প্রসন্ন এবং নারায়ণতুল্য সর্ব্বজীবের আশ্রয়স্বরূপ হইবে। সদ্‌গুণ-মহিমায় এই বালক কৃষ্ণের অনুকরণ করিবে, ঔদার্য্যে রন্তিদেব সদৃশ ও যযাতির মত ধার্ম্মিক হইবে। ধৈর্য্যে বলির ন্যায় ও কৃষ্ণভক্তিতে প্রহ্লাদের তুল্য হইবে। এই বালক বহু অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবে এবং বৃদ্ধসেবী হইবে। ইহা হইতে রাজর্ষিগণের জন্ম ও উৎপথগামিগণের শাসন হইবে এবং এই পৌত্র পৃথিবীতে ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত কলি-নিগ্রহ করিবে। অবশেষে ব্রাহ্মণের অভিশাপ বশতঃ তক্ষক-দংশনে নিজমৃত্যু হইবে, ইহা জ্ঞাত হইয়া সমস্ত বিষয়সঙ্গ পরিহার করিয়া অন্তে শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করিবে। মহারাজ! এই বিষ্ণুরাত অন্তিম-সময়ে ব্যাসতনয় শুকদেবের নিকট হইতে আত্মজ্ঞান-বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে গঙ্গার পবিত্র সলিলে নশ্বর শরীর ত্যাগ করিয়া অভয়পদ প্রাপ্ত হইবে। ২০-২৮

জন্মফল গণনায় বিচক্ষণ সেই ব্রাহ্মণগণ রাজাকে এই সকল কথা জ্ঞাপন করিয়া যথোচিত সৎকৃত হইয়া নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন। ২৯

অভিমন্যু-তনয় গর্ভমধ্যে যে পুরুষকে দেখিয়া-ছিলেন,—ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহা স্মরণ করিয়া মনুষ্য দেখিলেই মনে করিতেন—ইনিই কি সেই পুরুষ? এইভাবে তিনি মনুষ্য পরীক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম হইয়াছিল পরীক্ষিৎ। তিনি পিতামহ যুধিষ্ঠির প্রভৃতির আদরে লালিত হইয়া শুক্লপক্ষের চন্দ্র যেমন কলায় কলায় বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ চতুঃষষ্টি-কলা দ্বারা পূর্ণতালাভ করিয়াছিলেন। বাল্যবয়স হইতেই তিনি ধর্ম্মপ্রাণ এবং স্বভাবতঃ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন; তিনি ধীর, পরম ভাগবত ও সর্ব্বজীবের আনন্দদায়ক হইয়াছিলেন। ৩০-৩২

যক্ষ্যমাণোঽশ্বমেধেন জ্ঞাতিদ্রোহজিহাসয়া। রাজালব্ধধনো দধ্যৌ নান্যত্র করদণ্ডয়োঃ ॥৩৩॥
তদভিপ্রেতমালক্ষ্য ভ্রাতরোঽচ্যুতচোদিতাঃ। ধনং প্রহীণমাজহ্রুরুদীচ্যাং দিশি ভূরিশঃ ॥৩৪॥
তেন সম্ভৃতসম্ভারো লব্ধকামো যুধিষ্ঠিরঃ। বাজিমেধৈস্ত্রিভির্ভীতো যজ্ঞৈঃশমযজদ্ধরিম্ ॥৩৫॥
আহূতো ভগবান্ রাজ্ঞা যাজয়িত্বা দ্বিজৈর্নৃপম্। উবাস কতিচিন্মাসান্ সুহৃদাং প্রিয়কাম্যয়া ॥৩৬॥
ততো রাজ্ঞাভ্যনুজ্ঞাতঃ কৃষ্ণয়া সহ বন্ধুভিঃ। যযৌ দ্বারবতীং কৃষ্ণঃ সার্জ্জুনো যদুভির্বৃতঃ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পরীক্ষিজ্জন্ম নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিদ্রোহ নিবন্ধন পাপ পরিহারের জন্য অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইলেন, কিন্তু তাঁহার চিন্তা হইল—অর্থ আসিবে কোথা হইতে? কর ও দণ্ড হইতে প্রাপ্ত অর্থ ত' পরিজনপোষণেই ব্যয়িত হয়। যজ্ঞের বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে কিরূপে? যুধিষ্ঠিরের এইরূপ দুশ্চিন্তা উপলব্ধি করিয়া অপর চারি ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় উত্তর প্রদেশে প্রস্থান করিলেন এবং তথা হইতে মরুত্ত রাজার যজ্ঞাবসানে পরিত্যক্ত বহু স্বর্ণপাত্র আহরণ করিয়া আনিলেন। যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত স্বর্ণপাত্রের দ্বারা যজ্ঞীয় উপকরণ সংগ্রহ করিলেন এবং পূর্ণমনোরথ হইয়া জ্ঞাতিবধজনিত পাপভয়ে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের আহ্বানে যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করাইলেন এবং সুহৃদ্‌গণের অনুরোধে কয়েক মাস হস্তিনায় অবস্থান করিয়া শেষে তিনি যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী ও বন্ধুবর্গের অনুমতি লইয়া অর্জ্জুনের সহিত যদুগণ-পরিবৃত হইয়া দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ৩৩-৩৭

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীসূত উবাচ।

বিদুরস্তীর্থযাত্রায়াং মৈত্রেয়াদাত্মনো গতিম্। জ্ঞাত্বাগাদ্ধাস্তিনপুরং তয়াবাপ্তবিবিৎসিতঃ ॥ ১ ॥
যাবতঃ কৃতবান্ প্রশ্নান্ ক্ষত্তা কৌশারবাগ্রতঃ। জাতৈকভক্তির্গোবিন্দে তেভ্যশ্চোপররাম হ ॥২॥
তং বন্ধুমাগতং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মপুত্রঃ সহানুজঃ। ধৃতরাষ্ট্রো যুযুৎসুশ্চ সূতঃ শারদ্বতঃ পৃথা ॥৩ ॥
গান্ধারী দ্রৌপদী ব্রহ্মন্ সুভদ্রা চোত্তরা কৃপী। অন্যাশ্চ যাময়ঃ পাণ্ডোর্জ্ঞাতয়ঃ সসুতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
প্রত্যুজ্জগ্মুঃ প্রহর্ষেণ প্রাণং তন্ব ইবাগতম্ ॥ ৪ ॥
অভিসঙ্গম্য বিধিবৎ পরিষ্বঙ্গাভিবাদনৈঃ। মুমুচুঃ প্রেমবাষ্পৌঘং বিরহৌৎকণ্ঠ্যকাতরাঃ ॥৫॥
রাজা তমর্হয়াঞ্চক্রে কৃতাসনপরিগ্রহম্। তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তমাসীনং সুখমাসনে।
প্রশ্রয়াবনতো রাজা প্রাহ তেষাঞ্চ শৃণ্বতাম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ।

অপি স্মরথ নো যুষ্মৎপক্ষচ্ছায়াসমেধিতান্। বিপদ্গণাদ্বিষাগ্ন্যাদের্মোচিতা যৎ সমাতৃকাঃ ॥৭॥
কয়া বৃত্ত্যা বর্ত্তিতং বশ্চরদ্ভিঃ ক্ষিতিমণ্ডলম্। তীর্থানি ক্ষেত্রমুখ্যানি সেবিতানীহ ভূতলে ॥ ৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্রের মহাপ্রস্থান

সূত কহিলেন,—বিদুর তীর্থ-ভ্রমণকালে আত্মার একমাত্র গতি শ্রীকৃষ্ণের বিষয় সুমন্তুর নিকট জ্ঞাত হইয়াছিলেন। আত্মগতি বিষয়ে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা অবগত হইয়া তীর্থদর্শনান্তে এক্ষণে তিনি হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলেন। ১

মৈত্রেয়ের (সুমন্তুর) নিকট বিদুর বহু প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি চারিটি প্রশ্নের উত্তর শুনিয়াই তাঁহার গোবিন্দপদে একান্ত ভক্তির উদ্রেক হওয়াতে আর তিনি প্রশ্ন করেন নাই। বিদুর তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু, সঞ্জয়, কৃপ, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, কৃপী ও অন্যান্য জ্ঞাতি ও জ্ঞাতিপত্নীগণ এবং পাণ্ডুর বন্ধুবর্গ সকলেই যেন প্রাণহীন অবস্থায় কালযাপন করিতেছিলেন, এক্ষণে তীর্থ হইতে তাঁহার পুনরাগমনে, সকলেই নবচেতনা লাভ করিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগমন করিয়া যথাযোগ্য আলিঙ্গন, অভিবাদন ও নমস্কারান্তে বিরহ-দুঃখ স্মরণ করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বিদুর বিশ্রামান্তে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির, তাঁহার শ্রম বিদূরিত হইয়াছে বুঝিয়া, বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পক্ষী যেমন পক্ষপুটচ্ছায়ায় শাবকদিগকে রক্ষা করে, তেমনি আমাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ববশতঃ মাতা কুন্তীদেবীসহ আমাদিগকে আপনি জতুগৃহ-দাহ, বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি নানাবিধ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন আর আমাদের আপনার স্মরণ আছে কি? ২-৭

আপনি প্রধান প্রধান তীর্থ দর্শন করিয়া প্রায় সমস্ত পৃথিবীই ভ্রমণ করিয়া আসিলেন, কিন্তু কিরূপে আপনার জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত? আর কোন্ কোন্ তীর্থই বা দর্শন করিলেন? ৮

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো। তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা ॥ ৯ ॥
অপি নঃ সুহৃদস্তাত বান্ধবাঃ কৃষ্ণদেবতাঃ। দৃষ্টাঃ শ্রুতা বা যদবঃ স্বপুর্য্যাং সুখমাসতে॥১০॥
ইত্যুক্তো ধর্ম্মরাজেন সর্ব্বং তৎ সমবর্ণয়ৎ। যথানুভূতং ক্রমশো বিনা যদুকুলক্ষয়ম্ ॥ ১১ ॥
নন্বপ্রিয়ং দুর্ব্বিষহং নৃণাং স্বয়মুপস্থিতম্। নাবেদয়ৎ সকরুণো দুঃখিতান্ দ্রষ্টুমক্ষমঃ॥১২॥

কঞ্চিৎ কালমথাবাৎসীৎ সৎকৃতো দেববৎ স্বকৈঃ।
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য শ্রেয়স্কৃৎ সর্ব্বেষাং প্রীতিমাবহন্ ॥ ১৩ ॥

অবিভ্রদর্য্যমা দণ্ডং যথাবদঘকারিষু। যাবদ্দধার শূদ্রত্বং শাপাদ্বর্ষশতং যমঃ ॥ ১৪ ॥
যুধিষ্ঠিরো লব্ধরাজ্যো দৃষ্ট্বা পৌত্রং কুলন্ধরম্। ভ্রাতৃভির্লোকপালাভৈর্মুমুদে পরয়া শ্রিয়া ॥১৫॥

হে প্রভো! আপনাদের মত ভগবদ্‌ভক্ত মহাত্মারাই তীর্থের তুল্য পবিত্র। যাঁহাদের হৃদয়মধ্যে স্বয়ং গদাধর বিরাজমান, তাঁহারা তীর্থের পবিত্রতার বৃদ্ধির জন্যই তীর্থে গমন করেন; তদ্ভিন্ন তীর্থ-পর্য্যটন করিবার তাঁহাদের কোন প্রয়োজন নাই। ৯

হে তাত! আমাদের পরম আত্মীয় বন্ধু এবং কৃষ্ণের আশ্রিত যাদবগণ নিজ পুরীতে সুখে আছেন ত? আপনি তাহাদের দেখিযাছিলেন কি? কিংবা তাহাদের সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন কি? ১০

ধর্ম্মরাজের এই সকল কথার উত্তরে বিদুর তাঁহার অনুভূত সমস্ত বিষয়ই ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করিলেন—কিন্তু পাণ্ডবদের দারুণ মর্ম্মান্তিক দুঃখের কারণ হইতে পারে—এই ভয়ে যদুকুল-ধ্বংসের অপ্রিয় সংবাদটি উল্লেখ করিলেন না। ১১-১২

অনন্তর কিছুকাল তিনি (বিদুর) দেবতার ন্যায় আদৃত হইয়া সকলের প্রীতিবর্দ্ধন-পূর্ব্বক বন্ধুবর্গমধ্যে বাস করিবার সময়, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে নানাবিধ তত্ত্ব উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার হিতোপদেশে অন্ধরাজ আনন্দ লাভ করিতেন। শূদ্রের তত্ত্বোপদেশে অধিকার নাই সত্য, কিন্তু বিদুর ত' বাস্তবিক শূদ্র ছিলেন না—মাণ্ডব্য ঋষির অভিশাপে ধর্ম্মরাজ যম স্বয়ং বিদুররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার এই শাপভোগ শতবর্ষ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ শত বর্ষ স্বয়ং সূর্য্য পাতকীদিগের প্রতি দণ্ড ধারণপূর্ব্বক যমরাজ্য পালন করিয়াছিলেন। ১৩-১৪

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভের পর পৌত্রমুখ-দর্শনে কুরুবংশ-রক্ষা বিষয়ে আশ্বস্ত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরমানন্দে সংসারে আসক্ত হইলেন। ১৫

বিবৃতি :—কোন সময়ে মাণ্ডব্য মুনি তাঁহার আশ্রমের সম্মুখে এক বৃক্ষতলে তপস্যানিরত ছিলেন, সেই সময়ে কতিপয় দস্যু তাঁহার সন্নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাজপুরুষগণ দস্যুদিগের অনুসরণ করিতে করিতে এই মুনির নিকট উপস্থিত হয় এবং দস্যুদিগের কথা জিজ্ঞাসা করে। মুনি কোন প্রকার উত্তর প্রদান না করায় রাজপুরুষগণ অনুসন্ধানে সেইখানেই দস্যুদিগকে দেখিতে পাইয়া মুনির সহিত সকলকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকট লইয়া যায়। রাজার বিচারে সকলের শূলদণ্ডের আজ্ঞা হয় এবং সকলকেই শূলে চড়াইয়া দেওয়া হয়। রাজা যখন জানিতে পারিলেন যে, দস্যুদিগের সহিত মাণ্ডব্য মুনি আছেন, তখন মাণ্ডব্য মুনিকে শূল হইতে নামাইতে আদেশ দেন এবং মুনির চরণে পতিত হইয়া তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করেন।

মুনি রাজাকে ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত জীবের দণ্ডবিধাতা যমরাজের নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—যমরাজ, আমার এ দণ্ডভোগ হইল কেন? যম বলিলেন,—আপনি বাল্যকালে ফড়িং ধরিয়া ধরিয়া কুশের দ্বারা বিদ্ধ করিতেন, তাহারই জন্য এই দণ্ডভোগ করিতে হইল। মাণ্ডব্য উত্তর করিলেন—এই কি ন্যায়বিচার? আমি বাল্যকালে অজ্ঞান অবস্থায় যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য আমার এই গুরুতর দণ্ড? আমি অভিসম্পাত করিতেছি—তোমার এই অন্যায় শাসনের জন্য তুমি পৃথিবীতে শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ কর। (মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১০৭-১০৮)। ১৪

এবং গৃহেষু সক্তানাং প্রমত্তানাং তদীহয়া। অত্যক্রামদবিজ্ঞাতঃ কালঃ পরমদুস্তরঃ ॥ ১৬ ॥
বিদুরস্তদভিপ্রেত্য ধৃতরাষ্ট্রমভাষত। রাজন্নির্গম্যতাং শীঘ্রং পশ্যেদং ভয়মাগতম্ ॥ ১৭ ॥
প্রতিক্রিয়া ন যস্যেহ কুতশ্চিৎকর্হিচিৎপ্রভো। স এষ ভগবান্ কালঃ সর্ব্বেষাং নঃ সমাগতঃ ॥১৮॥
যেন চৈবাভিপন্নোঽয়ং প্রাণৈঃ প্রিয়তমৈরপি। জনঃ সদ্যো বিযুজ্যেত কিমুতান্যৈর্ধনাদিভিঃ ॥১৯॥
পিতৃভ্রাতৃসুহৃৎপুত্রা হতাস্তে বিগতং বয়ঃ। আত্মা চ জরয়া গ্রস্তঃ পরগেহমুপাসসে ॥ ২০ ॥
অন্ধঃ পুরৈব বধিরো মন্দপ্রজ্ঞশ্চ সাম্প্রতম্। বিশীর্ণদন্তো মন্দাগ্নিঃ সরাগঃ কফমুদ্বহন্ ॥ ২১ ॥
অহো মহীয়সী জন্তোর্জীবিতাশা যয়া ভবান্। ভীমাপবর্জ্জিতং পিণ্ডমাদত্তে গৃহপালবৎ ॥ ২২ ॥
অগ্নির্নিসৃষ্টো দত্তশ্চ গরো দারাশ্চ দূষিতাঃ। হৃতং ক্ষেত্রং ধনং যেষাং তৈর্দত্তৈরসুভিঃ কিয়ৎ ॥২৩॥
তস্যাপি বত দেহোঽয়ং কৃপণস্য জিজীবিষোঃ। পরৈত্যনিচ্ছতো জীর্ণো জরয়া বাসসী ইব ॥২৪॥
গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ। অবিজ্ঞাতগতির্জহ্যাৎ স বৈ ধীর উদাহৃতঃ ॥ ২৫ ॥
যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ ॥ ২৬ ॥

তাঁহারা এইরূপে সাংসারিক কার্য্যে মগ্ন হইলে দুর্নিবার কাল তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৬

বিদুর তাহা বুঝিতে পারিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—রাজন্! শীঘ্র সংসার ত্যাগ করিয়া বাহির হউন, সম্মুখে মহাভয় উপস্থিত। কোথায়ও কেহ কখনও যাহার প্রতিকার বা প্রতিরোধ করিতে পারে না, এবং যে কাল প্রাপ্ত হইলে ধন তো দূরের কথা, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম স্ত্রী-পুত্রদিগকেও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়, সেই কাল আমাদের সকলেরই সম্মুখে সমুপস্থিত। ১৭-১৯

আপনার পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও পুত্র সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; বয়সও অনেক হইয়াছে; নিজে এখন জরাগ্রস্ত এবং পরগৃহে বাস করিতেছেন। ২০

আপনি পূর্ব্ব হইতেই জন্মান্ধ, সম্প্রতি (জরাগ্রস্ত হওয়ায়) বধির ও মন্দবুদ্ধি হইয়াছেন,দন্ত সকল ভগ্ন ও অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে, শ্লেষ্মায় সর্ব্বদেহ ব্যাপ্ত হইয়াছে; তথাপি আপনার বিষয়াভিলাষ নষ্ট হয় নাই? ২১

উঃ! মানবের বাঁচিবার আশা কি প্রবল, যে ভীম আপনার শত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে, আজ তাহারই পরিত্যক্ত পিণ্ড কুক্কুরের ন্যায় ভক্ষণ করিতেছেন! যাহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, যাহাদিগের উদ্দেশ্যে বিষ-প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাদের পত্নীকে (প্রকাশ্য সভায়) অপমানিতা করাইয়াছিলেন, যাহাদের ক্ষেত্র সম্পৎ অপহরণ করিয়াছিলেন, হায়! রাজন্, এখন তাহাদের অন্নেই প্রাণধারণ করিতেছেন! ২২-২৩

তবু আপনার বাঁচিবার দুরাশা যাইতেছে না? যে দেহের জন্য আপনার এত হীনতা স্বীকার, সেই দেহ পরিহিত পুরাতন বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইয়া আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জরায় নষ্ট হইয়া যাইবে। ২৪

যে ব্যক্তি এই দেহের স্বার্থ-রক্ষায় (অর্থাৎ যশোধর্ম্মাদি অর্জ্জনে) অক্ষম হইলে অভিমান ও বিষয়ভোগবাসনা তুচ্ছ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে বনে গমন করেন, তাঁহাকেই প্রকৃত ধীর বলা হয়। ২৫

আর যে মহাত্মা পূর্ব্ব হইতেই নিজ বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা বা পরোপদেশের দ্বারা সংসারলালসা বিসর্জ্জন দিয়া হৃদয়ের ধন শ্রীহরিকে হৃদয়ে সযত্নে ধারণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তাঁহাকে নরোত্তম বলা হয়। ২৬

অথোদীচীং দিশং যাতু স্বৈরজ্ঞাতগতির্ভবান্। ইতোঽর্ব্বাক্ প্রায়শঃ কালঃ পুংসাং গুণবিকর্ষণঃ॥২৭॥
এবং রাজা বিদুরেণানুজেন প্রজ্ঞাচক্ষুর্বোধিতো হ্যাজমীঢ়ঃ।
ছিত্ত্বা স্বেষু স্নেহপাশান্ দ্রঢ়িম্নো নিশ্চক্রাম ভ্রাতৃসন্দর্শিতাধ্বা॥ ২৮ ॥
পতিং প্রয়ান্তং সুবলস্য পুত্রী পতিব্রতা চানুজগাম সাধ্বী।
হিমালয়ং ন্যস্তদণ্ডপ্রহর্ষং মনস্বিনামিব সন্ সম্প্রহারঃ॥ ২৯ ॥
অজাতশত্রুঃ কৃতমৈত্রো হুতাগ্নির্বিপ্রান্নত্বা তিলগোভূমিরুক্মৈঃ।
গৃহং প্রবিষ্টো গুরুবন্দনায় ন তাবপশ্যৎ পিতরৌ সৌবলীঞ্চ॥ ৩০ ॥
তত্র সঞ্জয়মাসীনং পপ্রচ্ছোদ্বিগ্নমানসঃ।
গাবল্গণে ক্ব নস্তাতো বৃদ্ধো হীনশ্চ নেত্রয়োঃ॥ ৩১ ॥
অম্বা বা হতপুত্রার্ত্তা পিতৃব্যঃ ক্ব গতঃ সুহৃৎ॥
অপি ময্যকৃতপ্রজ্ঞে হতবন্ধুঃ স ভার্য্যয়া। আশংসমানঃ শমলং গঙ্গায়াং দুঃখিতোঽপতৎ॥৩২॥
পিতর্য্যুপরতে পাণ্ডৌ সর্ব্বান্নঃ সুহৃদঃ শিশূন্। অরক্ষতাং ব্যসনতঃ পিতৃব্যৌ ক্ব গতাবিতঃ॥৩৩॥

আপনি পূর্ব্বে নরোত্তম হইতে পারেন নাই, এক্ষণে ধীর হইতে পারেন, কাহাকেও না বলিয়া এই ক্ষণেই উত্তরমুখে প্রস্থান করুন। কেন না, ইহার পরই কাল আপনার ধৈর্য্য ও ধর্ম্মাদি গুণ বল-পূর্ব্বক হরণ করিয়া অচিরেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। ২৭

অনুজ বিদুরের উপদেশে এইরূপে জ্ঞানচক্ষুঃ প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষপথ দর্শন করিলে পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিদ্রোত্থিতের ন্যায় সচেতন হইলেন এবং নিজের দৃঢ় স্নেহপাশ সকল ছেদনানন্তর বিদুর কর্ত্তৃক দৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া তন্মুহূর্ত্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ২৮

যুদ্ধে বীরদিগকে যেমন তীব্র প্রহার অনুগমন করে, সেইরূপ সুবলনন্দিনী সুশীলা গান্ধারী যতি-দিগের আনন্দ-নিকেতন হিমালয় পর্ব্বত অভিমুখে স্বামীকে গমন করিতে দেখিয়া স্বামীর অনুসরণ করিলেন। ২৯

অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিনও নিত্যকৃত্য ও হোমাদি সমাপনান্তে অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির তিল, গো, ভূমি ও স্বর্ণাদি দান সহকারে ব্রাহ্মণসমূহকে প্রণাম করিয়া গুরুবন্দন অভিপ্রায়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও গান্ধারী ইঁহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মাত্র সঞ্জয়কে একাকী দেখিয়া উদ্বেগাকুল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গবল্গণনন্দন সঞ্জয়! অতি-বৃদ্ধ অন্ধ জ্যেষ্ঠতাত কোথায় গেলেন? এবং পুত্রশোকার্ত্তা মাতা গান্ধারীই বা কোথায়? আর আমাদের পরম সুহৃৎ বিদুরই বা কোথায় গিয়াছেন? ৩০-৩১

বোধ হয়, আমাকে অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধি চিন্তা করিয়া, আমি তাঁহাদের পুত্রদিগকে বধ করিয়াছি, হয় ত বা কবে তাঁহাদিগেরও কিছু অনিষ্ট করিব, এইরূপ আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া তাঁহারা উভয়ে গঙ্গায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছেন। ৩২

আমাদের অতি শৈশবে পিতৃদেব পাণ্ডু স্বর্গগমন করিলে এই পিতৃব্যদ্বয় আমাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া পালন করিয়াছিলেন, সেই পিতৃব্যগণ আজ কোথায় গেলেন? ৩৩

শ্রীসূত উবাচ।

কৃপয়া স্নেহবৈক্লব্যাৎ সূতো বিরহকর্ষিতঃ। আত্মেশ্বরমচক্ষাণো ন প্রত্যাহাতিপীড়িতঃ ॥ ৩৪ ॥
বিমৃজ্যাশ্রূণি পাণিভ্যাং বিষ্টভ্যাত্মানমাত্মনা। অজাতশত্রুং প্রত্যূচে প্রভোঃ পাদাবনুস্মরন্ ॥৩৫॥

শ্রীসঞ্জয় উবাচ।

নাহং বেদ ব্যবসিতং পিত্রোর্ব্বঃ কুলনন্দন। গান্ধার্য্যা বা মহাবাহো মুষিতোঽস্মি মহাত্মভিঃ ॥৩৬॥
অথাজগাম ভগবান্নারদঃ সহতুম্বুরুঃ। প্রত্যুত্থায়াভিবাদ্যাহ সানুজোঽভ্যর্চ্চয়ন্নিব ॥ ৩৭ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ।

নাহং বেদ গতিং পিত্রোর্ভগবান্ ক্ব গতাবিতঃ। অম্বা বা হতপুত্রার্ত্তা ক্ব গতা চ তপস্বিনী ॥
কর্ণধার ইবাপারে ভগবান্ পারদর্শকঃ। ॥ ৩৮ ॥
অথাবভাষে ভগবান্নারদো মুনিসত্তমঃ। ॥ ৩৯ ॥

নারদ উবাচ।

মা কঞ্চন শুচো রাজন্ যদীশ্বরবশং জগৎ।
লোকাঃ সপালা যস্যেমে বহন্তি বলিমীশিতুঃ।
স সংযুনক্তি ভূতানি স এব বিযুনক্তি চ ॥ ৪০ ॥
যথা গাবো নসি প্রোতাস্তন্ত্যাং বদ্ধাশ্চ দামভিঃ। বাকৃতন্ত্যাং নামভির্বদ্ধা বহন্তি বলিমীশিতুঃ ॥৪১॥

সূত কহিলেন, সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় স্নেহ-চক্ষে দেখিতেন এবং অনুগ্রহ করিতেন। সেই আত্মেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রকে না দেখিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই কাতর হইয়াছিলেন, তজ্জন্য প্রথমতঃ তিনি যুধিষ্ঠিরকে কিছু বলিতে সক্ষম হইলেন না। কিছুক্ষণ অশ্রুপাতের পর আত্ম-সংবরণ পূর্ব্বক হস্ত দ্বারা চক্ষু মার্জ্জনান্তে প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের চরণযুগল স্মরণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৪-৩৫

হে কুরুকুলনন্দন! তোমার পিতৃব্যদ্বয় ও দেবী গান্ধারী আমায় বঞ্চনা করিয়া কোথায় যে গমন করিয়াছেন, আমি তাহা জানি না। উভয়ে এইভাবে শোক প্রকাশ ও কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ নারদ তুম্বুরুর সহিত সেখানে আগমন করিলেন। তিনি আসিবামাত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করিয়া তাঁহার যথাবিহিত পূজাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩৬-৩৭

মহাভাগ! আমার পিতৃব্যদ্বয় ও পুত্রশোকাকুলা তপস্বিনী মাতা গান্ধারী এখান হইতে কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমি জ্ঞাত নহি; তাঁহাদের অদর্শনে আমি শোকমগ্ন হইতেছি, আপনি আমার শোক-পারাবারের কর্ণধার হইয়া, তাঁহারা কোথায় গমন করিয়াছেন বলিয়া দিন। অতঃপর ভগবান্ নারদ বলিতে আরম্ভ করিলেন, রাজন্! সমস্ত জগৎ ঈশ্বরাধীন, শোক করিও না,—শোক করিয়া কি হইবে? যেহেতু ইন্দ্রাদি লোকপালগণ পর্য্যন্ত তাঁহারই ইঙ্গিতে পূজোপহার বহন করেন। যেমন একটি লম্বা রজ্জু দ্বারা গো সকল আবদ্ধ হইলেও আবার ভিন্ন ভিন্ন রজ্জু দ্বারা তাহাদের নাসিকা বন্ধন করা হয়, সেইরূপ একই বেদ-বাণী দ্বারা চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রম পরিচালিত হইলেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি স্বতন্ত্রভাবে সেই ঈশ্বরের পূজোপহার বহন করিয়া থাকে। ৩৮-৪১

যথা ক্রীড়োপস্করাণাং সংযোগবিগমাবিহ। ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুঃ স্যাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নৃণাম্ ॥৪২॥
যন্মন্যসে ধ্রুবং লোকমধ্রুবং বা নবোভয়ম্। সর্ব্বথা নহি শোচ্যাস্তে স্নেহাদন্যত্র মোহজাৎ ॥৪৩॥
তস্মাজ্জহ্যঙ্গ বৈক্লব্যমজ্ঞানকৃতমাত্মনঃ। কথং ত্বনাথাঃ কৃপণা বর্ত্তেরংস্তে চ মাং বিনা ॥ ৪৪ ॥
কালকর্ম্মগুণাধীনো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ। কথমন্যাংস্তু গোপায়েৎ সর্পগ্রস্তো যথাপরম্ ॥৪৫॥
অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্। ফল্গূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্ ॥ ৪৬ ॥
তদিদং ভগবান্রাজন্নেক আত্মাত্মনাং স্বদৃক্। অন্তরোঽনন্তরো ভাতি পশ্য তং মায়য়োরুধা ॥৪৭॥
সোঽয়মদ্য মহারাজ ভগবান্ ভূতভাবনঃ। কালরূপোঽবতীর্ণোঽস্যামভবায় সুরদ্বিষাম্ ॥ ৪৮ ॥
নিষ্পাদিতং দেবকৃত্যমবশেষং প্রতীক্ষতে। তাবদ্যূয়ং প্রতীক্ষধ্বং ভবেদ্যাবদিহেশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥
ধৃতরাষ্ট্রঃ সহ ভ্রাত্রা গান্ধার্য্যা চ স্বভার্য্যয়া। দক্ষিণেন হিমবত ঋষীণামাশ্রমং গতঃ ॥ ৫০ ॥
স্রোতোভিঃ সপ্তভির্যা বৈ স্বর্ধুনী সপ্তধা ব্যধাৎ। সপ্তানাং প্রীতয়ে নানা সপ্তস্রোতঃ প্রচক্ষতে ॥৫১॥

যেমন কাঠের খেলনায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোগ ও বিযোগ করা ক্রীড়াপ্রিয় বালকের ইচ্ছাতেই হইয়া থাকে, সেইরূপ মানবগণের সংযোগ ও বিযোগ পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই হইয়া থাকে। ৪২

তদ্ভিন্ন এ জীব-জগৎকে যে ভাবেই চিন্তা কর, শোক করিবার ত' কিছু নাই। জীবরূপে চিন্তা করিলে তাহা ত' নিত্য, দেহরূপে চিন্তা করিলে তাহা অনিত্য, আবার শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপে চিন্তা করিলে ইহা নিত্য ও অনিত্যের অতীত। অথবা অনির্ব্বচনীয়রূপে চিন্তা করিলেও শোকের কোন কারণ নাই। একমাত্র মোহজনিত স্নেহই শোকের নিদান। অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর। তুমি ভাবিতেছ, তোমার আশ্রয় ব্যতীত তোমার গুরুগণ কি ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, কত কষ্টই না তাঁহাদের হইবে? জড়তা দূর কর, এ সব চিন্তা করা তোমার উচিত নহে। ৪৩-৪৪

কাল, ধর্ম্ম এবং ত্রিগুণের অধীনে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ, এই দেহের উপাদানভূত গুণ হইতে কর্ম্ম বা কাল বিযুক্ত হইলেই দেহের ধ্বংস অনিবার্য্য। অজগর কর্ত্তৃক গ্রস্ত মানব যেমন অপরকে রক্ষা করিতে পারে না, সেইরূপ অন্যে কে এই দেহ রক্ষা করিবে?—৪৫

ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট জীবিকার উপায় প্রত্যেক জীবই প্রাপ্ত হয়। পশু মনুষ্যের ভক্ষ্য, আবার পশুর ভক্ষ্য তৃণ-গুল্মাদি, এইরূপে সকল প্রাণীই নিজ হইতে ক্ষুদ্রতর জীবকে ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। তজ্জন্য তোমার পিতৃব্যদ্বয় ও পিতৃব্যপত্নীর জীবিকার জন্য চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। ৪৬

রাজন্! আরও দেখ, ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভুবনই সেই পরমেশ্বরের রূপ, ঈশ্বরই একমাত্র সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। অতএব এ সমস্তই পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ঈশ্বরই ভোক্তা, তিনিই আন্তরিক ও বাহ্যিক ভোগ্য বস্তু। তিনি বহু নহেন, এক। এই যে মনুষ্য, পশু প্রভৃতি বিজাতীয় ভেদ দেখা যায়, ইহা ভ্রম মাত্র। কেবল মায়াপরবশ হইয়া জীব নানারূপে তাঁহাকে দেখিয়া থাকে। ৪৭

হে মহারাজ! সেই ভূতভাবন ভগবান্ অসুরকুল-বিনাশের জন্য এক্ষণে দ্বারকাতে অবস্থান করিতেছেন। উপস্থিত অসুর-বধরূপ দেবকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, অবশিষ্ট আছে যদুকুলধ্বংস, তাহারই জন্য তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন, যদুকুলধ্বংস সম্পন্ন হইলেই তিনি স্বধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। তোমরাও তাঁহার গমনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। ৪৮-৪৯

অনুজ বিদুর ও নিজ প্রিয়া গান্ধারীর সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র হিমালয়ের দক্ষিণে ঋষিদিগের যে আশ্রম আছে, সেখানে গিয়াছেন। যেখানে সুরধুনী গঙ্গা সপ্ত ঋষির প্রীতির নিমিত্ত সপ্তধারায় প্রবাহিত হইয়া সপ্তস্রোতা নামে অভিহিতা হইয়াছেন। ৫০-৫১

স্নাত্বানুসবনং তস্মিন্ হুত্বা চাগ্নিং যথাবিধি। অব্ভক্ষ উপশান্তাত্মা স আস্তে বিগতৈষণঃ ॥৫২॥
জিতাসনো জিতশ্বাসঃ প্রত্যাহৃতষড়িন্দ্রিয়ঃ। হরিভাবনয়া ধ্বস্তরজঃসত্ত্বতমোমলঃ ॥ ৫৩ ॥
বিজ্ঞানাত্মনি সংযোজ্য ক্ষেত্রজ্ঞে প্রবিলাপ্য তম্। ব্রহ্মণ্যাত্মানমাধারে ঘটাম্বরমিবাম্বরে ॥ ৫৪ ॥
ধ্বস্তমায়াগুণোদর্কো নিরুদ্ধকরণাশয়ঃ। নিবর্ত্তিতাখিলাহার আস্তে স্থাণুরিবাধুনা ॥ ৫৫ ॥
তস্যান্তরায়ো মৈবাভূঃ সংন্যস্তাখিলকর্ম্মণঃ। স বা অদ্যতনাদ্রাজন্ পরতঃ পঞ্চমেঽহনি।
কলেবরং হাস্যতি স্বং তচ্চ ভস্মীভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥
দহ্যমানেঽগ্নিভির্দ্দেহে পত্যুঃ পত্নী সহোটজে। বহিঃ স্থিতা পতিং সাধ্বী তমগ্নিমনুবেক্ষ্যতি ॥৫৭॥
বিদুরস্তু তদাশ্চর্য্যং নিশাম্য কুরুনন্দন। হর্ষশোকযুতস্তস্মাদ্গন্তা তীর্থনিষেবকঃ ॥ ৫৮ ॥
ইত্যুক্ত্বাথারুহৎ স্বর্গং নারদঃ সহতুম্বুরুঃ। যুধিষ্ঠিরো বচস্তস্য হৃদি কৃত্বা জহাচ্ছুচঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে
নারদবাক্যং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সেই সপ্তস্রোতা-তীরে স্নান এবং যথাবিধি অগ্নিতে হোমানুষ্ঠান এবং জলমাত্র পান করিয়া অনাহারে শান্তচিত্তে অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা দিন অতিবাহিত করিতেছেন। ৫২

তিনি পুত্রদের জন্য শোক করেন না, বিষয়াসক্তি হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে আকর্ষণ করিয়া আসন ও শ্বাসরোধ অভ্যাস করিতে করিতে প্রাণায়াম, আসন ও প্রত্যাহার নামক যোগাঙ্গে সিদ্ধ হইয়াছেন। শ্রীহরিধ্যান দ্বারা তাঁহার রজঃ, সত্ব ও তমোগুণস্বরূপ মলা বিদূরিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি ধ্যান ও ধারণা নামক যোগাঙ্গসম্পন্ন হইয়াছেন। আত্মা যে আমিত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন জড়দেহ হইতে ভিন্ন, এ জ্ঞান তাঁহার হইয়াছে। কাজেই তিনি বুদ্ধিকে দৃশ্যরূপে চিন্তা না করিয়া দ্রষ্টারূপে আত্মার সহিত একরূপে চিন্তা কারতেছেন। যেমন ঘট উপাধিমাত্র, কেন না, ঘট ভগ্ন হইলে পর তাহাতে নিয়ত স্থিত আকাশ যেমন মহাকাশে বিলীন হয়, সেইরূপ এই দ্রষ্টাও পরমব্রহ্মে লীন হন। তোমার জ্যেষ্ঠতাত সমস্তই জানিয়াছেন, অতএব তাঁহার সিদ্ধিও হইয়াছে। ৫৩-৫৪

যোগ করিবার সময় যদি চিত্তভ্রংশ হয়, তাহাকে ব্যুত্থান কহে। তোমার জ্যেষ্ঠতাত—মায়াগুণের চরম ফল হইল বাসনা, সেই বাসনা ত্যাগের দ্বারা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও মনঃসংযম করিয়াছেন, অতএব তাঁহার বিষয়-ভোগের আর বাসনা না থাকাতে তাঁহার ব্যুত্থান হইবারও আশঙ্কা নাই। এখন মাত্র তিনি সর্ব্ব-বাসনার অতীত হইয়া স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতে-ছেন। সর্ব্বকর্ম্মের বহির্ভূত তাঁহাকে আনিতে গিয়া তুমি আর তাঁহার বিঘ্নস্বরূপ হইও না। হে রাজন্, তিনি অদ্য হইতে পঞ্চম দিনে দেহত্যাগ করিবেন এবং তাঁহার সেই নশ্বর দেহও ভস্মীভূত হইবে। গার্হপত্য অগ্নির সহিত যোগাগ্নি দ্বারা তাঁহার দেহ দগ্ধকালীন সাধ্বী গান্ধারীও তাঁহার অনুমৃতা হইবেন। হে কুরুনন্দন! বিদুরও ভ্রাতার সেই আশ্চর্য্য সদ্গতি দর্শন করিয়া, যুগপৎ হর্ষ-শোকযুক্ত হইয়া সেই স্থান হইতেই তীর্থসেবার জন্য প্রস্থান করিবেন। ৫৫-৫৮

এই কথা বলিবার পর নারদ তুম্বুরু সহ স্বর্গা-রোহণ করিলেন। যুধিষ্ঠিরও তাঁহার বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া শোক-মোহ ত্যাগ করিলেন। ৫৯

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীসূত উবাচ।

সংপ্রস্থিতে দ্বারকায়াং জিষ্ণৌ বন্ধুদিদৃক্ষয়া। জ্ঞাতুঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্য চ বিচেষ্টিতম্ ॥ ১ ॥
ব্যতীতাঃ কতিচিন্মাসাস্তদা নায়াত্ততোঽর্জ্জুনঃ। দদর্শ ঘোররূপাণি নিমিত্তানি কুরূদ্বহঃ ॥ ২ ॥
কালস্য চ গতিং রৌদ্রাং বিপর্য্যস্তর্ত্তুধর্ম্মিণঃ। পাপীয়সীং নৃণাং বার্ত্তাং ক্রোধলোভানৃতাত্মনাম্ ॥৩॥
জিহ্মপ্রায়ং ব্যবহৃতং শাঠ্যমিশ্রঞ্চ সৌহৃদম্। পিতৃমাতৃসুহৃদ্‌ভ্রাতৃদম্পতীনাঞ্চ কল্কনম্ ॥ ৪ ॥
নিমিত্তান্যত্যরিষ্টানি কালে ত্বনুগতে নৃণাম্। লোভাদ্যধর্ম্মপ্রকৃতিং দৃষ্ট্বোবাচানুজং নৃপঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ।

সংপ্রেষিতো দ্বারকায়াং জিষ্ণুর্বন্ধুদিদৃক্ষয়া। জ্ঞাতুঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্য চ বিচেষ্টিতম্ ॥ ৬ ॥
গতাঃ সপ্তাধুনা মাসা ভীমসেন তবানুজঃ। নায়াতি কস্য বা হেতোর্নাহং বেদেদমঞ্জসা ॥ ৭ ॥
অপি দেবর্ষিণাদিষ্টঃ স কালোঽয়মুপস্থিতঃ। যদাত্মনোঽঙ্গমাক্রীড়ং ভগবানুৎসিসৃক্ষতি ॥ ৮ ॥
যস্মান্নঃ সম্পদো রাজ্যং দারাঃ প্রাণাঃ কুলং প্রজাঃ। আসন্ সপত্নবিজয়ো লোকাশ্চ যদনুগ্রহাৎ ॥৯॥
পশ্যোৎপাতান্নরব্যাঘ্র দিব্যান্ ভৌমান্ সদৈহিকান্। দারুণান্ শংসতোঽদূরাদ্ভয়ং নো বুদ্ধিমোহনম্॥১০॥

অর্জ্জুনের হস্তিনা প্রত্যাবর্ত্তন

সূত কহিলেন, অর্জ্জুন পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানিবার জন্য এবং বন্ধু সকলের দর্শন জন্য দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক মাস অতীত হইল, তথাপি তিনি হস্তিনায় প্রত্যাগত হইলেন না। এ দিকে যুধিষ্ঠির নানাবিধ দুর্লক্ষণসমূহ দেখিতে লাগিলেন। ১-২

কালের গতি ভীষণরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল, যে ঋতুর যাহা ধর্ম্ম, তাহা না হইয়া বিপরীত ভাব ধারণ করিল। ঋতুর অনুযায়ী ফলপুষ্প না হইয়া বিপরীতভাবে ফলিতে আরম্ভ করিল। মনুষ্য সকল ক্রোধ-লোভপরবশ হইয়া মিথ্যা ব্যবহারে জীবিকা অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের বন্ধুত্বে শঠতা ও ব্যবহারে কপটতা প্রকাশ পাইতে লাগিল, পিতামাতার সহিত পুত্রের, ভ্রাতাতে ভ্রাতাতে, বন্ধুর সহিত বন্ধুর, এমন কি, স্বামি-স্ত্রীতে পর্য্যন্ত কলহ আরম্ভ হইল। ৩-৪

এই প্রকার ভীষণ অমঙ্গল এবং লোভাদিবশতঃ অধর্ম্মপ্রকৃতি মানবদিগকে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির অনুজ ভীমসেনকে ডাকিয়া বলিলেন। ৫

আমি বন্ধু-বান্ধব ও শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানিবার জন্য অর্জ্জুনকে দ্বারকায় পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সপ্ত মাস হইল, তথাপি তিনি কি জন্য প্রত্যাগমন করিলেন না, বুঝিতে পারিতেছি না। ৬-৭

দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ মনুষ্যলীলা-নাট্যের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই কালই কি বর্ত্তমানে সমুপস্থিত হইল ? ৮

শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইতেই আমাদের রাজ্য, স্ত্রী, প্রাণ, বংশমর্য্যাদা, সন্তান ও শত্রুজয় হইয়াছে এবং তাঁহারই অনুগ্রহে (যজ্ঞ দ্বারা প্রাপ্য) পরলোকে সদ্‌গতিলাভ, আশা করি। ৯

হে নরশ্রেষ্ঠ! দিব্য, ভৌম ও দৈহিক অমঙ্গল-সমূহ প্রত্যক্ষ কর। আমি আশঙ্কা করিতেছি, আমাদেরও বিপদ উপস্থিত হইবার বিলম্ব নাই। ১০

ঊর্ব্বক্ষিবাহবো মহ্যং স্ফুরন্ত্যঙ্গ পুনঃ পুনঃ। বেপথুশ্চাপি হৃদয় আরাদ্দাস্যন্তি বিপ্রিয়ম্ ॥১১॥
শিবৈষোদ্যন্তমাদিত্যমভিরৌত্যনলাননা। মামঙ্গ সারমেয়োঽয়মভিরেভত্যভীরুবৎ ॥ ১২ ॥
শস্তাঃ কুর্ব্বন্তি মাং সব্যং দক্ষিণং পশবোঽপরে। বাহাংশ্চ পুরুষব্যাঘ্র লক্ষয়ে রুদতো মম ॥ ১৩ ॥
মৃত্যুদূতঃ কপোতোয়মুলূকঃ কম্পয়ন্মনঃ। প্রত্যুলূকশ্চ কুহ্বানৈর্বিশ্বং বৈ শূন্যমিচ্ছতঃ ॥১৪॥
ধূম্রা দিশঃ পরিধয়ঃ কম্পতে ভূঃ সহাদ্রিভিঃ। নির্ঘাতশ্চ মহাংস্তাত সাকঞ্চ স্তনয়িত্নুভিঃ ॥১৫॥
বায়ুর্ব্বাতি খরস্পর্শো রজসা বিসৃজংস্তমঃ। অসৃগ্বর্ষন্তি জলদা বীভৎসমিব সর্ব্বতঃ ॥ ১৬ ॥
সূর্য্যং হতপ্রভং পশ্য গ্রহমর্দ্দং মিথো দিবি। সসঙ্কুলৈর্ভূতগণৈর্জ্বলিতে রোদসী ইব ॥ ১৭ ॥
নদ্যো নদাশ্চ ক্ষুভিতাঃ সরাংসি চ মনাংসি চ। নজ্বলত্যগ্নিরাজ্যেন কালোঽয়ং কিং বিধাস্যতি ॥১৮॥
ন পিবন্তি স্তনং বৎসা ন দুহ্যন্তি চ মাতরঃ। রুদন্ত্যশ্রুমুখা গাবো ন হৃষ্যন্ত্যৃষভা ব্রজে ॥ ১৯॥
দৈবতানি রুদন্তীব স্বিদ্যন্তি প্রচলন্তি চ। ইমে জনপদা গ্রামাঃ পুরোদ্যানাকরাশ্রমাঃ।
ভ্রষ্টশ্রিয়ো নিরানন্দাঃ কিমঘং দর্শয়ন্তি নঃ ॥ ২০ ॥

বক্ষঃ, চক্ষুঃ, হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ বারম্বার স্পন্দিত হইতেছে, হৃদয়-কম্পনের দ্বারা অনুভব করিতেছি, আমাদের বিপদ নিকটবর্ত্তী। ১১

আরও দেখ, তপন উদিত হইলেও উল্কামুখী শৃগালগণ তাহার অভিমুখে চীৎকার করত অনল উদ্গিরণ করিতেছে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে কুকুরগণ যেন আমায় লক্ষ্য করিয়া ডাকিতেছে। ১২

গো প্রভৃতি পশু সকল আমায় বামে রাখিয়া গমন করিতেছে, গদ্দভ প্রভৃতি জন্তুগণ আমায় প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতেছে, আমায় লক্ষ্য করিয়া আমার ঘোটকগণ রোদন করিতেছে, ইহাও কয় দিন হইতেই দেখিতেছি। ১৩

ঐ কপোত যেন মৃত্যুদূতরূপে বসিয়া আছে, ঐ পেচক ও উহার প্রতিপক্ষ বায়সের চীৎকারে আমার হৃৎকম্প হইতেছে, মনে হইতেছে যেন এ বিশ্ব শূন্য করিবার জন্যই উহারা এইরূপ ভীষণ শব্দ করিতেছে। ১৪

দিঙ্মণ্ডল ধূম্রবর্ণ পরিধির মত দেখা যাইতেছে—পৃথিবী পর্ব্বতগণের সহিত পুনঃ পুনঃ কম্পমান হইতেছে, মেঘ না থাকিলেও ভীষণ শব্দে মুহুর্মুহুঃ বজ্রপতন হইতেছে। ১৫

দেখ, কি ভীষণ উষ্ণস্পর্শ বায়ু বহিতেছে, চতুর্দ্দিকে ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া সমস্ত দিক্ অন্ধকার করিয়া ফেলিতেছে। মেঘসমূহ রক্তবৃষ্টি করিতেছে। সূর্য্যের যেন আর তাদৃশ জ্যোতিঃ নাই, গ্রহগণ আকাশে যেন পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে। দেখ, চতুর্দ্দিকে যেন রুদ্রানুচরগণ অন্যান্য প্রাণীর সহিত মিলিত হইয়া ভূমণ্ডল ও আকাশ প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই সব ভয়াবহ দৃশ্য প্রকট হইতেছে। ১৬-১৭

নদী, নদ ও সরোবর সকল আলোড়িত হইতেছে, জীবমাত্রেই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। কি আশ্চর্য্য! দেখ, ঘৃত দ্বারাও অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে না। কাল আরও কি বিধান করিবেন, জানি না। ১৮

কি আশ্চর্য্য! দেখ, বৎসগণ স্তন্যপান করিতেছে না, মাতারাও তাহাদের স্তন্যদানে বিরত। গাভীগণ অশ্রুত্যাগ করিতেছে, মহোক্ষ সকল নিরানন্দে গোঠে ভ্রমণ করিতেছে। ১৯

দেব-প্রতিমার অঙ্গ হইতে স্বেদ নির্গত হইতেছে, তাঁহারা রোদন করিতেছেন এবং যেন কম্পিত হইতেছেন। এই সমস্ত জনপদ, গ্রাম, নগর, উদ্যান, আকর, আশ্রমসমূহ শোভাহীন নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছে। জানি না, আমাদের কি সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত। ২০

মন্য এতৈর্মহোৎপাতৈর্নূনং ভগবতঃ পদৈঃ। অনন্যপুরুষশ্রীভির্হীনা ভূর্হতসৌভগা ॥ ২১ ॥
ইতি চিন্তয়তস্তস্য দৃষ্টারিষ্টেন চেতসা। রাজ্ঞঃ প্রত্যাগমদ্ ব্রহ্মন্ যদুপুর্য্যাঃ কপিধ্বজঃ ॥২২॥
তং পাদয়োর্নিপতিতমযথাপূর্ব্বমাতুরম্। অধোবদনমব্বিন্দূন্ সৃজন্তং নয়নাব্জয়োঃ ॥ ২৩ ॥
বিলোক্যোদ্বিগ্নহৃদয়ো বিচ্ছায়মনুজং নৃপঃ। পৃচ্ছতি স্ম সুহৃন্মধ্যে সংস্মরন্নারদেরিতম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ।

কচ্চিদানর্ত্তপুর্য্যাং নঃ স্বজনাঃ সুখমাসতে। মধুভোজদশার্হার্হাঃ সাত্বতান্ধকবৃষ্ণয়ঃ ॥ ২৫ ॥
শূরো মাতামহঃ কচ্চিৎ স্বস্ত্যাস্তে বাথ মারিষঃ। মাতুলঃ সানুজঃ কচ্চিৎ কুশল্যানকদুন্দুভিঃ ॥২৬॥
সপ্ত স্বসারস্তৎপত্ন্যো মাতুলান্যঃ সহাত্মজাঃ। আসতে সস্নুষাঃ ক্ষেমং দেবকীপ্রমুখাঃ স্বয়ম্ ॥২৭॥
কচ্চিদ্রাজাহুকো জীবত্যসৎপুত্রোঽস্য চানুজঃ। হৃদীকঃ সসুতোঽক্রূরো জয়ন্ত-গদ-সারণাঃ ॥২৮॥
আসতে কুশলং কচ্চিদ্যে চ শত্রুজিদাদয়ঃ। কচ্চিদাস্তে সুখং রামো ভগবান্ সাত্বতাং প্রভুঃ॥২৯॥
প্রদ্যুম্নঃ সর্ব্ববৃষ্ণীনাং সুখমাস্তে মহারথঃ। গম্ভীররয়োঽনিরুদ্ধো বর্দ্ধতে ভগবানুত ॥ ৩০ ॥
সুষেণশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ। অন্যে চ কার্ষ্ণি-প্রবরাঃ সপুত্রা ঋষভাদয়ঃ ॥৩১॥

আমি মনে করিতেছি, ভগবানের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত চরণকমল এই পৃথিবীতে আর নাই; পৃথিবীর সে সৌভাগ্য বোধ হয় বিনষ্ট হইয়াছে। ২১

যুধিষ্ঠির এই সব উৎপাত দর্শন করিয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে যদুপুরী দ্বারকা হইতে কপিধ্বজ অর্জ্জুন প্রত্যাগত হইলেন। ২২

অর্জ্জুন রাজচরণে নমস্কার করিলে রাজা দেখিলেন, অর্জ্জুন নতবদনে রোদন করিতেছেন, তাঁহার নীলোৎপল সদৃশ চক্ষুঃ হইতে অনবরত বাষ্পবিন্দু পতিত হইতেছে। ২৩

তাঁহার দেহের লাবণ্য নষ্ট হইয়াছে ও বক্ষ স্পন্দিত হইতেছে। চির-আনন্দময় অর্জ্জুনকে বিষণ্ণ দেখিয়া ও নারদের উক্তি স্মরণ করিয়া রাজা অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ২৪

অর্জ্জুন কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হইলে, সুহৃদগণের নিকট তাঁহাকে বসাইয়া সশঙ্কচিত্তে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতঃ! আমাদের পরম মিত্র, মধু, ভোজ, দশার্হ, অর্হ, সাত্বত, অন্ধক ও বৃষ্ণি-বংশীয়দের কুশল ত? ২৫

পূজনীয় মাতামহ শূর সুখে আছেন ত? মাতুল বসুদেব ও তাঁহার কনিষ্ঠের মঙ্গল ত? ২৬

সপ্ত ভগিনী সহ দেবকী—আমাদের অষ্ট মাতুলানী—নিজ নিজ পুত্রগণের সহিত কুশলে আছেন ত? ২৭

রাজা (আহুকের) উগ্রসেনের পুত্র অতি অসৎ, অতএব তার কুশল-প্রশ্নে ফল কি? দেবক নামক কনিষ্ঠের সহিত উগ্রসেন জীবিত আছেন ত? আর হৃদীক, হৃদীকের পুত্র কৃতবর্ম্মা, গদ, সারণ, শত্রুজিৎ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণসহ শ্রীকৃষ্ণ এবং ভক্তপ্রাণ ভগবান্ বলদেব মঙ্গলে আছেন ত? তাঁহাদের ত কোন অনিষ্ট ঘটে নাই? বৃষ্ণিবংশীয় মহারথ প্রদ্যুম্নের কুশল ত? রণ-ক্ষেত্রে আশ্চর্য্য বেগধারী অনিরুদ্ধ সর্ব্বকল্যাণভাজন হইয়া দিনযাপন করিতেছেন ত? চারুদেষ্ণ, সুষেণ, জাম্ববতী-পুত্র সাম্ব ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ আত্মজগণের ত মঙ্গল? স্ব স্ব পুত্রসহ ঋষভ প্রভৃতির কুশল ত? ২৮-৩১

তথৈবানুচরাঃ শৌরেঃ শ্রুতদেবোদ্ধবাদয়ঃ। সুনন্দনন্দশীর্ষণ্যা যে চান্যে সাত্বতর্ষভাঃ ॥ ৩২ ॥
অপি স্বস্ত্যাসতে সর্ব্বে রামকৃষ্ণভুজাশ্রয়াঃ। অপি স্মরন্তি কুশলমস্মাকং বদ্ধসৌহৃদাঃ ॥ ৩৩ ॥
ভগবানপি গোবিন্দো ব্রহ্মণ্যো ভক্তবৎসলঃ। কচ্চিৎ পুরে সুধর্ম্মায়াং সুখমাস্তে সুহৃদ্বৃতঃ ॥৩৪॥
মঙ্গলায় চ লোকানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ। আস্তে যদুকুলাম্ভোধাবাদ্যোঽনন্তসখঃ পুমান্ ॥৩৫॥
যদ্বাহুদণ্ডগুপ্তায়াং স্বপুর্য্যাং যদবোঽর্চ্চিতাঃ। ক্রীড়ন্তি পরমানন্দং মহাপৌরুষিকা ইব ॥ ৩৬ ॥

যৎপাদশুশ্রূষণমুখ্যকর্ম্মণা সত্যাদয়ো দ্ব্যষ্টসহস্রযোষিতঃ।
নির্জ্জিত্য সংখ্যে ত্রিদশাংস্তদাশিষো হরন্তি বজ্রায়ুধবল্লভোচিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

যদ্বাহুদণ্ডাভ্যুদয়ানুজীবিনো যদুপ্রবীরা হ্যকুতোভয়া মুহুঃ।
অধিক্রমন্ত্যঙ্ঘ্রিভিরাহৃতাং বলাৎ সভাং সুধর্ম্মাং সুরসত্তমোচিতাম্ ॥ ৩৮ ॥

কচ্চিত্তেনাময়ং তাত ভ্রষ্টতেজা বিভাসি মে। অলব্ধমানোঽবজ্ঞাতঃ কিং বা তাত চিরোষিতঃ ॥৩৯॥
কচ্চিন্নাভিহতোঽভাবৈঃ শব্দাদিভিরমঙ্গলৈঃ। ন দত্তমুক্তমর্থিভ্য আশয়া যৎ প্রতিশ্রুতম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণানুচর উদ্ধব, শ্রুতদেব প্রভৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণ ভুজবল-রক্ষিত, আমাদেরও পরম মিত্র সুনন্দ নন্দ প্রমুখ ভক্তশ্রেষ্ঠগণ কুশলে আছেন ত ভাই? তাঁহারা আমাদের স্মরণ করেন ত? ৩২-৩৩

গো-ব্রাহ্মণহিতকারী ভক্তবৎসল ভগবান্ গোবিন্দ স্বয়ং আত্মীয়বন্ধু-পরিবেষ্টিত হইয়া নিজপুরে সুধর্ম্মা নামক প্রসিদ্ধ সভায় সুখে দিনযাপন করিতেছেন ত? ৩৪

লোকসমূহের মঙ্গলসাধন, পালন এবং উদ্ধারের জন্যই সেই অনাদি পুরুষ অনন্তের অবতার বলরামের সমভিব্যাহারে যদুকুলস্বরূপ সাগরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৩৫

যদুবংশীয়েরা তাঁহারই ভুজবলে রক্ষিত পুরমধ্যে বাস করিয়া ত্রিলোকের বরেণ্য হইয়াছেন, এবং বৈকুণ্ঠপতির অনুচরের ন্যায় পরম সুখে লীলা করিতেছেন। ৩৬

তপস্যা প্রভৃতি কার্য্য হইতে শ্রেষ্ঠতম ভাবিয়া সত্যভামা প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র তাঁহার পত্নীগণ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে দেবগণকে পরাস্ত করিয়া দেবভোগ্য পারিজাতাদি আনয়ন করেন বলিয়া তাঁহারা মর্ত্ত্যে থাকিয়াও স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। যে শ্রীকৃষ্ণের বাহু-বলপ্রভাবে যদুবংশীয় বীরগণ সর্ব্বদা সুরগণ-সেবিত সুধর্ম্মা নাম্নী সভার মধ্যে নির্ভয়ে গমনাগমন করেন, সেই মুকুন্দ মুরারি গোবিন্দের কুশল ত? ৩৭-৩৮

ভ্রাতঃ! তোমার ত কোন অমঙ্গল হয় নাই, তোমাকে এমন হীনপ্রভ দেখিতেছি কেন? বহুদিন বন্ধুগৃহে বাস করিলে যাহা হয়, তোমার কি তাহাই হইয়াছে? সেখানে কি সেরূপ সম্মান যত্ন পাও নাই? তোমায় কি তাহারা অপমান করিয়াছে? অথবা কেহ কি স্নেহশূন্য কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করিয়াছে? ৩৯

কোন প্রার্থী অর্থ যাচ্ঞা করাতে তুমি কি অসামর্থ্য বশতঃ দিতে পার নাই? কিংবা প্রথমে দিব বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহাকে আশা দিয়া শেষে দান কর নাই? ৪০

কচ্চিত্ত্বং ব্রাহ্মণং বালং গাং বৃদ্ধং রোগিণং স্ত্রিয়ম্। শরণোপসৃতং সত্ত্বং নাত্যাক্ষীঃ শরণপ্রদঃ ॥৪১॥
কচ্চিত্ত্বং নাগমোঽগম্যাং গম্যাং বাসৎকৃতাং স্ত্রিয়ম্। পরাজিতো বাথ ভবান্ নোত্তমৈর্নাসমৈঃ পথি॥৪২॥
অপিস্বিৎ পর্য্যভুঙ্‌ক্থাস্ত্বং সম্ভোজ্যান্ বৃদ্ধ-বালকান্। জুগুপ্সিতং কর্ম্ম কিঞ্চিৎ কৃতবান্ন যদক্ষমম্ ॥৪৩॥
কচ্চিৎ প্রেষ্ঠতমেনাথ হৃদয়েনাত্মবন্ধুনা। শূন্যোঽস্মি রহিতো নিত্যং মন্যসে তেঽন্যথা ন রুক্ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
প্রথমস্কন্ধে যুধিষ্ঠির-বিতর্কো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

তুমি আশ্রিতপালক; কোন ব্রাহ্মণ, বালক, বৃদ্ধ, রোগী কিংবা স্ত্রী অথবা অন্য কোন প্রাণী তোমার শরণাগত হওয়ার পর তুমি কি প্রত্যাখ্যান করিয়াছ? ৪১

তুমি কি কোন অগমনীয়াতে গমন করিয়াছ? অথবা তোমার কোন প্রার্থনীয়া স্ত্রীর বসনভূষণ মলিন দেখিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছ? পথিমধ্যে তোমার তুল্য অথবা তোমা অপেক্ষা হীন কোন মনুষ্যের নিকট কি পরাজিত হইয়াছ? ৪২

আহার্য্য বস্তু যাহাকে দান করা উচিত, এমন কোন বৃদ্ধ বা বালককে না দিয়া তুমি নিজে ভোগ করিয়াছ কি? কোন অন্যায় বা নিন্দনীয় কার্য্য ত কর নাই? তুমি ত প্রাণাধিক সখা শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিত হও নাই? বল! বল! ভ্রাতঃ! নিশ্চয়ই কোন ঘোর অনিষ্ট ঘটিয়াছে, নতুবা তোমার এরূপ মনঃকষ্টের হেতু কি? যাহা হউক, তোমার মনঃপীড়ার হেতু বিবৃত কর। ৪৩-৪৪

ইতি চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীসূত উবাচ।

এবং কৃষ্ণসখঃ কৃষ্ণো ভ্রাত্রা রাজ্ঞাবিকল্পিতঃ। নানাশঙ্কাস্পদং রূপং কৃষ্ণবিশ্লেষকর্শিতঃ ॥ ১ ॥

শোকেন শুষ্যদ্বদন-হৃৎসরোজো হতপ্রভঃ। বিভুং তমেবানুধ্যায়ন্নাশক্নোৎ প্রতিভাষিতুম্ ॥২॥

কৃচ্ছ্রেণ সংস্তভ্য শুচঃ পাণিনামৃজ্য নেত্রয়োঃ। পরোক্ষেণ সমুন্নদ্ধপ্রণয়ৌৎকণ্ঠ্যকাতরঃ ॥ ৩ ॥

সখ্যং মৈত্রীং সৌহৃদঞ্চ সারথ্যাদিষু সংস্মরন্। নৃপমগ্রজমিত্যাহ বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ৪ ॥

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ।

বঞ্চিতোঽহং মহারাজ হরিণা বন্ধুরূপিণা। যেন মেঽপহৃতং তেজো দেববিস্মাপনং মহৎ ॥৫॥

যস্য ক্ষণবিয়োগেন লোকো হ্যপ্রিয়দর্শনঃ। উক্থেন রহিতো হ্যেষ মৃতকঃ প্রোচ্যতে যথা ॥৬॥

যৎসংশ্রয়াদ্দ্রুপদগেহমুপাগতানাং রাজ্ঞাং স্বয়ম্বরমুখে স্মরদুর্ম্মদানাম্।
তেজো হৃতং খলু ময়া নিহতশ্চ মৎস্যঃ সজ্জীকৃতেন ধনুষাঽধিগতা চ কৃষ্ণা ॥ ৭ ॥

যৎসন্নিধাবহমু খাণ্ডবমগ্নয়েঽদামিন্দ্রঞ্চ সামরগণং তরসা বিজিত্য।
লব্ধা সভা ময়কৃতাদ্ভুতশিল্পমায়া দিগ্‌ভ্যোঽহরন্নৃপতয়ো বলিমধ্বরে তে ॥ ৮ ॥

যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহণ

সূত কহিলেন,—কৃষ্ণগতপ্রাণ অর্জ্জুন একেই কৃষ্ণ-বিরহে অতিশয় কৃশ হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার তাঁহার শঙ্কাস্পদ রূপ দর্শনে যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে নানাবিধ অনিষ্ট-কল্পনার উদয় হইয়াছে, বুঝিয়া অর্জ্জুন আরও হতপ্রভ হইয়া পড়িলেন। শোকে তাঁহার বদনারবিন্দ ম্লান হইল, হৃৎকমল শুষ্ক হইতে লাগিল—তিনি সেই বিভুকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন—কোনরূপ উত্তর করিতে পারিলেন না। ১-২

শেষে অতিকষ্টে শোকাশ্রু কতক পরিমাণে নয়নযুগলে স্তম্ভিত করিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা হস্ত দ্বারা মার্জ্জনা করিলেন। কৃষ্ণের অদর্শনে তাঁহার প্রণয়োৎকণ্ঠা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল—তিনি কাতর হইয়া তাঁহার হিতৈষিতা, উপকার ও বন্ধুত্ব স্মরণ করিতে করিতে অশ্রু-গদ্গদ-স্বরে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন—মহারাজ, কি বলিব, সেই আমার বন্ধুরূপী শ্রীহরি আর নাই। তিনি আমাকে বঞ্চিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার যে তেজোদর্শনে দেবগণও বিস্মিত হইতেন—সেই তেজও তিনি হরণ করিয়াছেন। ৩-৫

পিতা মাতা প্রভৃতি প্রিয়জনের যেমন প্রাণবিয়োগ হইবামাত্র তাহাদিগকে প্রেত বলা হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ ক্ষণকালের জন্য ঘটিলেও এই সংসার শোভাহীন—অপ্রিয়দর্শন হইয়া পড়ে। ৬

তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া আমি স্বয়ংবর-সভায় ধনুর্গ্রহণমাত্রেই দ্রুপদ-ভবনে সমাগত কামোন্মত্ত রাজন্যবর্গের তেজঃ হরণ করিয়াছিলাম, মৎস্য-চক্র ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলাম—তাঁহারই সহায়তায় দেবগণসহ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রের খাণ্ডববন অগ্নিকে প্রদান করিয়াছিলাম, আর সেই জ্বলন্ত খাণ্ডববন হইতে অসুর-শিল্পী ময়কে রক্ষা করিয়া তাহার দ্বারা আপনার রাজসূয়যজ্ঞ-সভা অপূর্ব্ব মায়াময়-শিল্প-সন্নিবেশে সজ্জিত করাইয়াছিলাম—আর সেই সভায় দিগ্‌দিগন্ত হইতে রাজগণ উপহার আনয়ন করিয়াছিল। ৭-৮

যত্তেজসা　নৃপশিরোঽঙ্ঘ্রিমহন্মখার্থমার্য্যাঽনুজস্তব　গজাযুতসত্ত্ববীর্য্যঃ।
তেনাহৃতাঃ প্রমথনাথমখায় ভূপা যন্মোচিতাস্তদনয়ন্ বলিমধ্বরে তে॥ ৯॥
পত্ন্যাস্তবাধিমখক৯প্তমহাভিষেকশ্লাঘিষ্টচারুকবরং কিতবৈঃ সভায়াম্।
স্পৃষ্টং বিকীর্য্য পদয়োঃ পতিতাশ্রুমুখ্যা যস্তৎ স্ত্রিয়োঽকৃত হতেশবিমুক্তকেশাঃ॥ ১০॥
যো নো জুগোপ বন এত্য দুরন্তকৃচ্ছ্রাদ্দুর্ব্বাসসোঽরিরচিতাদযুতাগ্রভুগ্ যঃ।
শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্য যতস্ত্রিলোকীং তৃপ্তামমংস্ত সলিলে বিনিমগ্নসংঘঃ॥ ১১॥

তাঁহারই তেজঃপ্রভাবে অযুত হস্তিতুল্য বলশালী আপনার ভ্রাতা ভীমসেন জরাসন্ধকে বধ করিয়াছিলেন। যে জরাসন্ধ সমস্ত নৃপতিগণের মস্তকে পদার্পণ করিয়া রাজশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল—এবং সেই সময়ে মহাভৈরব নামক এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া পৃথিবীর প্রায় সমস্ত নরপতিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—বৃকোদর সেই জরাসন্ধকে তাঁহারই প্রদর্শিত কৌশলের দ্বারা নিহত করিয়া সমস্ত রাজগণকে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং মুক্ত রাজগণ নানা উপহার সহ আপনার রাজসূয় যজ্ঞে যোগদান করিয়াছিল। ৯

মহারাজ! দুঃশাসন প্রভৃতি ধূর্ত্ত কৌরবগণ আপনার পত্নীর অতি পবিত্র রমণীয় কবরী—যাহা রাজসূয় যজ্ঞাভিষেক-সলিলে পূত হইয়াছিল, তাহা সভামধ্যে আকর্ষণ করিয়া মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, তখন দ্রৌপদী দুঃখে অপমানে গলদশ্রুধারায় শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল সিক্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে ভীমসেন সেই শ্রীকৃষ্ণেরই প্রভাবে তাহাদিগের কামিনীগণকে বিধবা করিয়া সকলের বদ্ধকেশ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ১০

আমাদের বনবাসকালে, দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অযুত শিষ্যসহ মহর্ষি দুর্ব্বাসা আমাদের অতিথি হইয়াছিলেন, আমাদের সেই অবস্থায় আতিথ্য-সৎকারের কোন শক্তি ছিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ সহসা উপস্থিত হইয়া রন্ধনপাত্রাবশিষ্ট শাকান্ন কণামাত্র ভোজন করিয়া আমাদিগকে দুর্ব্বাসার অভিসম্পাত হইতে রক্ষা করেন। দুর্ব্বাসা স্নান করিবার জন্য সরোবরে গমন করিলে, যুধিষ্ঠিরকে যদুপতি চিন্তান্বিত দেখিয়া শাকান্ন ভোজন করিবামাত্র ঋষিসহ শিষ্যবর্গ ত্রিলোক পরিতৃপ্ত বোধ করিলেন এবং ভোজন করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের লোপ পাইল। ১১

বিবৃতি—কোন সময়ে দুর্ব্বাসা দুর্য্যোধনগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। আতিথ্যে পরিতুষ্ট হইয়া মহর্ষি দুর্য্যোধনকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে দুর্য্যোধন ভাবিলেন,—কি আর বর গ্রহণ করিব? দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে পাণ্ডবগণ যাহাতে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাহাই করা যাউক। এই ভাবিয়া দুর্য্যোধন বলিলেন,—'প্রভো! আমাদের বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইলেন যুধিষ্ঠির, তাঁহার গৃহে আপনি দশ হাজার শিষ্যসহ অতিথি হউন, ইহাই প্রার্থনা। তবে, আহা! দ্রৌপদী যেন আপনার জন্য অনাহারে কষ্ট না পান, তাঁহার ভোজন সমাপনান্তে আপনি সেখানে উপস্থিত হইবেন।' সেইভাবে তৎপরে দুর্ব্বাসা যুধিষ্ঠিরগৃহে সমাগত হইলেন। যুধিষ্ঠির পরম আদরের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মধ্যাহ্ন-স্নানাদি করিয়া আসিতে বলিলেন। সশিষ্য দুর্ব্বাসা জলাশয়ে গমন করিয়া স্নান করিতে লাগিলেন।

দ্রৌপদী ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবামাত্র ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্রৌপদীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন যে, আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমাকে অগ্রে ভোজন করাও। দ্রৌপদী লজ্জায় অধোবদন, তাঁহার সূর্য্যদত্ত স্থালীর বিশেষত্ব এই যে, দ্রৌপদী যতক্ষণ ভোজন না করিবেন, ততক্ষণ সেই স্থালী হইতে যত ইচ্ছা অন্ন পাওয়া যাইবে, দ্রৌপদীর ভোজন হইয়া গেলে, আর স্থালীর কোন শক্তি থাকিত না। কাজেই দ্রৌপদী ভাবিলেন—আমার কি অভাগ্য যে, আজ ত্রৈলোক্যনাথ যজ্ঞেশ্বর আমার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিলেন, আমি দিতে পারিলাম না। তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সনির্ব্বন্ধ আগ্রহে সেই স্থালী আনয়ন করিতে বলিলেন, দ্রৌপদী তাহা আনয়ন করিলে—স্থালীর কণ্ঠদেশে এক

যত্তেজসাথ ভগবান্ যুধি শূলপাণির্বিস্মাপিতঃ সগিরিজোঽস্ত্রমদান্নিজং মে।
অন্যেঽপি চাহমমুনৈব কলেবরেণ প্রাপ্তো মহেন্দ্রভবনে মহদাসনার্দ্ধম্ ॥ ১২ ॥

তত্রৈব মে বিহরতো ভুজদণ্ডযুগ্মং গাণ্ডীবলক্ষণমরাতিবধায় দেবাঃ।
সেন্দ্রাঃ শ্রিতা যদনুভাবিতমাজমীঢ় ! তেনাহমদ্য মুষিতঃ পুরুষেণ ভূম্না ॥ ১৩ ॥

যদ্বান্ধবঃ কুরুবলাব্ধিমনন্তপারমেকো রথেন ততরেঽহমতার্য্যসত্ত্বম্।
প্রত্যাহৃতং বহু ধনঞ্চ ময়া পরেষাং তেজস্পদং মণিময়ঞ্চ হৃতং শিরোভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

যো ভীষ্মকর্ণগুরুশল্যচমূষ্বদভ্ররাজন্যবর্য্যরথমণ্ডলমণ্ডিতাসু।
অগ্রেচরো মম বিভো রথযূথপানামায়ুর্মনাংসি চ দৃশা সহ ওজ আর্চ্ছৎ ॥ ১৫ ॥

যদ্দোঃষু মা প্রণিহিতং গুরুভীষ্মকর্ণনপ্তৃত্রিগর্ত্তশলসৈন্ধববাহ্লীকাদ্যৈঃ।
অস্ত্রাণ্যমোঘমহিমানি নিরূপিতানি নোপস্পৃশুর্নৃহরিদাসমিবাসুরাণি ॥ ১৬ ॥

অগ্রজ ! যাঁহার তেজঃপ্রভাবে আমি ভগবান শূলপাণি শম্ভুকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলে গিরিজা সহিত তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন, তদ্ভিন্ন অন্যান্য লোকপালগণের নিকটও দিব্যাস্ত্র লাভ করি, সেই শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে এই নরদেহে মহেন্দ্র-ভবনে গমন করিয়া তাঁহার সহিত একই সিংহাসনের অর্দ্ধভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ১২

স্বর্গবাসকালে যে সময় আমি গাণ্ডীব ধারণ করিয়া রণক্রীড়া করিতাম, সে সময়ে আমার ভুজদ্বয় যাঁহার শক্তিতে অসীম শক্তিমান ছিল এবং নিবাত-কবচাদি অরাতি নাশের জন্য, দেবগণ আমার বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, হে রাজন্ ! এক্ষণে সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজ মহিমাতে অবস্থান করিয়া আমায় বঞ্চনা করিয়াছেন। ১৩

আমি যাঁহার কৃপাবলে একাকী রথারোহণে ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখ ভীষণ হিংস্র-পরিপূর্ণ দুস্তর কুরু-সমুদ্র পার হইয়াছি এবং বিরাটরাজের উত্তর-গোগৃহে যাঁহার করুণাবলে গাভী অপহরণকারী শত্রুগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া গোধন-সমূহ পুনর্গ্রহণ এবং সম্মোহন অস্ত্রে মোহিত করিয়া, দীপ্তিমান্ তেজের আলয়ভূত তাহাদের মুকুট, মণি, উষ্ণীষ-সমূহ ও বস্ত্র ধনরত্ন গ্রহণ করিয়াছিলাম ; প্রভো ! কুরুক্ষেত্র-মহাসমরে সারথ্য গ্রহণ-পূর্ব্বক রথাগ্রে থাকিয়া তিনিই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য এবং তৎসহ অগণিত সৈন্যের শৌর্য্য, বীর্য্য, উদ্দামতা, এবং শস্ত্রনৈপুণ্য দৃষ্টিমাত্রে হরণ করিয়াছিলেন। ১৪-১৫

দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, ভূরিশ্রবাঃ, ত্রিগর্ত্তদেশাধিপতি সুশর্ম্মা, শল্য, সিন্ধুদেশাধিপ জয়দ্রথ, শান্তনু-ভ্রাতা বাহ্লীক প্রভৃতি বীরগণ আমার প্রতি অমোঘ অস্ত্র সমূহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু নৃসিংহরূপী শ্রীকৃষ্ণের করুণাশ্রিত প্রহ্লাদ যেমন হিরণ্যকশিপু-নিযুক্ত অসুর সকলের অস্ত্রকে ব্যর্থ করিয়াছিল, সেইরূপ আমিও তাঁহার ভুজবল আশ্রয় করিয়া সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ করিয়াছিলাম। ১৬

কুচি শাক ছিল, তাহাই লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিলেন। তাহাতে সঙ্গে সঙ্গেই দশ হাজার শিষ্যসহ দুর্ব্বাসা—সমস্ত বিশ্ব যেন ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, এরূপ অনুভব করিলেন। এদিকে ভীমসেন তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে গমন করিবামাত্র—তাঁহারা পক্বদ্রব্য নষ্ট হইবার ভয়ে পলায়ন করিলেন। ১১ (মহাভারত-কথা শ্রীধরস্বামী ধৃত)

সৌত্যে বৃতঃ কুমতিনাত্মদ ঈশ্বরো মে যৎপাদপদ্মমভবায় ভজন্তি ভব্যাঃ।
মাং শ্রান্তবাহমরয়ো রথিনো ভুবিষ্ঠং ন প্রাহরন্ যদনুভাবনিরস্তচিত্তাঃ ॥ ১৭ ॥
নর্ম্মাণ্যুদাররুচিরস্মিতশোভিতানি হে পার্থ হেঽর্জ্জুন সখে কুরুনন্দনেতি।
সংজল্পিতানি নরদেব! হৃদিস্পৃশানি স্মর্ত্তুর্লুঠন্তি হৃদয়ং মম মাধবস্য ॥ ১৮ ॥
শয্যাসনাটনবিকত্থনভোজনাদিষ্বৈক্যাদ্বয়স্য ঋতবানিতি বিপ্রলব্ধঃ।
সখ্যুঃ সখেব পিতৃবৎ তনয়স্য সর্ব্বং সেহে মহান্ মহিতয়া কুমতেরঘং মে ॥ ১৯ ॥
সোঽহং নৃপেন্দ্র রহিতঃ পুরুষোত্তমেন সখ্যা প্রিয়েণ সুহৃদা হৃদয়েন শূন্যঃ।
অধ্বন্যুরুক্রমপরিগ্রহমঙ্গ রক্ষন্ গোপৈরসদ্ভিরবলেব বিনির্জ্জিতোঽস্মি ॥ ২০ ॥
তদ্বৈ ধনুস্ত ইষবঃ স রথো হয়াস্তে সোঽহং রথী নৃপতয়ো যত আনমন্তি।
সর্ব্বং ক্ষণেন তদভূদসদীশরিক্তং ভস্মন্-হুতং কুহকরাদ্ধমিবোপ্তমুষ্যাম্ ॥ ২১ ॥

আত্মার একমাত্র অধিপতি যে শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্ম, মহৎ ব্যক্তিগণ মোক্ষলাভ আশায় নিরন্তর ধ্যান করেন, হায়! আমি কি করিয়াছি! নির্বোধের ন্যায় সেই নারায়ণকে কি না রথের সারথি করিয়া অশ্ব-চালনা করাইয়াছি! আহা, আমার প্রতি কত কৃপা! জয়দ্রথ-বধের সময় অধিক পরিশ্রমে আমার রথের অশ্বগণ ক্লান্ত এবং পিপাসার্ত্ত হইলে রথ হইতে নামিয়া বাণের দ্বারা আমি যখন ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া তাহাদিগকে জল পান করাইতেছি, যুদ্ধক্ষেত্রে নিরস্ত্র আমাকে যে শত্রুগণ তাহাদের অন্যমনস্কতা হেতু হত্যা করে নাই, সে কেবল সেই লীলাময়েরই অনুগ্রহ। ১৭

হে নরদেব! গম্ভীর অথচ মনোহর হাস্য-শোভিত মুখে, হে পার্থ, হে অর্জ্জুন, হে সখা, হে কুরুনন্দন এইরূপ যে সব অতি প্রিয় সম্বোধন করিতেন, সে সব আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহার এই সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া আজ আমার হৃদয় আলোড়িত হইতেছে, আমি অস্থির হইয়া পড়িতেছি। ১৮

আমাদের বান্ধবতা এমনি মধুর ছিল, আমরা যখনই একত্র শয়ন, উপবেশন, ভোজন, ভ্রমণ, নিজ নিজ দোষগুণ খ্যাপন করিতাম, এই সব ব্যাপারের সামান্য ব্যতিক্রমও যদি তাঁহার হইত, অমনি আমি, তুমি কি সত্যবাদী ইত্যাদি রহস্য-বাক্যের দ্বারা বিরক্ত করিতাম, কিন্তু তিনি, পিতা পুত্রের যেরূপ দোষ ক্ষমা করিতেন, সেইরূপ প্রকৃত বন্ধুর ন্যায়ই বন্ধুর সমস্ত দোষ নিজ মহিমা দ্বারা মার্জ্জনা করিতেন। ১৯

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ, প্রিয়সখা, পরমাত্মায় আমায় চিরতরে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। হায়, তাঁহার মহা-প্রস্থানের সঙ্গে আমার হৃদয়ও দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, আজ আমি এত দুর্ব্বল যে, তাঁহার ষোড়শ সহস্র স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া দ্বারকা হইতে হস্তিনা আসিবার সময়ে—পথে মাত্র কতিপয় হীন গোপকর্ত্তৃক আমায় স্ত্রীলোকের ন্যায় লাঞ্ছিত ও পরাজিত হইতে হইয়াছে। ২০

অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যথাবিধি হোম করিলেও যেমন কোন কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করা যায় না, অতি প্রীত হইয়াও যদি কোন কুহকী (বাজিকর) দ্রব্য দেয়, তাহা দ্বারা যেরূপ কোন ফল লাভ করা যায় না, সম্যক্‌রূপে বৃষ্টি না হইলে উর্ব্বর ভূমিতেও বীজ-বপন যেমন নিষ্ফল হয়, সেইরূপ আমার সেই গাণ্ডীব, সেই অক্ষয় তূণ-পূর্ণ-শর সেই পূর্ব্বেরই অশ্ব-বাহিত রথ থাকিতেও, যাহার জন্য অন্যান্য নৃপতি আমার ভয়ে অবনত থাকিত, সেই রথী হইয়াও কৃষ্ণ বিহনে সমস্ত নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ২১

রাজংস্ত্বয়ানুপৃষ্টানাং সুহৃদাং নঃ সুহৃৎপুরে। বিপ্রশাপবিমূঢ়ানাং নিঘ্নতাং মুষ্টিভির্মিথঃ ॥ ২২ ॥
বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদোন্মথিতচেতসাম্। অজানতামিবান্যোঽন্যং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ ॥২৩॥
প্রায়েণৈতদ্ভগবত ঈশ্বরস্য বিচেষ্টিতম্। মিথো নিঘ্নন্তি ভূতানি ভাবয়ন্তি চ যন্মিথঃ ॥ ২৪ ॥
জলৌকসাং জলে যদ্বন্মহান্তোঽদন্ত্যণীয়সঃ। দুর্ব্বলান্ বলিনো রাজন্মহান্তো বলিনো মিথঃ ॥২৫॥
এবং বলিষ্ঠৈর্যদুভির্মহদ্ভিরিতরান্ বিভুঃ। যদূন্ যদুভিরন্যোন্যং ভূভারান্ সঞ্জহার হ ॥ ২৬ ॥
দেশকালার্থযুক্তানি হৃত্তাপোপশমানি চ। হরন্তি স্মরতশ্চিত্তং গোবিন্দাভিহিতানি মে ॥২৭॥
এবং চিন্তয়তো জিষ্ণোঃ কৃষ্ণপাদসরোরুহম্। সৌহার্দ্দেনাতিগাঢ়েন শান্তাসীদ্বিমলা মতিঃ ॥ ২৮ ॥
বাসুদেবাঙ্ঘ্র্যনুধ্যানপরিবৃংহিতরংহসা। ভক্ত্যা নির্মথিতাশেষকষায়ধিষণোঽর্জ্জুনঃ ॥ ২৯ ॥
গীতং ভগবতা জ্ঞানং যত্তৎ সংগ্রামমূর্দ্ধনি। কালকর্ম্মতমোরুদ্ধং পুনরধ্যগমদ্বিভুঃ ॥ ৩০ ॥
বিশোকো ব্রহ্মসম্পত্ত্যা সংছিন্নদ্বৈতসংশয়ঃ। লীনপ্রকৃতিনৈর্গুণ্যাদলিঙ্গত্বাদসম্ভবঃ ॥ ৩১ ॥

রাজন্! আপনি সুহৃৎপুর দ্বারকায় বন্ধুগণ ও যাদব সকল কিরূপ আছে, জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের সংবাদ কি দিব? তাঁহারা মদবিহ্বল হইয়া ব্রহ্মশাপে পরস্পর এরকা-মুষ্টি প্রহার করিয়া, বারুণীর মহিমায় আত্মীয় বলিয়া যেন পরস্পর চিনিতে না পারিয়াই সকলে হত হইয়াছেন। মাত্র চার পাঁচ জন জীবিত আছেন। ২২ ২৩

জীবগণ যে পরস্পর পরস্পরকে পালন করে এবং স্বার্থান্ধ হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করে, সেও শ্রীমন্নারায়ণ-কর্তৃক পরিচালিত হইযাই করে। ২৪

রাজন্! জলমধ্যে বৃহৎ মৎস্যাদি যেমন নিজ হইতে ক্ষুদ্রতর জলমধ্যচারী প্রাণীদিগকে ভক্ষণ করে, সেই-রূপ বলবান্ প্রাণী সকল নিজ হইতে বলহীনদের হত্যা করে। তাই শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের মহাসমর ঘটাইয়া বলবান্ যাদবগণের দ্বারা অপেক্ষাকৃত হীনবল ও সমবল যাদবগণের বিনাশ ঘটাইয়া উহাই প্রমাণ করাইয়াছেন এবং পৃথিবীরও ভার নাশ করিয়াছেন। ২৫-২৬

শ্রীকৃষ্ণের দেশকালানুকূল মনোরম সদর্থপূর্ণ হৃত্তাপনাশী বাণী সকল স্মরণপটে উদিত হইয়া আমার চিত্ত চঞ্চল হইতেছে, আমি আর কথা বলিতে পারিতেছি না—শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি। ২৭

অর্জ্জুন অতি সৌহার্দ্দ্য নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ-পদযুগল প্রগাঢ় মনঃ-সংযোগের সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন, সেই ভগবৎচিন্তার জন্য তাঁহার বুদ্ধি ক্রমশঃ শোক-তাপ-শূন্য হইয়া সংসারাভিলাষমুক্ত হইল। ২৮-২৯

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধসময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন, তৎসমূহ এত দিন কাল, কর্ম্ম এবং ভোগাসক্তি নিবন্ধন রুদ্ধ ছিল, এক্ষণে বিভুর চরণচিন্তা জন্য ভক্তি-রসে কামাদি সমস্ত নষ্ট হওয়াতে, পুনরায় সেই তত্ত্ব অধিগত হইল। ৩০

এই প্রকারে অহং ব্রহ্ম অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তি হওয়াতে তাঁহার অবিদ্যা দূর হইল, অবিদ্যার অপায় হইলেই সত্ত্বাদি গুণেরও ক্ষয় হয়, অতএব নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করাতে অর্জ্জুনের গুণকার্য্যকৃত যে সূক্ষ্ম শরীর-জ্ঞান, তাহারও লোপ হইল, সুতরাং তিনি যে স্থূলদেহী, এ জ্ঞানও তাঁহার রহিল না, অতএব তিনি দ্বৈত ভ্রমবর্জ্জিত হইলেন, কাজেই তাঁহার শোক-তাপ কিছুই রহিল না। ৩১

নিশম্য ভগবন্মার্গং সংস্থাং যদুকুলস্য চ। স্বঃপথায় মতিঞ্চক্রে নিভৃতাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩২ ॥

পৃথাপ্যুপশ্রুত্য ধনঞ্জয়োদিতং নাশং যদূনাং ভগবদ্গতিঞ্চ তাম্।
একান্তভক্ত্যা ভগবত্যধোক্ষজে নিবেশিতাত্মোপররাম সংসৃতেঃ ॥ ৩৩ ॥

যয়াহরদ্ভুবো ভারং তাং তনুং বিজহাবজঃ। কণ্টকং কণ্টকেনেব দ্বয়ঞ্চাপীশিতুঃ সমম্ ॥ ৩৪ ॥

যথা মৎস্যাদিরূপাণি ধত্তে জহ্যাদযথা নটঃ। ভূভারঃ ক্ষপি(য়ি)তো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্ ॥ ৩৫ ॥

যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং জহৌ স্বতন্বা শ্রবণীয়সৎকথঃ।
তদাহঽহরেবাপ্রতিবুদ্ধচেতসামভদ্রহেতুঃ কলিরন্ববর্ত্তত ॥ ৩৬ ॥

যুধিষ্ঠিরস্তৎপরিসর্পণং বুধঃ পুরে চ রাষ্ট্রে চ গৃহে তথাত্মনি।
বিভাব্য লোভানৃতজিহ্মহিংসনাদ্যধর্ম্মচক্রং গমনায় পর্য্যধাৎ ॥ ৩৭ ॥

সম্রাট্ পৌত্রং বিনিয়তমাত্মনঃ সুসমং গুণৈঃ। তোয়নীব্যাঃ পতিং ভূমেরভ্যষিঞ্চদ্গজাহ্বয়ে ॥ ৩৮ ॥

মথুরায়াং তথা বজ্রং শূরসেনপতিং ততঃ। প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিমগ্নীনপিবদীশ্বরঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রশান্তচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পথ অবলোকন করিয়া এবং যদুবংশের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বর্গ-গমনে কৃতসংকল্প হইলেন। ৩২

কুন্তীদেবীও ধনঞ্জয়ের মুখে যদুকুলের নাশ এবং ভগবানের গতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রস্থান শ্রবণ করিয়া একান্ত ভক্তির সহিত সেই অতীন্দ্রিয় পুরুষে আত্মসমর্পণ করিয়া সংসার হইতে বিরতা হইলেন—নিজ দেহ ত্যাগ করিলেন। ৩৩

শ্রীকৃষ্ণ যাদব হইলেও অপরাপর যাদব হইতে যে তিনি স্বতন্ত্র, তাহা তাঁহার কার্য্য দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যেমন হস্তপদাদিতে কণ্টক বিদ্ধ হইলে অন্য কণ্টক দ্বারাই সেই কণ্টককে উদ্ধার করা হয়, সেইরূপ ভগবান্ যাদব-শরীর গ্রহণ করিয়া প্রথমে পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন, অতঃপর তিনি সেই কলেবরকেও পরিত্যাগ করিলেন। ৩৪

যেরূপ নট এক ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তদুচিত বেশ ধারণ করে, আবার তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য ভূমিকাতে অন্য বেশ গ্রহণ করে, সেইরূপ ভগবান্ ভূভার হরণ করিবার জন্য মৎস্যাদি রূপ গ্রহণ ও ত্যাগ করিতেছেন। ৩৫

যে দিন পুণ্যশ্লোক ভগবান্ মুকুন্দ কলেবর ত্যাগ করিয়া এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন, সেই দিন হইতেই বিবেক-বুদ্ধিহীন মনুষ্যের অমঙ্গলের হেতু কলির পূর্ণ আধিপত্য জগতে প্রকাশ পাইল। ৩৬

বুধশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নিজ রাজ্যে, নগরে ও গৃহে লোভ, মিথ্যা, শঠতা ও হিংসা প্রভৃতি অধর্ম্মের সূচনা দেখিয়া, এমন কি, নিজ দেহে পর্য্যন্ত ঐ সব অধর্ম্ম-চক্রের গতি উপলব্ধি করিয়া বুঝিলেন—কলির অধিকার আসিতেছে। সুতরাং মহাপ্রস্থানের উপযোগী বসন পরিধান করিলেন। ৩৭

অতঃপর সম্রাট্ তুল্য-গুণসম্পন্ন পৌত্রকে (পরীক্ষিৎকে) সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি করিবার জন্য অভিষিক্ত করিয়া হস্তিনার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ৩৮

মথুরাপুরীতে অনিরুদ্ধ পুত্র বজ্রকে অভিষিক্ত করিয়া শূরসেনাধিপতি করিলেন, অবশেষে প্রজাপতি-দেবতা-সম্বন্ধীয় যজ্ঞানুষ্ঠান পুরঃসর, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় আত্মাতে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইলেন। ৩৯

বিসৃজ্য তত্র তৎসর্ব্বং দুকূলবলয়াদিকম্। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সংছিন্নাশেষবন্ধনঃ ॥ ৪০ ॥
বাচং জুহাব মনসি তৎ প্রাণ ইতরে চ তম্। মৃত্যাবপানং সোৎসর্গং তং পঞ্চত্বে হ্যজোহবীৎ ॥৪১॥
ত্রিত্বে হুত্বা চ পঞ্চত্বং তচ্চৈকত্বেঽজুহোম্মুনিঃ। সর্ব্বমাত্মন্যজুহবীদ্‌ব্রহ্মণ্যাত্মানমব্যয়ে ॥ ৪২ ॥

চীরবাসা নিরাহারো বদ্ধবাঙ্‌মুক্তমূর্দ্ধজঃ।
দর্শয়ন্নাত্মনো রূপং জড়োন্মত্তপিশাচবৎ।
অনপেক্ষমাণো নিরগাদশৃণ্বন্ বধিরো যথা ॥ ৪৩ ॥

উদীচীং প্রবিবেশাশাং গতপূর্ব্বাং মহাত্মভিঃ। হৃদি ব্রহ্ম পরং ধ্যায়ন্নাবর্ত্তেত যতো গতঃ ॥৪৪॥
সর্ব্বে তমনুনির্জগ্মুর্ভ্রাতরঃ কৃতনিশ্চয়াঃ। কলিনাঽধর্ম্মমিত্রেণ দৃষ্ট্বা স্পৃষ্টাঃ প্রজা ভুবি ॥৪৫॥
তে সাধুকৃতসর্ব্বার্থা জ্ঞাত্বাত্যন্তিকমাত্মনঃ। মনসা ধারয়ামাসুর্বৈকুণ্ঠচরণাম্বুজম্ ॥ ৪৬ ॥
তদ্ধ্যানোদ্রিক্তয়া ভক্ত্যা বিশুদ্ধধিষণাঃ পরে। তস্মিন্নারায়ণপদে একান্তমতয়ো গতিম্ ॥ ৪৭ ॥
অবাপুর্দুরবাপাং তে অসদ্ভির্বিষয়াত্মভিঃ। বিধূতকল্মষাস্থানং বিরজেনাত্মনৈব হি ॥ ৪৮ ॥
বিদুরোঽপি পরিত্যজ্য প্রভাসে দেহমাত্মনঃ। কৃষ্ণাবেশেন তচ্চিত্তঃ পিতৃভিঃ স্ব-ক্ষয়ং যযৌ ॥৪৯॥

সেই স্থানেই তিনি বস্ত্র, বলয় প্রভৃতি রাজোচিত বেশভূষা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্নেহ, অহঙ্কার ও সর্ব্ব-প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। ৪০

তিনি ইন্দ্রিয়গণকে মনে, এবং মনকে প্রাণে, প্রাণকে অপানে, মলমূত্রাদিত্যাগরূপ কার্য্যের সহিত আপনাকে মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে, মৃত্যুকে পঞ্চভূতের ঐক্যস্বরূপ দেহে, দেহকে তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব নামক গুণত্রয়ে, গুণত্রয়কে সকল আরোপের হেতুভূত অবিদ্যায়; অবিদ্যাকে জীবাত্মায় এবং আত্মাকে সাক্ষিস্বরূপ কূটস্থ ব্রহ্মে লীন করিলেন। ৪১-৪২

তিনি চীরবাস পরিধান, আহার ত্যাগ ও মৌনা-বলম্বন করিলেন, কেশপাশ অসংবদ্ধ করিয়া নিজের রূপকে জড়, উন্মত্ত বা পিশাচের ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন, কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া এবং বধিরের মত কাহারও বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া একাকী গৃহ ত্যাগ করিলেন। ৪৩

তিনি হৃদয়ে ব্রহ্মকে চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব্বে মহাত্মাগণ যে দিকে গমন করিয়াছেন, সেই উত্তরদিক্ আশ্রয় করিয়া গমন করিলেন,—যে দিক্ হইতে আর ফিরিতে হয় না। তাঁহার অনুজগণও প্রজাগণকে অধর্ম্ম-সুহৃৎ কলি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া স্থিরচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিলেন। ৪৪-৪৫

ভীমাদি ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মকার্য্য সমূহ উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়া-ছিল, এক্ষণে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের চরণপদ্মকেই আত্মার আত্যন্তিক শরণরূপে নিশ্চয় করিয়া তাহাই অন্তরে ধারণ করিলেন। ৪৬

সেইরূপ ধ্যান-ধারণা করিতে করিতেই তাঁহাদের ভক্তি উদ্রিক্ত হইল, বুদ্ধি-বৃত্তি মালিন্যহীন হইল, নারায়ণের যে পাদপদ্ম কলুষ নাশ করে, যে পাদপদ্ম নিষ্পাপদিগের নিবাসস্থল, সেই পাদপদ্মে একান্ত মতি সমর্পণ করাতে তাঁহারা সদ্‌গতি লাভ করিলেন। সংসারাসক্ত অসাধু ব্যক্তিগণ তাহা কখনই লাভ করিতে পারে না। ওদিকে তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে বিদুরও প্রভাসে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত হইয়া দেহত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃপুরুষগণের সহিত মিলিত হইয়া নিজ স্থানে গমন করিলেন। ৪৭-৪৯

দ্রৌপদী চ তদাজ্ঞায় পতীনামনপেক্ষতাম্। বাসুদেবে ভগবতি হ্যেকান্তমতিরাপ তম্ ॥ ৫০ ॥

যচ্ছ্রদ্ধয়ৈতদ্ভগবৎপ্রিয়াণাং , পাণ্ডোঃ সুতানামিতি সংপ্রয়াণম্।

শৃণোত্যলং স্বস্ত্যয়নং পবিত্রং লব্ধ্বা হরৌ ভক্তিমুপৈতি সিদ্ধিম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

প্রথমস্কন্ধে যুধিষ্ঠির-প্রশ্নো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ০।

দ্রৌপদী দেখিলেন,—পতিগণ তাঁহার অপেক্ষা না করিয়া, এমন কি, ভ্রাতাদের পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া সকলেই এক এক করিয়া চলিয়া গেলেন, তিনিও তখন ভগবদ্‌বাসুদেবের চরণে মতি নিবিষ্ট করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। ৫০

ভগবানের অতি প্রিয় পাণ্ডবদিগের এই মহা-প্রস্থান-সংবাদ পরম স্বস্ত্যয়নস্বরূপ এবং অতি পবিত্র। যাঁহারা এই মহাপ্রস্থান-কথা শ্রদ্ধান্বিত শুদ্ধ চিত্তে শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা হরিভক্তি বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিবেন। ৫১

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীসূত উবাচ।

ততঃ পরীক্ষিদ্দ্বিজবর্য্যশিক্ষয়া মহীং মহাভাগবতঃ শশাস হ।
যথা হি সূত্যামভিজাতকোবিদাঃ সমাদিশন্ বিপ্র মহদ্‌গুণস্তথা ॥ ১ ॥

স উত্তরস্য তনয়ামুপযেমে ইরাবতীম্। জনমেজয়াদীংশ্চতুরস্তস্যামুৎপাদয়ৎ সুতান্ ॥ ২ ॥
আজহারাশ্বমেধাংস্ত্রীন্ গঙ্গায়াং ভূরিদক্ষিণান্। শারদ্বতং গুরুং কৃত্বা দেবা যত্রাক্ষিগোচরাঃ ॥ ৩ ॥
নিজগ্রাহৌজসা বীরঃ কলিং দিগ্বিজয়ে ক্বচিৎ। নৃপলিঙ্গধরং শূদ্রং ঘ্নন্তং গোমিথুনং পদা ॥ ৪ ॥

শ্রীশৌনক উবাচ।

কস্য হেতোর্নিজগ্রাহ কলিং দিগ্বিজয়ে নৃপঃ। নৃদেবচিহ্নধৃক্ শূদ্রঃ কোঽসৌ গাং যঃ পদাহনৎ ॥৫॥
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ম্। অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাম্।
কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুষো যদসদ্ব্যয়ঃ ॥ ৬ ॥
ক্ষুদ্রায়ুষাং নৃণামঙ্গ মর্ত্ত্যানামৃতমিচ্ছতাম্। ইহোপহূতো ভগবান্ মৃত্যুঃ শামিত্রকর্ম্মণি ॥ ৭ ॥

পৃথিবী ও ধর্ম্মের কথোপকথন

সূত কহিলেন—অনন্তর পরম ভাগবত পরীক্ষিৎ সম্রাট্ হইয়া, ব্রাহ্মণগণের উপদেশ গ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে যেরূপ ধার্ম্মিকগণ জাতকর্ম্মকুশল পণ্ডিতদিগের উপদেশ গ্রহণ করেন, সেইরূপ বিপ্রগণের অনুমতি অনুসারে তিনি রাজকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন।১

তিনি নরপতি উত্তরের কন্যা—ইরাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং সেই পত্নী হইতে তাঁহার জনমেজয় প্রভৃতি বারটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ২

রাজা পরীক্ষিৎ কৃপাচার্য্যকে গুরুরূপে বরণ করিয়া গঙ্গাতীরে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তিনি প্রভূত দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই যজ্ঞে দেবগণ সাক্ষাদ্‌ভাবে দর্শন দিয়াছিলেন। ৩

ক্ষত্রিয়বীর পরীক্ষিৎ একদা দিগ্বিজয়যাত্রা করিয়া দেখিলেন—শূদ্ররূপী কলি রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া একটি বৃষ ও গাভীকে পদাঘাত করিতেছে। তাহা দেখিয়া তিনি নিজ-পরাক্রমে কলির দণ্ডবিধান করিলেন। ৪

শৌনক বলিলেন,—হে সূত! রাজা পরীক্ষিৎ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কলিকে শুধু দণ্ডিত করিলেন, কিন্তু তাহাকে একেবারে বধ করিলেন না কেন? যে ব্যক্তি রাজবেশ ধারণ করিয়া গো-শরীরে পদাঘাত করিতে পারে—সে ত' অতি জঘন্য' শূদ্র। মহাশয়! যদি এই বিষয়ের আলোচনার সহিত শ্রীহরিকথার অথবা শ্রীহরির চরণারবিন্দমধুলেহী সজ্জনগণের প্রসঙ্গতঃ কোন সম্বন্ধ থাকে—তবেই এ বিষয়ের অবতারণা করুন, নতুবা আবশ্যকতা নাই। অন্য অসৎকথার আলোচনায় শুধু আয়ুঃক্ষয় ব্যতীত আর কি ফল আছে? এখানে আমরা যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহাও হরিকথামৃতপানের জন্য; মানব সাধারণতঃ অল্পায়ুঃ—অথচ তাহাদের মোক্ষলাভের অভিলাষ আছে;—কিন্তু আমরা এই যজ্ঞের পশুহিংসাকার্য্য সম্পাদনের জন্য যমকে আহ্বান করিয়াছি—৫-৭

ন কশ্চিন্ম্রিয়তে তাবদ্যাবদাস্ত ইহান্তকঃ।
এতদর্থং হি ভগবানাহূতঃ পরমর্ষিভিঃ।
অহো নৃলোকে পীয়েত হরিলীলামৃতং বচঃ॥ ৮॥

মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞস্য বয়ো মন্দায়ুষশ্চ বৈ। নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থকর্ম্মভিঃ॥ ৯॥

শ্রীসূত উবাচ।

যদা পরীক্ষিৎ কুরুজাঙ্গলে বসন্ কলিং প্রবিষ্টং নিজচক্রবর্ত্তিতে।
নিশম্য বার্ত্তামনতিপ্রিয়াং ততঃ শরাসনং সংযুগশৌণ্ড আদদে॥ ১০॥
স্বলঙ্কৃতং শ্যামতুরঙ্গযোজিতং রথং মৃগেন্দ্রধ্বজমাশ্রিতঃ পুরাৎ।
রতো রথাশ্বদ্বিপপত্তিযুক্তয়া স্বসেনয়া দিগ্বিজয়ায় নির্গতঃ॥ ১১॥

ভদ্রাশ্বং কেতুমালঞ্চ ভারতং চোত্তরান কুরূন্। কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণি বিজিত্য জগৃহে বলিম্॥১২॥
তত্র তত্রোপশৃণ্বানঃ স্বপূর্ব্বেষাং মহাত্মনাম্। প্রগীয়মাণঞ্চ যশঃ কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচকম্॥ ১৩॥
আত্মানঞ্চ পরিত্রাতমশ্বত্থাম্নোঽস্ত্রতেজসঃ। স্নেহঞ্চ বৃষ্ণিপার্থানাং তেষাং ভক্তিঞ্চ কেশবে॥১৪॥
তেভ্যঃ পরমসংহৃষ্টঃ প্রীত্যুজ্জৃম্ভিতলোচনঃ। মহাধনানি বাসাংসি দদৌ হারান্মহামনাঃ॥ ১৫॥

যত দিন পর্য্যন্ত যম এখানে উপস্থিত থাকিবেন, তত দিন মর্ত্ত্যলোকে কাহারও মৃত্যু হইবে না—এই জন্য মহর্ষিগণ ভগবান্ অন্তককে এ স্থানে আহ্বান করিয়া রাখিয়াছেন—যত মানব আছে, সকলেই ইতিমধ্যে নিরুদ্বেগে হরিলীলামৃত পান করিতে পারিবে। ৮

অলস ও নির্ব্বুদ্ধিদিগের পরমায়ঃ রাত্রিভাগে নিদ্রায় ব্যয়িত হয় আর দিবাভাগে বৃথাকার্য্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ৯

সূত বলিলেন,—মহর্ষে! বীরবর পরীক্ষিৎ যখন কুরুজাঙ্গলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শুনিলেন যে, কলি তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি এই সংবাদে যুগপৎ ক্রোধ ও যুদ্ধকৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়া অনতিহৃষ্টভাবে ধনুর্গ্রহণ করিলেন। ১০

অচিরেই সিংহধ্বজযুক্ত রথে শ্যামবর্ণ অশ্ব যোজিত হইল। তিনি সেই রথে আরোহণ করিয়া চতুরঙ্গ সেনাপরিবৃত হইয়া দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইলেন। ১১

তিনি ক্রমে ক্রমে ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, উত্তরকুরু এবং কিম্পুরুষবর্ষ প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া সেই সেই দেশাধিপতিদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতে লাগিলেন। ১২

সেই সেই দেশে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিগাথা গীত হইতেছিল শ্রবণ করিলেন—এবং সেই গাথার মধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রকাশিত হইতেছিল। অশ্বত্থামার অস্ত্র-তেজঃ হইতে নিজের পরিত্রাণ—যাদব ও পাণ্ডবগণের প্রণয়, এবং তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি—এই সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ পরম আনন্দলাভ করিলেন। আনন্দে তাঁহার নয়নযুগল বিস্ফারিত হইয়া উঠিল—সেই সকল দেশবাসী গায়কগণকে তিনি বহুমূল্য বসন, ভূষণ ও হার পুরস্কার প্রদান করিলেন। ১৩-১৫

সারথ্য-পারষদ-সেবন-সখ্য- দৌত্য-বীরাসনানুগমন-স্তবন-প্রণামান্ ।
স্নিগ্ধেষু পাণ্ডুষু জগৎপ্রণতিঞ্চ বিষ্ণোর্ভক্তিং করোতি নৃপতিশ্চরণারবিন্দে ॥ ১৬ ॥

তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য পূর্ব্বেষাং বৃত্তিমন্বহম্ । নাতিদূরে কিলাশ্চর্য্যং যদাসীত্তন্নিবোধ মে ॥ ১৭ ॥
ধর্ম্মঃ পদৈকেন চরন্ বিচ্ছায়ামুপলভ্য গাম্ । পৃচ্ছতি স্মাশ্রুবদনাং বিবৎসামিব মাতরম্ ॥ ১৮ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।—কচ্চিদ্ভদ্রেঽনাময়মাত্মনস্তে বিচ্ছায়াসি ম্লায়তেষন্মুখেন।
আলক্ষয়ে ভবতীমন্তরাধিং দূরে বন্ধুং শোচসি কঞ্চনাম্ব ॥ ১৯ ॥
পাদৈর্ন্যূনং শোচসি মৈকপাদমুতাত্মানং বৃষলৈর্ভোক্ষ্যমাণম্ ।
আহো সুরাদীন্ হৃতযজ্ঞভাগান্ প্রজা উত স্বিন্মঘবত্যবর্ষতি ॥ ২০ ॥
অরক্ষ্যমাণাঃ স্ত্রিয় উর্ব্বি বালান্ শোচস্যথো পুরুষাদৈরিবার্ত্তান্ ।
বাচং দেবীং ব্রহ্মকুলে কুকর্ম্মণ্যব্রহ্মণ্যে রাজকুলে কুলাগ্র্যান্ ॥ ২১ ॥
কিং ক্ষত্রবন্ধূন্ কলিনোপসৃষ্টান্ রাষ্ট্রাণি বা তৈরবরোপিতানি ।
ইতস্ততো বাশন পান-বাস-স্নান-ব্যবায়োন্মুখজীবলোকম্ ॥ ২২ ॥

যে বিষ্ণুর চরণকমলে ত্রিভুবন প্রণত—সেই বিষ্ণু পাণ্ডবদিগের জন্য কি না করিয়াছিলেন? সারথ্য, সভাপতিত্ব, চিত্তানুবর্ত্তন, সখ্য, দৌত্য, নিশাকালে প্রহরীর মত খড়্গহস্তে দ্বাররক্ষা—স্তুতি, প্রণতি প্রভৃতি সমস্তই করিয়াছিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ যখন ইহা শুনিলেন, তখন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে একান্ত ভক্তির উদয় হইল। ১৬

এই প্রকারে তিনি পূর্ব্ব-পুরুষগণের চরিত-কথা শ্রবণ করিতে থাকিলে এক দিন যে আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার ঘটিল, তাহা শ্রবণ করুন। বৃষরূপী ধর্ম্ম এক-পদে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন—পৃথিবী গাভীর রূপ ধারণ করিয়াছেন ও বৎসহারা গাভীর মত নিষ্প্রভ হইয়া অশ্রুপূর্ণ-মুখে রোদন করিতেছেন।১৭-১৮

ধর্ম্ম বলিলেন,—ভদ্রে! নিজ কুশল ত? তোমার মলিন শ্রী ও প্রভাহীনতা দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন কোন মনঃপীড়ায় কাতর হইয়াছ। মা! কোন দূরস্থ বন্ধুর জন্য কি শোক করিতেছ? আমার তিন পদ ভগ্ন, আমাকে একপদে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া কি তোমার দুঃখ হইতেছে? অথবা উত্তরকালে তোমাকে শূদ্ররাজা ভোগ করিবে, এই ভাবিয়া কাতর হইয়াছ? অথবা এক্ষণে প্রায়শঃ কেহ আর যাগযজ্ঞ করে না, যাহার ফলে দেবগণ যজ্ঞাংশ না পাওয়াতে কালে বর্ষণ করেন না—বর্ষণ না হওয়াতে প্রজাদিগের ক্লেশ চিন্তা করিয়া তুমি কি ম্রিয়মাণ হইয়াছ? ১৯-২০

হে মা ধরণি!—বল—বল, তুমি কি এই জন্যই দুঃখিত হইতেছ যে, স্বামী আর পত্নীদিগকে রক্ষা করে না, পিতা সন্তান-রক্ষায় পরাঙ্মুখ, বরং রাক্ষসের ন্যায় তাহাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছে? অথবা বাগ্‌দেবী কুকর্ম্ম-নিরত ব্রাহ্মণকুলকে আশ্রয় করিয়াছেন আর উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণ এক্ষণে রাজকুলের সেবক হইয়াছেন। এই সকল কারণেই কি তোমার দুঃখ বোধ হইতেছে? ২১

কলির প্রভাবে ক্ষত্রিয়গণ মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং পরে তাহারা রাজ্যভ্রষ্ট হইবে—এই জন্য কি কাতর হইয়াছ? অথবা জীবগণ যেখানে সেখানে যথেচ্ছ পান, ভোজন, স্নান, অবস্থান ও নারী-গমন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে দেখিয়া কি ম্লান হইয়াছ? ২২

যদ্বাম্ব তে ভূরিভরাবতারকৃতাবতারস্য হরের্ধরিত্রি।
অন্তর্হিতস্য স্মরতী বিসৃষ্টা কর্ম্মাণি নির্ব্বাণবিলম্বিতানি ॥ ২৩ ॥
ইদং মমাচক্ষ্ব তবাধিমূলং বসুন্ধরে যেন বিকর্শিতাসি।
কালেন বা তে বলিনাং বলীয়সা সুরার্চ্চিতং কিং হৃতমম্ব সৌভগম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরণ্যুবাচ।

ভবান্ হি বেদ তৎ সর্ব্বং যন্মাং ধর্ম্মানুপৃচ্ছসি। চতুর্ভির্ব্বর্ত্তসে যেন পাদৈর্লোকসুখাবহৈঃ ॥ ২৫ ॥
সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জবম্। শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্ ॥২৬॥

জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেব চ ॥ ২৭ ॥
প্রাগল্ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্ম্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ ॥ ২৮ ॥

এতে চান্যে চ ভগবন্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ। প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ ॥ ২৯ ॥
তেনাহং গুণপাত্রেণ শ্রীনিবাসেন সাম্প্রতম্। শোচামি রহিতং লোকং পাপ্মনা কলিনেক্ষিতম্ ॥৩০॥
আত্মানঞ্চানুশোচামি ভবন্তঞ্চামরোত্তম। দেবান্ ঋষীন্ পিতৄন্ সাধূন্ সর্ব্বান্ বর্ণাংস্তথাশ্রমান্ ॥৩১॥

হে মা ধরিত্রি, শ্রীহরি তোমার ভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা মোক্ষলাভ অপেক্ষাও অধিক সুখদায়ক, কিন্তু তিনি এক্ষণে তোমাকে ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত, তুমি কি তাঁহার সেই সমস্ত কার্য্য স্মরণ করিয়া শোকাকুল হইয়াছ? বসুন্ধরে! তোমার মনঃপীড়ার হেতু কি, তাহা আমায় বল—যাহার জন্য তুমি এত বিশীর্ণ হইয়াছ, দেবগণও তোমার যে সৌভাগ্য পাইবার জন্য স্পৃহা করিতেন, সে সৌভাগ্য কি বলবান্ কাল হরণ করিয়া লইল? ২৩-২৪

পৃথিবী বলিতে লাগিলেন—হে ধর্ম্ম,—যে যে বিষয়ে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে—সে সকল বিষয় নিজেই জান। তথাপি আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব। যাঁহার প্রভাবে তুমি পূর্ব্বে চারিপদে বর্ত্তমান থাকিয়া লোকের সুখ ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে এবং যাঁহাতে সত্য, শৌচ, দয়া, দান, ক্ষমা, সন্তোষ, সরলতা, শম (মনঃসংযম), দম (বহিরিন্দ্রিয়সংযম), তপস্যা, সমদর্শিতা, তিতিক্ষা, লাভে ঔদাসীন্য, শাস্ত্রবিচার, আত্মজ্ঞান, বৈরাগ্য, আত্মসংযম, শৌর্য্য, বীর্য্য, বল, মেধা, স্বাধীনতা, কার্য্যকুশলতা, সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য, হৃদয়ের কোমলতা, প্রতিভা, বিনয়, সৎস্বভাব, ওজস্বিতা, ইন্দ্রিয়ের ক্ষিপ্রতা, ভোগশক্তি, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, সম্মান, নিরহঙ্কারতা এবং ব্রহ্মণ্য ও শরণাগতরক্ষা প্রভৃতি মহাত্মাদিগের প্রার্থনীয় এই সকল গুণ নিত্য বর্ত্তমান ছিল, সেই সকল গুণ-নিলয় শ্রীনিবাস এই লোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সর্ব্বত্র কলির পাপদৃষ্টি পড়িয়াছে, তাই আমি শোক করিতেছি। ২৫-৩০

হে সুরোত্তম! তোমার, আমার, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ ও সাধুদিগের এবং সমস্ত বর্ণাশ্রমের ভাবী দশা চিন্তা করিয়াও আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে। ৩১

ব্রহ্মাদয়ো বহুতিথং যদপাঙ্গমোক্ষকামাস্তপঃ সমচরন্ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
সা শ্রীঃ স্ববাসমরবিন্দবনং বিহায় যৎপাদসৌভগমলং ভজতেঽনুরক্তা ॥ ৩২ ॥
তস্যাহমজ্জকুলিশাঙ্কুশকেতুকেতৈঃ শ্রীমৎপদৈর্ভগবতঃ সমলঙ্কৃতাঙ্গী।
ত্রীনত্যরোচ উপলভ্য ততো বিভূতিং লোকান্ স মাং ব্যসৃজদুৎস্ময়তীং তদন্তে ॥ ৩৩ ॥
যো বৈ মমাতিভরমাসুরবংশরাজ্ঞামক্ষৌহিণীশতমপানুদদাত্মতন্ত্রঃ।
ত্বাং দুঃস্থমূনপদমাত্মনি পৌরুষেণ সম্পাদয়ন্ যদুষু রম্যমবিভ্রদঙ্গম্ ॥ ৩৪ ॥
কা বা সহেত বিরহং পুরুষোত্তমস্য প্রেমাবলোকরুচিরস্মিতবল্গুজল্পৈঃ।
স্থৈর্য্যং সমানমহরন্মধুমানিনীনাং রোমোৎসবো মম যদঙ্ঘ্রি বিটঙ্কিতায়াঃ ॥ ৩৫ ॥
তয়োরেবং কথয়তোঃ পৃথিবী-ধর্ম্ময়োস্তদা। পরীক্ষিন্নাম রাজর্ষিঃ প্রাপ্তঃ প্রাচীং সরস্বতীম্ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
প্রথমস্কন্ধে পৃথ্বী-ধর্ম্মসংবাদো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ০ ॥

যাঁহার ক্ষণিক কৃপাকটাক্ষ লাভের জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ একান্ত শরণাপন্ন হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন, সাক্ষাৎ কমলা নিজ আবাস কমলবন স্বেচ্ছায় পরিহার করিয়া যাঁহার চরণকমল-সেবা-সৌভাগ্য বরণ করিয়া লইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণবিরহ কোনরূপে সহ্য করিতে পারিতেছি না। তাঁহার ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত চরণচিহ্ন যখন আমার অঙ্গের আভরণ ছিল, তখন সেই সম্পদ্ লাভ করিয়া আমার গর্ব্বের সীমা ছিল না, অঙ্গ-শোভায় ত্রিভুবন পরাস্ত করিয়াছিলাম, সেই গর্ব্বের জন্যই বোধ হয় আজ আমি রিক্তা—পরিত্যক্তা। ৩২-৩৩

দানব-বংশীয় রাজগণের শত শত অক্ষৌহিণী সেনা যখন আমার পক্ষে ভারস্বরূপ হইয়াছিল, তখনই ভগবান্ সেই ভার হরণের নিমিত্ত যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া রমণীয় বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন। হে ধর্ম্ম! তুমি তখনও ভগ্নপদ—দুরবস্থান্বিত ছিলে বটে, কিন্তু তিনি আত্মপৌরুষে তোমায় পূর্ণপদ—সুস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৩৪

কোন্ নারীই বা সেই পরমপুরুষের বিরহ সহ্য করিতে পারে? তাঁহার প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ, মধুর হাস্য দর্শন ও সুধামাখা বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যভামা প্রভৃতি দুর্জ্জয় মানিনীদিগেরও মানভঙ্গ হইত, তাঁহাদিগের সে কঠিন ধৈর্য্য—বিলুপ্ত হইত! তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হইয়া পড়িতেন। ভগবানের সেই চরণচিহ্ন যখন আমার অঙ্গধূলিতে শোভা বিস্তার করিত, তখন নবদূর্ব্বাঙ্কুর-উদ্গমচ্ছলে আমার রোমাঞ্চ প্রকাশ পাইত। এক্ষণে আমার দুঃখের অবধি নাই। ৩৫

যে সময় পৃথিবী ও ধর্ম্ম এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, সেই সময়ে রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহাদের নিকট দিয়া পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতী নদীর তীরে গিয়া উপনীত হইলেন। ৩৬

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীসূত উবাচ।

তত্র গোমিথুনং রাজা হন্যমানমনাথবৎ। দণ্ডহস্তঞ্চ বৃষলং দদৃশে নৃপলাঞ্ছনম্॥ ১॥
বৃষং মৃণালধবলং মেহন্তমিব বিভ্যতম্। বেপমানং পদৈকেন সীদন্তং শূদ্রতাড়িতম্॥ ২॥
গাঞ্চ ধর্ম্মদুঘাং দীনাং ভৃশং শূদ্রপদাহতাম্। বিবৎসামশ্রুবদনাং ক্ষামাং যবসমিচ্ছতীম্॥ ৩॥
পপ্রচ্ছ রথমারূঢ়ঃ কার্ত্তস্বরপরিচ্ছদম্। মেঘগম্ভীরয়া বাচা সমারোপিত-কার্ম্মুকঃ॥ ৪॥
কস্ত্বং মচ্ছরণে লোকে বলাদ্ধংস্যবলান্ বলী। নরদেবোঽসি বেশেন নটবৎ কর্ম্মণাঽদ্বিজঃ॥ ৫॥
যস্ত্বং কৃষ্ণে গতে দূরং সহ গাণ্ডীবধন্বনা। শোচ্যোঽস্যশোচ্যান্ রহসি প্রহরন্ বধমর্হসি॥৬॥
ত্বং বা মৃণালধবলঃ পাদৈর্ন্যূনঃ পদা চরন্। বৃষরূপেণ কিং কশ্চিদ্দেবো নঃ পরিখেদয়ন্॥৭॥
ন জাতু কৌরবেন্দ্রাণাং দোর্দ্দণ্ডপরিরম্ভিতে। ভূতলেঽনুপতন্ত্যস্মিন্ বিনা তে প্রাণিনাং শুচঃ॥৮॥
মা সৌরভেয়াত্র শুচো ব্যেতু তে বৃষলাদ্ভয়ম্। মা রোদীরম্ব ভদ্রং তে খলানাং ময়ি শাস্তরি॥৯॥
যস্য রাষ্ট্রে প্রজাঃ সর্ব্বাস্ত্রস্যন্তে সাধ্ব্যসাধুভিঃ। তস্য মত্তস্য নশ্যন্তি কীর্ত্তিরায়ুর্ভগো গতিঃ॥১০॥

পরীক্ষিতের কলিনিগ্রহ

সূত বলিতে লাগিলেন—সেই সরস্বতী-তীরে রাজা পরীক্ষিৎ দেখিতে পাইলেন যে—এক রাজবেশ-ধারী শূদ্র দণ্ডগ্রহণ-পূর্ব্বক একটি বৃষ ও গাভীকে অনাথের ন্যায় প্রহার করিতেছে। বৃষটি মৃণালের মত শুভ্রবর্ণ, ভয়ে অবিরত মূত্রত্যাগ করিতেছিল এবং একপদে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। বোধ হইতেছিল যেন, সেই শূদ্রের আঘাতে বৃষটি প্রতিক্ষণেই ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল। ১২

গাভীটি ধর্ম্মরূপ হবিঃ প্রদানে যেন সদাই অকুণ্ঠিতা। কিন্তু শূদ্রের পদাঘাতে অতিশয় কাতর হইয়া মৃতবৎসার ন্যায় অশ্রুপাত করিতেছিল এবং একান্ত দুর্ব্বল হওয়ায় তৃণভক্ষণের চেষ্টা করিতেছিল। রাজা পরীক্ষিৎ স্বর্ণময় রথে আরূঢ় থাকিয়া ধনুতে শর-যোজনা করিয়া জলদ-গম্ভীর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে তুই? আমার রাজ্যমধ্যে নিজ শক্তির অহঙ্কারে দুর্ব্বলকে প্রহার করিতেছিস্? নটের মত তুই রাজবেশে সাজিয়াছিস্ বটে, কিন্তু কর্ম্ম দেখিলে, তোকে অধম শূদ্র বলিয়াই মনে হয়। আজ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন মহাপ্রস্থান করিয়াছেন—দেখিয়া নির্জ্জনে এই নিরপরাধ প্রাণীদিগকে নির্ভয়ে প্রহার করিতেছিস্। জানিস্—এরূপ অপরাধে তোর প্রাণ-দণ্ড হওয়া উচিত। ৩-৬

তৎপরে তিনি বৃষকে বলিলেন—আপনিই বা কে? আপনার তিনটি পদ কোথায় বিনষ্ট হইল? আপনি কি শুভ্র বৃষরূপী কোন দেবতা আমাদিগকে দুঃখিত করিবার জন্য একপদে বিচরণ করিতেছেন? ৭

কৌরব নরপতিগণ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে এই ভূমণ্ডল রক্ষা করিয়া আসিতেছেন—আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমি শোকে রোদন করিতে দেখি নাই। হে সুরভিনন্দন! রোদন করিও না—এই শূদ্রাধম হইতে তোমার ভয় দূরীভূত হউক। আবার তিনি গাভীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—মা! তুমি কাঁদিও না। আমি খলদিগের দণ্ডদাতা, আমি থাকিতে তোমার কল্যাণই হইবে। ৮-৯

যাহার রাজ্যে প্রজাবর্গ দুর্জ্জনের অত্যাচারে সর্ব্বদা ভীত হইয়া থাকে, সেই প্রমত্ত রাজার যশঃ, পরমায়ুঃ, সৌভাগ্য ও পরলোক সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। ১০

এষ রাজ্ঞঃ পরো ধর্ম্মো হ্যার্ত্তানামার্ত্তিনিগ্রহঃ। অত এনং বধিষ্যামি ভূতদ্রুহমসত্তমম্ ॥ ১১ ॥
কোঽবৃশ্চত্তব পাদাংস্ত্রীন্ সৌরভেয় চতুষ্পদ। মাভূবংস্ত্বাদৃশো রাষ্ট্রে রাজ্ঞাং কৃষ্ণানুবর্ত্তিনাম্ ॥১২॥
আখ্যাহি বৃষ ভদ্রং বঃ সাধূনামকৃতাগসাম্। আত্মবৈরূপ্যকর্ত্তারং পার্থানাং কীর্ত্তিদূষণম্ ॥১৩॥
জনেঽনাগস্যঘং যুঞ্জন্ সর্ব্বতোঽস্য চ মদ্ভয়ম্। সাধূনাং ভদ্রমেব স্যাদসাধুদমনে কৃতে ॥ ১৪ ॥
অনাগঃস্বিহ ভূতেষু য আগস্কৃন্নিরঙ্কুশঃ। আহর্ত্তাস্মি ভুজং সাক্ষাদমর্ত্ত্যস্যাপি সাঙ্গদম্॥১৫॥
রাজ্ঞো হি পরমো ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মস্থানুপালনম্। শাসতোঽন্যান্ যথাশাস্ত্রমনাপদ্যুৎপথানিহ ॥১৬॥

শ্রীধর্ম্ম উবাচ।

এতদ্বঃ পাণ্ডবেয়ানাং যুক্তমার্ত্তাভয়ং বচঃ। যেষাং গুণগণৈঃ কৃষ্ণো দৌত্যাদৌ ভগবান্ বৃতঃ॥১৭॥
ন বয়ং ক্লেশবীজানি যতঃ স্যুঃ পুরুষর্ষভ। পুরুষং তং বিজানীমো বাক্যভেদবিমোহিতাঃ ॥১৮॥
কেচিদ্বিকল্পবসনা আহুরাত্মানমাত্মনঃ। দৈবমন্যেঽপরে কর্ম্ম স্বভাবমপরে প্রভুম্ ॥ ১৯ ॥
অপ্রতর্ক্যাদনির্দ্দেশ্যাদিতি কেষ্বপি নিশ্চয়ঃ। অত্রানুরূপং রাজর্ষে বিমৃশ স্বমনীষয়া ॥ ২০ ॥

রাজার ইহাই পরম ধর্ম্ম যে, আর্ত্তের দুঃখ দূর করা। এই জন্য আমি এই দুষ্ট দুরাত্মা প্রাণি-ঘাতকের প্রাণবধ করিব। ১১

হে সুরভিনন্দন, -তুমি ছিলে চতুষ্পাদ, কে তোমার তিনটি পদ ছেদন করিয়াছে? শ্রীকৃষ্ণের পদানুবর্ত্তী কৌরবগণের রাষ্ট্রে আর কেহ কখনও তোমার মত দুঃখ পায় নাই। ১২

হে বৃষ! তোমার মঙ্গল হউক, বলিয়া দাও, কোন্ পাপিষ্ঠ তোমাদিগের মত সাধু ও নিরপরাধের এইরূপ বিকৃতরূপ বিধান করিয়া পাণ্ডবদিগের কীর্ত্তিকে কলঙ্কিত করিয়াছে? ১৩

নিরপরাধকে যাহারা দুঃখ দেয়—সেইরূপ পাষণ্ড-দিগকে দমন করিলে আমা হইতে তাহারা ভয় পাইবে, এবং সর্ব্বত্র সাধুগণ নির্ভয় হইয়া থাকিতে পারিবেন; সুতরাং সেই পাষণ্ডের নাম বলিয়া দিলে তোমারও কল্যাণ হইবে। ১৪

যে ব্যক্তি এই ভূমণ্ডলে নিরপরাধ জীবদিগকে হিংসা করে, সে সাক্ষাৎ অমর হইলেও আমি তাহার অঙ্গদশোভিত বাহুদণ্ড কর্ত্তন করিয়া আনয়ন করিব। ১৫

ধার্ম্মিকগণের প্রতিপালন এবং অকার্য্যে উৎপথ-বর্ত্তী অধার্ম্মিকগণের যথাবিধি শাসন—রাজার পরমধর্ম্ম। ১৬

ধর্ম্ম বলিলেন,—যে পাণ্ডবগণের অসীম গুণে বশী-ভূত হইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দৌত্যাদিকার্য্য করিয়াছিলেন -সেই পাণ্ডবগণের বংশধর আপনি—আর্ত্তদিগকে এই অভয়বাণী-প্রদান আপনার উপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু হে নরনাথ, কোন্ পুরুষ হইতে আমাদের এই ক্লেশ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা জানি না, বহুবিধ বাদি-প্রতিবাদীর বাক্যজালে মোহিত হইয়া আছি। যোগিগণ বলেন,—আত্মাই আত্মার বন্ধু—আত্মাই আত্মার শত্রু, আত্মাই আপনার সুখ-দুঃখ ঘটাইয়া থাকেন। দৈবজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন,—গ্রহগণ জীবের সুখ-দুঃখ প্রদান করেন। মীমাংসকগণ কর্ম্মকেই কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। নাস্তিক-গণের মতে স্বভাবই সুখ-দুঃখের নিদান। ১৭-১৯

ঈশ্বরবিশ্বাসী কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন,—বাক্য ও মনের অগোচর সেই পরমেশ্বরই সমস্ত সুখ-দুঃখের মূল। রাজর্ষে! আপনি নিজ বুদ্ধি দ্বারা কোন্ মতটি সত্য, তাহা বিচার করিয়া বলুন। ২০

এবং ধর্ম্মে প্রবদতি স সম্রাড়্ দ্বিজসত্তম। সমাহিতেন মনসা বিখেদঃ পর্য্যচষ্ট তম্ ॥ ২১ ॥
ধর্ম্মং ব্রবীষি ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মোঽসি বৃষরূপধৃক্। যদধর্ম্মকৃতঃ স্থানং সূচকস্যাপি তদ্ভবেৎ ॥ ২২ ॥
অথবা দেবমায়ায়া নূনং গতিরগোচরা। চেতসো বচসশ্চাপি ভূতানামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৩ ॥
তপঃ শৌচং দয়া সত্যমিতি পাদাঃ কৃতে কৃতাঃ। অধর্ম্মাংশৈস্ত্রয়ো ভগ্নাঃ স্ময়-সঙ্গ-মদৈস্তব ॥২৪॥
ইদানীং ধর্ম্ম পাদস্তে সত্যং নির্ব্বর্ত্তয়েদ্যতঃ। তং জিঘৃক্ষত্যধর্ম্মোঽয়মনৃতেনৈধিতঃ কলিঃ ॥ ২৫॥
ইয়ং ভূমির্ভগবতা ন্যাসিতোরুভরা সতী। শ্রীমদ্ভিস্তৎপদন্যাসৈঃ সর্ব্বতঃ কৃতকৌতুকা ॥২৬॥
শোচত্যশ্রুকলা সাধ্বী দুর্ভগেবোজ্ঝিতা সতী। অব্রহ্মণ্যা নৃপব্যাজাঃ শূদ্রা ভোক্ষ্যন্তি মামিতি ॥২৭॥
ইতি ধর্ম্মং মহীঞ্চৈব সান্ত্বয়িত্বা মহারথঃ। নিশাতমাদদে খড়্গং কলয়েঽধর্ম্মহেতবে ॥ ২৮ ॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া সম্রাট্ পরীক্ষিৎ সমাহিত-চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তখন সর্ব্ববিধ মোহ দূর হইল—শুদ্ধজ্ঞানবলে তিনি ধর্ম্মকে চিনিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন—তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, বৃষরূপ ধারণ করিয়াছ। তুমি এই যে ঘাতকের নাম বলিতেছ না, ইহাও সেই ধর্ম্মের নির্দ্দেশ। কেন না, শাস্ত্রে আছে—যে ঘাতকের নাম করিয়া দেয়, সেও ঘাতকের গতি প্রাপ্ত হয়! নিশ্চিতরূপে ঘাতকের নাম না করিয়া তুমি ধর্ম্মবাক্যই বলিয়াছ। অথবা দেবতার মায়াবশে জগতের সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হইতেছে; কিন্তু সেই দেবতার মায়া বড় দুর্জ্ঞেয়, মনুষ্যের মনও বাক্যের অগোচর। কে যে বধ্য এবং কে যে ঘাতক—ইহা নির্ণয় করা বাস্তবিকই কঠিন—বলিয়া তুমি ঘাতকের নাম করিলে না। ২১-২৩

সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য—এই চারিটি পদ তোমার ছিল। বিস্ময়, বিষয়সঙ্গ ও গর্ব্বে তাহার তিনটি ভগ্ন হইয়াছে। ২৪

এক্ষণে তোমার একমাত্র পদ—সত্য অবশিষ্ট আছে। সেই একপদেই তুমি নির্ভর করিয়া কোনরূপে অবস্থান করিতে পারিবে—মনে করিয়াছ। কিন্তু অধর্ম্মরূপী ঐ কলি—মিথ্যা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া তোমার সত্যনামক পদটিকেও ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে। ২৫

ইনি গাভীরূপে সাক্ষাৎ ধরিত্রীদেবী, ইঁহার গুরুভার হরণ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ নিজ শ্রীচরণ-বিন্যাসে ইঁহার সর্ব্বাঙ্গ কল্যাণময় করিয়া গিয়াছেন—আজ তিনি ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাই বুঝি দুর্ভাগিনী সাধ্বী এই ভাবিয়া অবিরত অশ্রুপাত করিতেছে যে, 'অতঃপর ব্রহ্মণ্যদ্বেষী রাজবেশী শূদ্রগণ আমাকে ভোগ করিবে।' ২৬-২৭

এই প্রকারে ধর্ম্ম ও ধরিত্রীকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ অধর্ম্ম-হেতু কলিকে বধ করিবার জন্য তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণ করিলেন। ২৮

[**বিস্মৃতি**—সংস্কৃত স্ময় শব্দের অর্থ গর্ব্ব, কিন্তু এখানে গর্ব্ববাচক মদশব্দের উল্লেখ থাকায় স্ময় শব্দে বিস্ময় অর্থ করা হইয়াছে। বিস্ময় অর্থে কৌতূহল, কৌতূহলবশবর্ত্তী হইয়া জনসাধারণ অধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—"ন জাতু স্যাৎ কুতূহলী"। বর্ত্তমান সময়েও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূলে আছে কৌতূহল। এই কৌতূহল চরিতার্থ করিতে যাইয়া—কত যে জীবহিংসা, কত যে মানব-হত্যা সংঘটিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই] এই বিস্ময়ের দ্বারা তপস্যা নষ্ট হইয়াছে, কেন না, বিস্ময়কর ফলের প্রতি আগ্রহ থাকিলেই তপস্যা বিনষ্ট হয়। বিষয়-বাসনা দ্বারা শৌচ বিলুপ্ত হয়। বর্ত্তমান সময়ে বিলাসিতার আতিশয্যে প্রায়শঃ লোক শৌচহীন হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ এবং গর্ব্বের দ্বারা দয়ার বিলোপ ঘটে। দয়া চিত্তের কোমল বৃত্তি; গর্ব্ব—চিত্তের কঠিনতার পরিচায়ক। উভয় বৃত্তি একত্র থাকিতে পারে না। ২৪

তং জিঘাংসুমভিপ্রেত্য বিহায় নৃপলাঞ্ছনম্। তৎপাদমূলং শিরসা সমগাদ্ভয়বিহ্বলঃ ॥ ২৯ ॥
পতিতং পাদয়োর্বীরঃ কৃপয়া দীনবৎসলঃ। শরণ্যো নাবধীচ্ছ্লোক্য আহ চেদং হসন্নিব ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাজোবাচ।

ন তে গুড়াকেশযশোধরাণাং বদ্ধাঞ্জলের্বৈ ভয়মস্তি কিঞ্চিৎ।
ন বর্ত্তিতব্যং ভবতা কথঞ্চন ক্ষেত্রে মদীয়ে ত্বমধর্ম্মবন্ধুঃ ॥ ৩১ ॥
ত্বাং বর্ত্তমানং নরদেবদেহেম্বনুপ্রবৃত্তোঽয়মধর্ম্মপূগঃ।
লোভোঽনৃতং চৌর্য্যমনার্য্যমংহো জ্যেষ্ঠা চ মায়া কলহশ্চ দম্ভঃ ॥ ৩২ ॥
ন বর্ত্তিতব্যং তদধর্ম্মবন্ধো ধর্ম্মেণ সত্যেন চ বর্ত্তিতব্যে।
ব্রহ্মাবর্ত্তে যত্র যজন্তি যজ্ঞৈর্যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞবিতানবিজ্ঞাঃ ॥ ৩৩ ॥
যস্মিন্ হরির্ভগবানিজ্যমান ইজ্যাত্মমূর্ত্তির্যজতাং শং তনোতি।
কামানমোঘান্ স্থিরজঙ্গমানামন্তর্বহির্বায়ুরিবৈষ আত্মা ॥ ৩৪ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

পরীক্ষিতৈবমাদিষ্টঃ স কলির্জাতবেপথুঃ। তমুদ্যতাসিমাহেদং দণ্ডপাণিমিবোদ্যতম্ ॥ ৩৫ ॥
যত্র ক্ব বাথ বৎস্যাম সার্ব্বভৌম তবাজ্ঞয়া। লক্ষয়ে তত্র তত্রাপি ত্বামাত্তেষুশরাসনম্ ॥ ৩৬ ॥

কলি রাজাকে বধোদ্যত দেখিয়া প্রাণভয়ে বিহ্বল হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার চরণযুগল মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিল। ২৯

দীনবৎসল সেই শ্লাঘ্য বীর নরপতি তাহাকে পদতলে নিপতিত দেখিয়া শরণাগতবোধে বধ করিলেন না, বরং ঈষৎ হাস্য-সহকারে বলিলেন—তুমি যখন করযোড়ে প্রাণভিক্ষা করিতেছ, তখন তোমার কোন ভয় নাই, কেন না, আমরা সেই কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুনের খ্যাতি রক্ষা করিয়া চলিয়া থাকি। তবে আমার রাজ্যমধ্যে কোথায়ও তোমার থাকা হইবে না, যেহেতু তুমি অধর্ম্মের বন্ধু। ৩০-৩১

তুমি রাজদেহে অবস্থান করিলে—রাষ্ট্রে লোভ, চৌর্য্য,মিথ্যা, অনার্য্যতা, স্বধর্ম্মত্যাগ, অলক্ষ্মী, কপটতা, কলহ ও দম্ভ প্রভৃতি অধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।৩২

হে অধর্ম্মবন্ধু! এই ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে তুমি বাস করিতে পাইবে না। এখানে ধর্ম্ম ও সত্যনিষ্ঠ হইয়া থাকিতে হয়। এ দেশে যজ্ঞবিস্তারে নিপুণ যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতেছেন। এই পবিত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে যাগমূর্ত্তি শ্রীহরি যজ্ঞে আরাধিত হইয়া, যাজ্ঞিকগণের কল্যাণসাধন ও মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। বায়ু যেমন জীবশরীরের অন্তরে ও বাহিরে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ পরমাত্মরূপী শ্রীহরি স্থাবর-জঙ্গম সকলেরই অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে সর্ব্বদাই অবস্থিত। এই জন্য যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণের নামে আহুতি দেওয়া হইলেও—তাহা সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীহরিতেই অর্পিত হয়। ৩৩-৩৪

সূত বলিলেন,—কলি রাজা পরীক্ষিৎকে সাক্ষাৎ যমের ন্যায় তরবারি হস্তে বধোদ্যত দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল—এতক্ষণে তাঁহার ঐ সকল কথা শুনিয়া ভরসা পাইয়া কহিল,—হে সম্রাট্! আপনি ত' সর্ব্বত্রই ধনুর্ব্বাণ হস্তে বিচরণ করেন, আপনার আজ্ঞায় আমি এখানে বাস করিতে পারিব না, কিন্তু কোথায় যে বাস করিতে পারিব—তাহাও ত' বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ৩৫-৩৬

তস্মৈ ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ স্থানং নির্দ্দেষ্টুমর্হসি। যত্রৈব নিয়তো বৎস্যে আতিষ্ঠংস্তেঽনুশাসনম্॥৩৭॥

সূত উবাচ।

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ। দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥ ৩৮ ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ। ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥৩৯।
অমূনি পঞ্চ স্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ। ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসত্তন্নিদেশকৃৎ॥ ৪০ ॥
অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ। বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ॥৪১॥
বৃষস্য নষ্টাংস্ত্রীন্ পাদান্ তপঃ শৌচং দয়ামিতি। প্রতিসন্দধ আশ্বাস্য মহীঞ্চ সমবর্দ্ধয়ৎ॥ ৪২ ॥
স এষ এতর্হ্যধ্যাস্তে আসনং পার্থিবোচিতম্। পিতামহেনোপন্যস্তং রাজ্ঞারণ্যং বিবিক্ষতা॥ ৪৩ ॥
আস্তেঽধুনা স রাজর্ষিঃ কৌরবেন্দ্রশ্রিয়োল্লসন্। গজাহ্বয়ে মহাভাগশ্চক্রবর্ত্তী বৃহচ্ছ্রবাঃ॥ ৪৪ ॥
ইত্থম্ভূতানুভাবোঽয়মভিমন্যুসুতো নৃপঃ। যস্য পালয়তঃ ক্ষৌণীং যূয়ং সত্রায় দীক্ষিতাঃ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
প্রথমস্কন্ধে কলি-নিগ্রহো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ০ ॥

আপনি দয়া করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিন—কোথায় আমার স্থান হইবে—যেখানে নিয়ত বাস করিয়া আমি আপনার আদেশ পালন করিব। ৩৭

সূত বলিলেন কলির প্রার্থনায় রাজা পরীক্ষিৎ তাহাকে এই কয়টি স্থান প্রদান করিলেন—যেখানে দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান, প্রাণিহিংসা সংঘটিত হয় ও স্ত্রী-শরীরে এই চারিটি অধর্ম্মস্থানে তোমার বসতি হইবে। কলি পুনরায় স্থান প্রার্থনা করিলে, রাজা তাহাকে সুবর্ণ দেখাইয়া দিলেন। অধর্ম্মসম্ভূত কলির প্রার্থনায় পুনরায় যে স্থানে মিথ্যা, গর্ব্ব, কাম, হিংসা ও বৈর বর্ত্তমান, এই পঞ্চস্থান দান করিলেন। কলি উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের প্রদত্ত এই কয়টি স্থানে তাঁহার আজ্ঞাকারী হইয়া বাস করিতে লাগিল।৩৯ ৪০

অতএব আত্মহিতার্থী কোন ব্যক্তি, বিশেষতঃ ধর্ম্মশীল লোকাধিপতি গুরুরূপী রাজার পক্ষে এই সকল বস্তু সেবন করা একান্ত নিষিদ্ধ। ৪১

রাজা পরীক্ষিৎ তপঃ, শৌচ ও দয়া প্রবর্ত্তিত করিয়া বৃষরূপী ধর্ম্মের তিনটি পদ পুনরায় যোজনা করিলেন, এবং পৃথিবীকেও আশ্বস্ত করিয়া তাহাকে সংবর্দ্ধিত করিলেন। ৪২

পিতামহ যুধিষ্ঠির অরণ্যগমনকালে রাজোচিত যে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন, মহাভাগ রাজ-চক্রবর্ত্তী বিপুলযশাঃ রাজর্ষি পরীক্ষিৎ হস্তিনাপুরে তাহাতে উপবেশন করিয়া, কৌরব-নরপতিগণের রাজশ্রী দ্বারা সমুজ্জ্বল হইয়াছিলেন। অভিমন্যুতনয় পরীক্ষিৎ এই প্রকার মহিমান্বিত হইয়া পৃথিবীপালন করিতেছিলেন, তজ্জন্যই আপনারা এই দীর্ঘ যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে পারিয়াছেন। ৪৩-৪৪

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

যো বৈ দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টো ন মাতুরুদরে মৃতঃ। অনুগ্রহাদ্ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মকোপোত্থিতাদ্যস্তু তক্ষকাৎ প্রাণবিপ্লবাৎ। ন সংমুমোহোরুভয়াদ্ভগবত্যর্পিতাশয়ঃ ॥ ২ ॥
উৎসৃজ্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং বিজ্ঞাতাজিতসংস্থিতিঃ। বৈয়াসকের্জহৌ শিষ্যো গঙ্গায়াং স্বং কলেবরম্ ॥৩॥

নোত্তমঃশ্লোকবার্ত্তানাং জুষতাং তৎ কথামৃতম্।
স্যাৎ সংভ্রমোঽন্তকালেঽপি স্মরতাং তৎপদাম্বুজম্ ॥ ৪ ॥

তাবৎ কলির্ন প্রভবেৎ প্রবিষ্টোঽপীহ সর্ব্বতঃ। যাবদীশো মহানুর্ব্ব্যামাভিমন্যব একরাট্ ॥ ৫ ॥
যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব ভগবানুৎসসর্জ গাম্। তদৈবেহানুবৃত্তোঽসাবধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ ॥ ৬ ॥
নানুদ্বেষ্টি কলিং সম্রাট্ সারঙ্গ ইব সারভুক্। কুশলান্যাশু সিধ্যন্তি নেতরাণি কৃতানি যৎ ॥৭॥
কিন্নু বালেষু শূরেণ কলিনা ধীরভীরুণা। অপ্রমত্তঃ প্রমত্তেষু যো বৃকো নৃষু বর্ত্ততে ॥ ৮ ॥

পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ

সূত বলিলেন,—পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হইয়াও অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই। তিনি ব্রহ্মকোপানলে পড়িয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করাতে—সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ ভয়প্রদ তক্ষককে সম্মুখে দেখিয়াও কিছুমাত্র হতবুদ্ধি হন নাই, কিন্তু তিনি শুকদেবের শিষ্য হইয়া শ্রীহরির পরম তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকারে বিষয়সঙ্গ পরিহার করিয়া গঙ্গাতটে নিজ কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই, কেন না, যাহারা পুণ্যশ্লোক-শ্রীভগবানের চরিতপূর্ণ কথামৃত পান করেন এবং অবিরত তাহার শ্রীচরণকমল স্মরণ করেন, মৃত্যুকালেও তাঁহাদের বুদ্ধির ভ্রম ঘটে না। ১-৪

একচ্ছত্রাধিপতি সম্রাট্ অভিমন্যুতনয় যত দিন পর্য্যন্ত পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন,—তত দিন কলি তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই, প্রবেশ যদি বা কোনরূপে করিতে পারে, তাহা হইলেও প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে নাই। যে দিন যে ক্ষণে শ্রীভগবান্ এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সে দিন সেই ক্ষণ হইতেই অধর্ম্মের নিদান কলি এখানে প্রবেশলাভ করিতে সতত যত্নশীল হইয়া আছে। ৫-৬

সম্রাট্ কলিকে একেবারে সংহার করেন নাই, কারণ,—কলিযুগেরও একটু বিশেষত্ব আছে—ভ্রমর যেমন সার গ্রহণ করে, সেইরূপ সম্রাট্ কলিযুগের সেই বিশেষত্বের প্রতি আদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কলিযুগে সঙ্কল্পমাত্রেই পুণ্যকর্ম্মসমূহের ফল লাভ করা যায়; পাপকর্ম্মের সেরূপ হয় না, তাহার অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত করিলে তবে ফলভোগ করিতে হয়। ৭

অধিকন্তু, কলি সর্ব্বদাই ধীর ব্যক্তির নিকটে ভীত, যত কিছু বিক্রম—প্রমত্ত ও অপরিণতমতি বালকদিগের নিকট। বৃক (নেকড়ে বাঘ) যেমন অসাবধান ও শিশুদিগকে আক্রমণ করিতে সর্ব্বদা সাহসী, কলিও সেইরূপ। সুতরাং কলিকে একেবারে বধ না করিলেও তত অনিষ্ট হইবে না। ৮

উপবর্ণিতমেতদ্বঃ পুণ্যং পারীক্ষিতং ময়া। বাসুদেবকথোপেতমাখ্যানং যদপৃচ্ছত ॥ ৯ ॥
যা যাঃ কথা ভগবতঃ কথনীয়োরুকর্ম্মণঃ। গুণকর্ম্মাশ্রয়াঃ পুংভিঃ সংসেব্যাস্তা বুভূষুভিঃ ॥১০॥

শ্রীঋষয় ঊচুঃ।

সূত জীব সমাঃ সৌম্য শাশ্বতীর্বিশদং যশঃ। যস্ত্বং শংসসি কৃষ্ণস্য মর্ত্ত্যানামমৃতং হি নঃ ॥১১॥
কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্। আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥ ১২ ॥
তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ১৩ ॥

কো নাম তৃপ্যেদ্রসবিৎ কথায়াং মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মুর্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ ॥ ১৪ ॥
তন্নো ভবান্ বৈ ভগবৎপ্রধানো মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
হরেরুদারং চরিতং বিশুদ্ধং শুশ্রূষতাং নো বিতনোতু বিদ্বন্ ॥ ১৫ ॥
স বৈ মহাভাগবতঃ পরীক্ষিদ্যেনাপবর্গাখ্যমদভ্রবুদ্ধিঃ।
জ্ঞানেন বৈয়াসকিশব্দিতেন ভেজে খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলম্ ॥ ১৬ ॥

মুনিগণ! পরম পবিত্র পরীক্ষিৎ-উপাখ্যান আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রীভগবানের লীলামঙ্গল বর্ণনার সহিত তাহা আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিলাম। ৯

অধিক কি বলিব—সেই বিপুল-মহিমা ভগবানের গুণ ও কর্ম্মবিষয়ক যাহা কিছু উপাখ্যান আছে, তৎসমস্তই কল্যাণকামী ব্যক্তিগণের শ্রবণ করা উচিত। ১০

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সুত, তুমি চিরজীবী হও। তুমি শ্রীকৃষ্ণের যে বিমল যশঃ কীর্ত্তন করিতেছ—তাহা মর্ত্তবাসীর পক্ষে অমৃতসমান—মানবের মৃত্যু-ভয় বিদূরিত করে। ১১

আমরা যদিও যজ্ঞকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তথাপি ইহাতে আমাদের খুব আশ্বাস নাই, কারণ, ইহার ফল-সম্বন্ধে বহু বিঘ্ন আছে। যজ্ঞধূমে আমরা বিবর্ণ হইয়াছি—আমাদিগকে তুমি অবিরত গোবিন্দ-চরণারবিন্দের মকরন্দ পান করাইতেছ। ১২

বিষ্ণুভক্ত মহাপুরুষগণের সহিত সঙ্গলাভ করিলে আমরা স্বর্গ বা অপবর্গকেও তাহার আংশিক তুলনার মধ্যে গণনা করি না। মনুষ্যের প্রদত্ত রাজ্যাদি লাভের আশীর্ব্বাদ ত' তুচ্ছ। ১৩

মহাত্মগণের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করিতে কোন রসজ্ঞ পুরুষেরই আশা মিটে না। শিব এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি যোগেশ্বরগণও প্রাকৃত গুণরহিত সেই পরমেশ্বরের গুণরাশির অন্ত পান না। ১৪

হে বিদ্বন্! আমাদিগের মধ্যে তুমিই ভগবানের প্রধান সেবক। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের একান্ত আশ্রয়—শ্রীহরির উদার ও বিশুদ্ধ চরিতকথা তুমি আমাদিগের নিকট বিস্তৃতভাবে বর্ণন কর, আমরা তাহা শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছি। ১৫

মহাভাগবত মহামতি পরীক্ষিৎ শুকদেবের উপদেশে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষপ্রদ শ্রীবিষ্ণু-পাদমূলে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন—তাহাও আমাদিগের নিকট বর্ণনা কর। ১৬

তন্নঃ পরং পুণ্যমসংবৃতার্থমাখ্যানমত্যদ্ভুতযোগনিষ্ঠম্।
আখ্যাহ্যনন্তাচরিতোপপন্নং পারীক্ষিতং ভাগবতাভিরামম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

অহো বয়ং জন্মভৃতোঽদ্য হাস্ম বৃদ্ধানুবৃত্ত্যাপি বিলোমজাতাঃ।
দৌষ্কুল্যমাধিং বিধুনোতি শীঘ্রং মহত্তমানামভিধানযোগঃ ॥ ১৮ ॥
কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদ্‌গুণত্বাদযমনন্তমাহুঃ ॥ ১৯ ॥
এতাবতালং ননু সূচিতেন গুণৈরসাম্যানতিশায়নস্য।
হিত্বেতরান্ প্রার্থয়তো বিভূতির্যস্যাঙ্ঘ্রিরেণুং জুষতেঽনভীপ্সোঃ ॥ ২০ ॥
অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥ ২১ ॥
যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্মঃ ॥ ২২ ॥

পরম পবিত্র সুমধুর ভাগবতগ্রন্থ পরীক্ষিতের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল; এই গ্রন্থে বিচিত্র বিচিত্র যোগের কথা বর্ণিত আছে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত চরিতকথায় পূর্ণ, এই জন্য ভক্তদিগের পরম প্রিয়,—ইহাও আমাদিগের নিকট বিবৃত কর। ১৭

সূত বলিলেন,—আজ আমার জন্ম সার্থক। বিলোম বর্ণসঙ্কর জাতি হইলেও আমাদের আজ কত আদর! আজ আর দুষ্কুলে জন্মনিবন্ধন কাহারও মনোদুঃখের কারণ নাই, কেন না, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-গণের এমন সাদর-সম্ভাষণ পাইলে কাহারও দুঃখ থাকে কি? ১৮

ভগবান্ শ্রীহরি শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের একমাত্র আশ্রয়, তাঁহার শক্তি অনন্ত, তিনি স্বয়ং অনন্তস্বরূপ। মহৎ-বস্তুমাত্রই তাঁহার গুণসম্বন্ধ হইতে প্রকাশিত, এই জন্য তাঁহাকে অনন্ত বলিয়া লোকে বর্ণনা করে। তাঁহার নামকীর্ত্তন করিলে আর নিম্নকুলে জন্ম-গ্রহণ-জনিত কোন দুঃখ থাকে না। ১৯

ইহা বলিলেই বোধ হয় তাঁহার গুণের অনন্ত মহিমা পর্য্যাপ্তভাবে প্রকাশ করা হইবে যে, শিব ও ব্রহ্মার অনুরোধ সত্ত্বেও লক্ষ্মী তাঁহাদিগের সেবায় সম্মত হন নাই, আর নারায়ণের বিনা প্রার্থনায় কমলা স্বেচ্ছায় তাঁহার চরণরেণু সেবন করিতে-ছেন। ২০

আরও দেখুন, ব্রহ্মা যে পবিত্র বারি অর্ঘ্যরূপে শঙ্করকে প্রদান করেন, যাহা স্পর্শ করিয়া নিখিল জগৎ এবং স্বয়ং মহাদেবও পূত হইয়াছেন, তাহা যাঁহার চরণারবিন্দ হইতে নির্গত হইয়াছে, সেই শ্রীমুকুন্দ ভিন্ন আর কাহাকে 'ভগবান্' বা সর্ব্বেশ্বর বলা যাইতে পারে? ২১।

সজ্জনগণ তাঁহার প্রতিই বদ্ধমূল অনুরাগ বশতঃ দেহাদি অভিমানকে সহসা বর্জ্জন করিয়া পরমহংস হইয়া থাকেন, আশ্রমের মধ্যে ইহাই পরাকাষ্ঠা; অহিংসা ও উপশম এই আশ্রমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ২২

অহং হি পৃষ্টোঽর্য্যমণো ভবদ্ভিরাচক্ষ আত্মাবগমোঽত্র যাবান্।
নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণস্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ ॥ ২৩ ॥

একদা ধনুরুদ্যম্য বিচরন্ মৃগয়াং বনে। মৃগাননুগতঃ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতস্তৃষিতো ভৃশম্ ॥ ২৪ ॥
জলাশয়মচক্ষাণঃ প্রবিবেশ তমাশ্রমম্। দদর্শ মুনিমাসীনং শান্তং মীলিতলোচনম্ ॥ ২৫ ॥
প্রতিরুদ্ধেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধিমুপারতম্। স্থানত্রয়াৎ পরং প্রাপ্তং ব্রহ্মভূতমবিক্রিয়ম্ ॥২৬॥
বিপ্রকীর্ণজটাচ্ছন্নং রৌরবেণাজিনেন চ। বিশুষ্যত্তালুরুদকং তথাভূতমযাচত ॥ ২৭ ॥
অলব্ধতৃণভূম্যাদিরসংপ্রাপ্তার্ঘ্যসূনৃতঃ। অবজ্ঞাতমিবাত্মানং মন্যমানশ্চুকোপ হ ॥ ২৮ ॥
অভূতপূর্ব্বঃ সহসা ক্ষুত্তৃড়্ভ্যামর্দ্দিতাত্মনঃ। ব্রাহ্মণং প্রত্যভূদ্ব্রহ্মন্ মৎসরো মন্যুরেব চ ॥২৯॥
স তু ব্রহ্মঋষেরংসে গতাসুমুরগং রুষা। বিনির্গচ্ছন্ ধনুষ্কোট্যা নিধায় পুরমাগতঃ ॥ ৩০ ॥
এষ কিং নিভৃতাশেষকরণো মীলিতেক্ষণঃ। মৃষাসমাধিরাহো স্বিৎ কিং নু স্যাৎ ক্ষত্রবন্ধুভিঃ ॥৩১॥

হে ভাস্বন্মূর্ত্তি ব্রাহ্মণ! আপনি পরীক্ষিৎ উপাখ্যান জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি তদ্বিষয়ে যতদূর জানি, তাহা বলিতেছি। আকাশ অনন্ত, পক্ষিগণ যে পর্য্যন্ত সমর্থ হয়, আকাশে সেই পর্য্যন্তই যেমন উড়িয়া থাকে, সেইরূপ সুধীগণ যতদূর জানেন, বিষ্ণুলীলা ততদূরই বর্ণন করিতে পারেন। ২৩

একদা রাজা পরীক্ষিৎ বনমধ্যে একাকী মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া, ধনুঃতে শরযোজনা করিয়া কতকগুলি মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে অতিশয় শ্রান্ত, ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়া পড়িলেন। ২৪

তৎপরে সন্নিকটে কোন জলাশয় দেখিতে না পাইয়া শমীক মুনির সুপ্রসিদ্ধ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—মুনি চক্ষু নিমীলিত করিয়া শান্তভাবে বসিয়া আছেন। তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি বাহ্য-বিষয় হইতে আকৃষ্ট এবং জাগরণ, নিদ্রা ও সুষুপ্তি এই স্থানত্রয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া, তুরীয়পদে লীন থাকায়—তিনি আপনাকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাঁহার হস্তপদাদির সমুদয় ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার দেহ—বিকীর্ণ জটাভার ও মৃগচর্ম্মে আবৃত ছিল। এদিকে তৃষ্ণায় রাজার তালু শুষ্ক হইতেছিল, তিনি সেই ঋষির নিকটেই জল প্রার্থনা করিলেন। ২৫-২৭

মহর্ষি শমীক ধ্যানস্থ ছিলেন, এই কারণে রাজার আগমনই জানিতে পারিলেন না, কিন্তু রাজা মনে করিলেন,—আমি আজ অতিথিরূপে আশ্রমে আসিয়াছি—ইনি আমাকে তৃণাসন বা স্থান দিলেন না, অর্ঘ্য দেওয়া দূরে থাক, একবার মধুরবাক্যে অভ্যর্থনাও করিলেন না। ইহা ভাবিয়া রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। ২৮

রাজা আবার ভাবিলেন,—ইনি কি যথার্থ ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক নেত্র নিমীলিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন অথবা মিথ্যা সমাধির ভান করিতেছেন? অথবা অধম-ক্ষত্রিয় আশ্রম হইতে ফিরিয়া গেলেই বা ক্ষতি কি? এই ভাবিয়া আমায় অগ্রাহ্য করিতেছেন? রাজা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর ছিলেন, তাঁহার আর সহ্য হইল না, সহসা দ্বেষ ও ক্রোধ দ্বিগুণভাবে জ্বলিয়া উঠিল। যাইবার সময়ে ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা এক মৃতসর্প তুলিয়া ঋষির গলদেশে রাখিয়া দিয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। ২৮-৩১

তস্য পুত্রোঽতিতেজস্বী বিহরন্ বালকোঽর্ভকৈঃ।
রাজ্ঞাঘং প্রাপিতং তাতং শ্রুত্বা তত্রেদমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥

অহো অধর্মঃ পালানাং পীব্নাং বলিভুজামিব। স্বামিন্যঘং যদ্দাসানাং দ্বারপাণাং শুনামিব ॥ ৩৩ ॥
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রবন্ধুর্হি দ্বারপালো নিরূপিতঃ। স কথং তদ্‌গৃহে দ্বাঃস্থঃ সভাণ্ডং ভোক্তুমর্হতি ॥৩৪॥
কৃষ্ণে গতে ভগবতি শাস্তর্য্যুৎপথগামিনাম্। তদ্ভিন্নসেতুমদ্যাহং শাস্মি পশ্যত মে বলম্ ॥ ৩৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা রোষতাম্রাক্ষো বয়স্যানৃষিবালকঃ। কৌশিক্যাপ উপস্পৃশ্য বাগ্বজ্রং বিসসর্জ হ ॥৩৬॥
ইতি লঙ্ঘিতমর্য্যাদং তক্ষকঃ সপ্তমেঽহনি। দঙ্ক্ষ্যতি স্ম কুলাঙ্গারং চোদিতো মে ততদ্রুহম্ ॥৩৭॥
ততোঽভ্যেত্যাশ্রমং বালো গলে-সর্পকলেবরম্। পিতরং বীক্ষ্য দুঃখার্ত্তো মুক্তকণ্ঠং রুরোদ হ ॥৩৮॥
স বা আঙ্গিরসো ব্রহ্মন্ শ্রুত্বা সুতবিলাপনম্। উন্মীল্য শনকৈর্নেত্রে দৃষ্ট্বা চাংসে মৃতোরগম্ ॥৩৯॥
বিসৃজ্য তঞ্চ পপ্রচ্ছ বৎস কস্মাদ্ধি রোদিষি। কেন বা তেঽপ্যপকৃতমিত্যুক্তঃ স ন্যবেদয়ৎ ॥৪০॥

নিশম্য শপ্তমতদর্হং নরেন্দ্রং স ব্রাহ্মণো নাত্মজমভ্যনন্দৎ।
অহো বতাংহো মহদদ্য (জ্ঞ!) তে কৃতমল্পীয়সি দ্রোহ উরুর্দমো ধৃতঃ ॥৪১॥

শৃঙ্গী নামে শমীকের এক তেজস্বী বালকপুত্র তখন অপর একস্থানে অন্যান্য বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। সেখানে তাঁহার এক সহচর সংবাদ দিল—"রাজা পরীক্ষিৎ তোমার পিতার গলদেশে মৃতসর্প অর্পণ করিয়া তাঁহার ঘোর অপমান করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া শৃঙ্গী বলিলেন,—কি—প্রজাদিগের রক্ষকস্বরূপ রাজার এরূপ অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি? ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়গণকে গৃহরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন—অন্ন দ্বারা পরিপুষ্ট ভৃত্য যদি প্রভুর অপমান করে, তাহা হইলে কাক ও দ্বাররক্ষক কুকুর হইতে তাহাদের প্রভেদ কি? ৩২-৩৩

সুতরাং তাহারা কিরূপে তাঁহাদিগের দ্বারে থাকিয়া তাঁহাদিগের ভাণ্ডেই ভোজন করিতে সাহসী হয়! উৎপথগামী ব্যক্তিদিগের শাস্তিদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন বলিয়াই আজ রাজা মর্য্যাদা অতিক্রম করিতেছেন। বেশ, আমিই তাঁহাকে শাসন করিতেছি,—আমার ক্ষমতা দেখ। ৩৪-৩৫

সমবয়স্ক ঋষি-বালকদিগকে এই কথা বলিতে বলিতেই তাঁহার নয়নযুগল ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, শৃঙ্গী তখন কৌশিকী নদীর জলে আচমন করিয়া এই অভিসম্পাত প্রদান করিলেন,—'যে কুলাঙ্গার মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিয়া আমার পিতার অপমান করিয়াছে, আমার আজ্ঞায় মহাসর্প তক্ষক অদ্য হইতে সপ্তম দিনে তাহাকে দংশন করিবে'। ৩৬-৩৭

অনন্তর ঋষিকুমার আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া পিতার গলদেশে মৃতসর্প দেখিয়া দুঃখে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ৩৮

অঙ্গিরার বংশজাত মহর্ষি শমীক পুত্রের উচ্চ রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় উন্মীলন করিলেন এবং প্রথমেই কণ্ঠদেশে মৃতসর্প দেখিয়া উহাকে ফেলিয়া দিয়া শৃঙ্গীকে বলিলেন,—বৎস! কি জন্য তুমি রোদন করিতেছ? কেহ কি তোমার কোন অনিষ্ট করিয়াছে? তখন বালক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ৩৯-৪০

নরপতি পরীক্ষিৎ অভিসম্পাতের পাত্র না হইলেও তাঁহাকে অভিসম্পাত দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া মহর্ষি শমীক পুত্রকে সমর্থন করিতে পারিলেন না, বরং তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—হায় হায়, বৎস! তুমি মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছ—অল্প অপরাধে গুরুতর দণ্ড দিয়াছ। ৪১

ন বৈ নৃভির্নরদেবং পরাখ্যং সম্মাতুমর্হস্যবিপক্কবুদ্ধে।
যত্তেজসা দুর্ব্বিষহেণ গুপ্তা বিন্দন্তি ভদ্রান্যকুতোভয়াঃ প্রজাঃ ॥ ৪২ ॥

অলক্ষ্যমাণে নরদেবনাম্নি রথাঙ্গপাণাবয়মঙ্গ লোকঃ।
তদা হি চৌরপ্রচুরো বিনঙ্ক্ষ্যত্যরক্ষ্যমাণোঽবিবরূথবৎ ক্ষণাৎ। ৪৩ ॥

তদদ্য নঃ পাপমুপৈত্যনন্বয়ং যন্নষ্টনাথস্য বসোবিলুম্পকাৎ।
পরস্পরং ঘ্নন্তি শপন্তি বৃঞ্জতে পশূন্ স্ত্রিয়োঽর্থান্ পুরুদস্যবো জনাঃ ॥৪৪॥

তদার্য্যধর্ম্মঃ প্রবিলীয়তে নৃণাং বর্ণাশ্রমাচারযুতস্ত্রয়ীময়ঃ।
ততোঽর্থকামাভিনিবেশিতাত্মনাং শুনাং কপীনামিব বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪৫ ॥

ধর্ম্মপালো নরপতিঃ স তু সম্রাড়্ বৃহচ্ছ্রবাঃ।
সাক্ষান্মহাভাগবতো রাজর্ষির্হয়মেধযাট্।
ক্ষুত্তৃট্শ্রমযুতো দীনো নৈবাস্মচ্ছাপমর্হতি ॥ ৪৬ ॥
অপাপেষু স্বভৃত্যেষু বালেনাপক্কবুদ্ধিনা।
পাপং কৃতং তদ্ভগবান্ সর্ব্বাত্মা ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৪৭ ॥

ওরে অপরিণতমতি বালক! তুমি জান না, রাজা যে নরদেব, সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ, তাঁহাকে তোমার সাধারণ মানুষের সহিত সমান বিবেচনা করা উচিত হয় নাই। রাজার অমিত প্রতাপে প্রজাগণ রক্ষিত হইয়া অকুতোভয়ে সুখসমৃদ্ধি ভোগ করিয়া থাকে। ৪২

রাজরূপী চক্রপাণি না থাকিলে পৃথিবীতে চৌর্য্য বৃদ্ধি পায়, ফলে প্রজাকুল অরক্ষিত অবস্থায় থাকিয়া জলধরসমূহের ন্যায় অল্পকালেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৪৩

অদ্য লোকপাল রাজার অভাবে চৌরগণ নির্ভয়ে ধন লুণ্ঠন করিবে—এ অনিষ্টের মূল আমরাই। ইহা হইতে যে পাপ জন্মাইবে—যাহার সহিত আমাদের কোন সংস্রব ছিল না, সেই পাপ আজ আমাদিগকেই স্পর্শ করিবে। এখন হইতে প্রজাগণ দস্যুবহুল হইয়া পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিবে, একজন অন্যকে গালি দিবে, পরস্পর পরস্পরের পশু, স্ত্রী ও অর্থ অপহরণ করিবে। ৪৪

আর্য্যধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, বেদোক্ত বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম ও সদাচার—সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যাইবে। মনুষ্যগণ কুকুর ও বানরের মত শুধু কামবশীভূত হইয়া বর্ণসঙ্কর বর্দ্ধিত করিবে। ৪৫

সম্রাট্ পরীক্ষিৎ ধর্ম্মসহকারে প্রজা-পালন করিতেছিলেন, তিনি পরম ভাগবত, মহাযশস্বী, তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞকারী। তিনি ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন—তজ্জন্য তাঁহাকে শাপ দেওয়া উচিত হয় নাই। হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, আমার এই অপক্ক-বুদ্ধি বালক সন্তান নিরপরাধ স্বজনের যে অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা ক্ষমা করুন। ৪৬-৪৭

তিরস্কৃতা বিপ্রলব্ধাঃ শপ্তাঃ ক্ষিপ্তা হতা অপি। নাস্য তৎ প্রতিকুর্ব্বন্তি তদ্ভক্তাঃ প্রভবোঽপি হি॥৪৮॥
ইতি পুত্রকৃতাঘেন সোঽনুতপ্তো মহামুনিঃ। স্বয়ং বিপ্রকৃতো রাজ্ঞা নৈবাঘং তদচিন্তয়ৎ ॥৪৯॥
প্রায়শঃ সাধবো লোকে পরৈর্দ্বন্দ্বেষু যোজিতাঃ। ন ব্যথন্তি ন হৃষ্যন্তি যত আত্মাঽগুণাশ্রয়ঃ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
প্রথমস্কন্ধে বিপ্রশাপোপলম্ভো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ০ ॥

রাজা যদি অভিশাপ প্রদান করিতেন, তাহা হইলেও শৃঙ্গীর প্রায়শ্চিত্ত হইত, কিন্তু তাহার সম্ভাবনাই বা কি আছে? যাঁহারা ভগবানের ভক্ত, তাঁহারা যদি নিন্দিত, বঞ্চিত, অভিশপ্ত, অবজ্ঞাত বা তাড়িত হন, তাহা হইলে শক্তি সত্ত্বেও তাঁহারা কাহারও প্রত্যপকার করেন না, বিশেষতঃ রাজা পরীক্ষিৎ ত' পরম ভাগবত। শমীক মুনি—আমার পুত্র বড়ই অন্যায় করিয়াছে, এই ভাবিয়াই ব্যথিত হইলেন, রাজা যে তাঁহার অপমান করিয়াছে—এ কথা তাঁহার মনের কোণেও স্থান পাইল না। সাধুগণের প্রকৃতিই এইরূপ, পরকৃত ইষ্ট বা অনিষ্টের দ্বারা তাঁহারা সুখ বা দুঃখ ভোগ করেন না। কেন না, আত্মা সুখ-দুঃখাদি গুণের অতীত। ৪৮-৫০

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

উনবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীসূত উবাচ

মহীপতিস্ত্বথ তৎ কর্ম্ম 'গর্হ্য'ং বিচিন্তয়ন্নাত্মকৃতং সুদুর্ম্মনাঃ।
অহো ময়া নীচমনার্য্যবৎ কৃতং নিরাগসি ব্রহ্মণি গূঢ়তেজসি ॥ ১ ॥
ধ্রুবং ততো মে কৃতদেবহেলনাদ্দুরত্যয়ং ব্যসনং নাতিদীর্ঘাৎ।
তদস্তু কামং হ্যঘনিষ্কৃতায় মে যথা ন কুর্য্যাং পুনরেবমদ্ধা ॥ ২ ॥
অদ্যৈব রাজ্যং বলমৃদ্ধকোষং প্রকোপিতব্রহ্মকুলানলো মে।
দহত্বভদ্রস্য পুনর্ন মেঽভূৎ পাপীয়সী ধীর্দ্বিজদেবগোভ্যঃ ॥ ৩ ॥
স চিন্তয়ন্নিত্থমথাশৃণোদযথা মুনেঃ সুতোক্তো নির্ঋতিস্তক্ষকাখ্যঃ।
স সাধু মেনে ন চিরেণ তক্ষকানলং প্রসক্তস্য বিরক্তিকারণম্ ॥ ৪ ॥
অথো বিহায়েমমমুঞ্চ লোকং বিমর্শিতৌ হেয়তয়া পুরস্তাৎ।
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমান উপাবিশৎ প্রায়মমর্ত্ত্যনদ্যাম্ ॥ ৫ ॥
যা বৈ লসচ্ছ্রীতুলসীবিমিশ্র-কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণ্বভ্যধিকাম্বুনেত্রী।
পুনাতি সেশানুভয়ত্র লোকান্ কস্তাং ন সেবেত মরিষ্যমাণঃ ॥ ৬ ॥

পরীক্ষিৎ সমীপে শুকদেবের আগমন।

সূত বলিলেন,—অনন্তর রাজা পরীক্ষিৎ আত্মকৃত সেই গর্হিত কার্য্যের জন্য অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন—উঃ! আমি কি দুরাচারী, অনার্য্যের মত আমি নিরপরাধ ঋষির অপমান করিলাম! এতই মূঢ় যে, তাঁহার প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মতেজঃ বুঝিতে পারিলাম না! আমি ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছি, নিশ্চয় অচিরে আমার মহাবিপদ্ ঘটিবে। আমি প্রার্থনা করি,—বিপদ্ আসুক এবং সাক্ষাৎ আমাকেই আক্রমণ করুক—যেন পুত্রাদিকে স্পর্শ না করে। আমি স্বয়ং দণ্ডভোগ করিলে আর কখনও এরূপ কার্য্য করিব না। ১-২

অদ্যই আমার রাজ্য, সৈন্য, সুসমৃদ্ধ ধনভাণ্ডার ব্রহ্মকোপানলে দগ্ধ হউক্। তাহা হইলে দেবতা, গো ও ব্রাহ্মণের প্রতি এরূপ পাপপূর্ণ দুর্ব্বুদ্ধি আর কখনও ঘটিবে না। পরীক্ষিৎ এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে শমীক মুনির প্রেরিত এক শিষ্যের নিকট হইতে শ্রবণ করিলেন যে, মুনির পুত্র শৃঙ্গীর শাপে মৃত্যুরূপী তক্ষক সাত দিনের মধ্যে তাঁহাকে সংহার করিবে। ইহা শুনিয়া তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন যে, আমি এতদিন বিষয়ভোগে মত্ত আছি, এইবার আমার সংসারের উপর অবশ্য বিতৃষ্ণা জন্মিবে। এইজন্য তিনি তক্ষকের বিষাগ্নিকে বরণীয় বলিয়া মনে করিলেন। ৩-৪

অনন্তর তাঁহার নিকট কি ইহলোক কি পরলোক উভয়ই হেয় বলিয়া বিবেচিত হইল, সুতরাং সে সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবাকেই সমস্ত পুরুষার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন এবং সুরধুনীতীরে প্রায়োপবেশন করিলেন। ৫

যে নদী তুলসী-মিশ্রিত শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণু-সম্পর্কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সলিলধারা বহন করিয়া লোক-পালগণের সহিত সমস্ত জগৎকে অন্তরে ও বহির্ভাগে পবিত্র করিতেছেন—আপনার মরণ আসন্ন জানিয়া কোন্ ব্যক্তি সেই নদীর সেবা না করিবে? ৬

ইতি ব্যবচ্ছিদ্য স পাণ্ডবেয়ঃ প্রায়োপবেশং প্রতি বিষ্ণুপদ্যাম্।
দধ্যৌ মুকুন্দাঙ্ঘ্রিমনন্যভাবো মুনিব্রতো মুক্তসমস্তসঙ্গঃ ॥ ৭॥

তত্রোপজগ্মুর্ভুবনং পুনানা মহানুভাবা মুনয়ঃ সশিষ্যাঃ।
প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ॥ ৮ ॥

অত্রির্বশিষ্ঠশ্চ্যবনঃ শরদ্বানরিষ্টনেমির্ভৃগুরঙ্গিরাশ্চ ।
পরাশরো গাধিসুতোঽথ রাম উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদঃ সুবাহুঃ॥ ৯ ॥

মেধাতিথির্দেবল আর্ষ্টিষেণো ভরদ্বাজো গৌতমঃ পিপ্পলাদঃ।
মৈত্রেয় ঔর্ব্বঃ কবষঃ কুম্ভযোনির্দ্বৈপায়নো ভগবান্নারদশ্চ ॥ ১০ ॥

অন্যে চ দেবর্ষিমহর্ষিবর্য্যা রাজর্ষিবর্য্যা অরুণাদয়শ্চ।
নানার্ষেয়প্রবরান্ সমেতানভ্যর্চ্চ্য রাজা শিরসা ববন্দে ॥ ১১॥

সুখোপবিষ্টেষ্বথ তেষু ভূয়ঃ কৃতপ্রণামঃ স্বচিকীর্ষিতং যৎ।
বিজ্ঞাপয়ামাস বিবিক্তচেতা উপস্থিতোঽগ্রেঽভিগৃহীতপাণিঃ॥ ১২ ॥

শ্রীরাজোবাচ।

অহো বয়ং ধন্যতমা নৃপাণাং মহত্তমানুগ্রহণীয়শীলাঃ।
রাজ্ঞাং কুলং ব্রাহ্মণপাদশৌচাদারাদ্বিসৃষ্টং বত গর্হ্যকর্ম্ম ॥ ১৩ ॥

সেই পাণ্ডববংশধর গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিতেই বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ ও মুনিজনোচিত ব্রত ধারণ করিলেন এবং অনন্যমনে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৭

সেখানে তখন জগৎপাবন মহানুভব মুনিগণ শিষ্যগণের সহিত রাজদর্শনার্থ সমাগত হইলেন। তীর্থগমনচ্ছলে সাধুগণ প্রায়ই তীর্থসকলকে এইরূপে পবিত্র করিয়া থাকেন। ৮

অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরাঃ, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, সুবাহু, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবষ, অগস্ত্য, দ্বৈপায়ন, ভগবান্ নারদ এবং অপরাপর দেবর্ষি মহর্ষিগণ ও অরুণ প্রভৃতি অন্যান্য রাজর্ষিবৃন্দ তথায় আগমন করিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ সেই সমস্ত গোত্রপতি মুনিগণকে ও রাজর্ষিদিগকে সমাগত দেখিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা পুরঃসর অবনত-মস্তকে বন্দনা করিলেন। ৯-১১

অনন্তর তাঁহারা সকলে সুখে উপবিষ্ট হইলে, পুনরায় তিনি তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পূজনীয় মুনিগণ! আমি প্রায়োপবেশন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আপনারা বলুন, ইহা উচিত কি অনুচিত? তাঁহারা সকলেই যখন তাহা অনুমোদন করিলেন, তখন তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—অহো! আজ আমার কি সৌভাগ্য! আমার ন্যায় দুরাচারী রাজকুলে আসিয়া ব্রাহ্মণগণ, হয় ত' পদপ্রক্ষালনও করিতেন না, কিন্তু তাঁহারা অদ্য স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আমার কার্য্য অনুমোদন করিলেন। অতএব রাজবংশে আমার ন্যায় ধন্য কে আছে? ১২-১৩

তস্যৈব মেঽঘস্য পরাবরেশো ব্যাসক্তচিত্তস্য গৃহেষ্বভীক্ষ্ণম্।
নির্ব্বেদমূলো দ্বিজশাপরূপো যত্র প্রসক্তো ভয়মাশু ধত্তে॥ ১৪॥
তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ॥ ১৫॥
পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু।
মহৎসু যাং যামুপযামি সৃষ্টিং মৈত্র্যস্তু সর্ব্বত্র নমো দ্বিজেভ্যঃ॥ ১৬॥
ইতি স্ম রাজাধ্যবসায়যুক্তঃ প্রাচীনমূলেষু কুশেষু ধীরঃ।
উদঙ্মুখো দক্ষিণকূল আস্তে সমুদ্রপত্ন্যাঃ স্বসুতন্যস্তভারঃ॥ ১৭॥
এবঞ্চ তস্মিন্নরদেবদেবে প্রায়োপবিষ্টে দিবি দেবসংঘাঃ।
প্রশস্য ভূমৌ ব্যকিরন্ প্রসূনৈর্মুদা মুহুর্দুন্দুভয়শ্চ নেদুঃ॥ ১৮॥
মহর্ষয়ো বৈ সমুপাগতা যে প্রশস্য সাধ্বিত্যনুমোদমানাঃ।
ঊচুঃ প্রজানুগ্রহশীলসারা যদুত্তমঃশ্লোকগুণাভিরূপম্॥ ১৯॥
ন বা ইদং রাজর্ষিবর্য্য চিত্রং ভবৎসু কৃষ্ণং সমনুব্রতেষু।
যেঽধ্যাসনং রাজকিরীটজুষ্টং সদ্যো জহুর্ভগবৎপার্শ্বকামাঃ॥ ২০॥

আমি পাপী, সাংসারিক কার্য্যে আমি একান্ত আসক্ত ছিলাম, মনে হয়, আমার প্রতি কৃপা করিয়াই দেবদেব নারায়ণ ব্রাহ্মণশাপ-রূপ অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়াছেন। আমার ভোগ্য বিষয়ে অনুরাগ থাকিলেও এক্ষণে ব্রহ্মশাপ-ভয়ে অবশ্যই বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে। হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এবং এই দেবী গঙ্গাও এক্ষণে জানুন, আমার চিত্ত সমুদয় বিষয় ত্যাগ করিয়া এতদিনে কেবল হরিপাদপদ্মেই আসক্ত হইল। আপনারা হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকুন, মুনিকুমারের আজ্ঞায় তক্ষক আসিয়া আমায় নির্ব্বিঘ্নে দংশন করুক, তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই। আমি সকল ব্রাহ্মণের চরণে প্রণাম করি,—আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সেই অনন্তপুরুষে আমার আসক্তি আরও বর্দ্ধিত হয়। ইহার পর যে যে জন্ম লাভ করিব, তাহাতেও যেন হরিচরণসেবী সজ্জনগণের সহিত আমার সমাগম হয়। ১৪-১৬

শান্তমতি রাজা পরীক্ষিৎ স্বীয় পুত্র জনমেজয়ের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিরুদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এবং সোৎসাহে গঙ্গার দক্ষিণকূলে কুশাসন বিস্তার করিয়া উত্তরমুখে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে এইভাবে প্রায়োপবেশন করিতে দেখিয়া স্বর্গে দেবতা সকল সানন্দহৃদয়ে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, ক্ষণে ক্ষণে দুন্দুভির শব্দ হইতে লাগিল। যে সকল মহর্ষি সমাগত হইয়াছিলেন, প্রজাদিগের উপকার করাই তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম এবং ইচ্ছামাত্রে তাঁহারা তাহা করিতেও পারিতেন। এক্ষণে তাঁহারা পুণ্যশ্লোক হরির মনোহর গুণগান করিতে লাগিলেন এবং পরীক্ষিতের বহু প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—রাজর্ষে! আপনি যে এরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাতে বিস্ময় কি আছে? আপনি কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডবদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাণ্ডবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচর হইবার অভিলাষে অনায়াসে চিরসেবিত রাজ্য ও রাজমুকুট পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ১৭-২০

সর্ব্বে বয়ং তাবদিহাস্মহেঽথ কলেবরং যাবদসৌ বিহায় ।
লোকং পরং বিরজস্কং বিশোকং যাস্যত্যয়ং ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ২১ ॥
আশ্রুত্যর্ষিগণবচঃ পরীক্ষিৎ সমং মধুচ্যুদ্‌গুরু চাব্যলীকম্ ।
আভাষতৈনানভিবন্দ্য যুক্তঃ শুশ্রূষমাণশ্চরিতানি বিষ্ণোঃ ॥ ২২ ॥
সমাগতাঃ সর্ব্বত এব সর্ব্বে বেদা যথা মূর্ত্তিধরাস্ত্রিপৃষ্ঠে ।
নেহাথ নামুত্র চ কশ্চনার্থ ঋতে পরানুগ্রহমাত্মশীলম্ ॥ ২৩ ॥
তপশ্চ বঃ পৃচ্ছ্যমিদং বিপৃচ্ছে বিশ্রভ্য বিপ্রা ইতিকৃত্যতায়াম্ ।
সর্ব্বাত্মনা ম্রিয়মাণৈশ্চ কৃত্যং শুদ্ধঞ্চ তত্রামৃশতাভিযুক্তাঃ ॥ ২৪ ॥
তত্রাভবদ্ভগবান্ ব্যাসপুত্রো যদৃচ্ছয়া গামটমানোঽনপেক্ষঃ ।
অলক্ষ্য-লিঙ্গো নিজলাভতুষ্টো বৃতশ্চ বালৈরবধূতবেশঃ ॥ ২৫ ॥
তং দ্ব্যষ্টবর্ষং সুকুমারপাদকরোরুবাহ্বংসকপোলগাত্রম্ ।
চার্ব্বায়তাক্ষোন্নসতুল্যকর্ণ-সুভ্র্বাননং কম্বু-সুজাতকণ্ঠম্ ॥ ২৬ ॥

হে মুনিগণ! যতদিন পর্য্যন্ত এই ভগবদ্‌ভক্ত রাজা নিজ কলেবর ত্যাগ করিয়া, মায়ার অতীত শোকদুঃখহীন শ্রেষ্ঠ গতিলাভ না করেন, আসুন, ততদিন আমরা এই স্থানে অবস্থান করি। ২১

পরীক্ষিৎ মুনিগণের এইরূপ উদার গম্ভীর অর্থযুক্ত অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের চরণে প্রণত হইলেন, এবং হরি-কথামৃত পান করিতে অভিলাষী হইয়া বলিলেন,—সত্যলোকবাসী মূর্ত্তিমান্ বেদের ন্যায় আপনারা সকলে আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিক্ হইতে এখানে সমাগত হইয়াছেন; কেন না, পরের উপকারসাধন আপনাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কর্ম্মেরই উদ্দেশ্য। স্বার্থের জন্য আপনারা কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হন না। ২২-২৩

হে বিপ্রমণ্ডলি! এক্ষণে আপনাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—সর্ব্ব অবস্থায়, বিশেষতঃ মৃত্যুদশায় পতিত হইলে মনুষ্য কোন্ কোন্ কার্য্যকে পবিত্র বোধ করিয়া কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করিবে? আপনারা বিচার করিয়া আমাকে ইহার উত্তর প্রদান করুন।২৪

নরপতির এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে যাইয়া ঋষিদিগের মধ্যে কেহ বলিলেন—যাগ, কেহ বলিলেন,—যজ্ঞ, কেহ তপস্যা, কেহ বা যোগ, আবার কেহ বা দানকেই পরম পবিত্র কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিলেন। এইরূপ মতভেদ হওয়াতে তাঁহাদিগের মধ্যে বিচার বিতর্ক আরম্ভ হইল। এই সময়ে ব্যাসনন্দন শুকদেব যদৃচ্ছাক্রমে পর্য্যটন করিতে করিতে সহসা সেইস্থানে সমাগত হইলেন। তাঁহার শরীরে কোন আশ্রমেরই লক্ষণ ছিল না। তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎ পাইয়াই পরিতুষ্ট ছিলেন, সাধারণ মনুষ্যগণ যে ব্যক্তিকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তিনি সেই অবধূতের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে উন্মত্ত ভাবিয়া শিশুগণ ঘিরিয়া ধরিয়া কত প্রকার কৌতুক করিতেছিল; বাহ্য আকার দেখিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত তেজঃ অনুমান করা যাইত না। তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র। তাঁহার হস্ত, পদ, উরু, বাহু, স্কন্ধ, গণ্ডদেশ ও গাত্র অতি কোমল; নয়নদ্বয় বিশাল ও মনোহর, নাসিকা উচ্চ, কর্ণদ্বয় অধিক দীর্ঘ বা হ্রস্ব ছিল না। বদন—সুন্দর, ভ্রূযুগল অতিশয় শোভন, শঙ্খের ন্যায় কণ্ঠ সুগঠিত। ২৫-২৬

নিগূঢ়জত্রুং পৃথুতুঙ্গবক্ষসমাবর্ত্তনাভিং বলিবল্গূদরঞ্চ।
দিগম্বরং বক্রবিকীর্ণকেশং প্রলম্ববাহুং স্বমরোত্তমাভম্ ॥ ২৭।
শ্যামং সদাপীব্যবয়োঽঙ্গলক্ষ্ম্যা স্ত্রীণাং মনোজ্ঞং রুচিরস্মিতেন।
প্রত্যুত্থিতাস্তে মুনয়ঃ স্বাসনেভ্যস্তল্লক্ষণজ্ঞা অপি গূঢ়বর্চ্চসম্ ॥ ২৮ ॥
স বিষ্ণুরাতোঽতিথয়ে আগতায় তস্মৈ সপর্য্যাং শিরসা জহার।
ততো নিবৃত্তা হ্যবুধাঃ স্ত্রিয়োঽর্ভকা মহাসনে সোপবিবেশ পূজিতঃ ॥ ২৯ ॥
স সংবৃতস্তত্র মহান্মহীয়সাং ব্রহ্মর্ষিরাজর্ষিদেবর্ষিসংঘৈঃ।
ব্যরোচতালং ভগবান্ যথেন্দুর্গ্রহর্ক্ষতারানিকরৈঃ পরীতঃ ॥ ৩০ ॥
প্রশান্তমাসীনমকুণ্ঠমেধসং মুনিং নৃপো ভাগবতোঽভ্যুপেত্য।
প্রণম্য মূর্দ্ধ্নাবহিতঃ কৃতাঞ্জলির্নত্বা গিরা সূনৃতয়ান্বপৃচ্ছৎ ॥ ৩১ ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ।

অহো অদ্য বয়ং ব্রহ্মন্ সৎসেব্যাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ। কৃপযাতিথিরূপেণ ভবদ্ভিস্তীর্থকাঃ কৃতাঃ ॥৩২॥
যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ। কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥৩৩॥

কণ্ঠের নিম্নস্থ অস্থিদ্বয় মাংসে আবৃত, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত ও উন্নত, নাভিদেশ আবর্ত্তের ন্যায় গভীর, উদর নিম্নগামিনী রোমরেখায় সুসজ্জিত; দিগম্বর-বেশ, কুঞ্চিত কেশদাম মস্তকের চারিধারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, শরীর হইতে সুরশ্রেষ্ঠ শ্রীহরির ন্যায় আভা বাহির হইতেছে। দেহটি শ্যামবর্ণ, পূর্ণযৌবনের সৌন্দর্য্যযুক্ত এবং মনোহর ঈষৎ হাস্য দ্বারা যেন রমণীগণের মনঃ হরণ করিয়া লইতেছেন। যদিও তাঁহার নিজ তেজঃ বাহিরে প্রকাশ পায় নাই, তথাপি ঋষিরা তাঁহার এই সকল অসাধারণ লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং দেখিবামাত্রই আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ২৭-২৮

বিষ্ণুভক্ত রাজা পরীক্ষিৎ সেই অতিথিকে আগত দেখিয়া নিজ মস্তক ভূলুণ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। তাহা দেখিয়া যে সকল অজ্ঞান বালক ও রমণীগণ তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল, তাহারা সকলেই পলায়ন করিল। তখন শুকদেব পূজা গ্রহণ করিয়া উত্তম আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ২৯

তিনি তেজস্বিতায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, আর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত—ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি ও দেবর্ষিগণ—শুক্রাদি গ্রহ, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র ও অন্যান্য তারকাপুঞ্জের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। ৩০

ভগবদ্ভক্ত রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহার নিকট গমন-পূর্ব্বক ভূমিতে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিলেন এবং বারবার প্রণত হইয়া করযোড়ে মধুর-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেব, আমরা নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মলাভ করিয়াও আজ সাধুদিগের উপাস্য হইয়াছি, কারণ, আপনি অতিথি হইয়া আমাদিগকে পবিত্র করিলেন। ৩১-৩২

আপনাদিগকে স্মরণ করিলে গৃহীদিগের আশ্রম পবিত্র হয়, অতএব দর্শন, স্পর্শ, পাদপ্রক্ষালন ও আসন-গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে অধিক কি বলিব? ৩৩

সান্নিধ্যাত্তে মহাযোগিন্ পাতকানি মহান্ত্যপি। সদ্যো নশ্যন্তি বৈ পুংসাং বিষ্ণোরিব সুরেতরাঃ ॥৩৪

অপি মে ভগবান্ প্রীতঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডুসুতপ্রিয়ঃ। পৈতৃষ্বসেয়প্রীত্যর্থং তদ্গোত্রস্যাত্তবান্ধবঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্যথা তেঽব্যক্তগতের্দর্শনং নঃ কথং নৃণাম্। নিতরাং ম্রিয়মাণানাং সংসিদ্ধস্য বনীয়সঃ ॥ ৩৬ ॥

অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্। পুরুষস্যেহ যৎ কার্য্যং ম্রিয়মাণস্য সর্ব্বথা ॥৩৭॥

যচ্ছ্রোতব্যমথো জপ্যং যৎ কর্ত্তব্যং নৃভিঃ প্রভো। স্মর্ত্তব্যং ভজনীয়ং বা ব্রূহি যদ্বা বিপর্য্যয়ম্ ॥৩৮॥

নূনং ভগবতো ব্রহ্মন্ গৃহেষু গৃহমেধিনাম্। ন লক্ষ্যতে হ্যবস্থানমপি গোদোহনং ক্বচিৎ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

এবমাভাষিতঃ পৃষ্টঃ স রাজ্ঞা শ্লক্ষ্ণয়া গিরা। প্রত্যভাষত ধর্ম্মজ্ঞো ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে
পারীক্ষিতে শুকাগমনং নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ০ ।

সমাপ্তশ্চায়ং প্রথমঃ স্কন্ধঃ।

আপনি মহাযোগী, বিষ্ণুর দর্শনে অসুরগণ যেমন বিনষ্ট হয়, সেইরূপ আপনাকে দেখিলেই মানবের মহাপাতকও বিদূরিত হয়। ৩৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে অতিশয় ভালবাসিতেন, তিনিই কি প্রসন্ন হইয়া সেই প্রিয় পিতৃস্বসার সন্তানগণের প্রীতির জন্য অদ্য আমার প্রতিও বন্ধুতা প্রকাশ করিলেন? নতুবা এই মরণ-সময়ে আমি কিরূপে আপনার দশন পাইতাম? আপনি সিদ্ধপুরুষ, আপনার গতি জানিতে পারা যায় না। আপনি সেই ভগবানের কৃপাতেই আমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমার অভীষ্ট বিষয়ের জিজ্ঞাসা করিবার এই সুযোগ ও প্রবৃত্তি আপনি যাচিয়া প্রদান করিয়াছেন। ৩৫-৩৬

আপনি যোগিগণেরও পরমগুরু, অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—মুমূর্ষু এবং মুমুক্ষু ব্যক্তি কি কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে? কোন্ কর্ম্মই বা তাহাদিগের কর্ত্তব্য? প্রভো, মনুষ্যদিগের কি শ্রবণ, জপ, অনুষ্ঠান, স্মরণ এবং ভজন করা উচিত? কোন্ কর্ম্মই বা তাহাদিগের অকর্ত্তব্য? আপনি এ বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। ৩৭-৩৮

ব্রহ্মন্! আপনার দর্শন অতি দুর্লভ। শুনিয়াছি, একটি গাভী-দোহনের যেটুকু সময়, ততক্ষণও গৃহীদিগের আশ্রমে আপনি অবস্থান করেন না। সুতরাং কৃপা করিয়া এখনই আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। ৩৯

সূত বলিলেন,—রাজা পরীক্ষিৎ মধুর-বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিলে, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেব উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। ৪০

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

প্রথম স্কন্ধ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ। আত্মবিৎসম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ ॥১॥
শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ। অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥ ২ ॥
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ। দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥ ৩ ॥
দেহাপত্য-কলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি। তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ৪ ॥
তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ম্ ॥৫॥
এতাবান্ সাঙ্খ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া। জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয় স্কন্ধ—প্রথম অধ্যায়

বিরাট পুরুষের অঙ্গ-বর্ণন

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন,—ইহা অতীব উত্তম এবং মোক্ষহেতু বলিয়া লোকহিতকর। জগতে যাহা কিছু মানবের শ্রোতব্য আছে, তাহার মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মুক্ত পুরুষগণেরও আদৃত। দেখুন, আত্মতত্ত্ব বিষয়ে দৃষ্টিহীন গৃহীদিগের সহস্র সহস্র শ্রোতব্য বিষয় আছে, তাহাদের বৃথাই আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে; সমস্ত জীবনকালের মধ্যে নিশাভাগ নিদ্রায় কিংবা রতি-ক্রীড়ায় এবং দিবাভাগ অর্থচিন্তায় অথবা পরিবার-প্রতিপালনে অতিবাহিত হয়। ১-৩

তাহারা নিজ নিজ পিতৃ-পিতামহাদির দৃষ্টান্ত হইতে দেখিতে পাইতেছে যে, দেহ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি এবং নিজ সৈন্য-সামন্ত সমস্তই নশ্বর—অনিত্য, তথাপি আসক্তি-মদে মত্ত হইয়া তাহাদিগের নশ্বরতা দেখিয়াও দেখিতেছে না। ৪

এই জন্য হে ভরত-বংশতিলক! যিনি অভয় চাহেন—মুক্তিকামনা করেন, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর হরিকে স্মরণ করা, তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্মনিষ্ঠা-সহকারে আত্মা ও অনাত্মজ্ঞানের (সাংখ্যমতের) অথবা অষ্টাঙ্গ-যোগের (যোগমতের) অনুশীলনের ফলে যে হরিস্মরণ হয়, তাহাই মনুষ্যজন্মের লাভ। আর অন্তকালে শ্রীনারায়ণ-চরণ-স্মরণই পরম ও চরম লাভ। ৫-৬

বিবৃতি—এখানে 'সর্ব্বাত্মা' এই পদে তিনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা বলা হইয়াছে। 'ভগবান্' পদে তাঁহার অতুল সৌন্দর্য্য সূচিত হইয়াছে। 'ঈশ্বর' পদ দ্বারা তাঁহার অনুগ্রহ যে একান্ত আবশ্যক এবং 'হরি' শব্দে তিনি সর্ব্ববন্ধন-হরণকারী, ইহা কথিত হইয়াছে। ৫

প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্নিবৃত্তা বিধি-সেধতঃ। নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ ॥ ৭ ॥

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্। অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্ ॥ ৮ ॥

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ৯ ॥

তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্। যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী ॥১০॥

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ১১ ॥

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ। বরং মুহূর্ত্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ ॥ ১২ ॥

খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষিজ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ। মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিম্ ॥ ১৩ ॥

তবাপ্যেতর্হি কৌরব্য সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ। উপকল্পয় তৎ সর্ব্বং তাবদ্যৎ সাম্পরায়িকম্ ॥১৪॥

যে মুনিগণ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের অতীত হইয়া নির্গুণ ব্রহ্ম ভাবনা করেন, তাঁহারাও হরিগুণশ্রবণে ও কীর্ত্তনে আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। ৭

আমি যে পুরাণ বলিতেছি, -ইহার নাম ভাগবত, সমস্ত বেদের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। দ্বাপরযুগের অন্তিমভাগে আমি ইহা পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। ৮

রাজর্ষে! যদিও আমি নির্গুণ ব্রহ্মেই মগ্ন হইয়া আছি, তথাপি সেই পুরাণের আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া অবধি শ্রীভগবানের পুণ্যচরিত-লীলায় আকৃষ্ট হইয়াছি।

আপনি বিষ্ণু-ভক্ত, সেই জন্য পবিত্র ভাগবত-পুরাণ আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব। তাহাতে শ্রদ্ধাসমাবেশ হইলে সকলেরই অহৈতুকী বিষ্ণু-ভক্তির উদয় হয়। ১০

অভয়প্রদ শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিলে কি বিরাগী,--কি কামী -কি যোগী সকলেরই এই প্রকার ফললাভ হইয়া থাকে। ১১

বিষয়-প্রমত্ত ব্যক্তির অলক্ষিতভাবে বর্ষ[illegible] অতীত হইলেও তাহা বৃথাই অতীত হয়, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও যদি কেহ লক্ষ্য করিতে পারে যে,—আমার সময় বৃথা চলিয়া যাইতেছে, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্ত-কালও শ্রেয়স্কর, কেন না,—তখনই সে আত্ম-মঙ্গলের জন্য উদ্যোগী হইতে পারে। মহারাজ! পুরাকালে খট্বাঙ্গ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন, তিনি নিজ আয়ুঃ আর মুহূর্ত্তকালমাত্র অবশিষ্ট আছে জানিতে পারিয়া, ক্ষণকালের মধ্যে সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্রীহরির অভয় চরণে শরণ লইয়াছিলেন। ১২-১৩

হে কৌরবরাজ! আপনারও পরমায়ুর আর সাত দিনমাত্র অবশিষ্ট আছে, অতএব যাহার দ্বারা পারলৌকিক সদ্গতি লাভ করা যাইতে পারে, সেইরূপ কার্য্য আপনিও এই সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করুন। ১৪

বিবৃতি—রাজা খট্বাঙ্গ দেবপক্ষ গ্রহণ করিয়া, দৈত্যদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। তৎপরে দেবগণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আগে বলুন, আমার আয়ুঃ আর কত দিন আছে?" দেবগণ বলিলেন,—আর এক মুহূর্ত্তকাল। ইহা শুনিয়াই রাজা খট্বাঙ্গ দেবদত্ত বিমানে আরোহণ করিয়া, মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিলেন এবং শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন। স্বর্গলোক রজঃপ্রধান-ভোগভূমি, ভারতভূমি কর্ম্মভূমি, এখান হইতেই মুক্তিলাভ সম্ভবপর হয়, সেই জন্য খট্বাঙ্গ নৃপতি অনায়াসে স্বর্গত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যে আসিয়াছিলেন। (শ্রীধর স্বামীর টীকা)। ১৩

অন্তকালেঽপি(তু)পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ। ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেঽনু যে চ তম্ ॥১৫॥
গৃহাৎ প্রব্রজিতো ধীরঃ পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ। শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎকল্পিতাসনে॥১৬॥
অভ্যসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্ ব্রহ্মাক্ষরং পরম্। মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্ ॥১৭॥
নিযচ্ছেদ্বিষয়েভ্যোঽক্ষান্মনসা বুদ্ধিসারথিঃ। মনঃ কর্ম্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া ॥ ১৮ ॥
তত্রৈকাবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা। মনো নির্ব্বিষয়ং যুক্ত্বা ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ।
পদং তৎ পরমং বিষ্ণোর্মনো যত্র প্রসীদতি ॥ ১৯ ॥
রজস্তমোভ্যামাক্ষিপ্তং বিমূঢ়ং মন আত্মনঃ। যচ্ছেদ্ধারণয়া ধীরো হন্তি যা তৎকৃতং মলম্ ॥২০॥
যতঃ সন্ধার্য্যমাণায়াং যোগিনো ভক্তিলক্ষণঃ। আশু সম্পদ্যতে যোগ আশ্রয়ং ভদ্রমীক্ষতঃ ॥২১॥

শ্রীরাজোবাচ।

যথা সন্ধার্য্যতে ব্রহ্মন্ ধারণা যত্র সম্মতা। যাদৃশী বা হরেদাশু পুরুষস্য মনোমলম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

জিতাসনো জিতশ্বাসো জিতসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ। স্থূলে ভগবতো রূপে মনঃ সন্ধারয়েদ্ধিয়া ॥২৩॥

অন্তকাল উপস্থিত হইলে জীব মৃত্যুভয় বিদূরিত করিয়া বৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা প্রথমে আত্মসুখরূপ বন্ধন, তৎপরে স্ত্রী-পুত্রাদির স্নেহপাশ ছেদন করিবে। ১৫

বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজ গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া আসিয়া পুণ্য-তীর্থজলে স্নান করিবেন, তৎপরে নির্জ্জন স্থানে বিধিপূর্ব্বক পবিত্র আসন রচনা করিয়া তাহাতে উপবেশন করিবেন। তাহার পর অকারাদি তিনটি বর্ণে মিলিত প্রণবমন্ত্র মনে মনে জপ করিতে থাকিবেন। প্রণবমন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে প্রাণায়াম দ্বারা মনকে বশীভূত করিবেন। ১৬-১৭

পরে তিনি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সহায়তায় মনের দ্বারা বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে আকর্ষণ করিবেন। আবার সেই বুদ্ধি সাহায্যে বাসনা দ্বারা মনকে আকৃষ্ট করিয়া ভগবানের রূপে সংলগ্ন করিবেন। (ইহার নাম ধারণা)। ১৮

তৎপরে ভগবানের সমগ্র রূপ হইতে বিযুক্ত না করিয়া এক একটি অবয়ব ধ্যান করিবেন (ইহার নাম ধ্যান) অনন্তর মনকে সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিলে আর কিছুই চিন্তা করিবেন না। (ইহার নাম সমাধি)। যেখানে মন শান্তভাব ধারণ করে, তাহার নাম শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ। ১৯

যদি পুনরায় মন রজোগুণ দ্বারা চঞ্চল এবং তমোগুণ দ্বারা মূঢ়ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ধীর ব্যক্তি ধারণা দ্বারাই তাহাকে আবার দমন করিবে, কারণ, ধারণাই রজঃ ও তমঃ হইতে উদ্ভূত মল নাশ করিতে সমর্থ। ২০

ধারণাসিদ্ধ হইলেই যোগিগণ ভক্তিযোগে সত্বর সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন এবং সেই সুখময় বিষয় অনুভব করিয়া প্রীত হন। ২১

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে সুব্রাহ্মণ, বলুন! ধারণা কিরূপে করা যাইতে পারে? কিসেই বা তাহা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে? কিরূপে অনুষ্ঠিত হইলেই মানবের মনোমল দূর করিতে সমর্থ হয়? ২২

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! আসন ও প্রাণায়াম দ্বারা বিষয়াসক্তি ও ইন্দ্রিয় জয় করিয়া বুদ্ধিসহযোগে মনকে শ্রীভগবানের স্থূলরূপে ধারণ করিতে হয়। ২৩

বিশেষস্তস্য দেহোঽয়ং স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাম্। যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ সৎ ॥২৪॥
অণ্ডকোষে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে। বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ॥২৫॥

পাতালমেতস্য হি পাদমূলং পঠন্তি পার্ষ্ণি-প্রপদে রসাতলম্।
মহাতলং বিশ্বসৃজোঽথ গুল্ফৌ তলাতলং বৈ পুরুষস্য জঙ্ঘে ॥ ২৬ ॥
দ্বে জানুনী সুতলং বিশ্বমূর্ত্তেরূরুদ্বয়ং বিতলঞ্চাতলঞ্চ।
মহীতলং তজ্জঘনং মহীপতে নভস্তলং নাভিসরো গৃণন্তি ॥ ২৭ ॥
উরঃস্থলং জ্যোতিরনীকমস্য গ্রীবা মহর্বদনং বৈ জনোঽস্য।
তপো ররাটীং বিদুরাদিপুংসঃ সত্যন্তু শীর্ষাণি সহস্রশীর্ষ্ণঃ ॥ ২৮ ॥
ইন্দ্রাদয়ো বাহব আহুরুস্রাঃ কর্ণৌ দিশঃ শ্রোত্রমমুষ্য শব্দঃ।
নাসত্যদস্রৌ পরমস্য নাসে ঘ্রাণোঽস্য গন্ধো মুখমগ্নিরিদ্ধঃ ॥ ২৯ ॥
দ্যৌরক্ষিণী চক্ষুরভূৎ পতঙ্গঃ পক্ষ্মাণি বিষ্ণোরহনী উভে চ।
তদ্‌ভ্রূবিজৃম্ভঃ পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যমাপোঽস্য তালূ রস এব জিহ্বা ॥ ৩০ ॥
ছন্দাংস্যনন্তস্য শিরো গৃণন্তি দংষ্ট্রা যমঃ স্নেহকলা দ্বিজানি।
হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া দুরন্তসর্গো যদপাঙ্গমোক্ষঃ ॥ ৩১ ॥
ব্রীড়োত্তরৌষ্ঠোঽধর এব লোভো ধর্ম্মস্তনোঽধর্ম্মপথোঽস্য পৃষ্ঠম্।
কস্তস্য মেঢ্রং বৃষণৌ চ মিত্রৌ কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োঽস্থিসঙ্ঘাঃ ॥ ৩২ ॥

তাঁহার বিরাট্ দেহ স্থূল হইতেও স্থূলতর; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন প্রকার কার্য্যই তাঁহার দেহে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ২৪

এই বিরাট্ দেহ সপ্ত আবরণে আবৃত,—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব এই সাতটি আবরণ। ইহার মধ্যে যে বিরাট্ পুরুষ বাস করিতেছেন,—তিনিই ধারণার আশ্রয়। ২৫

বিশ্বস্রষ্টা বিরাট পুরুষের পাদমূল হইল পাতাল, চরণের অগ্র ও পশ্চাদ্‌ভাগ রসাতল, গুল্ফদেশ মহাতল, জঙ্ঘাদ্বয় তলাতল, দুই জানু সুতল, উরুদ্বয় বিতল ও অতল, জঘনদেশ মহাতল, নাভিসরোবর নভস্থল (ভুবর্লোক), বক্ষঃস্থল স্বর্লোক, গ্রীবা মহর্লোক ও বদনমণ্ডল জনলোক, ললাট তপোলোক এবং সহস্রশীর্ষার মস্তক হইল সত্যলোক; ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার বাহু, দিক্ সকল তাঁহার কর্ণ, শব্দ তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার দুইটি নাসা, গন্ধ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়, প্রজ্বলিত অগ্নি তাঁহার মুখ; অন্তরিক্ষ তাঁহার চক্ষুর্গোলক এবং সূর্য্য চক্ষুরিন্দ্রিয়, রাত্রি ও দিন তাঁহার চক্ষুর পক্ষ্মদ্বয়, ব্রহ্মপদ তাঁহার ভ্রূভঙ্গি, জল তাঁহার তালুদেশ ও রস তাঁহার রসনা। ২৬-৩০

সেই অনন্ত পুরুষের ব্রহ্মরন্ধ্র হইল সমগ্র বেদ। যম তাঁহার দংষ্ট্রা এবং পুত্রাদির প্রতি যে স্নেহলেশ, তাহাই হইল দন্ত, জনমনোমোহিনী মায়া তাঁহার হাস্য, অপার সৃষ্টি তাঁহার কটাক্ষ। লজ্জা তাঁহার ওষ্ঠ, লোভ অধর, ধর্ম্ম স্তন, অধর্ম্মপথ তাঁহার পৃষ্ঠদেশ, প্রজাপতি তাঁহার মেঢ্র, মিত্র ও বরুণ—কোষদ্বয়, সাগর-সমূহ কুক্ষি এবং গিরিশ্রেণী তাঁহার অস্থিনিচয়। ৩১-৩২

নদ্যোহস্য নাড্যোহথ তনূরুহাণি মহীরুহা বিশ্বতনোর্নৃপেন্দ্র।
অনন্তবীর্য্যঃ শ্বসিতং মাতরিশ্বা গতির্বয়ঃ কর্ম্ম গুণপ্রবাহঃ ॥ ৩৩ ॥
ঈশস্য কেশান্ বিদুরম্বুবাহান্ বাসস্তু সন্ধ্যাং কুরুবর্য্য ভূম্নঃ।
অব্যক্তমাহুর্হৃদয়ং মনশ্চ স চন্দ্রমাঃ সর্ব্ববিকারকোষঃ ॥ ৩৪ ॥
বিজ্ঞানশক্তিং মহিমামনন্তি সর্ব্বাত্মনোঽন্তঃকরণং গিরিত্রম্।
অশ্বাশ্বতর্য্যুষ্ট্রগজা নখানি সর্ব্বে মৃগাঃ পশবঃ শ্রোণিদেশে ॥ ৩৫ ॥
বয়াংসি তদ্ব্যাকরণং বিচিত্রং মনুর্ম্মনীষা মনুজো নিবাসঃ।
গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-চারণাপ্সরঃ স্বর-স্মৃতীরসুরানীকবীর্য্যঃ ॥ ৩৬ ॥
ব্রহ্মাননং ক্ষত্রভুজো মহাত্মা বিড়ূরুরঙ্ঘ্রিশ্রিতকৃষ্ণবর্ণঃ।
নানাভিধাভীজ্যগণোপপন্নো দ্রব্যাত্মকঃ কর্ম্ম বিতানযোগঃ ॥ ৩৭ ॥
ইয়ানসাবীশ্বরবিগ্রহস্য যঃ সন্নিবেশঃ কথিতো ময়া তে।
সন্ধার্য্যতেঽস্মিন্ বপুষি স্থবিষ্ঠে মনঃ স্ববুদ্ধ্যা ন যতোঽস্তি কিঞ্চিৎ ॥ ৩৮ ॥
স সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব্ব আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ।
তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত নান্যত্র সজ্জেদ্যত আত্মপাতঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্বিতীয়স্কন্ধে মহাপুরুষসংস্থানবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

নদীগণ সেই বিশ্বমূর্ত্তির নাড়ীসমূহ, বৃক্ষ সকল তাঁহার রোমরাজি, অনন্তশক্তি বায়ু তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস, কাল তাঁহার গতি এবং জীবের সংসার তাঁহার ক্রীড়া। হে কুরুকুলমণি! জলধরমালা সেই ভূমা-ঈশ্বরের কেশকলাপ, সন্ধ্যা তাঁহার বস্ত্র, প্রকৃতি তাঁহার হৃদয়, আর সেই প্রসিদ্ধ চন্দ্র হইলেন তাঁহার মনঃ—যে মনঃ সমস্ত বিকারের আশ্রয়স্থান। বিজ্ঞানশক্তিই সেই সর্ব্বাত্মার মহত্তত্ত্ব, রুদ্র তাঁহার অন্তঃকরণ—অহঙ্কারতত্ত্ব, অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র ও হস্তী তাঁহার নখ এবং মৃগ ও অন্যান্য পশু তাঁহার কটিদেশ। ৩৩-৩৫

বিহঙ্গমগণ তাঁহার বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্য; স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার বুদ্ধি; পুরুষ তাঁহার আশ্রয়; গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অপ্সরা ও চারণগণ তাঁহার ষড়্জ প্রভৃতি স্বর এবং অসুরসৈন্য তাঁহার বীর্য্য। ৩৬

ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ, ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহু, বৈশ্য তাঁহার ঊরুদেশ, শূদ্র তাঁহার পদ। বসু রুদ্র প্রভৃতি বিবিধনামধারী বহু দেবগণে তিনি পরিবৃত এবং ঘৃতের দ্বারা সম্পাদ্য যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্ম তাঁহার অভিপ্রেত। ৩৭

আপনার নিকট ঈশ্বরীয় বিগ্রহের অবয়ব-সন্নিবেশ যাহা বর্ণনা করিলাম—এই স্থূলশরীরে বুদ্ধি স্থির করিয়া মনে তাহা ধারণ করুন—ইহা ব্যতীত সংসারে আর কিছুই নাই। ৩৮

জীব যেরূপ স্বপ্নে বহুবিধ দেহ কল্পনা করিয়া সেই দেহের ইন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত জ্ঞান করে, সেইরূপ সেই সর্ব্বাত্মা বিরাট পুরুষ সকলের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সমস্ত বিষয় অনুভব করেন। সেই আনন্দনিধি সত্যস্বরূপ বিরাটপুরুষে চিত্ত স্থির করিয়া তাঁহারই উপাসনা করিবেন, ইহা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আসক্ত হইতে নাই, আসক্ত হইলেই আবার সংসারে পতিত হইতে হইবে। ৩৯

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

এবং পুরা ধারণয়াত্মযোনির্নষ্টাং স্মৃতিং প্রত্যবরুধ্য তুষ্টাৎ।
তথা সসর্জ্জেদমমোঘদৃষ্টির্যথাপ্যয়াৎ প্রাগ্ব্যবসায়বুদ্ধিঃ ॥ ১ ॥
শাব্দস্য হি ব্রহ্মণ এষ পন্থা যন্নামভির্ধ্যায়তি ধীরপার্থৈঃ।
পরিভ্রমংস্তত্র ন বিন্দতেঽর্থান্ মায়াময়ে বাসনয়া শয়ানঃ ॥ ২ ॥
অতঃ কবির্নামসু যাবদর্থঃ স্যাদপ্রমত্তো ব্যবসায়বুদ্ধিঃ।
সিদ্ধেঽন্যথার্থে ন যতেত তত্র পরিশ্রমং তত্র সমীক্ষমাণঃ ॥ ৩ ॥
সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈর্বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিম্।
সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ ॥ ৪ ॥

যোগিপুরুষের ক্রমশঃ উৎকর্ষ-প্রাপ্তি

শুকদেব বলিলেন,—নরনাথ! পুরাকালে প্রলয়-সময়ে ব্রহ্মা পূর্ব্বতন সৃষ্টির বিষয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তৎপরে বিরাট্ পুরুষের ধারণা দ্বারা শ্রীহরিকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহারই কৃপায় লুপ্ত স্মৃতিশক্তি লাভ করেন। তখন তিনি স্থিরবুদ্ধি ও অমোঘদৃষ্টি হইয়া, পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনিভাবে পুনরায় বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১

ভগবানের উপাসনা-ফলে যাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, তিনিও এইরূপ ধারণার অধিকারী, এইজন্য বৈরাগ্যের প্রশংসা ও কর্ম্মফলের নিন্দা করা হইয়া থাকে। এই যে শব্দব্রহ্মস্বরূপ বেদ, তাহাতে যে পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—সেই পথে প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি নিরর্থক স্বর্গাদি নাম প্রবেশ করায় সাধকের বুদ্ধি শুধু সেই সেই বিষয়ে চিন্তা করিয়া কামনা-যুক্ত হয়। কিন্তু জীব যেমন বাসনাবশে মায়াময় শয্যায় শয়ান হইয়া শুধু সুখের স্বপ্ন দেখে, প্রকৃত সুখ ভোগ করিতে পায় না, সেইরূপ মনুষ্য মায়াময় নামমাত্র স্বর্গাদিলোকে গমন করিয়া প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারে না। ২

সম্পূর্ণভাবে কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে হইলে ত' নিষ্কর্ম্মা হইতে হয়। নিষ্কর্ম্মা হইলে দেহধারণও অসম্ভব। এইজন্য পণ্ডিতব্যক্তি নামমাত্র ভোগ্যবিষয় যতটুকু ভোগ করিলে দেহধারণ করা যাইতে পারে, ততটুকু মাত্র করিবেন, কিন্তু তিনি নিশ্চিত জানেন যে, ইহা সুখকর নহে এবং কদাচ তাহাতে আসক্ত হ'ন না। আর যদি অন্যপ্রকারে দেহধারণের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে পরিশ্রমমাত্র বোধ করিয়া বিষয়ভোগে একটুও যত্ন করেন না। ৩

ভূমিতল থাকিতে শয্যার জন্য প্রয়াস কেন? স্বতঃসিদ্ধ বাহু থাকিতে বালিশের প্রয়োজন কি? অঞ্জলি থাকিতে বহুবিধ ভোজনপাত্রের আবশ্যকতা কি? দিক্ এবং বল্কল প্রভৃতি থাকিতে বস্ত্রের জন্য আয়াস কেন? ৪

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥ ৫ ॥
এবং স্বচিত্তে স্বতএব সিদ্ধ আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্ব্বৃতঃ সম্নিয়তার্থো ভজেত সংসারহেতূপরমশ্চ যত্র॥ ৬॥
কস্তাং ত্বনাদৃত্য পরানুচিন্তামৃতে পশূনসতীং নাম কুর্য্যাৎ।
পশ্যন্ জনং পতিতং বৈতরণ্যাং স্বকর্ম্মজান্ পরিতাপান্ জুষাণম্॥ ৭॥
কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জ-রথাঙ্গ-শঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥ ৮॥
প্রসন্নবক্ত্রং নলিনায়তেক্ষণং কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসম্।
লসন্মহারত্নহিরণ্ময়াঙ্গদং স্ফুরন্মহারত্নকিরীটকুণ্ডলম্॥ ৯॥
উন্নিদ্রহৃৎপঙ্কজকর্ণিকালয়ে যোগেশ্বরাস্থাপিতপাদপল্লবম্।
শ্রীলক্ষণং কৌস্তুভরত্নকন্ধরমম্লানলক্ষ্ম্যা বনমালয়াচিতম্॥ ১০॥

পথে কি বস্ত্রখণ্ড পড়িয়া থাকে না? তরুগণ পরপোষণের জন্যই ফল ধারণ করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট প্রার্থনা করিলে কি তাহারা ভিক্ষা প্রদান করিবে না? নদীগুলি কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? গিরিগুহাসমূহ কি রুদ্ধ হইয়াছে? শ্রীহরি কি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন না? সুধীগণ তবে কেন ধনমদে অন্ধ অবিবেকীদিগের উপাসনা করেন? ৫

সেই অনন্তস্বরূপ ভগবান্ জীবের অন্তঃকরণে স্বতঃই বিরাজমান, তিনি আত্মা, অতএব পরম প্রিয়। অপর অনাত্ম পদার্থের ন্যায় তিনি মিথ্যা নহেন। তাঁহার সেবাও পরম আনন্দপ্রদ। সেই আনন্দে বিভোর হইয়া সর্ব্বদা ভগবানের ভজনা করিলে সংসারের নিদান সেই অবিদ্যাও বিদূরিত হয়। ৬

পশুপ্রায় কর্ম্মজড় জনগণ ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি শ্রীহরির ধ্যান-ধারণা উপেক্ষা করিয়া অসার বিষয়চিন্তায় রত হয়? মানব যে সংসার-বৈতরণীতে পতিত হইয়া কর্ম্মজনিত অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছে, ইহা ত' প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ৭

নিজ দেহের মধ্যবর্ত্তী হৃদয়দেশে যে অবকাশ আছে, তাহাতে এক প্রাদেশ-পরিমিত পুরুষ বাস করিতেছেন, কেহ কেহ ধারণা দ্বারা তাঁহাকেই ভাবনা করেন; তাঁহার চারিটি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভিত। ৮

তাঁহার আনন প্রসন্ন, লোচন পদ্মপলাশবৎ দীর্ঘ, তাঁহার বসন কদম্বকেশরের মত হরিদ্রাবর্ণ, তাঁহার বাহু মহারত্নে খচিত সুবর্ণবলয়ে শোভমান। তাঁহার কিরীট ও কুণ্ডল উজ্জ্বল মণিপ্রভায় দীপ্ত। ৯

তাঁহার পদপল্লবদ্বয় যোগিগণ নিজ নিজ হৃদয়পদ্মের মধ্যদেশে রাখিয়া সতত চিন্তা করেন। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীচিহ্ন ও কৌস্তুভমণি বিরাজিত, এবং গলদেশে স্থির শোভাময়ী বনমালা লম্বমান। ১০

বিভূষিতং মেখলয়াঙ্গুরীয়কৈর্ম্মহাধনৈর্নূপুরকঙ্কণাদিভিঃ।
স্নিগ্ধামলাকুঞ্চিতনীলকুন্তলৈর্বিরোচমানাননহাসপেশলম্ ॥ ১১ ॥
অদীনলীলাহসিতেক্ষণোল্লসদ্‌ভ্রূভঙ্গসংসূচিতভূর্য্যনুগ্রহম্।
ঈক্ষেত চিন্তাময়মেতমীশ্বরং যাবন্মনো ধারণয়াবতিষ্ঠতে ॥ ১২ ॥

একৈকশোঽঙ্গানি ধিয়ানুভাবয়েৎ পাদাদি যাবদ্ধসিতং গদাভৃতঃ।
জিতং জিতং স্থানমপোহ্য ধারয়েৎ পরং পরং শুধ্যতি ধীর্যথা যথা ॥ ১৩ ॥

যাবন্ন জায়েত পরাবরেঽস্মিন্ বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ।
তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত ॥ ১৪ ॥

স্থিরং সুখং চাসনমাস্থিতো যতির্যদা জিহাসুরিমমঙ্গ লোকম্।
দেশে চ কালে চ মনো ন সজ্জয়েৎ প্রাণান্ নিযচ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ ॥ ১৫ ॥

মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিলয়েৎ তমাত্মনি।
আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো লব্ধোপশান্তির্বিরমেত কৃত্যাৎ ॥ ১৬ ॥

ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে।
ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানম্ ॥ ১৭ ॥

তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গে মেখলা, অঙ্গুরীয়, নূপুর, কঙ্কণ প্রভৃতি বহুমূল্য বিবিধ অলঙ্কার বিরাজিত, চিক্কণ আকুঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ কেশপাশে ও মনোহর হাস্যে তাঁহার বদন অতিশয় মনোরম। আহা! তাঁহার মধুর হাস্যরেখায় ঈষৎ কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে কত করুণা ফুটিয়া উঠে। যতক্ষণ মন ধারণা দ্বারা স্থির হইয়া থাকিতে পারে, ততক্ষণ সেই শ্রীহরিকেই চিন্তা করিবে। ১১-১২

গদাধরের চরণ হইতে বদন পর্য্যন্ত সমুদায় অঙ্গ এক এক করিয়া ধারণা পূর্ব্বক ধ্যান করিতে হইবে। তাঁহার পদযুগল, গুল্ফ প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ চিন্তা করিবামা এই অনায়াসে প্রকাশ পায়, সেই সকল অঙ্গ এক এক করিয়া পার হইয়া ক্রমে ক্রমে উত্তম অঙ্গসমূহ চিন্তা করিবে। তাহাতে বুদ্ধি স্থির ও পবিত্র হইবে।১৩

যত দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ এই বিশ্বের সাক্ষীপুরুষে ভক্তির উদ্রেক না হয়, তত দিন আবশ্যক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া পরে একমনে তাঁহার স্থূল রূপ ভাবনা করিবে। ১৪

রাজন্! যোগী অবশেষে যখন ঐ ভাবে দেহত্যাগ করিতে অভিলাষ করিবেন, তখন মনোমধ্যে বিশুদ্ধ স্থান বা কালের ভাবনা না করিয়া কেবল স্থিরভাবে সুখকর আসনে উপবেশন করিবেন এবং মনোদ্বারা প্রাণজয় করিয়া প্রাণায়াম করিবেন। ১৫

নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা মনকে সংযত করিয়া পরে বুদ্ধিকে বুদ্ধি প্রভৃতির দ্রষ্টাতে অর্পণ করিবেন এবং সেই দ্রষ্টাকে বিশুদ্ধ আত্মায় ও আত্মাকে ব্রহ্মে লীন করিয়া শান্তি উপভোগ করিবেন, এবং সমস্ত কার্য্য হইতে বিরত হইয়া যাইবেন। ১৬

সেই আত্মার সহিত একীভূত সমাহিত অবস্থায় দেবতাদিগেরও প্রভু—কাল কোন প্রকার প্রভুত্ব দেখাইতে পারিবেন না, আর কালের অধীন দেবতাদিগের ত' কথাই নাই। তাঁহাদিগেরই যদি কোন ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের একান্ত অনুগত প্রাণিগণ কি করিতে পারে? সে অবস্থায় জগৎকারণ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, কিছুই থাকে না এবং প্রকৃতি, অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি জগতের উপাদান —আর তাঁহাকে সৃষ্টির মধ্যে ফেলিতে পারে না। ১৭

পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে ॥ ১৮ ॥
ইত্থং মুনিস্তূপরমেদ্ব্যবস্থিতো বিজ্ঞানদৃগ্বীর্য্যসুরন্ধিতাশয়ঃ।
স্বপার্ষ্ণিনাপীড্য গুদং ততোঽনিলং স্থানেষু ষট্সূন্নময়েজ্জিতক্লমঃ ॥ ১৯ ॥
নাভ্যাং স্থিতং হৃদ্যধিরোপ্য তস্মাদুদানগত্যোরসি তং নয়েন্মুনিঃ।
ততোঽনুসন্ধায় ধিয়া মনস্বী স্বতালুমূলং শনৈর্নয়েত ॥ ২০ ॥
তস্মাদ্ভ্রুবোরন্তরমুন্নয়েত নিরুদ্ধসপ্তায়তনোঽনপেক্ষঃ।
স্থিত্বা মুহূর্ত্তার্দ্ধমকুণ্ঠদৃষ্টির্নির্ভিদ্য মূর্দ্ধন্ বিসৃজেৎ পরং গতঃ ॥ ২১ ॥
যদি প্রয়াস্যন্ নৃপ পারমেষ্ঠ্যং বৈহায়সানামুত যদ্বিহারম্।
অষ্টাধিপত্যং গুণসন্নিবায়ে সহৈব গচ্ছেন্মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ ॥ ২২ ॥
যোগেশ্বরাণাং গতিমাহুরন্তর্বহিস্ত্রিলোক্যাঃ পবনান্তরাত্মনাম্।
ন কর্ম্মভিস্তাং গতিমাপ্নুবন্তি বিদ্যা-তপো-যোগ-সমাধিভাজাম্ ॥ ২৩ ॥

যোগী আত্মভিন্ন সকল বস্তুকেই 'ইহা আত্মা নহে', 'ইহা আত্মা নহে', এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিত্যাগ করেন এবং দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি দূর করিয়া প্রতিক্ষণে হৃদয় দ্বারা বন্দনীয় শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম ভাবনা করেন। তাঁহার অন্য বিষয়ে কোনরূপ আকর্ষণ থাকে না। অতএব সেই বিষ্ণুপাদই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যোগী এইরূপে বিশ্বকে ব্রহ্মময় ভাবিতে পারিলেই বিজ্ঞানবলে তাঁহার বিষয়-বাসনা বিনষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবেন। অনন্তর নিজ পাদমূল দ্বারা গুহ্যদেশ রোধ করিয়া ক্লেশ জয় করিবেন—প্রাণবায়ুকে নাভি প্রভৃতি ছয়টি উচ্চ স্থানে লইয়া যাইবেন। ১৮-১৯

প্রথমে তিনি নাভিদেশে স্থিত মণিপূরক-চক্র হইতে প্রাণবায়ুকে হৃদয়দেশে অবস্থিত অনাহত-চক্রে লইয়া যাইবেন, তৎপরে উদানবায়ুর গতি নিশ্চয় করিয়া তাহাকে তথা হইতে কণ্ঠের নিম্নস্থ বিশুদ্ধ চক্রে প্রেরণ করিবেন। তৎপরে জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রাণবায়ুকে ধীরে ধীরে তালুদেশে উত্তোলন করিতে থাকিবেন, শেষে কর্ণ, চক্ষুঃ ও নাসিকার দুইটি করিয়া ছিদ্র ও মুখবিবর এই সাতটি নির্গমপথ রোধ করিয়া তাহাকে তালু হইতে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রে আনয়ন করিবেন। অতঃপর তিনি যদি একেবারে কামনাশূন্য হন, তাহা হইলে আধ মুহূর্ত্তমাত্র সেই স্থানে রাখিয়া প্রাণকে পরমব্রহ্মে মিলিত করিবার জন্য ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া যাইবেন। পরক্ষণেই প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকে পরিত্যাগ করিবে। ২০-২১

আর যদি ব্রহ্মপদ—ব্যোমচারিসিদ্ধগণের বিহার-স্থান—অণিমাদি ঐশ্বর্য্য অথবা সমস্ত গুণের সমবায় এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিত্ব লাভ করিবার কামনা থাকে, তাহা হইলে ইন্দ্রিয় এবং মনকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাদিগের সহিতই দেহের বহির্দ্দেশে আগমন করিবেন। ২২

উপাসনারত ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ অষ্টাঙ্গ-যোগনিষ্ঠ এবং সমাধি-তৎপর যোগীদিগের প্রাণ-বায়ু-মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর আছে, এইজন্য তাঁহারা ত্রিলোকের অন্তরে ও বাহিরে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হন। কর্ম্মবাদিগণ শুধু কর্ম্মবলে সেইরূপ গতি লাভ করিতে পারেন না। ২৩

বৈশ্বানরং যাতি বিহায়সা গতঃ সুষুম্নয়া ব্রহ্মপথেন শোচিষা।
বিধূতকল্কোঽথ হরেরুদস্তাৎ প্রযাতি চক্রং নৃপ শৈশুমারম্ ॥ ২৪ ॥
তদ্বিশ্বনাভিং ত্বতিবর্ত্ত্য বিষ্ণোরণীয়সা বিরজেনাত্মনৈকঃ।
নমস্কৃতং ব্রহ্মবিদামুপৈতি কল্পায়ুষো যদ্বিবুধা রমন্তে ॥ ২৫ ॥
অথো অনন্তস্য মুখানলেন দন্দহ্যমানং স নিরীক্ষ্য বিশ্বম্।
নির্যাতি সিদ্ধেশ্বরজুষ্টধিষ্ণ্যং যদ্দ্বৈপরার্দ্ধ্যং তদু পারমেষ্ঠ্যম্ ॥ ২৬ ॥
ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যুর্নার্ত্তির্ন চোদ্বেগ ঋতে কুতশ্চিৎ।
যচ্চিত্ততোঽদঃ কৃপয়াঽনিদংবিদাং দুরন্তদুঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥
ততো বিশেষং প্রতিপদ্য নির্ভয়স্তেনাত্মনাপোঽনলমূর্ত্তিরত্বরন্।
জ্যোতির্ম্ময়ো বায়ুমুপেত্য কালে বায়্বাত্মনা খং বৃহদাত্মলিঙ্গম্ ॥ ২৮ ॥

যে সকল কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যজ্ঞাদি করেন, তাহারা দেহত্যাগের পর আকাশমার্গ অবলম্বন করিয়া সুষুম্না-নাড়ীর সহায়তায় ব্রহ্মলোকের পথে গমন করিতে করিতে প্রথমে অগ্ন্যভিমানিনী দেবতার নিকট উপস্থিত হন। দেহের বাহিরেও সুষুম্নানাড়ী জ্যোতিঃ স্বরূপে বর্ত্তমান। এখানে আসিলে তাহাদিগের মল বিধৌত হয়। অনন্তর তাহারা সেই স্থান হইতে আরও ঊর্দ্ধে হরিসম্বন্ধীয় (তারারূপী নারায়ণের অধিষ্ঠানস্থান) শিশুমারাকৃতি এক জ্যোতিশ্চক্রে আসিয়া থাকেন, ঐ চক্রে স্থিত আদিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত সমস্ত পদই প্রাপ্ত হন। ২৪

তৎপরে বিশ্বের নাভিস্বরূপ সেই বিষ্ণুচক্র অতিক্রম করিয়া নির্ম্মল লিঙ্গশরীর গ্রহণ পূর্ব্বক একাকী সর্ব্বলোকনমস্কৃত মহর্লোকে গমন করেন। এই মহর্লোকই ব্রহ্মবিদ্‌গণের স্থান, এখানেই কল্পান্তজীবী ভৃগু প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিহার করিতেছেন। ২৫

অনন্তর কল্পান্তকালে বিশ্ব যখন অনন্ত পুরুষের মুখাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে থাকে, তখন ঐ স্থানেও উষ্মা অনুভূত হইলে তাঁহারা আরও ঊর্দ্ধে—সিদ্ধেশ্বরদিগের বিমান যেখানে থাকে—সেই দুই পরার্দ্ধকল্পকাল-স্থায়ী ব্রহ্মপদে গমন করেন। ২৬

সে স্থানে শোক, জরা, মৃত্যু, ভয় বা অন্য দুঃখ—আর কিছুই নাই, কিন্তু সেই স্থান হইতে অনুভব করা যায় যে,—সংসারে জীবগণ ভগবানের ধ্যান না জানায় জন্ম-মরণরূপ নিদারুণ দুঃখভোগ করিতেছে, ইহাতে তাহাদিগের প্রতি দয়া বশতঃ চিত্ত ব্যথিত হয়—এইমাত্র যা দুঃখভোগ হইতে থাকে। ২৭

ভগবদ্ভক্ত যোগিগণ ব্রহ্মপদ হইতে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিষ্ণুপদে আরোহণ করেন, কেমন করিয়া আরোহণ করিবেন, এরূপ শঙ্কাই তাঁহাদের আসে না। কারণ, তাঁহারা তখন লিঙ্গশরীর দ্বারা পৃথিবীরূপ প্রাপ্ত হন। এই পৃথিবী হইল ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের প্রথম আবরণ—কোটি যোজন বিশাল—ইহা ভেদ করিয়া তৎপরে সেইরূপেই দ্বিতীয় আবরণ জলরূপ, তৃতীয় আবরণ অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া অবশেষে সেই জ্যোতির্ম্ময়রূপেই চতুর্থ আবরণ বায়ুস্বরূপতা লাভ করেন। অনন্তর পরমাত্মমূর্ত্তি আকাশরূপে পরিণত হন। ২৮

ঘ্রাণেন গন্ধং রসনেন বৈ রসং রূপঞ্চ (স্তু) দৃষ্ট্যা শ্বসনং ত্বচৈব।
শ্রোত্রেণ চোপেত্য নভোগুণত্বং প্রাণেন চাকূতিমুপৈতি যোগী ॥ ২৯ ॥
স ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষং মনোময়ং দেবময়ং বিকার্য্যম্।
সংসাদ্য গত্যা সহ তেন যাতি বিজ্ঞানতত্ত্বং গুণসন্নিরোধম্ ॥ ৩০ ॥
তেনাত্মনাত্মানমুপৈতি শান্তমানন্দমানন্দময়োঽবসানে ।
এতাং গতিং ভাগবতীং গতো যঃ স বৈ পুনর্নেহ বিষজ্জতেঽঙ্গ ॥ ৩১ ॥
এতে সৃতী তে নৃপ বেদগীতে ত্বয়াভিপৃষ্টে চ সনাতনে চ।
যে বৈ পুরা ব্রহ্মণ আহ পৃষ্ট আরাধিতো ভগবান্ বাসুদেবঃ ॥ ৩২ ॥
ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥
ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥
ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্ব্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ ॥ ৩৫ ॥

তার পর ঐ যোগী সূক্ষ্মভূত এইভাবে অতিক্রম করেন—ঘ্রাণের দ্বারা গন্ধ, রসনা দ্বারা রস, চক্ষুঃ দ্বারা রূপ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ারূপ প্রাপ্ত হইয়া আরও অগ্রসর হইতে থাকেন। ২৯

অবশেষে তিনি স্থূলভূত ও ইন্দ্রিয়গণের যেখানে লয় হয়, সেই মনোময় ও দেবময় অহঙ্কারতত্ত্বে প্রবেশ করেন, তাহার পর আরও অগ্রসর হইতে হইতে সেই অহঙ্কারতত্ত্বের সহিতই মহত্তত্ত্বে প্রবেশ করিয়া পরে গুণগণের যেখানে লয় হয়, সেই প্রকৃতিতে অবস্থিত হন। এই প্রকৃতিই হইল অষ্টম আবরণ। ৩০

প্রকৃতি ঈশ্বরাধিষ্ঠিত, এইজন্য এই প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া সেই যোগী আনন্দস্বরূপে পরিণত হওয়াতে তাঁহার উপাধিজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তিনি পরমানন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন। মহারাজ! যে যোগী এইরূপ ভগবদ্গতি লাভ করেন, তাহাকে আর এ সংসারে কখনও ফিরিয়া আসিতে হয় না। ৩১

হে রাজন্! তুমি যে দুই সনাতন পথ—সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বেদে এইভাবেই কথিত আছে। পূর্ব্বে আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বাসুদেব ব্রহ্মাকে এই দুই গতির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৩২

সাংসারিক মানবগণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কল্যাণপ্রদ গতি নাই; কারণ, ইহা হইতে ভগবান্ শ্রীহরিতে ভক্তির উদ্রেক হয়। ৩৩

হরিভক্তির উদ্রেক কিসে হইতে পারে, তাহা ব্রহ্মা অনন্যমনে তিনবার বেদ আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ৩৪

এই দৃশ্যমান জগতে বুদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ভগবান্ দ্রষ্টৃস্বরূপ, তিনি অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত রহিয়াছেন। ৩৫

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥ ৩৬ ॥
পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে মহাপুরুষ-সংস্থানুবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অতএব হে নরনাথ! যে মনুষ্য আপনার মঙ্গল অভিলাষ করে, তাহার পক্ষে সর্ব্বসময়ে একমনে শ্রীহরির গুণ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ৩৬

যাঁহারা সজ্জনগণের আত্মায় নিয়ত প্রকাশমান শ্রীভগবানের কথামৃত কর্ণপুট দ্বারা পান করেন, অতি দূষিত হইলেও তাঁহাদের চিত্ত পবিত্র হইয়া উঠে এবং তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন। ৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

এবমেতন্নিগদিতং পৃষ্টবান্ যদ্ভবান্ মম। নৃণাং যন্ম্রিয়মাণানাং মনুষ্যেষু মনীষিণাম্ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্। ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্ ॥ ২ ॥
দেবীং মায়ান্তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুম্। বসুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীর্য্যকামোঽথ বীর্য্যবান্॥৩॥
অন্নাদ্যকামস্ত্বদিতিং স্বর্গকামোঽদিতেঃ সুতান্।
বিশ্বান্ দেবান্ রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকো বিশাম্ ॥ ৪ ॥
আয়ুষ্কামোঽশ্বিনৌ দেবৌ পুষ্টিকাম ইলাং যজেৎ। প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদসী লোকমাতরৌ॥৫॥
রূপাভিকামো গন্ধর্ব্বান্ স্ত্রীকামোঽপ্সর উর্ব্বশীম্। আধিপত্যকামঃ সর্ব্বেষাং যজেত পরমেষ্ঠিনম্॥৬॥
যজ্ঞং যজেদ্ যশস্কামঃ কোমকামঃ প্রচেতসম্। বিদ্যাকামস্তু গিরিশং দাম্পত্যার্থ উমাং সতীম্॥৭॥
ধর্ম্মার্থ উত্তমঃশ্লোকং তন্তুং তন্বন্ পিতৄন্ যজেৎ। রক্ষাকামঃ পুণ্যজনানোজস্কামো মরুদ্গণান্ ॥৮॥
রাজ্যকামো মনূন্ দেবান্ নির্ঋতিং ত্বভিচরন্ যজেৎ।
কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্ ॥ ৯ ॥

অভীষ্টলাভের উপায় কথন

শুকদেব বলিলেন,—মনীষি-ব্যক্তিগণের, বিশেষতঃ মুমূর্ষু দিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে তুমি যাহা আমার নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,—তাহা এইরূপেই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। হরিকথা-শ্রবণ প্রভৃতিই একমাত্র কর্ত্তব্য, ইহা শাস্ত্রের উপদেশ। ১

অন্যান্য দেবতার আরাধনা করিলে ভিন্নরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মতেজ কামনা করিলে বেদপতি ব্রহ্মার আরাধনা করিতে হয়। যিনি ইন্দ্রিয় সকলের পটুতা কামনা করেন, তিনি ইন্দ্রের উপাসনা করিবেন, এইরূপ পুত্রকামনা করিলে দক্ষাদি প্রজাপতির, শ্রীলাভেচ্ছু দুর্গাদেবীর, তেজের অভিলাষী হইলে অগ্নির, ধনপ্রার্থী বসুগণের, বীর্য্য-লাভে আগ্রহ থাকিলে বীর্য্যসম্পন্ন হইয়া রুদ্রগণের উপাসনা করিবেন। ২-৩

অন্ন প্রভৃতির কামনা থাকিলে অদিতির, স্বর্গাভিলাষী হইলে দ্বাদশ আদিত্যের, রাজ্যকামী বিশ্বদেবগণের, দেশস্থ প্রজাবৃন্দের স্বাধীনতাপ্রার্থী হইলে সাধ্যগণের, আয়ুঃকামনা করিলে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের, পুষ্টিপ্রার্থনা করিলে পৃথ্বীদেবীর আরাধনা করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠাকামী হইলে বিশ্বের মাতৃস্বরূপ অন্তরীক্ষের, রূপার্থী গন্ধর্ব্বদিগের, স্ত্রীকামী উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরাদিগের, সর্ব্বপ্রভুত্ব অভিলাষ করিলে পরমাত্মার আরাধনা কর্ত্তব্য। ৪-৬

যশঃপ্রার্থী হইলে যজ্ঞনামক বিষ্ণুর, ধনসঞ্চয় কামনা থাকিলে বরুণের, বিদ্যাভিলাষী গিরিশের, দাম্পত্য-প্রেমাকাঙ্ক্ষী সতী উমার, ধর্ম্মপ্রার্থী হইলে নারায়ণের, সন্তানবৃদ্ধির অভিলাষী হইলে পিতৃগণের, বিঘ্ননাশেচ্ছু যক্ষগণের, বলপ্রার্থনা করিলে দেবগণের, রাজ্যকামী মনুদিগের, শত্রুর উচ্ছেদে কামনা থাকিলে রাক্ষসের, ভোগলিপ্সু হইলে সোমের এবং কাহারও বৈরাগ্য প্রার্থনীয় হইলে পরমপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন। ৭-৯

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥১০॥
এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ। ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ ॥ ১১ ॥
জ্ঞানং যদাপ্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্রমাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥১২॥

শ্রীশৌনক উবাচ।

ইত্যভিব্যাহৃতং রাজা নিশম্য ভরতর্ষভঃ। কিমন্যৎ পৃষ্টবান্ ভূয়ো বৈয়াসকিমৃষিং কবিম্ ॥১৩॥
এতচ্ছুশ্রূষতাং বিদ্বন্ সূত নোঽর্হসি ভাষিতুম্। কথা হরিকথোদর্কাঃ সতাং স্যুঃ সদসি ধ্রুবম্ ॥১৪॥
স বৈ ভাগবতো রাজা পাণ্ডবেয়ো মহারথঃ। বালক্রীড়নকৈঃ ক্রীড়ন্ কৃষ্ণক্রীড়াং য আদদে॥১৫॥
বৈয়াসকিশ্চ ভগবান্ বাসুদেবপরায়ণঃ। উরুগায়গুণোদারাঃ সতাং স্যুর্হি সমাগমে ॥১৬॥
আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ। তস্যর্ত্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ॥১৭॥
তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত। ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে॥১৮॥
শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ। ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥১৯॥

যাঁহারা নিষ্কাম অথবা সর্ব্বকাম—কিংবা যে সকল উদারমতি ব্যক্তি মোক্ষকামনা করেন, সকলেই প্রগাঢ় ভক্তি-সহযোগে পরমপুরুষ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবেন।১০

যাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চ্চনা করেন, অর্চ্চনার দ্বারা তাঁহারা যদি ভগবদ্ভক্তদিগের সঙ্গলাভ করিয়া ভগবানে অচলা ভক্তির অধিকারী হন—তাহা হইলেই তাহা পরমপুরুষার্থ-লাভ, অন্য যাহা কিছু ফল—তাহা তুচ্ছ। ১১

হরিকথা শ্রবণে যে জ্ঞান জন্মায়, তাহার দ্বারা ত্রিগুণের তরঙ্গ-স্বরূপ রাগাদি দূরীভূত হইয়া যায়, আত্মা সুপ্রসন্ন হন এবং বিষয়ে বৈরাগ্য আসে। এইজন্য উহার নাম সাক্ষাৎ মুক্তিপথ বা ভক্তিযোগ। যিনি অন্য কোন কথা শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই—তিনি যে এই হরিকথা শ্রবণে অনুরাগী হইবেন, তাহাতে বৈচিত্র্য কি আছে? ১২

শৌনক ঋষি সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বুধবর সূত! ব্যাসপুত্র শুকদেবের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহাকে কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন?—আমাদিগের তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, সুতরাং তাহা তোমার কীর্ত্তন করা উচিত। সজ্জনগণের সভায় পরমপুরুষার্থ-স্বরূপ হরিকথা উদ্দেশ্য করিয়া অবশ্যই বহুবিধ আলোচনা হইয়াছিল। পাণ্ডব-বংশধর মহারথ রাজা পরীক্ষিৎও সাতিশয় ভগবদ্ভক্ত। তাঁহার শৈশবের ক্রীড়াই ছিল—হরি আরাধনা; ব্যাসনন্দন শুকদেবও কৃষ্ণপরায়ণ। সুতরাং তাঁহাদিগের মত সজ্জনগণের সমাগমে ভগবানের গুণবিষয়ে কত কথাই না আলোচিত হইয়াছিল। ১৩-১৬

সূত! সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমনের সঙ্গে মনুষ্যদিগের পরমায়ুঃ বৃথা চলিয়া যাইতেছে। যে ব্যক্তি শ্রীহরির গুণগানে জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহারই আয়ুঃ সার্থক। ১৭

বৃক্ষদিগেরও কি জীবন নাই? ভস্ত্রাও কি শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ করে না? গ্রাম্য পশুগণ কি আহার বা স্ত্রীর সহিত বিহার করে না? যাহার কর্ণপথে হরিনাম প্রবেশ করে নাই—সে ব্যক্তি পশু-তুল্য। কুক্কুর, গ্রাম্য-শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ হইতে তাহার প্রভেদ কি? ১৮-১৯

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত ন যো(চো)পগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥ ২০
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্ল্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ॥ ২১ ॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ ॥ ২২ ॥
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুন্ ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্ ॥ ২৩ ॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ২৪ ॥
অথাভিধেহ্যঙ্গ মনোঽনুকূলং প্রভাষসে ভাগবতপ্রধানঃ।
যদাহ বৈয়াসকিরাত্মবিদ্যাবিশারদো নৃপতিং সাধু পৃষ্টঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে ভক্তিযোগ-প্রাধান্য-বর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ।

যে মানব কখনও হরি-কথা শ্রবণ করে না—তাহার কর্ণদ্বয় দুইটি ছিদ্র মাত্র। যে মনুষ্যের জিহ্বা হরিগুণ-কীর্ত্তনে বিরত, তাহার জিহ্বা ভেকের জিহ্বার মত নিন্দনীয়। ২০

যে মস্তক মুকুন্দ-চরণারবিন্দে প্রণত হয় না, সে মস্তক পট্টবস্ত্র বা কিরীটে ভূষিত হইলেও শরীরের ভারমাত্র। যে বাহুযুগল শ্রীহরি-চরণে পুষ্পাঞ্জলি দান করে না, সে বাহু সুবর্ণ-বলয়ে বিমণ্ডিত হইলেও মৃতব্যক্তির বাহুর ন্যায় নিষ্ফল। ২১

যে চক্ষুঃ শ্রীহরির রূপদর্শন করে না, সে ময়ূরপুচ্ছস্থিত চক্ষুর ন্যায় অনর্থক শোভা মাত্র। যে চরণদ্বয় শ্রীহরিক্ষেত্রে গমন করে না, সে চরণ বৃক্ষমূলের সমান। ২২

যে মানব ভগবদ্ভক্তগণের পদরেণু ধারণ না করে—সে জীবিত থাকিয়াও শবের তুল্য, যে মনুষ্য শ্রীহরির পাদপদ্ম-লগ্ন তুলসীর আঘ্রাণ গ্রহণ না করে, শ্বাসত্যাগ ও গ্রহণ করিবার শক্তি থাকিলেও সে শবদেহের সমান। ২৩

শ্রীহরির নাম শুনিয়া যে প্রাণে ভক্তিজনিত বিকার না আসে এবং বিকার জন্মিলেও যদি নয়নে অশ্রু ও শরীরে পুলকোদ্‌গম না হয়, তবে সে প্রাণ পাষাণ-সদৃশ কঠিন। ২৪

সূত! তুমি ভগবানের বিশিষ্ট ভক্ত, তোমার কথাগুলি আমাদের বড়ই প্রীতিকর। অতএব আত্মবিদ্যায় সুনিপুণ ব্যাসতনয় শুকদেব জিজ্ঞাসিত হইয়া রাজা পরীক্ষিৎকে যাহা বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদিগের নিকট তাহা সবিস্তারে কীর্ত্তন কর। ২৫

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীসূত উবাচ।

বৈয়াসকেরিতি বচস্তত্ত্বনিশ্চয়মাত্মনঃ। উপধার্য্য মতিং কৃষ্ণে ঔত্তরেয়ঃ সতীং ব্যধাৎ ॥ ১ ॥

আত্ম-জায়া-সুতাগার-পশু-দ্রবিণ-বন্ধুষু। রাজ্যে চাবিকলে নিত্যং নিরূঢ়াং মমতাং জহৌ ॥ ২ ॥

পপ্রচ্ছ চেমমেবার্থং যন্মাং পৃচ্ছথ সত্তমাঃ। কৃষ্ণানুভাবশ্রবণে শ্রদ্দধানো মহামনাঃ ॥ ৩ ॥

সংস্থাং বিজ্ঞায় সংন্যস্য কর্ম্ম ত্রৈবর্গিকঞ্চ যৎ। বাসুদেবে ভগবতি আত্মভাবং দৃঢ়ং গতঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাজোবাচ।

সমীচীনং বচো ব্রহ্মন্ সর্ব্বজ্ঞস্য তবানঘ। তমো বিশীর্য্যতে মহ্যং হরেঃ কথয়তঃ কথাম্ ॥ ৫ ॥

ভূয় এব বিবিৎসামি ভগবানাত্মমায়য়া। যথেদং সৃজতে বিশ্বং দুর্ব্বিভাব্যমপীশ্বরৈঃ ॥ ৬ ॥

যথা গোপায়তি বিভুর্যথা সংযচ্ছতে পুনঃ। যাং যাং শক্তিমুপাশ্রিত্য পুরুশক্তিঃ পরঃ পুমান্।
আত্মানং ক্রীড়য়ন্ ক্রীড়ন্ করোতি বিকরোতি চ ॥ ৭ ॥

নূনং ভগবতো ব্রহ্মন্ হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ। দুর্ব্বিভাব্যমিবাভাতি কবিভিশ্চাপি চেষ্টিতম্ ॥ ৮ ॥

যথা গুণাংস্তু প্রকৃতের্যুগপৎ ক্রমশোঽপি বা। বিভর্ত্তি ভূরিশস্ত্বেকঃ কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণি জন্মভিঃ॥৯॥

সৃষ্টি-বর্ণনার আরম্ভে মঙ্গলাচরণ

সূত বলিলেন,—রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহারও সেবা করিতে হয় না, এবং সেইরূপ অবধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণেই একান্ত অনুরক্ত হইলেন। ১।

দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, গজাদি পশু, ধন, বন্ধুবর্গ এবং রাজ্য—এই সমুদায়ে তাঁহার এতকাল ধরিয়া যে মায়ার বন্ধন ছিল, তিনি তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। ২

নিজের মৃত্যু আসন্ন জানিয়া—তিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামমূলক সমস্ত কর্ম্ম পরিহার করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ বাসুদেবে তাঁহার পরম প্রেম বশতঃ দৃঢনিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। হে সজ্জনগণ, আজ আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কৃষ্ণলীলা-শ্রবণে শ্রদ্ধাসম্পন্ন মহামনা পরীক্ষিৎও এই প্রশ্ন শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৩-৪

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে এইভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার বাণী অতি সমীচীন—আপনার মুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া আমার অজ্ঞানতিমির বিদূরিত হইতেছে,আমি আপনার নিকট পুনরায় আর একটি বিষয়—যাহা ঐশ্বর্য্যশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণেরও দুর্জ্ঞেয়—তাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। ভগবান্ নিজ মায়া দ্বারা কিরূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন, সেই অনন্তশক্তিমান পরম পুরুষ কিরূপে কোন্ কোন্ শক্তি আশ্রয় করিয়া নিজেকেই ব্রহ্মাদিরূপে পরিণত করিয়া বিবিধভাবে তাহাদিগকে ক্রীড়া করাইতেছেন, আবার স্বয়ং ক্রীড়া করিতেছেন, আপনি তাহা বর্ণনা করুন। ৫-৮

হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ শ্রীহরির কর্ম্ম আশ্চর্য্যময়, পণ্ডিতগণও তাহার রহস্য উদ্ভাবন করিতে পারেন না। তিনি কি এক পুরুষরূপ গ্রহণ করিয়াই অথবা ব্রহ্মাদি অবতার দ্বারা ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির গুণ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন? ৯

বিচিকিৎসিতমেতন্মে ব্রবীতু ভগবান্ যথা। শাব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরস্মিংশ্চ ভবান্ খলু ॥১০॥

শ্রীসূত উবাচ।

ইত্যুপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা গুণানুকথনে হরেঃ। হৃষীকেশমনুস্মৃত্য প্রতিবক্তুং প্রচক্রমে ॥ ১১ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে সদুদ্ভবস্থাননিরোধলীলয়া।
গৃহীতশক্তিত্রিতয়ায় দেহিনামন্তর্ভবায়ানুপলক্ষ্যবর্ত্মনে ॥ ১২ ॥

ভূয়ো নমঃ সদ্বৃজিনচ্ছিদেঽসতামসম্ভবায়াখিলসত্ত্বমূর্ত্তয়ে।
পুংসাং পুনঃ পারমহংস্য আশ্রমে ব্যবস্থিতানামনুমৃগ্যদাশুষে ॥ ১৩ ॥

নমো নমস্তেঽস্ত্বৃষভায় সাত্বতাং বিদূরকাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাম্।
নিরস্তসাম্যাতিশয়েন রাধসা স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ ॥ ১৪ ॥

যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥১৫॥

বিচক্ষণা যচ্চরণোপসাদনাৎ সঙ্গং ব্যুদস্যোভয়তোঽন্তরাত্মনঃ।
বিন্দন্তি হি ব্রহ্মগতিং গতক্লমাস্তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১৬ ॥

আপনি বিচারের দ্বারা শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদবিষয়ে এবং সাধনা দ্বারা পরব্রহ্মে অসাধারণ জ্ঞানী, আমার এই সন্দেহ নিবারণ করুন। ১০

সূত বলিলেন,—তখন শুকদেব হরিকথা বিষয়ে পরীক্ষিতের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া হৃষীকেশ স্মরণ পূর্ব্বক উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। যে সর্ব্বোত্তম —অনন্ত মহিমাময় পরম পুরুষ লীলাচ্ছলে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় করিবার জন্য কারণভূত রজঃ প্রভৃতি শক্তিত্রয়কে ধারণ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন,— যিনি সমগ্র জীবের অন্তর্য্যামী, যাঁহার পন্থা অতি দুর্লক্ষ্য—তাঁহাকে নমস্কার করি। ১১-১২

সাধুদিগের যিনি দুঃখ দূর করিয়া থাকেন এবং অসাধুদিগের বিনাশের কারণ—যিনি পূর্ণ সত্ত্ব-মূর্ত্তি এবং পরমহংস আশ্রমে অবস্থিত পুরুষগণের পুনঃ পুনঃ অন্বেষণীয় আত্মজ্ঞান প্রদান করেন, সেই পরম পুরুষকে পুনর্ব্বার নমস্কার করি। ১৩

যিনি ভক্তদিগের পালক ও ভক্তিহীন কুযোগী-দিগের অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়, যিনি অদ্বিতীয় ও সর্ব্বাতিশায়ী হইয়া নিজ ঐশ্বর্য্যবলে স্ব-স্বরূপ ব্রহ্মে বিহার করিতে-ছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি। ১৪

যাঁহার নাম-কীর্ত্তন, যাঁহার স্মরণ, যাঁহার বন্দনা, যাঁহার লীলাশ্রবণ ও যাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে লোকের পাপ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয় এবং যাঁহার যশোগাথা শ্রবণ করিলে পরম-মঙ্গললাভ হয়, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। ১৫

যাঁহার চরণসেবা করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ঐহিক ও পারত্রিক সঙ্গ (ভোগাভিলাষ) হইতে মুক্ত হইয়া অক্লেশে ব্রহ্মগতি লাভ করিয়া থাকেন, সেই পুণ্যশ্লোককে নমস্কার করি। ১৬

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ ১৭॥
কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশা আভীর-কঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥১৮॥
স এষ আত্মাত্মবতামধীশ্বরস্ত্রয়ীময়ো ধর্ম্মময়স্তপোময়ঃ।
গতব্যলীকৈরজশঙ্করাদিভির্বিতর্ক্যলিঙ্গো ভগবান্ প্রসীদতাম॥ ১৯॥
শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতির্ধিয়াং পতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ।
পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ॥ ২০॥
যদঙ্ঘ্র্যভিধ্যানসমাধিধৌতয়া ধিয়ানুপশ্যন্তি হি তত্ত্বমাত্মনঃ।
বদন্তি চৈতৎ কবয়ো যথারুচং স মে মুকুন্দো ভগবান্ প্রসীদতাম্॥২১॥
প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাঽজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্॥ ২২॥
ভূতৈর্মহদ্ভির্য ইমাঃ পুরো বিভুর্নির্ম্মায় শেতে যদমূষু পূরুষঃ।
ভুঙ্‌ক্তে গুণান্ ষোড়শ ষোড়শাত্মকঃ সোঽলংকৃষীষ্টাখিলবিদ্বচাংসি মে॥২৩॥

কি তপস্বী, কি দাতা, কি যোগী, কি যশস্বী, কি মন্ত্রজ্ঞ, কি সদাচারী—কোন ব্যক্তিই যাঁহাতে নিজ কর্ম্ম সমর্পণ না করিয়া কল্যাণলাভ করিতে পারেন না, সেই পূতকীর্ত্তিকে বহুবার নমস্কার করি। ১৭

কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, কঙ্ক, যবন, খস প্রভৃতি হীন জাতি এবং অন্য যে সকল কর্ম্মতঃ পাপী, যাঁহার আশ্রিতের আশ্রয় লাভে শুদ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ পুনরায় তাহাদিগকে হীনজাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, অথবা পাপকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না, সেই প্রভুকে নমস্কার করি। ১৮

যিনি আত্মস্বরূপে আত্মবিদ্ ধীর ব্যক্তিগণের উপাস্য, যিনি অধীশ্বর, যিনি বেদময়, ধর্ম্মময় ও তপোময়, ভক্তগণ অকপট হৃদয়ে সবিস্ময়ে যাঁহার মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করেন, সেই ভগবান্ পরমাত্মা প্রসন্ন হউন। ১৯

যিনি শ্রীপতি, যজ্ঞের অধিপতি, প্রজাপতি, বুদ্ধির অধিস্বামী, ভুবনের পতি ও পৃথিবীর পতি, যিনি অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় ভক্তগণের পতি ও গতি—তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ২০

যাঁহার চরণ-চিন্তারূপ সমাধি দ্বারা বুদ্ধি বিধৌত হইলে, জ্ঞানিগণ আত্মতত্ত্ব লাভ করেন, সুধীগণ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে যাঁহাকে সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া বর্ণন করেন, সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি কল্পের আদিতে ব্রহ্মার অন্তঃকরণে সৃষ্টি-বিষয়িণী স্মৃতিশক্তি সঞ্চারিত করিয়া এবং যাঁহার ইচ্ছায় শিক্ষাদিযুক্ত বেদবাণী সেই ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গতা হইয়াছিলেন—সেই জ্ঞানপ্রদ ঋষিগণের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীহরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ২১-২২

যে বিভু, মহাভূত দ্বারা এই শরীররূপ পুর নির্ম্মাণ করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে তাহার মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন এবং যিনি একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত-রূপ ষোড়শ কলার প্রকাশ বা পালন করিতেছেন—সেই অখিলবিৎ ভগবান্ আমার বাক্যসকল অলঙ্কৃত করুন। ২৩

নমস্তস্মৈ ভগবতে ব্যাসায়মিততেজসে। পপুর্জ্ঞানময়ং সৌম্যা যন্মুখাম্বুরুহাসবম্॥ ২৪॥
এতদেবাত্মভূ রাজন্ নারদায় বিপৃচ্ছতে। বেদগর্ভোঽভ্যধাৎ সাক্ষাদযদাহ হরিরাত্মনঃ॥ ২৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে
ভক্তিযোগ-প্রাধান্য-বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

ভক্তগণ যাঁহার মুখ-কমলের জ্ঞানময় মকরন্দ পান করিয়াছিলেন, সেই বাসুদেব হইতে অভিন্ন ব্যাসদেবকেও নমস্কার করি। ২৪

অতঃপর শুকদেব পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—রাজন্! পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ বেদগর্ভ ব্রহ্মাকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা হরির নিকট হইতে যেরূপ শুনিয়াছিলেন—তিনিও নারদকে সেইরূপ বলিয়াছিলেন। ২৫

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীনারদ উবাচ।

দেবদেব নমস্তেঽস্তু ভূতভাবন পূর্ব্বজ। তদ্বিজানীহি যজ্‌জ্ঞানমাত্মতত্ত্বনিদর্শনম্ ॥ ১ ॥
যদ্রূপং যদধিষ্ঠানং যতঃ সৃষ্টমিদং প্রভো। যৎসংস্থং যৎপরং যচ্চ তত্তত্ত্বং বদ তত্ত্বতঃ ॥২॥
সর্ব্বং হ্যেতদ্ভবান্ বেদ ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ। করামলকবদ্বিশ্বং বিজ্ঞানাবসিতং তব ॥ ৩ ॥
যদ্বিজ্ঞানো যদাধারো যৎপরস্ত্বং যদাত্মকঃ। একঃ সৃজসি ভূতানি ভূতৈরেবাত্মমায়য়া ॥ ৪ ॥
আত্মন্ ভাবয়সে তানি ন পরাভাবয়ন্ স্বয়ম্। আত্মশক্তিমবষ্টভ্য ঊর্ণনাভিরিবাক্লমঃ ॥ ৫ ॥
নাহং বেদ পরং ত্বস্মিন্নাপরং ন সমং বিভো। নামরূপগুণৈর্ভাব্যং সদসৎ কিঞ্চিদন্যতঃ ॥ ৬ ॥
স ভবানচরদ্‌ঘোরং যত্তপঃ সুসমাহিতঃ। তেন খেদয়সে নস্ত্বং পরশঙ্কাঞ্চ যচ্ছসি ॥ ৭ ॥
এতন্মে পৃচ্ছতঃ সর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞ সকলেশ্বর। বিজানীহি তথৈবেদমহং বুধ্যেঽনুশাসিতঃ ॥ ৮ ॥

সৃষ্টি-বর্ণনা

দেবর্ষি নারদ ভক্তিভাবে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, হে দেবদেব! ভূতভাবন! আপনি সকলের অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছেন, আপনাকে নমস্কার করি। যাহা দ্বারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়, তাহাই আমাকে উপদেশ করুন। ১

এই বিশ্ব যেরূপে প্রকাশ পাইতেছে, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে—যাঁহার দ্বারা সৃষ্ট, যাঁহার অধীন, যাঁহাতে বিলীন হইবে এবং যাঁহার স্বরূপ, আপনি এই সকল তত্ত্ব আমার নিকট বর্ণন করুন। ২

এ সমস্তই আপনার বিদিত, কেন না, আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই সমুদায়েরই কর্ত্তা, এই বিশ্বকে হস্তস্থিত আমলকীফলের ন্যায় আপনি বিশেষভাবেই জানেন। ৩

আপনাকে এই বিজ্ঞান দান করিলেন কে? আপনি কাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন? কাহার বশবর্ত্তী হইয়া সৃষ্টিকার্য্য করিতেছেন? আপনারই বা স্বরূপ কি? আমার মনে হয়, আপনি একাকীই স্বতন্ত্রভাবে নিজ শক্তি—মায়া দ্বারা ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। ৪

ঊর্ণনাভ (মাকড়শা) যেমন নিজেকেই আশ্রয় করিয়া অক্লেশে তন্তু রচনা ও রক্ষা করে, সেইরূপ আপনিও আত্মস্থ হইয়া আপনাকে ও প্রাণিসমূহকে অনায়াসে রক্ষা করিতেছেন। ৫

এই বিশ্বে কি উত্তম, কি অধম, আর কি সমান—কোন বস্তুকেই আমি অন্যরূপে জানি না। স্থূলই হউক বা সূক্ষ্ম হউক—যাহা কিছু নাম, রূপ ও গুণের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহারও স্বরূপ অন্য কিছু নাই, সমস্তই আপনার ইচ্ছায় উদ্ভূত। কিন্তু আপনাকে দুশ্চর তপস্যা করিতে দেখিয়া আমার বুদ্ধি মোহিত হইতেছে। মনে হইতেছে, বুঝি আপনি ভিন্ন আর এক জন ঈশ্বর আছেন। হে সর্ব্বজ্ঞ—সমস্তের অধীশ্বর! আমি আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, যাহাতে আমি বুঝিতে পারি, এই ভাবে তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। ৬-৮

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

সম্যক্ কারুণিকস্যেদং , বৎস তে বিচিকিৎসিতম্।
যদহং চোদিতঃ সৌম্য ভগবদ্বীর্য্যদর্শনে ॥ ৯ ॥

নানৃতং তব তচ্চাপি যথা মাং প্রব্রবীষি ভোঃ। অবিজ্ঞায় পরং মত্ত এতাবত্ত্বং যতো হি মে ॥১০॥
যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্। যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষগ্রহতারকাঃ ॥১১॥
তস্মৈ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি। যন্মায়য়া দুর্জ্জয়য়া মাং বদন্তি জগদ্‌গুরুম্ ॥ ১২ ॥
বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ ॥ ১৪ ॥

নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ। নারায়ণপরা লোকা নারায়ণপরা মখাঃ ॥ ১৫ ॥
নারায়ণপরো যোগো নারায়ণপরং তপঃ। নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ ॥ ১৬ ॥
তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কূটস্থস্যাখিলাত্মনঃ। সৃজ্যং সৃজামি সৃষ্টোঽহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন,—বৎস! তোমার এই সন্দেহ অতি সমীচীন, যেহেতু এই সন্দেহের উত্তর করিতে যাইয়া আমি ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম—সুতরাং তুমি এই প্রশ্নদ্বয় উপস্থিত করিয়া আমার প্রতি কৃপা করিয়াছ। ৯

নারদ! তুমি আমায় ঈশ্বর বলিয়াছ—ইহা মিথ্যা নহে, কারণ, আমার ঐরূপ প্রভাব আছে; কিন্তু আমা হইতেও যে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর এক জন আছেন, বোধ হয়, তাঁহাকে তুমি জান না, তাই এইরূপ বলিতেছ। ১০

যেমন সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, গ্রহ এবং নক্ষত্রগণ প্রকাশ-বিশিষ্ট পদার্থকেই প্রকাশ করে, সেইরূপ আমিও স্বপ্রকাশিত বিশ্বকেই সৃষ্টি দ্বারা প্রকাশিত করিতেছি। ১১

যে বাসুদেবের দুর্জ্জয় মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তোমরা আমাকে জগতের ঈশ্বর বলিতেছ, আমি সেই বাসুদেবকেই নমস্কার করি। ১২

তাঁহার দৃষ্টিপথে থাকিতেও মায়া লজ্জিত হয়, কিন্তু যাহারা দুর্ম্মতি, তাহারাই মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া 'আমি'—'আমার' বলিয়া শ্লাঘা করে। ১৩

বস্তুতঃ, দ্রব্য, কর্ম্ম কিংবা কালই বল আর স্বভাব বা জীবই বল—সেই বাসুদেব হইতে কেহই শ্রেষ্ঠ নহে। ১৪

কারণ, নারায়ণই বেদ, দেবগণ নারায়ণের অঙ্গজাত, লোকসমূহ নারায়ণেরই আনন্দাংশ-স্বরূপ এবং সমস্ত যজ্ঞ সেই নারায়ণের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। ১৫

যোগ, তপস্যা, জ্ঞান প্রভৃতির ফল—যাহাই বল না কেন—এই সমস্তের প্রতি কারণ হইলেন—একমাত্র নারায়ণ। ১৬

তিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন—এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহার সৃষ্ট। তিনি ঈশ্বর—অখিলের আত্মা, দ্রষ্টা এবং সাক্ষিস্বরূপ, তাঁহার কটাক্ষমাত্রে প্রেরণা পাইয়া আমি তাঁহারই সৃজ্য জগৎকে পুনরায় সৃষ্টি করিতেছি। ১৭

সত্ত্বং রজস্তম ইতি নির্গুণস্য গুণাস্ত্রয়ঃ। স্থিতি-সর্গ নিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভোঃ ॥ ১৮ ॥
কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বে দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়াশ্রয়াঃ। বধ্নন্তি নিত্যদা মুক্তং মায়িনং পুরুষং গুণাঃ ॥১৯॥
স এষ ভগবাঁল্লিঙ্গৈস্ত্রিভিরেতৈ(রেভি)রধোক্ষজঃ। স্বলক্ষিতগতির্ব্রহ্মন্ সর্ব্বেষাং মম চেশ্বরঃ ॥২০॥
কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া। আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে ॥২১॥
কালাদ্গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ। কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ ॥ ২২ ॥
মহতস্তু বিকুর্ব্বাণাদ্রজঃসত্ত্বোপবৃংহিতাৎ। তমঃপ্রধানস্ত্বভবদ্দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ ॥ ২৩ ॥
সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তো বিকুর্ব্বন্ সমভূৎত্রিধা। বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেতি যদ্ভিদা।
দ্রব্যশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিরিতি প্রভো ॥ ২৪ ॥
তামসাদপি ভূতাদের্বিকুর্ব্বাণাদভূন্নভঃ। তস্য মাত্রা গুণঃ শব্দো লিঙ্গং যদ্দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ॥ ২৫ ॥
নভসোঽথ বিকুর্ব্বাণাদভূৎ স্পর্শগুণোঽনিলঃ। পরান্বয়াচ্ছব্দবাংশ্চ প্রাণ ওজঃ সহো বলম্ ॥২৬॥

তিনি নির্গুণ হইলেও সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত মায়া দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১৮

দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়া—অর্থাৎ পঞ্চভূত, দেবতা ও ইন্দ্রিয়ের কারণস্বরূপ ঐ তিনটি গুণ, মায়ার অতীত নিত্য-মুক্ত পুরুষকে কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে মায়ায় লিপ্ত করিয়া বন্ধ করে। ১৯

হে নারদ! সেই অধোক্ষজ পুরুষই আমার এবং অপর সকলেরই ঈশ্বর। মায়াকে যিনি বশে রাখিয়াছেন, সেই ভগবানকে এই ত্রিবিধ গুণ বা তাঁহার উপাধি দ্বারা কখনও তাঁহার গতি জানিতে পারা যায় না অথবা ভক্তেরাই কেবল তাহা জানিতে পারে। ২০

মায়ার অধীশ্বর সেই ভগবান্ বিবিধ রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়া আত্মমায়া দ্বারা যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত কাল, অদৃস্ট ও প্রকৃতি আশ্রয় করিয়াছিলেন। ২১

ভগবান্ কালে অধিষ্ঠিত হইলে কাল হইতে গুণের বিভাগ জন্মে, সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের সমতা নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতেই সৃষ্টির জন্য উন্মুখতা আসে। ভগবানের অধিষ্ঠানবশে প্রকৃতি তখন রূপান্তর আনয়ন করে এবং জীবাদৃষ্ট মহত্তত্ত্ব জন্মায়। ২২

রজঃ ও সত্ত্বগুণের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হয়,—তখন তাহা হইতে দ্রব্য-জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিস্বরূপ তমঃপ্রধান এক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহার নাম অহঙ্কারতত্ত্ব। ২৩

তৎপরে অহঙ্কারতত্ত্ব বিকৃত ভাব ধারণ করিলে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবতার, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি। ২৪

তামস ভূতাদির বিকার হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়, শব্দ আকাশের সূক্ষ্মরূপ ও অসাধারণ ধর্ম্ম বা গুণস্বরূপ। দৃশ্য ও দ্রষ্টা এই উভয়কেই জ্ঞাপন করে—শব্দ। প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া কেহ যদি 'ঐ হস্তী' 'ঐ হস্তী' বলিয়া চীৎকার করে, তাহা হইলে শ্রোতা বুঝিতে পারে যে, একজন হস্তীকে দর্শন করিতেছে—এবং একটি দৃশ্য পদার্থ—হস্তী বর্ত্তমান। ২৫

আকাশ বিকৃত হইলে তাহা হইতে—বায়ুর উৎপত্তি হয়, স্পর্শ বায়ুর গুণ। কারণ বলিয়া আকাশের সহিত সম্বন্ধ থাকায় বায়ু আকাশের ধর্ম্মশব্দকেও ধারণ করিয়া থাকে। বায়ু হইতে দেহ-ধারণ, ইন্দ্রিয়, মন ও শরীরের পটুতা জন্মে। ২৬

বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাৎ কাল-কর্ম্ম-স্বভাবতঃ। উদপদ্যত বৈ তেজো রূপবৎ স্পর্শ-শব্দবৎ ॥ ২৭ ॥
তেজসস্তু বিকুর্ব্বাণাদাসীদম্ভো রসাত্মকম্। রূপবৎ স্পর্শবচ্চাম্ভো ঘোষবচ্চ পরান্বয়াৎ ॥ ২৮ ॥
বিশেষস্তু বিকুর্ব্বাণাদম্ভসো গন্ধবানভূৎ। পরান্বয়াদ্রস-স্পর্শ-শব্দ-রূপ-গুণান্বিতঃ ॥ ২৯ ॥

বৈকারিকান্মনো যজ্ঞে দেবা বৈকারিকা দশ।
দিগ্বাতাঽর্ক-প্রচেতোঽশ্বি-বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র-মিত্র-কাঃ। ॥ ৩০ ॥
তৈজসাত্তু বিকুর্ব্বাণাদিন্দ্রিয়াণি দশাঽভবন্।
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধিঃ প্রাণশ্চ(স্তু) তৈজসৌ।
শ্রোত্রং ত্বগ্-ঘ্রাণ দৃগ্-জিহ্বা-বাগ্-দোর্মেঢ্রাঽঙ্ঘ্রি-পায়বঃ ॥ ৩১ ॥

যদৈতেঽসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ। যদায়তননির্ম্মাণে ন শেকুর্ব্রহ্মবিত্তম ॥ ৩২ ॥
তদা সংহত্য চান্যোন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ। সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ ॥ ৩৩ ॥
বর্ষপূগসহস্রান্তে তদণ্ডমুদকেশয়ম্। কাল-কর্ম্ম-স্বভাবস্থো জীবোঽজীবমজীবয়ৎ ॥৩৪॥
স এব পুরুষস্তস্মাদণ্ডং নির্ভিদ্য নির্গতঃ। সহস্রোর্বঙ্ঘ্রিবাহ্বক্ষঃসহস্রাননশীর্ষবান্ ॥ ৩৫ ॥
যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ। কট্যাদিভিরধঃ সপ্ত সপ্তোর্দ্ধং জঘনাদিভিঃ ॥৩৬॥

অদৃষ্ট, কর্ম্ম ও স্বভাববশতঃ বায়ু বিকৃত হইলে তাহা হইতে তেজঃ জন্মে। রূপ তেজের গুণ। কারণতা সম্বন্ধ আছে বলিয়া তেজে আকাশের ধর্ম্ম স্পর্শও অনুভূত হইয়া থাকে। তেজের বিকার হইতে জলসৃষ্টি হয়, রস জলের স্বাভাবিক গুণ, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে বলিয়া জলে বায়ুর ধর্ম্ম স্পর্শ, তেজের ধর্ম্ম রূপ এবং আকাশের ধর্ম্ম শব্দ অনুভব করা যায়। ২৭-২৮

জল বিকৃত হইলে তাহা হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়; গন্ধ পৃথিবীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পৃথিবীতে জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশের কারণতা সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকায় ইহা শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসেরও আশ্রয়। ২৯

সাত্ত্বিক অহঙ্কারতত্ত্বের বিকার হইতে মনঃ এবং চন্দ্র, দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি—এই কয়টি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উৎপন্ন হ'ন। রাজস অহঙ্কার বিকৃত হইলে তাহা হইতে জ্ঞানশক্তি বুদ্ধি, ক্রিয়াশক্তি প্রাণ এবং কর্ণ, ত্বক্, ঘ্রাণ, চক্ষুঃ, জিহ্বা, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও মেঢ্র—এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রকাশিত হয়। ৩০-৩১

এই সকল ভূত, ইন্দ্রিয়, মন ও গুণ পরস্পর মিলিত না হওয়ায় শরীর নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয় নাই। অতঃপর ভগবানের শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া, ইহারা ভাবাভাব আশ্রয় করিয়া সমষ্টি ও ব্যষ্টিময় উভয় প্রকার শরীর রচনা করে। ৩২ ৩৩

এই ব্রহ্মাণ্ড সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত জলে নিমজ্জিত থাকিবার পর পরমাত্মা অদৃষ্ট, কর্ম্ম ও প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়াছেন। ৩৪

সেই পরম পুরুষই সহস্র পাদ, সহস্র বদন ও সহস্র মস্তক ধারণ পূর্ব্বক সেই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছেন। বৎস নারদ! পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, ঐ পুরুষের অবয়ব দ্বারাই সমস্ত লোক—চতুর্দ্দশ ভুবন রচিত হয়। যথা,—তাঁহার কটিদেশ প্রভৃতি সাতটি, পশ্চাদ্ভাগের অঙ্গ অবয়ব দ্বারা নিম্নস্থ সপ্তলোক এবং জঘন প্রভৃতি ঊর্দ্ধ অঙ্গ দ্বারা ঊর্দ্ধ সপ্তলোক সৃষ্টি হইয়াছে। ৩৫-৩৬

পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ। ঊর্ব্বোর্বৈশ্যো ভগবতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোব্য(হ্ভ্য)জায়ত ॥৩৭॥
ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ। হৃদা স্বর্লোক উরসা মহর্লোকো মহাত্মনঃ ॥৩৮॥
গ্রীবায়াং জনলোকোঽস্য(লোকশ্চ) তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ।
মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯ ॥
তৎকট্যাং চাতলং কঌপ্তমূরুভ্যাং বিতলং বিভোঃ।
জানুভ্যাং সুতলং শুদ্ধং জঙ্ঘাভ্যাস্তু তলাতলম্ ॥ ৪০ ॥
মহাতলন্তু গুল্ফাভ্যাং প্রপদাভ্যাং রসাতলম্। পাতালং পাদতলত ইতি লোকময়ঃ পুমান্ ॥ ৪১ ॥
ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধা ইতি বা লোককল্পনা ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে
পুরুষসংস্থানুবর্ণনং (সৃষ্ট্যাদিবিভূতিবর্ণনং) নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ । ৫ ।

তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ৩৭

সেই পরমপুরুষের পদদ্বয় হইতে ভূর্লোক, নাভি হইতে ভুবর্লোক, হৃদয় হইতে স্বর্লোক এবং বক্ষোদেশ হইতে মহর্লোক উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার গ্রীবায় জনলোক, ওষ্ঠদ্বয়ে তপোলোক, মস্তকে ব্রহ্মলোক, কটিদেশে অতল, উরুদ্বয়ে বিতল, জানুদ্বয়ে সুতল, জঙ্ঘাদ্বয়ে তলাতল, গুল্ফদ্বয়ে মহীতল, চরণদ্বয়ের অগ্রভাগে রসাতল এবং পাদতলে পাতাল নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই পুরুষ এইরূপেই লোকময় হইয়া আছেন। আর তাঁহার পাদদ্বয়ে ভূর্লোক, নাভিতে ভুবর্লোক এবং শিরোদেশে স্বর্লোক প্রতিষ্ঠিত। ৩৮-৪২

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রহ্মোবাচ।

বাচাং বহ্নের্মুখং ক্ষেত্রং ছন্দসাং সপ্ত ধাতবঃ। হব্যকব্যামৃতান্নানাং জিহ্বা সর্ব্বরসস্য চ ॥ ১ ॥

সর্ব্বাসূনাঞ্চ বায়োশ্চ তন্নাসে পরমায়নে। অশ্বিনোরোষধীনাঞ্চ ঘ্রাণো মোদ-প্রমোদয়োঃ ॥২॥

রূপাণাং তেজসাং চক্ষুর্দ্দিবঃ সূর্য্যস্য চাক্ষিণী। কর্ণৌ দিশাঞ্চ তীর্থানাং শ্রোত্রমাকাশ-শব্দয়োঃ॥৩॥

তদ্গাত্রং বস্তুসারাণাং সৌভগস্য চ ভাজনম্। ত্বগস্য স্পর্শ-বায়োশ্চ সর্ব্বমেধস্য চৈব হি ॥ ৪ ॥

রোমাণ্যুদ্ভিজ্জজাতীনাং যৈর্ব্বা যজ্ঞস্তু সম্ভৃতঃ। কেশ শ্মশ্রু-নখান্যস্য শিলা-লোহাভ্র বিদ্যুতাম্॥৫॥

বাহবো লোকপালানাং প্রায়শঃ ক্ষেমকর্ম্মণাম্ ॥ ৬ ॥

বিক্রমো ভূর্ভুবঃ স্বশ্চ ক্ষেমস্য শরণস্য চ। সর্ব্বকাম-বরস্যাপি হরেশ্চরণ আস্পদম্ ॥ ৭ ॥

অপাং বীর্য্যস্য সর্গস্য পর্জ্জন্যস্য প্রজাপতেঃ। পুংসঃ শিশ্ন উপস্থস্তু প্রজাত্যানন্দনির্বৃতেঃ ॥ ৮ ॥

পায়ুর্যমস্য মিত্রস্য পরিমোক্ষস্য নারদ। হিংসায়া নির্ঋতের্মৃত্যোর্নিরয়স্য গুদঃ স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥

পরাভূতেরধর্ম্মস্য তমসশ্চাপি পশ্চিমঃ। নাড্যো নদ-নদীনাঞ্চ গোত্রাণামস্থিসংহতিঃ ॥ ১০ ॥

অব্যক্তরসসিন্ধূনাং ভূতানাং নিধনস্য চ। উদরং বিদিতং পুংসো হৃদয়ং মনসঃ পদম্ ॥ ১১ ॥

ধর্ম্মস্য মম তুভ্যঞ্চ কুমারাণাং ভবস্য চ। বিজ্ঞানস্য চ সত্ত্বস্য পরস্যাত্মা পরায়ণম্ ॥ ১২ ॥

বিরাট পুরুষের বিভূতি বর্ণন—

ব্রহ্মা কহিলেন—নারদ! সেই বিরাট পুরুষের বিভূতির কথা বলিতেছি, তাহার মুখ আমাদিগের বাগিন্দ্রিয় ও তাহার অধিষ্ঠাতা অগ্নির উৎপত্তিস্থান। তাঁহার ত্বক্ প্রভৃতি সপ্ত ধাতু বেদের, তাহার জিহ্বা হব্য, কব্য, অমৃত ও সর্ব্বরসের, দুই নাসিকাবিবর আমাদিগের প্রাণ ও বায়ুর, তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় সামান্য ও বিশেষ গন্ধের—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ও ওষধিসমূহের, তাঁহার চক্ষুঃ রূপ ও তেজের; তাঁহার চক্ষুর্গোলক স্বর্গ ও সূর্য্যের, কর্ণদ্বয় দিক্ ও তীর্থসকলের, তাঁহার কর্ণেন্দ্রিয় আকাশ ও শব্দের, তাঁহার গাত্র সমস্ত সামগ্রীর সারভাগ ও সৌভাগ্যের, তাঁহার ত্বক্ বায়ু ও যজ্ঞের, তাঁহার রোমরাজি যজ্ঞের সাধনভূত বৃক্ষ সমূহের, তাঁহার কেশদাম মেঘের, তাঁহার শ্মশ্রু বিদ্যুতের, তাঁহার নখ শিলা ও লৌহের, তাঁহার বাহু পালনকর্ত্তা লোকপালদিগের এবং পদক্ষেপ ভূর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকের আশ্রয়স্থান। আর তাঁহার চরণযুগল ক্ষেম ও শরণপ্রাপ্তির নিদান ও নিখিল কাম এবং সর্ব্ববিধ বরের উৎপত্তি-স্থান। ১-৭

তাঁহার পুরুষচিহ্ন—জল, শুক্র, সৃষ্টি, মেঘ ও প্রজাপতির কারণ, এবং উপস্থেন্দ্রিয় সন্তানোৎপাদনের জন্য সম্ভোগজনিত যে তাপ—সে তাপনাশের আস্পদ। তাঁহার গুহ্যেন্দ্রিয় যম, মিত্র, ও পুরীষত্যাগের স্থান এবং তাঁহার গুহ্যদেশ হিংসা, অলক্ষ্মী, মৃত্যু ও নরকের উৎপত্তিস্থান। তাহার পৃষ্ঠভাগ পরাজয়, অধর্ম্ম ও অজ্ঞানের, তাঁহার নাড়ীসকল নদীগণের, তাঁহার অস্থিসমূহ পর্ব্বতমালার, তাঁহার উদর অন্নাদি প্রধান প্রধান রস, সাগর ও ভূতসমূহের এবং তাঁহার হৃদয় আমাদিগের সূক্ষ্মদেহের আশ্রয়স্বরূপ। সেই বিরাট পুরুষের চিত্ত ধর্ম্মের, তোমার, আমার, মানস-পুত্র সনক-সনন্দনাদির, শ্রীরুদ্রের, বিজ্ঞানের ও সত্ত্বগুণের পরম আশ্রয়। ৮-১২

অহং ভবান্ ভবশ্চৈব ত ইমে মুনয়োঽগ্রজাঃ। সুরাসুর-নরা নাগাঃ খগা মৃগ-সরীসৃপাঃ ॥ ১৩ ॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা রক্ষোভূতগণোরগাঃ। পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধ্রাশ্চারণা দ্রুমাঃ ॥ ১৪॥

অন্যে চ বিবিধা জীবা জল-স্থল-নভৌকসঃ।
গ্রহর্ক্ষকেতবস্তারাস্তড়িতস্তনয়িত্নবঃ।
সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ ॥ ১৫ ॥
তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি।
স্বধিষ্ণ্যং প্রতপন্ প্রাণো বহিশ্চ প্রতপত্যসৌ।
এবং বিরাজং প্রতপংস্তপত্যন্তর্ব্বহিঃ পুমান্ ॥ ১৬ ॥

সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ। মহিমৈষ ততো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুরত্যয়ঃ ॥ ১৭ ॥
পাদেষু সর্ব্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ। অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্দ্ধসু ॥ ১৮ ॥
পাদাস্ত্রয়ো বহিশ্চাসন্ন প্রজানাং য আশ্রমাঃ। অন্তস্ত্রিলোক্যাস্ত্বপরো গৃহমেধোঽবৃহদ্ব্রতঃ ॥ ১৯ ॥
সৃতী বিচক্রমে বিষ্বঙ্ সাশনানশনে উভে। যদবিদ্যা চ বিদ্যা চ পুরুষস্তূভয়াশ্রয়ঃ ॥ ২০ ॥
যস্মাদণ্ডং বিরাড়্ জজ্ঞে ভূতেন্দ্রিয়-গুণাত্মকঃ। তদ্দ্রব্যমত্যগাদ্বিশ্বং গোভিঃ সূর্য্য ইবাতপন্ ॥২১॥

আমি, তুমি, রুদ্র, সনক ও মরীচি আদি অগ্রজাত মুনিগণ, সুর, অসুর, নর, নাগ, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাঃ, যক্ষ, রক্ষ, ভূতগণ, সর্প, পশু, পিতৃগণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, বৃক্ষ, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, ধূমকেতু, মেঘ এবং অন্যান্য জল স্থল বা আকাশবাসী যে সমুদয় জীব আছে, তাহারা সকলেই সেই পুরুষের স্বরূপ। তিনিই ভূত, তিনিই বর্ত্তমান ও তিনিই ভবিষ্যৎ। ১৩-১৫

তিনি নিজে দশাঙ্গুলি-পরিমিত হইলেও এই বিশ্ব আবৃত করিয়া আছেন। যেরূপ সূর্য্য স্বীয় মণ্ডল প্রকাশ করিয়া তাহার বাহিরের বস্তুকেও প্রকাশ করেন, সেইরূপ সেই পুরুষ বিরাট দেহ প্রকাশ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে এই বিশ্বকে প্রকাশ করিতেছেন। ১৬

তিনি অমৃত ও অভয়ের অধিপতি, কারণ, তিনি মৃত্যুর কারণস্বরূপ কর্ম্ম অতিক্রম করিয়া আছেন। তাঁহার মহিমা এমনই অপার। ১৭

ভূঃ প্রভৃতি লোক তাঁহার অংশ, অখিল লোক তাঁহার পদে অবস্থিত। তিনি ত্রিলোকের মস্তক স্বরূপ। মহর্লোকের ঊর্দ্ধবর্ত্তী তিনলোকে তিনি অমৃত ক্ষেম ও অভয় স্থাপন করিয়াছেন। ১৮

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিগণকে আর পুত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; সুতরাং ইহাদের তিনটি আশ্রম ত্রিলোকের বহির্ভাগে অবস্থিত। কিন্তু গৃহিগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আচরণ করেন না, এ জন্য তাঁহাদিগের আশ্রম ত্রিলোকের মধ্যে অবস্থিত। ১৯

সেই ক্ষেত্রজ্ঞ সর্ব্বদেশে বিস্তৃত বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিবার জন্য ভোগ ও মুক্তির দ্বিবিধ সাধনপথে বিচরণ করিয়া থাকেন, সুতরাং অবিদ্যা ও বিদ্যা উভয়ই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। তাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড ভূত ইন্দ্রিয় ও গুণময় বিরাট দেহ উদ্ভূত হইয়াছে; কিন্তু যেরূপ সূর্য্য, কিরণ দ্বারা পৃথিবীকে কেবল তাপ দান করিয়া থাকেন, সেইরূপ বিরাট পুরুষও এই বিশ্ব এবং বিরাট দেহ উভয় হইতেই পৃথক্। ২০-২১

যদাঽস্য নাভ্যান্নলিনাদহমাসং মহাত্মনঃ। নাবিদং যজ্ঞসম্ভারান্ পুরুষাবয়বানৃ(দৃ)তে ॥ ২২ ॥
তেষু যজ্ঞস্য পশবঃ সবনস্পতয়ঃ কুশাঃ। ইদঞ্চ দেবযজনং কালশ্চোরুগুণান্বিতঃ ॥ ২৩ ॥
বস্তূন্যোষধয়ঃ স্নেহা রস লোহ-মৃদো জলম্। ঋচো যজূংষি সামানি চাতুর্হোত্রঞ্চ সত্তম ॥ ২৪ ॥
নামধেয়ানি মন্ত্রাশ্চ দক্ষিণাশ্চ ব্রতানি চ। দেবতানুক্রমঃ কল্পঃ সংকল্পস্তন্ত্রমেব চ ॥ ২৫ ॥
গতয়ো মতয়শ্চৈব প্রায়শ্চিত্তসমর্পণম্। পুরুষাবয়বৈরেতে সম্ভারাঃ সম্ভৃতা ময়া ॥ ২৬ ॥
ইতি সম্ভৃতসম্ভারঃ পুরুষাবয়বৈরহম্। তমেব পুরুষং যজ্ঞং তেনৈবাযজমীশ্বরম্ ॥ ২৭ ॥
ততস্তে ভ্রাতর ইমে প্রজানাং পতয়ো নব। অযজন্ ব্যক্তমব্যক্তং পুরুষং সুসমাহিতাঃ ॥ ২৮ ॥
ততশ্চ মনবঃ কালে ঈজিরে ঋষয়োঽপরে। পিতরো বিবুধা দৈত্যা মনুষ্যাঃ ক্রতুভির্বিভুম্ ॥২৯॥
নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্। গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ ॥ ৩০ ॥
সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৩১ ॥
ইতি তেঽভিহিতং তাত যথেদমনুপৃচ্ছসি। নান্যদ্ভগবতঃ কিঞ্চিদ্ভাব্যং সদসদাত্মকম্ ॥ ৩২ ॥

ন ভারতী মেঽঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে ন বৈ কচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ।
ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ ॥ ৩৩ ॥

আমি সেই মহাপুরুষের নাভিপদ্মগর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি জানি না যে, যজ্ঞসাধন সামগ্রী সকল তাঁহার অঙ্গ হইতে বিভিন্ন। পশু, বনস্পতি, কুশ, যজ্ঞস্থান, অনন্ত প্রভৃতি কাল, যবাদি ওষধি, ঘৃত প্রভৃতি স্নিগ্ধ পদার্থ, মধুরাদি রস, সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতু, মৃত্তিকা, জল, ঋক্, যজুঃ, সাম, হোতৃকর্ম্ম প্রভৃতি জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের নামসমূহ, স্বাহা প্রভৃতি মন্ত্র, দক্ষিণা, ব্রত, দেবতাদিগের অনুক্রম, কল্প, সঙ্কল্প, গতি, মতি, প্রায়শ্চিত্ত ও অনুষ্ঠিত কার্য্যের ভগবানে সমর্পণ—এই সকল যজ্ঞ-সামগ্রী পৃথক্ পৃথক্ থাকিলেও আমি তাঁহার অবয়ব হইতে সমস্ত আহরণ করিয়াছিলাম। এইরূপে তাঁহার অঙ্গ হইতে যজ্ঞ-সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আমি পরে সেই যজ্ঞ দ্বারাই যজ্ঞরূপী পরম পুরুষ পরমেশ্বরের যজ্ঞ করিয়াছিলাম। ২২-২৭

অবশেষে তোমার ভ্রাতৃগণ এই নয়জন প্রজাপতি, মনুগণ, অপরাপর ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, দৈত্যগণ ও মনুষ্যগণ নিজ নিজ অবসরক্রমে ব্রতপালন করিয়া ব্যক্ত এবং অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রাদিরূপে প্রকাশমান এবং আত্মরূপে প্রকাশমান পুরুষের যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ২৮-২৯

বৎস নারদ! এই বিশ্ব সেই ভগবান্ নারায়ণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তিনি নির্গুণ, কিন্তু সৃষ্টির সময়ে মায়াযুক্ত হইয়া মহদাদি গুণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নির্দেশানুসারে আমি সৃষ্টি করিতেছি। শঙ্করও তাঁহার আজ্ঞাক্রমেই সংহার-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আর তিনি স্বয়ং বিষ্ণুস্বরূপে পালনকার্য্য করিতেছেন। ভগবান্ এই প্রকারে তিনটি শক্তি ধারণ করিয়া আছেন। কার্য্য ও কারণ-স্বরূপ সমুদায় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে তিনি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। বৎস, তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহা তোমাকে বলিলাম। ৩০-৩২

নারদ! আমি ভক্তির সহিত হরিকে অন্তঃকরণে ধ্যান করি, সেই জন্যই আমার বাক্য ও আমার মনের গতিও কখন মিথ্যা হয় না এবং ইন্দ্রিয়গণ কখন কুপথে যাইতে চাহে না। ৩৩

সোঽহং সমাম্নায়ময়স্তপোময়ঃ প্রজাপতীনামভিবন্দিতঃ পতিঃ।
আস্থায় যোগং নিপুণং সমাহিতস্তন্নাধ্যগচ্ছং যত আত্মসম্ভবঃ ॥ ৩৪ ॥
নতোঽস্ম্যহং তচ্চরণং সমীয়ুষাং ভবচ্ছিদং স্বস্ত্যয়নং সুমঙ্গলম্।
যো হ্যাত্মমায়াবিভবঞ্চ পর্য্যগাদ্‌যথা নভঃ স্বান্তমথাপরে কুতঃ ॥ ৩৫॥
নাহং ন যূয়ং যদৃতাং গতিং বিদুর্ন বামদেবঃ কিমুতাপরে সুরাঃ।
তন্মায়য়া মোহিতবুদ্ধয়স্ত্বিদং বিনির্ম্মিতং চাত্মসমং বিচক্ষ্মহে ॥ ৩৬ ॥
যস্যাবতারকর্ম্মাণি গায়ন্তি হ্যস্মদাদয়ঃ। ন যং বিদন্তি তত্ত্বেন তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩৭ ॥
স এষ আদ্যঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ। আত্মাত্মন্যাত্মনাত্মানং স সংযচ্ছতি পাতি চ ॥৩৮॥
বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্যগবস্থিতম্।
সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণং নিত্যমদ্বয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
ঋষে! বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়াঃ।
যদা তদেবাসত্তর্কৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্। ॥ ৪০॥
আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥৪১॥

আমি বেদময় ও তমোময়, প্রজাপতিগণ আমাকে তাঁহাদের অধীশ্বর বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। আমি একান্তমনে যোগ-যুক্ত হইয়া রহিয়াছি, তথাপি যাঁহা হইতে আমার উৎপত্তি, তাঁহাকে আমি জানিতে পারিলাম না। ৩৪

আকাশ যেমন স্বয়ং নিজের অন্ত পায় না, সেইরূপ ভগবান আপনিই স্বীয় মায়ার অবধি নির্দ্ধার করিতে পারেন না; অন্য দেবতার ত' কথাই নাই। অতএব আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করি। ৩৫

জীব তাঁহার চরণে শরণ লইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। নিখিল কল্যাণের নিদান তাঁহার সেই চরণ পরম স্বস্ত্যয়নস্বরূপ। যখন রুদ্র, তোমরা ও আমি তাঁহার স্বরূপ অবধারণ করিতে পারি নাই, তখন অন্য দেবতারা কিরূপে পারিবেন? আমরা তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে বলিতেছি,—এই বিশ্ব তাঁহার মায়া দ্বারা রচিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার কর্ম্ম ও অবতার বর্ণন করিতে চেষ্টা করি বটে, কিন্তু তাঁহার যথার্থ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারি না। অতএব সেই ভগবান্‌কে প্রণাম করিতেছি। ৩৬ ৩৭

সেই জন্মরহিত আদিপুরুষ কল্পে কল্পে আপনিই আপনাকে আপনাতে সৃষ্টি ও পালন করিতেছেন। তিনি বিশুদ্ধ সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ। সকলের অন্তর্য্যামী সন্দেহরহিত ও নির্গুণ, তজ্জন্য তাঁহার গুণক্ষোভ নাই বা তজ্জনিত কোন চাপল্য নাই। তিনি সত্য, পরিপূর্ণ, জন্ম ও বিনাশরহিত, নির্গুণ ও নিত্য—অদ্বৈত। মুনিদিগের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন নির্ম্মল হইলেই তাঁহারা তাঁহাকে ঐরূপে জানিতে পারেন। কিন্তু কুতর্ক দ্বারা মন আবৃত হইলেই তাঁহার ঐ রূপ তিরোহিত হয়। বৎস! যে পুরুষ প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, তিনিই ভগবানের প্রথম অবতার, ইহা ভিন্ন অদৃষ্ট, স্বভাব, কার্য্য ও কারণস্বরূপিণী প্রকৃতি, মন মহাভূত, অহঙ্কারতত্ত্ব, গুণত্রয়, ইন্দ্রিয়সকলের সমষ্টিস্বরূপ বিরাট শরীর, বৈরাজ পুরুষ, স্থাবর জঙ্গম। ৩৮-৪১

অহং ভবো যজ্ঞ ইমে প্রজেশা দক্ষাদয়ো যে ভবদাদয়শ্চ।
স্বর্লোকপালাঃ খগলোকপালা নৃলোকপালাস্তললোকপালাঃ ॥ ৪২ ॥
গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-চারণেশা যে যক্ষ-রক্ষোরগ-নাগনাথাঃ।
যে বা ঋষীণামৃষভাঃ পিতৃণাং দৈত্যেন্দ্র-সিদ্ধেশ্বর-দানবেন্দ্রাঃ।
অন্যে চ যে প্রেত-পিশাচ-ভূত-কুষ্মাণ্ড-যাদো-মৃগ-পক্ষ্যধীশাঃ ॥ ৪৩ ॥
যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্বদোজঃসহস্বদ্বলবৎক্ষমাবৎ।
শ্রী-হ্রী-বিভূত্যাত্মবদদ্ভুতার্ণং তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপম্ ॥ ৪৪ ॥
প্রাধান্যতো যানৃষ আমনন্তি লীলাবতারান্ পুরুষস্য ভূম্নঃ।
আপীয়তাং কর্ণকষায়শোষাননুক্রমিষ্যে ত ইমান্ সুপেশান্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে পুরুষ-বিভূতি-বর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

আমি, রুদ্র, বিষ্ণু, প্রজাপতিগণ, অপর দেবর্ষিগণ, স্বর্গলোকপাল, খলোকপাল, অনুজলোকপাল, পাতালাদি লোকপাল, গন্ধর্ব্বপতি, বিদ্যাধরপতি, চারণপতি, যক্ষপতি, উরগপতি, নাগপতি, শ্রেষ্ঠঋষি, শ্রেষ্ঠ পিতৃপতি, দৈত্যেন্দ্র, সিদ্ধেশ্বর, দানবপতি, প্রেতপতি, পিশাচপতি, ভূতনাথ, কুষ্মাণ্ডপতি, জলজন্তুদিগের অধিপতি, মৃগরাজ, পক্ষিরাজ এবং লোকে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যশালী, তেজঃশালী, ইন্দ্রিয়-শক্তিশালী, মনঃশক্তিযুক্ত, বলবান্, ক্ষমাবান্, শোভাশালী, সম্পত্তিশালী, লজ্জাশালী, বুদ্ধিমান্ অদ্ভুতবর্ণসম্পন্ন, রূপবান্ ও বিরূপাকৃতি, সেই সকলই সেই পরমপুরুষ ভগবানের বিভূতি ও অবতার। ৪২-৪৪

বৎস নারদ। সেই নানারূপী পুরুষের অন্যান্য যে সকল লীলাবতারের কথা ভক্তগণ—প্রধানতঃ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাহা শ্রবণ করিলে কর্ণের মালিন্য দূরে যায়; আমি সেই সকল অতি সুন্দর অবতার-কথা কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি কর্ণপুট দ্বারা তাহা পান কর। ৪৫

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তম অধ্যায়

ব্রহ্মোবাচ।

যত্রোদ্যতঃ ক্ষিতিতলোদ্ধরণায় বিভ্রৎ ক্রৌড়ীং তনুং সকলযজ্ঞময়ীমনন্তঃ।
অন্তর্মহার্ণব উপাগতমাদিদৈত্যং তং দংষ্ট্রয়াদ্রিমিব বজ্রধরো দদার ॥ ১ ॥
জাতো রুচেরজনয়ৎ সুযমান্ সুযজ্ঞ আকূতিসূনুরমরানথ দক্ষিণায়াম্।
লোকত্রয়স্য মহতীমহরদ্যদার্তিং স্বায়ম্ভুবেন মনুনা হরিরিত্যনূক্তঃ ॥ ২ ॥
যজ্ঞে চ কর্দমগৃহে দ্বিজ দেবহূত্যাং স্ত্রীভিঃ সমং নবভিরাত্মগতিং স্বমাত্রে।
ঊচে যয়াত্মশমলং গুণসঙ্গপঙ্কমস্মিন্ বিধূয় কপিলস্য গতিং প্রপেদে ॥ ৩ ॥
অত্রেরপত্যমভিকাঙ্ক্ষত আহ তুষ্টো দত্তো ময়াহমিতি যদ্ ভগবান্ স দত্তঃ।
যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রদেহা যোগর্দ্ধিমাপুরুভয়ীং যদুহৈহয়াদ্যাঃ ॥ ৪ ॥
তপ্তং তপো বিবিধলোকসিসৃক্ষয়া মে আদৌ সনাৎ স্বতপসঃ চতুঃসনোঽভূৎ।
প্রাক্কল্পসংপ্লববিনষ্টমিহাত্মতত্ত্বং সম্যগ্ জগাদ মুনয়ো যদচক্ষতাত্মন্ ॥ ৫ ॥

ভগবানের লীলাবতার-বর্ণন

ব্রহ্মা কহিলেন—নারদ! সেই অনন্ত পুরুষ যখন সর্ব্বযজ্ঞময় শূকররূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, তখন সাগরমধ্যে সেই প্রসিদ্ধ আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ উপস্থিত হইলে, বজ্রধর ইন্দ্র যেমন অদ্রি বিদারণ করেন, সেইরূপ তাহাকেও দংষ্ট্রা দ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন। ১

তিনি প্রজাপতি রুচির ঔরসে ও আকূতির গর্ভে সুযজ্ঞ নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি নিজ পত্নী দক্ষিণার গর্ভে সুযম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবগণের জন্মদান করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি ত্রিলোকের মহতী পীড়া হরণ করিলে, তাঁহার মাতামহ স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—'হরি'। ২

তিনি কর্দম প্রজাপতির গৃহে দেবহূতির গর্ভে নয়টি ভগিনীর সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ জননীকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করেন। তাঁহাতেই তাঁহার অন্তরের মালিন্যকারক গুণসঙ্গরূপ পঙ্ক এই জন্মেই বিধৌত হইয়া যায়, সুতরাং কপিলের গতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। ৩

নারদ! অত্রি সেই ভগবান্‌কে পুত্ররূপে কামনা করিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—'আমি আমাকেই দান করিলাম'—সেই জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল—'দত্ত' (এই অবতারের নাম দত্তাত্রেয়) যদু ও হৈহয় প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার চরণপঙ্কজের পরাগ দ্বারা নিজ নিজ দেহ পবিত্র করিয়া ভোগ ও মুক্তিরূপা যোগসমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ৪

বৎস নারদ! আমি পূর্ব্বে বিবিধ লোক সৃষ্টি করিবার জন্য যে 'সন' অর্থাৎ অখণ্ড তপস্যা করি, পরে সেই তপস্যা ভগবানে সমর্পণ করায়, তিনি তাহা হইতে সনৎকুমার, সনক, সনন্দন ও সনাতন এই চারিটি 'সন' রূপে অবতীর্ণ হ'ন এবং পূর্ব্বকল্পের প্রলয়কালে যে আত্মতত্ত্ব বিনষ্ট হয়, তাহাই তিনি বর্ত্তমান কল্পে এমন সুন্দরভাবে ঋষিদিগকে উপদেশ করেন যে, ঋষিগণ সেই উপদেশ শ্রবণমাত্রেই সেই আত্মতত্ত্ব হৃদয়ে সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন করেন। ৫

ধর্ম্মস্য দক্ষদুহিতর্য্যজনিষ্ট মূর্ত্ত্যাং নারায়ণো নর ইতি স্বতপঃপ্রভাবঃ।
দৃষ্ট্বাত্মনো ভগবতো নিয়মাবলোপং দেব্যস্ত্বনঙ্গপৃতনা ঘটিতুং ন শেকুঃ ॥ ৬ ॥
কামং দহন্তি কৃতিনো নমু রোষদৃষ্ট্যা রোষং দহন্তমুত তে ন দহন্ত্যসহ্যম্।
সোঽয়ং যদন্তরমলং প্রবিশন্ বিভেতি কামঃ কথং নু পুনরস্য মনঃ শ্রয়েত ॥ ৭ ॥
বিদ্ধঃ সপত্ন্যুদিতপত্রিভিরন্তি রাজ্ঞো বালোঽপি সন্নুপগতস্তপসে বনানি।
তস্মা অদাদ্ধ্রুবগতিং গৃণতে প্রসন্নো দিব্যাঃ স্তুবন্তি মুনয়ো যদুপর্য্যধস্তাৎ ॥ ৮ ॥
যদ্বেণমুৎপথগতং দ্বিজবাক্যবজ্র- বিপ্লুষ্টপৌরুষভগং নিরয়ে পতন্তম্।
ত্রাত্বার্থিতো জগতি পুত্রপদঞ্চ লেভে দুগ্ধা বসূনি বসুধা সকলানি যেন ॥ ৯ ॥
নাভেরসাবৃষভ আস সুদেবিসূনুর্যো বৈ চচার সমদৃগ্‌জড়যোগচর্য্যাম্।
যৎপারমহংস্যমৃষয়ঃ পদমামনন্তি স্বস্থঃ প্রশান্তকরণঃ পরিমুক্তসঙ্গঃ ॥ ১০ ॥

তৎপরে ভগবান্ দক্ষের দুহিতা ও ধর্ম্মের সহধর্ম্মিণী মূর্ত্তিদেবীর গর্ব্ভে অলোকসামান্য তপঃসম্পন্ন নর ও নারায়ণরূপে অবতীর্ণ হ'ন। তখন কামদেবের সেনাস্বরূপ অপ্সরাগণ তাঁহার তপোভঙ্গ করিতে আগমন করে, কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, তাঁহাদের অনুরূপ স্বর্গীয় বারাঙ্গনা উর্ব্বশী প্রভৃতি তাঁহার দেহ হইতে উৎপন্ন হইতেছে—তখন তাহারা চমৎকৃত হইল এবং তাঁহার তপোভঙ্গ করিতে পারিল না। ৬

রুদ্রাদি কৃতিগণ (যোগিগণ) কন্দর্পকে সক্রোধ দৃষ্টি দ্বারা দগ্ধ করিতে পারেন কিন্তু তাঁহারা ক্রোধকে দগ্ধ করিতে পারেন না, বরং তাঁহারাই ক্রোধে অভিভূত হ'ন, পরন্তু যখন সেই ক্রোধ হরির নির্ম্মল অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে ভীত হয়, তখন কাম আর তাঁহার মন কিরূপে আক্রমণ করিবে ? ৭

অনন্তর রাজা উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব, পিতার সমক্ষে বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া বাল্যকালেই তপস্যা করিবার জন্য বনগমন করেন। হরি তাঁহার প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ধ্রুবলোক প্রদান করেন। উপরিস্থিত ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ এবং অধঃস্থিত সপ্তর্ষি-মণ্ডল সেই পদের স্তব করিয়া থাকেন। ৮

বেণ রাজা উৎপথগামী হওয়াতে ব্রাহ্মণগণের বজ্রতুল্য অভিসম্পাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও পৌরুষ দগ্ধ হইয়া যায়, তাঁহাকে নরকে যাইতে হইত, কিন্তু ভগবান্ ঋষিগণের প্রার্থনায় তাঁহাকে নরক হইতে ত্রাণ করিয়া জগতে 'পুত্র' এই সার্থক নাম লাভ করেন এবং পৃথিবী হইতে নানাবিধ রত্নও দোহন করিয়াছিলেন। ৯

ভগবান্ আগ্নীধ্র-পুত্র নাভির ঔরসে, তাঁহার ভার্য্যা সুদেবীর গর্ব্ভে ঋষভরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই ঋষভদেব যোগচর্য্যা করিয়া স্বস্থ, শান্ত, বিষয়াসক্তিহীন সুতরাং জড়ের ন্যায় হইয়াছিলেন বলিয়া ঋষিগণ তাঁহাকে পারমহংস্যপদ বলিয়া থাকেন। ১০

বিবৃতি—ইহা পাদ্মকল্পের উপাখ্যান। এই মতে ষষ্ঠ মন্বন্তরে পৃথিবী উদ্ধারের সময় হিরণ্যাক্ষবধ হইয়াছিল। বরাহকল্পে দুইবার বরাহ-প্রাদুর্ভাব ও পৃথিবীর উদ্ধার হইয়াছিল। হিরণ্যাক্ষবধের ও পৃথিবী উদ্ধারের বিষয়—তৃতীয় স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রমাণসহ বর্ণনা করা হইয়াছে। সনৎকুমার, সনক, সনন্দন ও সনাতন এই চারিজনকে চতুঃসন নামে অভিহিত করা হয়। ইঁহারা চিরকুমার ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। নরনারায়ণের তপোভঙ্গ করাইবার জন্য ইন্দ্র অপ্সরাগণকে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহাদিগকে দেখিয়া নারায়ণ উরু হইতে উর্ব্বশী ও অন্যান্য স্থল হইতে অন্যান্য অপ্সরার সৃষ্টি করেন। ইন্দ্রের প্রেরিত অপ্সরাগণ তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের নিকট পরাভূত হইয়া পলায়ন করে। পৃথুরাজা নারায়ণের নিকট হইতে নিজ পিতার নরক-ভোগের উপর কুষ্ঠরোগ ও ম্লেচ্ছত্বপ্রাপ্তির কথা অবগত হইয়া পৃথুদক নামক কুরুক্ষেত্রতীর্থে স্নানাদির দ্বারা তাঁহাকে সেই পাপ হইতে উদ্ধার করেন; এই বৃত্তান্ত বামনপুরাণে আছে। ১-১০

সত্রে মমাস ভগবান্ হয়শীরষাথো সাক্ষাৎ স যজ্ঞপুরুষস্তপনীয়বর্ণঃ।
ছন্দোময়ো মখময়োঽখিলদেবতাত্মা বাচো বভূবুরুশতীঃ শ্বসতোঽস্য নস্তঃ॥১১॥
মৎস্যো যুগান্তসময়ে মনুনোপলব্ধঃ ক্ষৌ(ক্ষো)ণীময়ো নিখিলজীবনিকায়কেতঃ।
বিস্রংসিতানুরুভয়ে সলিলে মুখান্মে আদায় তত্র বিজহার হ বেদমার্গান্ ॥ ১২ ॥
ক্ষীরোদধাবমর-দানবযূথপানামুন্মথ্নতামমৃতলব্ধয় আদিদেবঃ।
পৃষ্ঠেন কচ্ছপবপুর্বিদধার গোত্রং নিদ্রাক্ষণোঽদ্রিপরিবর্তকষাণকণ্ডূঃ ॥ ১৩ ॥
ত্রৈপি(বি)ষ্টপোরুভয়হা স নৃসিংহরূপং কৃত্বা ভ্রমদ্ভ্রুকুটিদংষ্ট্রকরালবক্ত্রম্।
দৈত্যেন্দ্রমাশু গদয়াঽভিপতন্তমারাদূরৌ নিপাত্য বিদদার নখৈঃ স্ফুরন্তম্॥ ১৪ ॥
অন্তঃপয়স্যুরুবলেন পদে গৃহীতো গ্রাহেণ যূথপতিরম্বুজহস্ত আর্তঃ *।
আহেদমাদিপুরুষাখিললোকনাথ তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গলনামধেয় ॥ ১৫ ॥

অতঃপর হয়গ্রীবাবতারে সেই ভগবানই ঘোটক-শির ধারণ করিয়া আমার যজ্ঞে উপস্থিত হন। সেই সময়ে ইঁহার স্বর্ণবর্ণের ন্যায় বর্ণ দৃশ্য হইয়াছিল। আর ইনিই বেদময়, যজ্ঞময় ও সমস্ত দেবতাস্বরূপে প্রকাশ পান। ইঁহার নাসারন্ধ্র শ্বাসত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে, উহা হইতে কমনীয় বেদবাক্য সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১১

ভাবী বৈবস্বত মনু যুগান্তসময়ে তাঁহাকে পৃথিবীময় ও নিখিল জীবনিবাসের আশ্রয়ভূত মৎস্যরূপে দর্শন করেন। তখন প্রলয় সমাগত দেখিয়া মহাভয়ে আমার মুখ হইতে যে বেদবাণী নিঃসৃত হয়, মৎস্য সেই মুখনিঃসৃত বেদবাণী গ্রহণ করিয়া প্রলয়পয়োধিজলে আনন্দভরে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ১২

সেই আদিদেব কূর্ম্মাবতারে ক্ষীরসাগরে কচ্ছপ-শরীর পরিগ্রহ করিয়া অমৃতের জন্য ক্ষীরসমুদ্র-মন্থনকারী দেবযূথপতি দানবদলাধিপতিগণের মন্থনদণ্ড মন্দর পর্ব্বত নিজের পৃষ্ঠে ধারণ করেন। সেই সময় ঐ পর্ব্বতের পরিভ্রমণে তাঁহার পৃষ্ঠ-কণ্ডুর ঘর্ষণ হওয়াতে সেই সুখে তাঁহার নিদ্রাবেশ হইয়াছিল। ১৩

নৃসিংহাবতারে তিনি দেবতাদিগের ভয়ভঞ্জন নিমিত্ত নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া গদাহস্তে ইতস্ততঃ ধাবমান দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে উরুদেশে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিমিষের মধ্যেই নখ দ্বারা বিদারণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার মুখ, বিচিত্র ভ্রূকুটীর ভ্রমণের দ্বারা ও দংষ্ট্রাদ্বারা বিকৃত হওয়াতে অতি ভয়ঙ্কর রূপধারণ করিয়াছিল॥ ১৪।

হে বৎস! জলের মধ্যে এক মহাবল কুম্ভীর আসিয়া মহাগজের চরণ ধরিলে, গজরাজ সাতিশয় কাতর হইয়া নিজপ্রাণ রক্ষার নিমিত্ত পদ্মপুষ্প করে গ্রহণ পুরঃসর "হে আদিপুরুষ! হে অখিল লোকনাথ। হে পবিত্রনামন্? হে মঙ্গলজনক নামধারিন্! বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল॥ ১৫।

বিশ্বপ্রতি— 'ছন্দময়, মখময়, ও অখিল দেবতাত্ম'— এই বিশেষণ ত্রয়েরদ্বারা শ্রুতির কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড ও দেবতাকাণ্ড এই ত্রৈবিধ সূচিত হইয়াছে। এই অবতারে শঙ্খাসুর বধ হইয়াছিল। ১১।১২

* "অন্তঃসরস্যুরুবলেন" ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রুত্বা হরিস্তমরণার্থিনমপ্রমেয়শ্চক্রায়ুধঃ পতগরাজভুজাধিরূঢ়ঃ।
চক্রেণ নক্রবদনং বিনিপাট্য তস্মাদ্ধস্তে প্রগৃহ্য ভগবান্ কৃপয়োজ্জহার ॥ ১৬ ॥
জ্যায়ান্ গুণৈরবরজোঽপ্যদিতেঃ সুতানাং লোকান্ বিচক্রম ইমান্ যদথাধিযজ্ঞঃ।
ক্ষ্মাং বামনেন জগৃহে ত্রিপদচ্ছলেন যাচ্ঞামৃতে পথি চরন্ প্রভুভির্ন চাল্যঃ ॥ ১৭ ॥
নার্থো বলেরয়মুরুক্রমপাদশৌচমাপঃ শিখাধৃতবতো বিবুধাধিপত্যম্।
যো বৈ প্রতিশ্রুতমৃতে ন চিকীর্ষদন্যদাত্মানমঙ্গ মনসা হরয়েঽভিমেনে * ॥ ১৮ ॥
তুভ্যঞ্চ নারদ ভৃশং ভগবান্ বিবৃদ্ধভাবেন সাধু পরিতুষ্ট উবাচ যোগম্।
জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমাত্মসতত্ত্বদীপং যদ্বাসুদেবশরণা বিদুরঞ্জসৈব ॥ ১৯ ॥
চক্রঞ্চ দিক্ষ্ববিহতং দশসু স্বতেজো মন্বন্তরেষু মনুবংশধরো বিভর্ত্তি।
দুষ্টেষু রাজসু দমং ব্যদধাৎ স্বকীর্ত্তিং সত্যে ত্রিপৃষ্ঠ উশতীং প্রথয়ংশ্চরিত্রৈঃ ॥ ২০ ॥

সেই অপ্রমেয় ভগবান্ হরি তাঁহাকে শরণার্থী মনে করিয়া কৃপাপূর্ব্বক চক্রধারণ করত বিহগরাজ গরুড়পৃষ্ঠে উপনীত হন, এবং হস্তস্থিত চক্র দ্বারা সেই কুম্ভীরের বদন বিদীর্ণ করিয়া শুণ্ডধারণ পূর্ব্বক কুম্ভীরের কবল হইতে ঐ করীর উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। ১৬

বামনাবতারে অদিতির পুত্র দ্বাদশ আদিত্য-মধ্যে সেই যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু বয়সে সকলের কনিষ্ঠ হইয়াও গুণ দ্বারা জ্যেষ্ঠ হইয়াছিলেন। যেহেতু তিনি পদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করেন। আর তিনি বামনরূপে বলিরাজের যজ্ঞে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক ত্রিপাদ ভূমিগ্রহণের ছলে পৃথিবী গ্রহণ করেন। যদিও তিনি স্বয়ং ঈশ্বর; কিন্তু ধর্ম্মপথচারী ব্যক্তিদিগকে বিনা যাচ্ঞায় ধর্ম্মরূপ ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট করা প্রভুগণের পক্ষে উচিত নহে মনে করিয়া দৈত্যেন্দ্রের নিকট ঐরূপ যাচ্ঞা করেন। ১৭

নারদ! যে বলি ভগবানের পাদপ্রক্ষালন-জল নিজ মস্তকাগ্রে ধারণ করিয়াছিলেন এবং (শুক্রাচার্য্য নিবারণ করিলেও) যিনি নিজ প্রতিজ্ঞা অন্যথা না করিয়া বামনমূর্ত্তিধারী ভগবানের তৃতীয়চরণ পূরণ করিবার জন্য স্বীয় দেহ তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট বিবুধগণের উপর যে আধিপত্য, তাহা পুরুষার্থ নহে, এবং কোনমতে তাঁহার উপযুক্ত নহে। ১৮

হে নারদ! নারায়ণের উপর তোমার প্রগাঢ় ভক্তি বৃদ্ধি পাইলে—সেই ভগবান্ হংসাবতারে তোমাকে ভক্তিযোগ এবং যাঁহারা বাসুদেবের শরণাপন্ন, তাঁহারা অনায়াসে যে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন—সেই ভাগবত জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন। ১৯

ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে সেই ভগবান্ মন্বন্তরাবতাররূপে মহঃ, জন ও তপ—এই ত্রিলোকে ও তাহার ঊর্দ্ধস্থিত সত্যলোকেও আপনার কমনীয় কীর্ত্তি বিস্তার করিতে করিতে দশদিকে অবিহত স্বীয় তেজোরূপ সুদর্শনচক্র দ্বারা দুষ্ট নৃপতিগণের দণ্ডবিধান করেন। ২০

---

* "শিরসাভিমেনে" ইতি পাঠান্তরং।

ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ স্বয়মেব কীর্ত্তির্নাম্না নৃণাং পুরুরুজাং রুজ আশু হন্তি।
যজ্ঞে চ ভাগমমৃতায়ুরবাবরুন্ধে আয়ুষ্যবেদমনুশাস্ত্যবতীর্য্য লোকে * ॥ ২১ ॥
ক্ষত্রং ক্ষয়ায় বিধিনোপভৃতং মহাত্মা ব্রহ্মধ্রুগুজ্ঝিতপথং নরকার্ত্তিলিপ্সু।
উদ্ধন্ত্যসাববনিকণ্টকমুগ্রবীর্য্যস্ত্রিঃসপ্তকৃত্ব উরুধার-পরশ্বধেন ॥ ॥ ২২ ॥
অস্মৎপ্রসাদসুমুখঃ কলয়া কলেশ ইক্ষ্বাকুবংশ অবতীর্য্য গুরোর্নিদেশে।
তিষ্ঠন্ বনং সদয়িতানুজ আবিবেশ যস্মিন্ বিরুধ্য দশকন্ধর আর্ত্তিমার্চ্ছৎ॥ ২৩ ॥
যস্মা অদাদুদধিরূঢ়ভয়াঙ্গবেপো মার্গং সপদ্যরিপুরং হরবদ্দিধক্ষোঃ।
দূরে সুহৃন্মথিতরোষসুশোণদৃষ্ট্যা তাতপ্যমানমকরোরগনক্রচক্রঃ ॥ ২৪ ॥
বক্ষঃস্থলস্পর্শরুগ্নমহেন্দ্রবাহ দন্তৈর্বিড়ম্বিতককুব্জুষ ঊঢ়হাসম্।
সদ্যোঽসুভিঃ সহ বিনেষ্যতি দারহর্ত্তুর্বিস্ফূর্জ্জিতৈর্ধনুষ উচ্চরতোঽধিসৈন্যে॥ ২৫ ॥
ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দ্দিতায়াঃ ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥ ২৬ ॥

তিনি কীর্ত্তিস্বরূপ অমৃতায়ুঃ ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনার নাম দ্বারাই মহারোগীদিগের রোগসকলআশু বিনষ্ট করেন। সেই জীবনদাতা এই অবতারেই দৈত্যদলকর্ত্তৃক পূর্ব্বাবরুদ্ধ যজ্ঞের ভাগ পুনঃ লাভ করিয়া আয়ুর্বিষয়ক বেদ প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ২১

ক্ষত্রিয়েরা বেদমার্গ ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ-বিদ্রোহী হইয়া নরকযাতনালাভে ইচ্ছুক হইতেছে; বিধাতা যেন জগৎকে ধ্বংস করিবার জন্যই এরূপ সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। সেই জন্য তিনি পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া উগ্রবীর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা তাহাদিগকে একবিংশতিবার বিনষ্ট করত পৃথিবীর কণ্টক উদ্ধার করিয়াছিলেন। ২২

হে নারদ! সেই মায়েশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইক্ষ্বাকুবংশে ভরতাদিরূপ অংশ সমভিব্যহারে জন্ম লইয়া পিতার আজ্ঞাক্রমে আপনার বনিতা সীতা দেবী ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বনে প্রবেশ করেন। তথায় রাবণ তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ২৩

দুর্ব্বৃত্ত রাবণ তাঁহার প্রিয়তমা বনিতা সীতাকে অপহরণ করাতে তিনি সাতিশয় রোষান্বিত হইয়াছিলেন, ক্রোধে তাঁহার দৃষ্টি অরুণবর্ণা হইয়াছিল, তাহাতে সাগর-মধ্যবর্ত্তী মকর, ভুজঙ্গ ও নক্রসমূহ দগ্ধ হইতে থাকে; পূর্ব্বে ত্রিপুরারি যেমন ত্রিপুর দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রামচন্দ্রও সেইরূপ অরিপুর লঙ্কা দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, সমুদ্র ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিলেন। ২৪

রাবণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহার বক্ষঃস্থল-স্পর্শে ইন্দ্রবাহন ঐরাবতের দন্ত ভগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় দিক্ সকল শুভ্রবর্ণ হওয়াতে সেই দশদিকের ভোগকর্ত্তা রাবণ নিজেকে দিগ্বিজয়ী মনে করিয়া সগর্ব্বে হাস্য করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র সেই দারাপহারী রাবণের সগর্ব্ব হাস্য শরাসনের টঙ্কারদ্বারাই প্রাণের সহিত বিনষ্ট করিলেন।২৫

অনন্তর যাঁহার পদবী জনগণের দুর্ব্বিলক্ষ্য, সেই ভগবান্ নারায়ণ অসুর সেনার ভারে এই অবনী নিপীড়িতা হইলে, ক্লেশহরণ নিমিত্ত শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ কেশকলাপে সুশোভিত হইয়া রামের সহিত শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক নিজ মহিমাব্যঞ্জক ভূরি ভূরি অলৌকিক কর্ম্ম করেন। ২৬

* "আয়ুশ্চ বেদম্" ইতি পাঠান্তরম্।

তোকেন জীবহরণং যদুলূকিকায়াস্ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্তঃ।
যদ্রিঙ্গতান্তরগতেন দিবিস্পৃশোর্বা উন্মূলনং ত্বিতরথার্জ্জুনয়োর্ন ভাব্যম্ ॥ ২৭ ॥
যদ্বৈ ব্রজে ব্রজপশূন্ বিষতোয়পীতান্ * পালাংস্ত্বজীবয়দনুগ্রহদৃষ্টিবৃষ্ট্যা।
তচ্ছুদ্ধয়েঽতিবিষবীর্য্যবিলোলজিহ্বমুচ্চাটয়িষ্যদুরগং বিহরন্ হ্রদিন্যাম্ ॥ ২৮ ॥
তৎ কর্ম্ম দিব্যমিব যন্নিশি নিঃশয়ানং দাবাগ্নিনা শুচিবনে পরিদহ্যমানে।
উন্নেষ্যতি ব্রজমতোঽবসিতান্তকালং নেত্রে পিধাপ্য † সবলোঽনধিগম্যবীর্য্যঃ॥২৯॥
গৃহ্ণীত যদযদুপবন্ধমমুষ্য মাতা শুল্বং সুতস্য ন তু তত্তদমুষ্য মাতি।
যজ্জৃম্ভতোঽস্য বদনে ভুবনানি গোপী সংবীক্ষ্য শঙ্কিতমনাঃ প্রতিবোধিতাসীৎ ॥৩০॥
নন্দঞ্চ মোক্ষ্যতি ভয়াদ্বরুণস্য পাশাদ্গোপান্ বিলেষু পিহিতান্ ময়সূনুনা চ।
অহ্ন্যাপৃতং নিশি শয়ানমতিশ্রমেণ লোকং ‡ বিকুণ্ঠমুপনেষ্যতি গোকুলং স্ম ॥৩১॥

ভগবান্ কৃষ্ণ যে স্বয়ং পরমেশ্বর,তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। দেখ, শিশু হইয়া উলুকীর ন্যায় নিশাচরী পূতনার প্রাণহরণ, তিন মাস বয়ঃক্রমকালে পদাঘাতে শকট-নিপাত এবং জানু দ্বারা চলিতে চলিতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া গগনস্পর্শী যুগল অর্জ্জুন-বৃক্ষের উন্মূলন ইত্যাদি কার্য্য কি অন্য হইতে সম্ভব হইতে পারে ? । ২৭

ব্রজপুরে ব্রজপশু ও গোপালগণ যমুনার বিষময় জল পান করিয়া বিচেতন হইলে, মাত্র কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে পুনর্ব্বার জীবিত করেন এবং ঐ নদীর জল বিশুদ্ধ করিবার জন্য সেই তটিনীমধ্যে বিহার করিতে করিতে সুতীব্র বিষপ্রভাবযুক্ত লোলজিহ্ব কালীয় সর্পের দমন করেন। ইহাও কি অন্য হইতে সম্ভব হইতে পারে ? ২৮

কালীয়দমন-রাত্রিতে যমুনাতীরে ব্রজবালকেরা স্ব স্ব নেত্র মুদ্রিত করিয়া নিদ্রিত হইলে, সেই সময়ে দাবানল দ্বারা গ্রীষ্মশুষ্ক বন দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইল, তাহাতে ব্রজবালকদিগের প্রাণের একেবারে বিনাশ নিশ্চিত হইলেও, অচিন্ত্যবীর্য্য শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত মিলিত হইয়া সেই ব্রজবালকদিগকে পরিত্রাণ করেন, এই অলৌকিক কার্য্যও অন্যকর্ত্তৃক সম্ভব হইতে পারে না। ২৯

শ্রীকৃষ্ণ-জননী যশোদা তাঁহাকে বন্ধন করিবার জন্য ভূরি ভূরি রজ্জু গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সমুদায়ে তাঁহার বন্ধন পর্য্যাপ্ত হয় নাই। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জৃম্ভাত্যাগ করিলে, ইঁহার বদনবিবরে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করিয়া শঙ্কিত হইলেন ও পরে তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিলেন। ৩০

এই শ্রীকৃষ্ণ বরুণের পাশভয় হইতে নন্দকে মুক্ত করেন এবং ময় নামক দৈত্যের পুত্র কর্ত্তৃক বিলমধ্যে গোপনে স্থাপিত গোপসকলকে মুক্ত করিলেন। যে সকল গোকুলবাসী নিজ নিজ বৈষয়িক কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত হইতেন, তিনি তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠে স্থান দান করিতেন। এই অলৌকিক কার্য্যও কি ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের সম্ভব ? ৩১

---

* "পীতান্" ইতি পাঠান্তরম্।
† "পিধায্য" ইতি পাঠান্তরম্।
‡ "লোকে" ইতি পাঠান্তরম্।

গোপৈর্মখে প্রতিহতে ব্রজবিপ্লবায় দেবেঽভিবর্ষতি পশূন্ কৃপয়া রিরক্ষুঃ।
ধর্ত্তোচ্ছিলীন্ধ্রমিব সপ্ত দিনানি সপ্ত বর্ষো মহীধ্রমনঘৈককরে সলীলম্ ॥ ৩২ ॥

ক্রীড়ন্ বনে নিশি নিশাকররশ্মিগৌর্য্যাং রাসোন্মুখঃ কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন।
উদ্দীপিতস্মররুজাং ব্রজভৃদ্বধূনাং হর্ত্তুর্হরিষ্যতি শিরো ধনদানুগস্য ॥ ৩৩ ॥

যে চ প্রলম্ব-খর-দর্দ্দুর-কেশ্যরিষ্ট-মল্লেভ-কংস-যবনাঃ কপি-পৌণ্ড্রকাদ্যাঃ।
অন্যে চ সাল্ব কপি-বল্বল-দন্তবক্র-সপ্তোক্ষ-শংম্বর বিদূরথ-রুক্মিমুখ্যাঃ ॥ ৩৪ ॥

যে বা মৃধে সমিতিশালিন আত্তচাপাঃ কাম্বোজ-মৎস্য-কুরু-সৃঞ্জয়-কৈকয়াদ্যাঃ।
যাস্যন্ত্যাদর্শনমলং বল-পার্থ-ভীম-ব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

কালেন মীলিতধিয়ামবমৃশ্য নৃণাং স্তোকায়ুষাং স্বনিগমো বত দূরপারঃ।
আবির্হিতস্ত্বনুযুগং স হি সত্যবত্যাং বেদদ্রুমং বিটপশো বিভজিষ্যতি স্ম ॥ ৩৬ ॥

দেবদ্বিষাং নিগমবর্ত্মনি নিষ্ঠিতানাং পূর্ভির্ময়েন বিহিতাভিরদৃশ্যতূর্ভিঃ।
লোকান্ ঘ্নতাং মতিবিমোহমতিপ্রলোভং বেশং বিধায় বহু ভাষ্যত ঔপধর্ম্ম্যম্ ॥ ৩৭ ॥

তাঁহার সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রমকালে গোপগণ যজ্ঞের বিঘ্ন করিলে, সুরপতি ইন্দ্র সপ্তদিনব্যাপী বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ করুণাবশে পশুকুল রক্ষা করিবার অভিলাষে সপ্তদিন গোবর্দ্ধন গিরি অনায়াসে ধারণ করিয়াছিলেন। ৩২

সেই শ্যামসুন্দর রাসক্রীড়ার্থ ইচ্ছুক হইয়া, ধবলিতা যামিনীতে কাননমধ্যে ভ্রমন করিতে করিতে ললিত পদাবলি-সমন্বিত অতি সুললিত সঙ্গীত দ্বারা গোপী-দিগের মদনব্যথা উদ্দীপিতা করিতেছিলেন। তখন তাহারা তাঁহার সহিত বিলাস করিতে উৎসুক হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, কুবেরানুচর শঙ্খচূড় তাহাদিগকে হরণ করেন, কৃষ্ণ সেই কারণে তাহার মস্তকচ্ছেদন করেন। ৩৩

বলরাম প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর মাত্র, সুতরাং প্রলম্ব, খর, বক, কেশী, অরিষ্ট, মল্ল, কুবলয়াপীড়, যবন, কপি, পৌণ্ড্রক, শাল্ব, নরক, বল্বল, দন্তবক্র, সপ্তোক্ষ, শম্বর, বিদূরথ এবং রুক্মি প্রভৃতি যে সকল বীর আর কাম্বোজ, মৎস্য, কুরু, সৃঞ্জয় ও কেকয় ইত্যাদি যে যে বীর যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক অতিশয় দর্প করিয়াছিল, তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হইয়া পরমরমণীয় স্থান বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছে। এ কার্য্যও তাঁহার অলৌকিক। ৩৪-৩৫

কালের কুটিলচক্রে যুগে যুগে মনুষ্যদিগের বুদ্ধি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত এবং পরমায়ু হ্রাস হইয়া আসিতেছে দেখিয়া ভাবিলেন, অহো! আমার কৃত বেদরাশি ইহাদের পক্ষে দুর্গম হইবে, সুতরাং ভগবান্ স্বয়ং ব্যাসরূপে সত্যবতীর গর্ভে অবতীর্ণ হইয়া বেদের শাখা বিভক্ত করিয়া দেন। ৩৬

দেবদ্বেষী হইয়াও অসুরগণ উত্তমরূপে বেদমার্গ অবলম্বন-পুরঃসর তাহার প্রভাবে ময়দানব দ্বারা বহু অলক্ষ্যবেগ পুর নির্ম্মাণ করাইয়া মনুষ্যদিগের বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে ভগবান্ তাহাদের বুদ্ধির ভ্রমসাধন ও লোভ জন্মাইবার জন্য বুদ্ধাবতার হইয়া পাষণ্ডবেশে তাহাদিগকে বহুবিধ উপধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন। ৩৭

যর্হ্যালয়েষ্বপি সতাং ন কথা হরেঃ স্যুঃ পাষণ্ডিনো দ্বিজজনা বৃষলা নৃদেবাঃ।
স্বাহা-স্বধা-বষড়িতি স্ম গিরো ন যত্র শাস্তা ভবিষ্যতি কলের্ভগবান্ যুগান্তে ॥ ৩৮॥
সর্গে তপোঽহমৃষয়ো নব যে প্রজেশাঃ স্থানেঽথ * ধর্ম্ম-মখ-মন্বমরাবনীশাঃ।
অন্তে ত্বধর্ম্ম-হর-মন্যুবশাঽসুরাদ্যাঃ মায়াবিভূতয় ইমাঃ পুরুশক্তিভাজঃ ॥ ৩৯ ॥
বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসাঽস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং যস্মাত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পযানম্ ॥ ৪০ ॥
নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে † ।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥ ৪১ ॥
যেষাং স এব(ষ) ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে ॥ ৪২ ॥

কলিযুগের শেষভাগে সাধুভবনে হরিকথা থাকিবে না এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ নাস্তিক হইয়া পড়িবে আর শূদ্রেরা রাজা হইতে আরম্ভ করিবে আর স্বাহা স্বধা ও বষট্কার শব্দ শুনা যাইবে না, তখন তিনি কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলির শাসন করিবেন। ৩৮

হে বৎস নারদ! সৃষ্টি করিবার সময় আমার সুষ্ঠিত তপস্যা, আমি এবং অন্য নয় জন প্রজাপতি, এবং স্থিতিকালে ধর্ম্ম, বিষ্ণু, মনু, দেবেশ ও পৃথিবীর রাজমণ্ডলী আর সংহার-কালে অধর্ম্ম, হর এবং মন্যুপরবশ সর্প প্রভৃতি দেবতাগণ সকলেই মহাশক্তিশালী ভগবানের মায়া-বিভূতি। ৩৯

নারদ! তাঁহার বিভূতি এই সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম, বিশদরূপে বলিতে কেহই সমর্থ হইবে না। যে ব্যক্তি জগতের পরমাণুপুঞ্জও গণনা করিয়াছেন, তিনিও তাহা গণনা করিতে পারেন না, কোন এক সময়ে বিষ্ণুর প্রতিঘাত-শূন্য পদাঘাতে মহঃ, জন, তপ এই ত্রিলোকের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত অর্থাৎ সত্যলোক পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি স্বয়ং তৎসমুদায়ই ধারণ করিয়া-ছিলেন। ৪০

হে বৎস! তোমার অগ্রজ এই মুনিগণ ও আমি স্বয়ং সেই পরমপুরুষ ভগবানের অন্ত জানিতে সমর্থ হই নাই, যাঁহারা পশ্চাজ্জাত, তাঁহারা কিরূপে জানিবেন? অনন্তদেব দশসহস্রমুখে তাঁহার অশেষ-গুণ বর্ণনা করিয়া আজ পর্য্যন্তও তাঁহার অন্ত পান নাই। ৪১

সেই অনন্ত ভগবান্ যাঁহাদিগকে দয়া করেন, আর তাঁহারা যদি সরলপ্রাণে সেই ভগবানের শরণাগত হন, তাহা হইলে তাঁহারাই দুস্তর মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন, এবং তাঁহাদের কুকুর-শৃগাল-সমূহের ভক্ষ্য দেহে আমি, আমার এই আত্মবোধ থাকে না। ৪২

---

* "স্থানে চ" ইতি পাঠান্তরম্।

† "কুতোঽপরে যে" ইতি পাঠান্তরম্।

বেদাহমঙ্গ পরমস্য হি যোগমায়াং যূয়ং ভবশ্চ ভগবানথ দৈত্যবর্য্যঃ।
পত্নী মনোঃ স চ মনুশ্চ তদাত্মজাশ্চ প্রাচীনবর্হি ঋভুরঙ্গ উত ধ্রুবশ্চ ॥ ৪৩ ॥
ইক্ষ্বাকুরৈল-মুচুকুন্দ-বিদেহ-গাধি-রঘ্বম্বরীষ-সগরা গয়-নাহুষাদ্যাঃ।
মান্ধাত্রলর্ক-শতধন্বনুরন্তিদেবা দেবব্রতো বলিরমূর্ত্তরয়ো দিলীপঃ ॥ ৪৪ ॥
সৌভর্য্যুতঙ্ক-শিবি-দেবল-পিপ্পলাদ-সারস্বতোদ্ধব-পরাশর-ভূরিষেণাঃ।
যেঽন্যে বিভীষণ-হনুমদুপেন্দ্রদত্ত-পার্থার্ষ্টিষেণ-বিদুর-শ্রুতদেববর্য্যাঃ ॥ ৪৫ ॥
তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং স্ত্রী-শূদ্র-হূন-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাস্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা * যে ॥ ৪৬ ॥
শশ্বৎপ্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্ ॥ ৪৭ ॥
সধ্র্যঙ্ নিয়ম্য যতয়ো যমকর্ত্তহেতিং জহ্যুঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ।
স শ্রেয়সামপি বিভুর্ভগবান্ যতোঽস্য ভাবস্বভাববিহিতস্য সতঃ প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৪৮ ॥

বৎস নারদ! আমি তাঁহার যোগমায়া জানি, তোমরাও জান, ভগবান্ শঙ্কর, দৈত্যবর প্রহ্লাদ, মনুপত্নী, স্বয়ং মনু, মনুর পুত্রদ্বয় ও কন্যাগণ, প্রাচীনবর্হি, ঋভু, অঙ্গ, ধ্রুব, ইক্ষ্বাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, বিদেহ, গাধি, অম্বরীষ, রঘু, সগর, গয়, যযাতি, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনু, অনু, রন্তিদেব, দেবব্রত, বলি, অমূর্ত্তরয়, দিলীপ, সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্পলাদি, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিসেন এবং বিভীষণ, হনূমান, শুক, অর্জ্জুন, আর্ষ্টিসেন, বিদুর ও শ্রুতদেব প্রভৃতি অন্যান্য মহাপুরুষগণও তাঁহার যোগমায়া সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। ৪৩-৪৫

হে নারদ! অধিক কি, যদি ভগবদ্ভক্তগণের সাধুচরিত্র শিক্ষা করে, তাহা হইলে স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর ও অন্যান্য পাপজাতিরা এবং অসভ্য জাতিরাও তাঁহার মায়া অবগত হইতে পারে এবং তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়; ইহাতে যে সকল ব্যক্তি অনন্যমনে তাঁহার রূপ ভাবিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ত কথাই নাই। ৪৬

মুনিগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনিই ভগবানের স্বরূপ, ইনি সতত প্রশান্ত, নিত্য সুখময়, শোকশূন্য, অভয়, জ্ঞানস্বরূপ, নির্ম্মল, ইঁহাতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধমাত্র নাই, তাঁহাকে কোন শব্দ দ্বারা জানিতে পারা যায় না, তাঁহার উৎপত্তি প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ ক্রিয়া-ফলও কিছু নাই, কিন্তু মায়াও তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লজ্জিতা হইয়াই যেন দূরে চলিয়া যায়। ৪৭

ইন্দ্র স্বয়ংই পর্জ্জন্যরূপে বিরাজমান হইলে—যেমন কূপখননসাধনযন্ত্র গ্রহণ করেন না অথবা দরিদ্র যেমন সমৃদ্ধিশালী হইলে, কর্ম্মকার-দশায় অবলম্বিত কূপখননযন্ত্র ত্যাগ করে, সেইরূপ যতিগণ সহচর অন্তঃকরণকে সেই ভগবানের প্রতি নিয়মিত করিয়া ভেদ ও জ্ঞানবিনিবর্ত্তক সাধনসমূহ পরিহার করিয়া থাকেন। ৪৮

* "শ্রুতধারণা" ইতি পাঠান্তরম্।

দেহে স্বধাতুবিগমেঽনুবিশীর্য্যমাণে ব্যোমেব তত্র পুরুষো ন বিশীর্য্যতেঽজঃ ॥ ৪৯ ॥
সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ। সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যৎ ॥৫০॥
ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্। সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্বিপুলীকুরু ॥৫১॥
যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি। সর্ব্বাত্মন্যখিলাধারে ইতি সংকল্প্য বর্ণয় ॥ ৫২ ॥
মায়াং বর্ণয়তোঽমুষ্য ঈশ্বরস্যানুমোদতঃ। শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং মায়য়াত্মা ন মুহ্যতি ॥৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে
ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ভগবান্ সমস্ত কর্ম্মের ফলদাতা, কারণ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ শম-দমাদিসম্পন্ন হইয়া যে সমুদয় শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রসিদ্ধি আছে, সেই ভগবানের অনুগ্রহতেই তৎসমুদায় সিদ্ধ হয়। উপাদান-বিনাশে শরীর বিনষ্ট হইলে যেরূপ সেই শরীর-মধ্যবর্ত্তী আকাশ তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ জীবাত্মাও দেহের সহিত উৎপন্ন নহে বলিয়া বিনষ্ট হয় না। ৪৯

বিশ্বভাবন সেই ভগবানের স্বরূপ সংক্ষেপে আমি তোমার নিকট বলিলাম। কার্য্য ও কারণ-স্বরূপ সমস্ত বস্তুই সেই কারণরূপী হরি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ৫০

আমাকে ভগবান্ যে সমস্ত বলিয়াছেন, ইহারই নাম ভাগবত, ইহা তাঁহার বিভূতি সকলের সংগ্রহ-স্বরূপ, তুমি ইহা বিশদরূপে বর্ণনা কর। ৫১

যেভাবে বর্ণনা করিলে অখিলাধার সর্ব্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি মানবগণের ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে, তুমি চিন্তা করিয়া হরিলীলার প্রাধান্য রাখিয়া সেইরূপে এই ভাগবত বর্ণন কর। স্মরণ রাখিও, যেন ভক্তিরসের ব্যাঘাত করিয়া শুধু তত্ত্ববর্ণনা না হয়। ৫২

যিনি শ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরের মায়া-মহিমা বর্ণন করেন, এবং সানন্দে শ্রদ্ধার সহিত নিত্য শ্রবণ করেন বা উহার অনুমোদন করেন, তাঁহার আত্মা কখনও মায়া দ্বারা মুগ্ধ হয় না। ৫৩

বিবৃতি—আমার লীলা মায়া-সম্বন্ধিনী হইলেও আমার সংস্পর্শে তাহা নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হয়। ৫৩

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

রাজোবাচ।

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্রহ্মন্ গুণাখ্যানেঽগুণস্য চ।
যস্মৈ যস্মৈ যথা প্রাহ নারদো দেবদর্শনঃ॥
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি তত্ত্বং তত্ত্ববিদাংবর॥ ১॥

হরেরদ্ভুতবীর্য্যস্য কথা লোকসুমঙ্গলাঃ।
কথয়স্ব মহাভাগ যথাহমখিলাত্মনি।
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্॥ ২॥

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥ ৩॥
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্। ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥ ৪॥
ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি। মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥ ৫॥
যদধাতুমতো ব্রহ্মন্ দেহারম্ভোঽস্য ধাতুভিঃ। যদৃচ্ছয়া হেতুনা বা ভবন্তো জানতে যথা॥ ৬॥

ভাগবত বিষয়ে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেবর্ষি নারদ গুণাতীত ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনে নিয়োজিত হইয়া যে যে ব্যক্তির নিকট যে যে প্রকারে অদ্ভুতবীর্য্য হরির তত্ত্ব কহিয়াছিলেন, হে তত্ত্বজ্ঞশ্রেষ্ঠ! আমি তাহা অবগত হইতে অভিলাষ করি। ১

হে মহাভাগ! আপনি অদ্ভুতবীর্য্য শ্রীহরির জগন্মঙ্গল কথা এমন ভাবে বর্ণনা করুন যে, যাহা শুনিতে শুনিতে মনকে আসক্তিশূন্য অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারি। ২

যিনি প্রতিদিন ভগবচ্চরিত্রে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন ও কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ অনতিবিলম্বেই তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া স্বয়ং প্রবেশ করেন। ৩

যেমন শরদাগমনে নদ নদী প্রভৃতির জলের মালিন্য অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণরন্ধ্রযোগে স্বীয় জনগণের ভাবপূর্ণ হৃদয়-সরোজে প্রবিষ্ট হইয়া সকলের সকল পাপরূপ মালিন্য নিঃশেষে হরণ করেন। ৪

স্বগৃহে প্রত্যাগমনানন্তর পথিকের পথের ক্লেশ দূরীভূত হইলে যেরূপ সে আর গৃহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না, সেইরূপ আত্মা ধৌত হইলে মানব নিষ্পাপ হইয়া রাগ-দ্বেষাদি ক্লেশ পরিত্যাগ করত শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল ত্যাগ করিতে পারেন না। ৫

হে ব্রহ্মন্! এই ধাতু বা পঞ্চভূতের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু ভূত দ্বারা তাহার এই শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে, উহা কি তাঁহার নিজের ইচ্ছা, বা অন্য কোন কারণে হইয়া থাকে? এ বিষয় আপনারা যথাবৎ অবগত আছেন, অতএব আমাকে বলুন। ৬

বিবৃতি—অগুণ শব্দের অর্থ শ্রীধর স্বামী "গুণাতীত", শ্রীজীব "প্রাকৃত-বিলক্ষণ" এবং শ্রীল বিশ্বনাথ "মায়িক গুণ-রহিত" এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১

বিবৃতি—শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণপাদমূল স্বতঃই পরমসুখদায়করূপে প্রতিভাত হয়। ৫

আসীদযদুদরাৎ পদ্মং লোকসংস্থানলক্ষণম্।
যাবানয়ং বৈ পুরুষ ইয়ত্তাবয়বৈঃ পৃথক্।
তাবানসাবিতি প্রোক্তঃ সংস্থাবয়ববানিব ॥ ৭ ॥

অজঃ সৃজতি ভূতানি ভূতাত্মা যদনুগ্রহাৎ। দদৃশে যেন তদ্রূপং নাভিপদ্মসমুদ্ভবঃ ॥ ৮ ॥
স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ। মুক্ত্বাত্মমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্ব্বগুহাশয়ঃ ॥৯॥
পুরুষাবয়বৈর্ল্লোকাঃ সপালাঃ পূর্ব্বকল্পিতাঃ। লোকৈরমুষ্যাবয়বাঃ সপালৈরিতি শুশ্রুম ॥১০॥
যাবান্ কল্পো বিকল্পো বা যথা কালোঽনুমীয়তে। ভূত ভব্য-ভবচ্ছব্দ আয়ুর্মানঞ্চ যৎ সতঃ ॥১১॥
কালস্যানুগতির্যা তু লক্ষ্যতেঽণ্বী বৃহত্যপি। যাবত্যঃ কর্ম্মগতয়ো যাদৃশীর্দ্বিজসত্তম ॥ ১২ ॥
যস্মিন্ কর্ম্মসমাবায়ো যথা যেনোপগৃহ্যতে। গুণানাং গুণিনাঞ্চৈব পরিণামমভীপ্সতাম্ ॥ ১৩॥

এই ভুবন-সন্নিবেশরূপ পদ্ম যাঁহার উদর হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, কথিত হইয়াছে যে, লৌকিক পুরুষ যেরূপ আপন পরিমাণোপযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধারণ করেন, সেইরূপ তিনিও স্বপরিমাণোপ-যুক্ত অবয়ব ধারণ করিয়াছেন; তবে তাঁহাতে ও লৌকিক পুরুষে কি প্রভেদ? । ৭

বাস্তবিক লৌকিক পুরুষ ও ভগবানে প্রভেদ আছে, ইহা স্বীকার্য্য, কারণ, ভগবানের অনুগ্রহে ভূতনিয়ন্তা ব্রহ্মা তাঁহার নাভিতে উৎপন্ন হইয়া তদীয় অনুগ্রহে ভূতগণের সৃষ্টিবিধান করেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন। ৮

বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা সেই মায়েশ্বর, সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষ নিজ মায়া পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে শয়ন করিয়া আছেন, ইহা আমায় যথাতত্ত্ব বলুন।৯

হে ব্রহ্মন্! বিরাট পুরুষের অবয়বসমূহ দ্বারা দিক্‌পালসহিত লোকসকল পূর্ব্বে কল্পিত হয় শুনিয়াছি, আবার লোকপাল-সমন্বিত লোকসকল দ্বারা পুরুষের অবয়বসমূহের সংস্থান হয়, ইহাও শুনিলাম। মহাকল্প ও অবান্তর কল্পের পরিমাণ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান শব্দবাচ্য কালের যেরূপে অনুমান হইয়া থাকে, আর স্থূলদেহাভিমানী মানবের, পিতৃগণের ও দেবাদির পরমায়ুর যত পরিমাণ, এ সমুদায় যথার্থ বর্ণন করুন। ১০-১১

কালের যে গতি কখন মহতী আবার কখনও বা ক্ষুদ্রা দৃষ্ট হয়, তাহা এবং কর্ম্মপ্রাপ্য স্থান-সমূহের সংখ্যা যত, যে স্থানে যে প্রকারে আপনি তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। ১২

সত্ত্বাদিগুণসমূহের পরিণাম অভিলাষ করিতে থাকিলে দেবাদিরূপাভিলাষী গুণী জীব সকলের মধ্যে যে পরিমাণে যাহার পাপ বা পুণ্যকর্ম্মের সমষ্টি গ্রহণ করে অর্থাৎ কোন্ প্রকার পুণ্যাদি কার্য্য কিরূপে অনুষ্ঠিত হইলে, কোন্ অধিকারীর পক্ষে দেবাদি ভাব লাভ হইতে পারে, এ সকলের যথার্থ বিবরণও আমায় বলুন। ১৩

বিবৃতি—ব্রহ্মা সেই পরমপুরুষের স্বরূপ দর্শন করায় তিনি নিরাকার হইতে পারেন না, অতএব তিনি মায়িক পুরুষের তুল্যাকার, না কিছু বিশেষ আছে, ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। শয়ন করেন অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিমীলন করিয়া অবস্থান করেন। ২৩ শ্লোক পর্য্যন্ত এই সকল প্রশ্নের ও সন্দেহের উল্লেখ করিয়া তাহার মীমাংসা প্রার্থনা করিতেছেন। কালের বৃহতী গতি বর্ষ, যুগ, কল্পাদি ও ক্ষুদ্র গতি পরমাণু, অর্দ্ধাদি। ৮-১২

সাধারণ নিয়মই এই, জীব কখনও পুণ্যে এবং কখনও বা পাপে রত হয়। অমনি জীবের সূক্ষ্ম শরীরে তদ্বৎ পাপের ও পুণ্যের সমষ্টিতে এক এক প্রকার সংস্কার সঞ্চিত হইতে থাকে। প্রলয়কালে জীব ঐ সংস্কারকে সঙ্গে লইয়া পরমাত্মায় লীনভাবে অবস্থান করে, তখন ঐ সংস্কারগুলি সুপ্ত থাকে, পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে ঐ সংস্কার বা বাসনা প্রবুদ্ধ হয়, তখন জীব তাহার অনুরূপ দেহ ধারণ করিতে থাকে। ১৩

ভূঃ-পাতাল-ককুব্ব্যোম-গ্রহ-নক্ষত্র-ভূভৃতাম্। সরিৎ-সমুদ্র-দ্বীপানাং সম্ভবশ্চৈতদোকসাম্ ॥১৪॥
প্রমাণমণ্ডকোষস্য বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ। মহতাঞ্চানুচরিতং বর্ণাশ্রমবিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৫ ॥
যুগানি যুগমানঞ্চ ধর্ম্মো যশ্চ যুগে যুগে। অবতারানুচরিতং যদাশ্চর্য্যতমং হরেঃ ॥ ১৬ ॥
নৃণাং সাধারণো ধর্ম্মঃ সবিশেষশ্চ যাদৃশঃ। শ্রেণীনাং রাজর্ষীণাঞ্চ ধর্ম্মঃ কৃচ্ছ্রেষু জীবতাম্ ॥১৭॥
তত্ত্বানাং পরিসংখ্যানং লক্ষণং হেতুলক্ষণম্। পুরুষারাধনবিধির্যোগস্যাধ্যাত্মিকস্য চ ॥ ১৮ ॥
যোগেশ্বরৈশ্বর্য্যগতির্লিঙ্গভঙ্গস্তু যোগিনাম্। বেদোপবেদ-ধর্ম্মাণামিতিহাস-পুরাণয়োঃ ॥ ১৯ ॥
সংপ্লবঃ সর্ব্বভূতানাং বিক্রমঃ প্রতিসংক্রমঃ। ইষ্টাপূর্ত্তস্য কাম্যানাং ত্রিবর্গস্য চ যো বিধিঃ ॥২০॥
যো বানুশায়িনাং সর্গঃ পাষণ্ডস্য চ সম্ভবঃ। আত্মনো বন্ধ-মোক্ষৌ চ ব্যবস্থানং স্বরূপতঃ *॥২১॥

পৃথিবী, পাতাল, দিক্, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র ও দ্বীপ এবং এই সকল স্থানবাসী জীবসমূহের উৎপত্তি বর্ণন করুন। ১৪

এই ব্রহ্মাণ্ডে বাহ্য ও অভ্যন্তর ভাগের যত পরিমাণ, মহৎ মহৎ লোকসমূহের যেরূপ চরিত্র এবং বর্ণ ও আশ্রম-চতুষ্টয় যে যে ভাবে নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহাও বলুন। ১৫

যুগসংখ্যা, যুগপরিমাণ, যুগে যুগে যে যে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এবং ভগবান্ হরি যে যে অবতারে যে সকল আশ্চর্য্য চরিত্র প্রকাশ করেন, তৎসমস্তই কীর্ত্তন করুন। ১৬

মনুষ্যদিগের সাধারণ ধর্ম্ম কি? বর্ণ ও আশ্রম-মতে তাহাদিগের যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তাহা কি প্রকার? ব্যবসায়ী লোকদিগের ব্যবহারাদি বিষয়ের নিয়মরূপ ধর্ম্ম ও প্রজাপালনে অধিকারী রাজর্ষির যেরূপ ধর্ম্ম এবং বিপন্ন ব্যক্তিদিগের বিপৎ-কালীন যে ধর্ম্ম, তাহাই বা কিরূপ? । ১৭

প্রকৃত্যাদি তত্ত্বের সংখ্যা কত? তাহাদের স্বরূপ-লক্ষণ এবং কার্য্য-লক্ষণই বা কি? পুরুষের আরাধনার বিধান এবং অধ্যাত্ম বা অষ্টাঙ্গ যোগের বিধিই বা কিরূপ? ১৮

যোগেশ্বরদিগের অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে লব্ধ অর্চ্চিরাদি গতি কি প্রকার? কি ভাবে যোগীদিগের লিঙ্গশরীর লয় পায়? বেদ, উপবেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণের গতিই বা কিরূপ? ১৯

সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও মহাপ্রলয়ই বা কি প্রকারে হইয়া থাকে? আর ইষ্ট বা বৈদিক কর্ম্মের এবং পূর্ত্ত অর্থাৎ বাপী-কূপ তড়াগ-দেবমন্দির-নির্ম্মাণাদিরূপ স্মার্ত্ত কর্ম্মের, তথা অগ্নিহোত্রাদি কাম্যকর্ম্মের কিরূপ বিধি? এবং ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কামের অবিরোধ-নির্ণায়ক বিধিই বা কি প্রকার? ২০

অনুযায়ী অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে ঈশ্বরে লীন জীব-সকলের কিরূপে সৃষ্টি হয়? পাষণ্ডদিগের উৎপত্তিই বা কি ভাবে হইয়া থাকে? আত্মার বন্ধন, মুক্তি ও স্বরূপে অবস্থিতিই বা কিরূপ? ২১

বিবৃতি—বেদাদি শাস্ত্রের গতি বলিতে লক্ষ্য বা তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে ॥ ১৯।

কর্ম্ম এ স্থলে তিন প্রকার—ইষ্ট অর্থাৎ শ্রুতিবিধানের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট; পূর্ত্ত, পারলৌকিক পুণ্য কামনায় বাপী-কূপ-তড়াগাদি, দেবমন্দির ও অন্নসত্রাদি নির্ম্মাণ ও বিধিপূর্ব্বক সাধারণের জন্য তাহা উৎসর্গ, এবং কাম্য অর্থাৎ ফলাভিলাষে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান। ২০

* "যশ্চানুশায়িনাম্" ইতি পাঠান্তরম্।

যথাত্মতন্ত্রো ভগবান্ বিক্রীড়ত্যাত্মমায়য়া। বিসৃজ্য বা যথা মায়ামুদাস্তে সাক্ষিবদ্বিভুঃ ॥ ২২ ॥
সর্ব্বমেতচ্চ ভগবন্ পৃচ্ছতো মেঽনুপূর্ব্বশঃ। তত্ত্বতোঽর্হস্যুদাহর্ত্তুং প্রপন্নায় মহামুনে ॥ ২৩ ॥
অত্র প্রমাণং হি ভবান্ পরমেষ্ঠী যথাত্মভূঃ। অপরে চানুতিষ্ঠন্তি পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বজৈঃ কৃতম্ ॥২৪॥
ন মেঽসবঃ পরায়ন্তি ব্রহ্মন্ননশনাদিভিঃ *। পিবতোঽচ্যুতপীযূষং তদ্বাক্যাব্ধিবিনিঃসৃতম্ ॥২৫॥
সূত উবাচ।
স উপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা কথায়ামিতি সৎপতেঃ। ব্রহ্মরাতো ভৃশং প্রীতো বিষ্ণুরাতেন সংসদি ॥২৬॥
প্রাহ ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্। ব্রহ্মণে ভগবৎপ্রোক্তং ব্রহ্মকল্প উপাগতে ॥ ২৭ ॥
যদ্যৎ পরীক্ষিদৃষভঃ পাণ্ডূনামনুপৃচ্ছতি। আনুপূর্ব্ব্যেণ তৎ সর্ব্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে পরীক্ষিৎ-প্রশ্নো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ (দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রশ্নবিধির্নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ) ॥ ৮ ॥

সর্ব্বশক্তিমান ও স্বতন্ত্র ভগবান্ সৃষ্টিকালে কিরূপে আত্মমায়ার সহিত বিশেষভাবে ক্রীড়া করেন এবং কি ভাবেই বা সেই মায়া পরিত্যাগ করিয়া প্রলয়-কালে সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান করেন? ২২

হে ভগবন্! আমি এই সমস্ত বিষয় আপনাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম এবং অন্যান্য যাহা যাহা অস্পৃষ্ট থাকিল, আপনি আনুপূর্ব্বিক তৎসমুদায় যথাবৎ কীর্ত্তন করুন, যেহেতু আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। যেরূপ আত্মভূত ব্রহ্মা এ সকল বিষয় বিশেষ-ভাবে জানিতেন, আপনিও এ সকল বিষয় সেইরূপে সম্যক্ বিদিত আছেন। অন্য মুনিগণ গতানুগতিক-ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী মুনিগণের বর্ণিত বিষয়েরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা আপনার ন্যায় তত্ত্ববিদ্ নহেন। ২৩-২৪

হে ভগবন্! উপবাস ও ব্রহ্মশাপসম্ভূত ভয় জন্য আমার চিত্তব্যাকুল হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ, আমি আপনার বাক্যরূপ সাগর হইতে নিঃসৃত অচ্যুতের কীর্ত্তিপীযূষ পান করিতেছি। ২৫

সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! যোগিবর শুক-দেব সভাস্থলে ভক্তচূড়ামণি পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের যশ বর্ণনা করিবার জন্য আমন্ত্রিত হওয়ায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ২৬

ব্রহ্মকল্পে বা সৃষ্টির উপক্রমে ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট যে বেদতুল্য ভাগবত পুরাণ বর্ণনা করিয়া-ছিলেন, তাহাই কহিতে লাগিলেন। ২৭

পাণ্ডুকুলতিলক পরীক্ষিৎ যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি একে একে সে সকলেরই উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৮

বিবৃতি:—সর্ব্বপ্রকারে আত্মসমর্পণ করিয়া যে শরণাপন্ন হয়, তাহাকে প্রপন্ন বলা যায়। শ্রীসম্প্রদায়ের ভগবদারাধনা-বিধিতে প্রপন্ন ভক্তিকে অতি উচ্চ আসন দান করা হইয়াছে। এ স্থানে শুকদেবের ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাস অনু-সারে সম্প্রদায়প্রবৃত্তি হইয়াছে, এ কথাও বলা হইল।২৩-২৪

বিবৃতি:—যতক্ষণ আমি অচ্যুতের কীর্ত্তিসুধা পান করিতেছি, ততক্ষণ আমার প্রাণ অনশনে বা দ্বিজশাপে ব্যাকুল হইতেছে না; কিন্তু হরিকথা না হইলে ব্যাকুল হইতেছে; অতএব আপনি অবিরাম হরিকথা কীর্ত্তন করুন, ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায়। ২৫

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত

* "ব্রহ্মন্ননশনাদমী" ইতি পাঠান্তরম্।

নবমোঽধ্যায়ঃ

শুক উবাচ।

আত্মমায়ামৃতে রাজন্ পরস্যানুভবাত্মনঃ। ন ঘটেতার্থসম্বন্ধঃ স্বপ্নদ্রষ্টুরিবাঞ্জসা ॥ ১ ॥
বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া। রমমাণো গুণেষ্বস্যা মমাহমিতি মন্যতে ॥ ২ ॥
যর্হি বাব মহিম্নি স্বে পরস্মিন্ কাল-মায়য়োঃ। রমেত গতসম্মোহস্ত্যক্ত্বোদাস্তে তদোভয়ম্ ॥৩ ॥
আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং যদাহ ভগবানৃতম্। ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপমব্যলীকব্রতাদৃতঃ ॥ ৪ ॥

স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ স্বধিষ্ণ্যমাস্থায় সিসৃক্ষয়ৈক্ষত।
তাং নাধ্যগচ্ছদ্দৃশমত্র সম্মতাং প্রপঞ্চনির্ম্মাণবিধির্যয়া ভবেৎ ॥ ৫ ॥

পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরদানার্থ শুকদেব কর্ত্তৃক ভগবদুক্ত ভাগবত কথন

শুকদেব কহিতে আরম্ভ করিলেন,—রাজন্! স্বপ্নদ্রষ্টার যেরূপ স্বপ্নে দৃশ্যমান দেহাদির সহিত বাস্তবিক সম্বন্ধ সম্ভব নহে, সেইরূপ আত্মরূপী শ্রীহরির মায়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে জ্ঞানময় আত্মার দেহসম্বন্ধ যথার্থতঃ ঘটে না। ১

আত্মা বহুরূপিণী মায়ারই প্রভাবে বাল্য-যৌবনাদি বহুবিধ রূপে অবস্থান্বিত, এবং দেব-নরাদি বহুরূপ হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন, পরন্তু ঐ মায়ারই গুণস্বরূপ দেহাদিতে আসক্ত হইয়া 'আমি' 'আমার' এই প্রকার মনে করিয়া থাকেন। ২

যখন তিনি ভক্তিযোগ দ্বারা মায়া ও কালের অতীত স্বমহিমাতে ক্রীড়া করেন, তখনই গতসম্মোহ হইয়া 'আমি' 'আমার' এই দুই অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পূর্ণ স্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। ৩

হে রাজন্! ভগবান্ অকপট তপস্যায় সেবিত হইয়া ব্রহ্মাকে আপনার নিত্যসত্য চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক যে তপস্যাদি উপাসনা কহিয়াছিলেন, তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ জীবগণের তাহা অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ৪

জগৎসমূহের পরমগুরু সেই আদিদেব বিরিঞ্চি সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় স্বীয় অধিষ্ঠানস্থান পদ্মে উপবেশন করিয়া সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ 'কেমন করিয়া সৃষ্টি করিব' এই আলোচনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি অনেক কাল চিন্তা করিয়াও এই প্রপঞ্চ-নির্ম্মাণ কি ভাবে হইতে পারে, সে বিষয়ে অভিমত বা অব্যভি-চারিণী প্রজ্ঞাদৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। ৫

বিস্বৃতিঃ—কাল ও মায়ার অতীত হইলেও উহা কাল ও মায়ার আশ্রয়ীভূত, ইহা দ্বারা ভগবদ্ধাম ও শ্রীবিগ্রহাদি বুঝাইতেছে। ৩

জীবের মায়াসম্বন্ধহেতু মায়িক বিনাশশীল দেহ এবং ঈশ্বরের যোগমায়া অবলম্বনে নিত্য চিদ্‌ঘন লীলা-বিগ্রহরূপে আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে; সুতরাং এই বিগ্রহের ভজনে মোক্ষলাভ ঘটিয়া থাকে। স্বীয় পদ্মে সমাসীন হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মা জলে নিমগ্ন হইয়া স্বীয় অধিষ্ঠানপদ্মের মূল অন্বেষণ করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, সুতরাং তৎপরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মনের দ্বারা ভগবদাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪-৫

স চিন্তয়ন্ দ্ব্যক্ষরমেকদাম্ভস্যুপাশৃণোৎ দ্বির্গদিতং বচো বিভুঃ।
স্পর্শেষু যৎ ষোড়শমেকবিংশং নিষ্কিঞ্চনানাং নৃপ যদ্ধনং বিদুঃ॥ ৬॥
নিশম্য তদ্বক্তৃদিদৃক্ষয়া দিশো বিলোক্য তত্রান্যদপশ্যমানঃ।
স্বধিষ্ণ্যমাস্থায় বিমৃশ্য তদ্ধিতং তপস্যুপাদিষ্ট ইবাদধে মনঃ॥ ৭॥
দিব্যং সহস্রাব্দমমোঘদর্শনো জিতানিলাত্মা বিজিতোভয়েন্দ্রিয়ঃ।
অতপ্যত স্মাখিললোকতাপনং তপস্তপীয়াংস্তপতাং সমাহিতঃ॥ ৮॥
তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎ পরম্।
ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্॥ ৯॥
প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥ ১০॥
শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ পিশঙ্গবস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশসঃ।
সর্ব্বে চতুর্ব্বাহব উন্মিষন্মণিপ্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুবর্চ্চসঃ।
প্রবাল-বৈদূর্য্য-মৃণালবর্চ্চসঃ পরিস্ফুরৎকুণ্ডলমৌলিমালিনঃ॥ ১১॥

অনন্তর চিন্তা করিতে করিতে নিকটে দুই অক্ষরে গ্রথিত একটি শব্দ জলমধ্য হইতে উচ্চারিত হইল,সেই দুই অক্ষর এই, ক অবধি ম পর্য্যন্ত পাঁচিশটিকে স্পর্শ-বর্ণ বলে, তাহার ষোড়শ একবিংশ অক্ষর অর্থাৎ "তপ" এই শব্দটি দুইবার উচ্চারিত শুনিলেন। হে নৃপ! ঐ দ্ব্যক্ষর তপ শব্দটিকে পণ্ডিতেরা নির্দ্ধনের অর্থাৎ সাংসারিক সম্পত্তিশূন্য তপস্বিগণের ধন কহিয়া থাকেন। ৬

ব্রহ্মা ঐ শব্দটি শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি উহা কহিলেন, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পরে স্বীয় পদ্মাসনে সমাসীন হইলেন এবং যেন কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষে আদিষ্ট হইয়াছেন, এই ভাবে তপস্যাকেই হিতজনক মনে করিয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন।৭

"তপ তপ" এই বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করিয়া সেই অমোঘদর্শন ব্রহ্মা শ্বাস এবং জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন সংযমন পূর্ব্বক তপস্বীদিগের মধ্যেও অতিমাত্র তপস্বী হইয়া সমাধিযুক্ত অবস্থায় দিব্য সহস্রবৎসর অখিল লোকপ্রকাশক তপস্যায় নিরত হইলেন। ৮

ভগবান্ হরি সেই তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে আপনার শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ নামক ধাম দেখাইলেন। ঐ বৈকুণ্ঠে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ পঞ্চ ক্লেশ বা মোহ বা ভয়ের লেশমাত্রও নাই এবং ঐ স্থান আত্মদর্শী বিবুধবর্গ কর্ত্তৃক সংস্তুত ও উহা হইতে উৎকৃষ্ট ধাম আর নাই। ৯

সে স্থানে রজ ও তমোগুণ ও রজস্তমোমিশ্রিত সত্ত্বগুণ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না এবং সেখানে কালের বিক্রম অর্থাৎ কালকৃত বিনাশও লক্ষিত হয় না। লোভাদির কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং মায়াও তথায় স্থান পায় না। তথায় হরির যে সকল পার্ষদ আছেন, সুর এবং অসুরগণ সর্ব্বদা তাঁহাদের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ১০

ঐ বৈকুণ্ঠে যে সকল পার্ষদ আছেন, তাঁহাদিগের সৌন্দর্য্যের কথা আর কি বলিব? তাঁহাদিগের বর্ণ—শ্যাম ও উজ্জ্বল; চক্ষুঃ পদ্মসন্নিভ, পীতাম্বর পরিধান, অতি কমনীয় ও সুকুমার আকার, তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ এবং উত্তম প্রভাশালী মণিময় পদকাদি আভরণে অলঙ্কৃত। তাঁহারা সকলেই অতি তেজস্বী। তাঁহাদিগের বর্ণ প্রবাল, বৈদূর্য্য ও মৃণালের ন্যায়। তাঁহারা সকলেই দীপ্তিশালী কুণ্ডল এবং মৌলিমালা ধারণ করিয়া আছেন। ১১

ভ্রাজিষ্ণুভির্যঃ পরিতো বিরাজতে লসদ্বিমানাবলিভির্মহাত্মনাম্ ।
বিদ্যোতমানঃ প্রমদোত্তমাদ্যুভিঃ সবিদ্যুদভ্রাবলিভির্যথা নভঃ ॥ ১২ ॥
শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ।
প্রেঙ্খাশ্রিতা * যা কুসুমাকরানুগৈর্বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম্ম গায়তী ॥ ১৩॥
দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্।
সুনন্দ-নন্দ-প্রবলার্হণাদিভিঃ স্বপার্ষদাগ্র্যৈঃ † পরিষেবিতং বিভুম্ ॥ ১৪ ॥
ভৃত্যপ্রসাদাভিমুখং দৃগাসবং প্রসন্নহাসারুণলোচনাননম্।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং পীতাংশুকং ‡ বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া ॥ ১৫ ॥
অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং পরং বৃতং চতুঃ-ষোড়শ-পঞ্চশক্তিভিঃ।
যুক্তং (যুতং) ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র চাধ্রুবৈঃ স্বএব ধামন্ রমমাণমীশ্বরম্ ॥ ১৬ ॥
তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতান্তরো হৃষ্যত্তনুঃ প্রেমভরাশ্রুলোচনঃ।
ননাম পাদাম্বুজমস্য বিশ্বসৃগ্ যৎ পারমহংস্যেন পথাধিগম্যতে ॥ ১৭ ॥

অপর ঐ বৈকুণ্ঠলোক, চতুর্দ্দিকে মহাত্মাদিগের বিমান-শ্রেণী দেদীপ্যমান এবং উৎকৃষ্ট দিব্যাঙ্গনাগণের রূপলাবণ্য দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া, বিদ্যুদ্দামবেষ্টিত নিবিড় নীরদমণ্ডিত নভোমণ্ডল যেরূপ শোভা পায়, ঐ লোক সতত তদ্রূপে বিরাজমান। ১২

ঐ স্থানে লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিবিধ বিভূতি দ্বারা নানা প্রকারে বিশ্রুতকীর্ত্তি ভগবানের চরণদ্বয়ের সেবা করিতেছেন। কিন্তু বসন্তানুচর ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে সংস্তুতা লক্ষ্মীদেবী বিলাসভরে দোদুল্যমানা হইয়া নিজ প্রিয়তমের গুণগানে নিরত রহিয়াছেন।১৩

ব্রহ্মা সেই বৈকুণ্ঠে দেখিলেন, সুনন্দ, নন্দ, প্রবল ও অর্হণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পার্ষদগণ চতুর্দ্দিকে বসিয়া নিখিল ভক্তের পতি, লক্ষ্মীর পতি, যজ্ঞের পতি ও সমস্ত জগতের পতিকে সেবা করিতেছেন। ১৪

তিনি ভৃত্যদিগকে প্রসাদ দান করিতে অভিমুখীন হইয়া আছেন; তাঁহার দৃষ্টি আসব-রসের ন্যায় দর্শকবৃন্দের পরমানন্দ উৎপাদন করিতেছে; অপর তাঁহার সহাস্যবদনও অরুণ-নয়নে শোভিত হইতেছে এবং মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, চতুর্ভুজ, পরিধানে পীতবসন, আর বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীরেখা দ্বারা অলঙ্কৃত।১৫

তিনি বরিষ্ঠ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন এবং প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব—এই চতুঃশক্তি; একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ শক্তি এবং পঞ্চতন্মাত্রস্বরূপা পঞ্চশক্তিতে পরিবৃত। আর আপনার সেই অসাধারণ ও স্বাভাবিক বা যোগীদিগের আগন্তুক ঐশ্বর্য্যে পরিবৃত হইয়া আছেন। পরন্তু এইরূপ হইয়াও আপনার স্বরূপে ক্রীড়া করিতেছেন, অতএব তিনিই পরমেশ্বর। ১৬

ভগবানের ঐ রূপ দর্শন করিয়া বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার অন্তঃকরণ আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিল; তাঁহার অঙ্গে লোমাঞ্চ হইল এবং নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক যাহা কেবল পারমহংস্য পথের দ্বারা লাভ করা যায়, সেই চরণাম্বুজে নমস্কার করিলেন। ১৭

বিবৃতি ঃ—ব্যাখ্যান্তরে চারি—ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য এই চারিরূপ ঋগ্ যজুসাম ও অথর্ব্ব দ্বারা, ষোড়শ—চণ্ডাদি ষোড়শ দ্বারপালের দ্বারা, এবং পঞ্চশক্তি—কূর্ম্ম, নাগরাজ, বৈনতেয়, ছন্দ ও সর্ব্বমন্ত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত।১৬

* "প্রেঙ্খং শ্রিতা" ইতি পাঠান্তরম্। † "স্বপার্ষদমুখ্যৈঃ" ইতি পাঠান্তরম্। ‡ "পীতাম্বরং" ইতি পাঠান্তরম্।

তং প্রীয়মাণং সমুপস্থিতং কবিং (তদা) প্রজাবিসর্গে নিজশাসনার্হণম্।
বভাষ ঈষৎ স্মিতরো(শো)চিষা গিরা প্রিয়ঃ প্রিয়ং প্রীতমনাঃ করে স্পৃশন্ ॥ ১৮ ॥
[কৃতাঞ্জলিং প্রশ্রয়নম্রকন্ধরং বিলোকয়ন্ প্রেমদৃশা সমেধয়ন্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্বয়াহং তোষিতঃ সম্যগ্বেদগর্ভ সিসৃক্ষয়া।
চিরং ভৃতেন তপসা দুস্তোষঃ কূটযোগিনাম্ ॥ ১৯ ॥

বরং বরয় ভদ্রং তে বরেশং মাঽভিবাঞ্ছিতম্।
ব্রহ্মন্ শ্রেয়ঃপরিশ্রামঃ পুংসাং (সো) মদ্দর্শনাবধিঃ ॥২০॥

মনীষিতানুভাবোঽয়ং মম লোকাবলোকনম্ ॥ ২১ ॥

যদুপশ্রুত্য রহসি চকর্থ পরমন্তপঃ।
প্রত্যাদিষ্টং ময়া তত্র ত্বয়ি কর্ম্মবিমোহিতে ॥ ২২ ॥

তপো মে হৃদয়ং সাক্ষাদাত্মাঽহং তপসোঽনঘ।
সৃজামি তপসৈবেদং গ্রসামি তপসা পুনঃ।
বিভর্ম্মি তপসা বিশ্বং বীর্য্যং মে দুশ্চরং তপঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মাকে দেখিয়া ভগবান্ মনে করিলেন, ইনি প্রজা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া থাকিবেন, ঐ বিষয়ে ইঁহাকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক, অতএব সাতিশয় প্রীতিযুক্ত, বিনয়াবনত ব্রহ্মাকে প্রীতিপাত্র বিষ্ণু আপন হস্ত দ্বারা তাঁহার হস্ত স্পর্শ করত প্রসন্ন-মনে হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন। ১৮

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে বেদগর্ভ! তুমি সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় বহুকাল তপস্যা করিয়া তোমার সেই দীর্ঘকালব্যাপিনী তপস্যায় আমাকে সাতিশয় সন্তুষ্ট করিয়াছ। দেখ, কপট যোগীরা কখনই আমার সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে না। ১৯

অতএব তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমিই বরদানের কর্ত্তা। হে ব্রহ্মন্! জীবগণ শ্রেয়ঃ-ফললাভের জন্য যে পরিশ্রম স্বীকার করে, আমার দর্শনলাভই তাহার চরমসীমা।২০

তুমি যে আমার বৈকুণ্ঠধাম দর্শন করিলে, ইহা আমারই মনোবাসনার প্রভাব অর্থাৎ ইহা তোমাকে দেখাইবার আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই দেখিয়াছ। ২১

আর তুমি নির্জ্জনে 'তপ' 'তপ' এই আকাশবাক্য শ্রবণ করিয়াই তো তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, সৃষ্টির আরম্ভে তোমায় কর্ত্তব্য-চিন্তায় বিমূঢ় হইতে দেখিলে, আমিই তোমাকে ঐ বাক্য দ্বারা উপদেশ দিয়াছিলাম। ২২

হে অনঘ! তপস্যা আমার সাক্ষাৎ হৃদয় ও শক্তি এবং আমি তপস্যার আত্মা, আমি তপোবলেই এই চরাচর বিশ্বের সৃজন করি, তপস্যা দ্বারাই পুনর্ব্বার সংহার করি, তপস্যা দ্বারাই ইহাকে পালন করি, অতএব দুশ্চর তপস্যাই আমার বীর্য্য বা শক্তি। ২৩

ব্রহ্মোবাচ।

ভগব(বা)ন্ সর্ব্বভূতানামধ্যক্ষোঽবস্থিতো গুহাম্।
বেদ হ্যপ্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতম্॥ ২৪॥

তথাপি নাথমানস্য নাথ নাথয় নাথিতম্। পরাবরে যথা রূপে জানীয়াং তে ত্বরূপিণঃ॥ ২৫॥
যথাত্মমায়াযোগেন নানাশক্ত্যুপবৃংহিতম্। বিলুম্পন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ বিভ্রদাত্মানমাত্মনা॥ ২৬॥
ক্রীড়স্যমোঘসংকল্প ঊর্ণনাভির্যথোর্ণুতে। তথা তদ্বিষয়াং ধেহি মনীষাং ময়ি মাধব॥ ২৭॥
ভগবচ্ছিক্ষিতমহং করবাণি হ্যতন্দ্রিত.। নেহমানঃ প্রজাসর্গং বধ্যেয়ং যদনুগ্রহাৎ॥ ২৮॥

যাবৎ সখা সখ্যুরিবেশ তে কৃতঃ প্রজাবিসর্গে বিভজামি ভো জনম্।
অবিক্লবস্তে পরিকর্ম্মণি স্থিতো মা মে সমুন্নদ্ধমদোঽজমানিনঃ॥ ২৯॥

শ্রীভগবানুবাচ।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতম্। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ ৩০॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠাতা এবং সর্ব্বপ্রাণীর বুদ্ধির অভ্যন্তরে অবস্থিত, অতএব আপনি স্বীয় অপ্রতিরুদ্ধ প্রজ্ঞা দ্বারা সকলেরই মনের অভিলাষ জানিতে পারিতেছেন, সন্দেহ নাই। ২৪

তথাপি আমি উহা অবগত হইবার জন্য তপস্যা দ্বাবা প্রার্থনা করিতেছি, হে নাথ! আমাব প্রার্থিত বস্তু আমায় প্রদান করুন। আপনি অরূপ বা অপ্রাকৃত-রূপ হইলেও আমি যেন আপনার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয়বিধ রূপই জানিতে পারি। ২৫

ঊর্ণনাভি যেমন নিজ হৃদয় হইতেই তন্তু বিস্তার করে, তেমনি আপনি নিজ মায়াযোগে নানাশক্তি-সমন্বিত বিশ্বকে সংহাব, বিবিধরূপে সৃষ্টি ও পরিপালন করত স্বয়ংই ব্রহ্মাদিরূপ গ্রহণ পুরঃসর অব্যাহত-সঙ্কল্প হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন, অতএব হে মাধব! যাহাতে আমার তত্তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান হয়, আমাতে সেইরূপ মনীষা বা বুদ্ধি নিহিত করুন। ২৬-২৭

আমি অনলস হইয়া আপনার আদেশ নিশ্চয়ই পালন করিব, কিন্তু আপনার অনুগ্রহে প্রজাসৃষ্টিতে নিরত থাকিয়াও যেন অহঙ্কারাদির দ্বারা বদ্ধ না হই। অর্থাৎ আমাকে তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞান দান করুন, যাহাতে প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে আমার কোনওরূপ অভিমান না জন্মে। ২৮

হে ঈশ! সখা যেরূপ সখার সহিত ব্যবহার করেন, আপনি করস্পর্শনাদি দ্বারা আমার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিলেন, আমি আপনার নিকট এই মহাসম্মান পাইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, যখন আমি স্থিরচিত্তে প্রজাসৃষ্টিরূপ আপনার সেবায় যাবৎকাল অবস্থিত থাকিয়া উত্তম-মধ্যম-অধম ভেদে লোকসকলের সৃষ্টি করি, তাবৎকাল পর্য্যন্ত যেন আমার মনে এমন উৎকট গর্ব্ব না জন্মে যে, আমিও একজন স্বতন্ত্র পুরুষ। ২৯

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মদ্বিষয়ক শাস্ত্রার্থজ্ঞান, তাহার অনুভব ও ভক্তি অতি গুহ্য হইলেও সাধনের সহিত আমি তোমাকে তাহা কহিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। ৩০

বিবৃতি ঃ—আপনি সখার ন্যায় ব্যবহার করিলেও আমি যে আপনার সমান স্বতন্ত্র শক্তিশালী পুরুষ—যাহাতে আমার এরূপ স্বাতন্ত্র্যের অভিমান না হয়, আমাকে তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করুন, ইহাই ব্রহ্মার প্রার্থনা। ২৯।

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ৩১ ॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদযৎ সদসৎপরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥৩২॥

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্‌বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥ ৩৩ ॥

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু। প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ ৩৪ ॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥৩৫॥

এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা। ভবান্ কল্প-বিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ ॥ ৩৬ ॥

আমার স্বরূপের পরিমাণ যতদূর, সত্তা, রূপ, গুণ এবং কর্ম্ম যেরূপ, তুমি আমার আশীর্ব্বাদে সেই সকল তত্ত্ববিজ্ঞান উত্তমরূপে জানিতে পারিবে। ৩১

হে ব্রহ্মন্! সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম। সে সময় কি সূক্ষ্মপদার্থ, কি স্থূলপদার্থ, কি তাহাদের কারণ যে প্রধান, তাহাও তখন ছিল না; কারণ, প্রধানও তখন আমাতে অন্তর্মুখতা হেতু বিলীন হইয়া যায়। সৃষ্টির পরেও আমি রহিয়াছি, এই যে দৃশ্যমান বিশ্ব—ইহাও আমি। প্রলয়ে এই বিশ্বের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও আমি। ফলতঃ আমি অনাদি,অনন্ত ও অদ্বিতীয়,এবং সর্ব্বদাই পূর্ণস্বরূপ।৩২

হে ব্রহ্মন্! জলে প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া ভ্রমাদি বশতঃ চন্দ্রের দ্বিত্বের যেমন প্রতীতিমাত্র ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ আত্মাতে যাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও আছে বলিয়া যাহার প্রতীতি হয়, সেই সত্যবস্তু ব্যতিরেকে যে প্রতীতি, তাহার কারণ, এবং অন্ধকারপূর্ণ গৃহে ঘটাদি বস্তু থাকিলেও অন্ধকারের হেতু সেই সত্যবস্তুর প্রতীতি ঘটে না, সেইরূপ যাহার দ্বারা সত্যবস্তু সত্ত্বেও তাহার প্রতীতি ঘটে না, তাহাই আমার মায়া। ৩৩

যেরূপ মহাভূতসমূহ সৃষ্টির পরে ভৌতিক পদার্থে প্রবিষ্ট থাকে (যেহেতু স্থূল পদার্থের মধ্যে মূলভূত পদার্থ অবশ্যই থাকে), এবং সমস্ত মহাভূত অথচ অপ্রবিষ্টও থাকে, (যেহেতু পূর্ব্ব হইতে কারণরূপে তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকে) সেইরূপ আমিও ভূত ও ভৌতিক পদার্থে রহিয়াছি এবং না-ও রহিয়াছি অর্থাৎ আমার সত্তা এইরূপই। ৩৪

যে ব্যক্তি আত্মার তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী, তিনি ইহাই জিজ্ঞাসা করিবেন। কোন্ বস্তু কার্য্যসমূহে কারণরূপে অনুগত, এবং কারণাবস্থায় তাহা হইতে পৃথক্, আর কেই বা জাগ্রদাদি তত্তদবস্থার সাক্ষি-স্বরূপে থাকেন, সমাধি ইত্যাদি কালে তদ্রূপ থাকে না। হে ব্রহ্মন্! এইরূপে অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই আত্মা। ৩৫

ওহে ব্রহ্মন্! তুমি একাগ্রচিত্তে এই মতের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে কল্পে কল্পে বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়াও মুগ্ধ হইবে না, অর্থাৎ আমি কর্ত্তা ইত্যাদি গর্ব্ব উপস্থিত হইবে না। ৩৬

বিবৃতিঃ—৩২ শ্লোক হইতে ৩৫ শ্লোক পর্য্যন্ত চারিটি শ্লোক চতুঃশ্লোকী ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। ৩১ শ্লোকটি তাহার মুখবন্ধস্বরূপ। এই শ্লোকে "যদ্রূপগুণ-কর্ম্মকঃ" "আমার রূপ, গুণ ও কর্ম্ম যেরূপ" এই শব্দ কয়েকটির দ্বারা ভগবানের যে রূপ, গুণ ও কর্ম্ম আছে, ইহা বলা হইল। অতএব চতুঃশ্লোকী ভাগবত যে নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের বাচক নহে, এতদ্দ্বারা তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা গেল। ৩১।

মায়ার বিক্ষেপ-শক্তির দ্বারা বস্তুতে অবস্তুর প্রতীতি হয় এবং আবরণ-শক্তির দ্বারা বস্তু সত্ত্বেও তাহা আবৃত হইয়া থাকায় তাহার প্রতীতি ঘটে না। শ্রীজীবের মতে নিমিত্তাংশ জীবমায়া এবং উপাদানাংশ গুণমায়া, মায়া এই দুই ভাগে বিভক্ত। শ্রীবিশ্বনাথের মতে যাহা ব্যতীত শ্রীভগবদ্বিগ্রহাদি সত্য বস্তুর প্রকাশ হয় না, তাহাই যোগমায়া এবং যাহা দ্বারা আত্মায় অসত্য বস্তুর প্রতীতি ঘটে, তাহাই মায়া। ৩৩।

শুক উবাচ।

সংপ্রদিশ্যৈবমজনো জনানাং পরমেষ্ঠিনম্। পশ্যতস্তস্য তদ্রূপমাত্মনো ন্যরুণদ্ধরিঃ ॥ ৩৭ ॥
অন্তর্হিতেন্দ্রিয়ার্থায় হরয়ে বিহিতাঞ্জলিঃ। সর্ব্বভূতময়ো বিশ্বং সসর্জ্জেদং স পূর্ব্ববৎ ॥ ৩৮ ॥
প্রজাপতির্ধর্ম্মপতিরেকদা নিয়মান্ যমান্। ভদ্রং প্রজানামন্বিচ্ছন্নাতিষ্ঠৎ স্বার্থকাম্যয়া ॥৩৯ ॥
তং নারদঃ প্রিয়তমো রিক্থাদানামনুব্রতঃ। শুশ্রূষমাণঃ শীলেন প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥ ৪০ ॥
মায়াং বিবিদিষন্ বিষ্ণোর্মায়েশস্য মহামুনিঃ। মহাভাগবতো রাজন্ পিতরং পর্য্যতোষয়ৎ ॥৪১॥
তুষ্টং নিশাম্য পিতরং লোকানাং প্রপিতামহম্। দেবর্ষিঃ পরিপপ্রচ্ছ ভবান্ যন্মাঽনুপৃচ্ছতি ॥৪২॥
তস্মা ইদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণম্। প্রোক্তং ভগবতা প্রাহ প্রীতঃ পুত্রায় ভূতকৃৎ ॥৪৩॥
নারদঃ প্রাহ মুনয়ে সরস্বত্যাস্তটে নৃপ। ধ্যায়তে ব্রহ্ম পরমং ব্যাসায়ামিততেজসে ॥ ৪৪ ॥
যদুতাহং ত্বয়া পৃষ্টো বৈরাজাৎ পুরুষাদিদম্। যথাসীত্তদুপাখ্যাস্তে প্রশ্নানন্যাংশ্চ কৃৎস্নশঃ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে
শ্রীভাগবতপ্রবৃত্তির্নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ হরি লোকাধিপতি ব্রহ্মাকে এইরূপ উপদেশ করিয়া দেখিতে দেখিতেই স্বীয় রূপ অন্তর্হিত করিলেন। ৩৭

তখন সর্ব্বভূতময় কমলযোনি অন্তর্হিত-স্বরূপ সেই হরির উদ্দেশ্যে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক এই বিশ্ব পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেরূপেই সৃষ্টি করিলেন। ৩৮

হে রাজন্! তাহার পরই ধর্ম্মপতি প্রজাপতি প্রজাবৃন্দের মঙ্গলান্বেষণ করিতে করিতে আপনার উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিবার নিমিত্ত নিয়ম ধারণ করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ৩৯

তাহাতে তাঁহার প্রিয়তমপুত্র মহামুনি নারদ, মায়েশ্বর বিষ্ণুর মায়া জানিবার জন্য শীলতা, বিনয় ও ইন্দ্রিয়দমন পূর্ব্বক নানাপ্রকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ভগবদ্ভক্ত দেবর্ষি নারদ ঐ প্রকার সেবায় তদীয় পিতা ব্রহ্মার সন্তোষসাধন করিয়াছিলেন। ৪০-৪১

রাজন্! দেবর্ষি নারদ লোকপ্রপিতামহ আপন পিতাকে পরিতুষ্ট দেখিয়া যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অদ্য তুমি আমাকে সেই সমস্ত বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিতেছ। ৪২

তাহাতে ভগবান্ অচ্যুত পূর্ব্বে চারিটি শ্লোক দ্বারা সংক্ষেপে যে ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, ভূতবিধাতা কমলযোনি প্রীত হইয়া সেই ভাগবত আত্মতনয় নারদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, রাজন্! ঐ চারিটি শ্লোক দশলক্ষণবিশিষ্ট ছিল। ৪৩

অমিততেজা মহর্ষি ব্যাসদেব যখন সরস্বতী নদীর তীরে বসিয়া পরমব্রহ্ম ধ্যান করিতেছিলেন, দেবর্ষি নারদ সেই সময় তাঁহাকে ঐ ভাগবত বলিয়াছিলেন। ৪৪

বৈরাজপুরুষ হইতে এই বিশ্ব কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি আমাকে তাহা এবং আরও অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি ভাগবত শ্লোক-ব্যাখ্যা দ্বারাই সম্পূর্ণ উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। ৪৫

ইতি দ্বিতীয় স্কন্ধে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়

বাদরায়ণিরুবাচ।

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ। মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥ ১ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্। বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ২ ॥
ভূত-মাত্রেন্দ্রিয়-ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ। ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥
স্থিতির্বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ। মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্ম ঊতয়ঃ কর্ম্মবাসনাঃ॥ ৪ ॥
অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্ত্তিনাম্। পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ ॥৫॥
নিরোধোঽস্যানু শয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ। মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৬ ॥
আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোঽস্ত্যধ্যবসীয়তে। স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে ॥৭॥

ভাগবত ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শুকদেবের রাজপ্রশ্নোত্তর দান

বাদরায়ণি কহিলেন,—রাজন্! এই ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ. উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় এই দশটি পদার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১

এই দশটি পদার্থ পরস্পর ভিন্ন হইলেও ইহাতে শাস্ত্র ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ, দশম পদার্থ যে আশ্রয়, তাহার বিশুদ্ধিনিমিত্ত অর্থাৎ তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত মহাত্মা ব্যক্তিরা কোথাও শ্রুতি দ্বারা, কোথাও সাক্ষাৎ, কোথাও তাৎপর্য্য দ্বারা অন্য নয়টির লক্ষণ বর্ণন করিয়া থাকেন। ২

রাজন্! গুণত্রয়ের পরিণাম হেতু কর্ত্তা পরমেশ্বর হইতে আকাশাদি, শব্দতন্মাত্রাদি, শব্দাদি, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব, এ সকলের বিরাটরূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি হয়, তাহারই নাম "সর্গ", আর ব্রহ্মা হইতে যে চরাচর-সৃষ্টি, তাহার নাম "বিসর্গ"। ৩

ভগবানের সৃষ্ট জীবলোকের তত্তৎ মর্য্যাদা রক্ষা দ্বারা যে উৎকর্ষ লাভ হয়, তাহার নাম "স্থিতি"। ঐরূপ উৎকর্ষে অবস্থিত আপন ভক্তজনে ভগবানের যে অনুগ্রহ, তাহাকে "পোষণ" এবং কর্ম্মসমূহের বাসনাকে "উতি" বলে। আর ভগবানের অনুগৃহীত মন্বাদির যে ধর্ম্ম, তাহার নাম "মন্বন্তর"। ৪

শ্রীহরির অবতার-চরিত্র এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী মহাপুরুষদিগের নানা উপাখ্যানে সমৃদ্ধ যে চরিত্র-কথা, তাহার নাম "ঈশানুকথা"। ৫

ভগবান্ শ্রীহরির যোগনিদ্রা অবলম্বনের পর, স্বীয় শক্তির সহিত জীবের যে শয়ন বা লয় হইয়া থাকে, তাহার নাম "নিরোধ"। আত্মার অন্যথারূপ অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত অজ্ঞতাদি পরিত্যাগ করিয়া বিশিষ্ট বিধানে স্ব-স্বরূপে অবস্থিতির নাম "মুক্তি"। ৬

যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি এবং লয় হয়, যাঁহা হইতে জগৎ প্রকাশ পায়, যিনি পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাকেই প্রকৃত "আশ্রয়" বলা হয়। ৭

যোঽধ্যাত্মিকোঽয়ং পুরুষঃ সোঽসাবেবাধিদৈবিকঃ।
যস্তত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো হ্যাধিভৌতিকঃ ॥ ৮ ॥
একমেকতরাভাবে যদা নোপলভামহে। ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ ॥ ৯॥
পুরুষোঽণ্ডং বিনির্ভিদ্য যদাসৌ স বিনির্গতঃ। আত্মনোঽয়নমন্বিচ্ছন্নপোঽস্রাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচীঃ॥১০॥
তাস্ববাৎসীৎ স্বসৃষ্টাসু সহস্রং পরিবৎসরান্। তেন নারায়ণো নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ ॥ ১১ ॥
দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ। যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥ ১২ ॥
একো নানাত্বমন্বিচ্ছন্ যোগতল্পাৎ সমুত্থিতঃ।
বীর্য্যং হিরণ্ময়ং দেবো মায়য়া ব্যসৃজৎ ত্রিধা ॥
অধিদৈবমথাধ্যাত্মমধিভূতমিতি প্রভুঃ ॥ ১৩ ॥
অথৈকং পৌরুষং বীর্য্যং ত্রিধা ভিদ্যত তচ্ছৃণু ॥ ১৪ ॥

হে রাজন্! চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অভিমানী দ্রষ্টা জীবস্বরূপ যে আধ্যাত্মিক পুরুষ, তাঁহাকেই আবার ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা আধিদৈবিক বলিয়া জানিবেন। আর যাহা হইতে এই উভয়ের ভেদ উপস্থিত হয়, তাহাই আধিভৌতিক; সেই আধিভৌতিক বা অক্ষিগোলকাদি-সমন্বিত দেহও পুরুষ। ৮

আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতয়ের মধ্যে একের অভাব হইলে যখন আমরা অন্যটিকে দেখিতে পাই না, যিনি সাক্ষিস্বরূপে ঐ ত্রিতয়কে আলোচনারূপ প্রত্যয় দ্বারা দেখিতেছেন, তিনিই পরমাত্মা বা আশ্রয়, কিন্তু তাঁহার আশ্রয় কেহ নাই, এই জন্য তিনি নিজেই নিজের আশ্রয়। ৯

হে রাজন্! বিরাট পুরুষ অণ্ডভেদ করিয়া নির্গত হইয়া আপনার অবলম্বন-স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে স্বয়ং যেরূপ পবিত্র সেইরূপ পবিত্র গর্ভোদক নামে উদকের সৃষ্টি করিলেন। ১০

অনন্তর তিনি নিজ সৃষ্ট জলের মধ্যে সহস্র সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলেন, জল সেই নর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া উহাকে নার বলা হয়। সেই নারকে তাঁহার অয়ন (অবলম্বনস্থান) করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার নাম "নারায়ণ" হইয়াছে। ১১

রাজন্! সেই পুরুষের প্রভাবের সীমা নাই, দ্রব্য অর্থাৎ উপাদানসামগ্রী এবং কর্ম্ম, কাল, স্বভাব ইত্যাদি নিমিত্ত সকল আর জীব অর্থাৎ ভোক্তা, ইহারা তাঁহার অনুগ্রহেই নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেছে, তিনি উপেক্ষা করিলে এই সমুদয় সত্তা-ধারণেই সমর্থ হয় না। ১২

একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ লীলাময় সেই জগদীশ্বর যোগনিদ্রা হইতে উত্থানের পর বহুরূপী হইতে ইচ্ছা করিয়া মায়াবলে প্রকাশবহুল, গর্ভরূপ, চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক বিরাট দেহকে অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। ১৩

হে নরনাথ! যেভাবে সেই একই পুরুষশক্তি তিনভাগে বিভক্ত হইল, এক্ষণে তাহা শ্রবণ কর।১৪

বিবৃতি—দেহ-সৃষ্টির পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গণরূপ অধিষ্ঠানের অভাবে ইন্দ্রিয়-প্রকাশক অভিমানী দেবতাগণ কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম; অতএব তৎকালে ইন্দ্রিয়াভিমানী দ্রষ্টা জীব ও ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মধ্যে জীবত্ব ভিন্ন আর কোনও বিশেষ ধর্ম্ম প্রতিভাত হইতে পারে না। ৮।

এখানে পৃথিবীতত্ত্বকেও এই উদক তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। ৯।

পরমেশ্বর সেই ব্রহ্মাণ্ডসমূহের বীজরূপ তত্ত্ব সমুদায়কে ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতাদিরূপে বিভক্ত করিলেন। ১০

অন্তঃশরীর আকাশাৎ পুরুষস্য াবচেষ্টতঃ। ওজঃ সহো বলং জজ্ঞে ততঃ প্রাণো মহানসুঃ ॥১৫॥
অনুপ্রাণন্তি যং প্রাণাঃ প্রাণন্তং সর্ব্বজন্তুষু। অপানন্তমপানন্তি নরদেবমিবানুগাঃ ॥ ১৬ ॥
প্রাণেন ক্ষিপতা ক্ষুৎতৃড়ন্তরাজায়তে (প্র) বিভোঃ। পিপাসতো যক্ষতশ্চ প্রাঙ্মুখং নিরভিদ্যত ॥১৭॥
মুখতস্তালু নির্ভিন্নং জিহ্বা তত্রোপজায়তে। ততো নানারসো জজ্ঞে জিহ্বয়া যোঽধিগম্যতে॥১৮॥
বিবক্ষোর্মুখতো ভূম্নো বহ্নির্বাগ্ব্যাহৃতং তয়োঃ ॥ ১৯ ॥
জলে চৈ(বৈ)তস্য সুচিরং নিরোধঃ সমজায়ত।
নাসিকে নিরভিদ্যেতাং দোধূয়তি নভস্বতি।
তত্র বায়ুর্গন্ধবহো ঘ্রাণো নসি জিঘৃক্ষতঃ ॥ ২০ ॥
যদাত্মনি নিরালোকমাত্মানঞ্চ দিদৃক্ষতঃ। নির্ভিন্নে অক্ষিণী তস্য জ্যোতিশ্চক্ষুর্গুণগ্রহঃ ॥ ২১ ॥
বোধ্যমানস্য ঋষিভিরাত্মনস্তজ্জিঘৃক্ষতঃ। কর্ণৌ চ নিরভিদ্যেতাং দিশঃ শ্রোত্রং গুণগ্রহঃ ॥২২॥

সেই পুরুষ নানা প্রকারে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর তাঁহার শরীরাভ্যন্তরবর্ত্তী আকাশ হইতে ওজঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তি, সহ অর্থাৎ মনঃশক্তি, বল অর্থাৎ দেহশক্তি এবং ঐ ক্রিয়াশক্তিস্বরূপ সূক্ষ্ম রূপ হইতে অসু নামক মহৎ অর্থাৎ সূত্রাখ্য মুখ্য প্রাণ উদ্ভূত হইল। ১৫

ভৃত্যগণ যেরূপ রাজার অনুবর্ত্তন করে, সেইরূপ প্রভুরূপী প্রাণ চেষ্টাযুক্ত হইলে, ভৃত্যতুল্য ইন্দ্রিয়গণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং ইহার নিবৃত্তি হইলেই উহারাও সেই সঙ্গে নিবৃত্ত হইয়া পড়ে। ১৬

বিরাট পুরুষের উদরে ঐ প্রাণের সঞ্চালনে বিভু অর্থাৎ বিরাটের ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদ্রেক হইল। এইরূপে তিনি পান ও ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রথমতঃ তাঁহার মুখ বিভক্ত হইয়া প্রকাশ পাইল।১৭

অনন্তর ঐ মুখ হইতে তালু অর্থাৎ জিহ্বার অধিষ্ঠানস্থান নির্ভিন্ন হইলে ঐ তালুতে জিহ্বা অর্থাৎ রসনেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। তদনন্তর (রসনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ) নানা রস জন্মে এবং জিহ্বা দ্বারা সেই সমস্ত রসের পরিগ্রহ হইয়া থাকে। ১৮

পরে ঐ বিরাট পুরুষ বাক্য-প্রয়োগে অভিলাষী হইলে তাঁহার ঐ মুখ হইতে বাক্য ও তদধিষ্ঠাতৃদেবতা অগ্নির সৃষ্টি হয়। ১৯

তিনি যখন জলশায়ী ছিলেন, তখন বহুকাল তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু এইরূপে প্রাণবায়ু নিরতিশয় উদ্বেলিত হইলে পর তাঁহার দুই নাসারন্ধ্র উৎপন্ন হইল। অনন্তর তাঁহার গন্ধ লইতে ইচ্ছা হইলে নাসিকা হইতে গন্ধ ও তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা গন্ধবহ বায়ুর সৃষ্টি হয়। ২০

রাজন্! প্রথমতঃ এই সমস্ত জগৎ নিরালোক অর্থাৎ প্রকাশশূন্য ছিল, তখন তিনি স্বীয় মূর্ত্তি ও অন্যান্য বস্তু দেখিবার অভিলাষী হইলে তাঁহার দুই চক্ষু ও তদধিষ্ঠাতৃদেবতা জ্যোতিঃস্বরূপ আদিত্যের সৃষ্টি হয়। তাহাতেই তিনি রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন।২১

বেদবাক্য দ্বারা ঋষিবৃন্দ সেই বিরাট পুরুষের উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হইলে তিনি উহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইলেন। সেই অভিলাষবশেই তাঁহার দুই কর্ণবিবর, শ্রবণেন্দ্রিয় ও তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা দিক্‌সমূহের উদ্ভব হইল। তাহাতে শব্দের পরিগ্রহ হইয়া থাকে। ২২

বিবৃতি—বর্ত্তমান প্রকরণে ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি জীবধর্ম্ম পরমেশ্বরে ও প্রভুত্বাদি ঈশ্বর-ধর্ম্ম বিরাট জীবে আরোপ করিয়া উপাসকের পক্ষে দুইটিকে এক ও অভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ১৭

বস্তুনো মৃদু-কাঠিন্য-লঘু-গুর্ব্বোষ্ণ-শীততাম্ ।
জিঘৃক্ষতস্ত্বগ্নির্ভিন্না তস্যাং রোমমহীরুহাঃ ।
তত্র চান্তর্ব্বহির্ব্বাতস্ত্বচা লব্ধগুণো বৃতঃ ॥ ২৩ ॥
হস্তৌ রুরুহতুস্তস্য নানাকর্ম্মচিকীর্ষয়া ।
তয়োস্তু বলবানিন্দ্র আদানমুভয়াশ্রয়ম্ ॥ ২৪ ॥
গতিং জিগীষতঃ পাদৌ রুরুহাতেঽভিকামিকাম্ ।
পদ্ভ্যাং যজ্ঞঃ স্বয়ং হব্যং কর্ম্মভিঃ ক্রিয়তে নৃভিঃ ॥ ২৫ ॥
নিরভিদ্যত শিশ্নো বৈ প্রজানন্দামৃতার্থিনঃ । উপস্থ আসীৎ কামানাং প্রিয়ং তদুভয়াশ্রয়ম্ ॥২৬॥
উৎসিসৃক্ষোর্ধাতুমলং নিরভিদ্যত বৈ গুদম্ । ততঃ পায়ুস্ততো মিত্র উৎসর্গ উভয়াশ্রয়ঃ ॥ ২৭॥
আসিসৃপ্সোঃ পুরঃ পূর্য্যা নাভিদ্বারমপানতঃ । তত্রাপানস্ততো মৃত্যুঃ পৃথক্ত্বমুভয়াশ্রয়ম্ ॥ ২৮ ॥
আদিৎসোরন্নপানানামাসন্ কুক্ষ্যন্ত্রনাড়য়ঃ । নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ তয়োস্তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তদাশ্রয়ে ॥ ২৯ ॥

অনন্তর তিনি বস্তু সকলের মৃদুত্ব, কঠিনত্ব, লঘুত্ব, গুরুত্ব, উষ্ণত্ব, শীতত্ব এই সকল ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলে ত্বক্ অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান চর্ম্ম এবং রোমকূপ, ত্বগিন্দ্রিয় ও তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা মহীরুহগণের উৎপত্তি হইল। বায়ু সেই ত্বকের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ আবৃত করিয়া স্পর্শ গ্রহণ করিতেছেন। ২৩

পুরুষ বিবিধ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহার দুই হস্ত, হস্তেন্দ্রিয়, বল এবং তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ইন্দ্র সৃষ্ট হইলেন। এই আদান দুই হস্তের কার্য্য। ২৪

এইরূপে তিনি অভীষ্ট গতি জয় করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার পদদ্বয় উৎপন্ন হইল। যজ্ঞরূপী বিষ্ণু স্বয়ং সেই চরণদ্বয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে বিরাজমান হইলেন। নরগণ তদ্যোগে গতি-নামক কর্ম্ম-শক্তি দ্বারা যজ্ঞাদি সম্পন্ন করেন, অতএব গতি-নাম্নী কর্ম্মশক্তিই ঐ চরণের ইন্দ্রিয় এবং যজ্ঞার্থ-দ্রব্যই তাহার বিষয়। ২৫

ভগবান্, অপত্যোৎপত্তি, স্ত্রীসম্ভোগ ও স্বর্গাদি বাসনা করিলে তাঁহার উপস্থ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান শিশ্ন, এবং উপস্থেন্দ্রিয় তথা তদধিষ্ঠাতৃ-দেবতা প্রজাপতির উৎপত্তি হইল। স্ত্রীসম্ভোগ জন্য সুখ এবং ঐ ইন্দ্রিয় তদধিষ্ঠাতৃদেবতার অধীন। ২৬

এইরূপে তিনি ধাতুমল বা ভুক্ত-অন্নাদির অসারাংশ পরিত্যাগের বাসনা করিলে, তাঁহার গুহ্যরন্ধ্র, গুহ্যেন্দ্রিয় পায়ু এবং তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা মিত্র উৎপন্ন হইলেন। মলত্যাগ ঐ উভয়ের কার্য্য।২৭

ভগবান্ যখন একদেহ হইতে অন্যদেহে সম্যক্রূপে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন, তখন নাভিদ্বার, অপান এবং মৃত্যুর সৃষ্টি হইল। নাভিদেশে প্রাণবায়ু ও অপান বায়ুর বিশ্লেষ হইলেই মৃত্যু হয়, অতএব বহির্নিঃসরণশীল অপান বায়ুর পৃথক্ত্ব উক্ত ইন্দ্রিয় ও দেবতার অধীন। ২৮

পরে তিনি অন্ন ও পানীয় সংগ্রহের অভিলাষী হইলে, তাঁহার উদর-অন্ত্র এবং নাড়ীর সৃষ্টি হইল, তন্মধ্যে কুক্ষি অধিষ্ঠান, অন্ত্র অন্নসংগ্রহে, এবং নাড়ী-ইন্দ্রিয়-সংগ্রহে করণ। ঐ অন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা নদী এবং নাড়ীর অধিষ্ঠাতৃদেবতা সমুদ্র। তুষ্টি অর্থাৎ উদরপূর্ত্তি এবং পুষ্টি অর্থাৎ রসপরিপাক-জনিত স্থূলতা, উক্ত ইন্দ্রিয় ও দেবতা উভয়ের অধীন। ২৯

নিদিধ্যাসোরাত্মমায়াং হৃদয়ং নিরভিদ্যত। ততো মনশ্চন্দ্র ইতি সঙ্কল্পঃ কাম এব চ ॥ ৩০॥
ত্বক্-চর্ম্ম-মাংস-রুধির মেদোমজ্জাঽস্থি ধাতবঃ। ভূম্যপ্তেজোময়াঃ সপ্ত প্রাণো ব্যোমাম্বুবায়ুভিঃ॥৩১॥
গুণাত্মকানীন্দ্রিয়াণি ভূতাদিপ্রভবা গুণাঃ। মনঃ সর্ব্ববিকারাত্মা বুদ্ধির্বিজ্ঞানরূপিণী ॥ ৩২ ॥
এতদ্ভগবতো রূপং স্থূলং তে ব্যাহৃতং ময়া। মহ্যাদিভিশ্চাবরণৈরষ্টভির্বহিরাবৃতম্ ॥ ৩৩ ॥
অতঃ পরং সূক্ষ্মতমমব্যক্তং নির্ব্বিশেষণম্। অনাদিমধ্যনিধনং নিত্যং বাঙ্মনসঃ পরম্ ॥ ৩৪ ॥
অমুনী ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে। উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ ॥৩৫॥
স বাচ্য-বাচকতয়া ভগবান্ ব্রহ্মরূপধৃক্। নাম-রূপক্রিয়া ধত্তে সকর্ম্মাঽকর্ম্মকঃ পরঃ ॥৩৬॥
প্রজাপতীন্ মনূন্ দেবানৃষীন্ পিতৃগণান্ পৃথক্। সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব্বান্ বিদ্যাধ্রাঽসুর-গুহ্যকান্ ॥৩৭॥
কিন্নরাঽপ্সরসো নাগান্ সর্পান্ কিম্পুরুষান্ নরান্।
মাতৃ-রক্ষঃ-পিশাচাংশ্চ প্রেত-ভূত-বিনায়কান্ ॥ ৩৮ ॥

পুরুষ স্বীয় মায়া চিন্তা করিতে ইচ্ছুক হইলে, হৃদয়, মন, সঙ্কল্প, অভিলাষ এবং মনের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা চন্দ্র এই সকলের সৃষ্টি হইল। ৩০

অনন্তর দেহের স্থূল চর্ম্ম এবং তদুপরিস্থ সূক্ষ্মচর্ম্ম বা ত্বক্, তথা মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা ও অস্থি, এই সপ্ত ধাতু—ক্ষিতি, জল ও তেজ হইতে সৃষ্ট হইল। যদিও সৃষ্ট সমস্ত পদার্থই পাঞ্চভৌতিক, তথাপি বায়ু ও আকাশ আহাররূপে ঐ সকলকে পুষ্ট করে না। প্রাণ আকাশ, জল ও বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্রিয় সকল বিষয়াভিমুখস্বভাব এবং শব্দাদি বিষয়গণ ভূতাদি অহঙ্কার হইতে সৃষ্ট হয়, অর্থাৎ অহঙ্কার দ্বারা তাহাদের শোভন স্বভাব কল্পিত হয়, বস্তুতঃ কিন্তু তাহারা তদ্রূপ নহে; কারণ, মন সর্ব্ববিকারের আত্মা বা স্বরূপ; কিন্তু বুদ্ধি ভূতার্থ-বিজ্ঞানরূপিণী (পরমার্থগ্রাহিণী নহে)। ৩১-৩২

হে নরনাথ! আমি ভগবানের স্থূলরূপ তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। উহা বহির্ভাগে প্রকৃতি লইয়া মহী আদি অষ্ট আবরণে আবৃত। ৩৩

হে নরনাথ! ইহা ভিন্ন তাঁহার আর একটি সূক্ষ্মতম রূপ আছে। উহা অব্যক্ত, তাহার কোন বিশেষণ নাই, উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়শূন্য, নিত্য এবং বাঙ্মনের অগোচর। ৩৩

রাজন্! আমি আপনার নিকট নিঃসংশয়িতরূপে ভগবানের উভয় রূপই বর্ণনা করিলাম, কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই উভয়কেই স্বীকার করেন না; কারণ, উভয়ই মায়া-সৃষ্ট। সেই ভগবান পর বা প্রাকৃত-গুণস্পর্শশূন্য এবং অকর্ম্মক বা সর্ব্বব্যাপার-বিবর্জ্জিত হইলেও ব্রহ্মারূপ ধারণ করিয়া, মায়া অবলম্বন করিয়া, সকর্ম্মক হইয়া বাচ্য-বাচকরূপে নাম, রূপ ও ক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ৩৫-৩৬

প্রজাপতি, মনু, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, অসুর, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সরা, নাগ, সর্প, কিম্পুরুষ, নর ও নরমাতৃগণ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত, বিনায়ক, কুষ্মাণ্ডক, উন্মাদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, খগ, পশু, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও সরীসৃপ পৃথক্‌ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। ৩৭-৩৮

বিবৃতি—হৃদয়-অধিষ্ঠানে চিত্ত, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই ইন্দ্রিয় সকল ও তাঁহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা বাসুদেব, রুদ্র ও ব্রহ্মা বিদ্যমান, ইহা পরে তৃতীয় স্কন্ধে বলা হইয়াছে। ৩০।

এই স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ, কারণ বা ভগবন্মায়ার দ্বারা সৃষ্ট—এই জন্য শুদ্ধ ভক্তিমান্ পণ্ডিতেরা ইহা প্রথম দশায়ও অঙ্গীকার না করিয়া সাধন-সাধ্যদশাতে শুদ্ধ সত্ত্বময় রামকৃষ্ণ-নৃসিংহাদিরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৩৫

কুষ্মাণ্ডোন্মাদ-বেতালান্ যাতুধানান্ গ্রহানপি।
মৃগান্ খগান্ পশূন্ বৃক্ষান্ গিরীন্ নৃপ সরীসৃপান্ ॥
দ্বিবিধাশ্চতুর্বিধা যেঽন্যে জল-স্থল-নভৌকসঃ ॥ ৩৯ ॥
কুশলাকুশলা মিশ্রাঃ কর্ম্মণাং গতয়স্ত্বিমাঃ ॥ ৪০ ॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি তিস্রঃ সুর-নৃ-নারকাঃ।
তত্রাপ্যেকৈকশো রাজন্ ভিদ্যন্তে গতয়স্ত্রিধা। যদৈকৈকতরোঽন্যাভ্যাং স্বভাব উপহন্যতে ॥৪১॥
স এবেদং জগদ্ধাতা ভগবান্ ধর্ম্মরূপধৃক্। পুষ্ণাতি স্থাপয়ন্ বিশ্বং তির্য্যঙ্‌নরসুরাদিভিঃ ॥৪২॥
ততঃ কালাগ্নিরুদ্রাত্মা যৎ সৃষ্টমিদমাত্মনঃ। সংনিযচ্ছতি তৎ কালে ঘনানীকমিবানিলঃ ॥ ৪৩ ॥
ইত্থংভাবেন কথিতো ভগবান্ ভগবত্তমঃ। নেত্থং ভাবেন হি পরং দ্রষ্টুমর্হন্তি সূরয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
নাস্য কর্ম্মণি জন্মাদৌ পরস্যানুবিধীয়তে। কর্ত্তৃত্বপ্রতিষেধার্থং মায়য়ারোপিতং হি তৎ ॥ ৪৫ ॥
অয়ন্তু ব্রহ্মণঃ কল্পঃ সবিকল্প উদাহৃতঃ। বিধিঃ সাধারণো যত্র সর্গাঃ প্রাকৃতবৈকৃতাঃ ॥৪৬॥
পরিমাণঞ্চ কালস্য কল্পলক্ষণবিগ্রহম্। যথা পুরস্তাদ্ব্যাখ্যাস্যে পাদ্মং কল্পমথো শৃণু ॥ ৪৭ ॥

অপর স্থাবর, জঙ্গম এই দ্বিবিধ, তথা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ, তথা জলচর, ভূচর, খেচর, এই সকলও ভগবান হইতে পৃথক্‌ভাবে উদ্ভূত হইয়াছে। ৩৯

হে নরনাথ! এই সকলের মধ্যে উত্তম, অধম এবং মধ্যম আছে, তাহা তাহাদিগের পুণ্য, অপুণ্য এবং মিশ্রিত পাপ-পুণ্যের ফল। ৪০

মহারাজ! তদনুসারে সত্ত্ব, রজ ও তমঃ হইতে ক্রমান্বয়ে দেবতা, মনুষ্য ও নারকীর উৎপত্তি হয়। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যেও এক একটির গতি উত্তমাদি ভেদে তিন প্রকার হইয়া বিভিন্ন হয়, যেহেতু, একটি অন্য দুইটি গুণে মিশ্রিত। ৪১

সেই ভগবানই মনুষ্য, দেবতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি অবতার দ্বারা এই বিশ্বের পালন-পুরঃসর ধর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া তত্তদ্ভোগ বা ভোগসামগ্রী সংবর্দ্ধন করিতেছেন। ৪২

আবার তিনিই অবসানে কালাগ্নি-রুদ্ররূপে, বায়ু যেরূপ মেঘশ্রেণীকে সংহার করে, তাহার ন্যায় আপনার সৃষ্ট এই বিশ্বের সংহার করিবেন। ৪৩

রাজন্! ভগবত্তম ভগবান্‌কে এই ভাবে শ্রুতিতে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু পণ্ডিত-ব্যক্তিদিগের কেবল এইরূপেই তাঁহাকে দর্শন করা উচিত নহে। ৪৪

মহারাজ! এই বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব-প্রতিপাদন শ্রুতিরও তাৎপর্য্য নহে। তাহা কেবল মায়া দ্বারাই কল্পিত হয়, কেবল কর্তৃত্ব-প্রতিষেধের নিমিত্তই তাঁহার ঐ রূপ শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়া থাকে। ৪৫

রাজন্! ব্রহ্মার মহাকল্প ও অবান্তরকল্প সংক্ষেপে উদাহরণচ্ছলে তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। মহাকল্পে প্রাকৃত এবং অবান্তরকল্পে বৈকৃত স্থাবরাদি সৃষ্টি ইত্যাদির বিধি অন্যান্য যাবতীয় মহাকল্পাদিতেই সমান। ৪৬

মহারাজ! কালের স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিমাণ এবং কল্পের লক্ষণ অর্থাৎ তাহা যদ্রূপ ও তাহার অবান্তর অবয়ব যত প্রকার, অর্থাৎ অবান্তর কল্প মন্বন্তর ইত্যাদি বিস্তার পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিব। এক্ষণে পাদ্ম-কল্প ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর। ৪৭

শ্রীশৌনক উবাচ।

যদাহ নো ভবান্ সূত ক্ষত্তা ভাগবতোত্তমঃ। চচার তীর্থানি ভুবস্ত্যক্ত্বা বন্ধূন্ সুদুস্ত্যজান্ ॥৪৮॥
ক্ষত্তুঃ কৌশারবেস্তস্য সংবাদোঽধ্যাত্মসংশ্রিতঃ। যদ্বা স ভগবাংস্তস্মৈ পৃষ্টস্তত্ত্বমুবাচ হ ॥ ৪৯ ॥
ব্রূহি নস্তদিদং সৌম্য বিদুরস্য বিচেষ্টিতম্। বন্ধুত্যাগনিমিত্তঞ্চ যথৈবাগতবান্ পুনঃ ॥ ৫০ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

রাজ্ঞা পরীক্ষিতা পৃষ্টো যদবোচন্মহামুনিঃ। তদ্বোঽভিধাস্যে শৃণুত রাজ্ঞঃ প্রশ্নানুসারতঃ ॥ ৫১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে
দশলক্ষণ-কথনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

শৌনক বলিলেন,—“হে সূত! তুমি বলিয়াছিলে, পরম ভাগবতশ্রেষ্ঠ বিদুর দুস্ত্যজ বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং মৈত্রেয়ের সহিত তাহার অধ্যাত্মজ্ঞান বিষয়ে যে সব কথোপকথন হইয়াছিল, অথবা বিদুর কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মৈত্রেয় ঐ বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তুমি তৎসমুদয় বর্ণনা কর। বিদুর বন্ধুত্যাগ করিয়া কি প্রকার আচরণ করেন এবং যেরূপে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করেন, সৌম্য! তুমি আমাদিগের নিকট তাহাও বর্ণনা কর। ৪৮-৫০

সূত কহিলেন,—আপনারা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, রাজা পরীক্ষিৎ এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে পর, মহামুনি শুক যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, আমি আপনাদিগকে তাহাই কহিতেছি, আপনারাও তদ্রূপে শ্রবণ করুন। ৫১

দ্বিতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

এবমেতৎ পুরা পৃষ্টো মৈত্রেয়ো ভগবান্ কিল। ক্ষত্রা বনং প্রবিষ্টেন ত্যক্ত্বা স্বগৃহমৃদ্ধিমৎ ॥ ১ ॥
যদ্বা অয়ং মন্ত্রকৃদ্বো ভগবানখিলেশ্বরঃ। পৌরবেন্দ্রগৃহং হিত্বা প্রবিবেশাত্মসাৎকৃতম্ ॥২॥

শ্রীরাজোবাচ।

কুত্র ক্ষত্তুর্ভগবতা মৈত্রেয়েণাস সঙ্গমঃ। কদা বা সহ সংবাদ এতদ্বর্ণয় নঃ প্রভো ॥ ৩ ॥
ন হ্যল্পার্থোদয়স্তস্য বিদুরস্যামলাত্মনঃ। তস্মিন্ বরীয়সি প্রশ্নঃ সাধুবাদোপবৃংহিতঃ ॥৪ ॥

বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নির্গত গতায়ুঃ বিদুরের সহিত উদ্ধবের কথোপকথন।

শুকদেব কহিলেন,—মহারাজ! মহাত্মা বিদুর পাণ্ডবদিগের সর্ব্বসম্পত্তি-পরিপূর্ণ নিকেতন ত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক ভগবান্ মৈত্রেয় ঋষিকে পূর্ব্বে এই সকল বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১

হে রাজন্! পাণ্ডবদিগের গৃহ অতিশয় প্রশংসনীয়, তাহা পরিত্যাগ করিবার হেতু ছিল না। কারণ, অখিলেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের দৌত্যকার্য্য-কালে দুর্য্যোধন-ভবন পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং অনাহূত হইয়াও পাণ্ডব-গৃহ আপন ভাবিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব ঐ গৃহ কখনও ত্যাগ করা যাইতে পারে না, বিদুর বন্ধুবিয়োগ-দর্শন-ভয়ে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। ২

রাজা শ্রীপরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! ভগবান্ মৈত্রেয় মুনির সহিত বিদুরের কোথায় সমাগম হয়? এবং কোন্ সময়েই বা তাঁহার সহিত সংবাদ অর্থাৎ কথোপকথন হইয়াছিল, এই সমস্ত আপনি বিশেষভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। ৩

হে ব্রহ্মন্! বিদুর অতি পবিত্রাত্মা, তিনি মৈত্রেয়কে যে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা সাধুগণের অনুমোদন দ্বারা গৌরবান্বিত, বোধ করি, তাহা হইতে অল্প অর্থের উদয় হইবে না অর্থাৎ তাহাতে অতি গুরুতর বিষয় প্রকাশ পাইতে পারিবে। ৪

শ্রীসূত উবাচ।

স এবমৃষিবর্য্যোঽয়ং পৃষ্টো রাজ্ঞা পরীক্ষিতা। প্রত্যাহ তং সুবহুবিৎ প্রীতাত্মা শ্রূয়তামিতি ॥৫॥

শ্রীশুক উবাচ।

যদা তু রাজা স্বসুতানসাধূন্ পুষ্ণন্নধর্ম্মেণ বিনষ্টদৃষ্টিঃ।
ভ্রাতুর্যবিষ্ঠস্য সুতান্ বিবন্ধূন্ প্রবেশ্য লাক্ষাভবনে দদাহ ॥ ৬ ॥
যদা সভায়াং কুরুদেবদেব্যাঃ কেশাভিমর্ষং সুতকর্ম্ম গর্হ্যম্।
ন বারয়ামাস নৃপঃ স্নুষায়াঃ স্বাস্রৈর্হরন্ত্যাঃ কুচকুঙ্কুমানি ॥ ৭ ॥
দ্যূতে ত্বধর্ম্মেণ জিতস্য সাধোঃ সত্যাবলম্বস্য বনাগতস্য।
ন যাচতোঽদাৎ সময়েন দায়ং তমো জুষাণো যদজাতশত্রোঃ ॥ ৮ ॥
যদা চ পার্থপ্রহিতঃ সভায়াং জগদ্গুরুর্যানি জগাদ কৃষ্ণঃ।
ন তানি পুংসামমৃতায়নানি রাজোরু মেনে ক্ষতপুণ্যলেশঃ ॥ ৯ ॥
যদোপহূতো ভবনং প্রবিষ্টো মন্ত্রায় পৃষ্টঃ কিল পূর্ব্বজেন।
অথাহ তন্মন্ত্রদৃশাং বরীয়ান্ যন্মন্ত্রিণো বৈদুরিকং বদন্তি ॥ ১০ ॥

শ্রীসূত কহিলেন,—ঋষিশ্রেষ্ঠ সুবহুজ্ঞ শুকদেব পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক ঐ প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া সন্তোষ-প্রকাশ-পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন। বিনষ্টচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় অসাধু পুত্রগণকে অধর্ম্ম দ্বারা প্রতিপালন পূর্ব্বক পিতৃহীন কনিষ্ঠ-ভ্রাতার পুত্রগণকে জতুগৃহে প্রবেশ করাইয়া দগ্ধ করিলেন। ৫ ৬

যখন তিনি আপনার পুত্র দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া সভাতে আনিতে দেখিয়াও পুত্রের এই নিন্দনীয় কর্ম্ম নিবারণ করিলেন না, বিশেষতঃ দ্রৌপদী সাধারণ স্ত্রী নহেন, কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের মহিষী; দুঃশাসনের অভিমর্ষণে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূ সেই দ্রৌপদীর নয়ন-যুগল হইতে জলধারা নিপতিত হইয়া পয়োধরস্থ কুঙ্কুম-সমস্ত ধৌত করিয়াছিল; অতএব তিনি যে কত ব্যথা পাইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। ৭

ধর্ম্মপুত্র অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় অধর্ম্ম দ্বারা পরাজিত হইলেও সত্যাবলম্বন পূর্ব্বক বনবাস স্বীকার করিয়া বন হইতে প্রত্যাগমনানন্তর পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে আপনার রাজ্য-ভাগ প্রার্থনা করেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র মোহবশতঃ তাঁহাকে তদীয় প্রাপ্য-ভাগ দিলেন না। ৮

আর জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ পার্থ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দুর্য্যোধন-সভায় গমন পূর্ব্বক যে যে বাক্য কহিলেন, ভীষ্ম প্রভৃতির কর্ণে সে সকল অমৃতস্রাবী বোধ হইলেও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুণ্যক্ষয় হওয়াতে তিনি তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন না অর্থাৎ তাঁহার রাজ্য-প্রাপ্তির হেতু যে পুণ্যলেশ ছিল, তাহাও বিনষ্ট হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে অনাদর করিলেন। ৯

অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিগণের মধ্যে তাঁহাকে (বিদুরকে) শ্রেষ্ঠ বিবেচনা পূর্ব্বক মন্ত্রণার নিমিত্ত আহ্বান করিলে, তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্যেষ্ঠের প্রশ্নে মন্ত্রণা দান করিয়াছিলেন, তাহা এতদূর বিখ্যাত যে, যে মন্ত্রবিশারদেরা সচরাচর উহাকে "বিদুর-বাক্য" বলিয়া থাকেন। ১০

অজাতশত্রোঃ প্রতিযচ্ছ দায়ং তিতিক্ষতো দুর্ব্বিষহং তবাগঃ।
সহানুজো যত্র বৃকোদরাহিঃ শ্বসন্ রুষা যৎ ত্বমলং বিভেষি ॥ ১১ ॥
পার্থাংস্তু দেবো ভগবান্ মুকুন্দো গৃহীতবান্ সক্ষিতিদেবদেবঃ।
আস্তে স্বপুর্য্যাং যদুদেবদেবো বিনির্জ্জিতাশেষনৃদেবদেবঃ ॥ ১২ ॥
স এষ দোষঃ পুরুষদ্বিড়াস্তে গৃহান্ প্রবিষ্টো যমপত্যমত্যা।
পুষ্ণাসি কৃষ্ণাদ্বিমুখো গতশ্রীস্ত্যজাশ্বশৈব্যং কুলকৌশলায় ॥ ১৩ ॥
ইত্যুচিবাংস্তত্র সুযোধনেন প্রবৃদ্ধকোপস্ফুরিতাধরেণ।
অসৎকৃতঃ সৎস্পৃহণীয়শীলঃ ক্ষত্তা সকর্ণানুজসৌবলেন ॥ ১৪ ॥
ক এনমত্রোপজুহাব জিহ্মং দাস্যাঃ সুতং যদ্বলিনৈব পুষ্টঃ।
তস্মিন্ প্রতীপঃ পরকৃত্য আস্তে নির্ব্বাস্যতামাশু পুরাচ্ছ্বসানঃ ॥১৫॥

বিদুর কহিয়াছিলেন, হে রাজন্! আপনার কৃত দুর্ব্বিষহ অপরাধ রাজা যুধিষ্ঠির সহ্য করিতেছেন, তাঁহাকে আপনি রাজ্যভাগ প্রদান করুন। মহারাজ! আপনি যাহাকে অত্যন্ত ভয় করেন, সেই ভীমরূপ বিষধর আপনার ঐ অপরাধে অনুজগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রোধে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। ১১

মহারাজ! আপনার বহু পুত্র আছে বলিয়া অহঙ্কার করিবেন না, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীতনয়-দিগকে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি মানব নহেন, দেবতা এবং স্বয়ং ভগবান্, আর তিনি ব্রাহ্মণমণ্ডলী এবং দেবগণের সহিত বর্ত্তমান (বস্তুতঃ যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেই স্থানেই ব্রাহ্মণ এবং দেবগণ বিরাজ করেন)। মহারাজ! তিনি অন্যগতও নহেন, নিজ পুরী দ্বারকাতেই সুখে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি যদুকুলশ্রেষ্ঠগণ-কর্ত্তৃক সদা পূজিত, ইহাতে যে পক্ষে তিনি থাকিবেন, প্রধান প্রধান যাদবগণও সেই পক্ষই অবলম্বন করিবেন। তিনি সমগ্র সম্রাট্-বৃন্দকে অশেষরূপে জয় করিয়াছেন, ইহাতে সকলেই তাঁহার বশীভূত। তিনি যে পক্ষে থাকিবেন, সমস্ত ভূপতিও সেই পক্ষে থাকিবে, অতএব পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধ করিবেন না, তাহাদের প্রাপ্য-ভাগ প্রদান করুন। ১২

মহারাজ! "দুর্য্যোধন রাজ্যভাগ দিতে স্বীকৃত হইবে না", যদি এ কথা আপনি বলেন, তবে উহার উত্তরে আমি বলি, ঐ দুর্য্যোধনই ত আপনার মূর্ত্তিমান দোষস্বরূপ; ঐ অমঙ্গলটাকে কুলের মঙ্গলের নিমিত্ত শীঘ্র আপনি পরিত্যাগ করুন; সে আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি হিংসা করে। আর আপনিও হতলক্ষ্মী; কারণ, শ্রীকৃষ্ণকে বিমুখ করিয়া অপত্যজ্ঞানে দুর্য্যোধনকে পোষণ করিতেছেন, কিন্তু ও ত আপনার অপত্য নয়, যাহা হইতে পতন না হয়, তাহাকেই অপত্য বলে, ও ত তদ্রূপ নহে, পরন্তু পতনের হেতুস্বরূপ। ১৩

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলে দুর্য্যোধন ক্রোধে কম্পিতাধর হইয়া কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সহিত একত্রে মিলিত হইল এবং যাঁহার স্বভাব সাধুগণ স্পৃহা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে সেই স্থানেই তিরস্কার করিতে করিতে বলিতে লাগিল। ১৪

অরে! এই খলস্বভাব কুটিল দাসীপুত্র বিদুরকে এখানে কে ডাকিয়াছে? এ ব্যক্তি যাহার অন্নে জীবনধারণ করিতেছে, তাহারই বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শত্রুর শুভকার্য্যে নিযুক্ত আছে। এ ব্যক্তিকে শ্বাসমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া গৃহ হইতে এখনি দূর করিয়া দাও। ১৫

স ইত্থমত্যুল্বণকর্ণবাণৈর্ভ্রাতুঃ পুরো মর্ম্মসু তাড়িতোঽপি।
স্বয়ং ধনুর্দ্বারি নিধায় মায়াং গতব্যথোঽযাদুরু মানযানঃ ॥ ১৬ ॥
স নির্গতঃ কৌরবপুণ্যলব্ধো গজাহ্বয়াৎ তীর্থপদঃ পদানি।
অন্বাক্রমৎ পুণ্যচিকীর্ষয়োর্ব্ব্যামধিষ্ঠিতো যানি সহস্রমূর্ত্তিঃ ॥ ১৭ ॥
পরেষু পুণ্যোপবনাদ্রিকুঞ্জেষ্বপঙ্কতোয়েষু সরিৎসরঃসু।
অনন্তলিঙ্গৈঃ সমলঙ্কৃতেষু চচার তীর্থায়তনেষ্বনন্যঃ ॥ ১৮ ॥
গাং পর্য্যটন্ মেধ্যবিবিক্তবৃত্তিঃ সদাপ্লুতোঽধঃশয়নোঽবধূতঃ।
অলক্ষিতঃ স্বৈরবধূতবেশো ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি ॥ ১৯ ॥
ইত্থং ব্রজন্ ভারতমেব বর্ষং কালেন যাবদ্ গতবান্ প্রভাসম্।
তাবচ্ছশাস ক্ষিতিমেকচক্রামেকাতপত্রামজিতেন পার্থঃ ॥ ২০ ॥
তত্রাথ শুশ্রাব সুহৃদ্বিনষ্টিং বনং যথা বেণুজবহ্নিসংশ্রয়ম্।
সংস্পর্দ্ধয়া দগ্ধমথানুশোচন্ সরস্বতীং প্রত্যগিয়ায় তূষ্ণীম্ ॥ ২১ ॥

তখন তিনি দুর্য্যোধনাদির ঈদৃশী দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত দেখিয়া, গৃহদ্বারে ধনুর্ব্বাণ রাখিযা, দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেই স্বয়ং গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। ভ্রাতার সমক্ষে কর্ণদ্বয়ে বাণবৎ প্রবিষ্ট পরুষবাক্য দ্বারা মর্ম্মাহত হইয়াও ভগবানের মায়াকে বিচিত্র বুঝিয়া অর্থাৎ মায়ার মহিমাতে মুগ্ধ হইয়াই ইহারা আমার এই অপমান করিতেছে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দুঃখবোধ করিলেন না। ১৬

অনন্তর কৌরব-পুণ্যলব্ধ বিদুর হস্তিনাপুর হইতে বাহগত হইয়া পৃথিবীর যে সকল স্থানে তীর্থপাদ ভগবানের ব্রহ্মরুদ্রাদি বহুবিধ মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছেন, পুণ্যসঞ্চয়বাসনায় তথায় তথায় গমন করিতে লাগিলেন। ১৭

যে সকল পুর, উপবন, পর্ব্বত ও কুঞ্জ পরম পবিত্র, যে যে নদী ও সরোবর পঙ্কহীন নির্ম্মল জলযুক্ত, আর যে যে তীর্থ এবং ক্ষেত্র অনন্ত ভগবানের মূর্ত্তিতে অলঙ্কৃত, সেই সেই স্থানে বিদুর একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ১৮

পৃথিবী-ভ্রমণকালে বিদুর হরিতোষণ-ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিকা শুচি পবিত্রা এবং অসঙ্কীর্ণা ছিল। তিনি প্রত্যেক তীর্থেই অবগাহন করিতেন, ভূমিতে শয়ন করিতেন, অবধূতবেশে অর্থাৎ অসংস্কৃতবেশে থাকিতেন, বল্কল পরিধান করিতেন, এ জন্য আত্মীয়-স্বজন কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। ১৯

বিদুর এইরূপে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে করিতে যখন প্রভাসতীর্থে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই সময় কৃষ্ণের সাহায্যে যুধিষ্ঠির এই ক্ষিতিকে স্বীয় সৈন্যবলে একচক্রা এবং একচ্ছত্রা করিয়া শাসন আরম্ভ করিলেন। ২০

প্রভাসে গিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার কর্ণগোচর হইল, বেণুজ-বহ্নি-সংঘর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন বহ্নি যেমন বনকে দগ্ধ করে, সেইরূপ পরস্পর স্পর্দ্ধাহেতু সুহৃৎ কুরুপাণ্ডবগণ বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব শোকাতুর হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে সরস্বতী-নদীতীরে গমন করিলেন। ২১

বিজ্ঞপ্তি—পুণ্যসঞ্চয়-বাসনায় অর্থাৎ এই দুঃসঙ্গের দ্বারা যে পাপ হইয়াছিল, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তাহা ক্ষয়ের ইচ্ছায়। ১০

তস্যাং ত্রিতস্যোশনসো মনোশ্চ পৃথোরথাগ্নেরসিতস্য বায়োঃ।
তীর্থং সুদাসস্য গবাং গুহস্য যচ্ছ্রাদ্ধদেবস্য স আসিষেবে॥ ২২॥
অন্যানি চেহ দ্বিজদেবদেবৈঃ কৃতানি নানায়তনানি বিষ্ণোঃ।
প্রত্যঙ্গমুখ্যাঙ্কিতমন্দিরাণি যদ্দর্শনাৎ কৃষ্ণমনুস্মরন্তি॥ ২৩॥
ততস্ত্বতিব্রজ্য সুরাষ্ট্রমৃদ্ধং সৌবীরমৎস্যান্ কুরুজাঙ্গলাংশ্চ।
কালেন যাবদ্ যমুনামুপেত্য তত্রোদ্ধবং ভাগবতং দদর্শ॥ ২৪॥
স বাসুদেবানুচরং প্রশান্তং বৃহস্পতেঃ প্রাক্তনয়ং প্রতীতম্।
আলিঙ্গ্য গাঢ়ং প্রণয়েন ভদ্রং স্বানামপৃচ্ছদ্ভগবৎপ্রজানাম্॥ ২৫॥
কচ্চিৎ পুরাণৌ পুরুষৌ স্বনাভ্যপাদ্মানুবৃত্ত্যেহ কিলাবতীর্ণৌ।
আসাত উর্ব্ব্যাঃ কুশলং বিধায় কৃতক্ষণৌ কুশলং শূরগেহে॥ ২৬॥
কচ্চিৎ কুরূণাং পরমঃ সুহৃন্নো ভামঃ স আস্তে সুখমঙ্গ শৌরিঃ।
যো বৈ স্বসৄণাং পিতৃবদ্দদাতি বরান্ বদান্যো বরতর্পণেন॥ ২৭॥
কচ্চিদ্ বরূথাধিপতির্যদূনাং প্রদ্যুম্ন আস্তে সুখমঙ্গ বীরঃ।
যং রুক্মিণী ভগবতোঽভিলেভে আরাধ্য বিপ্রান্ স্মরমাদিসর্গে॥ ২৮॥

ঐ তটিনীর তটে ত্রিত, উশনা, মনু, পৃথু, অগ্নি, অসিত, বায়ু, সুদাস, গো, গুহ এবং শ্রাদ্ধদেব এই একাদশের ঐ ঐ নামে প্রসিদ্ধ এগারটি তীর্থ ছিল, তিনি যথাবিধি স্নানদানাদি দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিলেন। ২২

যে দেবতা এবং ঋষিগণ ভগবান্ বিষ্ণুর অন্যান্য যে সকল আয়তন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যে সকল মন্দিরের শিখরদেশ স্বর্ণকুম্ভে ও ভগবানের মুখ্য আয়ুধচক্রে চিহ্নিত ছিল, যাহা দর্শন করিলেই শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ হইত, সে সকল আয়তনেরও সেবা করিলেন। তাহার পর সমৃদ্ধ সুরাষ্ট্র দেশ, সৌবীর দেশ, মৎস্য দেশ, কুরুজাঙ্গল দেশ অতিক্রম করিয়া যখন কালক্রমে উদ্ধব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনিও যমুনাতীরে উপনীত হইলে ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ২৩-২৪

এই উদ্ধব বাসুদেবের অনুচর, প্রশান্তমূর্ত্তি এবং নীতিশাস্ত্রে বৃহস্পতির পূর্ব্বশিষ্য বলিয়া অতি বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বিদুর তাঁহাকে প্রণয়সহকারে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপাল্য যাদবগণের এবং কুরুপাণ্ডব প্রভৃতি জ্ঞাতিগণের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৫

ওহে উদ্ধব! পুরাণপুরুষ রামকৃষ্ণ স্বীয় নাভিপদ্মোদ্ভব ব্রহ্মার প্রার্থনায় অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর মঙ্গল সম্পাদনপূর্ব্বক সকলের আনন্দের পাত্র হইয়াছিলেন, এখন তাঁহারা শূরগৃহে কুশলে আছেন ত? । ২৬

হে অঙ্গ! কুরুদিগের পরম সুহৃদ্ এবং আমাদের পূজ্য বসুদেবও ত' সুখে আছেন? সেই মহাত্মার উদারতার কথা কি বলিব, তিনি ভগিনীগণকে পিতৃবৎ অভিলষিত অর্থদান এবং ভগিনীপতিকে সন্তোষ দান করিয়াছিলেন। ২৭

হে বন্ধো! যিনি পূর্ব্বজন্মে কন্দর্প ছিলেন এবং রুক্মিণী ব্রাহ্মণগণের আরাধনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করেন, সেই যদুকুলের সেনাপতি প্রদ্যুম্ন ভাল আছেন ত? । ২৮

কচ্চিৎ সুখং সাত্বতবৃষ্ণিভোজদাশার্হকানামধিপঃ স আস্তে।
যমভ্যষিঞ্চচ্ছতপত্রনেত্রো' নৃপাসনাশাং পরিহৃত্য দূরাৎ ॥ ২৯ ॥
কচ্চিদ্ধরেঃ সৌম্য সুতঃ সদৃক্ষ আস্তেঽগ্রণী রথিনাং সাধু সাম্বঃ।
অসূত যং জাম্ববতী ব্রতাঢ্যা দেবং গুহং যোঽম্বিকয়া ধৃতোঽগ্রে ॥৩০॥
ক্ষেমং স কচ্চিদ্‌যুযুধান আস্তে যঃ ফাল্গুনাল্লব্ধধনূরহস্যঃ।
লেভেঽঞ্জসাঽধোক্ষজসেবয়ৈব গতিং তদায়াং যতিভির্দুরাপাম্ ॥ ৩১ ॥
কচ্চিদ্‌বুধঃ স্বস্ত্যনমীব আস্তে শ্বফল্কপুত্রো ভগবৎপ্রপন্নঃ।
যঃ কৃষ্ণপাদাঙ্কিতমার্গপাংশুষ্বচেষ্টত প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ ॥ ৩২ ॥
কচ্চিচ্ছিবং দেবকভোজপুত্র্যা বিষ্ণুপ্রজায়া ইব দেবমাতুঃ।
যা বৈ স্বগর্ভেণ দধার দেবং ত্রয়ী যথা যজ্ঞবিতানমর্থম্ ॥ ৩৩ ॥
অপিস্বিদাস্তে ভগবান্ সুখং বো যঃ সাত্বতাং কামদুঘোঽনিরুদ্ধঃ।
যমামনন্তি স্ম হি শব্দযোনিং মনোময়ং সত্ত্বতুরীয়তত্ত্বম্ ॥ ৩৪ ॥
অপিস্বিদন্যে চ নিজাত্মদৈবমনন্যবৃত্ত্যা সমনুব্রতা যে।
হৃদীকসত্যাত্মজচারুদেষ্ণগদাদয় স্বস্তি চরন্তি সৌম্য ॥ ৩৫ ॥

হে উদ্ধব! যিনি রাজ্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে দূরে গিয়া অবস্থিতি করেন এবং যিনি এখন পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, সেই সাত্বত, বৃষ্ণি, ভোজ ও দাশার্হ-দিগের অধিপতি উগ্রসেন সুখে আছেন ত'? । ২৯

হে সৌম্য! পূর্ব্বজন্মে যিনি ভগবতী অম্বিকার গর্ভে কার্ত্তিকেয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং যিনি ইহজন্মে ব্রতসম্পন্না জাম্ববতীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ তনয় রথিশ্রেষ্ঠ সেই সাম্ব ত' সুখে আছেন? । ৩০

ওহে উদ্ধব! যিনি অর্জ্জুনের নিকট সরহস্য ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া যোগীদিগের দুর্জ্ঞেয় কৃষ্ণের রহস্য জ্ঞাত হইয়াছেন, সেই সাত্যকি ত' কুশলে আছেন? । ৩১

হে সখে! যিনি জ্ঞানী, নিষ্পাপ এবং ভগবানের শরণাপন্ন, যিনি প্রেমবশতঃ অধৈর্য্য হইয়া ঐ শ্রীকৃষ্ণের চরণাঙ্কিত পথের ধূলির উপরে অবলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই শ্বফল্ক-পুত্র অক্রূর ত' সুখে আছেন? । ৩২

হে সৌম্য! আর জিজ্ঞাসা করি, যিনি দেবক নামে ভোজের দুহিতা – বেদত্রয় যেরূপ যজ্ঞবিস্তার-রূপ অর্থ ধারণ করেন, তদ্রূপ যে দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে আপন গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, উপেন্দ্রের মাতা অদিতির তুল্যা সেই দেবকীর ত' কুশল? । ৩৩

ভগবান্ অনিরুদ্ধ সুখে আছেন ত'? তাঁহা হইতেই ভক্তগণের কামনা পরিপূর্ণ হয়। চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন এই চতুর্বিধ অন্তঃকরণের মধ্যে তিনি মনের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হওয়াতে বেদ তাঁহাকে মনের প্রবর্ত্তক এবং শব্দের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ।৩৪

হে সৌম্য! অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি একান্তভাবে দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মার দেবতাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও ত' কুশল? হৃদীক, সত্যভামার পুত্র চারুদেষ্ণ এবং গদ প্রভৃতি সকলে সুখে আছেন ত'? । ৩৫

অপি স্বদোর্ভ্যাং বিজয়াচ্যুতাভ্যাং ধর্ম্মেণ ধর্ম্মঃ পরিপাতি সেতুম্।
দুর্য্যোধনোঽতপ্যত যৎসভায়াং সাম্রাজ্যলক্ষ্ম্যা বিজয়ানুবৃত্ত্যা ॥ ৩৬ ॥
কিং বা কৃতাঘেষ্বঘমত্যমর্ষী ভীমোঽহিবদ্দীর্ঘতমং ব্যমুঞ্চৎ।
যস্যাঙ্‌ঘ্রিপাতং রণভূর্ন সেহে মার্গং গদায়াশ্চরতো বিচিত্রম্ ॥ ৩৭ ॥
কচ্চিদ্‌যশোধা রথযূথপানাং গাণ্ডীবধন্বোপরতারিরাস্তে।
অলক্ষিতো যচ্ছরকূটগূঢ়ো মায়াকিরাতো গিরিশস্তুতোষ ॥ ৩৮ ॥
যমাবুতস্বিৎ তনয়ৌ পৃথায়াঃ পার্থৈর্বৃতৌ পক্ষ্মভিরক্ষিণীব।
রেমাত উদ্দায় মৃধে স্বরিক্থং পরাৎ সুপর্ণাবিব বজ্রিবক্ত্রাৎ ॥ ৩৯ ॥
অহো পৃথাপি ধ্রিয়তেঽর্ভকার্থে রাজর্ষিবর্য্যেণ বিনাপি তেন।
যস্ত্বেকবীরোঽধিরথো বিজিগ্যে ধনুর্দ্বিতীয়ঃ ককুভশ্চতস্রঃ ॥ ৪০ ॥
সৌম্যানুশোচে তমধঃ পতন্তং ভ্রাত্রে পরেতায় বিদুদ্রুহে যঃ।
নির্য্যাপিতো যেন সুহৃৎ স্বপুর্য্যা অহং স্বপুত্রান্ সমনুব্রতেন ॥ ৪১ ॥

ওহে উদ্ধব! ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির স্বীয় বাহুদ্বয়-সদৃশ অর্জ্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত ধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম-মর্য্যাদা পালন করিতেছেন কি না? জয়পরম্পরালব্ধ সাম্রাজ্যশ্রী এবং অর্জ্জুনের সেবা দেখিয়া দুর্য্যোধন অতীব সন্তপ্ত হইয়াছিল। ৩৬

হে উদ্ধব! যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া গদার ত্রিবিধ পথে ভ্রমণ করেন, যাঁহার চরণভার রণভূমি সহ্য করিতে পারে না, সর্পসদৃশ রোষ-পরবশ সেই ভীম কৃতাপরাধ কুরুগণের প্রতি চিরকালানুচিন্তিত পাপস্বরূপ ক্রোধ ত্যাগ করিয়াছেন ত'? । ৩৭

গাণ্ডীবধন্বা যে অর্জ্জুন রথযূথপতিগণের মধ্যে কীর্ত্তিধারী, মায়া দ্বারা কিরাতরূপী ভগবান্ শঙ্কর যাঁহার শরসমূহে আচ্ছন্ন হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন, তিনিও শত্রুবিনাশ-পূর্ব্বক সুখে আছেন ত'? । ৩৮

হে সখে! নকুল-সহদেব মাদ্রীর যমজপুত্র হইয়াও অক্ষিদ্বয় যেমন পক্ষ্ম দ্বারা পরিবৃত হয়, তদ্রূপ পৃথা-পুত্র কর্ত্তৃক পরিবৃত হওয়াতে পৃথার সন্তান বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন। গরুড় যেমন ইন্দ্রমুখ হইতে সুধা আহরণ করেন, সেইরূপ তাঁহারা যুদ্ধ করিয়া পরমশত্রু দুর্য্যোধনের নিকট হইতে রাজ্য আচ্ছিন্ন করিয়াছেন, সেই মাদ্রীতনয় নকুল-সহদেব কুশলে আছেন ত'? । ৩৯

হে উদ্ধব! কুন্তী কি এখনও জীবিতা আছেন? তাঁহার ভোগবাসনা না থাকিলেও আপনার বালকগণের নিমিত্ত প্রাণধারণ করিতে পারেন সত্য, কিন্তু সেই রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ স্বামী পাণ্ডু ব্যতীত কুন্তীর প্রাণধারণই আশ্চর্য্য। মহাত্মা পাণ্ডু অদ্বিতীয় বীর এবং অধিরথ ছিলেন, কেবল ধনুমাত্র সহায় করিয়া তিনি চারিদিক্ জয় করিয়াছিলেন। ৪০

হে সৌম্য উদ্ধব! অধোগামী ধৃতরাষ্ট্রের জন্য আমার শোক হইতেছে, ধৃতরাষ্ট্র মৃত-ভ্রাতা পাণ্ডুর অনাথ সন্তানগণের প্রতি অহিতাচরণ করিয়া তাঁহার দ্রোহাচরণ করেন এবং আমি তাঁহার সুহৃদ্ ও জীবিত ভ্রাতা, কিন্তু দুষ্ট-পুত্রের বশীভূত হইয়া তিনি আমাকে নিজ গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন। ৪১

সোঽহং হরের্মর্ত্ত্যবিড়ম্বনেন দৃশো নৃণাং চালয়তো বিধাতুঃ।
নান্যোপলক্ষ্যঃ পদবীং প্রসাদাচ্চরামি পশ্যন্ গতবিস্ময়োঽত্র ॥৪২॥
নূনং নৃপাণাং ত্রিমদোৎপথানাং মহীং মুহুশ্চালয়তাং চমূভিঃ।
বধাৎ প্রপন্নার্ত্তিজিহীর্ষয়েশোঽপ্যুপৈক্ষতাঘং ভগবান্ কুরূণাম্ ॥ ৪৩ ॥
অজস্য জন্মোৎপথনাশনায় কর্ম্মাণ্যকর্ত্তুর্গ্রহণায় পুংসাম্।
নন্বন্যথা কোঽর্হতি দেহযোগং পরো গুণানামুত কর্ম্মতন্ত্রম্ ॥ ৪৪ ॥
তস্য প্রপন্নাখিললোকপানামবস্থিতানামনুশাসনে স্বে।
অর্থায় জাতস্য যদুষ্বজস্য বার্ত্তাং সখে কীর্ত্তয় তীর্থকীর্ত্তেঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরোদ্ধবসংবাদে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

হে সখে! আমি তাহার ঐরূপ দুশ্চেষ্টিত জানিয়া অত্যন্ত দুঃখ ও বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছি, এরূপ মনে করিও না; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানুষের অনুকরণ করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য আচ্ছাদন-পূর্ব্বক মানবগণের চিত্তবৃত্তিকে ভ্রান্ত করিতেছেন বটে, কিন্তু আমি তাঁহার প্রসাদে তদীয় মাহাত্ম্য অবগত হইয়াছি এবং তাঁহার অনুগ্রহে এই পৃথিবীতে অন্যের অলক্ষিত-ভাবে গতবিস্ময় ও দুঃখরহিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছি। ৪২

হে বন্ধো! কুরুগণ অপরাধ করিয়াও যদি এখনও প্রতিফল না পাইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ বোধ হয় এই;—যে সকল নৃপতি ধন, জন, বিদ্যা এই তিন মদ দ্বারা মত্ত এবং উৎপথগামী হইয়া স্ব স্ব সেনা দ্বারা পৃথিবীকে বারম্বার চালিত করিতেছে, তাহাদের সকলকে এককালে বধ করিয়া শরণাগত-জনের আর্ত্তিহরণ-মানসে ভগবান্ কুরুদিগের ঐ অপরাধ উপেক্ষা করিতেছেন যদি অপরাধকালেই তাহাদিগকে বধ করেন, তাহা হইলে দুর্য্যোধনাদির সহিত অন্যান্য দুষ্টের বধ হইবে না, এই অভি-প্রায়েই আশু প্রতিফল দেন নাই। ৪৩

হে উদ্ধব! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও কেবল উৎপথগামীদের বিনাশজন্য জন্মগ্রহণ করেন এবং কর্ম্মরহিত হইয়াও কেবল পুরুষদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। হে সখে! আমি যাহা বলিলাম, যথার্থ বলিয়া জানিও; তদ্ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি কি গুণাতীত হইয়া দেহযোগ ও কর্ম্মবিস্তারের যোগ্য হইতে পারে? । ৪৪

হে মিত্র! শরণাগত অখিললোকপালের এবং আপনার অনুশাসনে অবস্থিত ভক্তজনের প্রয়োজন-সাধনের জন্য জন্মরহিত হইয়াও ভগবান্ যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই ভগবানের কথা কীর্ত্তন করিলে সংসার হইতে নিস্তার হইবে। ৪৫

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি ভাগবতঃ পৃষ্টঃ ক্ষত্রা বার্ত্তাং প্রিয়াশ্রয়াম্।
প্রতিবক্তুং ন চোৎসেহে ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্মারিতেশ্বরঃ ॥ ১ ॥

যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ। তন্নৈচ্ছদ্রচয়ন্ যস্য সপর্য্যাং বাললীলয়া ॥ ২ ॥
স কথং সেবয়া তস্য কালেন জরসং গতঃ। পৃষ্টো বার্ত্তাং প্রতিব্রূয়াদ্ভর্ত্তুঃ পাদাবনুস্মরন্ ॥৩॥
স মুহূর্ত্তমভূৎ তূষ্ণীং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসুধয়া ভৃশম্। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন নিমগ্নঃ সাধু নির্ব্বৃতঃ ॥ ৪ ॥
পুলকোদ্ভিন্নসর্ব্বাঙ্গো মুঞ্চন্ মীলদ্দৃশা শুচঃ। পূর্ণার্থো লক্ষিতস্তেন স্নেহপ্রসরসংপ্লুতঃ ॥ ৫ ॥
শনকৈর্ভগবল্লোকান্নৃলোকং পুনরাগতঃ। বিমৃজ্য নেত্রে বিদুরং প্রীত্যাহোদ্ধব উৎস্ময়ন্ ॥৬॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ। কিংনু নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্ ॥ ৭ ॥

বিদুর-সন্নিধানে উদ্ধব-কর্ত্তৃক
ভগবানের বাল্যচরিত্রবর্ণন।

শুকদেব কহিলেন, বিদুর ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবকে প্রিয়-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলেন, তাহাতে উৎকণ্ঠা-বশতঃ বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া তিনি উত্তরদানে সমর্থ হইলেন না। ১

হে রাজন্! বিদুরের প্রশ্নে উদ্ধবের সহসা প্রতি-বচন প্রদান করিতে উৎসাহ কি ভাবেই বা সম্ভব হইতে পারে? যে উদ্ধব পাঁচ বৎসর বয়সে বাল্য-লীলা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা গড়িয়া কল্পিত উপহার দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন—সে সময়ে জননী প্রাতঃকালীন ভোজন করিতে ডাকিলেও ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেন না। ২

তিনি অনবরত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা দ্বারা বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই সময় আপনার সেব্য প্রভুর বার্ত্তা জিজ্ঞাসিত হওয়াতে কৃষ্ণপাদদ্বয় তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল, তাহাতে তাঁহার কি হঠাৎ প্রতিবচন-দানার্থ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে পারে? । ৩

তিনি মুহূর্ত্তকাল নিস্পন্দ ও নীরব রহিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সুধায় যেন উত্তমরূপে নির্বৃত ও বিবশতা-উৎপাদক তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা সেই সুধাতেই আপ্লুত হইতে লাগিলেন। ৪

পুলকে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উদ্ভিন্ন হইল, নিমীলিত নয়নদ্বয় হইতে শোকাশ্রু পতিত হইতে লাগিল, আর তিনি ভগবৎস্নেহ-প্রবাহে আপ্লুত হইলেন, বিদুর তাঁহাকে দেখিয়া স্থির করিলেন, এ ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়াছে। ৫

কিয়ৎক্ষণানন্তর মোহাপগম হইলে মহাত্মা উদ্ধব ভগবৎলোক হইতে আত্মলোকে পুনরাগত হইলেন এবং চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জনা করিয়া যদুকুল-সংহারাদি শ্রীকৃষ্ণচাতুর্য্য স্মরণ করিয়া সবিস্ময়ে প্রীতমনে বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন। ৬

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, অহে বিদুর! শ্রীকৃষ্ণরূপ দিবাকর অস্তগত হওয়াতে আমাদের গৃহসকল কালরূপ মহাসর্প-কর্ত্তৃক কবলিত হইয়া গতশ্রী হইয়াছে, ইহাতে তোমার জিজ্ঞাসিত বন্ধুদিগের কুশল আর কি বলিব? ৭।

দুর্ভগো বত লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি। যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোড়ুপম্ ॥৮॥
ইঙ্গিতজ্ঞাঃ পুরুপ্রৌঢ়া একারামাশ্চ সাত্বতাঃ। সাত্বতামৃষভং সর্ব্বে ভূতাবাসমমংসত ॥ ৯ ॥
দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টা যে চান্যদসদাশ্রিতাঃ। ভ্রাম্যতে ধীর্ন তদ্বাক্যৈরাত্মন্যুপ্তাত্মনো হরৌ ॥১০॥
প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্। আদায়ান্তরধাদ্যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্ ॥ ১১ ॥

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥ ১২ ॥
যদ্ধর্ম্মসূনোর্বত রাজসূয়ে নিরীক্ষ্য দৃক্‌স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ।
কাৎস্ন্যেন চাদ্যেহ গতং বিধাতুরর্ব্বাক্‌সৃতৌ কৌশলমিত্যমন্যত ॥১৩॥

আহা! এই নরলোক অতিশয় ভাগ্যহীন এবং যদুগণ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য। ক্ষীরসাগরোৎপন্ন চন্দ্রের সহিত তত্রস্থ মৎস্যগণ একত্রে বাস করিয়াও যেমন তাঁহাকে কমনীয় জলচর মনে করিয়াছিল, পরন্তু অমৃতময় চন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারে নাই তাহার ন্যায় ঐ যদুগণ তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াও "ইনি হরি" এইরূপে তাঁহাকে জানিতে পারেন নাই। ৮

হে বিদুর! যদুবৃন্দ দুর্ভাগ্যবশতই শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারেন নাই, নচেৎ তাঁহাদের জ্ঞানের অভাব ছিল না, তাঁহারা লোকের চিত্তভাব জানিতে পারিতেন এবং অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। কি আশ্চর্য্য! যদুগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক স্থানে বাস করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণিসকলের ঈশ্বর না বুঝিয়া যদুশ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিতেন। ৯

যাদবগণ ভগবানের মায়াতে আচ্ছন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে "আমাদের বন্ধু" এই কথা বলিতেন এবং শত্রুভাবাপন্ন শিশুপালাদি অর্থাৎ বৈর আশ্রয়-কারীরা তাঁহার নিন্দা করিত, সেই সকল ব্যক্তির ঐ বাক্যে হরিপরায়ণ মাদৃশ জনের বুদ্ধি মোহপ্রাপ্ত হয় না, কেন না, আমাদের চিত্ত আত্মস্বরূপ ভগবানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অন্য লোকের অনায়াসেই মোহ জন্মিতে পারে। ১০

হে মহাত্মন্! ভগবান্ হরি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আপনার মূর্ত্তি দেখাইয়া লোকলোচন-স্বরূপ সেই নিজ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। লোকে তাঁহাকে অনেক কাল দর্শন করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাদের তপস্যা না থাকাতে নয়নের তৃপ্তি জন্মে নাই। ১১

মহাশয়! ভগবানের সেই মূর্ত্তি অত্যন্ত আশ্চর্য্য-জনক ছিল, তিনি সেই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া নিজ যোগমায়ার বল প্রদর্শন করেন। সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্য-লীলার উপযুক্ত এবং সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ হওয়াতে আপনিও তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, অধিক কি, সেই মূর্ত্তির অঙ্গ সকল এরূপ সুন্দর ছিল যে, তাহা ভূষণ সকলকেও ভূষিত করিত। ১২

ভগবান সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন, তথায় ত্রিভুবনস্থ যে সকল লোক উপস্থিত হয়, তাহারা চক্ষুর পরমানন্দকর শ্রীকৃষ্ণের সেই রূপ নিরীক্ষণ করিয়া এই মনে করিয়াছিল যে, বিধাতার মনুষ্য-নির্ম্মাণ-বিষয়ে যে নৈপুণ্য ছিল, এই মূর্ত্তিনির্ম্মাণে তৎসমুদয় শেষ হইয়াছে। ১৩

যস্যানুরাগপ্লুতহাসরাসলীলাবলোকপ্রতিলব্ধমানাঃ।
ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্‌ভিরনুপ্রবৃত্তধিয়োঽবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ॥ ১৪॥

স্বশান্তরূপেম্বিতরৈঃ স্বরূপৈরভ্যর্দ্দ্যমানেম্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ॥১৫॥

মাং খেদয়ত্যেতদজস্য জন্মবিড়ম্বনং যদ্বসুদেবগেহে।
ব্রজে চ বাসোঽরিভয়াদিব স্বয়ং পুরাদ্ব্যবাৎসীদ্‌যদনন্তবীর্য্যঃ॥ ১৬॥

দুনোতি চেতঃ স্মরতো মমৈতদ্‌যদাহ পাদাবভিবন্দ্য পিত্রোঃ।
তাতাম্ব কংসাদুরুশঙ্কিতানাং প্রসীদতং নোঽকৃতনিষ্কৃতীনাম্॥ ১৭॥

কো বা অমুষ্যাঙ্‌ঘ্রিসরোজরেণুং বিস্মর্তুমীশীত পুমান্ বিজিঘ্রন্।
যো বিস্ফুরদ্ভ্রূবিটপেন ভূমের্ভারং কৃতান্তেন তিরশ্চকার॥ ১৮॥

হে বিদুর! একদা ব্রজস্ত্রীগণ তদীয় সানুরাগ হাস্য-পরিহাস ও লীলাবলোকন দ্বারা মানিনী হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তখন তিনি গমন করেন, তখন তাঁহাদের নয়নের সহিত অন্তঃকরণও তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল; তাহাতে তাঁহাদের স্ব স্ব কার্য্য সমাপ্ত না হইলেও তাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ১৪

এই সংসারে যত শান্ত ও অশান্ত মূর্ত্তি দেখা যায়, সকলই তাঁহার রূপ সত্য বটে, কিন্তু যখন অশান্ত মূর্ত্তিসকল শান্তমূর্ত্তিদিগকে নিপীড়িত করে, তখন পরাবরেশ সেই ভগবানের অন্তঃকরণ দয়ার্দ্র হয়। তিনি তাহাদের ক্লেশ দেখিতে পারেন না, যদিও স্বয়ং অজ, তথাপি প্রকৃতির অংশে যুক্ত হইয়া যেমন কাষ্ঠে নিত্য সিদ্ধ মহাভূতরূপে অগ্নি আবির্ভূত হয়, সেইরূপ নিত্যশুদ্ধ ভগবান্ স্বয়ং মহদংশযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ১৫

হে মহাত্মন্! শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও বসুদেব-গৃহে জন্মগ্রহণের অনুকরণ করেন, অনন্তবীর্য্য হইয়াও কংসভয়ে ভীরুর ন্যায় ব্রজে গিয়া গোপনে বাস করেন ও কালযবনাদির ভয়ে যে মথুরাপুরী হইতে পলায়ন করেন, এ সকল ভাবিয়া আমারও অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়। ১৬

অপর, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইলে চিত্ত যার-পর-নাই ব্যথিত হইয়া উঠে, তিনি জনক জননীর উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের পাদবন্দনা-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিয়াছিলেন, হে তাত! আমরা কংসভয়ে ভীত হইয়া আপনাদের সেবা করিতে পারি নাই, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ১৭

হে মতিমন! তাঁহার এইরূপ চরিত্র দেখিয়াও তাঁহাকে অনীশ্বর বলিতে পারি না, ভ্রূকুটিবিভঙ্গ-রূপ কৃতান্ত দ্বারা যিনি ভূমির ভার হরণ করিয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মধূলি একবার সেবা করিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারে? ১৮

বিবৃতি ঃ—এখানে ব্রজস্ত্রীদিগের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিতা হইয়াছিলেন॥ ১৪॥

শ্রীকৃষ্ণের এই সকল লীলাতেই তাঁহার অসাধারণ স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য-প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল॥ ১৬॥

দৃষ্টা ভবদ্ভির্নন্নু রাজসূয়ে চৈদ্যস্য কৃষ্ণং দ্বিষতোঽপি সিদ্ধিঃ।
যাং যোগিনঃ সংস্পৃহয়ন্তি সম্যগ্‌যোগেন কস্তদ্বিরহং সহেত ॥১৯॥
তথৈব চান্যে নরলোকবীরা য আহবে কৃষ্ণমুখারবিন্দম্‌।
নেত্রৈঃ পিবন্তো নয়নাভিরামং পার্থাস্ত্রপূতাঃ পদমাপুরস্য ॥ ২০ ॥
স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ২১ ॥
তৎ তস্য কৈঙ্কর্য্যমলং ভৃতান্ নো বিগ্লাপয়ত্যঙ্গ যদুগ্রসেনম্‌।
তিষ্ঠন্ নিষণ্ণং পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যে ন্যবোধয়দ্দেব নিধারয়েতি ॥ ২২ ॥
অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥২৩॥

হে প্রভো! আপনার নিকট আমাকে তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে হইবে না; আপনারা প্রত্যক্ষ-দর্শন করিয়াছেন, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে শিশুপাল কত তাঁহার দ্বেষ করিয়াছিল, তথাপি সে এরূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, যোগীরা সম্যক্ যোগ দ্বারা তদ্রূপ সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, অতএব তাঁহার বিরহ কে সহ্য করিতে পারিবে? ১৯

হে মহাশয়! কেবল শিশুপালই যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন নহে; অন্যান্য যে সকল নরলোক সমরক্ষেত্রে অর্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ-ত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া স্ব স্ব নয়ন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নয়নাভিরাম মুখারবিন্দের মকরন্দ পান করিয়াছিল, তাহারাও তাঁহার স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ২০

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ত্রিলোকের অধীশ্বর এবং পরমানন্দস্বরূপ সম্পত্তি দ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহার সমান অথবা তাঁহা অপেক্ষা প্রধান কেহ ছিল না। লোকপালগণও তাঁহার অগ্রে আসিয়া কর, অথবা পূজোপহার সমর্পণ পূর্ব্বক স্ব স্ব কিরীট-সংঘট্টধ্বনি দ্বারা তদীয় পাদপীঠে স্তব করিতেন। ২১

হে বিদুর! শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এইরূপ হইলেও উগ্রসেনের নিকট তাঁহার যে সেই কৈঙ্কর্য্য, তাহা মনে করিলে, তাঁহার ভৃত্য যে আমরা, আমাদের অন্তঃকরণও সাতিশয় ব্যথিত হয়। হে মহাশয়! এ কি সামান্য সন্তাপের কথা যে, উগ্রসেন রাজাসনে অধ্যাসীন থাকিতেন, আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া "মহারাজ! অবধারণ করিতে আজ্ঞা হয়" এই বলিয়া নিবেদন করিতেন। ২২

যাহা হউক, তাঁহার দয়া অত্যাশ্চর্য্য; দুষ্টা পূতনা তাঁহার প্রাণবিনাশ সঙ্কল্প করিয়া, স্বীয় স্তনদ্বয়ে বিষ লেপন করিয়া তাঁহাকে পান করাইয়াছিল; তাহাতেও সে ধাত্রীসদৃশী গতি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাহার ভাক্তবেশ দেখিয়া বিদ্বেষ-পরায়ণ হইলেও তাহাকে সদ্গতি প্রদান করেন, অতএব তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কোন্ দয়ালুর শরণাগত হইয়া সেবা করিব? । ২৩

মন্যেঽসুরান্ ভাগবতাংস্ত্র্যধীশে সংরম্ভমার্গাভিনিবিষ্টচিত্তান্।
যে সংযুগেঽচক্ষত তার্ক্ষ্যপুত্রমংসে সুনাভায়ুধমাপতন্তম্ ॥ ২৪ ॥

বসুদেবস্য দেবক্যাং জাতো ভোজেন্দ্রবন্ধনে। চিকীর্ষুর্ভগবানস্যাঃ শমজেনাভিযাচিতঃ ॥ ২৫ ॥
ততো নন্দব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বিবিভ্যতা। একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ ॥২৬॥
পরীতো বৎসপৈর্বৎসাংশ্চারয়ন্ ব্যহরদ্বিভুঃ। যমুনোপবনে কূজদ্দ্বিজসঙ্কুলিতাঙ্ঘ্রিপে ॥ ২৭ ॥
কৌমারং দর্শয়ংশ্চেষ্টাং প্রেক্ষণীয়াং ব্রজৌকসাম্। রুদন্নিব হসন্ মুগ্ধবালসিংহাবলোকনঃ ॥২৮॥
স এব গোধনং লক্ষ্ম্যা নিকেতং সিতগোবৃষম্। চারয়ন্ননুগান্ গোপান্ রণদ্বেণুররীরমৎ ॥ ২৯ ॥
প্রযুক্তান্ ভোজরাজেন মায়িনঃ কামরূপিণঃ। লীলয়া ব্যনুদৎ তাংস্তান্ বালঃ ক্রীড়নকানিব ॥৩০॥
বিপন্নান্ বিষপানেন নিগৃহ্য ভুজগাধিপম্। উত্থাপ্যাপায়য়দ্গাবস্তত্তোয়ং প্রকৃতিস্থিতম্ ॥৩১॥
অযাজয়দ্গোসবেন গোপরাজং দ্বিজোত্তমৈঃ। বিত্তস্য চোরুভারস্য চিকীর্ষুঃ সদ্ব্যয়ং বিভুঃ ॥৩২॥

আমি অসুরদিগকে পরম ভাগবত বলিয়া মান্য করি, কেন না, তাহাদের চিত্ত ক্রোধাবেগরূপ মার্গ দ্বারা ভগবানে অভিনিবিষ্ট ছিল, এবং তাহারা সমরক্ষেত্রে গরুড়বাহন চক্রপাণি ভগবান্কে স্বচক্ষে দেখিয়া থাকে, ইহাতে তাহাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ উপযুক্তই হইয়াছিল। ২৪

হে বিদুর! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার প্রার্থনায় পৃথিবীর সুখবিধান করিতে অভিলাষ করিয়া ভোজরাজ কংসের কারাগারে, বসুদেব-পত্নী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ২৫

অতঃপর তাঁহার পিতা কংস হইতে ভীত হইয়া তাঁহাকে নন্দের ব্রজপুরে রাখিয়া আসেন, তাহাতে তিনি কংসাদির অলক্ষিতভাবে তথায় একাদশ বৎসর যাবৎ গূঢ়তেজাঃ হইয়া বাস করিয়াছিলেন। ২৬

তিনি বৎসপাল গোপবালকদিগের সহিত বৎসচারণ করিতে করিতে বেড়াইতেন এবং বিহগকুলকূজিত যমুনাতীরস্থ উপবনে বিহার করিতেন। ২৭

ব্রজবাসীদিগের দর্শনীয় কৌমারকালীন লীলা দেখাইতে দেখাইতে কখন কখন যেন রোদন করিতেন, কখন বা যেন হাস্য করিতেন, সেই সময় তাঁহাকে মুগ্ধ বালসিংহের ন্যায় বোধ হইত। ২৮

আর শোভা সম্পত্তির আগার এবং শুভ্র গোবৃষযুক্ত নানাবর্ণের গোধন চারণ করিতে করিতে বংশীধ্বনি করিয়া অনুচর গোপালকদিগকে খেলা করাইতেন। ২৯

সেই সময়ে ভোজরাজ কংস তাঁহার প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে যে সমস্ত মায়াবী অসুরদিগকে প্রেরণ করে, বালক যেমন ক্রীড়ানিমিত্ত তৃণাদি-নির্ম্মিত সিংহাদি বিনাশ করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি ভাবে অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। ৩০

কালসর্পের বিষদুষ্ট যমুনার জল পান করিয়া গোপ এবং গোসকল বিপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে তিনি ঐ বিষধর সর্পকে নিগ্রহ করিয়া যমুনার জল নির্ব্বিষ করেন এবং সেই সমস্ত গো ও গোপদিগকে মৃত্যু হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে ঐ যমুনার বিশুদ্ধ জল পান করান। ৩১

তিনি গোপরাজ নন্দের অতিসমৃদ্ধ বিত্তের সদ্ব্যয় এবং ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে মনস্থ করিয়া গোপরাজকে গো-যজ্ঞ দ্বারা যাগ করাইয়াছিলেন। ৩২

বর্ষতীন্দ্রে ব্রজঃ কোপাদ্ভগ্নমানেঽতিবিহ্বলঃ। গোত্রলীলাতপত্রেণ ত্রাতো ভদ্রানুগৃহ্নতা ॥ ৩৩ ॥
শরচ্ছশিকরৈর্মৃষ্টং মানয়ন্ রজনীমুখম্। গায়ন্ কলপদং রেমে স্ত্রীণাং মণ্ডলমণ্ডনঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরোদ্ধবসংবাদে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

হে ভদ্র! গোপগণ তাঁহার মন্ত্রণায় দেবরাজের মান ভঙ্গ করিলে দেবেন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া ঘোরতর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে ব্রজপুর মহা-ভয়াভিভূত হয়। তদ্দর্শনে দয়াময় ভগবান্ অনুগ্রহপূর্ব্বক গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে লীলাতপত্ররূপে অঙ্গুলীতে ধারণ করিয়া ব্রজপুরী রক্ষা করিয়াছিলেন। ৩৩

শরৎকালীন শশিকিরণে যামিনী-মুখ উজ্জ্বল হইলে, শ্রীকৃষ্ণ মধুর পদাবলী গান করিতে করিতে স্ত্রীমণ্ডলের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ৩৪

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

ততঃ স আগত্য পুরং স্বপিত্রোশ্চিকীর্ষয়া শং বলদেবসংযুতঃ।
নিপাত্য তুঙ্গাদ্রিপুযূথনাথং হতং ব্যকর্ষদ্ব্যসুমোজসোর্ব্ব্যাম্ ॥ ১ ॥
সান্দীপনেঃ সকৃৎপ্রোক্তাং ব্রহ্মাধীত্য সবিস্তরম্।
তস্মৈ প্রাদাদ্বরং পুত্রং মৃতং পঞ্চজনোদরাৎ ॥ ২ ॥
সমাহুতা ভীষ্মককন্যয়া যে শ্রিয়ঃ সবর্ণেন বুভূষয়ৈষাম্।
গান্ধর্ব্ববৃত্ত্যা মিষতাং স্বভাগং জহ্রে পদং মূর্দ্ধ্নি দধৎ সুপর্ণঃ ॥ ৩ ॥
ককুদ্মিনো বিদ্ধনসো দমিত্বা স্বয়ংবরে নাগ্নজিতীমুবাহ।
তদ্ভগ্নমানানপি গৃধ্যতোঽজ্ঞান্ জঘ্নেঽক্ষতঃ শস্ত্রভৃতঃ স্বশস্ত্রৈঃ ॥ ৪ ॥
প্রিয়ং প্রভুর্গ্রাম্য ইব প্রিয়ায়া বিধিৎসুরার্চ্ছদ্দ্যুতরুং যদর্থে।
বজ্র্যাদ্রবৎ তং সগণো রুষান্ধঃ ক্রীড়ামৃগো নূনময়ং বধূনাম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় আগমন-পূর্ব্বক
কংসবধ ও পিতামাতার উদ্ধার।

উদ্ধব কহিলেন,—হে বিদুর! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত মধুপুরীতে আগমন করিয়া জনক-জননীর সুখাতিশয়ার্থ রিপুযূথনাথ কংসকে রাজমঞ্চ হইতে নিক্ষেপ করেন, তাহাতে সে পঞ্চত্ব পাইয়া ভূতলে পড়িলে পিতামাতার সুখের জন্য মৃতদেহকে ভূমির উপর টানিয়া লইয়া বেড়াইয়াছিলেন। ১

তিনি সান্দীপনি মুনির নিকট একবারমাত্র উপদেশ পাইয়া ষড়ঙ্গাদি সহিত সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পঞ্চজন নামক দৈত্যের উদর বিদীর্ণ করিয়া গুরুর মৃতপুত্র আনয়ন করিয়া তাঁহাকে বরস্বরূপ সেই সন্তান প্রদান করেন। ২

ভীষ্মকরাজকন্যা রুক্মিণীর রূপলাবণ্যে অসংখ্য নৃপতি তাঁহার পাণিগ্রহণার্থ আসিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত নৃপতিগণের মস্তকে পাদনিক্ষেপ করিয়া তাহাদের সম্মুখেই গান্ধর্ব্ব বিবাহের দ্বারা সমাগম-বাসনায়, গরুড় যেরূপ সুধা হরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় স্বীয় অংশস্বরূপা রুক্মিণীকে হরণ করিয়া লইয়া যান। ৩

তিনি অবিদ্ধনাসিক বৃষভ সকলের দমন করিয়া স্বয়ম্বরে নাগ্নজিতী-নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অন্যান্য অনেক অজ্ঞ নৃপতি আসিয়াছিল, কিন্তু তিনি বৃষগুলি দমন করাতেই তাঁহাদের মানভঙ্গ হইয়া যায় এবং তাহারা অস্ত্রধারণপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলেও তিনি নিজে অক্ষত থাকিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করেন। ৪

অপর সেই শ্রীকৃষ্ণ অদিতির কুণ্ডল-প্রদানার্থ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, তখন নিজে স্বতন্ত্র হইলেও, স্ত্রীপরতন্ত্রের ন্যায় প্রেয়সী সত্যভামাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তথা হইতে পারিজাত-বৃক্ষ আনয়ন করেন। বজ্রধারী ইন্দ্র শচী প্রভৃতির ক্রীড়ামৃগ-স্বরূপ ছিলেন, ইহাতে তিনি স্ত্রী-বাক্যে উত্তেজিত হইয়া গোবিন্দের সহিত যুদ্ধ করিতে ধাবিত হন। ৫

স্মৃতং মৃধে খং বপুষা গ্রসন্তং দৃষ্ট্বা সুনাভোন্মথিতং ধরিত্র্যা।
আমন্ত্রিতস্তত্তনয়ায় শেষং দত্ত্বা তদন্তঃপুরমাবিবেশ ॥ ৬ ॥
তত্রাহৃতাস্তা নরদেবকন্যাঃ কুজেন দৃষ্ট্বা হরিমার্ত্তবন্ধুম্।
উত্থায় সদ্যো জগৃহুঃ প্রহর্ষব্রীড়ানুরাগপ্রহিতাবলোকৈঃ ॥ ৭ ॥

আসাং মুহূর্ত্ত একস্মিন্ নানাগারেষু যোষিতাম্। সবিধং জগৃহে পাণীননুরূপঃ স্বমায়য়া ॥ ৮ ॥
তাস্বপত্যান্যজনয়দাত্মতুল্যানি সর্ব্বতঃ। একৈকস্যাং দশ দশ প্রকৃতের্বিবুভূষয়া ॥ ৯ ॥
কালমাগধসাল্বাদীননীকৈ রুন্ধতঃ পুরম্। অজীঘনৎ স্বয়ং দিব্যং স্বপুংসাং তেজ আদিশৎ ॥১০॥
শম্বরং দ্বিবিদং বাণং মুরং বল্বলমেব চ। অন্যাংশ্চ দন্তবক্রাদীনবধীৎ কাংশ্চাঘাতয়ৎ ॥ ১১ ॥
অথ তে ভ্রাতৃপুত্রাণাং পক্ষয়োঃ পতিতান্ নৃপান্। চচাল ভূঃ কুরুক্ষেত্রং যেষামাপততাং বলৈঃ॥১২॥

স কর্ণদুঃশাসনসৌবলানাং কুমন্ত্রপাকেন হতশ্রিয়ায়ুষম্।
সুযোধনং সানুচরং শয়ানং ভগ্নোরুমুর্ব্ব্যাং ন ননন্দ পশ্যন্ ॥ ১৩ ॥

হে বিদুর! যে ভূমিপুত্র নরকাসুর নিজ শরীর দ্বারা আকাশ গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, সে সেই শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্রে নিহত হইলে ধরিত্রী বহুবিধ বিনয়সহকারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ভূমির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পুত্র ভগদত্তকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া নরকাসুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। ৬

দুর্দ্দান্ত অসুর যে সমস্ত রাজকন্যা হরণ করিয়া আনিয়া সেই অন্তঃপুরে রাখিয়াছিল, তাহারা আর্ত্তবন্ধু সেই ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হর্ষ ও লজ্জা সহকারে সানুরাগ অবলোকনে তাঁহাকে পতিরূপে স্বীকার করিয়াছিল। ৭

ঐ সকল রাজকন্যা ভিন্ন ভিন্ন আগারে অবস্থিত থাকিলেও ভগবান্ আত্মমায়া দ্বারা যে যেমন তাহার অনুরূপ হইয়া বিবাহোচিত বিধিপূর্ব্বক তাহাদের পাণিগ্রহণ করেন। ৮

পরে তিনি প্রকৃতির অর্থাৎ মায়ার নানা প্রকার বিস্তার-অভিলাষে ঐ সকল স্ত্রীর এক একটিতে সর্ব্ব-গুণে আত্মতুল্য দশ দশটি সন্তান উৎপাদন করেন। ৯

কালযবন, জরাসন্ধ, সাল্ব প্রভৃতি রাজগণ সৈন্য দ্বারা মথুরাপুরী অবরুদ্ধ করিলে, তাহাতে সেই ভগবান, মুচুকুন্দ ভীমাদিকে নিমিত্তমাত্র করিয়া আপনিও তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন এবং তদ্দারা স্বীয় পুরুষদিগের প্রভাব ও কীর্ত্তি বিস্তার করেন। ১০

তিনি শম্বর, দ্বিবিদ, বাণ, মুর, বল্বল, এবং অপর সকল দন্তবক্রাদি অসুরকে স্বয়ং বিনষ্ট করেন, আর কতকগুলি দৈত্য বলদেব-প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিহত করাইয়াছিলেন। ১১

হে বিদুর! তৎপর তোমার ভ্রাতৃপুত্রদিগের উভয়পক্ষের যে সমস্ত নৃপতি বিনষ্ট হয়, তাহাদিগকেও তিনি বধ করান। ঐ সকল নৃপতির সংখ্যা অল্প ছিল না, তাহারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিত, তখন তাহাদের সৈন্য-সঞ্চালনে সমস্ত পৃথিবী টলমল্ করিত। ১২

হে মহাত্মন্! কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির কুমন্ত্রণা-চক্রে দুর্য্যোধন হতশ্রী ও ক্ষীণপ্রাণ হইয়াছিল, তাহাতেই দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া অনুচরবর্গের সহিত ভূতলশায়ী হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহার ঐ দুর্দ্দশা-দর্শনে আনন্দিত হন নাই। ১৩

কিয়ান্ ভুবোঽয়ং ক্ষপিতোরুভারো যদ্দ্রোণভীষ্মার্জ্জুনভীমমূলৈঃ।
অষ্টাদশাক্ষৌহিণিকো মদংশৈরাস্তে বলং দুর্ব্বিষহং যদূনাম্ ॥ ১৪ ॥

মিথো যদৈষাং ভবিতা বিবাদো মধ্বামদাতাম্রবিলোচনানাম্।
নৈষাং বধোপায় ইয়ানতোঽন্যো ময্যুদ্যতেঽন্তর্দ্দধতে স্বয়ং স্ম ॥ ১৫ ॥

এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ স্বরাজ্যে স্থাপ্য ধর্ম্মজম্। নন্দয়ামাস সুহৃদঃ সাধূনাং বর্ত্ম দর্শয়ন্ ॥ ১৬ ॥
উত্তরায়াং ধৃতঃ পূরোর্বংশঃ সাধ্বভিমন্যুনা। স বৈ দ্রৌণ্যস্ত্রসংপ্লুষ্টঃ পুনর্ভগবতা ধৃতঃ ॥ ১৭ ॥
অযাজয়দ্ধর্ম্মসুতমশ্বমেধৈস্ত্রিভির্বিভুঃ। সোঽপি ক্ষমামনুজৈ রক্ষন্ রেমে কৃষ্ণমনুব্রতঃ ॥ ১৮ ॥
ভগবানপি বিশ্বাত্মা লোকবেদপথানুগঃ। কামান্ সিষেবে দ্বার্ব্বত্যামসক্তঃ সাংখ্যমাস্থিতঃ ॥১৯॥
স্নিগ্ধস্মিতাবলোকেন বাচা পীযূষকল্পয়া। চরিত্রেণানবদ্যেন শ্রীনিকেতেন চাত্মনা ॥ ২০ ॥
ইমং লোকমমুঞ্চৈব রময়ন্ সুতরাং যদূন্। রেমে ক্ষণদয়া দত্তক্ষণস্ত্রীক্ষণসৌহৃদঃ ॥ ২১ ॥
তস্যৈবং রমমাণস্য সংবৎসরগণান্ বহূন্। গৃহমেধেষু যোগেষু বিরাগঃ সমজায়ত ॥ ২২ ॥

বরং দুঃখিত হইয়া তিনি ইহা বলিয়াছিলেন, দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, ভীম এই মহৎ যুদ্ধের কারণ-স্বরূপ হইয়া অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীযুক্ত পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন, তাহাতে ভার আর কত লঘু হইল, কিন্তু আমার অংশস্বরূপ প্রদ্যুম্নাদি, তাহাদের অধীনে যদুদিগের সেনা অনেক আছে, সে ভার অতিশয় দুর্ব্বিষহ। ১৪

যখন ঐ যদুগণ মধুপানে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপৃত এবং আরক্তলোচনে পরস্পর বিবাদে রত হইবে, তখন সেই বিবাদই তাহাদের বধের কারণ হইবে, ইহা ব্যতীত তাহাদের বিনাশের অন্য উপায় নাই। তাহারা পরস্পর একাত্মা হইলেও যখন আমি অন্তর্ধান করিতে উদ্যত হইব, তখন তাহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া অন্তর্হিত হইবে। ১৫

হে বিদুর! ভগবান্ এইরূপ মনে করিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় রাজ্যে স্থাপন-পূর্ব্বক সাধুদিগের পথ প্রদর্শন করিয়া বন্ধুবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ১৬

হে মহাশয়! অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরা যে পুরুবংশধর গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন,তাহা অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হইবার উপক্রম হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পুনরায় তাহাকে রক্ষা করেন। ১৭

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সেই ভগবান্ তিনটি অশ্বমেধ-যজ্ঞ করাইয়াছিলেন, এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণের অনুগত হইয়া ভীমাদি অনুজবর্গের সহিত রাজ্য-পালন করিয়া সুখে বাস করিয়াছিলেন। ১৮

সেই সময় ভগবান্ বিশ্বাত্মাও দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করিয়া সাংখ্যের অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের বিচার করত লোক ও বেদের পথানুসরণ-পূর্ব্বক অনাসক্তভাবে বিষয়াদি ভোগ করিয়াছিলেন। ১৯

তিনি স্নিগ্ধ হাস্যাবলোকন, পীযূষতুল্য বাক্য, পবিত্র চরিত্র, এবং লক্ষ্মীর নিকেতনস্বরূপ আত্মা দ্বারা ইহলোক, দেবলোক এবং যদুগণের প্রীতি উৎপাদন করিয়া বিহার করিতেন। যে সকল কামিনী যামিনী-যোগে তাঁহার নিকট আসিত, তাহাদের প্রতি ক্ষণকাল সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিতেন। ২০-২১

হে বিদুর! সেই ভগবান্ ঐ প্রকারে অনেক কাল ক্রীড়ায় নিমগ্ন ছিলেন, পরে অকস্মাৎ গৃহধর্ম্মে এবং কামভোগাদিতে তাঁহার বিরাগ জন্মিল। ২২

দৈবাধীনেষু কামেষু দৈবাধীনঃ স্বয়ং পুমান্। কো বিশ্রম্ভেত যোগেন যোগেশ্বরমনুব্রতঃ ॥ ২৩॥
পূর্য্যাং কদাচিৎ ক্রীড়দ্ভির্যদুভোজকুমারকৈঃ। কোপিতা মুনয়ঃ শেপুর্ভগবন্মতকোবিদাঃ ॥ ২৪॥
ততঃ কতিপয়ৈর্মাসৈর্বৃষ্ণিভোজান্ধকাদয়ঃ। যযুঃ প্রভাসং সংহৃষ্টা রথৈর্দেববিমোহিতাঃ ॥২৫॥
তত্র স্নাত্বা পিতৄন্ দেবানৃষীংশ্চৈব তদম্ভসা। তর্পয়িত্বাথ বিপ্রেভ্যো গাবো বহুগুণা দদুঃ ॥২৬॥
হিরণ্যং রজতং শয্যাং বাসাংস্যজিনকম্বলান্। হয়ানিভান্ রথান্ কন্যা ধরাং বৃত্তিকরীমপি ॥২৭॥
অন্নঞ্চোরুরসং তেভ্যো দত্ত্বা ভগবদর্পণম্। গোবিপ্রার্থাসবঃ শূরাঃ প্রণেমুর্ভুবি মূর্দ্ধভিঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরোদ্ধবসংবাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

কামাদি শ্রীকৃষ্ণের অধীন ছিল, তাহাতেই যখন তাঁহার ঔদাসীন্য দেখা দিল, তখন অন্যান্য যে সকল পুরুষ দৈবাধীন এবং যাহাদের কামাদিও দৈবের অধীন, অর্থাৎ নিজের অধীন নহে, তাহাতে কি তাহাদের বিশ্বাস ও প্রীতি জন্মিতে পারে? যোগের দ্বারা যদি কামাদি লোভ হইত, তাহাতেও তাহাদের স্থায়ী প্রীতি ঘটিত না, কারণ, তাহারা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এই বৈরাগ্যের অনুসরণকারী। ২৩

কোন একদিন যদু ও ভোজবংশের কুমারেরা দ্বারকাপুরীতে ক্রীড়া করিতে করিতে মুনিদিগের কোপোৎপাদন করিলেন; তাহাতে সেই মুনিগণও ভগবানের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিলেন। তৎপর কয়েক মাস পরেই বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক প্রভৃতি সকলই দেবমায়ায় মুগ্ধ হইয়া রথারোহণ করিয়া প্রফুল্ল মনে প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন। ২৪

তথায় স্নানাদি সমাপনান্তে সেই তীর্থোদকে দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন, পরে ব্রাহ্মণদিগকে নানাগুণযুক্ত বহু দুগ্ধবতী ধেনু, স্বর্ণ, রজত, শয্যা বস্ত্র, অজিন, কম্বল, হস্তী, অশ্ব, রথ, কন্যা, জীবিকা নির্ব্বাহের পর্য্যাপ্ত ভূমি, নানা প্রকার রস-সমন্বিত অন্ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে দানের দ্বারা ভগবানে অর্পণ করা হইল, এই মনে করিয়া দান করিলেন এবং তৎপরে ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, তৎকালে তাহা দেখিয়া ইহাই প্রতীতি হইল যেন গো-ব্রাহ্মণার্থই ইঁহারা জীবন ধারণ করিতেছেন। ২৫-২৮

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

অথ তে তদনুজ্ঞাতা ভুক্ত্বা পীত্বা চ বারুণীম্। তয়া বিভ্রংশিতজ্ঞানা দুরুক্তৈর্ম্মর্ম্ম পস্পৃশুঃ ॥ ১॥
তেষাং মৈরেয়দোষেণ বিষমীকৃতচেতসাম্। নিম্লোচতি রবাবাসীদ্বেণূনামিব মর্দ্দনম্ ॥ ২ ॥
ভগবান্ স্বাত্মমায়ায়া গতিং তামবলোক্য সঃ। সরস্বতীমুপস্পৃশ্য বৃক্ষমূল উপাবিশৎ ॥ ৩ ॥
অহঞ্চোক্তো ভগবতা প্রপন্নার্ত্তিহরেণ হ। বদরীং ত্বং প্রযাহীতি স্বকুলং সংজিহীর্ষুণা ॥ ৪ ॥
তথাপি তদভিপ্রেতং জানন্নহমরিন্দম। পৃষ্ঠতোঽন্বগমং ভর্ত্তুঃ পাদবিশ্লেষণাক্ষমঃ ॥ ৫ ॥
অদ্রাক্ষমেকমাসীনং বিচিন্বন্ দয়িতং পতিম্। শ্রীনিকেতং সরস্বত্যাং কৃতকেতমকেতনম্ ॥ ৬ ॥
শ্যামাবদাতং বিরজং প্রশান্তারুণলোচনম্। দোর্ভিশ্চতুর্ভির্বিদিতং পীতকৌশাম্বরেণ চ ॥ ৭ ॥
বাম ঊরাবধিশ্রিত্য দক্ষিণাঙ্ঘ্রিসরোরুহম্। অপাশ্রিতার্ভকাশ্বত্থমকৃশং ত্যক্তপিপ্পলম্ ॥ ৮ ॥
তস্মিন্ মহাভাগবতো দ্বৈপায়নসুহৃৎসখা। লোকাননুচরন্ সিদ্ধ আসসাদ যদৃচ্ছয়া ॥ ৯ ॥

আত্মজ্ঞানসিদ্ধি নিমিত্ত মৈত্রেয়ের নিকট বিদুরের গমন।

উদ্ধব কহিলেন, অনন্তর ঐ সকল ব্রাহ্মণের নিকট অনুমতি পাইয়া সেই সকল বৃষ্ণি ও ভোজগণ আহার শেষ করিয়া সুরা পান করিলেন, তাহাতে তাঁহাদের জ্ঞানভ্রংশ হইলে দুর্ব্বাক্য-প্রযোগ দ্বারা একে অন্যের মর্ম্মে আঘাত করিতে লাগিলেন। ১

সুরাদোষে তাঁহাদের মতি-বিপর্য্যয় ঘটিলে পরস্পর কটূক্তি আরম্ভ করিলেন, তাহাতে যেমন বেণুসকল পরস্পর সংঘর্ষণে ভগ্ন হয়, তাহার ন্যায় সূর্য্যাস্তসময়ে পরস্পর-সংঘর্ষণে তাঁহাদের বিনাশের উপক্রম হইল। ২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মায়ার ঐ গতি দর্শন করিয়া সরস্বতীজলে আচমন পূর্ব্বক এক বৃক্ষ-মূলে গিয়া উপবেশন করিলেন। ৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শরণাগত জনের ব্যথাহারী ছিলেন, এ কারণ স্বীয় কুল সংহারে অভিলাষী হইলে আমাকে দ্বারকাতে বলিয়াছিলেন, উদ্ধব! তুমি বদরিকাশ্রমে গমন কর। ৪

হে অরিন্দম! আমি কুলসংহারে তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া এবং তাহার পাদপদ্মের বিরহ সহনে অক্ষম হইয়া তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলাম। ৫

তাঁহার অন্বেষণে যাইতে যাইতে দেখিলাম, আমার প্রিয় বন্ধু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতীতীরে আশ্রয়হীন স্থানকে আশ্রয় করিয়া বসিয়া আছেন। ৬

তাঁহার শরীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নেত্র দুইটি প্রশান্ত অথচ অরুণবর্ণ; তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বময় এবং তাঁহার চতুর্ভুজ ও পীতবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র দেখিয়া দূর হইতেই তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। ৭

তিনি একটি নবীন অশ্বত্থবৃক্ষে পৃষ্ঠ রাখিয়া নিজ বাম-ঊরুর উপরে দক্ষিণ চরণ স্থাপন পুরঃসর উপবিষ্ট ছিলেন। তৎকালে তিনি বিষয়সুখে বিমুখ হইয়াছিলেন বটে, তথাপি তিনি যে আনন্দপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া সেইরূপ বোধ হইল। ৮

হে বিদুর! সে সময়ে সে স্থানে মহর্ষি বেদব্যাসের সুহৃদ্ এবং সখা পরাশর-শিষ্য মৈত্রেয়মুনি পৃথিবী-ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৯

তস্যানুরক্তস্য মুনের্মুকুন্দঃ প্রমোদভাবানতকন্ধরস্য।
আশৃণ্বতো মামনুরাগহাসসমীক্ষয়া বিশ্রময়ন্নুবাচ ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বেদাহমন্তর্মনসীপ্সিতং তে দদামি যত্তদ্ দুরবাপমন্যৈঃ।
সত্রে পুরা বিশ্বসৃজাং বসূনাং মৎসিদ্ধিকামেন বসো ত্বয়েষ্টঃ ॥ ১১ ॥
স এষ সাধো চরমো ভবানামাসাদিতস্তে মদনুগ্রহো যৎ।
যন্মাং নৃলোকান্ রহ উৎসৃজন্তং দিষ্ট্যা দদৃশ্বান্ বিশদানুবৃত্ত্যা ॥ ১২ ॥
পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥ ১৩ ॥
ইত্যাদৃতোক্তঃ পরমস্য পুংসঃ প্রতীক্ষণানুগ্রহভাজনোহহম্।
স্নেহোত্থরোমাস্খলিতাক্ষরস্তং মুঞ্চন্ শুচঃ প্রাঞ্জলিরাবভাষে ॥ ১৪ ॥
কো ন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং সুদুর্লভোহর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্ ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥ ১৫ ॥

ঐ মহাত্মা ভগবানের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন, এই জন্য ভক্তি ও আনন্দে অবনতমস্তক হইয়া শ্রবণ করিতে থাকিলে, তাঁহার সমক্ষেই ভগবান্ মুকুন্দ সানুরাগ সহাস্য দৃষ্টির দ্বারা আমার শ্রান্তির উপশম করিয়া কহিতে লাগিলেন। ১০

হে বসো! আমি অন্তর্য্যামী হইয়া তোমার মনের অভিলাষ জানিতে পারিয়াছি। তুমি পূর্ব্বজন্মে বসু ছিলে, বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির এবং বসুগণের যজ্ঞে আমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়াছিলে, অতএব যাহাতে আমাকে পাইতে পার, তাহার সাধন তোমাকে প্রদান করি, যাহারা আমাতে বিমুখ, তাহাদের ঐ সাধন অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। ১১

হে সাধো উদ্ধব! তোমার যত জন্ম হইয়াছে, তন্মধ্যে এই জন্ম চরম। কারণ, এই জন্মে তুমি আমার অনুগ্রহ পাইয়াছ। আমি নরলোক পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতেছি, এ সময় এই জনশূন্য স্থানে যে প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারা আমার দর্শন লাভ করিলে, ইহাও তোমার পরম ভাগ্য বলিতে হইবে। ১২

হে উদ্ধব! পূর্ব্বে পাদ্মকল্পসৃষ্টির আরম্ভে স্বীয় নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আমি আমার মহিমা-প্রকাশক যে পরমজ্ঞান কহিয়াছিলাম, পণ্ডিতমণ্ডলী তাহাকেই ভাগবত বলিয়া থাকেন। ১৩

হে বিদুর! সেই পরমপুরুষের কৃপাবলোকনরূপ অনুগ্রহভাজন আমাকে আদর সহকারে এইরূপ বলিলেন, তাঁহার স্নেহভরে আমার শরীর রোমাঞ্চিত এবং বাক্য স্খলিত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নয়নাশ্রু মোচন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলাম। ১৪

হে ঈশ্বর! যে সকল মানব তোমার পাদপদ্ম সেবা করে, তাহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গমধ্যে কোনটাই দুর্ল্লভ নহে, কিন্তু আমি সে সকল প্রার্থনা করি না, আমি একমাত্র তোমার পাদপদ্ম সেবা করিতেই আগ্রহান্বিত হইয়াছি। ১৫

কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নম্।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ স্বাত্মন্ রতেঃ খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ ॥১৬॥
মন্ত্রেষু মাং বা উপহূয় যৎ ত্বমকুণ্ঠিতাখণ্ডসদাত্মবোধঃ।
পৃচ্ছেঃ প্রভো মুগ্ধ ইবাপ্রমত্তস্তন্নো মনো মোহয়তীব দেব ॥ ১৭ ॥
জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং প্রোবাচ কস্মৈ ভগবান্ সমগ্রম্।
অপি ক্ষমং নো গ্রহণায় ভর্ত্তর্বদাঞ্জসা যদ্বৃজিনং তরেম ॥ ১৮ ॥
ইত্যাবেদিতহার্দ্দায় মহ্যং স ভগবান্ পরঃ। আদিদেশারবিন্দাক্ষ আত্মনঃ পরমাং স্থিতিম্ ॥১৯ ॥
স এবমারাধিতপাদতীর্থাদধীততত্ত্বাত্মবিবোধমার্গঃ।
প্রণম্য পাদৌ পরিবৃত্য দেবমিহাগতোঽহং বিরহাতুরাত্মা ॥ ২০ ॥
সোঽহং তদ্দর্শনাহ্লাদ-বিয়োগার্ত্তিযুতঃ প্রভো। গমিষ্যে দয়িতং তস্য বদর্য্যাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ২১ ॥
যত্র নারায়ণো দেবো নরশ্চ ভগবানৃষিঃ। মৃদু তীব্রং তপো দীর্ঘং তেপাতে লোকভাবনৌ ॥২২॥
শ্রীশুক উবাচ।
ইত্যুদ্ধবাদুপাকর্ণ্য সুহৃদাং দুঃসহং বধম্। জ্ঞানেনাশময়ৎ ক্ষত্তা শোকমুৎপতিতং বুধঃ ॥ ২৩ ॥

হে প্রভো! তুমি নিষ্ক্রিয় হইয়াও যে কর্ম্ম কর, এবং অজ হইয়াও যে জন্মগ্রহণ কর, স্বয়ং কালস্বরূপ হইয়াও শত্রুভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক যে দুর্গাশ্রয় কর, স্বয়ং আত্মরতি, তথাপি বহু নারী সমভিব্যাহারে যে গৃহস্থধর্ম্ম আচরণ কর, এ সকল ব্যাপার দেখিয়া পণ্ডিতগণেরও বুদ্ধি সংশয়ে অবসন্ন হয়। ১৬

হে নাথ! তোমার সর্ব্বদা বর্ত্তমান আত্মজ্ঞান কালাদি দ্বারা খণ্ডিত হয় না, এবং তোমার বিদ্যা-শক্তিতে সংশয়াদি নাই, ইহাতে তুমি নিজেই সকল মন্ত্রণা করিতে পারিতে, কি আশ্চর্য্য! তথাপি আমাকে ঐ সকল মন্ত্রণায় আহ্বান করিয়া মুগ্ধবৎ কি কর্ত্তব্য, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। হে দেব! ঐ বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমার মন যেন মুগ্ধ হইতেছে। ১৭

হে ভগবন্! আপনি আত্মরহস্য-প্রকাশক যে জ্ঞান ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলেন, যদি তাহা আমাদের গ্রহণীয় হয়, বলুন, তাহাতে আমরা অনায়াসে সংসার-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইব। ১৮

হে বিদুর! আমি এই ভাবে স্বীয় অন্তরের বাসনা নিবেদন করিলে সেই কমললোচন পরমপুরুষ ভগবান্ স্বীয় পরমাস্থিতি আমাকে উপদেশ করিলেন। ১৯

তাহাতে আমি সেই ভগবানের শ্রীচরণ আরাধনা করিয়া গুরুস্বরূপ তাঁহার নিকট হইতে পরমাত্ম-জ্ঞানমার্গ লাভ করিলাম। পরে তাঁহার পাদপদ্মে প্রণামান্তে প্রদক্ষিণ করিয়া এ স্থানে আসিতেছি, কিন্তু আমার অন্তরাত্মা তাঁহার বিরহে পীড়িত হইতেছে।২০

হে বিদুর! সেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে আনন্দিত এবং বিয়োগে কাতর হইয়া এক্ষণে আমি তাঁহার প্রিয়স্থান বদরিকাশ্রমে গমন করিতেছি। ২১

সেখানে লোকানুগ্রাহক ভগবান্ নর-নারায়ণ ঋষি, কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত পরোপদ্রবশূন্য দুশ্চর তপস্যা আচরণ করিতেছেন। ২২

শুকদেব কহিলেন, উদ্ধবের নিকট সুহৃদ্বর্গের দুঃসহ বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিদুরের শোকবেগ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি বিবেক দ্বারা তাহার শান্তি করিলেন। ২৩

স তং মহাভাগবতং ব্রজন্তং কৌরবর্ষভম্। বিস্রম্ভাদভ্যধত্তেদং মুখ্যং কৃষ্ণপরিগ্রহে ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ।

জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং যদাহ যোগেশ্বর ঈশ্বরস্তে।
বক্তুং ভবান্ নোঽর্হতি যদ্ধি বিষ্ণোর্ভৃত্যাঃ স্বভৃত্যার্থকৃতশ্চরন্তি ॥ ২৫ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

নন্বু তে তত্ত্বসংরাধ্য ঋষিঃ কৌশারবোঽন্তি মে।
সাক্ষাদ্ভগবতাদিষ্টো মর্ত্ত্যলোকং জিহাসতা ॥ ২৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি সহ বিদুরেণ বিশ্বমূর্ত্তের্গুণকথয়া সুধয়া প্লাবিতোরুতাপঃ।
ক্ষণমিব পুলিনে যমস্বসুস্তাং সমুষিত ঔপগবির্নিশাং ততোঽগাৎ ॥ ২৭ ॥

শ্রীরাজোবাচ।

নিধনমুপগতেষু বৃষ্ণিভোজেষ্বধিরথযূথপযূথপেষু মুখ্যঃ।
স তু কথমবশিষ্ট উদ্ধবো যদ্ধরিরপি তত্যজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণসেবায় আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাভাগবত উদ্ধব বদরিকাশ্রমে যাইতে উদ্যত হইলে কৌরববর বিদুর সপ্রণয়ে তাঁহাকে বলিলেন। ২৪

ওহে উদ্ধব! ভগবান্ যোগেশ্বর তোমাকে আত্মতত্ত্ব-প্রকাশক যে পরমজ্ঞান কহিয়াছেন, তাহা তোমার আমাদিগকে বলা উচিত, যেহেতু বিষ্ণুভক্তগণ স্বীয় ভৃত্যবর্গের প্রয়োজন সাধন করিয়াই বিচরণ করেন, অতএব আমাকে ভৃত্যজ্ঞানে ভগবত্তত্ত্ব উপদেশ কর।২৫

উদ্ধব কহিলেন, আপনি তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ লইবার জন্য মৈত্রেয় মুনির আরাধনা করিবেন, যেহেতু ভগবান্ যখন মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন তিনি স্বয়ংই তাঁহাকে উহা উপদেশ করিয়াছেন। ২৬

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! এই ভাবে বিদুরের সহিত বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানের গুণকথনরূপ অমৃত দ্বারা উদ্ধবের গুরুতর সন্তাপ দূরীভূত হইল। যমুনা-পুলিনে অবস্থান করিয়া ভগবৎকথায় সেই রাত্রি ক্ষণকালের মত যাপন করিয়া উদ্ধব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ২৭

রাজা পরীক্ষিৎ এ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! বৃষ্ণি এবং ভোজ-বংশীয়েরা যূথবদ্ধ, অধিরথ এবং অনেকানেক ব্রহ্মশাপে নিধন হইলে ব্রহ্মাদি দেবত্রয়ের অধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও মানবাকৃতি ত্যাগ করিয়াছিলেন, যদি সকলে বিনষ্ট হইলেন, তবে উদ্ধব কিরূপে জীবিত রহিলেন? ২৮

বিবৃতি—উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র বিদুরকে পূজনীয় বলিয়া মনে করিলেন। পরন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের কথা মনে করিয়া মৈত্রেয় ঋষিকে তত্ত্বোপদেশ করেন, এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের স্নেহভাজন বিদুর কৃপাসিদ্ধ হইলেও তাঁহাকে লোকব্যবহার অনুবর্ত্তন করিয়া মৈত্রেয়কেই গুরু স্বীকার করিতে পরামর্শ দিলেন। "আকৃতি" শব্দে এখানে শ্রীভগবানের বিরাটরূপ, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী এই অর্থ করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ "আকৃতি" শব্দে শ্রীভগবানের লীলা অর্থ করিয়াছেন।২৮

শ্রীশুক উবাচ।

ব্রহ্মশাপাপদেশেন কালেনামোঘবাঞ্ছিতঃ। সংহৃত্য স্বকুলং স্ফীতং ত্যক্ষ্যন্ দেহমচিন্তয়ৎ ॥২৯॥

অস্মাল্লোকাদুপরতে ময়ি জ্ঞানং মদাশ্রয়ম্। অর্হত্যুদ্ধব এবাদ্ধা সম্প্রত্যাত্মবতাং বরঃ ॥ ৩০ ॥

নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ। অতো মদ্বয়ুনং লোকং গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু ॥৩১॥

এবং ত্রিলোকগুরুণা সন্দিষ্টঃ শব্দযোনিনা। বদর্য্যাশ্রমমাসাদ্য হরিমীজে সমাধিনা ॥ ৩২ ॥

বিদুরোঽপ্যুদ্ধবাৎ শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। ক্রীড়য়োপাত্তদেহস্য কর্ম্মাণি শ্লাঘিতানি চ ॥৩৩॥

দেহন্যাসঞ্চ তস্যৈবং ধীরাণাং ধৈর্য্যবর্দ্ধনম্। অন্যেষাং দুষ্করতরং পশূনাং বিক্লবাত্মনাম্ ॥ ৩৪ ॥

আত্মানঞ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণেন মনসেক্ষিতম্। ধ্যায়ন্ গতে ভাগবতে রুরোদ প্রেমবিহ্বলঃ ॥৩৫ ॥

কালিন্দ্যাঃ কতিভিঃ সিদ্ধ অহোভির্ভরতর্ষভ। প্রাপদ্যত স্বঃসরিতং যত্র মিত্রাসুতো মুনিঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরোদ্ধব-সংবাদে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন—অব্যর্থসংকল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মশাপছলে কালশক্তিকে অবলম্বন পুরঃসর নিজ কুল সংহার করিয়া স্বীয় লীলা সম্বরণ করিবার নিমিত্ত এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২৯

আমি এই মর্ত্ত্যলোক হইতে উপরত হইব, সম্প্রতি আত্মজ্ঞানীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদ্ধবই মদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। ৩০

উদ্ধব আমার অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন নহেন, কারণ, প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা ইঁহার ক্ষোভ জন্মে না, পরন্তু ইনি সেই সকল গুণের প্রভু; অতএব ইনি মদ্বিষয়ক জ্ঞান লোকদিগকে গ্রহণ করাইবার জন্য এই পৃথিবীতে অবস্থান করুন। ৩১

এইরূপে ত্রিলোকগুরু বেদকর্ত্তা ভগবান্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া উদ্ধব বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া সমাধি অবলম্বনে শ্রীহরির পূজায় রত হইলেন। ৩২

লীলায় দেহধারণ করিয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যে সকল প্রশংসিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এবং যে ভাবে লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন—যাহা ধীর ব্যক্তিগণের ধৈর্য্যবর্দ্ধক এবং অন্যান্য পশুতুল্য অধীরচিত্ত ব্যক্তিগণের দুরধিগম্য—তাহা উদ্ধবের নিকট শ্রবণ করিয়া এবং হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তিনি নিজকেও শ্রীকৃষ্ণের মনের দ্বারা চিন্তিত জানিয়া সেই ভগবানের অন্তর্দ্ধান হেতু প্রেমবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ৩৩-৩৪

হে ভরতর্ষভ! কালিন্দীতীরে সিদ্ধিলাভপুরঃসর বিদুর কতিপয় দিনের মধ্যে যে স্থলে মৈত্রেয়মুনি অবস্থান করিতেছিলেন, ভাগীরথীর সেই স্থান প্রাপ্ত হইলেন। ৩৫

বিবৃতি—শ্রীকৃষ্ণের দেহের নিত্যত্ব শ্রুতিস্মৃতিসম্মত, অতএব তাঁহার দেহত্যাগ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এ স্থলে দেহত্যাগ অর্থে লীলা সম্বরণ করিলেন অথবা স্বীয় বিরাটরূপ পৃথিবীকে দান করিলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। ২৯।

ইতি তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

দ্বারি দ্যুনদ্যা ঋষভঃ কুরূণাং মৈত্রেয়মাসীনমগাধবোধম্।
ক্ষত্তোপসৃত্যাচ্যুতভাব(শু)সিদ্ধঃ পপ্রচ্ছ সৌশীল্যগুণাভিতৃপ্তঃ॥ ১

শ্রীবিদুর উবাচ।

সুখায় কর্ম্মাণি করোতি লোকো ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং বা।
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ॥ ২॥
জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥ ৩॥
তৎ সাধুবর্য্যাদিশ বর্ত্ম শং নঃ সংরাধিতো ভগবান্ যেন পুংসাম্।
হৃদি স্থিতো যচ্ছতি ভক্তিপূতে জ্ঞানং সতত্ত্বাধিগমং পুরাণম্॥ ৪॥
করোতি কর্ম্মাণি কৃতাবতারো যান্যাত্মতন্ত্রো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যথা সসর্জ্জাগ্র ইদং নিরীহঃ সংস্থাপ্য বৃত্তিং জগতো বিধত্তে॥ ৫॥
যথা পুনঃ স্বে খ ইদং নিবেশ্য শেতে গুহায়াং স নিবৃত্তবৃত্তিঃ।
যোগেশ্বরাধীশ্বর এক এতদনুপ্রবিষ্টো বহুধা যথাসীৎ॥ ৬॥

শ্রীশুক কহিলেন—অচ্যুতভাবে সিদ্ধ সেই কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর গঙ্গাদ্বারে সমাসীন অগাধবোধ মৈত্রেয় ঋষির সৌশীল্যাদি গুণে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

শ্রীবিদুর কহিলেন—হে ভগবন্! লোকে সুখের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল কর্ম্মের দ্বারা সুখলাভ বা দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে না, পরন্তু উহার ফলে পুনরায় দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব এই সংসারে আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা আপনি বলুন। ২

পূর্ব্ব-কর্ম্ম-বশতঃ যাহারা শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ হইয়া অধর্ম্মশীল হয়, তাহার ফলে বিশেষরূপে দুঃখগ্রস্ত হয়, তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই এই সংসারে জনার্দ্দনের ভক্তগণ বিচরণ করিয়া থাকেন। ৩

হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আমাদিগের মঙ্গললাভের সেই পথের উপদেশ দান করুন, যে পথের দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করিলে তিনি আমাদের ভক্তি-পূত হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকারের সহিত অনাদি বেদপ্রমাণক জ্ঞান প্রদান করেন। ৪

ত্রিগুণের ও মায়ার নিয়ন্তা স্বতন্ত্র ভগবান্ অবতার গ্রহণ করিয়া যে যে কর্ম্ম করেন, এবং যেরূপে অগ্রে অর্থাৎ মহাকল্পের আদিতে নিষ্ক্রিয় হইয়াও এই দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ রচনা করিয়া ইহার স্থিতি ও বৃত্তি বিধান করেন, তাহারও বর্ণনা করুন।৫

তিনি যে প্রকারে আবার এই সৃষ্ট বিশ্বাদি স্বহৃদয়াকাশে নিবেশিত করিয়া নিবৃত্তগুণ হইয়া যোগমায়াতে শয়ন করেন এবং কল্পের আদিতে সেই যোগেশ্বরগণের অধীশ্বর এক হইয়াও সৃষ্ট-পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যেরূপে বহুপ্রকার হইয়াছিলেন, তাহাও বর্ণনা করুন। ৬

ক্রীড়ন্ বিধত্তে দ্বিজগোসুরাণাং ক্ষেমায় কর্ম্মাণ্যবতারভেদৈঃ।
মনো ন তৃপ্যত্যপি শৃণ্বতাং নঃ সুশ্লোকমৌলেশ্চরিতামৃতানি ॥ ৭ ॥
যৈস্তত্ত্বভেদৈরধিলোকনাথো লোকানলোকান্ সহলোকপালান্।
অচীকৢপদ্‌যত্র হি সর্ব্বসত্ত্বনিকায়ভেদোঽধিকৃতঃ প্রতীতঃ ॥ ৮ ॥
যেন প্রজানামুত আত্মকর্ম্মরূপাভিধানাঞ্চ ভিদাং ব্যধত্ত।
নারায়ণো বিশ্বসৃগাত্মযোনিরেতচ্চ নো বর্ণয় বিপ্রবর্য্য ॥ ৯ ॥
পরাবরেষাং ভগবন্ ব্রতানি শ্রুতানি মে ব্যাসমুখাদভীক্ষ্ণম্।
অতৃপ্নুম ক্ষুল্লসুখাবহানাং তেষামৃতে কৃষ্ণকথামৃতৌঘাৎ ॥ ১০ ॥
কস্তৃপ্নুয়াৎ তীর্থপদোঽভিধানাৎ সত্রেষু বঃ সূরিভিরীড্যমানাৎ।
যঃ কর্ণনাড়ীং পুরুষস্য যাতো ভবপ্রদাং গেহরতিং ছিনত্তি ॥ ১১ ॥
মুনির্বিবক্ষুর্ভগবদ্‌গুণানাং সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ।
যস্মিন্ নৃণাং গ্রাম্যসুখানুবাদৈর্মতির্গৃহীতা নু হরেঃ কথায়াম্ ॥ ১২ ॥

তিনি মৎস্যাদি অবতার-ভেদে গো ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদিগের মঙ্গলসাধনের জন্য লীলাবশে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, হে মুনে! সেই পুণ্যশ্লোক-শিরোমণির সেই চরিতামৃত সকল যতই শ্রবণ করি না কেন, তাহাতে আমাদের মন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। ৭

সেই লোকনাথগণের অধিপতি পৃথিব্যাদি তত্ত্ব-ভেদের দ্বারা লোকপালের সহিত পাতালাদিলোক, এবং লোকালোক পর্ব্বতের বহির্ভাগ সকল সৃষ্টি করিযাছেন এবং যে স্থানে প্রাণিসকল গুণকর্ম্মভেদে নানাভাবে তাহার অধিকারী হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাহাও আমাদিগকে বলুন। ৮

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! যে প্রকার বিশ্বস্রষ্টা স্বতঃসিদ্ধ নারায়ণ এই বিশ্বের প্রাণিগণের স্বভাব কর্ম্ম, রূপ এবং নাম ইত্যাদির ভেদবিধান করিয়াছেন, তাহাও বর্ণনা করুন। ৯

হে ভগবন্! আমি মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট হইতে দেবাদি ও অন্যান্য অপকৃষ্ট সৃষ্ট প্রাণিগণের ব্রতাদির কথা আমি পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু সে সকল তুচ্ছ সুখাবহ কথার দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছি অর্থাৎ তাহা আর শুনিতে চাহি না, কিন্তু তাহা দ্বারা যে কৃষ্ণকথা রূপ অমৃত-স্রোতের সূচনা হয়, তাহার শ্রবণে এ পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। ১০

আপনাদের এই সমাজে তত্ত্বদর্শী নারদাদি ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণের যে কথামৃত কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কেই বা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? সেই কথামৃত পুরুষের কর্ণপথে প্রবেশ করিয়া পুরুষের পুনঃ পুনঃ জন্মপ্রদ সংসারাসক্তি ছেদন করিয়া থাকে। ১১

আপনার সখা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি প্রধানতঃ ভগবানের গুণানুবর্ণনের ইচ্ছা করিয়া ভারতকথা বর্ণনা করিয়াছেন. ঐ মহাভারতে গ্রাম্যসুখের বর্ণনার দ্বারা শ্রীহরির কথায় যাহাতে বিষয়লুব্ধ জনসাধারণের মতি প্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহা করা হইয়াছে। ১২

বিবৃতি—বিশ্বস্রষ্টা নারায়ণ নিজেই ব্রহ্মারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া এই সকল ভেদাত্মক সৃষ্টি করিয়াছেন—এই শ্লোকে এই অর্থও ধ্বনিত হয়। ৯

সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্দ্ধমানা বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ।
হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য সমস্তদুঃখাপ্যয়মাশু ধত্তে॥ ১৩॥
তান্ শোচ্যশোচ্যানবিদোঽনুশোচে হরেঃ কথায়াং বিমুখানঘেন।
ক্ষিণোতি দেবোঽনিমিষস্তু যেষামায়ুর্ব্বৃথাবাদগতিস্মৃতীনাম্॥ ১৪॥
তদস্য কৌশারব শর্ম্মদাতুর্হরেঃ কথামেব কথাসু সারম্।
উদ্ধৃত্য পুষ্পেভ্য ইবার্ত্তবন্ধো শিবায় নঃ কীর্ত্তয় তীর্থকীর্ত্তেঃ॥ ১৫॥
স বিশ্বজন্মস্থিতিসংযমার্থে কৃতাবতারঃ প্রগৃহীতশক্তিঃ।
চকার কর্ম্মাণ্যতিপূরুষাণি যানীশ্বরঃ কীর্ত্তয় তানি মহ্যম্॥ ১৬॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবং স ভগবান্ পৃষ্টঃ ক্ষত্ত্রা কৌশারবো মুনিঃ। পুংসাং নিঃশ্রেয়সার্থেন তমাহ বহুমানয়ন্॥১৭॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া সাধো লোকান্ সাধ্বনুগৃহ্নতা।
কীর্ত্তিংবিতন্বতা লোকেআত্মনোঽধোক্ষজাত্মনঃ॥ ১৮॥

নৈতচ্চিত্রং ত্বয়ি ক্ষত্তর্বাদরায়ণবীর্য্যজে। গৃহীতোঽনন্যভাবেন যৎ ত্বয়া হরিরীশ্বরঃ॥ ১৯॥

শ্রীহরির কথায় যাহারা শ্রদ্ধাশীল হয়, তাহাদের হরিকথায় ক্রমশঃ আসক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে অন্যবিষয়ে তাহাদের বিরক্তি জন্মে, এইরূপে হরিচরণারবিন্দের অনুস্মরণে আনন্দ জন্মিলে শীঘ্রই সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। ১৩

যাহারা পাপবশতঃ হরিকথায় বিমুখ, সেই সকল ব্যক্তিরা বাস্তবিকই শোচ্যগণের অপেক্ষাও শোচনীয়, সেই সকল অজ্ঞানী ব্যক্তিগণের জন্য আমারও দুঃখ হয়, কাল তাহাদের আয়ুক্ষয় করিতেছেন, অতএব তাহাদের কায়মনো-বাক্যের সমস্ত কার্য্যই বৃথা যাইতেছে। ১৪

অতএব হে মৈত্রেয়! আপনি অখিল-মঙ্গলদাতা, বিপত্রাতা, তীর্থকীর্ত্তি শ্রীহরির কথা যাহা সমস্ত কথার সারভূত, তাহা পুষ্প হইতে সংগৃহীত মধুর ন্যায় সমস্ত শাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগের মঙ্গলের জন্য কীর্ত্তন করুন। ১৫

সেই ঈশ্বর বিশ্বের উৎপত্তি, পালন ও সংহারের পূর্ব্ব হইতে শক্তিকে অবলম্বন করিয়া অথবা যোগ-মায়াকে অবলম্বন করিয়া অবতার গ্রহণ করিয়া অতিমানুষ বা অলৌকিক যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। ১৬

শ্রীশুকদেব কহিলেন—ভগবান মৈত্রেয় ঋষি, বিদুরের দ্বারা এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিদুরকে বহু সম্মান-পুরঃসর জীবগণের মঙ্গল-সাধনার্থ তাঁহাকে কহিলেন। ১৭

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে সাধো! তুমি শ্রীকৃষ্ণ-গতপ্রাণ, এই পৃথিবীতে নিজের কীর্ত্তিবিস্তারপুরঃসর মানবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি অতি উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। ১৮

হে বিদুর! তুমি যে একান্তভাবে ঈদৃশ শ্রীহরির শরণাপন্ন হইয়াছ, বাদরায়ণবীর্য্যজাত তোমার পক্ষে তাহা কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নহে। ১৯

মাণ্ডব্যশাপাদ্ভগবান্ প্রজাসংযমনো যমঃ। ভ্রাতুঃ ক্ষেত্রে ভুজিষ্যায়াং জাতঃ সত্যবতীসুতাৎ ॥২০॥
ভবান্ ভগবতো নিত্যং সম্মতঃ সানুগস্য চ। যস্য জ্ঞানোপদেশায় মাদিশদ্ভগবান্ ব্রজন্ ॥ ২১ ॥
অথ তে ভগবল্লীলা যোগমায়োরুবৃংহিতাঃ। বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবান্তার্থা বর্ণয়াম্যনুপূর্ব্বশঃ ॥ ২২ ॥
ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ। আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মানানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ ২৩ ॥
স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্। মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্ ॥ ২৪ ॥
সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥ ২৫ ॥
কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ। পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥ ২৬ ॥
ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ। বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ ॥২৭॥
সোঽপ্যংশগুণকালাত্মা ভগবদ্দৃষ্টিগোচরঃ। আত্মানং ব্যকরোদাত্মাবিশ্বস্যাস্য সিসৃক্ষয়া ॥২৮॥

তুমি প্রজাগণের শাসনকারী ভগবান্ যম, তুমি মাণ্ডব্যশাপে ভ্রাতার দাসীর গর্ভে সত্যবতীসুত ব্যাসদেব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ২০

তুমি ভক্তগণ-সমন্বিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, এই জন্য ভগবান্ স্বধামে গমন করিবার সময় তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দান করিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন। ২১

এই হেতু আমি যোগমায়া দ্বারা বিশেষরূপে বিস্তারিত বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহাররূপ শ্রীভগবানের লীলা তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেছি। ২২

সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বজীবের আত্মা ও প্রভু ভগবান একাকী বর্ত্তমান ছিলেন, তখন তিনি দ্রষ্টৃদৃশ্যাদি ভেদকারিণী বুদ্ধির দ্বারা উপলক্ষিত ছিলেন না. অর্থাৎ তখন তিনি ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা বা দৃশ্য ছিল না এবং তাঁহার নিজ ইচ্ছারূপিণী মায়া তখন তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত ছিল, অর্থাৎ তখনও তাঁহার ইচ্ছার কোনও সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া না থাকায় ইচ্ছা তাঁহার অভ্যন্তরেই লীন ছিল। ২৩

তিনি একমাত্র দ্রষ্টা হওয়ায়—একমাত্র প্রভু হওয়ায় আর কোনও দৃশ্য দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার দর্শনশক্তি বা চিচ্ছক্তি অব্যাহত থাকিলেও তাঁহার মায়াপ্রমুখ শক্তি সমস্ত সুপ্ত থাকায় তিনি নিজে না থাকার মতই নিজেকে মনে করিয়াছিলেন। ২৪

হে মহাভাগ! এইরূপ সম্যক্‌দ্রষ্টা ভগবানের সদসদাত্মিকা যে শক্তি, তাহার নামই মায়া, তাহা দ্বারাই ভগবান্ এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিলেন। ২৫

কালশক্তি বশতঃ সেই চিচ্ছক্তিযুক্ত ভগবান্ অধোক্ষজ ক্ষুভিতগুণ সেই মায়ায় নিজের আত্মার অংশভূত প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষের দ্বারা চিদাভাসরূপ বীর্য্যের আধান করিলেন। ২৬

অতঃপর কালপ্রেরিত অব্যক্ত হইতে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হইল, তাহাতে সেই বিজ্ঞানাত্মা এবং তমোনাশক পরমেশ্বর, বীজ যেমন অঙ্কুরাদিরূপে বৃক্ষকে প্রকাশ করে, সেই বিশ্বকে অঙ্কুররূপে প্রকাশ করিলেন। ২৭

সেই চিদাভাসমূলক ত্রিগুণরূপ উপাদানশালী প্রভৃতির ক্ষোভক বিজ্ঞানাত্মা ভগবানের অংশভূত পুরুষ, তিনি ভগবানের দৃষ্টিগোচর হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টির ইচ্ছায় স্বীয় আত্মাকে রূপান্তরিত করিয়া বিশ্বের আশ্রয়রূপে পরিণত হইলেন। ২৮

বিবৃতি—সদসদাত্মিকা—কার্য্যকারণরূপা। অথবা 'সৎ বিশ্ব' অসৎ 'আত্মা' এই উভয়ের পক্ষে সংযোগরূপা শক্তি মায়া। ২৫

মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাদহংতত্ত্বং ব্যজায়ত।
কার্য্যকারণকর্ত্রাত্মা ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ। বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥২৯॥
অহংতত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনো বৈকারিকাদভূৎ। বৈকারিকাশ্চ যে দেবা অর্থাভিব্যঞ্জনং যতঃ ॥৩০॥
তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব জ্ঞানকর্ম্মময়াণি চ ॥ ৩১ ॥
তামসো ভূতসূক্ষ্মাদির্যতঃ খং লিঙ্গমাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥
কালমায়াংশযোগেন ভগবদ্বীক্ষিতং নভঃ। নভসোঽনুসৃতং স্পর্শং বিকুর্ব্বন্নির্মমেঽনিলম্ ॥৩৩॥
অনিলোঽপি বিকুর্ব্বাণো নভসোরুবলান্বিতঃ। সসর্জ্জ রূপতন্মাত্রং জ্যোতির্লোকস্য লোচনম্ ॥৩৪॥
অনিলেনান্বিতং জ্যোতির্বিকুর্ব্বৎ পরবীক্ষিতম্। আধত্তাম্ভো রসময়ং কালমায়াংশযোগতঃ ॥৩৫॥
জ্যোতিষাম্ভোঽনুসংসৃষ্টং বিকুর্ব্বদ্ ব্রহ্মবীক্ষিতম্। মহীং গন্ধগুণামাধাৎ কালমায়াংশযোগতঃ ॥৩৬॥
ভূতানাং নভ-আদীনাং যদ্যদ্ভব্যাবরাবরম্। তেষাং পরানুসংসর্গাদ্ যথাসংখ্যং গুণান্ বিদুঃ ॥৩৭॥

এই প্রকারে মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে অহংতত্ত্ব উৎপন্ন হইল। এই অহঙ্কারতত্ত্ব, কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তা (অর্থাৎ অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব) এই তিনের আশ্রয় এবং ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন এই তিনের বিকারবিশিষ্ট। অতএব ঐ অহঙ্কার বৈকারিক বা সাত্ত্বিক, তৈজস বা রাজসিক এবং তামসিক ভেদে তিন প্রকার। ২৯

বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মনের উৎপত্তি হয়, এবং যে সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবগণ হইতে শব্দাদি বিষয়ের প্রকাশ হয়, তাঁহারাও এই সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হন। তৈজস বা রাজস অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহের উৎপত্তি হয়।৩০-৩১

তামস-অহঙ্কার বিকার-প্রাপ্ত হইলে উহা হইতে সূক্ষ্ম ভূতরূপ শব্দের আদিকারণ আত্মার লিঙ্গ বা বোধকস্বরূপ আকাশের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৩২

কাল, মায়া ও ভগবানের অংশের যোগে, ভগবান কর্ত্তৃক আকাশ দৃষ্ট হয়, এবং সেই আকাশ হইতে স্পর্শের উৎপত্তি হয়, সেই স্পর্শ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া মূলভূতরূপ বায়ুর সৃষ্টি করে। পরে প্রবল বলান্বিত বায়ু আকাশের সহিত যুক্ত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইল এবং রূপতন্মাত্ররূপে জ্যোতির সৃষ্টি করিল ; এই জ্যোতিই সকল ভুবনের প্রকাশক।৩৩-৩৪

কালমায়া ও ভগবানের অংশের যোগে সেই পরম-পুরুষ কর্ত্তৃক তেজ সৃষ্ট হয় এবং সেই তেজ বিকার প্রাপ্ত হইয়া বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া রসতন্মাত্রময় জলের উৎপত্তি হইল। ঐরূপে কাল, মায়া ও ভগবানের অংশীভূত পুরুষের যোগে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক বীক্ষিত হইয়া সেই জল তেজের সহিত সংযুক্ত হইয়া গন্ধগুণময় পৃথিবীর সৃষ্টি করিল। ৩৫-৩৬

হে সুশীল বিদুর! আকাশাদি ভূতগণের মধ্যে যেগুলি পরের, সেইগুলির সহিত পূর্ব্বজাত ভূতের কারণের সম্বন্ধ থাকায় উত্তরোত্তর তাহাদের যথা-সংখ্যক অর্থাৎ প্রথমের এক, দ্বিতীয়ের দুই, তৃতীয়ের তিন, চতুর্থের চারি ও পঞ্চমের পাঁচটি গুণ, ইহা পণ্ডিতেরা অবগত আছেন। ৩৭

বিবৃতি—প্রথম ভূত আকাশের একটি গুণ শব্দ ; দ্বিতীয় ভূত বায়ুর জন্মের কারণে আকাশেরও সত্তা থাকায় বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, এই দুই গুণ ; তৃতীয় ভূত তেজের ঐরূপে শব্দ, স্পর্শ, ও রূপ ও রস এই চারি গুণ ; পঞ্চম ভূত পৃথিবীর ঐ প্রকারে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণ, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—আকাশাদির গুণ যথা পর পর ভূতে। এক দুই পঞ্চ ক্রমে বাড়ে পৃথিবীতে। ৩৭

এতে দেবাঃ কলা বিষ্ণোঃ কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ।
নানাত্বাৎ স্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিভুম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীদেবা উচুঃ

নমাম তে দেব পদারবিন্দং প্রপন্নতাপোপশমাতপত্রম্।
যন্মূলকেতা যতয়োঽঞ্জসোরুসংসারদুঃখং বহিরুৎক্ষিপন্তি ॥ ৩৯ ॥
ধাতর্যদস্মিন্ ভব ঈশ জীবাস্তাপত্রয়েণাভিহতা ন শর্ম্ম।
আত্মন্ লভন্তে ভগবংস্তবাঙ্ঘ্রিচ্ছায়াং সবিদ্যামত আশ্রয়েম ॥ ৪০ ॥
মার্গন্তি যৎ তে মুখপদ্মনীড়ৈশ্ছন্দঃসুপর্ণৈর্ঋষয়ো বিবিক্তে।
যস্যাঘমর্ষোদসরিদ্বরায়াঃ পদং পদং তীর্থপদঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৪১ ॥
যচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুতবত্যা চ ভক্ত্যা স ম্মৃজ্যমানে হৃদয়েঽবধায়।
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবলেন ধীরা ব্রজেম তৎ তেঽঙ্ঘ্রিসরোজপীঠম্ ॥ ৪২ ॥
বিশ্বস্য জন্মস্থিতিসংযমার্থে কৃতাবতারস্য পদাম্বুজং তে।
ব্রজেম সর্ব্বে শরণং যদীশ স্মৃতং প্রযচ্ছত্যভয়ং হি পুংসাম্ ॥ ৪৩ ॥

এই কাল মায়া ও অংশের লিঙ্গধারী অর্থাৎ কাললিঙ্গ—বিকৃতি, মায়ালিঙ্গ বিক্ষেপ ও অংশলিঙ্গ চেতনা, এই তিন প্রকার লক্ষণযুক্ত দেবতাগণ বিষ্ণুরই অংশ, তাহাদের নানাত্ব হেতু পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় তাহারা নিজ নিজ কার্য্য ব্রহ্মাণ্ড-রচনায় অসমর্থ হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীহরিকে স্তব করিয়া বলিলেন। ৩৮

দেবগণ বলিলেন—হে দেব! তোমার যে পাদপদ্ম শরণাগত ব্যক্তিদিগের সংসার-তাপ বিনাশের আতপত্র বা ছত্রস্বরূপ, আমরা তাহাকে নমস্কার করি। যতিগণ উহার মূলদেশ আশ্রয় করিয়া অনায়াসে সংসার-দুঃখ দূরে নিক্ষেপ করেন। ৩৯

হে পিতঃ! এ সংসারে জীবগণ তোমার চরণ সেবা না করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয়ে অভিভূত হইয়া আত্মাতে কোনওরূপ সুখলাভ করিতে পারে না, অতএব আমরা জ্ঞানলাভের জন্য তোমার চরণের ছায়া আশ্রয় করিতেছি। ৪০

ঋষিগণ অসঙ্গমনে তোমার মুখকমলরূপ নীড় হইতে বেদরূপ যে সকল বিহঙ্গম নির্গত হন তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া যাঁহার অন্বেষণ করিয়া থাকেন এবং কলুষনাশিনী নদীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গঙ্গা যে পদ হইতে উদ্ভূতা এবং তজ্জন্য গঙ্গার সেবা করিয়া অনেকে যে পদ লাভ করিয়া থাকেন, আপনার সেই পাদপদ্ম তীর্থস্বরূপ, আমরা তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ৪১

শ্রদ্ধাবলে শ্রবণাদিরূপ ভক্তির দ্বারা শোধিত-হৃদয়ে যে পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া, তোমার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানের ও বৈরাগ্য লাভের দ্বারা বিষয়ীরাও ধীর হইয়া থাকেন, এতএব আমরা আপনার ঐ পাদপীঠেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। ৪২

হে প্রভো! তুমি কৃপাপূর্ব্বক এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য অবতার গ্রহণ করিয়া থাক, এই জন্যই আমরা সকলে তোমার সেই পাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করিতেছি—ঐ পাদপদ্ম আশ্রিত ব্যক্তি-গণকে স্মৃতি ও অভয় প্রদান করিয়া থাকে। ৪৩

বিবৃতি—যদিও সৃষ্টির পূর্ব্বে তৎকালে যতিগণের অস্তিত্ব ছিল না, তথাপি সর্ব্বশাস্ত্রবিজ্ঞানবিৎ ত্রিকালজ্ঞ দেবগণ সর্ব্বজ্ঞতা হেতুই ঐ ভাবে শ্রীভগবানের স্তব করিয়া-ছিলেন। ৩৯

এবং সাম্নুবন্ধেঽসতি দেহগেহে মমাহমিত্যূঢ়দুরাগ্রহাণাম্।
পুংসাং সুদূরং বসতোঽপি পুর্য্যাং ভজেম তৎ তে ভগবন্ পদাব্জম্ ॥৪৪॥
তান্ বৈ হ্যসদ্বৃত্তিভি রক্ষিভির্যে পরাহৃতান্তর্মনসঃ পরেশ।
অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ ॥ ৪৫ ॥
পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ॥ ৪৬ ॥
তথাপরে চাত্মসমাধিযোগবলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাম্।
ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি তেষাং শ্রমঃ স্যান্ন তু সেবয়া তে ॥ ৪৭ ॥
তৎ তে বয়ং লোকসিসৃক্ষয়াদ্য ত্বয়ানুসৃষ্টাস্ত্রিভিরাত্মভিঃ স্ম।
সর্ব্বে বিযুক্তাঃ স্ববিহারতন্ত্রং ন শক্নুমস্তৎ প্রতিহর্ত্তবে তে ॥ ৪৮ ॥
যাবদ্বলিং তেঽজ হরাম কালে যথা বয়ঞ্চান্নমদাম যত্র।
যথোভয়েষাং ত ইমে হি লোকা বলিং হরন্তোঽন্নমদন্ত্যনূহাঃ ॥ ৪৯ ॥

হে ভগবন্! তুমি জীবগণের দেহরূপ পুরে অন্তর্যামিরূপে বাস করিলেও যাহাদের এই সোপকরণ তুচ্ছদেহে ও গৃহে "আমি ও আমার" এই বুদ্ধিতে প্রগাঢ় দুর্ব্বাসনা জন্মে, তোমার যে পাদপদ্ম তাহাদের দুষ্প্রাপ্য, আমরা তোমার সেই পাদপদ্মেরই আশ্রয় লইলাম। ৪৪

হে পরমেশ্বর! তুমি জীবের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে থাকিলেও যাহাদের মন দুর্ব্বৃত্ত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা অপহৃত হইয়া দূরে নীত হয়, তাহারা হে উরুগায়! তোমার কথা দূরে থাকুক, তোমার পাদপদ্মে আসক্তচিত্ত ভক্তগণকেও দেখিতে পায় না অর্থাৎ দেখিয়াও চিনিতে পারে না। ৪৫

হে দেব! তোমার কথাসুধা যাঁহারা পান করেন, ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সকামসুখে বিতৃষ্ণ হন এবং তাঁহারা বৈরাগ্যের সারভূত ভগবদ্বিষয়ক অনুভব লাভ করিয়া অনায়াসে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন। ৪৬

অন্য যাঁহারা মোক্ষ কামনা করেন, সেই ধীর ব্যক্তিগণ আত্মার সমাধিযোগ অবলম্বন করিয়া, বলবতী প্রকৃতিকে জয় করিয়া সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহারা সেবার দ্বারা ভগবল্লাভ করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে অতিশয় শ্রম স্বীকার করিতে হয়। ৪৭

হে আদিপুরুষ! আমরা তোমারই, যে হেতু তুমি বিশ্বসৃষ্টির বাসনা করিয়া সত্ত্বাদি তিন গুণের দ্বারা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ, কিন্তু বিরুদ্ধস্বভাবে মিলিত হইতে না পারিয়া তোমার ক্রীড়নকস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তোমাকে সমর্পণ করিতে অসমর্থ হইলাম। ৪৮

অতএব হে অজ! যাহাতে আমরা তোমাকে উপহার বা ভোগ্যদ্রব্য যথাকালে সমর্পণ করিতে পারি, এবং যে প্রকারে আমরা অন্নভোজনে সমর্থ হই আর তোমার এবং আমাদের অন্ন আহরণ করিয়া নিরাপদে নিজ নিজ জীবনোপায়সাধনে সমর্থ হই, তাহা করিবার জন্য আমাদিগকে স্বীয় শক্তি ও জ্ঞান প্রদান কর। ৪৯

বিবৃতি—অসদ্বৃত্তিতে আসক্ত হইলে সৎসঙ্গলাভের সামর্থ্য না থাকায় নিকটে অবস্থিত ভক্তদিগকেও চিনিতে পারা যায় না এবং ঐ জন্য তাঁহাদিগের প্রতি অনাদরের প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। নলকূবর দেবতা হইয়াও ইন্দ্রিয়াসক্ত হওয়ায় নারদ ঋষিকে অনাদর করিয়াছিলেন। ৪৫

ত্বং নঃ সুরাণামসি সন্নিধানাৎ কূটস্থ আদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্বং দেব শক্ত্যাং গুণকর্ম্মযোনৌ রেতস্ত্বজায়াং কবিমাদধেঽজঃ॥ ৫০ ॥
ততো বয়ং মৎপ্রমুখা যদর্থে বভূবিমাত্মন্ করবাম কিং তে।
ত্বং নঃ স্বচক্ষুঃ পরিদেহি শক্ত্যা দেব ক্রিয়ার্থে যদনুগ্রহাণাম্॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
মহদাদ্যুৎপত্তির্নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

হে নাথ! তুমি কারণ-স্বরূপ ও কার্য্য-স্বপক্ষ দেবগণের আদিকারণ, নির্ব্বিকার পুরাতন পুরুষ। যে হেতু হে দেব! তুমি নিজে জন্মরহিত হইয়াও সত্ত্বাদি গুণের ও সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণভূতা মায়া-শক্তিরূপা যোনিতে সর্ব্বজ্ঞ মহত্তত্ত্বরূপ বীর্য্য আধান করিয়াছ। ৫০

অতএব হে আত্মন্! মহত্তত্ত্ব-প্রমুখ আমরা যে উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হইলাম, আমাদিগকে যদি সেই সৃষ্টিকার্য্য করিতে হয়, তবে আমাদিগকে শক্তির সহিত স্বীয় জ্ঞান প্রদান কর, কারণ, হে দেব! তোমার অনুগৃহীত আমাদিগকে কার্য্যসাধনের জন্য এইরূপ শক্তি দিলেই আমাদের সৃষ্টির সামর্থ্য হইবে, নতুবা স্বতন্ত্ররূপ আমাদের কোনও ক্ষমতা নাই। ৫১

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীঋষিরুবাচ।

ইতি তাসাং স্বশক্তীনাং সতীনামসমেত্য সঃ। প্রসুপ্তলোকতন্ত্রাণাং নিশাম্য গতিমীশ্বরঃ ॥ ১ ॥
কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ। ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ ॥ ২ ॥
সোঽনুপ্রবিষ্টো ভগবাংশ্চেষ্টারূপেণ তং গণম্। ভিন্নং সংযোজয়াঞ্চক্রে সুপ্তং কর্ম্ম প্রবোধয়ন্ ॥৩॥
প্রবুদ্ধকর্ম্মা দৈবেন ত্রয়োবিংশতিকো গণঃ। প্রেরিতোঽজনয়ৎ স্বাভির্মাত্রাভিরধিপূরুষম্ ॥৪॥
পরেণ বিশতা স্বস্মিন্ মাত্রয়া বিশ্বসৃগ্ গণঃ। চুক্ষোভান্যোন্যমাসাদ্য যস্মিঁল্লোকাশ্চরাচরাঃ ॥৫॥
হিরণ্ময়ঃ স পুরুষঃ সহস্রপরিবৎসরান্। অণ্ডকোষ উবাসাপ্সু সর্ব্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ ॥ ৬ ॥
স বৈ বিশ্বসৃজাং গর্ভো দৈবকর্ম্মাত্মশক্তিমান্। বিবভাজাত্মনাত্মানমেকধা দশধা ত্রিধা ॥ ৭ ॥
এষ হ্যশেষসত্ত্বানামাত্মাংশঃ পরমাত্মনঃ। আদ্যোঽবতারো যত্রাসৌ ভূতগ্রামো বিভাব্যতে ॥৮॥

বিরাট মূর্ত্তির সৃষ্টি

শ্রীমৈত্রেয় ঋষি কহিলেন—ঈশ্বরের স্বীয় শক্তিগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে না পারিয়া বিশ্ব-রচনায় সামর্থ্যহীন হইয়াছে, তাহাদের প্রমুখাৎ এই গতি অবগত হইয়া কালসংজ্ঞা শক্তি বা প্রকৃতি দেবীকে অবলম্বন করিয়া সেই মহেশ্বর ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের গণে অন্তর্য্যামিত্বহেতু একই সময়ে প্রবিষ্ট হইলেন। ১-২

সেই ভগবান্ ক্রিয়াশক্তির দ্বারা সেই তত্ত্বগণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের ক্রিয়া বা জীবের অদৃষ্ট যাহা প্রসুপ্ত ছিল, তাহার প্রকাশ পুরঃসর ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বকে একত্র সংযুক্ত করিলেন। ৩

সেই মহদাদি ত্রয়োবিংশতিগণের ক্রিয়াশক্তি প্রকাশিত হওয়ায় তাহারা শ্রীভগবান্-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ নিজ অংশ দ্বারা অধিপুরুষ বা বিরাট দেহ উৎপন্ন করিল। ৪

আপনাতে অংশ দ্বারা পরমেশ্বর প্রকাশ করায় সেই তত্ত্বগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া গর্ভরূপে পরিণত হইল এবং তাহাতেই এই চরাচর লোক সকল অবস্থিত আছে। ৫

সেই হিরণ্ময়পুরুষ সহস্র বৎসর যাবৎ আপনার সহিত শয়নকারী জীবসমূহের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকোষের অন্তর্ব্বর্ত্তী জলমধ্যে বাস করিয়াছিলেন। ৬

সেই বিশ্বের সৃজনকারী তত্ত্বসমূহের গর্ভ অর্থাৎ কার্য্যরূপ বিরাট্ মূর্ত্তি জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও আত্মশক্তি-সমন্বিত হইয়া আপনা হইতেই এক, দশ, ও তিন প্রকারে বিভক্ত হইল অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির দ্বারা হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপে, ক্রিয়াশক্তির দ্বারা দশপ্রাণরূপে দশ প্রকার এবং অধ্যাত্ম, অধিদেব ও অধিভূতভেদে তিনরূপে তিন প্রকারে বিভক্ত হইল। ৭

ঐ বিরাট পুরুষ অশেষ প্রাণিগণের আত্মা ও তিনি পরমাত্মার অংশ জীব এবং ইনিই আদি অবতার—যেহেতু, তাঁহাতেই ভূত সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৮

বিবৃতি—ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব বলিতে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার-তত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় বুঝাইতেছে। শ্রীধরস্বামী স্বকার্য্য-সমূহকে কলিত বা ক্ষোভিত করেন বলিয়া কাল শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীজীব সকলকে মিলিত করেন, এই অর্থে কাল শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিশ্বনাথ "কালশক্তি" শব্দে প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ২

পরমাত্ম-উপাসকের চিত্তশুদ্ধির জন্য সর্ব্বপ্রথমে ইহারই উপাসনা কর্ত্তব্য—এই জন্য সর্ব্বাগ্রে ইহার কথা বলা হইল। ৮

সাধ্যাত্মঃ সাধিদৈবশ্চ সাধিভূত ইতি ত্রিধা। বিরাট্ প্রাণো দশবিধ একধা হৃদয়েন চ ॥ ৯ ॥
স্মরন্ বিশ্বসৃজামীশো বিজ্ঞাপিতমধোক্ষজঃ। বিরাজমতপৎ স্বেন তেজসৈষাং বিবৃত্তয়ে ॥১০॥
অথ তস্যাভিতপ্তস্য কতিধায়তনানি হ। নিরভিদ্যন্ত দেবানাং তানি মে গদতঃ শৃণু ॥১১ ॥

তস্যাগ্নিরাস্যং নির্ভিন্নং লোকপালোঽবিশৎ পদম্।
বাচা স্বাংশেন বক্তব্যং যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১২ ॥

নির্ভিন্নং তালু বরুণো লোকপালোঽবিশদ্ধরেঃ। জিহ্বয়াংশেন চ রসান্ যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে ॥১৩॥
নির্ভিন্নে অশ্বিনৌ নাসে বিষ্ণোরাবিশতাং পদম্। ঘ্রাণেনাংশেন গন্ধস্য প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥১৪॥
নির্ভিন্নে অক্ষিণী ত্বষ্টা লোকপালোঽবিশদ্বিভোঃ। চক্ষুষাংশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥১৫॥
নির্ভিন্নান্যস্য চর্ম্মাণি লোকপালোঽনিলোঽবিশৎ। প্রাণেনাংশেন সংস্পর্শং যেনাসৌ প্রতিপদ্যতে॥১৬॥
কর্ণাবস্য বিনির্ভিন্নৌ ধিষ্ণ্যং স্বং বিবিশুর্দ্দিশঃ। শ্রোত্রেণাংশেন শব্দস্য সিদ্ধিং যেন প্রপদ্যতে॥১৭॥
ত্বচমস্য বিনির্ভিন্নাং বিবিশুর্ধিষ্ণ্যমোষধীঃ। অংশেন রোমভিঃ কণ্ডুং যৈরসৌ প্রতিপদ্যতে॥১৮॥

ঐ বিরাট পুরুষ আত্মশক্তি দ্বারা অধ্যাত্ম, অধিদেব ও অধিভূত এই তিন প্রকার, ক্রিয়াশক্তির দ্বারা প্রাণাদি দশবিধ হওয়ায় দশ প্রকার, আর জ্ঞান-শক্তি দ্বারা হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ জীব হওয়ায় এক প্রকার হইলেন। ৯

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত পুরুষ সেই পরমেশ্বর বিশ্বের সৃজনকারী তত্ত্ব-সমূহের পূর্ব্বের বিজ্ঞাপিত বাক্য স্মরণ করিয়া তাহাদের বৃত্তি-সম্পাদনের জন্য নিজ তেজ বা চিৎশক্তির দ্বারা ঐ বিরাট মূর্ত্তিকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১০

হে বিদুর! ঐ বিরাট মূর্ত্তি প্রকাশিত হইলে তাহা হইতে দেবতাদিগের কতপ্রকার আয়তন ভিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রকাশ পাইল, তাহা শ্রবণ কর। ১১

তাঁহার মুখ পৃথক্‌ভাবে উৎপন্ন হইলে লোকপাল অগ্নি নিজের অংশভূত বাক্যের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন, ঐ বাক্যের দ্বারাই জীব শব্দোচ্চারণে সমর্থ হইয়াছে। ১২

বিরাটরূপ হরির তালু পৃথক্‌রূপে উৎপন্ন হইলে লোকপাল বরুণ স্বীয় অংশ জিহ্বার সহিত উহাতে প্রবিষ্ট হইলেন; জীব ঐ রসনার দ্বারাই নানাবিধ রস গ্রহণ করিয়া থাকে। ১৩

সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট পুরুষের নাসিকা পৃথক্‌রূপে উৎপন্ন হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বীয় স্বীয় অংশ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; ঐ নাসিকাদ্বয় হইতেই গন্ধগ্রহণ-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেই বিরাট পুরুষের অক্ষিগোলকদ্বয় পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হইলে লোকপাল ত্বষ্টা স্বীয় অংশ দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত উহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন; ঐ চক্ষুর্দ্বয় হইতেই রূপদর্শনব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ১৪-১৫

ঐরূপে বিরাটের শরীরস্থ চর্ম্ম স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ পাইলে লোকপাল বায়ু স্বীয় অংশ প্রাণরূপ ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত উহাতে প্রবিষ্ট হইলেন, উহা দ্বারা সম্যক্‌রূপে স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ১৬

বিরাটের কর্ণদ্বয় পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইলে দিক্ সকল স্বীয় অংশ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন; শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দের জ্ঞান হইয়া থাকে। ১৭

তাঁহার ত্বক্ পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইলে ওষধি সকল স্ব স্ব অংশ রোমের দ্বারা তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন, ঐ রোমাবলীর দ্বারাই কণ্ডূতির জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ১৮

মেঢ্রং তস্য বিনির্ভিন্নং স্বধিষ্ণ্যং ক উপাবিশৎ। রেতসাংশেন যেনাসাবানন্দং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৯ ॥
গুদং পুংসো বিনির্ভিন্নং মিত্রো লোকেশ আবিশৎ। পায়ুনাংশেন যেনাসৌ বিসর্গং প্রতিপদ্যতে॥২০॥
হস্তাবস্য বিনির্ভিন্নাবিন্দ্রঃ স্বঃপতিরাবিশৎ। বার্ত্তয়াংশেন পুরুষো যয়া বৃত্তিং প্রপদ্যতে ॥২১॥
পাদাবস্য বিনির্ভিন্নৌ লোকেশো বিষ্ণুরাবিশৎ। গত্যা স্বাংশেন পুরুষো যয়া প্রাপ্যং প্রপদ্যতে ॥২২॥
(বুদ্ধিঞ্চাস্য বিনির্ভিন্নাং বাগীশো ধিষ্ণ্যমাবিশৎ। বোধেনাংশেন বোদ্ধব্যং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ) ॥২২॥ক
হৃদয়ঞ্চাস্য নির্ভিন্নং চন্দ্রমা ধিষ্ণ্যমাবিশৎ। মনসাংশেন যেনাসৌ বিক্রিয়াং প্রতিপদ্যতে ॥২৩॥
আত্মানঞ্চাস্য নির্ভিন্নমভিমানোঽবিশৎ পদম্। কর্ম্মণাংশেন যেনাসৌ কর্ত্তব্যং প্রতিপদ্যতে ॥২৪॥
সত্ত্বঞ্চাস্য বিনির্ভিন্নং মহান্ ধিষ্ণ্যমুপাবিশৎ। চিত্তেনাংশেন যেনাসৌ বিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে ॥২৫॥
শীর্ষ্ণোঽস্য দ্যৌর্ধরা পদ্ভ্যাং খং নাভেরুদপদ্যত। গুণানাং বৃত্তয়ো যেষু প্রতীয়ন্তে সুরাদয়ঃ ॥২৬॥
আত্যন্তিকেন সত্ত্বেন দিবং দেবাঃ প্রপেদিরে। ধরাং রজঃস্বভাবেন পণয়ো যে চ তাননু ॥ ২৭ ॥
তার্ত্তীয়েন স্বভাবেন ভগবন্নাভিমাশ্রিতাঃ। উভয়োরন্তরং ব্যোম যে রুদ্রপার্ষদাং গণাঃ ॥২৮॥

ঐ পুরুষের উপস্থ পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইলে, প্রজাপতি স্বীয় অংশ শুক্রের সহিত তাহাতে প্রবেশ করেন, ঐ শুক্রের দ্বারা আনন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে। বিরাট-পুরুষের পায়ুস্থান পৃথক্ হইয়া প্রকাশ পাইলে মিত্রদেবতা আপনার অংশ পায়ু ইন্দ্রিয়সহ তাহাতে প্রবেশ করিলেন, উহা দ্বারা মলত্যাগাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। ১৯-২০

বিরাট-পুরুষের হস্তদ্বয় পৃথক্ প্রকাশ পাইলে স্বর্গপতি ইন্দ্র স্বীয় অংশ ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যবহারের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন—এই ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যবহারের দ্বারা জীব জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। ২১

বিরাট-পুরুষের পদদ্বয় পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইলে লোকেশ্বর বিষ্ণু স্বীয় অংশ গতিশক্তির দ্বারা তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন—এই গতিশক্তির দ্বারাই জীব দেশান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২২

অনন্তর বিরাট-পুরুষের বুদ্ধি পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইলে বাগীশ ব্রহ্মা স্বীয় অংশ বোধশক্তির দ্বারা তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন। পুরুষের সেই বোধশক্তির দ্বারা বোদ্ধব্য-বিষয়ের অনুভূতি হইয়া থাকে। ২২ক

বিরাট-পুরুষের হৃদয় পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইলে চন্দ্রমা স্বীয় অংশ মনের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন, উহা দ্বারাই জীবের সংকল্পবিকল্পাত্মক বিকার ঘটিয়া থাকে। ২৩

অনন্তর বিরাট-পুরুষের অহঙ্কার পৃথক্‌রূপে উৎপন্ন হইল এবং রুদ্র স্বীয় অংশ অহংবৃত্তির দ্বারা তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন, পুরুষই অহংভাবের দ্বারা স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ২৪

অতঃপর বিরাট-পুরুষের চিত্ত পৃথক্‌রূপে উৎপন্ন হইলে মহত্তত্ত্ব স্বীয় অংশ চেতনার দ্বারা তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন, ঐ চেতনার বা চৈতন্যের দ্বারা বিজ্ঞানের বা সমান ভাবের জ্ঞানের অনুভব হইয়া থাকে। ২৫

তদনন্তর বিরাট-পুরুষের শীর্ষদেশ হইতে স্বর্গ, পদদ্বয় হইতে পৃথিবী, নাভিদেশ হইতে আকাশ বা ভুবর্লোক উৎপন্ন হইল; ঐ সকল স্থানে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরিণামরূপে দেবতাদি প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ২৬

আত্যন্তিক সত্ত্বগুণের দ্বারা স্বর্গে অবস্থিত, যজ্ঞাদি সাধক মনুষ্যগণ ও তাহাদের প্রয়োজন-সাধক গবাদি পশু রজঃস্বভাব হেতু পৃথিবীতে এবং রুদ্র-পার্ষদ ভূতাদিগণ তমোগুণ হেতু স্বর্গ ও পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত ব্যোম বা আকাশরূপ ভগবান্ বিরাটের নাভিদেশ আশ্রয় করিয়া আছে। ২৭-২৮

মুখতোঽবর্ত্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ। যস্তু মুখত্বাদ্বর্ণানাং মুখ্যোঽভূদ্‌ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥২৯॥
বাহুভ্যোঽবর্ত্তত ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ। যো জাতস্ত্রায়তে বর্ণান্ পৌরুষঃ কণ্টকক্ষতাৎ ॥৩০॥
বিশোঽবর্ত্তন্ত তস্যোর্ব্বোর্লোকবৃত্তিকরীর্বিভোঃ। বৈশ্যস্তদুদ্ভবো বার্ত্তাং নৃণাং যঃ সমবর্ত্তয়ৎ ॥৩১॥
পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষা ধর্ম্মসিদ্ধয়ে। তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্‌বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ॥৩২॥
এতে বর্ণাঃ স্বধর্ম্মেণ যজন্তি স্বগুরুং হরিম্। শ্রদ্ধয়াত্মবিশুদ্ধ্যর্থং যজ্জাতাঃ সহ বৃত্তিভিঃ ॥ ৩৩ ॥
এতৎ ক্ষত্তর্ভগবতো দৈবকর্ম্মাত্মরূপিণঃ। কঃ শ্রদ্দধ্যাদুপাকর্ত্তুং যোগমায়াবলোদয়ম্ ॥ ৩৪ ॥
অথাপি কীর্ত্তয়াম্যঙ্গ যথামতি যথাশ্রুতম্। কীর্ত্তিং হরেঃ স্বাং সৎকর্ত্তুং গিরমন্যাভিধাসতীম্ ॥৩৫॥

একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং সুশ্লোকমৌলেগু‍র্ণবাদমাহুঃ।
শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং কথাসুধায়ামুপসংপ্রয়োগম্ ॥ ৩৬ ॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই বিরাট-পুরুষের মুখ হইতে বেদ ও ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইলেন, এবং ঐ বেদই অধ্যাপনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের বৃত্তি-স্বরূপ হওয়াতে তাঁহাদের জীবিকাও সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হইল, ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মুখ হইতে জন্মগ্রহণ করায় তাঁহারা বর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং গুরু হইয়াছেন। ২৯

বিরাট-পুরুষের বাহু হইতে ক্ষত্র অর্থাৎ পালনরূপা বৃত্তি উৎপন্ন হইল ও ঐ বৃত্তির অনুবর্ত্তী ক্ষত্রিয়বর্ণ উৎপন্ন হইল, এবং ক্ষত্রিয় পুরুষের অংশস্বরূপ জন্মগ্রহণ করায় চৌরাদির উপদ্রব হইতে বর্ণসকলকে রক্ষা করিয়া থাকে। ৩০

ঐ বিভুর ঊরুদ্বয় হইতে লোকের জীবিকার কারণ-স্বরূপ কৃষি আদি ব্যবসায় সকল উৎপন্ন হইল ও বৈশ্যজাতিই সেই ঊরুদেশ হইতে উৎপন্ন হইল এবং সেই কারণেই বৈশ্যজাতির কৃষ্যাদি ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ৩১

অতঃপর সেই বিরাট্-পুরুষের পাদদ্বয় হইতে ধর্ম্ম-সিদ্ধির জন্য শুশ্রূষার উৎপত্তি হইল; সেই বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া পুরাকালে শূদ্রজাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং ঐ বৃত্তির দ্বারা শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ৩২

এই সকল বর্ণ নিজ নিজ বৃত্তির সহিত ভগবান হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তজ্জন্য ইহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আত্মবিশুদ্ধির জন্য স্বধর্ম্মপালনের দ্বারা আপনাদের গুরু সেই ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে। ৩৩

হে বিদুর! কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবরূপ শক্তি-সমন্বিত ভগবানের ঐ বিরাট রূপ যোগমায়াবলে প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা দূরে থাকুক, তাহার বর্ণনা করিবার অভিলাষও কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। ৩৪

হে প্রিয়তম বিদুর! তথাপি আমি গুরু-মুখ হইতে যেরূপ শুনিয়াছি, এবং বুদ্ধির দ্বারা তাহা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তদনুসারে তাঁহার কীর্ত্তি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব, কেন না, উহা দ্বারা অন্য কথার দ্বারা মলিনীভূত আমার বাগিন্দ্রিয় পবিত্র হইবে। ৩৫

পুণ্যশ্লোক-শিরোমণি ভগবানের গুণকীর্ত্তনই পুরুষদিগের বাক্যের ঐকান্তিক সুনিশ্চিত লাভ আর বিদ্বজ্জনকর্ত্তৃক বর্ণিতা তদীয় কথারূপ সুধায় কর্ণের সন্নিকর্ষেই উহার সার্থকতা। ৩৬

বিশ্বনাথঃ—দ্বিজশুশ্রূষা শূদ্রের বিশেষ ধর্ম্ম হইলেও ভগবানের শুশ্রূষা সর্ব্ববর্ণেরই সাধারণ ধর্ম্ম; এবং তাহার দ্বারাই শ্রীভগবান পরিতুষ্ট হন। বস্তুতঃ ভগবানের প্রতি ভক্তি ব্যতীত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমবিহিত ধর্ম্মের আচরণ করিলেও তাহাতে ভগবানের তুষ্টি হয় না। এই জন্য বেদাদি হইতেও শুশ্রূষার উৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে। ৩২।

আত্মনোঽবসিতো বৎস মহিমা কবিনাদিনা। সংবৎসরসহস্রান্তে ধিয়া যোগবিপক্কয়া ॥ ৩৭ ॥
অতো ভাগবতী মায়া মায়িনামপি মোহিনী। যৎ স্বয়ঞ্চাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতাপরে ॥ ৩৮ ॥
যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ। অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

হে বৎস! শ্রীহরির মহিমা অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। আদিকবি ব্রহ্মা যোগপক্ক বুদ্ধির দ্বারা সহস্র সংবৎসরের অন্তেও সেই পরমাত্মার মহিমা জানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি? অতএব ভগবানের মায়া মায়াবীদিগেরও মোহকারিণী, যেহেতু যখন স্বয়ং ভগবান্ই স্বীয় মায়ার গতি জানিতে পারেন নাই, তখন অপরের কথা আর কি বলিব? ৩৭ ৩৮

যাঁহাকে জানিবার জন্য বাক্যসকল প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে মনের সহিত অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইয়াছে; এমন কি, অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা রুদ্র ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা এই দেবগণ ও অন্য কেহই তাঁহাকে অবগত হইতে পারেন নাই, অতএব তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা বিফল জানিয়া কেবল তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। ৩৯

বিবৃতি ঃ—ভগবানের মায়া-বিভূতি অনন্ত—এই জন্য স্বয়ং ভগবান্ও তাহার অন্ত করিতে পারেন না। ৩৮

তৃতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

এবং ব্রুবাণং মৈত্রেয়ং দ্বৈপায়নসুতো বুধঃ। প্রীণয়ন্নিব ভারত্যা বিদুরঃ প্রত্যভাষত ॥ ১ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ।

ব্রহ্মন্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ। লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ ॥২॥

ক্রীড়ায়ামুদ্যমোঽর্ভস্য কামশ্চিক্রীড়িষান্যতঃ। স্বতস্তৃপ্তস্য চ কথং নিবৃত্তস্য সদান্যতঃ ॥ ৩ ॥

অস্রাক্ষীদ্ভগবান্ বিশ্বং গুণময্যাত্মমায়য়া। তয়া সংস্থাপয়ত্যেতদ্ভূয়ঃ প্রত্যপিধাস্যতি ॥ ৪ ॥

দেশতঃ কালতো যোঽসাববস্থাতঃ স্বতোঽন্যতঃ। অবিলুপ্তাববোধাত্মা স যুজ্যেতাজয়া কথম্ ॥ ৫ ॥

ভগবানেক এবৈষ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্ববস্থিতঃ। অমুষ্য দুর্ভগত্বং বা ক্লেশো বা কর্ম্মভিঃ কুতঃ ॥৬॥

এতস্মিন্ মে মনো বিদ্বন্ খিদ্যতেঽজ্ঞানসঙ্কটে। তন্নঃ পরাণুদ বিভো কশ্মলং মানসং মহৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

স ইত্থং চোদিতঃ ক্ষত্ত্রা তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা মুনিঃ। প্রত্যাহ ভগবচ্চিত্তঃ স্ময়ন্নিব গতস্ময়ঃ ॥ ৮ ॥

বিদুরের প্রশ্ন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ! মৈত্রেয় মুনি এইরূপ কহিলে দ্বৈপায়ন-পুত্র সুপণ্ডিত বিদুর মধুর বাক্যের দ্বারা তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন-পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ১

শ্রীবিদুর কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! চিন্মাত্র ও নির্ব্বিকার ভগবানের কি প্রকারে গুণ ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ ঘটিল? যিনি স্বভাবতঃ নির্গুণ এবং নির্ব্বিকার, লীলার দ্বারাই বা তাঁহাতে কি প্রকারে গুণের ও ক্রিয়ার সংযোগ সিদ্ধ হইতে পারে?। ২

আসক্তি হেতু বালকের ক্রীড়ার ইচ্ছা হইয়া থাকে, কিন্তু যিনি স্বভাবতঃই তৃপ্ত অতএব আসক্তি-শূন্য এবং সর্ব্বদা অন্য হইতে নিবৃত্ত অতএব অসঙ্গ, তাঁহার ক্রীড়ার বা লীলার ইচ্ছা কি প্রকারে হইল?। ৩

ভগবান্ গুণময়ী আত্মমায়ার দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, ঐ মায়ার দ্বারাই এই বিশ্বের পালন এবং পুনরায় বিলোপ-ক্রমে ইহার তিরোধান ঘটাইয়া থাকেন। ৪

পরন্তু দেশ, কাল বা অবস্থা হইতে অথবা নিজ হইতে অন্য হইতে যাঁহার বোধশক্তি লুপ্ত হয় না, সেই জীবনরূপী আত্মা কি প্রকারে অবিদ্যার সহিত যুক্ত হন?। ৫

এই ভগবানই ত' জীবরূপে সকল দেহরূপ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত আছেন, অতএব জীবের কি প্রকারে কর্ম্মের দ্বারা দুর্ভাগ্য-ক্লেশ সম্ভবপর হইতে পারে?। ৬

হে ব্রহ্মজ্ঞ! এই অজ্ঞানরূপ দুর্গে আমার মন খিন্ন হইতেছে। অতএব আমার মনের এই মহামোহ বিনাশ করুন। ৭

শুকদেব কহিলেন—মহারাজ! তত্ত্বজিজ্ঞাসু বিদুর-কর্ত্তৃক এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই মুনি চিত্তবৃত্তি ভগবানে অর্পণ করিয়া গতবিস্ময় হইলেও বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন—। ৮

বিবৃতিঃ—পরমেশ্বর আত্মারাম ও দ্বিতীয়-রহিত,অতএব তাঁহাতে ইচ্ছার অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে না—বিদুরের এই কথার ইহাই অভিপ্রায়। জীবের নিত্য, সর্ব্বব্যাপিত্ব ইত্যাদি ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া লইয়া এই প্রশ্ন করা হইতেছে। ৩-৫

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে। ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনম্ ॥ ৯ ॥
যদর্থেন বিনামুষ্য পুংস আত্মবিপর্য্যয়ঃ। প্রতীয়ত উপদ্রষ্টুঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিকঃ ॥ ১০ ॥
যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ। দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ ॥১১॥
স বৈ নিবৃত্তিধর্ম্মেণ বাসুদেবানুকম্পয়া। ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে শনৈরিহ ॥ ১২ ॥
যদেন্দ্রিয়োপরামোঽথ দ্রষ্ট্রাত্মনি পরে হরৌ। বিলীয়ন্তে তদা ক্লেশাঃ সংসুপ্তস্যেব কৃৎস্নশঃ ॥১৩॥

অশেষসংক্লেশশমং বিধত্তে গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেঃ।
কিং বা পুনস্তচ্চরণারবিন্দপরাগসেবারতিরাত্মলব্ধা ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ।

সংছিন্নঃ সংশয়ো মহ্যং তব সূক্তাসিনা বিভো। উভয়ত্রাপি ভগবন্ মনো মে সংপ্রধাবতি ॥ ১৫ ॥
সাধ্বেতদ্ব্যাহৃতং বিদ্বন্নাত্মমায়ায়নং হরেঃ। আভাত্যপার্থং নির্ম্মূলং বিশ্বমূলং ন যদ্বহিঃ ॥১৬॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর! বিমুক্তস্বরূপ ভগবানের এই যে অবিদ্যা কর্ত্তৃক বন্ধন এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের এই যে কার্পণ্য—এই যে প্রতীয়মান তর্কবিরোধ, ইহাই সেই ভগবানের মায়া। ৯

মনুষ্য স্বপ্নাবস্থায় নিজ মুণ্ড ছিন্ন দেখিয়া আপনাকে বিকৃতদেহ মনে করিলেও যেমন তাহা বস্তুতঃ মিথ্যা, সেইরূপ জীবের বন্ধন ও কার্পণ্য বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও সেইরূপ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ১০

যেরূপ চন্দ্রের প্রতিবিম্ব জলে দৃষ্ট হইলেও জলের কম্পনাদি ধর্ম্ম তাহাতেই বিদ্যমান থাকে, আকাশের চন্দ্রে তাহা দেখা যায় না, সেইরূপ অনাত্মদেহাদি ধর্ম্ম মিথ্যা হইলেও জীবেই তাহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, দেহাভিমান-রহিত ঈশ্বরে তাহার অস্তিত্ব থাকে না। ১১

পরন্তু ক্রমশঃ ভগবান্ বাসুদেবের অনুকম্পা লাভ করিলে নিষ্কামস্বভাব ভক্তিযোগের দ্বারা সেই দেহাভিনিবেশ তিরোহিত হইয়া থাকে। ১২

নিদ্রিত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল যেমন তাহার অন্তর্যামীরূপ আত্মায় বিলীয়মান অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে নিশ্চল থাকে সেইরূপ পরব্রহ্ম শ্রীহরিতে চিত্তবৃত্তি বিলীন হইলে সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটিয়া থাকে। ১৩

শ্রীহরির গুণশ্রবণে ও গুণকথনেও অশেষ ক্লেশের শান্তি হইয়া থাকে, অতএব মনোমধ্যে যদি তাঁহার পাদপদ্ম সেবা-বিষয়িণী রতি লাভ করিতে পারা যায়, তবে তাহা কি না করিতে সমর্থ হয়?। ১৪

শ্রীবিদুর কহিলেন, হে ভগবন্! চিদ্রূপ ভগবানের জগৎকর্ত্তৃত্বাদি এবং জীবের সংসার সম্বন্ধে আমার যে সংশয় ছিল, তাহা আপনার যুক্তিপরিপূর্ণ বাক্যরূপ খড়্গের দ্বারা ছিন্ন হইয়াছে, এখন আমার মন ঈশ্বরের স্বাধীনতা ও জীবের পরাধীনতার বিষয় সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেছে। ১৫

হে বিদ্বন্! আপনি শ্রীহরির জীববিষয়িণী যে মায়ার কথা বলিলেন, তাহা অতীব যুক্তিযুক্ত—কারণ, জীবের ঐ দুর্ভাগ্যাদি স্বপ্নাবস্থায় মুণ্ডচ্ছেদনের ন্যায় অযুক্ত, অতএব তাহা মূলশূন্য। হে ব্রহ্মন্! বিশ্বের মূল যে অজ্ঞান, তাহাও ঐ মায়া ব্যতীত থাকিতে পারে না, অতএব সকল পদার্থই ঐ মায়াকে আশ্রয় করিয়া আছে। ১৬

যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ। তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ ॥১৭॥
অর্থাভাবং বিনিশ্চিত্য প্রতীতস্যাপি নাত্মনঃ। তাঞ্চাপি যুষ্মচ্চরণসেবয়াহং পরাণুদে ॥ ১৮ ॥
যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ। রতিরাসো ভবেৎ তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ ॥১৯॥
দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু। যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥২০॥
সৃষ্ট্বাগ্রে মহদাদানি সবিকারাণ্যনুক্রমাৎ। তেভ্যো বিরাজমুদ্ধৃত্য তমনু প্রাবিশদ্বিভুঃ ॥২১॥
যমাহুরাদ্যং পুরুষং সহস্রাঙ্‌ঘ্র্যুরুবাহুকম্। যত্র বিশ্ব ইমে লোকাঃ সবিকাশং ত আসতে ॥২২॥

যস্মিন্ দশবিধঃ প্রাণঃ সেন্দ্রিয়ার্থেন্দ্রিয়স্ত্রিবৃৎ।
ত্বয়েরিতো যতো বর্ণাস্তদ্বিভূতীর্বদস্ব নঃ ॥ ২৩ ॥
যত্র পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ নপ্তৃভিঃ সহ গোত্রজৈঃ।
প্রজা বিচিত্রাকৃতয় আসন্ যাভিরিদং ততম্ ॥ ২৪ ॥

এই সংসারে যে অত্যন্ত মূঢ় অর্থাৎ দেহাদিতে আসক্ত অথবা যে ব্যক্তি প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছে, এই উভয় ব্যক্তির সংশয় জন্য ক্লেশের উদ্ভব হয় না, পরন্তু, ইহারা উভয়ে সুখে জীবন যাপন করিয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি অর্থাৎ যে দুঃখপূর্ণ বলিয়া প্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়াছে অথচ পরমানন্দরূপী পরমাত্মার সন্ধান রাখে না, সেই ব্যক্তিই ক্লেশের ভাজন হইয়া থাকে। ১৭

কিন্তু এই অনাত্ম সংসার-প্রপঞ্চ প্রতীত হইলেও ইহার কোনও অর্থ নাই অর্থাৎ এই অমূলক প্রতীতি মাত্র, এইরূপ নিশ্চয় হওয়ায় এখন আমি কৃতার্থ হইয়াছি, এখন ঐ প্রতীতিকেও আপনাদের চরণসেবার দ্বারা পরিত্যাগ করিতে পারিব। ১৮

হে মুনে! আপনাদের চরণসেবার দ্বারা মধুসূদন ভগবানের চরণকমলে নিত্যকালব্যাপী প্রেমোৎসব লাভ হয় এবং তাহাতে দুর্ব্বার সংসার-বাসনা বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১৯

হে মহাত্মন্! আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তিরা ভগবান্ বিষ্ণুর এবং তদীয় লোক বৈকুণ্ঠের বর্ত্মস্বরূপ, কারণ, তাঁহারা সর্ব্বদা দেবদেব জনার্দ্দনের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যাঁহাদের তপস্যা অল্প, তাঁহাদের পক্ষে তাহাদের সেবাপ্রাপ্তি দুঃসাধ্য। ২০

হে ব্রহ্মন্! সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর সর্ব্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়াদির সহিত মহদাদি যথাক্রমে সৃষ্টি করিয়া সেই সকল অংশের দ্বারা বিরাট্‌মূর্ত্তির প্রকাশ করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। ২১

সেই বিরাটপুরুষের সহস্র চরণ, সহস্র উরু এবং সহস্র বাহু। পণ্ডিতেরা ইঁহাকে আদিপুরুষ বলিয়া থাকেন, তাহাতেই এই বিশ্ব এবং এই লোক সকল অসঙ্কোচে বাস করিতেছে। ২২

হে ব্রহ্মন্! আপনি কহিলেন, বিরাট পুরুষের ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় ও দশবিধ প্রাণ আছে; আর সহ, ওজ, বল ভেদে ত্রিবিধ প্রাণও আপনা কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, উহা হইতেই বর্ণ-সকলের উৎপত্তি হইয়াছে—অতএব তাহার বিভূতি সকল আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। ২৩

হে প্রভো! ঐ সকল বিভূতিতেই ত' পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র এবং গোত্রজ এতৎসমুদয় প্রজাগণ বিচিত্রাকৃতি হইয়াছে এবং উহারাই এই জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। ২৪

প্রজাপতীনাং স পতিশ্চক্ৢপে কান্ প্রজাপতীন্।
সর্গাংশ্চৈবানুসর্গাংশ্চ মনূন্ মন্বন্তরাধিপান্। এতেষামপি বংশাংশ্চ বংশ্যানুচরিতানি চ ॥ ২৫ ॥
উপর্য্যধশ্চ যে লোকা ভূমের্মিত্রাত্মজাসতে। তেষাং সংস্থাং প্রমাণঞ্চ ভূর্লোকস্য চ বর্ণয় ॥২৬॥
তির্য্যঙ্মানুষদেবানাং সরীসৃপপতত্রিণাম্। বদ নঃ সর্গসংব্যূহং গার্ভস্বেদদ্বিজোদ্ভিদাম্ ॥ ২৭ ॥
গুণাবতারৈর্বিশ্বস্য সর্গস্থিত্যপ্যযাশ্রয়ম্। সৃজতঃ শ্রীনিবাসস্য ব্যাচক্ষ্বোদারবিক্রমম্ ॥ ২৮ ॥
বর্ণাশ্রমবিভাগাংশ্চ রূপশীলস্বভাবতঃ। ঋষীণাং জন্ম কর্ম্মাণি দেবস্য চ বিকর্ষণম্ ॥ ২৯ ॥
যজ্ঞস্য চ বিতানানি যোগস্য চ পথঃ প্রভো। নৈষ্কর্ম্ম্যস্য চ সাংখ্যস্য তন্ত্রং বা ভগবৎস্মৃতম্ ॥৩০॥
পাষণ্ডপথবৈষম্যং প্রতিলোমনিবেশনম্। জীবস্য গতয়ো যাশ্চ যাবতীর্গুণকর্ম্মজাঃ ॥ ৩১ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং নিমিত্তান্যবিরোধতঃ। বার্ত্তায়া দণ্ডনীতেশ্চ শ্রুতস্য চ বিধিং পৃথক্ ॥৩২॥
শ্রাদ্ধস্য চ বিধিং ব্রহ্মন্ পিতৃণাং সর্গমেব চ। গ্রহনক্ষত্রতারাণাং কালাবয়বসংস্থিতিম্ ॥ ৩৩ ॥
দানস্য তপসো বাপি যচ্চেষ্টাপূর্ত্তয়োঃ ফলম্। প্রবাসস্থস্য যো ধর্ম্মো যশ্চ পুংস উতাপদি ॥৩৪॥
যেন বা ভগবাংস্তুষ্যে দ্ধর্ম্মযোনির্জনার্দ্দনঃ। সংপ্রসীদতি বা যেষামেতদাখ্যাহি মেঽনঘ ॥৩৫ ॥
অনুব্রতানাং শিষ্যাণাং পুত্রাণাঞ্চ দ্বিজোত্তম। অনাপৃষ্টমপি ব্রূয়ুর্গুরবো দীনবৎসলাঃ ॥ ৩৬ ॥

— —

সেই প্রজাপতিগণের পতি ভগবান্ কোন্ কোন্ প্রজাপতি, কি কি সৃষ্টি, কি কি প্রকাশ বা অনুসৃষ্টি, কোন্ কোন্ মনু এবং কোন্ কোন্ মন্বন্তরাধিপের কল্পনা করেন; আর তাঁহাদের বংশ এবং তদ্বংশীয়দিগের কিরূপ চরিত্র, তাহাও বর্ণনা করুন। ২৫

হে মিত্রপুত্র! এই পৃথিবীর উপবিভাগে ও অধোভাগে যে সকল লোক আছে, তাহাদিগের সন্নিবেশ ও পরিমাণ এবং এই ভূলোকের সন্নিবেশ ও পরিমাণ বর্ণনা করুন। ২৬

দেবতা, মনুষ্য, সরীসৃপ, পক্ষী, জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ এই সকলের সৃষ্টিবিভাগও আমাদিগের নিকট বর্ণনা করুন। ২৭

গুণাবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারী ও বিশ্বের আশ্রয়ের স্রষ্টা ভগবানের উদার বিক্রমের কথাও বর্ণনা করুন। ২৮

চিহ্ন, আচার ও শমাদি স্বভাবের দ্বারা বর্ণাশ্রমের বিভাগ এবং ঋষিদিগের জন্ম, কর্ম্ম ও বেদের বিভাগ, যজ্ঞের বিস্তার, অষ্টাঙ্গ যোগের পথ, জ্ঞানের ও তাহার উপায়-স্বরূপ সাংখ্যের ও ভগবৎ-কথিত পাঞ্চরাত্রাখ্য তন্ত্রের, পাষণ্ডপন্থার ভেদ, শূদ্রাদি প্রতিলোম জাতির সংস্থান, গুণ ও কর্ম্মানুসারে জীবগণের যাবতীয় বিচিত্র গতি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের পরস্পরের অবিরোধী উপায়সকল, কৃষি-বাণিজ্যাদির, দণ্ডনীতির ও বেদশাস্ত্রের পৃথক্ পৃথক্ বিধান, শ্রাদ্ধের বিধি, পিতৃগণের সৃষ্টি, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণের কালচক্রে সংস্থিতি, দান, তপস্যা, যজ্ঞাদির ও বাপীকূপ-তড়াগাদি খননের ফল, প্রবাসস্থ ব্যক্তির ধর্ম্ম ও আপৎকালীন ধর্ম্ম, অন্যান্য যে সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মযোনি ভগবান্ শ্রীহরির প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে, হে অনঘ! তৎসমুদয়ও বর্ণনা করুন। ২৯-৩৫

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দীনবৎসল গুরুগণ জিজ্ঞাসিত না হইয়াও অনুব্রত শিষ্য ও পুত্রগণকে কর্ত্তব্য বিষয়ের উপদেশ দান করিয়া থাকেন। ৩৬

তত্ত্বানাং ভগবংস্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ। তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উস্বিদনুশেরতে ॥৩৭॥
পুরুষস্য চ সংস্থানং স্বরূপং বা পরস্য চ। জ্ঞানঞ্চ নৈগমং যত্তদ্গুরুশিষ্যপ্রয়োজনম্ ॥ ৩৮ ॥
নিমিত্তানি চ তস্যেহ প্রোক্তান্যনঘ সূরিভিঃ। স্বতো জ্ঞানং কুতঃ পুংসাং ভক্তির্বৈরাগ্যমেব চ ॥৩৯
এতান্ মে পৃচ্ছতঃ প্রশ্নান্ হরেঃ কর্ম্মবিবিৎসয়া। ব্রূহি মেঽজ্ঞস্য মিত্রত্বাদজয়া নষ্টচক্ষুষঃ ॥৪০॥
সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপো দানানি চানঘ। জীবাভয়প্রদানস্য ন কুর্ব্বীরন্ কলামপি ॥৪১॥

শ্রীশুক উবাচ।

স ইত্থমাপৃষ্টপুরাণকল্পঃ কুরুপ্রধানেন মুনিপ্রধানঃ।
প্রবৃদ্ধহর্ষো ভগবৎকথায়াং সঞ্চোদিতস্তং প্রহসন্নিবাহ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

আপনি যে সকল তত্ত্বের কথা কহিলেন, তাহাদের কত প্রকার লয় হইয়া থাকে? পরমেশ্বর প্রলয়-কাল যোগনিদ্রায় শয়ান হইলে কাহারা ইঁহার সেবা করিয়া থাকেন আর কাহারাই বা ইঁহার পশ্চাতে সুপ্ত হইয়া অর্থাৎ ইঁহাতে বিলীন হইয়া অবস্থান করেন? । ৩৭

উপাসক-পুরুষের বা জীবের তত্ত্ব এবং উপাস্য পরমেশ্বরের স্বরূপ, তথা উপাসনার জন্য গুরু-শিষ্যের ভগবৎসম্বন্ধীয় যে বেদোক্ত জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহাও উপদেশ করুন। ৩৮

হে অনঘ! পুরুষের আপনা হইতে জ্ঞান, বৈরাগ্য বা ভক্তি লাভ হইতে পারে না। এই জন্য তত্ত্বদর্শী শাস্ত্রকারেরা তাহার উপায় বা সাধনাদির উপদেশ দিয়াছেন। ৩৯

আমি শ্রীহরির কর্ম্ম সকল জানিবার ইচ্ছায় এই সকল প্রশ্ন করিতেছি, কারণ,আমি অজ্ঞান ও তত্ত্বদৃষ্টি-হীন হইলেও আপনি আমার পরমমিত্র, অতএব কৃপা পূর্ব্বক আমার নিকট ঐ সকল বিষয় বর্ণন করুন। ৪০

হে অনঘ! সকল বেদ অধ্যয়ন, সর্ব্বযজ্ঞের অনুষ্ঠান, তপস্যা ও দান ইহার কিছুই জীবকে অভয়-দানের একাংশেরও তুল্য নহে। ৪১

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! পুরাণ তাৎপর্য্য-বর্ণনায় সমর্থ সেই মুনিপ্রধান মৈত্রেয় কুরুপ্রধান বিদুর কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং ভগবৎকথা-কীর্ত্তনে প্রেরিত হইয়া সানন্দমনে হাস্য করিতে করিতে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪২

বিবৃতি ঃ—সাধুসঙ্গ, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রোপদেশের অনুসরণ এবং গুরুর নিকট উপদেশ লাভ ব্যতীত জ্ঞান, বৈরাগ্য বা ভক্তিলাভ হইতে পারে না, এ স্থলে তাহাই বলা হইল। ৩৯

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

সৎসেবনীয়ো বত পূরুবংশো যল্লোকপালো ভগবৎপ্রধানঃ।
বভূবিথেহাজিতকীর্ত্তিমালাং পদে পদে নূতনয়স্যভীক্ষ্ণম্ ॥ ১ ॥

সোঽহং নৃণাং ক্ষুল্লসুখায় দুঃখং মহদ্গতানাং বিরমায় তস্য।
প্রবর্ত্তয়ে ভাগবতং পুরাণং যদাহ সাক্ষাদ্ভগবানৃষিভ্যঃ ॥ ২ ॥

আসীনমুর্ব্ব্যাং ভগবন্তমাদ্যং সঙ্কর্ষণং দেবমকুণ্ঠসত্ত্বম্।
বিবিৎসবস্তত্ত্বমতঃ পরস্য কুমারমুখ্যা মুনয়োঽন্বপৃচ্ছন্ ॥ ৩ ॥

স্বমেব ধিষ্ণ্যং বহু মানয়ন্তং যদ্বাসুদেবাভিধমামনন্তি।
প্রত্যগ্‌ধৃতাক্ষাম্বুজকোষমীষদুন্মীলয়ন্তং বিবুধোদয়ায় ॥ ৪ ॥

স্বর্ধুন্যুদার্দ্রৈঃ স্বজটাকলাপৈরুপস্পৃশন্তশ্চরণোপধানম্।
পদ্মং যদর্চ্চন্ত্যহিরাজকন্যাঃ সপ্রেম নানাবলিভির্বরার্থাঃ ॥ ৫ ॥

ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি ও তৎকর্তৃক ভগবৎস্তুতি

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর! পুরুবংশ সাধুগণের সেবনীয়—যে হেতু, তোমার ন্যায় ভগবৎপরায়ণ লোকপাল তাহাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তুমি অজিত ভগবানের কীর্ত্তিমালা প্রতিক্ষণে নূতন করিয়া তুলিতেছ। ১

তোমারই প্রবর্ত্তনায় আমি যে সকল মানুষ ক্ষুদ্র সুখ-প্রাপ্তির আশায় মহৎ দুঃখে পতিত হইয়াছে, তাহাদের দুঃখনিবারণার্থ ভাগবত-পুরাণ বলিতে আরম্ভ করিলেই এই পুরাণ সাক্ষাৎ ভগবান্ ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন। ২

একদা সনৎকুমার প্রমুখ মুনিগণ ভগবান্ বাসুদেবের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া পাতালতলে অধ্যাসীন অপ্রতিহতজ্ঞান আদিপুরুষ ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেবকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভগবান্ সঙ্কর্ষণ—ঐ সময়ে যাঁহাকে তত্ত্বদর্শিগণ বাসুদেব সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন—নিজের আশ্রয়তত্ত্বে সেই পরমানন্দের অনুভূতিতে বিভোর থাকিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানে পূজা করিতেছিলেন, কিন্তু সনৎকুমারাদি বিবুধগণ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত অন্তর্মুখীভূত নয়নকমল ঈষৎ উন্মীলিত করিলেন। ৩-৪

ঋষিগণ স্বর্গলোক হইতে পাতালে অবতীর্ণ হইবার সময় তাঁহাদের জটকলাপ সুর-তরঙ্গিণীর জলে আর্দ্রীকৃত হইয়াছিল, তাঁহারা সেই জটার দ্বারা ভগবান্ সঙ্কর্ষণের চরণাধার-পদ্ম স্পর্শ করিলেন, নাগরাজের কন্যাগণ পতিলাভ কামনা করিয়া ভক্তিভরে নানা উপহারের দ্বারা ঐ চরণাধার-পদ্মের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ৫

মুহুর্গৃণন্তো বচসানুরাগস্খলৎপদেনাস্য কৃতানি তজ্জ্ঞাঃ।
কিরীটসাহস্রমণিপ্রবেকপ্রদ্যোতিতোদ্দামফণাসহস্রম্ ॥ ৬ ॥
প্রোক্তং কিলৈতদ্ভগবত্তমেন নিবৃত্তিধর্ম্মাভিরতায় তেন।
সনৎকুমারায় স চাহ পৃষ্টঃ সাংখ্যায়নায়াঙ্গ ধৃতব্রতায় ॥ ৭ ॥
সাংখ্যায়নঃ পারমহংস্যমুখ্যো বিবক্ষমাণো ভগবদ্বিভূতীঃ।
জগাদ সোঽস্মদ্গুরবেঽন্বিতায় পরাশরায়াথ বৃহস্পতেশ্চ ॥ ৮ ॥
প্রোবাচ মহ্যং স দয়ালুরুক্তো মুনিঃ পুলস্ত্যেন পুরাণমাদ্যম্।
সোঽহং তবৈতৎ কথয়ামি বৎস শ্রদ্ধালবে নিত্যমনুব্রতায় ॥ ৯ ॥
উদাপ্লুতং বিশ্বমিদং তদাসীদ্যন্নিদ্রয়াঽমীলিতদৃঙ্ন্যমীলয়ৎ।
অহীন্দ্রতল্পেঽধিশয়ান একঃ কৃতক্ষণঃ স্বাত্মরতৌ নিরীহঃ ॥ ১০ ॥
সোঽন্তঃশরীরেঽর্পিতভূতসূক্ষ্মঃ কালাত্মিকাং শক্তিমুদীরয়াণঃ।
উবাস তস্মিন্ সলিলে পদে স্বে যথানলো দারুনিরুদ্ধবীর্য্যঃ ॥ ১১ ॥

ঐ মুনিগণ ভগবান্ সঙ্কর্ষণের কৃত কর্ম্মসকলের ষয় অবগত ছিলেন বলিয়া তদ্বিষয় প্রেমস্খলিত চনে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ই ভগবানের সহস্র মস্তকে যে সহস্র কিরীট শোভা পাইতেছিল, তাহা উত্তম উত্তম রত্নের দ্বারা খচিত ছিল এবং সেই মণিগণের জ্যোতি দ্বারা তাঁহার সহস্রফণা জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছিল। ৬

সেই ভগবৎশ্রেষ্ঠ সঙ্কর্ষণদেব নিবৃত্তি-ধর্ম্মপরায়ণ সনৎকুমারকে এই ভাগবতপুরাণ বলিয়াছিলেন, হে বিদুর! সেই সনৎকুমার জিজ্ঞাসিত হইয়া ধৃতব্রত সাংখ্যায়নকে ইহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। ৭

পারমহংস্যধর্ম্মে প্রধান সেই সাংখ্যায়ন ভগবানের বিভূতি বলিতে উৎসুক হইয়া আমাদের গুরু পরাশর ঋষিকে অনুগত দেখিয়া তাঁহাকে ও বৃহস্পতিকে ইহা উপদেশ করিয়াছিলেন। ৮

সেই দয়ালু পরাশর ঋষি পুলস্ত্য কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া আমার নিকট এই মহৎ পুরাণ বর্ণন করেন। হে বৎস! তুমি অতিশয় শ্রদ্ধালু এবং সতত আমার অনুগত, এই জন্য আমি তোমাকে ইহা কহিতেছি। ৯

হে বিদুর! এই বিশ্ব যৎকালে প্রলয়ার্ণবে নিমগ্ন ছিল, তখন সেই ভগবান্ একাকী মহাসর্প অনন্তকে শয্যা করিয়া তদুপরি শায়িত হইয়া আপনার জ্ঞানশক্তিকে তিরোহিত না করিয়াই যোগনিদ্রায় নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়াছিলেন। তখন তিনি নিজের মায়াবিনোদ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপানন্দে নিমগ্ন হইয়া ক্রিয়াশূন্যভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১০

পরন্তু তিনি আপনার শরীরাভ্যন্তরে ভূতনিকর সমর্পণ করিলেও পুনর্ব্বার সৃষ্টিসময়ে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য জ্ঞানস্বরূপ শক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব অনল যেরূপ কাষ্ঠমধ্যে রুদ্ধবীর্য্য হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় বহির্বৃত্তিশূন্য হইয়া আপনার অধিষ্ঠান জলমধ্যে বাস করিতেছিলেন। ১১

বিবৃতি—শ্রীশ্রীসঙ্কর্ষণদেব হইতেই ভাগবত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন ঘটে। পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রমতে বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ এবং সঙ্কর্ষণ হইতে ভাগবত ধর্ম্মের সম্প্রদায়-বন্ধন আরম্ভ হইয়াছে। ১১

চতুর্যুগানাঞ্চ সহস্রমপ্সু স্বপন্ স্বয়োদীরিতয়া স্বশক্ত্যা।
কালাখ্যয়াসাদিতকর্ম্মতন্ত্রো লোকানপীতান্ দদৃশে স্বদেহে ॥ ১২ ॥
তস্যার্থসূক্ষ্মাভিনিবিষ্টদৃষ্টেরন্তর্গতোঽর্থো রজসা তনীয়ান্।
গুণেন কালানুগতেন বিদ্ধঃ সূষ্যংস্তদাভিদ্যত নাভিদেশাৎ ॥ ১৩ ॥
স পদ্মকোষঃ সহসোদতিষ্ঠৎ কালেন কর্ম্মপ্রতিবোধনেন।
স্বরোচিষা তৎ সলিলং বিশালং বিদ্যোতয়ন্নর্ক ইবাত্মযোনিঃ ॥ ১৪ ॥
তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ প্রাবীবিশৎ সর্ব্বগুণাবভাসম্।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা স্বয়ম্ভুবং যং স্ম বদন্তি সোঽভূৎ ॥ ১৫ ॥
তস্যাং স চাম্ভোরুহকর্ণিকায়ামবস্থিতো লোকমপশ্যমানঃ।
পরিক্রমন্ ব্যোম্নি বিবৃত্তনেত্রশ্চত্বারি লেভেঽনুদিশং মুখানি ॥ ১৬ ॥

তিনি চতুঃসহস্র যুগ আপনার চিৎশক্তিসহ যোগনিদ্রায় শয়ন করিয়া স্বীয় দেহে এই সমস্ত লোককে নীলবর্ণ বা সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতরূপে অবলোকন করিলেন, যে হেতু, প্রলয়াবসানে পুনর্ব্বার সৃষ্টির অভিপ্রায়ে তিনি যাবতীয় কর্ম্মপ্রবাহ স্মৃতিপথে উদিত হইবার জন্য আপনার কালশক্তিকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১২

অতএব সূক্ষ্ম অর্থে তাঁহার যে সৃষ্টি অভিনিবিষ্ট ছিল, লোকসৃষ্টির জন্য তাঁহার অন্তরস্থিত সেই সূক্ষ্ম অর্থ কালানুসারে রজোগুণ দ্বারা ক্ষোভিত হইয়া জগৎপ্রসবার্থ তদীয় নাভিদেশ হইতে উদ্ভূত হইল। ১৩

উহা উৎপন্ন হইবামাত্র জীবসকলের অদৃষ্টের প্রতিবোধক কালবশতঃ পদ্মকোষাকারে পরিণত হইল এবং ভগবান্ বিষ্ণুই ঐ পদ্মকোষের উৎপত্তির নিদান এবং উহা তদিচ্ছায় পরিণত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির দ্বারা সেই বিশাল জলরাশিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। ১৪

ঐ লোকপদ্ম সর্ব্বগুণের প্রকাশক, উহার স্রষ্টা ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্য্যামীরূপে উহাতে প্রবেশ করিলে তাহাতে বেদময় সেই বিধাতা উৎপন্ন হইলেন, জনক দৃষ্ট না হওয়ায় তিনি স্বয়ম্ভু নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ১৫

সেই ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া সেই পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া আকাশে চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিয়া গ্রীবা সঞ্চালন হেতু এক এক দিকে এক এক মুখ হওয়ায় তিনি চতুর্ম্মুখ হইলেন। ১৬

বিবৃতি—ব্রহ্মার এই আবির্ভাব পদ্মকল্পে। অন্যান্য কল্পে অন্যরূপেও ব্রহ্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহা পুরাণান্তরে দেখা যায়। মনুষ্যলোকের ৩৬০ বৎসরে এক বৎসর হয়। এইরূপ দেবপরিমাণের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগ হয়। এই চতুর্যুগ কিঞ্চিদধিক একসপ্ততিবার হইলে তাহাতে মন্বন্তর হয়। এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প। এক কল্পে ব্রহ্মার এক চান্দ্র দিন। এইরূপে ব্রহ্মার পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সের পর গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর নাভিসরোবর হইতে চতুর্দ্দশ লোকাত্মক এক পদ্ম উৎপন্ন হয়, এবং ঐ পদ্ম হইতে তৎকল্পে ব্রহ্মার আবির্ভাব হয় বলিয়া ঐ কল্পকে পাদ্মকল্প কহে। ১৬

তস্মাদ্‌যুগান্তশ্বসনাবঘূর্ণজলোর্ম্মিচক্রাৎ সলিলাদ্বিরূঢ়ম্ ।
অপাশ্রিতঃ কঞ্জমু লোকতত্ত্বং নাত্মানমধ্বাবিদদাদিদেবঃ ॥ ১৭ ॥
ক এষ যোঽসাবহমব্জপৃষ্ঠে এতৎ কুতো বাব্জমনন্যদপ্‌স্থু ।
অস্তি হ্যধস্তাদিহ কিঞ্চনৈতদধিষ্ঠিতং যত্র সতা নু ভাব্যম্ ॥ ১৮ ॥
স ইত্থমুদ্বীক্ষ্য তদব্জনালনাড়ীভিরন্তর্জ্জলমাবিবেশ ।
নার্ব্বাগ্‌গতস্তৎখরনালনালনাভিং বিচিন্বংস্তদবিন্দতাজঃ ॥ ১৯ ॥
তমস্যপারে বিদুরাত্মসর্গং বিচিন্বতোঽভূৎ সুমহাংস্ত্রিনেমিঃ ।
যো দেহভাজাং ভয়মীরয়াণঃ পরিক্ষিণোত্যায়ুরজস্য হেতিঃ ॥ ২০ ॥
ততো নিবৃত্তোঽপ্রতিলব্ধকামঃ স্বধিষ্ণ্যমাসাদ্য পুনঃ স দেবঃ ।
শনৈর্জিতশ্বাসনিবৃত্তচিত্তো ন্যষীদদারূঢ়সমাধিযোগঃ ॥ ২১ ॥
কালেন সোঽজঃ পুরুষায়ুষাভিপ্রবৃত্তযোগেন বিরূঢ়বোধঃ ।
স্বয়ং তদন্তর্হৃদয়েঽবভাতমপশ্যতাপশ্যত যন্ন পূর্ব্বম্ ॥ ২২ ॥

সেই আদিদেব ব্রহ্মা সলিল হইতে উদ্গত পদ্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই পদ্ম, লোকতত্ত্ব ও আপনাকে জানিতে পারিলেন, পরন্তু ঐ সময়ে যুগান্তর প্রবল বায়ুর দ্বারা ঘূর্ণিত হইয়া তরঙ্গচক্রে ঐ পদ্মের আশ্রয় জলরাশি বিচলিত হইতেছিল। ১৭

তিনি তখন বিতর্ক করিতে লাগিলেন, এই যে আমি পদ্মপৃষ্ঠে উপবিষ্ট—আমিই বা কে, আর জলোপরিস্থ এই একমাত্র পদ্মই বা কোথা হইতে আসিল? ইহার অধোভাগে নিশ্চয়ই কিছু আছে, আর ইহার অধিষ্ঠানই বা কি, তাহাও মাদৃশ বুদ্ধিমান জনের অবশ্য বিচারযোগ্য। ১৮

ব্রহ্মা এই প্রকার বিতর্কপুরঃসর সেই পদ্মনালের অভ্যন্তরস্থ ছিদ্রপথে জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অনুসন্ধানের দ্বারাও সেই পদ্মনালের অধিষ্ঠান প্রাপ্ত হইলেন না। ১৯

হে বিদুর! এই প্রকারে সেই সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে নিজের সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে ব্রহ্মার সেই সুমহান্ কাল উপস্থিত হইল—যে কাল বিষ্ণুর সুদর্শন চক্ররূপে দেহধারী প্রাণিগণের ভয় উৎপাদন করিয়া আয়ুক্ষয় করিয়া থাকে, অর্থাৎ এইরূপে ব্রহ্মার শত বৎসর পরমায়ু গত হইল। ২০

অনন্তর সেই আদিদেব অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিজ মনোরথ পূর্ণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় পুনবায় নিজ আশ্রয়স্থলে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে শ্বাস জয়পূর্ব্বক সংযত-চিত্ত হইয়া সমাধিযোগ অবলম্বন পুরঃসর স্থির হইয়া অবস্থান করিলেন। ২১

সেই ব্রহ্মার—পুরুষের আয়ুকালপরিমিত কালে অর্থাৎ শত বৎসর অতীত হইলে সম্যক্‌রূপে আরব্ধ যোগের পরিণত দশায় বোধের উৎপত্তি হইল, তাহাতে পূর্ব্বে অন্বেষণ করিয়াও যাঁহাকে দেখিতে পান নাই, তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশমান দেখিতে পাইলেন। ২২

মৃণালগৌরায়তশেষভোগপর্য্যঙ্ক একং পুরুষং শয়ানম্।
ফণাতপত্রাযুতমূর্দ্ধরত্নদ্যুতির্হতধ্বান্তযুগান্ততোয়ে ॥ ২৩ ॥
প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তং হরিতোপলাদ্রেঃ সন্ধ্যাভ্রনীবেরুরুরুক্মমূর্দ্ধ্নঃ।
রত্নোদধারৌষধিসৌমনস্যবনস্রজো বেণুভুজাঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রেঃ ॥ ২৪ ॥
আয়ামতো বিস্তরতঃ স্বমানদেহেন লোকত্রয়সংগ্রহেণ।
বিচিত্রদিব্যাভরণাংশুকানাং কৃতশ্রিয়াপাশ্রিতবেষদেহম্ ॥ ২৫ ॥
পুংসাং স্বকামায় বিবিক্তমার্গৈরভ্যর্চ্চতাং কামদুঘাঙ্ঘ্রিপদ্মম্।
প্রদর্শয়ন্তং কৃপয়া নখেন্দুময়ূখভিন্নাঙ্গুলিচারুপত্রম্ ॥ ২৬ ॥
মুখেন লোকার্ত্তিহরস্মিতেন পরিস্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতেন।
শোণায়িতেনাধরবিম্বভাসা প্রত্যর্হয়ন্তং সুনসেন সুভ্রা ॥ ২৭ ॥

তদ্দৃষ্ট ঐ পুরুষ মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ বিস্তৃত অনন্ত বা শেষনাগের দেহরূপ পর্য্যঙ্কে শয়ান ছিলেন এবং ঐ নাগের ফণারূপ ছত্র ও অসংখ্য শীর্ষে যে রত্নরাজি বিরাজ করিতেছিল, তাহার কান্তির দ্বারা—প্রলয়কালীন জলরাশির অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল। ২৩

ঐ পুরুষ নিজ লাবণ্যাতিশয্যের দ্বারা মরকত-শিলাময় পর্ব্বতের শোভাকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন; মরকত শৈলে সন্ধ্যাকালীন মেঘে যে শোভা হয়, তিনি তাঁহার নিতম্বদেশে বর্ত্তমান পীতবসনের দ্বারা সেই শোভা, পর্ব্বতশিখরস্থিত সুবর্ণ-শোভাকে স্বীয় কিরীটের শোভা দ্বারা, আর পর্ব্বতে অবস্থিত রত্ন, জলধারা ওষধি ও পুষ্পের শোভা বনমালার শোভার দ্বারা এবং বেণুবংশাবলীর শোভা ভুজশোভার দ্বারা এবং পাদপাবলীর শোভা পদশোভার দ্বারা খর্ব্বীকৃতা করিয়া বিরাজ করিতেছিলেন। ২৪

সেই পুরুষের দেহ নানাবিধ বিচিত্র দিব্যবস্ত্র ও অলঙ্কারাদিতে সুশোভিত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতেছিল এবং তাহা দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে অনুপম, স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল সেই দেহের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান ছিল। ২৫

যে সকল পুরুষ অভিলষিত লাভের জন্য বিশুদ্ধ বেদোক্ত মার্গ দ্বারা অর্চ্চনা করিতেছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া আপনার সর্ব্বকাম-প্রদ পাদপদ্ম প্রদর্শন করাইতেছিলেন;—তাঁহার সেই পাদপদ্মের নখরূপ শশাঙ্কের কিরণের দ্বারা মনোহর অঙ্গুলি-পত্র সম্মিলিত হওয়ায় তাহাতে চমৎকার শোভা হইয়াছিল। ২৬

তিনি লোকের ব্যথাহারী, মনোহর, হাস্যযুক্ত, পরিস্ফুরিত কুন্তলশোভিত শোণবর্ণবৎ প্রকাশিত অধরবিম্বের দ্যুতিসমন্বিত এবং সুন্দর নাসিকাসংযুক্ত ও শোভন ভ্রূদ্বয়যুক্ত মুখের দ্বারা সেই অর্চ্চক-গণের প্রতিপূজা করিতেছিলেন। ২৭

বিশ্বপ্রভি—যখন ব্রহ্মা নিজের সমস্ত অভিমান ত্যাগ করিয়া ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলেন, তখনই ধ্যানের দ্বারা তাঁহার ভগবদ্দর্শনলাভ হইল। ২৩

কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসা স্বলঙ্কৃতং মেখলয়া নিতম্বে।
হারেণ চানন্তধনেন বৎস শ্রীবৎসবক্ষঃস্থলবল্লভেন ॥ ২৮ ॥
পরার্দ্ধ্যকেয়ূরমণিপ্রবেকপর্য্যস্তদোর্দ্দণ্ডসহস্রশাখম্ ।
অব্যক্তমূলং ভুবনাঙ্ঘ্রিপেন্দ্রমহীন্দ্রভোগৈরধিবীতবল্‌শম্ ॥ ২৯ ॥
চরাচরৌকো ভগবন্মহীধ্রমহীন্দ্রবন্ধুং সলিলোপগূঢ়ম্।
কিরীটসাহস্রহিরণ্যশৃঙ্গমাবির্ভবৎকৌস্তুভরত্নগর্ভম্ ॥ ৩০ ॥
নিবীতমাম্নায়মধুব্রতশ্রিয়া স্বকীর্ত্তিমষ্যা বনমালয়া হরিম্।
সূর্য্যেন্দুবায়্বগ্ন্যগমং ত্রিধামভিঃ পরিক্রমৎপ্রাধনিকৈর্দুরাসদম্ ॥৩১॥
তর্হ্যেব তন্নাভিসরঃসরোজমাত্মানমম্ভঃ শ্বসনং বিয়চ্চ।
দদর্শ দেবো জগতো বিধাতা নাতঃ পরং লোকবিসর্গদৃষ্টিঃ ॥ ৩২ ॥

বৎস বিদুর! তাঁহার নিতম্বদেশ কদম্বকুসুমের কেশর তুল্য বসনের দ্বারা এবং মেখলার দ্বারা এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসযুক্ত বক্ষঃস্থলের বল্লভস্বরূপ অমূল্য হারের দ্বারা সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ছিল। ২৮

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাচন্দনতরুরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, মহামূল্য কেয়ূরাদি ভূষণে এবং উত্তমোত্তম মণিরত্নে শাখাস্বরূপ তাঁহার ভুজদণ্ডসহস্রে পরিব্যাপ্ত ছিল উহার ন্যায় তিনিও অব্যক্তমূল অর্থাৎ চন্দনতরুর মূল যেরূপ দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ তাঁহারও মূলে অব্যক্ত বা প্রকৃতি বিদ্যমান ছিল। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের স্কন্ধদেশও চন্দনতরুর ন্যায় অহীন্দ্রের ফণায় বেষ্টিত ছিল, অর্থাৎ চন্দনতরুর স্কন্ধদেশ যেমন সর্পকুলের ফণাসমূহের দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তেমনি তাঁহারও স্কন্ধদেশ নাগরাজ অনন্তের সহস্র ফণার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ২৯

ভগবান্‌রূপ সেই মহাপর্ব্বত চরাচরের আশ্রয়স্থল, সর্পশ্রেষ্ঠের বন্ধু, সলিলের দ্বারা নিমজ্জিত কিরীটসহ এরূপ হিরণ্যশৃঙ্গসম্পন্ন এবং কৌস্তুভাদি রত্নসমন্বিত, অর্থাৎ পর্ব্বত যেরূপ চরাচরের আশ্রয়স্বরূপ, তিনিও সেইরূপ নিখিল চরাচরের আশ্রয়স্থল, পর্ব্বতরাজ মৈনাক যেরূপ সর্পশ্রেষ্ঠগণের বন্ধু—তিনিও তেমনি সর্পশ্রেষ্ঠ অনন্তের বন্ধু, পর্ব্বত যেমন সাগরসলিলে লুক্কায়িত থাকে, তিনিও সেইরূপ প্রলয়কালে জলধি-জলে আবৃত, পর্ব্বতের মস্তক যেরূপ স্বর্ণশৃঙ্গে শোভিত, তাঁহার মস্তকও সেইরূপ সহস্রকিরীটে ভূষিত আর পর্ব্বতের অভ্যন্তরে যেরূপ রত্নাদি থাকে, তাঁহার বক্ষে তেমনি কৌস্তুভরত্ন বিরাজমান ছিল। ৩০

ব্রহ্মা ঐ পুরুষকে হরি বলিয়া অবগত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার গলদেশে তাঁহার নিজ কীর্ত্তিময়ী বনমালা বিলম্বিত আছে এবং বেদরূপ মধুব্রতগণ তাহাতে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় তাহার শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তিনি সূর্য্য চন্দ্র বায়ু ও অগ্নি প্রমুখ স্ব স্ব কার্য্যের দ্বারা ইঁহার দর্শনলাভে অসমর্থ এবং ইনি ত্রিলোকে ভ্রমণকারী সংগ্রামবিজয়ী সুদর্শনাদির অথবা জয়বিজয়-প্রমুখ পার্ষদগণেরও দুষ্প্রাপ্য। ৩১

ঐ সময়ে লোকসৃজনার্থ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে জগতের বিধাতা সেই জ্যোতির্ম্ময় দেবতা তাঁহার নাভিসরোবরে আপনার উদ্ভব-স্থান-পদ্মকে, নিজকে প্রলয়কালীন কারণজল, প্রলয়কালীন বায়ু, পরব্যোম ইত্যাদি দেখিতে পাইলেন। পরন্তু ইহা ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ৩২

স কর্ম্মবীজং রজসোপরক্তঃ প্রজাঃ সিসৃক্ষন্নিয়দেব দৃষ্ট্বা।
অস্তৌদ্বিসর্গাভিমুখস্তমীড্যমব্যক্তবর্ত্ম ন্যভিবেশিতাত্মা ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে ভগবদ্দর্শনমষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

সেই ব্রহ্মা নাভি-সরোজাদি লোকসৃষ্টির কারণ অবলোকনপূর্ব্বক রজোগুণযুক্ত হইয়া প্রজাসৃষ্টির অভিলাষী হইয়া বিশেষরূপ সৃষ্টির জন্য উন্মুখ হইলেন এবং সেই পরম স্তবনীয় অব্যক্তমূল সেই ভগবানে চিত্তের অভিনিবেশসাধন পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৩

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য সুচিরান্ননু দেহভাজাং ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যম্।
নান্যৎ ত্বদস্তি ভগবন্নপি তন্ন শুদ্ধং মায়াগুণব্যতিকরাদ্‌যদুরুর্বিভাসি ॥ ১ ॥
রূপং যদেতদববোধরসোদয়েন শশ্বন্নিবৃত্ততমসঃ সদনুগ্রহায়।
আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসম্ ॥ ২ ॥
নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপমানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ৩ ॥
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায় ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং যোঽনাদৃ'তো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৪ ॥

লোকসৃষ্টি কামনায় ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবৎস্তুতি

ব্রহ্মা কহিলেন—হে ভগবন্! বহুকাল উপাসনা করিয়া অদ্য আপনাকে জানিতে পারিলাম। আহা! দেহধারী ব্যক্তিদের কি দুর্ভাগ্য, তোমার তত্ত্ব জানিতে পারে না। বিভো! তুমিই জানিবার যোগ্য, কেন না, তোমা ভিন্ন কোন বস্তুই নাই, যাহা আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা শুদ্ধ বা সত্য নহে। প্রভো! স্বীয় শক্তি মায়ার গুণক্ষোভে তুমি আপনিই বহুরূপ হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাক, ইহাতেই অশুদ্ধ বা অনিত্য বস্তুর প্রতীতি অসম্ভব নহে। ১

হে ভগবন্! চিৎশক্তির আবির্ভাব হেতু তোমা হইতে তমোগুণ একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে, তুমি উপাসকদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করিয়া এই যে রূপ আদৌ আবিষ্কৃত করিলে, ইহাই শত শত অবতারের মূল, ইঁহারই নাভি-পদ্মরূপ ভবন হইতে আমি উদ্ভূত হইয়াছি। ২

হে পরম! ভগবানের যে রূপের প্রকাশ আবৃত হয় না এবং যাহা ভেদশূন্য সুতরাং অনিন্দ-স্বরূপ, তাহা তোমার এ রূপ হইতে ভিন্ন দৃষ্ট হয় না, বরং দেখিতেছি, ইহাই সেই রূপ, অতএব আমি তোমার এই রূপেরই শরণাপন্ন হইলাম। প্রভো! তোমার এই রূপই উপাসনার যোগ্য, যেহেতু, ইহাই উপাস্য-মধ্যে মুখ্য এবং বিশ্বের সৃষ্টিকারী, সুতরাং বিশ্ব হইতে ভিন্ন। অপর—ইহা পৃথিবী ইত্যাদি ভূতসকলের এবং ইন্দ্রিয়গণের কারণ। ৩

হে ভুবনমঙ্গল! আমরা তোমার উপাসক, তুমি আমাদের মঙ্গল নিমিত্ত ধ্যানাবসরে এই রূপ দর্শন করাইলে, অতএব ইহাই তোমার সেই রূপ, সন্দেহ নাই, প্রভো! আমরা অব্যক্ত বস্তে নিবিষ্টচিত্ত, আমাদের প্রতি তুমি কদাপি সোপাধিক দর্শন দিতে পার না। অতএব আমরা তোমার অনুবৃত্তি করিয়া তোমাকে নিরন্তর নমস্কার করি। হে ভগবন্! যে সকল নরাধম, অনীশ্বরবাদীদিগের কুতর্কনিষ্ঠ, অতএব নারকী, তাহারাই তোমার আদর করে না, নচেৎ তোমাকে নমস্কার কে না করে? ৪

বিবৃতি—যাহারা পরতত্ত্ব নির্ব্বিশেষ এই বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সাকাররূপে আস্থা স্থাপন করেন না, এস্থলে তাঁহাদিগকে অনীশ্বরবাদী ও কুতর্কনিষ্ঠ বলা হইয়াছে। ৪

যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোষগন্ধং জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্ ॥ ৫ ॥
তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥ ৬ ॥
দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ সর্ব্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্ব্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ ॥ ৭ ॥
ক্ষুত্তৃট্ত্রিধাতুভিরিমা মুহুরর্দ্দ্যমানাঃ শীতোষ্ণবাতবর্ষৈরিতরেতরাচ্চ।
কামাগ্নিনাচ্যুতরুষা চ সুদুর্ভরেণ সংপশ্যতো মন উরুক্রম সীদতে মে ॥ ৮ ॥
যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থমায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা ॥ ৯ ॥

প্রভো! ভক্তিপূর্ব্বক তোমার উপাসনা করিলেই কৃতার্থ হওয়া যায়, যে সকল ব্যক্তি তোমার চরণাম্বুজ-গন্ধ বেদরূপ বায়ুবেগে প্রাপ্ত হইয়া কর্ণরূপ নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ করেন, অর্থাৎ অতিশয় আদরপূর্ব্বক তোমার কথা শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং ভক্তিসহকারে তোমার চরণে শরণাপন্ন হন, সেই সকল ব্যক্তি তোমার আপনারই পুরুষ। হে নাথ! তাহাদের হৃদয়পথ হইতে তুমি কদাপি দূরগত হও না, অর্থাৎ নিত্যই তাহাদের হৃদয়ে প্রকাশমান হইয়া থাক। ৫

লোকেরা যাবৎ তোমার অভয় পাদপদ্ম আশ্রয় না করে, তাবৎ পর্য্যন্তই তাহাদের ধন জন এবং দেহ নিমিত্ত ভয় অর্থাৎ ঐ সকল থাকিলে বিনাশশঙ্কা, শোক অর্থাৎ সন্তান বিনষ্ট হইলে এবং পুনর্ব্বার তদর্থ স্পৃহা হয়, স্পৃহা জন্মিলে তজ্জন্য পরিভব অসুলভ নহে, তাহাতে তদর্থে মহতী তৃষ্ণাও জন্মিয়া থাকে, যদি কোন প্রকারে অভিলষিত প্রাপ্ত হইল, তাহাতে "আমার ধন, আমার জন" ইত্যাদি অসদাগ্রহ হয়, তাহাই ভয়-শোকাদি সকল ক্লেশের কারণ। কিন্তু হে প্রভো! তোমার চরণ আশ্রয় করিলে ঐ সকল কিছুই থাকে না, অতএব তোমার চরণাশ্রয়মাত্রে যখন ঐ সকল নিবৃত্তি হইল, তখন হৃদয়মধ্যে তুমি বিরাজমান থাকিলে ঐ সকল ভয়াদি থাকিবার সম্ভাবনা কি? ৬

প্রভো! যে সকল ব্যক্তির ইন্দ্রিয়, সর্ব্বদুঃখ-নিবর্ত্তক তোমার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি রূপপ্রসঙ্গ হইতে বিমুখ, তাহারা অতিশয় হতভাগ্য এবং নিতান্ত হতবুদ্ধি। এ কি সামান্য খেদের বিষয়? সেই সকল দীন পুরুষ লোভাভিভূতচিত্ত হইয়া কাম-সুখ কণিকামাত্র লাভ নিমিত্ত নিরন্তর অমঙ্গলজনক নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া বেড়ায়। ৭

হে উরুক্রম! ঐ সকল ব্যক্তি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষণ, এবং তদ্রূপ অন্যান্য বিষয়, দুঃসহ কামাগ্নি, অবিচ্ছিন্ন ক্রোধ এই সকলে বারম্বার উৎপীড়িত হইয়া থাকে। উহাদিগকে অবলোকন করিলে আমার অন্তঃকরণ অতিশয় খেদান্বিত হয়। ৮

হে ঈশ! এই সংসার বস্তুতঃ অপরমার্থ, ইহাতে ঐরূপ খেদান্বিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন, ইহা সত্য বটে, কিন্তু এ সংসার ত্যাগ হয় কই? লোকসকল যাবৎ তোমার আপনার এই দেহভার, (ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থ রূপ মায়ার দ্বারা যাহার আধিক্য হইয়াছে) অবলোকন করিবে, তাবৎ এই সংসার বস্তুতঃ ব্যর্থ হইলেও উপরত হইবে না, ইহা ক্রিয়ামাত্রের ফল-বিশিষ্ট হইয়া নিরন্তর কেবল দুঃখনিচয় প্রদান করিতে থাকিবে। ৯

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥ ১০॥

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্‌ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ ১১॥

নাতিপ্রসীদতি তথোপচিতোপচারৈরারাধিতঃ সুরগণৈর্হৃদি বদ্ধকামৈঃ।
যৎ সর্ব্বভূতদয়য়াসদলভ্যয়ৈকো নানাজনেষ্ববহিতঃ সুহৃদন্তরাত্মা॥ ১২॥

পুংসামতো বিবিধকর্ম্মভিরধ্বরাদ্যৈর্দানেন চোগ্রতপসা পরিচর্য্যয়া চ।
আরাধনং ভগবতস্তব সৎক্রিয়ার্থো ধর্ম্মোঽর্পিতঃ কর্হিচিদ্‌ম্রিয়তে ন যত্র॥ ১৩॥

হে বিভো! অবিবেকী লোকেরই ঐরূপ দুর্গতি হয়, ইহাতে তাহাদেরই তোমার প্রতি ভক্তি করা আবশ্যক, বিবেকীর ভক্তিতে প্রয়োজন নাই, এমত বলিতে পারা যায় না, যেহেতু, ঋষিগণও যদিস্যাৎ তোমার প্রতি ভক্তিকরণে বিমুখ হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও সংসার-ক্লেশ-ভোগ করিতে হয়, দিবসে তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল নানা বিষয়ে ব্যাপৃত ও শ্রান্ত থাকে, সুতরাং কোন সুখলাভ হয় না, রজনীভাগে নিদ্রা যায়, তৎকালেও সুখ সম্ভাবনা নাই, ক্ষণে ক্ষণে নানা মনোরথ-চিন্তায় নিদ্রা ভঙ্গ হয়, আর দুর্দ্দৈব বশতঃ তাহাদের অর্থার্থ উদ্যম প্রতিহত হইয়া পড়ে, অতএব বিবেকীদেরও তোমার প্রতি ভক্তি করা আবশ্যক। ১০

হে নাথ! পুরুষের হৃৎপদ্ম ভক্তিযোগে পবিত্র হইলে তোমার পথ দেখিতে পায় এবং পুরুষ তদ্রূপ হইলেই তুমি তাহার পরিশুদ্ধ হৃদয়সরোজে গিয়া অধিষ্ঠান কর। প্রভো! তোমার দয়ার কথা কি কহিব? তোমার ভক্তগণ শ্রবণ ব্যতিরেকেও স্বেচ্ছাক্রমে মনো দ্বারা তোমার যে যে রূপ কল্পনা করিয়া ধ্যান করে, তুমি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া স্বয়ং সেই সেই রূপই প্রকটিত কর। ১১

প্রভো! নিষ্কাম ভক্তদিগেরই তুমি সুলভ, তদিতর ব্যক্তিরা কোন প্রকারেই তোমার প্রসাদ লাভ করিতে পারে না, অপরের কথা কি? দেবগণও যদি মনোমধ্যে কামনা রাখিয়া বিবিধ উপচার দ্বারা তোমার আরাধনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিও তুমি প্রসন্ন হও না, অথচ সর্ব্বপ্রাণীতেই দয়া বিস্তার করিয়া প্রত্যেক জনের হৃদয়ে সুহৃদ্ এবং অন্তরাত্মারূপে অবস্থিতি করিয়া থাক। ফলতঃ তোমার দয়া অভক্তজনের সুলভ্য নহে, এই কারণেই সকাম দেবগণও তোমার প্রসন্নতায় বঞ্চিত হয়েন। ১২

কিন্তু হে ভগবন্! পুরুষগণ যদি যাগযজ্ঞাদি বিবিধ কর্ম্ম, দান, তপস্যা, এবং দ্বিজশুশ্রূষা এই সকল দ্বারা তোমার আরাধনা করে, তাহা হইলে তাহাই তাহাদের শ্রেষ্ঠ ক্রিয়াফল, কেন না, তোমার প্রীত্যর্থ যাগ-যজ্ঞাদি করিয়া তজ্জন্য ধর্ম্ম তোমাতে অর্পণ করিলে সে ধর্ম্ম কদাপি ক্ষয় পায় না, কামার্থ ধর্ম্ম-কাম প্রদানের পরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৩

বিবৃতি—অর্থান্তরে এরূপ বুঝা যায় যে, ভক্তগণ তোমার সেবার জন্য নিজের নিজের যে যে দেহ ভাবনা করিয়া থাকে, তুমি তাহাদিগকে সেই সেই সিদ্ধদেহ দান করিয়া থাক। ১১

শশ্বৎ স্বরূপমহসৈব নিপীতভেদমোহায় বোধধিষণায় নমঃ পরস্মৈ।
বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু নিমিত্তলীলারাসায় তে নম ইদং চক্লমেশ্বরায় ॥ ১৪ ॥
যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥ ১৫ ॥
যো বা অহঞ্চ গিরিশশ্চ বিভুঃ স্বয়ঞ্চ স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতব আত্মমূলম্।
ভিত্ত্বা ত্রিপাদ্ববৃধ এক উরুপ্ররোহস্তস্মৈ নমো ভগবতে ভুবনদ্রুমায় ॥ ১৬ ॥
লোকো বিকর্ম্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ কর্ম্মণ্যয়ং ত্বদুদিতে ভবদর্চ্চনে স্বে।
যস্তাবদস্য বলবানিহ জীবিতাশাং সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায় নমোঽস্তু তস্মৈ ॥ ১৭ ॥
যস্মাদ্বিভেম্যহমপি দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্যমধ্যাসিতঃ সকললোকনমস্কৃতং যৎ।
তেপে তপো বহুসবোঽবরুরুৎসমানস্তস্মৈ নমো ভগবতেঽধিমখায় তুভ্যম্ ॥ ১৮॥

অতএব হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি, তোমার স্ব স্ব রূপ চৈতন্য দ্বারা নিরন্তর ভেদভ্রম নিরস্ত হয়। পরন্তু বোধই তোমার আশ্রয়, অতএব তুমি পরাৎপর। প্রভো! এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি, এবং লয়ের নিমিত্ত যে মায়া, সেই মায়ার বিলাস দ্বারাই তুমি ক্রীড়া করিয়া থাক, অতএব তুমি ঈশ্বর, আমরা তোমাকে প্রণাম করি। ১৪

বিভো! মানবগণ প্রাণবিয়োগসময়েও এবং বিবশ হইয়াও যদি তোমার যে যে নামে অবতার গুণ-কর্ম্ম ইত্যাদির অনুকরণ আছে, তৎসমুদায় কেবল উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও অনেক জন্মের পাপ তৎক্ষণাৎ পরিহার পূর্ব্বক নিরস্তাবরণ সত্যস্বরূপ পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, অতএব তুমিই সেই ব্রহ্ম, তোমারই শরণাপন্ন হইলাম। ১৫

হে ব্রহ্মন্! তুমি ভুবনাকার বৃক্ষ, এই তরু, তুমি স্বয়ং যে প্রকৃতির অধিষ্ঠান, সেই প্রকৃতিকে ভেদ করিয়া গুণত্রয়রূপে বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় নিমিত্ত আমি (ব্রহ্মা) শিব এবং বিষ্ণু আমাদের তিন জনকে তিনটি পাদস্বরূপে ধারন করত ত্রিপাদ হইয়া বৃদ্ধিশীল হইয়াছে। প্রভো! এই তরুর এই তিনটি পাদ বটে, কিন্তু ইহার প্রত্যেকে মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ-স্বরূপ ভূরি ভূরি শাখা, প্রশাখা আছে, অতএব হে প্রভো! ভুবনদ্রুম যে তুমি, তোমাকে নমস্কার করি। ১৬

প্রভো! লোকে যখন বিরুদ্ধ কর্ম্মে আসক্তি প্রযুক্ত সাক্ষাৎ তোমা কর্ত্তৃক কথিত তোমার অর্চ্চনা-রূপ কর্ম্মে অমনোযোগী হইয়া থাকে, তখন যে বলবান্ কাল হইতে তাহার জীবিতাশা সদ্য সংচ্ছেদিত হয়, তুমি সেই কালস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। ১৭

বিভো! যে স্থান পরার্দ্ধদ্বয় বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে এবং সকল লোকেই যাহাকে নমস্কার করে, সেই স্থানে অধিষ্ঠান করিয়াও আমি যে কাল হইতে ভীত হই এবং তোমাকেই প্রাপ্ত হইবার বাসনায় বহু বহু যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বহু সম্বৎসর তপস্যা করি, তুমি সেই কালস্বরূপ। তুমি যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা, অতএব তোমাকেই নমস্কার করি। ১৮

বিবৃতি—এই শ্লোকে নামমাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত হইল। ১৫

পূর্ব্ববর্তী ষোড়শ শ্লোকে ভগবান্‌কে বিশ্বরূপী বলিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে বিশ্বের নিয়ন্তা কালরূপে প্রণাম করা হইয়াছে। ১৮

তির্য্যঙ্মনুষ্যবিবুধাদিষু জীবযোনিষ্বাত্মেচ্ছয়াত্মকৃতসেতুপরীপ্সয়া যঃ।
রেমে নিরস্তবিষয়োঽপ্যবরুদ্ধদেহস্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায় ॥ ১৯ ॥
যোঽবিদ্যয়ানুপহতোঽপি দশার্দ্ধবৃত্ত্যা নিদ্রামুবাহ জঠরীকৃতলোকযাত্রঃ।
অন্তর্জ্জলেঽহিকশিপুস্পর্শানুকূলাং ভীমোর্ম্মিমালিনি জনস্য সুখং বিবৃণ্বন্ ॥ ২০ ॥
যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাসমীড্য লোকত্রয়োপকরণো যদনুগ্রহেণ।
তস্মৈ নমস্ত উদরস্থভবায় যোগনিদ্রাবসানবিকসন্নলিনেক্ষণায় ॥ ২১ ॥
সোঽয়ং সমস্তজগতাং সুহৃদেক আত্মা সত্ত্বেন যন্মৃড়য়তে ভগবান্ ভগেন।
তেনৈব মে দৃশমনুস্পৃশতাদ্যথাহং স্রক্ষ্যামি পূর্ব্ববদিদং প্রণতপ্রিয়োঽসৌ ॥২২॥
এষ প্রপন্নবরদো রময়াত্মশক্ত্যা যদ্যৎ করিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ।
তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোঽপি চেতো যুঞ্জীত কর্ম্ম শমলঞ্চ যথা বিজহ্যাম্ ॥২৩

হে ভগবন্! তুমি স্বেচ্ছাক্রমে তির্য্যক্, মনুষ্য, দেবাদি জীবযোনিতে দেহ গ্রহণ করিয়া, স্বীয় আনন্দ অনুভব হেতু তোমাতে বিষয়সুখ সম্বন্ধ বস্তুতঃ না থাকিলেও আপনার কৃত ধর্ম্মমর্য্যাদা পরিপালন বাসনায় ক্রীড়া কর, অতএব তোমাতে উপাধি এবং ধর্ম্ম ইত্যাদির সংস্পর্শ না থাকাতে তুমি পুরুষোত্তম, তোমাকে নমস্কার করি। ১৯

প্রভো! পঞ্চ প্রকার বৃত্তিবিশিষ্টা যে অবিদ্যা নিদ্রার হেতু, তাহা তোমাকে অভিভূত না করিলেও তুমি প্রলয়কালীন ভয়ঙ্কর তরঙ্গসঙ্কুল জলমধ্যে সর্প-শয্যায় শয়ান হইয়া তৎস্পর্শে নিদ্রা স্বীকার করিয়াছিলে তৎকালে এই সমুদায় লোক তোমার উদরমধ্যে বিলীন হইয়াছিল। তোমার ঐ প্রকারে নিদ্রিত হইবার অভিপ্রায় এই যে, জলমধ্যে অবিবেকী জনের নিদ্রা-সুখ কি প্রকার, তাহা প্রদর্শন করাইবে অর্থাৎ তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে ঐ প্রকার উপহাস করিবে। ২০

হে স্তুত্য! আমি ত্রিলোকের সৃষ্ট্যাদি দ্বারা উপকার করিব বলিয়া তোমার অনুগ্রহে তোমার নাভিপদ্মরূপ গৃহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। প্রভো! এই সংসার-প্রপঞ্চ প্রলয়কালে তোমার উদরমধ্যে বিলীন ছিল, তখন তুমি নিদ্রিত ছিলে, যোগনিদ্রা অবসানে এখন তোমার নয়ননলিন বিকসিত হইল, তুমি অচিন্ত্য পুরুষ, তোমাকে স্তব কি করিব, কেবল নমস্কার করি। ২১

ব্রহ্মা এই প্রকার স্তব করিয়া আপনা আপনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, সেই এই ভগবান সমস্ত জগতের সুহৃৎ এবং সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং সকলের অন্তর্য্যামী, তিনি আপনার যে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা এই বিশ্বকে সুখী করিতেছেন, সেই জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য আমাতে যোজন করুন, আমি যেন পূর্ব্ববৎ এই জগৎ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হই। সেই প্রভু প্রণত জনের প্রিয়, ইহাতে প্রণত ব্যক্তিদিগকে অভিলষিত প্রদান করিয়া থাকেন, আমিও প্রণত হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি, আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন, এতদ্ব্যতীত আমার অন্য প্রার্থনীয় নাই। ২২

সেই ভগবান্ শরণাগত জনগণের বরপ্রদ, তিনি গুণকৃত অবতার গ্রহণ করিয়া আপনার স্বরূপা শক্তি রমার সহিত যে যে কার্য্য করিবেন, আমি তাঁহার এই বিশ্বসৃষ্টিকে প্রবর্ত্তমান থাকিলেও আমার চিত্তকে সেই সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত করুন, আমি যেন ঐ সকল কর্ম্মে আসক্তি এবং তৎকৃত পাপ পরিত্যাগ করিতে পারি। ২৩

বিবৃতি—শ্রীমৎ বিশ্বনাথের মতে এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবশ্যতা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই নিজকৃত ধর্ম্ম-মর্য্যাদা পালন, এই কথা বলা হইয়াছে। ১৯

নাভিহ্রদাদিহ সতোঽম্ভসি যস্য পুংসো বিজ্ঞানশক্তিরহমাসমনন্তশক্তেঃ।
রূপং বিচিত্রমিদমস্য বিবৃণ্বতো মে মা রীরিষীষ্ট নিগমস্য গিরাং বিসর্গঃ॥ ২৪ ॥
সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধপ্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ॥ ২৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

স্বসম্ভবং নিশাম্যৈবং তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ। যাবন্মনোবচঃ স্তুত্বা বিররাম স খিন্নবৎ॥ ২৬ ॥
অথাভিপ্রেতমন্বীক্ষ্য ব্রহ্মণো মধুসূদনঃ। বিষণ্ণচেতসস্তেন কল্পব্যতিকরাম্ভসা॥ ২৭ ॥
লোকসংস্থানবিজ্ঞান আত্মনঃ পরিখিদ্যতঃ। তমাহাগাধয়া বাচা কশ্মলং শময়ন্নিব॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মা বেদগর্ভ গাস্তন্দ্রীং সর্গ উদ্যমমাবহ। তন্ময়াপাদিতং হ্যগ্রে যন্মাং প্রার্থয়তে ভবান্॥২ ॥
ভূয়স্ত্বং তপ আতিষ্ঠ বিদ্যাঞ্চৈব মদাশ্রয়াম্। তাভ্যামন্তর্হৃদি ব্রহ্মন্ লোকান্ দ্রক্ষ্যস্যপাবৃতান্॥৩০
তত আত্মনি লোকে চ ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ। দ্রষ্টাসি মাং ততং ব্রহ্মন্ ময়ি লোকাংস্ত্বমাত্মনঃ॥৩.

তাঁহার অনন্ত শক্তি, তিনি জলোপরি শয়ান হইলে তাঁহার নাভিহ্রদ হইতে আমি মহত্তত্ত্বাভিমানী হইয়া উৎপন্ন হইযাছি এবং এখন তাঁহার রূপস্বরূপ এই বিশ্ব বিস্তার করিতেছি, আমি এই প্রার্থনা করি, তাঁহার প্রসাদে আমার নিগম-সম্বন্ধীয় বাক্যোচ্চারণ যেন লুপ্ত না হয়। ২৪

সেই পুরাণ পুরুষ ভগবান্ অতিশয় দয়াবান্, তিনি প্রবৃদ্ধ প্রেম সহ হাস্য দ্বারা আপনার নয়নাম্বুজ বিকসিত করিয়া এই বিশ্বের উদ্ভব এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার নিমিত্ত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মধুর বাক্যে আমার বিষাদ অপনয়ন করুন। ২৫

মৈত্রেয় কহিলেন, বৎস বিদুর! ব্রহ্মা এই প্রকার উপাসনা এবং সমাধি দ্বারা আপনার উৎপত্তিস্থান ভগবান্‌কে অবলোকন এবং যথাশক্তি মন ও বাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিয়া শ্রান্তের ন্যায় হইয়া আপনিই বিরত হইলেন। ২৬

ভগবান্ দেখিলেন, ব্রহ্মা আপনার সৃষ্টি রচনা বিষয়ক বিজ্ঞান নিমিত্ত খেদ করিতেছেন এবং প্রলয়-সলিল অবলোকনে তাঁহার অন্তঃকরণ সাতিশয় বিষাদাকুল হইয়াছে, অতএব তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া গভীর বচন দ্বারা তদীয় মোহশান্তি পুরঃসর বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২৭-২৮

হে বেদগর্ভ! বিষণ্ণ হইও না, সৃষ্টি নিমিত্ত ভাবনা ত্যাগ কর, তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা অগ্রেই সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছি। ২৯

হে ব্রহ্মন্! তুমি পুনর্ব্বার তপস্যাচরণ এবং আমার আশ্রিত বিদ্যা অভ্যাস কর, ঐ উভয় দ্বারাই আপনার হৃদয়মধ্যে সকল লোককে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবে। তাহার পরে ভক্তিযুক্ত এবং সমাহিত হইলেই তোমার আপনাতে এবং সেই সকল লোকেতে আমি যে সর্ব্বব্যাপী হইয়া অবস্থিতি করি, তাহা তোমার নয়নগোচর হইবে এবং আমার দেহাভ্যন্তরেও এই সকল লোক ও জীবসমূহ দেখিতে পাইবে। ৩০-৩১

যদা তু সর্ব্বভূতেষু দারুষ্বগ্নিমিব স্থিতম্। প্রতিচক্ষীত মাং লোকো জহ্যাৎ তর্হ্যেব কশ্মলম্ ॥৩২॥
যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ। স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥
নানাকর্ম্মবিতানেন প্রজা বহ্বীঃ সিসৃক্ষতঃ। নাত্মাবসীদত্যস্মিংস্তে বর্ষীয়ান্ মদনুগ্রহঃ ॥ ৩৪ ॥
ঋষিমাদ্যং ন বধ্নাতি পাপীয়াংস্ত্বাং রজোগুণঃ। যন্মনো ময়ি নির্ব্বদ্ধং প্রজাঃ সংসৃজতোঽপি তে॥৩৫
জ্ঞাতোঽহং ভবতা ত্বদ্য দুর্ব্বিজ্ঞেয়োঽপি দেহিনাম্। যস্মাত্ত্বং মন্যসেঽযুক্তং ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মভিঃ॥৩৬
তুভ্যং মদ্বিচিকিৎসায়ামাত্মা মে দর্শিতোঽবহিঃ। নালেন সলিলে মূলং পুষ্করস্য বিচিন্বতঃ ॥৩৭॥
যচ্চ কর্থাঙ্গ মৎস্তোত্রং মৎকথাভ্যুদয়াঙ্কিতম্। যদ্বা তপসি তে নিষ্ঠা স এষ মদনুগ্রহঃ ॥৩৮॥
প্রীতোঽহমস্তু ভদ্রং তে লোকানাং বিজয়েচ্ছয়া। যদস্তৌষীর্গুণময়ং নির্গুণং মানুবর্ণয়ন্ ॥৩৯ ॥
য এতেন পুমান্ নিত্যং স্তুত্বা স্তোত্রেণ মাং ভজেৎ। তস্যাশু সংপ্রসীদেয়ং সর্ব্বকামবরেশ্বরঃ ॥৪০॥

হে ব্রহ্মন্! আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করিলেই মোহ নিবৃত্ত হয়, অগ্নি যদ্রূপ সকল কাষ্ঠের অভ্যন্তরে অবস্থিত, আমিও তাহার ন্যায় সর্ব্বভূতে থাকি, লোকে যখন এই রূপ দর্শন করে, তখন তাহার মোহ দূরীভূত হয়। যখন ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ এবং বিষয় এই সকলে বিরহিত আত্মাকে অর্থাৎ "তুমি" এই পদের প্রতিপাদ্য জীবকে আত্মস্বরূপ "আমি" এই পদার্থের সহিত ঐক্য করিয়া উপলব্ধি করে, তখনই স্বারাজ্য প্রাপ্ত হয়। ৩২-৩৩

হে ব্রহ্মন্! তুমি বিবিধ কর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক ভূরি ভূরি প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তোমার এ বাসনা প্রশংসনীয়া, আমি বলিতেছি, এ বিষয়ে তোমার আত্মা অবসন্ন হইবে না, তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে। ৩৪

হে ব্রহ্মন্! তুমি প্রজাসৃজনে ইচ্ছুক হইয়াও যেহেতু আমার প্রতি মন বদ্ধ করিয়াছ, অতএব তুমি আত্মঋষি, পাপীয়ান্ রজোগুণ কদাপি তোমাকে বদ্ধ করিতে পারিবে না। আমি দেহী পুরুষদিগের দুর্জ্ঞেয় সত্য, কিন্তু তুমি অদ্য আমাকে জানিতে পারিলে, কেন না, ভূত, ইন্দ্রিয়, সত্ত্বাদি গুণ ও অহঙ্কার এ সকলে আমাকে অসংযুক্ত বলিয়া মানিতেছ। ৩৫-৩৬

হে ব্রহ্মন্! পদ্মের নালস্থ ছিদ্রপথ দিয়া জলমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার মূল অন্বেষণ করিতে করিতে তোমার যখন "এই পদ্মের আশ্রয় অবশ্য কিছু আছে, কিন্তু দৃশ্য হইল না; অতএব আছে কি না?" এই সংশয় হয়, তখন আমি তোমার হৃদয়মধ্যেই আমার রূপ দর্শাইয়াছিলাম। ৩৭

হে ব্রহ্মন্! তুমি আমার মঙ্গল কথায় অঙ্কিত যে স্তব করিয়াছ এবং তোমার যে তপস্যায় নিষ্ঠা হইযাছিল, আর আপনার হৃদয়মধ্যে যে রূপ দর্শন করিয়াছ, এ সকল আমারই অনুগ্রহ। ৩৮

যাহা হউক, তোমার প্রতি আমার সাতিশয় প্রীতি জন্মিল, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি লোকসকল সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া, আমি গুণময়রূপে প্রতীয়মান হইলেও, আমাকে নির্গুণরূপেই বর্ণনা করিয়া স্তব করিয়াছ। ৩৯

তোমার এই স্তবে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র, যে কোন পুরুষ তোমার কৃত এই স্তুতি দ্বারা নিত্য স্তব পুরঃসর আমার উপাসনা করিবে, আমি তাহারও সম্বন্ধে সর্ব্বকামদাতা এবং শুভদ হইয়া প্রসন্ন হইব। ৪০

বিবৃতি—ভূতাদিবিরহিত শুদ্ধ জীবকে জীবশক্তির আশ্রয়ভূত শক্তিমান ভগবানের সহিত যুক্তরূপে উপলব্ধি করিয়া ভক্তের স্বারাজ্য লাভ হয়। ৩২

পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা। রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্ ॥৪১॥
অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি। অতো ময়ি রতিং কুর্য্যাদ্দেহাদের্যৎকৃতে প্রিয়ঃ ॥৪২
সর্ব্ববেদময়েনেদমাত্মনাত্মাত্মযোনিনা। প্রজাঃ সৃজ যথাপূর্ব্বং যাশ্চ ময্যনুশেরতে ॥ ৪৩ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

তস্মা এবং জগৎস্রষ্ট্রে প্রধানপুরুষেশ্বরঃ। ব্যজ্যেদং স্বেন রূপেণ কঞ্জনাভস্তিরোদধে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর-
মৈত্রেয়সংবাদে পাদ্মোদ্ভবে ব্রহ্মস্তবো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মন্! আমার প্রীতি উৎপাদনই পুরুষের পরম শ্রেয়, এতদপেক্ষা পরম ফল আর কিছুই নাই, পূর্ত্ত অর্থাৎ বাপীকূপতড়াগাদি খনন, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ এবং সমাধি এ সকল দ্বারা পুরুষের যে ফল সিদ্ধ হয়, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, আমার প্রীতিতেও তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৪১

হে ধাতঃ! আমিই অহঙ্কার উপাধি জীবসকলের আত্মা, অতএব আমি অতি প্রিয় বস্তুর মধ্যেও প্রিয়তম এবং নিরবদ্য, এই নিমিত্ত আমার প্রতিই লোকের রতি করা উচিত, কেন না, আমার নিমিত্তই তাহাদের দেহাদিতে প্রিয়বুদ্ধি হইয়া থাকে। ৪২

অতএব হে ব্রহ্মন্! যদিও তুমি কৃতার্থ হইয়াছ, আর কোন বিষয়ে তোমার প্রয়োজন নাই, তথাচ তুমি, সর্ব্ববেদময় যে আত্মা অহঙ্কারের যোনি, কেবল সেই আত্ম দ্বারা অর্থাৎ অন্য নৈরপেক্ষ্যে এই ত্রৈলোক্য, এই সমস্ত প্রজা, এবং যাহারা আমার পশ্চাৎ শয়ান হয়, তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার সৃজন কর। ওহে! তোমার আত্মা অহঙ্কারের যোনি, ইহাতে তোমার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি যথেষ্টই আছে, আর সৃষ্টি করা তোমার নূতন কর্ম্ম নহে, পূর্ব্বে কতবার করিয়াছ, বিলক্ষণ অভ্যাস আছে, এবং যাহাদিগকে সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহারা আমাতেই শয়ন করিয়া রহিয়াছে। কেবল প্রকাশমাত্র করিলেই হইবে, ইহাতে এ কর্ম্ম তোমার অসাধ্য নহে। ৪৩

মৈত্রেয় কহিলেন, বৎস বিদুর! প্রধান পুরুষেশ্বর ভগবান্ পদ্মনাভ বিষ্ণু জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার নিকটে এই প্রকারে সৃজ্য বস্তু প্রকাশ করিয়া দিয়া সেই রূপেই অর্থাৎ স্বরূপেই তথায় অন্তর্ধান করিলেন। ৪৪

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়

শ্রীবিদুর উবাচ।

অন্তর্হিতে ভগবতি ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। প্রজাঃ সসর্জ্জ কতিধা দৈহিকীর্মানসীর্বিভুঃ ॥ ১ ॥

যে চ মে ভগবন্ পৃষ্টাস্ত্বয্যর্থা বহুবিত্তম। তান্ বদস্বানুপূর্ব্বেণ ছিন্ধি নঃ সর্ব্বসংশয়ান্ ॥ ২ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

এবং সঞ্চোদিতস্তেন ক্ষত্রা কৌশারবির্মুনিঃ। প্রীতঃ প্রত্যাহ তান্ প্রশ্নান্ হৃদিস্থানথ ভার্গব ॥৩॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

বিরিঞ্চোঽপি তথা চক্রে দিব্যং বর্ষশতং তপঃ। আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য যথাহ ভগবানজঃ ॥ ৪ ॥

তদ্বিলোক্যাব্জসম্ভূতো বায়ুনা যদধিষ্ঠিতঃ। পদ্মমম্ভশ্চ তৎকালকৃতবীর্য্যেণ কম্পিতম্ ॥ ৫ ॥

তপসা হ্যেধমানেন বিদ্যয়া চাত্মসংস্থয়া। বিবৃদ্ধবিজ্ঞানবলো ন্যপাদ্বায়ুং সহাম্ভসা ॥ ৬ ॥

তদ্বিলোক্য বিয়দ্ব্যাপি পুষ্করং যদধিষ্ঠিতম্। অনেন লোকান্ প্রাগ্লীনান্ কল্পিতাস্মীত্যচিন্তয়ৎ ॥৭

প্রাকৃতাদি ভেদে দশবিধ সৃষ্টির বিবরণ

বিদুর কহিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ নারায়ণ অন্তর্হিত হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেহ ও মানস হইতে কত প্রকার প্রজা সৃজন করিলেন? ১

আর হে ভগবন্! আমি আপনাকে পূর্ব্বে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তৎসমুদায়ও আনুপূর্ব্বিক বলুন এবং আমাদের সমস্ত সংশয় ছেদন করুন। ২

সূত কহিলেন, হে দ্বিজবর! বিদুরের এই প্রকার প্রার্থনা শুনিয়া মহাত্মা মৈত্রেয় মুনি সাতিশয় প্রীত হইলেন। বিদুর পূর্ব্বে যে সকল প্রশ্ন করেন, তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরূক ছিল, পরে যে সকল প্রশ্ন হয়, তদ্দ্বারা বিস্মৃত হয়েন নাই, অতএব তিনি আপনার হৃদয়স্থ সেই সকল প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে দিতে আরম্ভ করিলেন। ৩

মৈত্রেয় কহিলেন, অহে বিদুর! ভগবান্ নারায়ণ যে যে উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন, ব্রহ্মা তদনুসারে আত্মাতে অর্থাৎ নারায়ণে মন নিধান পূর্ব্বক দিব্য পরিমাণের সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। ৪

তদনন্তর তিনি যে পদ্মে অধিষ্ঠান করিলেন, সেই পদ্ম এবং তাহার আধার জলকে তৎকালে কৃতবীর্য্য প্রলয়-পবন দ্বারা কম্পিত নিরীক্ষণ করিয়া, বৃদ্ধিশীল তপস্যা এবং আত্মস্থ বিদ্যা দ্বারা সাতিশয় বিজ্ঞান ও বলসম্পন্ন হওত সেই জল ও বায়ু সমুদায় পান করিলেন। ৫-৬

তাহার পর যে পদ্মে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাকে আকাশব্যাপী অবলোকন করিয়া এই চিন্তা করিলেন, পূর্ব্ব বিলীন লোকত্রয়কে এই পদ্ম দ্বারাই পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিব। ৭

পদ্মকোষং তদাবিশ্য ভগবৎকর্ম্মচোদিতঃ। একং ব্যভাঙ্ক্ষীদুরুধা ত্রিধা ভাব্যং দ্বিসপ্তধা ॥৮॥

এতাবান্ জীবলোকস্য সংস্থাভেদঃ সমাহৃতঃ। ধর্ম্মস্য হ্যনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ ॥ ৯ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ।

যদাত্থ বহুরূপস্য হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ। কালাখ্যং লক্ষণং ব্রহ্মন্ যথা বর্ণয় নঃ প্রভো ॥ ১০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

গুণব্যতিকরাকারো নির্ব্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ। পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াঽসৃজৎ ॥ ১১ ॥

বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া। ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্ত্তিনা ॥ ১২ ॥

যথেদানীং তথা চাগ্রে পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্ ॥ ১৩ ॥

অনন্তর ভগবান্ স্বয়ং করণীয় ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ঐ পদ্মকোষে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই এক পদ্মকে লোকত্রয়রূপে তিন প্রকারে বিভক্ত করিলেন। উক্ত পদ্ম সাতিশয় বিশাল, তাহাতে তাহাই চতুর্দ্দশ লোকরূপ হইয়া চতুর্দ্দশ প্রকার এবং তদপেক্ষাও বহুবিধ হইতে পারে, অতএব তাহা দ্বারা ত্রিলোক রচনা বিচিত্র নহে। ৮

অহে বিদুর! এই যে তিন লোক, ইহাই প্রত্যহ সৃজ্যমান জীবলোকের ভোগ্য স্থানের রচনাবিশেষ, কিন্তু ব্রহ্মলোক এবং সত্য মহঃ প্রভৃতি লোক তদ্রূপ প্রত্যহ সৃষ্ট হয় না, কারণ, তাহা নিষ্কাম ধর্ম্মের ফল-স্বরূপ; অতএব নশ্বর নহে। ফলতঃ ত্রৈলোক্য কাম্য কর্ম্মের ফল, এ কারণ প্রতি কল্পে তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক কিম্বা মহঃ প্রভৃতি লোক সমুচিত নিষ্কাম ধর্ম্মের ফল, ইহাতে পরার্দ্ধদ্বয় বৎসর পর্য্যন্ত এ সকলের ধ্বংস হইবে না, তাহার পরেও তত্তৎস্থানস্থ ব্যক্তিদিগের প্রায়ই মুক্তি হইয়া থাকে, অতএব ত্রৈলোক্য এই ব্রহ্ম-লোকাদি তুল্য নহে। ৯

মৈত্রেয় মুনির প্রমুখাৎ এইরূপ কালভেদে লোক-সৃষ্টির বিবরণ শ্রবণ করিয়া, সেই কালই কি, ইহা জানিবার বাসনায় বিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনে! বহুরূপী অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবানের কাল নামে এক রূপ আছে, আপনি ইহা বলিলেন, হে প্রভো! ঐ কাল কিরূপে কল্পিত হয়, তাহার স্থূল বা সূক্ষ্ম রূপই বা কি? এ সকল আমার নিকট যথাবৎ বর্ণন করুন। ১০

মৈত্রেয় কহিলেন, বৎস বিদুর! গুণ-সকলের যে পরস্পর সম্বন্ধ অর্থাৎ মহদাদিরূপে পরিণাম, তাহা দ্বারা যাহা ব্যক্ত হয়, তাহাই কাল, কিন্তু ঐ কাল স্বতঃনির্ব্বিশেষ, কোন দিকে তাহার শেষ নাই, অর্থাৎ আদ্যন্তশূন্য। সেই কাল যে আত্মাতে নিমিত্তরূপে বর্ত্তমান, ভগবান্ ঈশ্বর লীলা দ্বারা সেই কালকে নিমিত্ত করিয়াই আত্মাকে ব্রহ্মাণ্ডরূপে সৃজন করেন। ১১

অহে বিদুর! এই বিশ্ব ভগবান বিষ্ণুর মায়াতে সংস্থত হইয়া ব্রহ্মতন্মাত্র হইয়াছিল, পরে পরমেশ্বর অব্যক্ত কালকে নিমিত্ত করিয়া তাহাই পুনর্ব্বার প্রকটিত করিয়াছেন। ১২

এই বিশ্ব এক্ষণে যে প্রকার রহিয়াছে, পূর্ব্বেও এই প্রকারই ছিল এবং পরেও ইহা ঈদৃশই হইবে। ১৩

সর্গো নববিধস্তস্য প্রাকৃতো বৈকৃতস্তু যঃ। কালদ্রব্যগুণৈরস্য ত্রিবিধঃ প্রতিসংক্রমঃ ॥ ১৪ ॥
আদ্যস্তু মহতঃ সর্গো গুণবৈষম্যমাত্মনঃ। দ্বিতীয়স্ত্বহমো যত্র দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়োদয়ঃ ॥ ১৫ ॥
ভূতসর্গস্তৃতীয়স্তু তন্মাত্রো দ্রব্যশক্তিমান্। চতুর্থ ঐন্দ্রিয়ঃ সর্গো যস্তু জ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ ॥ ১৬ ॥
বৈকারিকো দেবসর্গঃ পঞ্চমো যন্ময়ং মনঃ। ষষ্ঠস্তু তমসঃ সর্গো যস্ত্ববুদ্ধিকৃতঃ প্রভো ॥ ১৭ ॥
ষড়িমে প্রাকৃতাঃ সর্গা বৈকৃতানপি মে শৃণু। রজোভাজো ভগবতো লীলেয়ং হরিমেধসঃ ॥১৮॥
সপ্তমো মুখ্যসর্গস্তু ষড়্বিধস্তস্থুষাঞ্চ যঃ। বনস্পত্যোষধিলতাত্বক্‌সারা বীরুধো দ্রুমাঃ॥১৯॥
উৎস্রোতসস্তমঃপ্রায়া অন্তঃস্পর্শা বিশেষিণঃ ॥ ২০ ॥

এই বিশ্বের সৃষ্টি নয় প্রকার, তদ্ভিন্ন প্রাকৃত এবং বৈকৃত যে সৃষ্টি আছে, তাহা দশম; ঐ কারণেই কাল, দ্রব্য এবং গুণ দ্বারা তিন প্রকার প্রলয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল কাল-নিমিত্ত নিত্য প্রলয়, সঙ্কর্ষণের মুখানিল দ্বারা নৈমিত্তিক প্রলয় এবং স্ব স্ব কার্য্য-গ্রাসকারী গুণ দ্বারা প্রাকৃতিক প্রলয়, এই ত্রিবিধ প্রলয় হয়। ১৪

বিদুর! যে নববিধ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা এই, যথা—মহতের সৃষ্টি প্রথম, মহতের স্বরূপ কি শুনিবে? আত্মস্বরূপ ভগবানের সকাশ হইতে যে গুণ-বৈষম্য আবির্ভূত হয়, তাহাকে মহৎ বলে।

দ্বিতীয়—অহঙ্কার-সৃষ্টি, তাহার লক্ষণ এই, যাহাতে দ্রব্যজ্ঞান এবং ক্রিয়ার উদয় হয়, তাহার নাম অহঙ্কার। ১৪-১৫

পঞ্চতন্মাত্ররূপভূত সৃষ্টি অর্থাৎ ভূত-সূক্ষ্মসৃষ্টি তৃতীয়, সেই পঞ্চতন্মাত্র দ্রব্যশক্তিযুক্ত, তাহাতেই তাহা হইতে মহাভূতসকলের উৎপত্তি হয়। অপর জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ইন্দ্রিয়স্বরূপ যে সৃষ্টি, তাহা চতুর্থ। ১৬

বৈকারিক সৃষ্টি পঞ্চম, ইন্দ্রিয়সকলের অধিষ্ঠাতা দেবগণ এবং মনঃ তাহার লক্ষণ ও পঞ্চ পর্ব্ব অবিদ্যার সৃষ্টি ষষ্ঠ, তাহা হইতেই জীবসকলের অবুদ্ধি অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপ হইয়া থাকে। ১৭

বিদুর! উল্লিখিত ছয় প্রকার সৃষ্টিকে প্রাকৃত সৃষ্টি বলিয়া থাকে, এক্ষণে বৈকারিক সৃষ্টির বিবরণ বর্ণনা করি, শ্রবণ কর। বৎস! এ বিষয় অনুদ্বেগে শ্রবণ করিতে হয় যে, ভগবানের বিষয়ে মতি হইলে সংসার-নিবারণ হয়, ঐ সকল বিবরণ রজোগুণাবলম্বী, সেই ভগবানেরই লীলামাত্র। ১৮

হে কৌরব! যে সকল স্থাবর সৃষ্ট হয়, তাহা সপ্তম সৃষ্টি, তাহা অন্যান্য প্রকার সৃষ্টির মুখবৎ প্রথমে হইয়াছিল, এই কারণে তাহাকে মুখ্য বলে। ঐ স্থাবর ছয় প্রকার হয়—প্রথম বনস্পতি অর্থাৎ পুষ্প বিনা ফলশালী বৃক্ষ, দ্বিতীয় ওষধি অর্থাৎ যে সকল বৃক্ষ ফলপাকে বিনষ্ট হয়, তৃতীয়—লতা অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের অবলম্বনার্থ অন্যত্র আরোহণ অপেক্ষা আছে, চতুর্থ—ত্বক্‌সার, অর্থাৎ বেণু প্রভৃতি, পঞ্চম বীরুধ্ অর্থাৎ লতাবিশেষ, কাঠিন্য হেতু তাহাদের আরোহণার্থ অবলম্বন অপেক্ষা নাই, ষষ্ঠ—বৃক্ষ অর্থাৎ পুষ্পান্তর-ফলশালী তরু। ১৯

বৎস! ঐ সকল স্থাবরই উৎস্রোতঃ অর্থাৎ আহারার্থ উর্দ্ধে সঞ্চরণশীল, এবং উহারা সকলেই তমঃপ্রায় অর্থাৎ অব্যক্ত চৈতন্য, তাহাদের কেবল অভ্যন্তরে স্পর্শজ্ঞান আছে এবং তাহারা ব্যবস্থিত পরিণামাদি ভেদে বিবিধ ভেদবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ২০

তিরশ্চামষ্টমঃ সর্গঃ সোঽষ্টাবিংশদ্বিধো মতঃ। অবিদো ভূরিতমসো ঘ্রাণজ্ঞা হৃদ্যবেদিনঃ ॥ ২১ ॥
গৌরজো মহিষঃ কৃষ্ণঃ শূকরো গবয়ো রুরুঃ। দ্বিশফাঃ পশবশ্চেমে অবিরুষ্ট্রশ্চ সত্তম ॥ ২২ ॥
খরোঽশ্বোঽশ্বতরো গৌরঃ শরভশ্চমরী তথা। এতে চৈকশফাঃ ক্ষত্তঃ শৃণু পঞ্চনখান্ পশূন্ ॥২৩
শ্বা শৃগালো বৃকো ব্যাঘ্রো মার্জ্জারঃ শশশল্লকৌ। সিংহঃ কপির্গজঃ কূর্ম্মো গোধা চ মকরাদয়ঃ ॥২৪
কঙ্কগৃধ্রবকশ্যেন-ভাসভল্লূকবর্হিণঃ। হংসসারসচক্রাহ্ব-কাকোলূকাদয়ঃ খগাঃ ॥ ২৫ ॥
অর্ব্বাক্স্রোতস্তু নবমঃ ক্ষত্তরেকবিধো নৃণাম্। রজোঽধিকাঃ কর্ম্মপরা দুঃখে চ সুখমানিনঃ ॥২৬॥
বৈকৃতাস্ত্রয় এবৈতে দেবসর্গশ্চ সত্তম। বৈকারিকস্তু যঃ প্রোক্তঃ কৌমারস্তূভয়াত্মকঃ ॥২৭॥
দেবসর্গশ্চাষ্টবিধো বিবুধাঃ পিতরোঽসুরাঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধা যক্ষরক্ষাংসি চারণাঃ ॥ ২৮ ॥
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ বিদ্যাধ্রাঃ কিন্নরাদয়ঃ। দশৈতে বিদুরাখ্যাতাঃ সর্গাস্তে বিশ্বসৃক্কৃতাঃ ॥২৯॥

অহে বিদুর! এতদ্ভিন্ন তির্য্যগ্‌যোনিদের সৃষ্টি অষ্টম, ঐ জাতীয় জীব অষ্টাবিংশতি প্রকার, তাহারা জ্ঞানশূন্য, এবং বহুল তমোগুণবিশিষ্ট, এ কারণ কেবল আহারাদিমাত্র-পরায়ণ, তাহাদের কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাই অভীষ্ট অর্থ পরিগ্রহ হয়, হৃদয়-মধ্যে কোন জ্ঞান থাকে না অর্থাৎ দীর্ঘ অনুসন্ধান-শূন্য। ২১

ঐ অষ্টাবিংশতি তির্য্যক্‌যোনি এই, যথা—গো, ছাগ, মহিষ, কৃষ্ণ (মৃগবিশেষ), শূকর, গবয়, রুরু (মৃগবিশেষ), মেষ, এবং উষ্ট্র। হে সত্তম! এই নব প্রকার পশু দ্বিখুর অর্থাৎ ইহাদের পদে দুইটি করিয়া খুর আছে। আর গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর অর্থাৎ খচ্চর, গৌর (মৃগবিশেষ), শরভ, এবং চমরী (মৃগবিশেষ) এই সকল পশু একখুর অর্থাৎ ইহাদের পদে একখানি খুর আছে। অহে বিদুর! কোন্ কোন্ জন্তুকে পঞ্চনখ বলে, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২২-২৩

কুকুর, শৃগাল, বৃক, ব্যাঘ্র, বিড়াল, শশক, শল্লক (মৃগবিশেষ), সিংহ, বানর, হস্তী, কচ্ছপ এবং গাধা এই দ্বাদশবিধ জন্তু পঞ্চনখ অর্থাৎ ইহাদের পদে পাঁচটি করিয়া নখ আছে; এই কারণে ইহাদিগকে পঞ্চনখ বলে। আর মকরাদি জন্তু জলচর এবং কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্যেন, ভাস, ভল্লুক, ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক, কাক, পেচক ইত্যাদি জন্তু খেচর। ২৪-২৫

অনন্তর মনুষ্যদিগের যে সৃষ্টি হয়, তাহা নবম। তাহা এক প্রকার, এই প্রাণীর আহার-সঞ্চার অধোভাগে হয়। এই জাতীয় জীবে রজোগুণই অধিক থাকে, সুতরাং ইহারা সর্ব্বদা কর্ম্মতৎপর এবং দুঃখেতেও সুখবোধ করে। ২৬

হে সাধো! পূর্ব্বে প্রাকৃত-সৃষ্টির বর্ণনাবসরে যে বৈকৃত সৃষ্টির প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম, উল্লিখিত তিন প্রকার জীব ও দেবগণ সেই বৈকৃত সৃষ্টি। কিন্তু সনৎকুমার ইত্যাদি সৃষ্টি উভয় প্রকার হয় অর্থাৎ প্রাকৃত এবং বৈকৃত দুইই হইয়া থাকে; কেন না, সে ভূত সকলে দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব উভয়ই আছে। ২৭

অহে বিদুর! বৈকারিক দেব-সৃষ্টিও অষ্ট প্রকার, যথা—দেব। পিতৃ, অসুর, গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরা; যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর। প্রেত, পিশাচ এবং কিন্নর; কিম্পুরুষ ইত্যাদি। বিদুর! বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা আদৌ যে দশবিধ সৃষ্টি করেন, তাহা এই তোমাকে সকল কহিলাম। ২৮-২৯

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি বংশান্ মন্বন্তরাণি চ।
এবং রজঃপ্লুতঃ স্রষ্টা কল্পাদিষ্বাত্মভূর্হরিঃ। সৃজত্যমোঘসঙ্কল্প আত্মৈবাত্মানমাত্মনা ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে তত্বাত্যুৎপত্তিক্রমো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

অতঃপর বংশ এবং মন্বন্তর বর্ণনা করি। অহে বিদুর! আত্মভূ ভগবান্ কল্পাদিতে স্রষ্টা হইয়া রজোগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক এইরূপে আপনার দ্বারা আপনাকেই সৃষ্টি করেন, তাঁহার সংকল্প অমোঘ, যাহা ইচ্ছা করেন, কদাপি অন্যথা হয় না। ৩০

একাদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

চরমঃ সদ্বিশেষাণামনেকোঽসংযুতঃ সদা। পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ো নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ ॥ ১ ॥
সত এব পদার্থস্য স্বরূপাবস্থিতস্য যৎ। কেবল্যং পরমমহানবিশেষো নিরন্তরঃ ॥ ২ ॥
এবং কালোঽপ্যনুমিতঃ সৌক্ষ্ম্যে স্থৌল্যে চ সত্তম। সংস্থানভুক্ত্যা ভগবানব্যক্তো ব্যক্তভুগ্বিভুঃ ॥৩
স কালঃ পরমাণুর্বৈ যো ভুঙ্‌ক্তে পরমাণুতাম্। সতোঽবিশেষভুগ্‌যস্তু স কালঃ পরমো মহান্ ॥৪
অণুর্দ্বৌ পরমাণুঃ স্যাৎ ত্রসরেণুস্ত্রয়ঃ স্মৃতঃ। জালার্করশ্ম্যবগতঃ খমেবানুপতন্নগাৎ ॥ ৫ ॥
ত্রসরেণুত্রিকং ভুঙ্‌ক্তে যঃ কালঃ স ত্রুটিঃ স্মৃতা। শতভাগস্তু বেধঃ স্যাৎ তৈস্ত্রিভিস্তু লবঃ স্মৃতঃ ॥৬॥

কালনিরূপণ এবং যুগ ও মন্বন্তরাদি হইতে কল্পমানাদির বিবরণ।

বিদুরকে সম্বোধন করিয়া মুনিবর মৈত্রেয় পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, হে কৌরব! কার্য্যাংশে যে অন্ত্য অংশ অর্থাৎ যাহার আর অংশ হইতে পারে না, এমত যে ভাগ এবং যাহা কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত নহে, অপর অন্যের সহিত অসংযুক্ত অর্থাৎ সমুদায়াবস্থা অপ্রাপ্ত অতএব সর্ব্বদা বর্ত্তমান অর্থাৎ কার্য্য ও সমুদয়াবস্থা অপগত হইলেও যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহাই পরমাণু। যদি বল, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? তাহাতে উত্তর এই, ঐ পরমাণুপুঞ্জ পরস্পর মিলিত হওয়াতে তাহা হইতেই ব্যবহারিক জীবনিকরকে ঐরূপ অবয়বী জ্ঞান হইতেছে, ইহাই প্রমাণ। ফলতঃ যখন শরীর দৃষ্ট হইতেছে, তখন ইহার কারণ পরমাণু অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে। ১

বিদুর কার্য্যাংশের যে অন্ত্যভাগ পরমাণু, তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হইলে তাহার যে ঐক্য, তাহার নাম পরম মহৎ। যদি বল, কার্য্যে নানা বৈলক্ষণ্য এবং পরস্পর প্রভেদ আছে, কি প্রকারে তাহার ঐক্য হইবে? উত্তর, তাহাতে বিশেষ বিবক্ষা বা ভেদবিবক্ষা নাই। অতএব এই সকল প্রপঞ্চই পরম মহৎপদবাচ্য। ২

হে সত্তম! পরমাণু ইত্যাদির অবস্থাব্যাপ্তি দ্বারা এই কাল যে প্রকারে সূক্ষ্ম, স্থূল ও মধ্যাবস্থান্বিত হয়, তাহাও এইরূপে অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ কাল ভগবান্ হরির শক্তি, এবং স্বয়ং অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্ত পদার্থের পরিচ্ছেদ করে অথচ আপনি বিভু অর্থাৎ উৎপত্তি প্রভৃতি কার্য্যে দক্ষ। ৩

ওহে বিদুর! যে কাল এই প্রপঞ্চের পরমাণু অবস্থা ভোগ করে, সেই কাল পরমাণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম, আর যে কাল তাহার সাকল্য ভোগ করে, তাহাকে পরম মহৎ অর্থাৎ স্থূল কাল বলা হইয়া থাকে। ৪

স্থূল কালের প্রভেদ এই—দুই পরমাণুতে এক অণু হয়, তিন অণু ত্রাসরেণু বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ওহে বিদুর! ঐ ত্রাসরেণু প্রত্যক্ষ হয়, গবাক্ষদ্বার দিয়া সূর্য্যকিরণ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তন্মধ্যে উহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয় অর্থাৎ সেই সূর্য্যকিরণ-যোগে অতিশয় লঘুত্ব হেতু যাহা আকাশগামী বোধ হয়, তাহাই ত্রাসরেণু, ঐরূপ তিন ত্রাসরেণুকে যে কাল ভোগ করে, তাহার নাম ত্রুটি। ৫

বিদুর! যাহাতে ঐরূপ প্রকার ত্রুটিরূপ কাল শতভাগ আছে, তাহাকে বেধ বলে, তিন বেধে এক লব হইয়া থাকে। ৬

নিমেষস্ত্রিলবো জ্ঞেয় আম্নাতাস্তে ত্রয়ঃ ক্ষণঃ।
ক্ষণান্ পঞ্চ বিদুঃ কাষ্ঠাং লঘু তা দশ পঞ্চ চ ॥ ৭ ॥
লঘুনি বৈ সমাম্নাতা দশ পঞ্চ চ নাড়িকা।
তে দ্বে মুহূর্ত্তঃ প্রহরঃ ষড়্‌যামঃ সপ্ত বা নৃণাম্ ॥ ৮ ॥

দ্বাদশার্দ্ধপলোম্মানং চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈঃ। স্বর্ণমাষৈঃ কৃতচ্ছিদ্রং যাবৎ প্রস্থজলপ্লুতম্ ॥ ৯ ॥
যামাশ্চত্বারশ্চত্বারো মর্ত্ত্যানামহনা উভে। পক্ষঃ পঞ্চদশাহানি শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ মানদ ॥ ১০ ॥
তয়োঃ সমুচ্চয়ো মাসঃ পিতৃণাং তদহর্নিশম্। দ্বৌ তাবৃতুঃ ষড়য়নং দক্ষিণঞ্চোত্তরং দিবি ॥ ১১ ॥
অয়নে অহনী প্রাহুর্বৎসরো দ্বাদশ স্মৃতঃ। সংবৎসরশতং নৃণাং পরমায়ুর্নিরূপিতম্ ॥ ১২ ॥
গ্রহর্ক্ষতারাচক্রস্থঃ পরমাণ্বাদিনা জগৎ। সংবৎসরাবসানেন পর্য্যেত্যনিমিষো বিভুঃ ॥ ১৩ ॥
সংবৎসরঃ পরিবৎসর ইদাবৎসর এব চ। অনুবৎসরো বৎসরশ্চ বিদুরৈবং প্রভাষ্যতে ॥১৪॥

তিন লবপরিমিত কালে এক নিমেষ হয়, তিন নিমেষে এক ক্ষণ হইয়া থাকে। অপর পাঁচ ক্ষণে এক কাষ্ঠা, পঞ্চদশ কাষ্ঠায় এক লঘু হয়। ৭

পঞ্চদশ লঘু এক নাড়ী নামে সমাখ্যাত, সেই নাড়ীদ্বয়ে এক মুহূর্ত্ত। ছয় বা সপ্তসংখ্যক নাড়ীতে এক প্রহর হয়, তাহা মানবদিগের দিবসের অথবা রজনীর চতুর্থ অংশ। ৮

অহে বিদুর! উপরে যে নাড়ী পরিমিত কালের কথা কহিলাম, তাহা এইরূপে অনুমান করা গিয়া থাকে। ছয় পল-পরিমাণের তাম্রময় সচ্ছিদ্র চব্বিশ অঙ্গুলি বিস্তার পাত্রে চারিমাষ-পরিমিত সুবর্ণে নির্ম্মিত চারি অঙ্গুলি পরিমিত শলাকাযোগে একপ্রস্থ পরিমিত জল যাবৎকালে প্রবিষ্ট এবং তদ্দ্বারা সেই পাত্র নিমগ্ন হয়, তাবৎকাল নাড়ীর পরিমাণ। ৯

অহে বিদুর! পূর্ব্বে যে যাম-পরিমিত কালের কথা কহিয়াছি, সেই চারি চারি যামে অহোরাত্র হয় অর্থাৎ চারি যামে এক দিবস এবং চারি প্রহরে এক রাত্রি হয়। হে মানদ! পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ হইয়া থাকে। পক্ষ দুই ;—কৃষ্ণ এবং শুক্ল। ১০

শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পক্ষে একমাস হয়, তাহাই পিতৃলোকের অহোরাত্র। দুই মাসে এক ঋতু, এবং ছয় মাসে এক অয়ন হয়। দুই অয়ন—এক দক্ষিণায়ন, দ্বিতীয় উত্তরায়ণ। ১১

ঐ দুই অয়ন দেবতাদের অহোরাত্র, ঐ অহোরাত্রেই মনুষ্যদের দ্বাদশ মাস বা এক বৎসর হয়। ঐ প্রকার এক শত সম্বৎসর মনুষ্যদিগের পরমায়ু। ১২

অহে বিদুর! চন্দ্রাদি গ্রহ, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র এবং অন্যান্য তারায় উপলক্ষিত যে কালচক্র, তত্রস্থ কালাত্মা ঈশ্বর, অর্থাৎ দিবাকর, পরমাণু অবধি সংবৎসর পর্য্যন্ত কাল দ্বারা দ্বাদশ রাশ্যাত্মক এই ভুবনময় কোষ পর্য্যটন করিয়া থাকেন। ১৩

ঐ সম্বৎসর পঞ্চ প্রকার, যথা—সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর এবং বৎসর। তদ্বিবরণ এই—যাবৎকালে সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি ভোগ হয়, তাহার নাম সম্বৎসর, বৃহস্পতির দ্বাদশ রাশি ভোগকাল পরিবৎসর, ত্রিংশ সূর্য্যোদয়ে যে মাস হয়, তাহার দ্বাদশ মাস ইদাবৎসর, চন্দ্রের দ্বাদশ রাশি ভোগকাল অনুবৎসর এবং নক্ষত্রঘটিত মাসের দ্বাদশ মাসে বৎসর। ১৪

যঃ সৃজ্যশক্তিমুরুধোচ্ছ্বসয়ন্ স্বশক্ত্যা পুংসোঽভ্রমায় দিবি ধাবতি ভূতভেদঃ।
কালাখ্যয়া গুণময়ং ক্রতুভির্বিতন্বংস্তস্মৈ বলিং হরত বৎসরপঞ্চকায় ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ।

পিতৃদেবমনুষ্যাণামায়ুঃ পরমিদং স্মৃতম্। পরেষাং গতিমাচক্ষ্ব যে স্যুঃ কল্পাদ্বহির্ব্বিদঃ ॥ ১৬ ॥
ভগবান্ বেদ কালস্য গতিং ভগবতো ননু। বিশ্বং বিচক্ষতে ধীরা যোগরাদ্ধেন চক্ষুষা ॥ ১৭ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্। দিব্যৈর্দ্বাদশভির্বর্ষৈঃ সাবধানং নিরূপিতম্ ॥১৮ ॥
চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্। সংখ্যাতানি সহস্রাণি দ্বিগুণানি শতানি চ ॥ ১৯ ॥
সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়োরন্তর্যঃ কালঃ শতসংখ্যয়োঃ। তমেবাহুর্যুগং তজ্জ্ঞা যত্র ধর্ম্মো বিধীয়তে ॥২০ ॥
ধর্ম্মশ্চতুষ্পান্মনুজান্ কৃতে সমনুবর্ত্ততে। স এবান্যেষধর্ম্মেণ ব্যেতি পাদেন বর্দ্ধতা ॥ ২১ ॥

বিদুর! যে মহাভূতবিশেষ তেজোমণ্ডলরূপী সূর্য্য পুরুষদের মোহ নিবৃত্তি বা আয়ুরাদি ক্ষয় প্রদর্শন দ্বারা বিষয়াসক্তি নিবারণনিমিত্ত কার্য্য যে অঙ্কুরাদি, তদ্বিষয়িকা বীজাদি শক্তিকে কালরূপ আত্মশক্তি দ্বারা বহু প্রকারে বর্দ্ধিত অর্থাৎ কার্য্যাভিমুখী করিতেছেন এবং যাহা হইতে সকাম পুরুষদিগের স্বর্গাদি ফল বিস্তার হইতেছে, তিনি এই অন্তরীক্ষে ধাবমান, অতএব বৎসরপঞ্চকের প্রবর্ত্তক সেই কালাত্মা ঈশ্বরের পূজা কর। ১৫

বিদুর এই সমস্ত শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে ঋষিবর! পিতৃ, দেব এবং মনুষ্যদিগের যে প্রকারে স্ব স্ব মানে বর্ষশত পরমায়ু হয়, তাহা শ্রবণ করিলাম। প্রভো! যে সকল জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ত্রৈলোক্যের বহির্ভাগে আছেন, তাঁহাদিগের গতি কি প্রকার, বর্ণনা করুন। ১৬

হে মহাশয়! আপনি কালরূপী ভগবানের গতি অবগত আছেন, যেহেতু আপনি ধীর, ধীরগণ জ্ঞান-সিদ্ধ চক্ষুর্দ্বারা বিশ্বের সকলই দেখিতে পান। ১৭

মৈত্রেয় কহিলেন, বিদুর! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারি যুগ, সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ সহিত ঐ চারি যুগের পরিমাণ দিব্য দ্বাদশ সহস্র বৎসর। ১৮

তদ্বিশেষ এই—সত্যাদি যুগের পরিমাণ যথাক্রমে চারি তিন দুই এক সহস্র এবং দ্বিগুণ দুই দুই শত বৎসর। অর্থাৎ সত্যযুগের পরিমাণ চারি সহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যাকাল দুই শত বৎসর। এইরূপ ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিন সহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যা-কাল তিন শত, এবং সন্ধ্যাংশ তিন শত বৎসর। দ্বাপর যুগের পরিমাণ দুই সহস্র, তাহার সন্ধ্যাকাল দুই শত, এবং সন্ধ্যাংশ দুই শত বৎসর। কলিযুগের পরিমাণ সহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যা এক শত এবং সন্ধ্যাংশ এক শত বৎসর। ১৯

হে বিদুর! যুগের অগ্রে সন্ধ্যা, এবং অন্তে সন্ধ্যাংশ, তাহার পরিমাণ যথাক্রমে দ্বিশতাদি বৎসর। ঐ সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্ত্তী যে কাল, তাহাকে যুগজ্ঞ পণ্ডিতেরা যুগ বলিয়া থাকেন, সেই কালেই যুগবিশেষের যথাযথ ধর্ম্মবিশেষ বিহিত হইয়া থাকে। ২০

বিদুর! সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের অনুবর্ত্তী ছিল, পরে অন্যান্য যুগে ক্রমশঃ অধর্ম্ম বৃদ্ধিশীল হওয়াতে তাহার এক এক পাদ হীন হইয়া যায়। ২১

ত্রিলোক্যা যুগসাহস্রং বহিরা ব্রহ্মণো দিনম্। তাবত্যেব নিশা তাত যন্নিমীলতি বিশ্বসৃক্ ॥২২॥
নিশাবসান আরব্ধো লোককল্পোঽনুবর্ত্ততে। যাবদ্দিনং ভগবতো মনূন্ ভুঞ্জংশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৩ ॥
স্বং স্বং কালং মনুর্ভুঙ্‌ক্তে সাধিকাং হ্যেকসপ্ততিম্ ॥ ২৪ ॥
মন্বন্তরেষু মনবস্তদ্বংশ্যা ঋষয়ঃ সুরাঃ। ভবন্তি চৈতে যুগপৎ সুরেশাশ্চানু যে চ তান্ ॥২৫॥
এষ দৈনন্দিনঃ সর্গো ব্রাহ্মস্ত্রৈলোক্যবর্ত্তনঃ। তির্য্যঙ্‌নৃপিতৃদেবানাং সম্ভবো যত্র কর্ম্মভিঃ ॥২৬॥
মন্বন্তরেষু ভগবান্ বিভ্রৎ সত্ত্বং স্বমূর্ত্তিভিঃ। মন্বাদিভিরিদং বিশ্বমবত্যুদিতপৌরুষঃ ॥ ২৭ ॥
তমোমাত্রামুপাদায় প্রতিসংরুদ্ধবিক্রমঃ। কালেনানুগতাশেষ আস্তে তূষ্ণীং দিনাত্যয়ে ॥২৮॥
তমেবান্বপিধীয়ন্তে লোকা ভূরাদয়স্ত্রয়ঃ। নিশায়ামনুবৃত্তায়াং নির্ম্মুক্তশশিভাস্করম্ ॥ ২৯ ॥
ত্রিলোক্যাং দহ্যমানায়াং শক্ত্যা সঙ্কর্ষণাগ্নিনা। যান্ত্যূষ্মণা মহর্লোকাজ্জনং ভৃগ্বাদয়োঽর্দ্দিতাঃ ॥৩০
তাবৎ ত্রিভুবনং সদ্যঃ কল্পান্তৈধিতসিন্ধবঃ। প্লাবয়ন্ত্যুৎকটাটোপ-চণ্ডবাতেরিতোর্ম্ময়ঃ ॥ ৩১ ॥

অহে বিদুর! এই ত্রিভুবনের বহির্ভাগে মহর্লোক প্রভৃতি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া যে চতুর্যুগসহস্র, তাহা ব্রহ্মার দিন এবং তাহার রাত্রিও তাবৎপরিমিত কাল, সেই রাত্রিতেই বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা নিদ্রা যান। ২২

অনন্তর নিশাবসান হইলে লোক-সৃষ্টি আরম্ভ হয়, এবং তাহা চতুর্দ্দশ মনু ব্যাপিয়া যাবৎ বর্ত্তমান থাকে, তাবৎকাল ভগবান্ ব্রহ্মার দিন। ২৩

বিদুর! এক এক মনু কিঞ্চিদধিক একসপ্ততি যুগ-পরিমিত কাল ভোগ করেন, তাহাই তাঁহাদের স্ব স্ব কাল। ২৪

মন্বন্তর সকলে মনু এবং মনুবংশীয় পৃথ্বীপাল-সকল ক্রমে উৎপন্ন হন, কিন্তু সপ্তর্ষি, দেবতা ইন্দ্র এবং এই সকলের অনুবর্ত্তী যে গন্ধর্ব্বাদি, তাঁহারা সকলে সমান কালেই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ২৫

অহে বিদুর! ব্রহ্মার প্রাত্যহিক এই সৃষ্টি, ইহাই ত্রৈলোক্যের উৎপাদক, যাহাতে পশু, পক্ষী, মানব, পিতৃগণ, দেবগণের স্ব, স্ব কর্ম্ম অনুসারে জন্ম হইয়া থাকে। ২৬

বিদুর! মন্বন্তরসকলে সেই ভগবান্‌ই সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া স্বীয় মূর্ত্তিরূপ মন্বাদি দ্বারা পুরুষাকার প্রকাশ-পুরঃসর এই বিশ্বের পরিরক্ষণ করিয়া থাকেন। ২৭

অনন্তর তাঁহার দিবাবসান হইলে তিনি যৎকিঞ্চিৎ তমোগুণ অবলম্বন করিয়া আপনার সমুদায় বিক্রম প্রতিসংহৃত করেন, তৎকালে কালবশতঃ ত্রিলোকস্থ জীব তাঁহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হয়, সুতরাং তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ২৮

বিদুর! ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হইলে ভূর্লোক প্রভৃতি এই তিন লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ—চন্দ্র ও সূর্য্য একেবারে না থাকিলে যদ্রূপ হয়, তদ্রূপ আপনা হইতেই তিরোহিত হয়। ২৯

অর্থাৎ ভগবানের শক্তিরূপ যে সঙ্কর্ষণ মুখাগ্নি, তাহার দ্বারা এই ত্রৈলোক্য দগ্ধ হইয়া যায়। ঐ অনলের উষ্মায় ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ পীড়িত হওয়াতে তাঁহারা মহর্লোক হইতে জনলোকে গমন করেন। ৩০

ঐ সময় কল্পান্ত উপস্থিত হওয়াতে সমুদ্রসকল সাতিশয় বৃদ্ধিশীল হইয়া উঠে, তাহাতে উৎকট ক্ষোভজনক প্রচণ্ড পবনবেগে তরঙ্গসকল ভয়ঙ্কর সঞ্চালিত হইয়া ত্রিভুবনকে সদাই প্লাবিত করিয়া দেয়। ৩১

অন্তঃ স তস্মিন্ সলিলে আস্তেঽনন্তাসনো হরিঃ।
যোগনিদ্রানিমীলাক্ষঃ স্তূয়মানো জনালয়ৈঃ ॥ ৩২ ॥
এবংবিধৈরহোরাত্রৈঃ কালগত্যোপলক্ষিতৈঃ। অপক্ষিতমিবাস্যাপি পরমায়ুর্বয়ঃশতম্ ॥ ৩৩ ॥
যদর্দ্ধমায়ুষস্তস্য পরার্দ্ধমভিধীয়তে। পূর্ব্বঃ পরার্দ্ধোঽপক্রান্তো হ্যপরোঽদ্য প্রবর্ত্ততে ॥৩৪॥
পূর্ব্বস্যাদৌ পরার্দ্ধস্য ব্রাহ্মো নাম মহানভূৎ। কল্পো যত্রাভবদ্‌ব্রহ্মা শব্দব্রহ্মেতি যং বিদুঃ ॥৩৫॥
তস্যৈবান্তে চ কল্পোঽভূদ্ যং পাদ্মমভিচক্ষতে। যদ্ধরের্নাভিসরস আসীল্লোকসরোরুহম্ ॥ ৩৬ ॥
অয়ন্তু কথিতঃ কল্পো দ্বিতীয়স্যাপি ভারত। বারাহ ইতি বিখ্যাতো যত্র সাৎ শূকরো হরিঃ ॥৩৭
কালোঽয়ং দ্বিপরার্দ্ধাখ্যো নিমেষ উপচর্য্যতে। অব্যাকৃতস্যানন্তস্য হ্যনাদের্জগদাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥
কালোঽয়ং পরমাণ্বাদির্দ্বিপরার্দ্ধান্ত ঈশ্বরঃ। নৈবেশিতুং প্রভুর্ভূম্ন ঈশ্বরো ধামমানিনাম্ ॥৩৯ ॥
বিকারৈঃ সহিতো যুক্তৈর্বিশেষাদিভিরাবৃতঃ। অণ্ডকোষো বহিরয়ং পঞ্চাশৎকোটিবিস্তৃতঃ ॥৪০ ॥

ভগবান্ হরি সেই সময়ে সেই প্রলয়পয়োধিজলে অনন্তরূপ শয্যায় শয়ন করিয়া যোগনিদ্রায় নিমীলিত-নয়ন হইয়া থাকেন। যে সকল ঋষি মহর্লোক হইতে জনলোকে গমন করেন, তাঁহারা সেই স্থানেই থাকিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিবিধ প্রকারে তাঁহার স্তব করেন। ৩২

অহে বিদুর! কালের গতি উপলক্ষিত উক্ত প্রকার অহোরাত্রে যে এক শত বৎসর হয়, তাহা সকল প্রাণীর পরমায়ু, কিন্তু সকলেরই ঐ বর্ষশত কাল পরমায়ুবশতঃ পরিক্ষীণ হয়, ব্রহ্মার যে পরমায়ু, তাহাও অপক্ষীণবৎ বোধ হইয়া থাকে। ৩৩

বিদুর! ব্রহ্মার পরমায়ুর যে অর্দ্ধ, তাহা পূর্ব্ব ও পরার্দ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে পূর্ব্ব পরার্দ্ধ অতীত হইয়াছে, অপর পরার্দ্ধ প্রবর্ত্তমান। ৩৪

পূর্ব্ব-পরার্দ্ধের প্রথমে মহান্ ব্রাহ্ম নামে যে কল্প হয়, সেই কল্পেই ব্রহ্মা হইয়াছিলেন—পণ্ডিতেরা ঐ ব্রহ্মাকে শব্দব্রহ্ম কহিয়া থাকেন। ৩৫

সেই ব্রহ্মকল্পের অন্তে যে কল্প হয়, তাহার নাম পাদ্মকল্প, কেন না, সেই লোকপদ্ম ভগবানের নাভি-সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ৩৬

হে ভারত! দ্বিতীয়ের আদিতে কথিত এই যে কল্প, ইহা বারাহকল্প বলিয়া বিখ্যাত। এই কল্পে ভগবান্ হরি বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। ৩৭

বৎস! এই প্রকার কাল দ্বারা সৃজ্য জীবাদি সকলেরই পরমায়ু-পরিমাণ হইয়া থাকে, কিন্তু ভাগবতত্ত্ব কালকৃত পরিচ্ছেদশূন্য, এই যে দুই পরার্দ্ধ নামে কালের বিষয় উক্ত হইল, ইহা কার্য্যোপাধিশূন্য, অনন্ত অনাদি জগৎকারণ সেই ভগবানের এক নিমেষ বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু ঐ নিমেষও তাঁহার আয়ুর্গণনায় ধর্ত্তব্য হয় না। ৩৮

অহে বিদুর! পরমাণু প্রভৃতি দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত যে কাল, তাহা শক্তিমান বটে, কিন্তু ভগবান্ স্বয়ং পরিপূর্ণস্বরূপ, তাঁহার উপরে আধিপত্য করিতে ঐ কালের সামর্থ্য নাই, যে সকল ব্যক্তি দেহ-গেহাদ্যভিমানী, কেবল তাহাদের উপরেই ঐ কাল প্রভুত্ব করিয়া থাকে। ৩৯

বৎস! অষ্টপ্রকৃতি-সংযুক্ত ষোড়শ বিকারে আবদ্ধ এই ব্রহ্মাণ্ড অভ্যন্তরে কোটি যোজন বিস্তৃত এবং বহির্ভাগে পৃথিবী ইত্যাদি সপ্ত পদার্থে আবৃত। ৪০

দশোত্তরাধিকৈর্যত্র প্রবিষ্টঃ পরমাণুবৎ। লক্ষ্যতেঽন্তর্গতাশ্চান্যে কোটিশো হ্যণ্ডরাশয়ঃ ॥৪১॥
তদাহুরক্ষরং ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্। বিষ্ণোর্ধাম পরং সাক্ষাৎ পুরুষস্য মহাত্মনঃ ॥৪২॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে কালস্বরূপকথনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ঐ সপ্ত পদার্থের পরিমাণও অল্প নহে। ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ অপেক্ষা উত্তরোত্তর দশ গুণ অধিক। এতাদৃশ ব্রহ্মাণ্ড একটি নহে, কোটি কোটি এবং রাশি রাশি যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পরমাণুতুল্য লক্ষিত হয়। ৪১

পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই অক্ষর এবং সকল কারণের কারণস্বরূপ পরমব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। বৎস! তিনিই পরম পুরুষ বিষ্ণুর পরম ধাম। ৪২

ইতি তৃতীয় স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি তে বর্ণিতঃ ক্ষত্তঃ কালাখ্যঃ পরমাত্মনঃ। মহিমা বেদগর্ভোঽথ যথাস্রাক্ষীন্নিবোধ মে ॥১॥
সসর্জ্জাগ্রেঽন্ধতামিস্রমথ তামিস্রমাদিকৃৎ। মহামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বা পাপীয়সীং সৃষ্টিং নাত্মানং বহ্বমন্যত। ভগবদ্ধ্যানপূতেন মনসান্যাংস্ততোঽসৃজৎ ॥ ৩ ॥
সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতনমথাত্মভূঃ। সনৎকুমারঞ্চ মুনীন্ নিষ্ক্রিয়ানূর্দ্ধ্বরেতসঃ ॥ ৪ ॥
তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ। তন্নৈচ্ছন্মোক্ষধর্ম্মাণো বাসুদেবপরায়ণাঃ ॥ ৫ ॥
সোঽবধ্যাতঃ সুতৈরেবং প্রত্যাখ্যাতোঽনুশাসনৈঃ। ক্রোধং দুর্ব্বিষহং জাতং নিয়ন্তুমুপচক্রমে ॥৬॥
ধিয়া নিগৃহ্যমাণোঽপি ভ্রুবোর্মধ্যাৎ প্রজাপতেঃ। সদ্যোঽজায়ত তন্মন্যুঃ কুমারো নীললোহিতঃ ॥৭॥
স বৈ রুরোদ দেবানাং পূর্ব্বজো ভগবান্ ভবঃ। নামানি কুরু মে ধাতঃ স্থানানি চ জগদ্‌গুরো ॥৮

ব্রহ্মা-সৃষ্টি বর্ণন

মৈত্রেয় কহিলেন, অহে বিদুর! পরমাত্মার কাল নামক মহিমা এই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, বেদগর্ভ ব্রহ্মা যে প্রকারে সৃষ্টি করেন, এক্ষণে তদ্বিষয় বলি, শ্রবণ কর। ১

আদি-স্রষ্টা ব্রহ্মা সৃষ্টির অগ্রে তমঃ অর্থাৎ স্বরূপের অপ্রকাশ, মোহ অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি, মহামোহ অর্থাৎ ভোগেচ্ছা, তামিস্র অর্থাৎ ভোগেচ্ছাপ্রতিঘাতে ক্রোধ, অন্ধতামিস্র অর্থাৎ ভোগ্য বস্তু নাশে আমিই মৃত হইলাম, এইরূপ বুদ্ধি, এই সকল অজ্ঞান-বৃত্তি সৃষ্টি করিলেন। ২

কিন্তু এই সৃষ্টিকে পাপীয়সী দেখাতে তাঁহার সন্তোষ বোধ হইল না, অতএব ভগবানের ধ্যান করিয়া তদ্দারা পবিত্রীভূত মনে অন্যান্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩

তাহাতে সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, এই সকল মুনির সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু ঐ মুনিগণ সকলেই নিষ্ক্রিয় এবং ঊর্দ্ধরেতা হইলেন। ৪

অতএব ব্রহ্মা ঐ সকল ঋষিকে সৃষ্টি করিয়া যখন বলিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা প্রজা সৃজন কর, তখন তাঁহাদের তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি হইল না, ফলতঃ তাঁহারা মোক্ষকেই পরমধর্ম্ম জ্ঞান করিতেন এবং ভগবান্ বাসুদেবই তাঁহাদের পরায়ণ হইয়াছিলেন —ইহাতে তাঁহাদের প্রজাসৃজনে প্রবৃত্তির সম্ভাবনা কি? ৫

পুত্রেরা এই প্রকারে অনুজ্ঞা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অবজ্ঞা করিলে ব্রহ্মার দুর্ব্বিষহ ক্রোধ উৎপন্ন হইল, কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া মনোমধ্যেই সম্বরণ করিতে যত্ন করিলেন। ৬

পরন্তু, বুদ্ধি পূর্ব্বক সম্বরণ করিলেও তাঁহার সেই ক্রোধ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে নির্গত হইয়া একটি নীললোহিত কুমার আকারে বহির্গত হইল। সেই ভগবান্ নীললোহিতই দেবগণের পূর্ব্বজ। ৭

তিনি উৎপন্ন হইয়াই এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন—হে ধাতঃ! হে জগদ্‌গুরো! আমার নাম এবং ধাম করিয়া দিন্। ৮

ইতি তস্য বচঃ পাদ্মো ভগবান্ পরিপালয়ন্। অভ্যধাদ্ভদ্রয়া বাচা মা রোদীস্তৎ করোমি তে ॥৯॥
যদরোদীঃ সুরশ্রেষ্ঠ সোদ্বেগ ইব বালকঃ। অতস্ত্বামভিধাস্যন্তি নাম্না রুদ্র ইতি প্রজাঃ ॥১০॥
হৃদিন্দ্রিয়াণ্যসুর্ব্যোম বায়ুরগ্নির্জলং মহী। সূর্য্যশ্চন্দ্রস্তপশ্চৈব স্থানান্যগ্রে কৃতানি তে ॥১১॥
মন্যুর্মনুর্মহিনসো মহাঞ্ছিব ঋতধ্বজঃ। উগ্ররেতা ভবঃ কালো বামদেবো ধৃতব্রতঃ ॥১২॥
ধীর্ধৃতী রসলোমা চ নিযুৎসর্পিরিলাম্বিকা। ইরাবতী স্বধা দীক্ষা রুদ্রাণ্যো রুদ্র তে স্ত্রিয়ঃ ॥১৩
গৃহাণৈতানি নামানি স্থানানি চ সযোষণঃ। এভিঃ সৃজ প্রজা বহ্বীঃ প্রজানামসি যৎ পতিঃ ॥১৪
ইত্যাদিষ্টঃ স্বগুরুণা ভগবান্ নীললোহিতঃ। সত্ত্বাকৃতিস্বভাবেন সসর্জ্জাত্মসমাঃ প্রজাঃ ॥ ১৫ ॥
রুদ্রাণাং রুদ্রসৃষ্টানাং সমন্তাদ্ গ্রসতাং জগৎ। নিশাম্য সংখ্যশো যূথান্ প্রজাপতিরশঙ্কত ॥১৬॥
অলং প্রজাভিঃ সৃষ্টাভিরীদৃশীভিঃ সুরোত্তম। ময়া সহ দহন্তীভির্দিশশ্চক্ষুর্ভিরুল্বণৈঃ ॥ ১৭ ॥
তপ আতিষ্ঠ ভদ্রং তে সর্ব্বভূতসুখাবহম্। তপসৈব যথা পূর্ব্বং স্রষ্টা বিশ্বমিদং ভবান্ ॥১৮॥
তপসৈব পরং জ্যোতির্ভগবন্তমধোক্ষজম্। সর্ব্বভূতগুহাবাসমঞ্জসা বিন্দতে পুমান্ ॥ ১৯ ॥

ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রহ্মা তাঁহার ঐ বাক্য রক্ষা করত সান্ত্বনা পূর্ব্বক ভদ্রবচনে বলিলেন, বৎস! ক্রন্দন করিও না, এখনি তোমার নাম-ধাম করিয়া দিতেছি। ৯

তদনন্তর কহিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি বালক তুল্য উদ্বেগাকুল হইয়া রোদন করিলে, এই কারণে প্রজাগণ তোমাকে রুদ্র এই নাম দিয়া আহ্বান করিবে। ১০

হে রুদ্র! হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথ্বী সূর্য্য, চন্দ্র এবং তপস্যা এই সকল তোমার স্থান, তোমার নিমিত্ত পূর্ব্বেই এ সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। ১১

আর মন্যু, মনু, মহিনস, মহান, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব, ধৃতব্রত, এই একাদশটি তোমার নাম। এবং ধী, ধৃতি, রসলোমা, নিযুৎ, সার্পি, ইরাম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা ও রুদ্রাণী, এই সকল তোমার স্ত্রী। বৎস! তুমি স্ত্রীর সহিত ঐ সকল নাম এবং ধাম গ্রহণ কর। তুমি প্রজাপতি, অতএব এই সকল নাম ও ধামযুক্ত হইয়া প্রজা-সৃষ্টি কর। ১২-১৪

ভগবান নীললোহিত স্বীয় গুরু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সত্ত্ব অর্থাৎ বল, আকৃতি অর্থাৎ নীললোহিত, এবং স্বভাব অর্থাৎ তীব্রতা অনুসারে আত্মতুল্য প্রজা-সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৫

সেই রুদ্র হইতে যে সকল রুদ্র সৃষ্ট হইলেন, তাঁহারা অসংখ্য দলবদ্ধ হইয়া জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হওয়াতে ব্রহ্মার ভয় জন্মিল, তাহাতে রুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সুরোত্তম! আর এ প্রকার প্রজা সৃষ্টিতে প্রয়োজন নাই, ইহারা সকলে প্রখর চক্ষুর্দ্বারা আমার সহিত দিক্ দগ্ধ করিতে লাগিল। ১৬-১৭

অতএব বৎস রুদ্র! তুমি সর্ব্বপ্রাণীর সুখাবহ তপস্যা কর, তোমার মঙ্গল হউক। এই বিশ্ব পূর্ব্বে যেমন ছিল, তুমি তপোযোগে পুনর্ব্বার তদ্রূপ সৃষ্টি করিতে পারিবে। বৎস! তপস্যায় কি না হয়? পুরুষ তপঃপ্রভাবেই পরমজ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্য্যামী ভগবান্ অধোক্ষজকে প্রাপ্ত হয়। ১৮-১৯

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

এবমাত্মভুবাদিষ্টঃ পরিক্রম্য গিরাং পতিম্। বাঢ়মিত্যমুনামন্ত্র্য বিবেশ তপসে বনম্ ॥ ২০ ॥
অথাভিধ্যায়তঃ সর্গং দশ পুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে। ভগবচ্ছক্তিযুক্তস্য লোকসন্তানহেতবঃ ॥ ২১ ॥
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। ভৃগুর্বশিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশমস্তত্র নারদঃ ॥ ২২ ॥
উৎসঙ্গান্নারদো যজ্ঞে দক্ষোঽঙ্গুষ্ঠাৎ স্বয়ম্ভুবঃ। প্রাণাদ্বশিষ্ঠঃ সংজাতো ভৃগুস্ত্বচি করাৎ ক্রতুঃ ॥২৩॥
পুলহো নাভিতো জজ্ঞে পুলস্ত্যঃ কর্ণয়োর্ঋষিঃ। অঙ্গিরা মুখতোঽক্ষ্ণোঽত্রির্মরীচির্মনসোঽভবৎ ॥২৪॥
ধর্ম্মঃ স্তনাদ্দক্ষিণতো যত্র নারায়ণঃ স্বয়ম্। অধর্ম্মঃ পৃষ্ঠতো যস্মান্মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ ॥ ২৫ ॥

হৃদি কামো ভ্রুবোঃ ক্রোধো লোভশ্চাধরদচ্ছদাৎ।
আস্যাদ্বাক্ সিন্ধবো মেঢ্রান্নির্ঋতিঃ পায়োরঘাশ্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥
ছায়ায়াঃ কর্দ্দমো জজ্ঞে দেবহূত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ।
মনসো দেহতশ্চেদং জজ্ঞে বিশ্বকৃতো জগৎ ॥ ২৭ ॥

বাচং দুহিতরং তন্বীং স্বয়ম্ভুর্হরতীং মনঃ। অকামাং চকমে ক্ষত্তঃ সকাম ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥২৮
তমধর্ম্মে কৃতমতিং বিলোক্য পিতরং সুতাঃ। মরীচিমুখ্যা মুনয়ো বিস্রম্ভাৎ প্রত্যবোধয়ন্ ॥২৯॥

মৈত্রেয় কহিলেন, সেই নীললোহিত রুদ্র এইরূপে আত্মভূ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত প্রণাম করিলেন এবং "ভাল" এই কথা বলিয়া সম্ভাষণ করণানন্তর তপস্যানিমিত্ত বনে প্রবিষ্ট হইলেন। ২০

অনন্তর তিনি ভগবানের শক্তিযুক্ত হইয়া সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করিলেন, তাহাতে লোকবিস্তার-কারী দশটি পুত্র উৎপন্ন হইল, অর্থাৎ মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ এবং নারদ এই দশ জন জন্মিলেন। তন্মধ্যে নারদ ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে, দক্ষ অঙ্গুষ্ঠ হইতে, বশিষ্ঠ প্রাণ হইতে, ভৃগু ত্বক্ হইতে, ক্রতু কর হইতে, পুলহ নাভিদেশ হইতে, পুলস্ত্য কর্ণদ্বয় হইতে, অঙ্গিরা মুখ হইতে, অত্রি চক্ষুর্দ্বয় হইতে, মরীচি মুখ হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং ধর্ম্ম তাঁহার দক্ষিণ স্তন হইতে প্রকাশ পাইলেন। সেই স্তনে স্বয়ং নারায়ণ বিরাজমান ছিলেন। আর অধর্ম্ম তদীয় পৃষ্ঠদেশ হইতে জন্মিল, ঐ অধর্ম্ম হইতেই লোকের ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ২১-২৫

তাঁহার হৃদয় হইতে কাম, ভ্রূদ্বয় হইতে ক্রোধ, অধর ও ওষ্ঠ হইতে লোভ, মুখ হইতে বাক্য, মেঢ্রদেশ হইতে সিন্ধুসকল এবং পায়ুদেশ হইতে পাপাশ্রয় নির্ঋতি উৎপন্ন হইল। ২৬

দেবহূতির পতি যে কর্দ্দমনামা মুনি, তিনি তাঁহার ছায়া হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং এই জগৎ সেই বিশ্বস্রষ্টার মন ও দেহ হইতে উৎপন্ন হইল। ২৭

অহে বিদুর, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার বাক্ নামে মনোহারিণী কন্যা জন্মিয়াছিল, শুনিয়াছি—ব্রহ্মা কামাতুর হইয়া সেই কন্যার অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ কন্যার তাঁহাতে কামনা হয় নাই। ২৮

ব্রহ্মতনয় মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ পিতার ঐ প্রকার অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি অবলোকন করিয়া তাঁহাকে সবিনয় বচনে এইরূপ বুঝান। ২৯

নৈতৎ পূর্ব্বৈঃ কৃতং ত্বদ্যে ন করিষ্যন্তি চাপরে। যত্ত্বং দুহিতরং গচ্ছেরনিগৃহ্যাঙ্গজং প্রভুঃ ॥ ৩০ ॥

তেজীয়সামপি হ্যেতন্ন সুশ্লোক্যং জগদ্গুরো। যদ্বৃত্তমনুতিষ্ঠন্ বৈ লোকঃ ক্ষেমায় কল্পতে ॥৩১॥

তস্মৈ নমো ভগবতে য ইদং স্বেন রোচিষা। আত্মস্থং ব্যঞ্জয়ামাস স ধর্ম্মং পাতুমর্হতি ॥ ৩২ ॥

স ইত্থং গৃণতঃ পুত্রান্ পুরো দৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্।
প্রজাপতিপতিস্তন্বং তত্যাজ ব্রীড়িতস্তদা।
তাং দিশো জগৃহুর্ঘোরাং নীহারং যদ্বিদুস্তমঃ ॥ ৩৩ ॥

কদাচিদ্ধ্যায়তঃ স্রষ্টুর্বেদা আসংশ্চতুর্মুখাৎ। কথং স্রক্ষ্যাম্যহং লোকান্ সমবেতান্ যথা পুরা ॥৩৪॥

চাতুর্হোত্রং কর্ম্মতন্ত্রমুপবেদনয়ৈঃ সহ। ধর্ম্মস্য পাদাশ্চত্বারস্তথৈবাশ্রমবৃত্তয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ।

স বৈ বিশ্বসৃজামীশো বেদাদীন্ মুখতোঽসৃজৎ।
যদ্যদ্যেনাসৃজদ্দেবস্তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥ ৩৬ ॥

পিতঃ, আপনি যে ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ব্যক্তি ঈদৃশ কর্ম্ম করে নাই, পরেও কেহ করিবেন না। কি ঘৃণার বিষয়! আপনি সকলের প্রভু, আপনি কামনিগ্রহে অসমর্থ হইয়া কন্যাগমনে উদ্যত হইলেন? ৩০

গুরো, আপনি তেজস্বী সত্য, কিন্তু এবম্বিধ ব্যাপার তেজস্বী ব্যক্তিরও যশস্য নহে, আপনার সদৃশ তেজস্বীর সৎকর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য, কেন না, লোকেরা তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিয়া স্ব স্ব শ্রেয়ঃসাধন করিতে সমর্থ হইবে। ৩১

অথবা আমাদের এ কথায় কার্য্য নাই, আমরা সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি, যিনি স্বীয় জ্যোতির্দ্বারা আত্মস্থ এই বিশ্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছেন। ৩২

প্রজাপতি-পতি দেবপতি ব্রহ্মা আপনার অগ্রে আপন প্রজাপতিগণকে ঐ প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং ব্রীড়াবশতঃ তাঁহাদের সমক্ষেই আপনার তনু পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে দিক্‌সকল তাঁহার সেই দেহ গ্রহণ করিল, পণ্ডিতেরা তাহাকেই নীহারময় তমঃ বলিয়া থাকেন। ৩৩

অহে বিদুর! ঐ ব্রহ্মা অপর এক সময়ে এই চিন্তা করিয়াছিলেন, এই সকল সুসঙ্গত লোক পূর্ব্বকল্পে যেরূপ ছিল, সেইরূপে ইহাদিগকে কি প্রকারে সৃষ্টি করিব, ঐরূপ চিন্তা করিতে তাঁহার চারি বদন হইতে বেদসকল বিনির্গত হইল। ৩৪

চাতুর্হোত্র অর্থাৎ হোত্রাদি চতুষ্টয়ের কর্ম্ম, উপবেদ ও নীতিসার সহিত কর্ম্মতন্ত্র অর্থাৎ যজ্ঞবিস্তার, ধর্ম্মের চারি চরণ, আশ্রম এবং আশ্রমসকলের বৃত্তি, এ সকল উৎপন্ন হইল। ৩৫

বিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনে! আপনি কহিলেন, বিশ্বস্রষ্টাদের ঈশ্বর ব্রহ্মা আপনার বদন হইতে বেদাদি সৃষ্টি করিলেন। হে তপোধন! সেই দেব যাহার দ্বারা যাহা সৃজন করেন, বিশেষ করিয়া বলুন। ৩৬

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্ব্বাদিভির্মুখৈঃ। শস্ত্রমিজ্যাংস্তুতিস্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যধাৎক্রমাৎ॥৩৭

আয়ুর্ব্বেদং ধনুর্ব্বেদং গান্ধর্ব্বং বেদমাত্মনঃ। স্থাপত্যঞ্চাসৃজদ্বেদং ক্রমাৎ পূর্ব্বাদিভির্মুখৈঃ ॥৩৮॥

ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ। সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ ॥ ৩৯ ॥

ষোড়শ্যুক্‌থৌ পূর্ব্ববক্ত্রাৎ পুরীষ্যগ্নিষ্টুতাবথ। আপ্তোর্যামাতিরাত্রৌ চ বাজপেয়ং সগোসবম্ ॥৪০॥

বিদ্যা দানং তপঃ সত্যং ধর্ম্মস্যেতি পদানি চ। আশ্রমাংশ্চ যথাসংখ্যমসৃজৎ সহ বৃত্তিভিঃ ॥৪১ ॥

সাবিত্রং প্রাজাপত্যঞ্চ ব্রাহ্মঞ্চাথ বৃহৎ তথা। বার্ত্তাসঞ্চয়শালীনশিলোঞ্ছ ইতি বৈ গৃহে ॥ ৪২ ॥

বৈখানসা বালিখিল্যৌড়ুম্বরাঃ ফেনপা বনে। ন্যাসে কুটীচকঃ পূর্ব্বং বহ্বোদো হংসনিষ্ক্রিয়ৌ ॥৪৩॥

মুনিবর মৈত্রেয় বিদুরের এই প্রশ্নে কহিতে লাগিলেন—ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখচতুষ্টয় হইতে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব এই চারিবেদ আবির্ভূত হয়। আর তিনি হোতৃকর্ম্ম যে শস্ত্র অর্থাৎ অপ্রগীত মন্ত্রস্তোত্র এবং অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম যে ইজ্যা ও উদ্গাতার কর্ত্তব্য যে স্তুতিস্তোম অর্থাৎ সঙ্গীত ও স্তোত্রার্থ কৃত ঋক্‌সমুদায়, অপর ব্রহ্মার কর্ম্ম যে প্রায়শ্চিত্ত, এই সকল কর্ম্মও যথাক্রমে বিধান করিলেন। ৩৭

আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব বেদ, অর্থাৎ সংগীতবিদ্যা এবং স্থাপত্যবেদ অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্ম-শাস্ত্র ইত্যাদি উপবেদ-সকলও আপনার মুখ হইতে সৃষ্টি করিলেন। আর পঞ্চমবেদ যে ইতিহাস ও পুরাণ, এ সকলের সৃষ্টি সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার সমস্ত বদন হইতে হইল। ৩৮-৩৯

পরন্তু ষোড়শী ও উকথ অর্থাৎ যজ্ঞাঙ্গ প্রধান কর্ম্মবিশেষ, এবং পুরীষী অর্থাৎ অগ্নিচয়ন, অগ্নিষ্টোম ও আপ্তোর্য্যামা এবং অতিরাত্র, তথা বাজপেয় ও গোসব এই সকল যজ্ঞকর্ম্ম তাঁহার পূর্ব্বদিকের মুখ হইতে উৎপন্ন হইল। ৪০

তিনি বিদ্যা অর্থাৎ শৌচ, দান অর্থাৎ দয়া এবং তপস্যা ও সত্য ধর্ম্মের এই যে চারিপদ, এ সকল এবং যথাক্রমে আশ্রমসকল বৃত্তির সহিত সৃষ্টি করিলেন। ৪১

অপিচ, সাবিত্র অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, প্রাজাপত্য অর্থাৎ উপনয়নাবধি গায়ত্রী-অধ্যয়নকারীর ত্রিরাত্র ব্রতব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রতাচরণশীলের সম্বৎসরমধ্যে বেদগ্রহণ, বৃহৎ অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য, বার্ত্তা অর্থাৎ অনিষিদ্ধ কৃত্যাদিসঞ্চয় অর্থাৎ যাজনাদি বৃত্তি, শালীন অর্থাৎ অযাচিত বৃত্তি এবং শিলোঞ্ছ অর্থাৎ পতিত কণিকাশনবৃত্তি, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিও তাঁহা হইতে সৃষ্ট হইল। ৪২

চারি প্রকার বনস্থ, যথা—বৈখানস অর্থাৎ অকৃষ্টপচ্যবৃত্তি, বালিখিল্য অর্থাৎ নূতন অন্ন প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত অন্নত্যাগী, ঔড়ুম্বর অর্থাৎ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যে দিক্ দেখে, সেই দিক্ হইতে আহৃত ফলাদি দ্বারা জীবিকাকারী, ফেনপ অর্থাৎ স্বয়ং পতিত ফলাদি দ্বারা জীবিকাকারী, এতদ্ভিন্ন সংসারত্যাগী কয়েক জন আছেন,—যথা কুটীচক অর্থাৎ আপন আশ্রমধর্ম্মে প্রধান, বহ্বোদ অর্থাৎ কর্ম্মোপসর্জ্জনীকৃত্য জ্ঞানাভ্যাস প্রধান, হংস অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাসনিষ্ঠ এবং নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ প্রাপ্ততত্ত্ব এই সকল যথোত্তর শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ যে যে পরবর্ত্তী, সেই সেই প্রধান। এ সমস্তও তাঁহা হইতেই সৃষ্ট হইল। ৪৩

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ। এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রণবো হ্যস্য দহ্রতঃ ॥৪৪॥
তস্যোষ্ণিগাসীল্লোমভ্যো গায়ত্রী চ ত্বচো বিভোঃ।
ত্রিষ্টুম্মাংসাৎ স্নুতোঽনুষ্টুব্জগত্যস্থ্নঃ প্রজাপতেঃ।
মজ্জায়াঃ পঙ্‌ক্তিরুৎপন্না বৃহতী প্রাণতোঽভবৎ ॥ ৪৫ ॥
স্পর্শস্তস্যাভবজ্জীবঃ স্বরো দেহ উদাহৃতঃ।
উষ্মাণমিন্দ্রিয়াণ্যাহুরন্তস্থা বলমাত্মনঃ। স্বরাঃ সপ্ত বিহারেণ ভবন্তি স্ম প্রজাপতেঃ ॥ ৪৬ ॥
শব্দব্রহ্মাত্মনস্তস্য ব্যক্তাব্যক্তাত্মনঃ পরঃ। ব্রহ্মাবভাতি বিততো নানাশক্ত্যুপবৃংহিতঃ ॥ ৪৭ ॥
ততোঽপরামুপাদায় স সর্গায় মনো দধে ॥ ৪৮ ॥
ঋষীণাং ভূরিবীর্য্যাণামপি সর্গমবিস্তৃতম্। জ্ঞাত্বা তদ্ধৃদয়ে ভূয়শ্চিন্তয়ামাস কৌরব ॥ ৪৯ ॥
অহো অদ্ভুতমেতন্মে ব্যাপৃতস্যাপি নিত্যদা। ন হ্যেধন্তে প্রজা নূনং দৈবমত্র বিঘাতকম্ ॥৫০ ॥
এবং যুক্তকৃতস্তস্য দৈবঞ্চাবেক্ষতস্তদা। কস্য রূপমভূদ্দ্বেধা যৎ কায়মভিচক্ষতে ॥ ৫১ ॥
তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত ॥ ৫২ ॥

আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ তর্কবিদ্যা, ত্রয়ীবার্ত্তা অর্থাৎ বেদবিদ্যা এবং দণ্ডনীতি,তথা তিন ব্যাহৃতি এবং প্রণব, এ সকল তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে উৎপন্ন হইল। ৪৪

পরন্তু সেই বিভুর লোমসকল হইতে উষ্ণিক্, ত্বক্ হইতে গায়ত্রী, মাংস হইতে ত্রিষ্টুপ, স্নায়ু হইতে অনুষ্টুপ, অস্থি হইতে জগতী, মজ্জা হইতে পংক্তি, এবং প্রাণ হইতে বৃহতী ছন্দ উৎপন্ন হইল। ৪৫

এইরূপে তাঁহার জীবস্পর্শসংজ্ঞক বর্ণ অর্থাৎ ককারাদি পঞ্চ বর্গ এবং তাঁহার দেহ স্বরবর্ণ অর্থাৎ অকারাদি বর্ণ বলিয়া বিখ্যাত হইল, আর তাঁহার ইন্দ্রিয় উষ্ম অর্থাৎ শ, ষ, স, হ, বর্ণ এবং তাঁহার আপনার বল অন্তস্থ বর্ণ অর্থাৎ য় র, ল ব হইল, অপিচ, তাঁহার বিহার দ্বারা ষড়্জ আদি সপ্ত স্বর জন্মিল। ৪৬

অপর সেই ব্রহ্মা শব্দমূর্ত্তি, এবং ব্যক্ত অর্থাৎ বৈখরী নামিকা বাক্যরূপা ভাষা ও অব্যক্ত অর্থাৎ প্রণব, এতদ্দ্বয়াত্মক, অতএব তাহা হইতে পরিপূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বর নিত্যই আবির্ভূত হয়েন অর্থাৎ অব্যক্ত মূর্ত্তি হইতে পরিপূর্ণ ব্রহ্ম প্রকাশ পান এবং ব্যক্ত মূর্ত্তি হইতে নানা শক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রাদি দেবতা প্রকাশিত হয়েন। ৪৭

সে যাহা হউক, ঐ ব্রহ্মা পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা নীহারতমঃ হইয়া যাওয়াতে তদ্ভিন্ন অন্য একটি মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন, ঐ মূর্ত্তিতে কাম আদ্যাশক্তি নিষিদ্ধ ছিল না। তাহার পরে তিনি সৃষ্টির বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। ৪৮

ব্রহ্মার অন্য শরীর গ্রহণের কারণ এই, তিনি দেখিলেন, মহাবীর্য্য ঋষিগণের সৃষ্টিও বিস্তৃত হইল না, অতএব হে কৌরব! তিনি পুনর্ব্বার বিস্ময়প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিলেন, অহো, এ কি আশ্চর্য্য! আমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছি, তথাচ আমার প্রজা নিত্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না, এখন আমার নিশ্চয় বোধ হইল, এ বিষয়ে দৈবই প্রতিকূল আছেন। ৪৯-৫০

এইরূপ চিন্তা করিয়া যেমন কর্ত্তব্য, তাহা করিলেন এবং দৈবের প্রতিও দৃষ্টি রাখিলেন। ঐ প্রকার করিতে করিতে ব্রহ্মার সেই মূর্ত্তি আপনা হইতে অতি আশ্চর্য্য প্রকারে দ্বিধা অর্থাৎ দ্বিখণ্ড হইল, তাহাতেই অদ্যাপি লোকে তাঁহার মূর্ত্তিকে কায় বলিয়া থাকে। সে যাহা হউক, ঐ দুই অংশ দ্বারা তিনি মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ হইলেন। ৫১-৫২

যস্তু তত্র পুমান্ সোঽভূন্মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্বরাট্। স্ত্রী যাসীচ্ছতরূপাখ্যা মহিষ্যস্য মহাত্মনঃ ॥৫৩॥
তদা মিথুনধর্ম্মেণ প্রজা হ্যেধাম্বভূবিরে ॥ ৫৪ ॥
স চাপি শতরূপায়াং পঞ্চাপত্যান্যজাজনৎ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ তিস্রঃ কন্যাশ্চ ভারত। আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি সত্তম ॥ ৫৫ ॥
আকূতিং রুচয়ে প্রাদাৎ কর্দ্দমায় তু মধ্যমাম্। দক্ষায়াদাৎ প্রসূতিঞ্চ যত আপূরিতং জগৎ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে সৃষ্টিবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

তন্মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি স্বায়ম্ভুব মনু হইলেন, যিনি স্ত্রী, তাঁহার নাম শতরূপা হইল, ঐ স্ত্রী মহাত্মা মনুর মহিষী হইলেন। ৫৩

সেই হইতেই মিথুনধর্ম্ম দ্বারা প্রজাসকল বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ৫৪

হে ভারত! উক্ত মনু শতরূপা নাম্নী বনিতাতে পাঁচটি অপত্য উৎপন্ন করেন, তন্মধ্যে পুত্র দুই এবং কন্যা তিন। পুত্রদ্বয়ের নাম প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, কন্যাত্রয়ের নাম, আকূতি, দেবহূতি এবং প্রসূতি। ৫৫

মনু আকূতিকে রুচির হস্তে সম্প্রদান করেন এবং মধ্যমা দেবহূতি কর্দ্দমের ভার্য্যা হয়েন। আর প্রসূতি দক্ষের বনিতা হইয়াছিলেন, ইঁহার সন্তানেই জগৎ পরিপূর্ণ হয়। ৫৬

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

নিশম্য বাচং বদতো মুনেঃ পুণ্যতমাং নৃপ। ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ কৌরব্যো বাসুদেবকথাদৃতঃ॥ ১॥

শ্রীবিদুর উবাচ।

স বৈ স্বায়ম্ভুবঃ সম্রাট্ প্রিয়ঃ পুত্রঃ স্বয়ম্ভুবঃ। প্রতিলভ্য প্রিয়াং পত্নীং কিং চকার ততো মুনে॥২

চরিতং তস্য রাজর্ষেরাদিরাজস্য সত্তম। ব্রূহি মে শ্রদ্দধানায় বিষ্বক্সেনাশ্রয়ো হ্যসৌ॥ ৩॥

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।

তত্তদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দপাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্ ॥ ৪॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানম্।

প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট॥ ৫॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

যদা স্বভার্য্যয়া সার্দ্ধং জাতঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ। প্রাঞ্জলিঃ প্রণতশ্চেদং বেদগর্ভমভাষত॥ ৬॥

ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং জন্মকৃদ্বৃত্তিদঃ পিতা। অথাপি নঃ প্রজানাং তে শুশ্রূষা কেন বা ভবেৎ॥৭॥

বরাহরূপী ভগবান্ কর্ত্তৃক জলমগ্না ধরার উদ্ধার

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! কুরুপ্রবীর বিদুর মুনিবর মৈত্রেয়ের প্রমুখাৎ এই সমস্ত পুণ্যতম বিবরণ শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবের কথায় অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

বিদুর কহিলেন, হে মুনে! স্বয়ম্ভুর প্রিয় পুত্র সম্রাট্ স্বায়ম্ভুব মনু প্রেয়সী পত্নী লাভ করিয়া পরে কি করিলেন? ২

হে সত্তম! সেই রাজর্ষিই আদি রাজা, এবং যেহেতু তিনি ভগবান্ হরিকে আশ্রয় করিয়া থাকিতেন, অতএব শ্রদ্ধাশীল আমার নিকট তাঁহার পবিত্র চরিত্র বর্ণন করিতে আজ্ঞা হউক। ৩

হে ব্রহ্মন্! যাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান্ মুকুন্দের পদারবিন্দ বিরাজমান, তাঁহাদের যে গুণানুবাদ শ্রবণ, তাহাতেই পুরুষের চিরকালের শ্রমোপার্জ্জিত শ্রবণাদির সার্থকতা এবং পণ্ডিতগণ তাহারই যথার্থরূপে স্তব করিয়া থাকেন। ৪

শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিপূর্ব্বক যে বিদুরের ক্রোড়ে আপনার চরণদ্বয় প্রসারিত করিতেন, সেই বিদুর বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐরূপ কহিলে, মুনিবর মৈত্রেয় আনন্দে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। ৫

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বিদুর! স্বায়ম্ভুব মুনি স্বীয় ভার্য্যার সহিত উৎপন্ন হইয়া প্রণামানন্তর অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি এই সমস্ত প্রাণীর পিতা, যেহেতু জন্ম দিয়াছেন এবং পোষণ করিতেছেন, অতএব যদিও আপনার অন্যাপেক্ষা নাই, তথাপি আমরা আপনার সন্তান, আপনার শুশ্রূষা করা আমাদের কর্ত্তব্য, কোন্ কর্ম্ম দ্বারা আপনার সেবা করিব, আজ্ঞা করুন। ৬-৭

তদ্বিধেহি নমস্তুভ্যং কর্ম্মস্বীড্যাত্মশক্তিষু। যৎ কৃত্বেহ যশো বিষ্বগমুত্র চ ভবেদ্গতিঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

প্রীতস্তুভ্যমহং তাত স্বস্তি স্তাদ্বাং ক্ষিতীশ্বর। যন্নির্ব্যলীকেন হৃদা শাধি মেত্যাত্মনার্পিতম্ ॥ ৯ ॥

এতাবত্যাত্মজৈর্বীর কার্য্যা হ্যপচিতির্গুরৌ। শক্ত্যাঽপ্রমত্তৈর্গৃহ্যেত সাদরং গতমৎসরৈঃ ॥১০ ॥

স ত্বমস্যামপত্যানি সদৃশান্যাত্মনো গুণৈঃ। উৎপাদ্য শাস ধর্ম্মেণ গাং যজ্ঞৈঃ পুরুষং যজ ॥১১॥

পরং শুশ্রূষণং মহ্যং স্যাৎ প্রজারক্ষণাম্ নৃপ। ভগবাংস্তে প্রজাভর্ত্তুর্হৃষীকেশো নু তুষ্যতি ॥১২॥

যেষাং ন তুষ্টো ভগবান্ যজ্ঞলিঙ্গো জনার্দ্দনঃ। তেষাং শ্রমো হ্যপার্থায় যদাত্মা নাদৃতঃ স্বয়ম্ ॥১৩॥

শ্রীমনুরুবাচ।

আদেশেঽহং ভগবতো বর্ত্তেয়ামীবসূদন। স্থানন্ত্বিহানুজানীহি প্রজানাং মম চ প্রভো ॥১৪ ॥

যদোকঃ সর্ব্বভূতানাং মহী মগ্না মহাম্ভসি। অস্যা উদ্ধরণে যত্নো দেব দেব্যা বিধীয়তাম্ ॥১৫॥

হে সুত্য! আমাদের শক্তিসাধ্য কর্ম্মসকলের মধ্যে কোন্ কর্ম্ম দ্বারা আপনার সেবা হইতে পারে? হে দেব, আপনাকে নমস্কার করি, হে ব্রহ্মন্! যে কর্ম্ম করিলে আমাদের ইহকালে সর্ব্বত্র যশ এবং পরকালে সদ্গতি হইবে, তাহা কহিতে আজ্ঞা হউক। ৮

স্বায়ম্ভুব মুনির এইরূপ বিনয়ান্বিত বচন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা স্নেহ প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন, হে তাত! হে ক্ষিতীশ্বর! তোমাদের দুই জনের মঙ্গল হউক, তোমরা অকপট হৃদয়ে স্বয়ং এই যে আত্ম-নিবেদন করিলে "আমাদিগকে উপদেশ দিন", ইহাতে আমার তোমাদের উপর পরম প্রীতি জন্মিল। ৯

হে বীর! পিতার প্রতি পুত্রদিগের এইরূপেই ভক্তি করা কর্ত্তব্য, পিতার আজ্ঞা পালন ও তাঁহার পূজা, অপ্রমত্ত ও অমৎসর হইয়া আদর পূর্ব্বক করিতে হয়। ১০

যাহা হউক, এক্ষণে তুমি তোমার এই পত্নীতে আত্মসদৃশ গুণশালী সন্তান ও সন্ততি উৎপন্ন করিয়া ধর্ম্মতঃ এই ধরা শাসন করিতে থাক এবং যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞপুরুষ ভগবান হরির আরাধনা কর। ১১

হে রাজন্! তুমি যদি উত্তমরূপে প্রজা পালন কর, তাহাতেই আমার পরম শুশ্রূষা হইবে, আর তোমাকে প্রজাপালক দেখিলে ভগবান্ হৃষীকেশও তোমার প্রতি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইবেন। ১২

বৎস! যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ হরি যাহাদের প্রতি তুষ্ট না হন, তাহাদের শ্রম বিফল, যেহেতু তাহারা তাঁহারই অনাদর করে, ফলতঃ ভগবান্ হরি সর্ব্বাত্ম-স্বরূপ, তিনি তুষ্ট না হওয়াতে তাহাদের স্বার্থ-সিদ্ধিও হয় না। ১৩

মনু কহিলেন, হে ভগবন্! হে পাপনাশন! আমি আপনার আদেশানুরূপ আচরণ অবশ্যই করিব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রজাগণের এবং আমার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ স্থান দান করুন, অর্থাৎ "এই স্থানে অবস্থিতি কর" এইরূপ অনুজ্ঞাপ্রদান করুন। ১৪

প্রভো, সকল প্রাণীর অবস্থানস্থান যে পৃথিবী ছিল, তাহা প্রলয়কালীন সমুদ্রের সলিলে মগ্ন হইয়াছে। অতএব যদি আমাদিগকে স্থানদানের মানস হয়, তবে ধরণীর উদ্ধরণ-বিষয়ে যত্ন করুন। ১৫

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

পরমেষ্ঠী ত্বপাং মধ্যে তথা সন্নামবেক্ষ্য গাম্। কথমেনাং সমুন্নেষ্য ইতি দধ্যৌ ধিয়া চিরম্ ॥১৬॥
সৃজতো মে ক্ষিতির্বার্ভিঃ প্লাব্যমানা রসাং গতা।
অথাত্র কিমনুষ্ঠেয়মস্মাভিঃ সর্গযোজিতৈঃ। যস্যাহং হৃদয়াদাসং স ঈশো বিদধাতু মে ॥ ১৭ ॥
ইত্যভিধ্যায়তো নাসাবিবরাৎ সহসানঘ। বরাহতোকো নিরগাদঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ ॥ ১৮ ॥
তস্যাভিপশ্যতঃ খস্থঃ ক্ষণেন কিল ভারত। গজমাত্রঃ প্রবর্ধে তদদ্ভুতমভূন্মহৎ ॥ ১৯ ॥
মরীচিপ্রমুখৈর্বিপ্রৈঃ কুমারৈর্মনুনা সহ। দৃষ্ট্বা তচ্ছৌকরং রূপং তর্কয়ামাস চিত্রধা ॥২০॥
কিমেতচ্ছৌকরব্যাজং সত্ত্বং দিব্যমবস্থিতম্। অহোবতাশ্চর্য্যমিদং নাসায়া মে বিনিঃসৃতম্ ॥২১॥
দৃষ্টোঽঙ্গুষ্ঠশিরোমাত্রঃ ক্ষণাদ্গণ্ডশিলাসমঃ। অপিস্বিদ্ভগবানেষ যজ্ঞো মে খেদয়ন্মনঃ ॥ ২২ ॥

অনন্তর মুনিবর মৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বিদুর! পিতামহ ব্রহ্মা মনুর এইরূপ সকাতর বচন শ্রবণ করিয়া এবং জলমধ্যে অবনীকে নিমগ্না দেখিয়া চিন্তা করিলেন, আমি পূর্ব্বে একবার সকল জল পান করিয়াছি, আবার অকস্মাৎ কি প্রকারে ঐ সমস্ত সলিল উৎপন্ন হইল? যাহা হউক, এখন এই জলমধ্যে নিমগ্না ধরিত্রীকে কি প্রকারে উদ্ধার করি?। ১৬

এ কি? আমি সৃষ্টি করিতেছিলাম, আমার নিকট হইতে এই ধরা কিরূপে জল দ্বারা প্লাবিতা হইয়া রসাতলগতা হইয়াছে? যাহা হউক, পরমেশ্বর আমাদিগকে সৃষ্ট্যর্থ নিযুক্ত করিয়াছেন, এখন এ বিষয়ে কর্ত্তব্য কি? অথবা আমার চিন্তায় কিছু হইবে না, যে ভগবানের হৃদয় হইতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি, তিনিই এ বিষয়ে আমার যাহা অনুষ্ঠেয়, তাহা সম্পাদন করুন। ১৭

হে অনঘ বিদুর! ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে তাঁহার নাসাবিবর হইতে সহসা একটি সূক্ষ্ম বরাহ নির্গত হইল, তাহার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র। ১৮

সেই বরাহ দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মার সমক্ষেই আকাশস্থিত হইয়া ক্ষণমাত্রে হস্তীর আকারে বর্দ্ধিত হইল, তাহাতে কিরূপ আশ্চর্য্য দর্শন হইল, বর্ণনা করা যায় না। ১৯

ব্রহ্মা চমৎকৃত হইয়া কুমার মরীচি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ এবং মনুর সহিত সেই শূকরের রূপ নিরীক্ষণ করত বহুবিধ তর্ক-বিতর্ক করিয়া কহিতে লাগিলেন, এ কি? শূকরচ্ছলে কোন দিব্য প্রাণী আসিয়া আবির্ভূত হইলেন না কি?, আশ্চর্য্য! নাসারন্ধ্র হইতে এবম্বিধ বরাহ বিনিঃসৃত হইল? ২০-২১

এই শূকর প্রথমতঃ অঙ্গুষ্ঠের শিরোমাত্র পরিমাণ দৃষ্ট হইয়াছিল, ক্ষণকালমধ্যে স্থূল পাষাণসমান হইল। ইনিই তো ভগবান্ বিষ্ণু হইবেন না? বুঝি তিনিই নিজরূপ তিরোহিত করিয়া আমাদের মনকে শোকান্বিত করিতেছেন। ২২

বিবৃতি—উত্তানপাদের বংশসম্ভূত প্রাচেতসগণের পুত্র দক্ষ। সেই দক্ষের কন্যা দিতি; হিরণ্যাক্ষ এই দিতির পুত্র। কল্পারম্ভে যখন মনুর পুত্র হয় নাই, তখন কি প্রকারে হিরণ্যাক্ষের আবির্ভাব হইবে? অতএব মৈত্রেয় এক কল্পের কথা বলিতে বলিতে অন্য কল্পের কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, বরাহদেবের ব্রাহ্মকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে একবার ও চাক্ষুষমন্বন্তরে একবার, এই দুইবার পৃথিবীর উদ্ধারার্থে আবির্ভাব হইয়াছিল। চাক্ষুষমন্বন্তরেই হিরণ্যাক্ষবধ হইয়াছিল। ১৮

বিবৃতি—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার নাসিকা হইতে এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে জল হইতে বরাহদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। ২০

ইতি মীমাংসতস্তস্য ব্রহ্মণঃ সহ সূনুভিঃ। ভগবান্ যজ্ঞপুরুষো জগর্জ্জাগেন্দ্রসন্নিভঃ ॥২৩॥
ব্রহ্মাণং হর্ষয়ামাস হরিস্তাংশ্চ দ্বিজোত্তমান্। স্বগর্জ্জিতেন ককুভঃ প্রতিস্বনয়তা বিভুঃ ॥২৪॥

নিশম্য তে ঘর্ঘরিতং স্বখেদক্ষয়িষ্ণু মায়াময়শূকরস্য।
জনস্তপঃসত্যনিবাসিনস্তে ত্রিভিঃ পবিত্রৈর্মুনয়ো গৃণন্ স্ম ॥ ২৫ ॥
তেষাং সতাং বেদবিতানমূর্ত্তির্ব্রহ্মাবধার্য্যাত্মগুণানুবাদম্।
বিনদ্য ভূয়ো বিবুধোদয়ায় গজেন্দ্রলীলো জলমাবিবেশ ॥ ২৬ ॥
উৎক্ষিপ্তবালঃ খচরঃ কঠোরঃ সটা বিধুন্বন্ খররোমশত্বক্।
খুরাহতাভ্রঃ সিতদংষ্ট্র ঈক্ষাজ্যোতির্বভাসে ভগবান্ মহীধ্রঃ ॥ ২৭ ॥
ঘ্রাণেন পৃথ্ব্যাঃ পদবীং বিজিঘ্রন্ ক্রোড়াপদেশঃ স্বয়মধ্বরাঙ্গঃ।
করালদংষ্ট্রোঽপ্যকরালদৃগ্‌ভ্যামুদ্বীক্ষ্য বিপ্রান্ গৃণতোঽবিশৎ কম্ ॥ ২৮ ॥
স বজ্রকূটাঙ্গনিপাতবেগবিশীর্ণকুক্ষিঃ স্তনয়ন্নুদন্বান্।
উৎসৃষ্টদীর্ঘোর্ম্মিভুজৈরিবার্ত্তশ্চুক্রোশ যজ্ঞেশ্বর পাহি মেতি ॥২৯॥

ব্রহ্মা আপনার পুত্রগণ-সহিত অনেকক্ষণ ঐরূপ তর্ক-বিতর্ক করিয়া শেষে আপনিই মীমাংসা করিতে-ছেন, এই অবসরে তাঁহার অগ্রে সেই বরাহরূপী ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ গিরীন্দ্রতুল্য একটা ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিলেন। ২৩

তাঁহার সেই গর্জ্জন-ধ্বনি স্বর্গ পর্য্যন্ত জয় করিল, দিক্ সকল হইতে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল; তাহাতে ব্রহ্মা এবং সেই সকল দ্বিজোত্তম হৃষ্টচিত্ত হইলেন।২৪

পরন্তু জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোক নিবাসী মুনিগণ সেই মায়াময় বরাহের ভজ্জাত্যনুকরণ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয়ের মন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ২৫

ঐ বরাহ-মূর্ত্তি বেদসকলের স্বত্ত্য, অতএব করীন্দ্র তুল্য লীলা করিতে করিতে ঐ সকল মুনির উচ্চারিত বেদমন্ত্র বস্তুতঃ আপনার গুণানুবাদক অবধারণ করিয়া দেবতাদের অভ্যুদয় নিমিত্ত পুনর্ব্বার গর্জ্জন করিলেন, তাহার পরেই জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ২৬

পরন্তু ধরিত্রীর উদ্ধারক সেই বরাহ জলপ্রবেশের পূর্ব্বে ঊর্দ্ধভাগে পুচ্ছ উৎক্ষেপণ করিয়া উল্লম্ফন-পূর্ব্বক আকাশচারী হইলেন এবং তাঁহার স্কন্ধস্থিত কেশরসকল কম্পিত হইতে লাগিল, আর তিনি খুর দ্বারা মেঘ সকল আহত করিলেন। তাঁহার শরীর অতিশয় কঠিন, এবং ত্বকের উপরে তীব্র রোম ছিল। তৎকালে চতুর্দ্দিক্ তিমিরাবৃত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার নিরীক্ষণে যৎকিঞ্চিৎ আলোক হইল।২৭

তিনি আপনি যজ্ঞাঙ্গ হইলেও বরাহচ্ছলে পশুর ন্যায় ঘ্রাণ দ্বারা পৃথিবীর পদবী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং যদিও তাঁহার নেত্রদ্বয় করাল ছিল, তথাপি তাহা অকরাল করিয়া তদ্দ্বারা স্তবকারী সেই বিপ্রবৃন্দের প্রতি অবলোকন করিতে করিতে জলে প্রবেশ করিলেন। ২৮

ঐ মহাবরাহ উল্লম্ফন পূর্ব্বক সমুদ্রসলিলে পতিত হইলে তাঁহার পাষাণময় অঙ্গপতন জন্য বেগে সাগর-কুক্ষি বিদীর্ণ হইয়া গেল, অতএব জলনিধি আর্ত্ততুল্য হইয়া শব্দ করিলেন এবং তরঙ্গরূপ ভুজ প্রসারণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে যজ্ঞেশ্বর! আমাকে রক্ষা কর। ২৯

খুরৈঃ ক্ষুরপ্রৈর্দরয়ংস্তদাপ উৎপারপারং ত্রিপরূ রসায়াম্।
দদর্শ গাং তত্র সুষুপ্সুরগ্রে যাং জীবধানীং স্বয়মভ্যধত্ত ॥ ৩০ ॥
স্বদংষ্ট্রয়োদ্ধৃত্য মহীং বিলগ্নাং স উত্থিতঃ সংরুরুচে রসায়াঃ।
তত্রাপি দৈত্যং গদয়াপতন্তং সুনাভসন্দীপিততীব্রমন্যুঃ ॥ ৩১ ॥
জঘান রুন্ধানমসহ্যবিক্রমং সলীলয়েভং মৃগরাড়িবাম্ভসি।
তদ্রক্তপঙ্কাঙ্কিতগণ্ডতুণ্ডো যথা গজেন্দ্রো জগতীং বিভিন্দন্ ॥ ৩২ ॥
তমালনীলং সিতদন্তকোট্যা ক্ষ্মামুৎক্ষিপন্তং গজলীলয়াঙ্গ।
প্রজ্ঞায় বদ্ধাঞ্জলয়োঽনুবাকৈর্বিরিঞ্চিমুখ্যা উপতস্থুরীশম্ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীঋষয় ঊচুঃ।

জিতং জিতং তেঽজিত যজ্ঞভাবন ত্রয়ীং তনুং স্বাং পরিধুন্বতে নমঃ।
যদ্রোমগর্ত্তেষু নিলিল্যুরদ্ধয়স্তস্মৈ নমঃ কারণশূকরায় তে ॥ ৩৪ ॥

সে যাহা হউক, উক্ত যজ্ঞমূর্ত্তি বরাহ ক্ষুরপ্র অর্থাৎ আয়তাগ্র বাণতুল্য খুর দ্বারা অপার জলরাশিরও পার প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার জল বিদীর্ণ করিতে করিতে রসাতলে গিয়া তথায় ধরার দর্শন পাইলেন। তিনি প্রলয়সময়ে যখন শয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন সমস্ত জীবের আধারভূতা ঐ ধরণীকে আপনার জঠরে ধারণ করেন, অতএব তাঁহার এখন ধরাকে উদ্ধার করা কঠিন হইবার সম্ভাবনা কি ? ৩০

অবলীলাক্রমে আপনার দশন দ্বারা ধরণীকে ধারণ করিয়া ক্ষণমধ্যে রসাতল হইতে উত্থিত হইলেন, তৎকালে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল। অনন্তর তিনি ঐ জলমধ্যে আদি দৈত্যকে বিনষ্ট করিলেন। ঐ দানব গদা উদ্যত করিয়া আগমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিরোধ করণার্থ যত্ন করিতেছিল, কিন্তু ভগবদ্বিক্রম সহ্যকরণে তাহার ক্ষমতা হইবার সম্ভাবনা কি ? ভগবান্ সুদর্শন চক্রতুল্য তীব্র রোষে প্রজ্বলিত হইয়া, সিংহ যেমন হস্তী বধ করে, তাহার ন্যায় অবলীলাক্রমে তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। অতএব গজেন্দ্র যেমন ক্রীড়াবশতঃ পৃথ্বী বিদারণ করিতে করিতে গৈরিক মৃত্তিকা দ্বারা অরুণবর্ণ গণ্ড ও অরুণবর্ণ তুণ্ড হয়, তাহার ন্যায় ঐ দানবের রক্তরূপ পঙ্কে বরাহমূর্ত্তি ভগবানের গণ্ড এবং তুণ্ড অঙ্কিত হইয়া অরুণবর্ণ হইল। ৩১-৩২

অহে বিদুর ! সেই অদ্ভুত বরাহ হস্তিবৎ লীলা করিতে করিতে দন্তাগ্রভাগ দ্বারা ধরণীকে ধরিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করিতেছিলেন এবং তাঁহার শরীর তমালবৎ নীলবর্ণ দৃষ্ট হইতেছিল, ইহাতে বিরিঞ্চি প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইলেন এবং বৈদিকসূক্ত সদৃশ বাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৩

ঋষিগণ সম্ভ্রম প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে অজিত ! হে যজ্ঞভাবন ! তোমার জয় হইল ! জয় হইল ! প্রভো ! তুমি আপনার এই বেদময়ী মূর্ত্তিকে কম্পিত করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। হে বিভো ! তোমার এই শরীরের রোমকূপে সাগর সকল বিলীনপ্রায় হইতেছে। ফলতঃ তুমি কেবল ধরণীর উদ্ধার-কারণেই এই কারণরূপ শৌকর কলেবর ধারণ করিয়াছ, বস্তুতঃ তুমি স্বয়ং ভগবান্, তোমাকে নমস্কার। ৩৪

বিবৃতি—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবির্ভূত বরাহদেব শ্বেতবর্ণ এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে আবির্ভূত বরাহদেব তমালের ন্যায় নীলবর্ণ ছিলেন। ৩৩

রূপং তবৈতন্ননু দুষ্কৃতাত্মনাং দুর্দ্দর্শনং দেব যদধ্বরাত্মকম্।
ছন্দাংসি যস্য ত্বচি বর্হি রোমস্বাজ্যং দৃশি ত্বঙ্ঘ্রিষু চাতুর্হোত্রম্ ॥ ৩৫ ॥
স্রুক্ তুণ্ড আসীৎ স্রুব ঈশ নাসয়োরিড়োদরে চমসাঃ কর্ণরন্ধ্রে।
প্রাশিত্রমাস্যে গ্রসনে গ্রহাস্তু তে যচ্চর্ব্বণং তে ভগবন্নগ্নিহোত্রম্ ॥ ৩৬ ॥
দীক্ষানুজন্মোপসদঃ শিরোধরং ত্বং প্রায়ণীয়োদয়নীয়দংষ্ট্রঃ।
জিহ্বা প্রবর্গ্যস্তব শীর্ষকং ক্রতোঃ সত্যাবসথ্যং চিতয়োঽসবো হি তে ॥৩৭॥
সোমস্তু রেতঃ সবনান্যবস্থিতিঃ সংস্থাবিভেদাস্তব দেব ধাতবঃ।
সত্রাণি সর্ব্বাণি শরীরসন্ধয়স্ত্বং সর্ব্বযজ্ঞঃ ক্রতুরিষ্টিবন্ধনঃ ॥ ৩৮ ॥
নমো নমস্তেঽখিলমন্ত্রদেবতাদ্রব্যায় সর্ব্বক্রতবে ক্রিয়াত্মনে।
বৈরাগ্যভক্ত্যাত্মজয়ানুভাবিতজ্ঞানায় বিদ্যাগুরবে নমো নমঃ ॥ ৩৯ ॥

হে দেব! তোমার এ রূপ যজ্ঞময়; কিন্তু দুষ্কৃতাত্মা ব্যক্তিরা তাহা দেখিতে পায় না। প্রভো! এই যে তোমার ত্বকে গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ, রোমে বর্হিঃ, অর্থাৎ যজ্ঞীয় কুশাদি, চক্ষুর্দ্বয়ে আজ্য অর্থাৎ হবনীয় ঘৃত এবং চরণ-চতুষ্টয়ে চাতুর্হোত্র অর্থাৎ হোত্রাদি কর্ম্মচতুষ্টয় প্রকাশমান হইতেছে। ৩৫

হে ঈশ! তোমার মুখাগ্রে স্রুক্ অর্থাৎ জুহু নামক যজ্ঞপাত্র, তোমার নাসিকাদ্বয়ে স্রুব (যজ্ঞপাত্রবিশেষ), উদরে ইড়া অর্থাৎ যজ্ঞীয় ভক্ষণ-পাত্র, কর্ণরন্ধ্রে চমস (যজ্ঞপাত্রবিশেষ) মুখে প্রাশিত্র অর্থাৎ ব্রহ্মভাগপাত্র, মুখান্তর্বর্ত্তী ছিদ্রে সোমপাত্র নামক যজ্ঞপাত্রবিশেষ দেদীপ্যমান। অপর, হে ভগবন্, তুমি যে চর্ব্বণ কর, তাহাই আমাদিগের অগ্নিহোত্র। ৩৬

হে বিভো! তোমার যে বারম্বার অভিব্যক্তি, তাহাই দীক্ষা অর্থাৎ দাক্ষণীয়েষ্টি, তোমার গ্রীবাদেশই উপসদ অর্থাৎ তিন ইষ্টিবিশেষ, তোমার দংষ্ট্রা প্রায়ণীয়া অর্থাৎ দীক্ষানন্তরেষ্টি এবং উদয়নীয়া অর্থাৎ সমাপ্তীষ্টি, তোমার জিহ্বাই প্রবর্গ্য অর্থাৎ উপসদের পূর্ব্বে ক্রিয়মাণ মহাবীর নামে যজ্ঞবিশেষ, তোমার শীর্ষ অর্থাৎ শিরোদেশ সভ্য অর্থাৎ হোমরহিত অগ্নি তথা আবসথ্য অর্থাৎ উপাসনাগ্নি এবং তোমার পঞ্চ প্রাণই চিতি অর্থাৎ যজ্ঞার্থ ইষ্টকাচয়ন। ৩৭

অপিচ হে দেব! তোমার রেতঃ সোমযজ্ঞ, তোমার অবস্থান অথবা বাল্যাদি অবস্থা প্রাতঃ-সবনাদি কর্ম্ম, তোমার ত্বক্-মাংসাদি সপ্ত ধাতু অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উকথ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র এবং আপ্তোর্যম এই সপ্ত যজ্ঞপ্রভেদ, আর তোমার শরীরসন্ধি সকল দ্বাদশাহাদি বহু যাগসমূহস্বরূপ, অতএব তুমি অসোম যজ্ঞ এবং সসোম ক্রতু উভয়স্বরূপ, আর যজনই তোমার বন্ধন। ৩৮

প্রভো! তুমি অখিল মন্ত্র, অখিল দেবতা এবং সমস্ত দ্রব্যস্বরূপ আর তুমিই সর্ব্বক্রতু ও সামান্য ব্যাপারস্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার। অপর, হে বিভো! বৈরাগ্য অর্থাৎ সত্ত্বশুদ্ধি হইতে উৎপন্ন যে ভক্তি, তাহা হইতে যে চিত্ত-স্থৈর্য্য হয়, তাহাতে যে জ্ঞান সাক্ষাৎকৃত হয়, তুমি সেই জ্ঞান-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। ৩৯

দংষ্ট্রাগ্রকোট্যা ভগবংস্ত্বয়া ধৃতা বিরাজতে ভূধর ভূঃ সভূধরা।
যথা বনান্নিঃসরতো দতা ধৃতা মতঙ্গজেন্দ্রস্য সপত্রপদ্মিনী ॥ ৪০ ॥
ত্রয়ীময়ং রূপমিদঞ্চ শৌকরং ভূমণ্ডলেনাথ দতা ধৃতেন তে।
চকাস্তি শৃঙ্গোঢ়ঘনেন ভূয়সা কুলাচলেন্দ্রস্য যথৈব বিভ্রমঃ ॥ ৪১ ॥
সংস্থাপয়ৈনাং জগতাং সতস্থুষাং লোকায় পত্নীমসি মাতরং পিতা।
বিধেম চাস্যৈ নমসা সহ ত্বয়া যস্যাং স্বতেজোঽগ্নিমিবারণাবধাঃ ॥ ৪২ ॥
কঃ শ্রদ্দধীতান্যতমস্তব প্রভো রসাংগতায়া ভুব উদ্বিবর্হণম্।
ন বিস্ময়োঽসৌ ত্বয়ি বিশ্ববিস্ময়ে যো মায়য়েদং সসৃজেঽতিবিস্ময়ম্ ॥ ৪৩ ॥
বিধুন্বতা বেদময়ং নিজং বপুর্জনস্তপঃসত্যনিবাসিনো বয়ম্।
সটাশিখোদ্ধূতশিবাম্বুবিন্দুভির্বিমৃজ্যমানা ভৃশমীশ পাবিতাঃ ॥ ৪৪ ॥
স বৈ বত ভ্রষ্টমতিস্তবৈষ তে যঃ কর্ম্মণাং পারমপারকর্ম্মণঃ।
যদ্‌যোগমায়াগুণযোগমোহিতং বিশ্বং সমস্তং ভগবন্ বিধেহি শম্ ॥ ৪৫ ॥

হে ভূধর! মত্ত হস্তী জলক্রীড়ানন্তর দন্ত দ্বারা পত্রাদি সহিত পদ্মলতা ধারণ করিয়া জলাশয় হইতে নির্গত হইলে পদ্মিনীর যদ্রূপ শোভা হয়, তুমি আপনার দন্তের অগ্রকোটি দ্বারা পর্ব্বত আদি সহিত এই ধরণীকে ধারণ করাতে তদ্রূপ শোভা পাইতেছ। ৪০

হে দেব! শিখরদেশে মেঘ ধৃত হইলে তদ্দ্বারা প্রধান কুলাচলের যেরূপ শোভা হয়, তোমার এই বেদময় শৌকর রূপ তোমার দন্তধৃত ধরামণ্ডল দ্বারা তদ্রূপ শোভা পাইতেছে। ৪১

হে ভগবন্! তুমি এই জগতের পিতা এবং এই ধরা তোমার পত্নী, অতএব ইনি জগতের মাতা। তুমি এই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের বাসস্থান নিমিত্ত ইহাঁকে সম্যক্‌প্রকারে স্থাপন কর, তাহা হইলে আমরা ইহার উপরি অবস্থিত হইয়া তোমার সহিত আমাদের মাতা এই ধরাকে নমস্কার ও পরিচর্য্যা করিতে পারি। প্রভো! যাজ্ঞিকেরা যেমন মন্ত্র দ্বারা অরণিতে অগ্নি আধান করেন, তাহার ন্যায় তুমি এই ধরণীতে আপনার ধারণ-শক্তি নিহিত করিয়া রাখিয়াছ। ৪২

হে বিভো! তুমি এই যে রসাতলগতা ধরণীর উদ্ধার করিলে, এ বিষয়ে তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তির অধ্যবসায় হইতে পারে? কিন্তু তুমি ঐ যে কর্ম্ম করিলে, ইহাতে তোমাতে আমাদের বিস্ময় হয় না; যেহেতু, তুমি সকল বিস্ময়ের আকর, ফলতঃ তুমি যখন আপনার মায়া দ্বারা অতি বিস্ময়কারী এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ, তখন তোমাতে কোন বিস্ময়ই নাই। ৪৩

বিভো! তুমি যে এই আপনার দেবময় শৌকর-শরীর কম্পন করিতেছ, তাহাতে তোমার জটার শিখাগ্র দ্বারা অতিশয় শুভ অম্বুকণা উচ্ছলিত হইতেছে; আমরা জনঃ তপঃ সত্য-লোকনিবাসী হইলেও ঐ জলকণা দ্বারা অতিশয় পবিত্রীকৃত হইলাম। ৪৪

হে ভগবন্! তোমার কর্ম্ম অপার, যে ব্যক্তি তোমার কর্ম্মের পার অবগত হইতে বাঞ্ছা করে, সে অতি ভ্রষ্টবুদ্ধি; প্রভো! তাহা কি কাহারও জানিবার সাধ্য আছে? তোমার যোগমায়ার গুণের সহিত যে যোগ, তাহাতে এই সমস্ত বিশ্ব মোহিত হইয়াছে, অতএব হে ভগবন্! এই বিশ্বের মঙ্গল-বিধান করা এবং লোকে তোমাকে অচিন্ত্য-শক্তি জানিয়া যে প্রকারে ভজনা করিতে পারে, সেইরূপে অনুগ্রহ কর। ৪৫

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইত্যুপস্থীয়মানোঽসৌ মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ। সলিলে স্বখুরাক্রান্ত উপাধত্তাবিতাবনিম্ ॥ ৪৬ ॥
স ইত্থং ভগবানুর্ব্বীং বিষ্বক্সেনঃ প্রজাপতিঃ। রসায়া লীলয়োন্নীতামপ্সু ন্যস্য যযৌ হরিঃ ॥৪৭॥

য এবমেতাং হরিমেধসো হরেঃ কথাং সুভদ্রাং কথনীয়মায়িনঃ।
শৃণ্বীত ভক্ত্যা শ্রবয়েত বোশতীং জনার্দ্দনোঽস্যাশু হৃদি প্রসীদতি॥ ৪৮ ॥
তস্মিন্ প্রসন্নে সকলাশিষাং প্রভৌ কিং দুর্লভং তাভিরলং লবাত্মভিঃ।
অনন্যদৃষ্ট্যা ভজতাং গুহাশয়ঃ স্বয়ং বিধত্তে স্বগতিং পরঃ পরাম্ ॥ ৪৯ ॥
কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ পুরাকথানাং ভগবৎকথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহামহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে পৃথিব্যুদ্ধরণং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

মুনিবর মৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—বৎস, ব্রহ্মবাদী মুনিগণ এই প্রকারে স্তব করিতে থাকিলে রক্ষাকারী সেই বরাহরূপী ভগবান্ আপনার খুর দ্বারা আক্রান্ত সলিলের উপর অবনীকে স্থাপন করিলেন। বিদুর! ভগবান্ হরি এইরূপে লীলা দ্বারা রসাতল হইতে এই পৃথ্বীর উদ্ধার করিয়া জলোপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রস্থান করেন। ৪৬

বৎস! সেই বরাহরূপী ভগবানের চরিত্র কথনার্হ এবং তাঁহার করুণার পরিচায়ক তাঁহার এই সুমঙ্গল কথা যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে অথবা কাহাকেও শ্রবণ করায়, ভগবান্ তৎক্ষণাৎ আপনার মনে তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। ৪৭

অহে বিদুর! সকল কল্যাণের কর্ত্তা সে ভগবান্ প্রসন্ন হইলে আর কি কোন বস্তু দুর্লভ থাকে? তখন বরং সকল কল্যাণ তুচ্ছ ও ব্যর্থ বোধ হয়; বিদুর! যে যে ব্যক্তি অহৈতুকী ভক্তিপূর্ব্বক একান্তভাবে ভগবানের ভজনা করে, সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান তাহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে আপনার পদ স্বয়ং প্রদান করেন, অতএব ঐহিক শ্রেয়ে তুচ্ছ বোধ হইলেও ভগবানের উপাসনা বিফল হয় না। ৪৮

অহো, এই কারণেই পশু ব্যতিরেকে পুরুষার্থ-সারবেত্তা কোন ব্যক্তি পুরাবৃত্তমধ্যে ভগবানের সংসার-ধ্বংসকর কথামৃত শ্রবণাঞ্জলিপুটে পান করিতে বিরত হয় না। ৪৯

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

নিশম্য কৌশারবিণোপবর্ণিতাং হরেঃ কথাং কারণশূকরাত্মনঃ।
পুনঃ স পপ্রচ্ছ তমুদ্যতাঞ্জলির্ন চাতিতৃপ্তো বিদুরো ধৃতব্রতঃ॥ ১॥

শ্রীবিদুর উবাচ।

তেনৈব তু মুনিশ্রেষ্ঠ হরিণা যজ্ঞমূর্ত্তিনা। আদিদৈত্যো হিরণ্যাক্ষো হত ইত্যনুশুশ্রুম॥ ২॥
তস্য চোদ্ধরতঃ ক্ষৌণীং স্বদংষ্ট্রাগ্রেণ লীলয়া। দৈত্যরাজস্য চ ব্রহ্মন্ কস্মাদ্ধেতোরভূন্মৃধঃ॥ ৩॥
শ্রদ্দধানায় ভক্তায় ব্রূহি তজ্জন্মবিস্তরম্। ঋষে ন তৃপ্যতি মনঃ পরং কৌতূহলং হি মে॥৪॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

সাধু বীর ত্বয়া পৃষ্টমবতারকথাং হরেঃ। যৎ ত্বং পৃচ্ছসি মর্ত্ত্যানাং মৃত্যুপাশবিশাতনীম্॥৫॥
যয়োত্তানপদঃ পুত্রো মুনিনা গীতয়ার্ভকঃ। মৃত্যোঃ কৃত্বৈব মূর্দ্ধ্ন্যঙ্‌ঘ্রিমারুরোহ হরেঃ পদম্॥৬॥

দিতির গর্ভোৎপত্তি

শুকদেব কহিলেন, মুনিবর মৈত্রেয় বরাহরূপী ভগবানের কথা যাহা বর্ণন করিলেন, তাহা শুনিয়া বিদুরের পরিতৃপ্তি বোধ হইল না, তদীয় পবিত্র চরিত্র আরও শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক সবিনয়বচনে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

বিদুর কহিলেন—হে মুনিপুঙ্গব! যজ্ঞবরাহরূপী যে শ্রীহরি পৃথিবীর উদ্ধার করেন, তিনিই হিরণ্যাক্ষ নামে আদি দৈত্যকে নিহত করিয়াছিলেন, ইহা আপনার নিকট অবগত হইলাম। ২

মুনে! ভগবান্ বরাহরূপ ধরিয়া লীলা-ক্রমে দশন দ্বারা ধরণীর উদ্ধার করিয়াছিলেন, সে সময় কি কারণে দৈত্যরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল? প্রভো, ভগবানের পবিত্র কথা শ্রবণে আমার মন পরিতৃপ্ত হইতেছে না, আরও শুনিতে কৌতূহল জন্মিতেছে, অতএব তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক বলিতে আজ্ঞা হউক, আমি আপনার শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করা আপনার উচিত। ৩-৪

মুনিবর মৈত্রেয় বিদুরের এই প্রার্থনায় তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান পুরঃসর কহিলেন, হে বীর! তুমি সাধু! যেহেতু তুমি মর্ত্ত্যগণের মৃত্যুপাশ-বিমোচনী হরির অবতার-কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ। ৫.

বৎস! উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব বালক হইয়াও দেবর্ষি নারদের কথিত হরিকথা দ্বারা মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক বিষ্ণুপদে আরোহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ হরি-কথা-প্রভাবে ধ্রুবের বিষ্ণুপুরারোহণ নিমিত্ত যখন বিমান আনীত হয়, তখন তাঁহার দেহত্যাগ অপেক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু মৃত্যু আসন্ন হইলেও তিনি দেহত্যাগ করেন নাই, সোপানের ন্যায় মৃত্যুর মস্তকে চরণ অর্পণ করিয়া সশরীরে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। ৬

বিবৃতি—বিদুর মৈত্রেয় মুনিকে বলিলেন, আপনার কথায় ইহাই বুঝিলাম যে, যিনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যজ্ঞমূর্ত্তি বরাহ হইয়াছিলেন, তিনিই চাক্ষুষমন্বন্তরে পুনরায় আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। ২

অথাত্রাপীতিহাসোঽয়ং শ্রুতো মে বর্ণিতঃ পুরা। ব্রহ্মণা দেবদেবেন দেবানামনুপৃচ্ছতাম্ ॥ ৭ ॥
দিতির্দাক্ষায়ণী ক্ষত্তর্মারীচং কশ্যপং পতিম্। অপত্যকামা চকমে সন্ধ্যায়াং হৃচ্ছয়ার্দ্দিতা ॥ ৮ ॥
ইষ্ট্বাগ্নিজিহ্বং পয়সা পুরুষং যজুষাং পতিম্। নিম্লোচত্যর্ক আসীনমগ্ন্যাগারে সমাহিতম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীদিতিরুবাচ।

এষ মাং ত্বৎকৃতে বিদ্বন্ কাম আত্তশরাসনঃ। দুনোতি দীনাং বিক্রম্য রম্ভামিব মতঙ্গজঃ ॥১০ ॥
তদ্ভবান্ দহ্যমানায়াং সপত্নীনাং সমৃদ্ধিভিঃ। প্রজাবতীনাং ভদ্রং তে ময্যাযুঙ্‌ক্তামনুগ্রহম্ ॥১১॥
ভর্ত্তর্য্যাপ্তোরুমানানাং লোকানাবিশতে যশঃ। পতির্ভবদ্বিধো যাসাং প্রজয়া ননু জায়তে ॥ ১২ ॥
পুরা পিতা নো ভগবান্ দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ। কং বৃণীত বরং বৎসা ইত্যপৃচ্ছত নঃ পৃথক্ ॥১৩॥
স বিদিত্বাত্মজানাং নো ভাবং সন্তানভাবনঃ। ত্রয়োদশাদদাৎ তাসাং যাস্তে শীলমনুব্রতাঃ ॥১৪ ॥
অথ মে কুরু কল্যাণং কামং কমললোচন। আর্ত্তোপসর্পণং ভূমন্নমোঘং হি মহীয়সি ॥ ১৫ ॥

অহে বিদুর! দৈত্যরাজের সহিত ভগবানের সংগ্রামের কারণ বিষয়ে দেবগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগের নিকট যে ইতিহাস বর্ণন করেন, তাহা আমি শুনিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি। ৭

দক্ষকন্যা দিতি পূর্ব্বে অপত্যার্থিনী হইয়া সন্ধ্যাকালেই আপনার পতি মরীচিতনয় কশ্যপ-সমীপে কাম-জর্জ্জরিতা হইয়া সংসর্গ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।৮

যখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছিলেন, সেই সময়েই অগ্নিহোত্র-শালায় যেখানে ঐ মুনি যজ্ঞপতি পরম পুরুষ বিষ্ণুর জিহ্বারূপ অগ্নিতে হোম করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, সেই স্থানেই তাঁহার নিকট আপনার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ৯

দিতি তাঁহাকে বলিলেন, হে বিদ্বন্! কামদেব শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক বিক্রম প্রকাশ করিয়া, মতঙ্গজ যেমন কদলী বৃক্ষকে ক্লেশ দেয়, তাহার ন্যায় তোমার নিমিত্ত আমাকে সন্তাপিত করিতেছে। ১০

আমি সন্তানবতী সপত্নীগণের সমৃদ্ধি দেখিয়া সর্ব্বদা দুঃখে দগ্ধ হইয়া থাকি, অতএব তুমি আমার প্রতি সর্ব্বতোভাবে অনুগ্রহ কর, আমার প্রতি করুণা করিলে তোমার মঙ্গল হইবে। ১১

হে প্রভো! তোমার সদৃশ পুরুষ যে সকল অবলার পতি এবং যাহারা এবম্বিধ ভর্ত্তার নিকট বহুমান প্রাপ্ত হয়, তাহাদের যশঃ পুত্রের দ্বারা ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, ফলতঃ পতি আপনিই পুত্ররূপে জায়াতে জন্মগ্রহণ করেন, ইহাতে স্ত্রীলোকদের পুত্রাদি হইলে যশোবিস্তার না হইবার সম্ভাবনাই বা কি? ১২

মুনে! আমাদিগের পিতা দক্ষ প্রজাপতি অতিশয় দুহিতৃবৎসল ছিলেন, তিনি আমাদিগকে পাত্রসাৎ করিবার অগ্রে বাৎসল্য-বশতঃ এক এক করিয়া পৃথক্ পৃথক্ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তোমরা কোন্ বরকে বরণ করিতে বাসনা কর বল। ১৩

তাঁহার কন্যাগণের মধ্যে আমাদের ত্রয়োদশ জনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তিনি তের জনকেই তোমার হস্তে সম্প্রদান করেন, আমরা ত্রয়োদশ ভগিনী সমানভাবে তোমার অনুব্রত হইয়া আছি, অতএব আমাদের তের জনেরই তোমার প্রতি সমান ভক্তি, ইহাতে তোমার বৈষম্যাচরণ উচিত হয় না। ১৪

অতএব হে কমললোচন! আমি যে কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি, তাহা সম্পন্ন করিয়া দাও। হে মহাশয়! তুমি মহত্তম, মহত্তমের নিকট আমার ন্যায় আর্ত্তজনের প্রার্থনা কখনও বিফলা হয় না। ১৫

ইতি তাং বীর মারীচঃ কৃপণাং বহুভাষিণীম্। প্রত্যাহানুনয়ন্ বাচা প্রবৃদ্ধানঙ্গকশ্মলাম্ ॥ ১৬ ॥
এষ তেঽহং বিধাস্যামি প্রিয়ং ভীরু যদিচ্ছসি। তস্যাঃ কামং ন কঃ কুর্য্যাৎ সিদ্ধিস্ত্রৈবর্গিকী যতঃ॥ ১৭
সর্ব্বাশ্রমানুপাদায় স্বাশ্রমেণ কলত্রবান্। ব্যসনার্ণবমত্যেতি জলযানৈরিবার্ণবম্ ॥ ১৮ ॥
যামাহুরাত্মনো হ্যর্দ্ধং শ্রেয়স্কামস্য মানিনি। যস্যাং স্বধুরমধ্যস্য পুমাংশ্চরতি বিজ্বরঃ ॥ ১৯ ॥
যামাশ্রিত্যেন্দ্রিয়ারাতীন্ দুর্জ্জয়ানিতরাশ্রমৈঃ। বয়ং জয়েম হেলাভির্দস্যূন্ দুর্গপতির্যথা ॥ ২০ ॥
ন বয়ং প্রভবস্তাং ত্বামনুকর্ত্তুং গৃহেশ্বরি। অপ্যায়ুষা বা কাৎর্স্ন্যেন যে চান্যে গুণগৃধ্নবঃ ॥ ২১ ॥
অথাপি কামমেতং তে প্রজাত্যৈ করবাণ্যলম্। যথা মাং নাতিবোচন্তি * মুহূর্ত্তং প্রতিপালয় ॥ ২২
এষা ঘোরতমা বেলা ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা। চরন্তি যস্যাং ভূতানি ভূতেশানুচরাণি হ ॥ ২৩ ॥
এতস্যাং সাধ্বি সন্ধ্যায়াং ভগবান্ ভূতভাবনঃ। পরিতো ভূতপর্ষদ্ভির্বৃষেণাটতি ভূতরাট্ ॥ ২৪ ॥

অহে ধীর বিদুর! দীনা দিতি প্রবৃদ্ধ অনঙ্গে বিমুগ্ধা হইয়া এবম্বিধ নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিলে মরীচিকুলবর্দ্ধন ভগবান্ কশ্যপ বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন। ১৬

হে ভীরু, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ, এখনি তোমার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিতেছি। প্রিয়ে! যাহা হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ সম্বন্ধিনী সিদ্ধি হয়, কে না তাহার মানস পূর্ণ করে? ১৭

গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহিণীবিশিষ্ট হইয়াই আপনার আশ্রম সহিত সকল আশ্রম লইয়া, জলযান দ্বারা যেমন অর্ণব উত্তীর্ণ হয়, তাহার ন্যায় ব্যসনার্ণব পার হইয়া থাকে অর্থাৎ গার্হস্থ্য ধর্ম্মাচরণে অস্মাদি দ্বারা অন্যান্য আশ্রমীদিগকে কষ্ট হইতে নিস্তার করা যায়; তাহাতে আপনারও ত্রাণ হইয়া থাকে। ১৮

হে মানিনি! পঞ্চযজ্ঞাদি কার্য্যে স্ত্রী-পুরুষের সহাধিকার হেতু শাস্ত্রে যাহাকে শ্রেয়স্কাম ব্যক্তির দেহার্দ্ধ বলিয়া থাকে এবং পুরুষ যাহার প্রতি আপনার দৃষ্টাদৃষ্ট কর্ম্মের ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত-চিত্তে কালযাপন করিতে পারে। ১৯

অধিকন্তু দুর্গপতি যেমন দুর্গ আশ্রয় করিয়া দস্যুদিগকে জয় করে, সেইরূপে আমরা যাহাকে আশ্রয় করিয়া অবলীলাক্রমে অন্য আশ্রমের পক্ষে দুর্জ্জেয় রিপুরূপ এই ইন্দ্রিয়সকলকে জয় করিতে পারি। ২০

হে গৃহেশ্বরি! তুমি সেই অনেকোপকারিণী গৃহিণী, আমি সম্পূর্ণ আয়ুর্দ্বারা অথবা জন্মান্তরেও প্রত্যুপকার করিয়া তোমার সদৃশ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইব না এবং যে সকল ব্যক্তি গুণজ্ঞ, তাঁহারাও সমর্থ হইবেন না। ২১

পরন্তু হে প্রিয়ে! যদিও প্রত্যুপকার করিয়া তোমার সদৃশ কর্ম্ম করা আমাদের অসাধ্য, তথাপি পুত্রোৎপত্তি নিমিত্ত তোমার এই কামনা আমি এখনই সম্পন্ন করিয়া দিতে পারি; কিন্তু লোকে যাহাতে আমাকে নিন্দা না করে, তজ্জন্য মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা কর। ২২

প্রিয়ে, এ সময় ঘোর রুদ্রগণের অধিকার, এই বেলা অতি ঘোরতমা এবং ঘোরদর্শনা, এখন রুদ্রানুচর ভূতসকল সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। ২৩

অপর, হে সাধ্বি, এখন সন্ধ্যাকাল, এ সময় ভগবান্ ভূতভাবন রুদ্রও আপনার পরিষদ ভূতগণে বেষ্টিত ও বৃষারূঢ় হইয়া পর্য্যটন করিয়া থাকেন। ২৪

* "অতিরোচন্তি" ইতি পাঠান্তরম্।

শ্মশানচক্রানিলধূলিধূম্রবিকীর্ণবিদ্যোতজটাকলাপঃ।
ভস্মাবগুণ্ঠামলরুক্মদেহো দেবস্ত্রিভিঃ পশ্যতি দেবরস্তে ॥ ২৫ ॥
ন যস্য লোকে স্বজনঃ পরো বা নাত্যাদৃতো নোত কশ্চিদ্বিগর্হ্যঃ।
বয়ং ব্রতৈর্যচ্চরণাপবিদ্ধামাশাস্মহেঽজাং বত ভুক্তভোগাম্ ॥ ২৬ ॥
যস্যানবদ্যাচরিতং মনীষিণো গৃণন্ত্যবিদ্যাপটলং বিভিৎসবঃ।
নিরস্তসাম্যাতিশয়োঽপি যৎ স্বয়ং পিশাচচর্য্যামচরদ্গতিঃ সতাম্ ॥ ২৭ ॥
হসন্তি যস্যাচরিতং হি দুর্ভগাঃ স্বাত্মন্রতস্যাবিদুষঃ সমীহিতম্।
যৈর্বস্ত্রমাল্যাভরণানুলেপনৈঃ শ্বভোজনং স্বাত্মতয়োপলালিতম্ ॥ ২৮ ॥
ব্রহ্মাদয়ো য কৃতসেতুপালা যৎকারণং বিশ্বমিদঞ্চ মায়া।
আজ্ঞাকরী যস্য পিশাচচর্য্যা অহো বিভূম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

সৈবং সংবিদিতে ভর্ত্রা মন্মথোন্মথিতেন্দ্রিয়া। জগ্রাহ বাসো ব্রহ্মর্ষের্বৃষলীব গতত্রপা ॥ ৩০ ॥

তাঁহার সম্মুখ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই, তাঁহার মস্তক শ্মশানস্থ বাতমণ্ডলীর ধূলি দ্বারা ধূসর-বর্ণ এবং জটাকলাপ পবনবেগে বিক্ষিপ্ত ও নির্ম্মল রজতময় দেহ ভস্মে প্রাবৃত হয় বটে, কিন্তু তিনি চন্দ্র সূর্য্য অগ্নিরূপ তিন নেত্র দ্বারা সকল স্থানের সকল বিষয়ই অবলোকন করিতেছেন। প্রিয়ে, তিনি তোমার দেবর, কারণ, তিনিও তোমার পিতার জামাতা। ২৫

প্রিয়ে! তিনি আমাকে স্বজন বলিয়া ক্ষমা করিবেন, এমন মনে করিও না। ইহলোকে তাঁহার আত্মীয় অথবা পর কেহ নাই, এবং তাঁহার আদৃত ও নিন্দিতও কাহাকে দেখি না। প্রিয়ে! তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথা কি বলিব? তিনি যে মায়াময়ী বিভূতিকে ভোগ করিয়া আপনার চরণ দ্বারা দূরে পরিত্যাগ করেন, আমরা ব্রত-নিয়ম দ্বারা মহা অনুগ্রহের বিষয় বলিয়া তাহাই প্রার্থনা করিয়া থাকি। ২৬

প্রিয়ে! তিনি অনর্থক অনিষিদ্ধ সুখ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পিশাচ বলিয়া উপহাস করিও না। পণ্ডিতগণ অবিদ্যাপটল ভেদ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার বিষয়াসক্তি-শূন্য আচরণের সর্ব্বদা প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহার বিচিত্র চরিত্রের কথা কি কহিব? তিনি সাধুগণের গতি এবং তাঁহার সমান ও তদপেক্ষা অতিশয়ও কেহ নাই, তথাপি তিনি নিজে পিশাচবৎ আচরণ করিয়া থাকেন। ২৭

প্রিয়ে! যে সকল ব্যক্তি দুর্ভগ ও অনভিজ্ঞ, এবং কুক্কুরের ভোজ্য এই দেহকে স্বীয় আত্মবোধ করিয়া বসন-ভূষণ-অনুলেপনাদি দ্বারা লালন-পালন করে, তাহারা স্বাত্মরত ঐ দেবের অভিপ্রায় না বুঝিতে পারিয়া আচরণ দেখিয়াই তাঁহাকে উপহাস করে। ২৮

ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার কৃত স্ব স্ব অধিকার পালন করিতেছেন, তিনিই সকলের কারণ, তিনিই এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, তাঁহারই আজ্ঞাকরী মায়া, তাঁহারই পিশাচবৎ আচার, ইহাতে তাঁহার চরিত্র অতর্ক্য ব্যতীত আর কি বলিব? ২৯

মৈত্রেয় কহিলেন, অহে বিদুর! দিতির ইন্দ্রিয়গণ কামবশতঃ উন্মথিত হইয়াছিল, অতএব তাঁহার স্বামী ঐ প্রকারে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলেও তিনি বেশ্যার ন্যায় গতত্রপা হইয়া সেই ব্রহ্মর্ষির বসন ধারণ করিলেন। ৩০

স বিদিত্বাথ ভার্য্যায়াস্তং নির্ব্বন্ধং বিকর্ম্মণি। নত্বা দিষ্টায় রহসি তয়াথোপবিবেশ হ ॥ ৩১ ॥
অথোপস্পৃশ্য সলিলং প্রাণানায়ম্য বাগ্‌যতঃ। ধ্যায়ন্ জজাপ বিরজং ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥৩২
দিতিস্তু ব্রীড়িতা তেন কর্ম্মাবদ্যেন ভারত। উপসঙ্গম্য বিপ্রর্ষিমধোমুখ্যভ্যভাষত ॥ ৩৩ ॥
শ্রীদিতিরুবাচ।
ন মে গর্ভমিমং ব্রহ্মন্ ভূতানামৃষভোঽবধীৎ। রুদ্রঃ পতির্হি ভূতানাং যস্যাকরবমংহসম্ ॥৩৪॥
নমো রুদ্রায় মহতে দেবায়োগ্রায় মীঢ়ুষে। শিবায় ন্যস্তদণ্ডায় ধৃতদণ্ডায় মন্যবে ॥ ৩৫ ॥
স নঃ প্রসীদতাং ভামো ভগবানুর্ব্বনুগ্রহঃ। ব্যাধস্যাপ্যনুকম্প্যানাং স্ত্রীণাং দেবঃ সতীপতিঃ ॥৩৬॥
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।
স্বসর্গস্যাশিষং লোক্যামাশাসানাং প্রবেপতীম্। নিবৃত্তসন্ধ্যানিয়মো ভার্য্যামহ প্রজাপতিঃ ॥৩৭ ॥
শ্রীকশ্যপ উবাচ।
অপ্রায়ত্যাদাত্মনস্তে দোষান্মৌহূর্ত্তিকাদুত। মন্নিদেশাতিচারেণ দেবানাঞ্চাতিহেলনাৎ ॥ ৩৮ ॥
ভবিষ্যতস্তবাভদ্রাবভদ্রে জাঠরাধমৌ। লোকান্ সপালাংস্ত্রীংশ্চণ্ডি মুহুরাক্রন্দয়িষ্যতঃ ॥৩৯॥

ঋষিবর কশ্যপ ভার্য্যার প্রার্থিত বিষয়ে নির্বন্ধ জানিয়া নিষিদ্ধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত দৈবরূপ ঈশ্বরকে প্রণাম করিলেন, পরে নির্জনে গিয়া প্রিয়ার সহিত সম্ভোগে রত হইলেন। ৩১

হে ভারত! সম্ভোগানন্তর মুনিবর কশ্যপ সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিয়া প্রাণায়াম করিলেন এবং বাগ্‌যত হইয়া পরমব্রহ্মের ধ্যান করত গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ নিন্দার্হ ব্যাপার জন্য দিতির অতিশয় লজ্জা হইল, তিনি স্বামীর নিকটে গিয়া অধোবদনে বলিতে লাগিলেন। ৩২-৩৩

দিতি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ রুদ্র সকল ভূতের পতি, আমি এই ব্যাপারে তাঁহার নিকটে অপরাধিনী হইলাম; আপনি এই বর দিন, ঐ ভূতপতি যেন আমার এই গর্ভ বিনষ্ট না করেন। ৩৪

আর আমি সেই মহৎ দেবকে নমস্কার করি, তাঁহার নাম রুদ্র, তিনি নাম-গুণে রুৎ অর্থাৎ দুঃখকে বিদ্রাবণ করেন, পরন্তু তিনি উগ্র অর্থাৎ অলক্ষ্য এবং সকাম জনের ফলদাতা ও নিষ্কাম লোকের পরম মঙ্গলস্বরূপ, তাঁহার হস্তে বস্তুতঃ কোন দণ্ড নাই সত্য, কিন্তু দুষ্টের প্রতি তাহা ধারণ করিয়া থাকেন। পরন্তু যিনি সংহারসময়ে মন্যু-স্বরূপ হয়েন, তাঁহাকে নমস্কার। ৩৫

আর সেই ভগবান্ আমার ভগিনীপতি, তাঁহার যথেষ্ট দয়া আছে, আমি অবলা, নির্দ্দয় ব্যাধেরও অবলাজনের উপর অনুকম্পা হইয়া থাকে, তিনিও সতীর পতি, নারী-স্বভাব জানেন, সকল বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৬

মৈত্রেয় কহিলেন, অহে বিদুর! প্রজাপতি কশ্যপ সন্ধ্যাকালীন নিয়ম ভঙ্গ হওয়াতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, ইহাতে দিতি কম্পিতকলেবরা হইয়া আপনার সন্তানের লোকদ্বয়ার্হ কল্যাণ ঐ প্রকারে প্রার্থনা করিলেও তাহাকে বলিলেন। ৩৭

অয়ি অধীরে! তোমার অন্তঃকরণ অপ্রযত এবং এই মুহূর্তেরও দোষ আছে, আর আমার আজ্ঞার উল্লঙ্ঘন ও রুদ্রানুচরগণের অবহেলন হইল। ৩৮

এই চারি কারণে, হে অভদ্রে, তোমার জঠরে দুইটি অভদ্র পুত্র জন্মিবে, তাহারা লোকপালসহিত ত্রিলোককে বারম্বার বেদনা দিবে। ৩৯

প্রাণিনাং হন্যমানানাং দীনানামকৃতাগসাম্। স্ত্রীণাং নিগৃহ্যমাণানাং কোপিতেষু মহাত্মসু ॥ ৪০ ॥
তদা বিশ্বেশ্বরঃ ক্রুদ্ধো ভগবাঁল্লোকভাবনঃ। হনিষ্যত্যবতীর্য্যাসৌ যথাদ্রীন্ শতপর্ব্বধৃক্ ॥ ৪১ ॥

শ্রীদিতিরুবাচ।

বধং ভগবতা সাক্ষাৎ সুনাভোদারবাহুনা। আশাসে পুত্রয়োর্ম্মহ্যং মা ক্রুদ্ধাদ্‌ব্রাহ্মণাৎ প্রভো ॥৪২
ন ব্রহ্মদণ্ডদগ্ধস্য ন ভূতভয়দস্য চ। নারকাশ্চানুগৃহ্নন্তি যাং যাং যোনিমসৌ গতঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীকশ্যপ উবাচ।

কৃতশোকানুতাপেন সদ্যঃ প্রত্যবমর্শনাৎ। ভগবত্যুরুমানাচ্চ ভবে ময্যপি চাদরাৎ ॥ ৪৪ ॥
পুত্রস্যৈব চ পুত্রাণাং ভবিতৈকঃ সতাং মতঃ। গাস্যন্তি যদ্‌যশঃ শুদ্ধং ভগবদ্‌যশসা সমম্ ॥ ৪৫ ॥
যোগৈর্হেমেব দুর্ব্বর্ণং ভাবয়িষ্যন্তি সাধবঃ। নির্ব্বৈরাদিভিরাত্মানং যচ্ছীলমনুবর্ত্তিতুম্ ॥ ৪৬ ॥
যৎপ্রসাদাদিদং বিশ্বং প্রসীদতি যদাত্মকম্। স স্বদৃগ্‌ভগবান্ যস্য তোষ্যতেঽনন্যয়া দৃশা ॥৪৭॥
স বৈ মহাভাগবতো মহাত্মা মহানুভাবো মহতাং মহিষ্ঠঃ।
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা হ্যনুভাবিতাশয়ে নিবেশ্য বৈকুণ্ঠমিমং বিহাস্যতি ॥ ৪৮ ॥

কিন্তু যখন অনপরাধ দীন-হীন প্রাণিনিকরকে বধ করিতে এবং নারীগণকে নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়া সকল মহাত্মার কোপ উৎপাদন করিবে, তখন লোকভাবন ভগবান্ বিশ্বেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক যেমন বজ্রধর দেবরাজ পর্ব্বত-সকলকে আঘাত করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় তাহা-দিগকে সংহার করিবেন। ৪০-৪১

দিতি কহিলেন, প্রভো, আমার সন্তানদ্বয় যদি নিতান্তই বধ্য হয়, তবে এই প্রার্থনা, যে ভগবানের বাহু সুনাভ চক্র দ্বারা উদার হইয়াছে, তিনি স্বয়ংই যেন তাহাদিগকে বধ করেন, ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইতে যেন তাহাদের বিনাশ না হয়। কারণ, যে ব্যক্তি ব্রহ্মদণ্ডে দগ্ধ হয়, তাহার প্রতি নারকীরাও কৃপা করে না এবং সে ব্যক্তি যে যে যোনি প্রাপ্ত হয়, তত্রস্থ প্রাণি-নিকরেরও অনুগ্রহভাজন হইতে পারে না। ৪২-৪৩

কশ্যপ কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি যে অপরাধ করিলে, তাহার নিমিত্ত শোক ও অনুতাপ করিতেছ এবং সদ্যই তোমার যুক্তাযুক্ত বিচার হইল ও ভগবান্ হরির প্রতি তোমার যথেষ্ট ভক্তি আছে, আর তুমি রুদ্রকে এবং আমাকে অতিশয় আদর করিয়া থাক, এই পঞ্চ কারণে তোমার হিরণ্য-কশিপু নামে যে পুত্র হইবে, তাহার পুত্রদের মধ্যে এক জন সাধুসম্মত হইবে, লোকে ভগবানের যশের তুল্য তাহার নির্ম্মল যশঃ গান করিবে। ৪৪-৪৫

প্রিয়ে, হীনবর্ণ সুবর্ণকে যেমন দাহাদি উপায় দ্বারা সংশোধিত করে, তাহার ন্যায় সাধুগণ তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত নির্ব্বৈরাদি যোগ দ্বারা স্ব স্ব চিত্ত সংশোধন করিবেন। অপর এই বিশ্ব যাঁহার স্বরূপ এবং যাঁহার প্রসাদে ইহা প্রসন্ন হয়, আত্মসাক্ষী সেই ভগবান্ ঐ ব্যক্তির "ভগবান্‌ই সত্য" এইরূপ নিষ্ঠা দ্বারা সন্তোষ প্রকাশ করিবেন। ৪৬-৪৭

প্রিয়ে! ভগবান্ যে তোমার সেই পৌত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন, তাহার কারণ এই, সেই ব্যক্তি মহাভাগবত, অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টি, মহাপ্রভাব এবং মহৎ লোকদের মধ্যে অতিশয় মহৎ হইবে। সে প্রবৃদ্ধ ভক্তি দ্বারা সংশোধিত চিত্তে ভগবান্ হরিকে সংস্থাপন পূর্ব্বক দেহাত্মভিমান পরিত্যাগ করিবে। ৪৮

অলম্পটঃ শীলধরো গুণাকরো হৃষ্টঃ পরার্দ্ধ্যা ব্যথিতো দুঃখিতেষু।
অভূতশত্রুর্জগতঃ শোকহর্ত্তা নৈদাঘিকং তাপমিবোড়ুরাজঃ ॥ ৪৯ ॥
অন্তর্ব্বহিশ্চামলমব্জনেত্রং স্বপুরুষেচ্ছানুগৃহীতরূপম্ ।
পৌত্রস্তব শ্রীললনাললামং দ্রষ্টা স্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতাননম্ ॥ ৫০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।
শ্রুত্বা ভাগবতং পৌত্রমমোদত দিতির্ভৃশম্। পুত্রয়োশ্চ বধং কৃষ্ণাদ্বিদিত্বাসীন্মহামনাঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে দিতিগর্ভাধানং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

প্রিয়ে, তোমার সেই পৌত্র মহাভাগবত কেন হইবে, শ্রবণ কর। সে অলম্পট, সুশীল, ধৈর্য্যাদি গুণের আকর, পর-সমৃদ্ধিতে আনন্দিত এবং পর-দুঃখে দুঃখিত হইবে, আর তাহার কেহ বৈরী হইবে না। সে এইরূপ হইয়া, চন্দ্র যেমন নিদাঘ জন্য তাপ দূর করেন, তাহার ন্যায় জগতের শোক হরণ করিবে। ৪৯

হে সুন্দরি! যে ভগবান্ অন্তরে ও বহির্ভাগে অমল, যাঁহার নেত্রদ্বয় পদ্মবৎ আয়ত ও মনোহর, যিনি আপনার ভক্তজনের বাসনানুসারে বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন এবং যিনি লক্ষ্মীরূপা ললনার ভূষণস্বরূপ ও যাঁহার কর্ণে কুণ্ডল বিদ্যোতিত হওয়াতে মুখমণ্ডল সদা সুমণ্ডিত, সেই ভগবান্‌কে তোমার ঐ পৌত্র দর্শন করিবে। ৫

মৈত্রেয় কহিলেন, অহে বিদুর! আপনার এক পৌত্র ভাগবত হইবে, ইহা শুনিয়া দিতি আনন্দিতা হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতে পুত্রদ্বয়ের ভাবী বধের কথা শ্রবণেও তাঁহার চিত্তে মহোৎসাহ স্পর্শ হইল। অতএব তিনি এই বিবেচনায় মনকে প্রবোধ প্রদান করিলেন যে, পুত্রেরা যদি ভগবানের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিধন প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তাহাদের কীর্ত্তি ও সদ্গতি হইতে পারিবে। ৫১

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

প্রাজাপত্যং হি তৎ তেজঃ পরতেজোহনং দিতিঃ। দধার বর্ষাণি শতং শঙ্কমানা সুরার্দ্দনাৎ॥ ১॥

লোকে তেনাহতালোকে লোকপালা হতৌজসঃ। ন্যবেদয়ন্ বিশ্বসৃজে ধ্বান্তব্যতিকরং দিশাম্॥২॥

শ্রীদেবা ঊচুঃ।

তম এতদ্বিভো বেত্থ সংবিগ্না যদ্বয়ং ভৃশম্। ন হ্যব্যক্তং ভগবতঃ কালেনাস্পৃষ্টবর্ত্মনঃ॥ ৩॥

দেবদেব জগদ্ধাতর্লোকনাথশিখামণে। পরেষামপরেষাং ত্বং ভূতানামসি ভাববিৎ॥ ৪॥

নমো বিজ্ঞানবীর্য্যায় মায়য়েদমুপেয়ুষে। গৃহীতগুণভেদায় নমস্তেঽব্যক্তযোনয়ে॥ ৫॥

যে ত্বানন্যেন ভাবেন ভাবয়ন্ত্যাত্মভাবনম্। আত্মনি প্রোতভুবনং পরং সদসদাত্মকম্॥ ৬॥

তেষাং সুপক্বযোগানাং জিতশ্বাসেন্দ্রিয়াত্মনাম্। লব্ধযুষ্মৎপ্রসাদানাং ন কুতশ্চিৎ পরাভবঃ॥ ৭॥

বৈকুণ্ঠস্থ বিষ্ণু ভৃত্যদ্বয়ের প্রতি বিপ্রশাপ

মৈত্রেয় কহিলেন—দিতির গর্ভে প্রজাপতি কশ্যপের যে বীর্য্য নিহিত হইল, তিনি শতবর্ষ পর্য্যন্ত তাহা ধারণ করিলেন। ঐ বীর্য্য অন্য তেজের ধ্বংসকারী, কিন্তু তাহাতে যে দুই সন্তান জন্মিবে, তাহাদের হইতে দেববৃন্দের পীড়া জন্মিবে, এই বার্ত্তা ভর্ত্তার প্রমুখাৎ শ্রবণ করাতে দিতির অন্তঃকরণে আনন্দ হইল না, সর্ব্বদা শঙ্কিতা হইয়া রহিলেন। ১

তাঁহার গর্ভের তেজের দ্বারা চন্দ্র-সূর্য্যাদির প্রকাশ নিরস্ত হওয়াতে ত্রিলোক এককালে আলোকশূন্য হইল, তদবলোকনে লোকপাল-সহিত দেবগণ হতপ্রভাব হইয়া বিশ্বস্রষ্টার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক উদ্বেগ প্রকাশ করিতে করিতে দিক্ সকলের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবার কথা নিবেদন করিলেন। ২

দেবতারা বলিলেন, হে বিভো! আমরা এই যে অন্ধকার দেখিয়া ভীত হইতেছি, ইহা আপনি অবশ্য অবগত আছেন, প্রভো, কালবশে আপনার জ্ঞান কদাচ লুপ্ত হইতে পারে না, এই জন্য কোন বিষয়ই আপনার অজ্ঞাত নাই। ৩

হে দেবদেব! আপনি জগতের ধারণকর্ত্তা এবং লোকপালদিগের চূড়ামণি, পর কিম্বা অপর কোন ভূতেরই অভিপ্রায় আপনার অগোচর নাই। ৪

হে ব্রহ্মন্! বিজ্ঞানই আপনার বল, আপনাকে নমস্কার, আপনি মায়া দ্বারা এই দেহ এবং গুণবিশেষ অর্থাৎ রজোগুণ গ্রহণ করিয়াছেন, বস্তুতঃ আপনার উৎপত্তি কোন প্রমাণে পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় না, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। ৫

প্রভো! আপনি এই সমস্ত ভুবন আপনাতেই গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং স্বয়ং চেতনাচেতন প্রপঞ্চের কারণ হইয়াও বস্তুতঃ ইহা হইতে ভিন্ন হইয়া আছেন। হে দেব, আপনা হইতেই এই সমস্ত জীবের সৃষ্টি হয়। যে সকল ব্যক্তি কামনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক একান্ত ভক্তি দ্বারা আপনার ধ্যান করেন, তাঁহাদের প্রাণাদি বায়ু, ইন্দ্রিয়গণ ও মন নির্জ্জিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের যোগও পরিপক্ক হইয়াছে ও তাঁহারা আপনার প্রসাদও লাভ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের আর কোথা হইতেও পরাভব হইবে না। ৬-৭

বিবৃতি—এ স্থলে পরমেশ্বর হইতে অভিন্নভাবে যাঁহারা হিরণ্য-গর্ভের উপাসনা করেন, তাঁহাদের কথাই বলা হইতেছে। ৭

যস্য বাচা প্রজাঃ সর্ব্বা গাবস্তন্ত্র্যেব যন্ত্রিতাঃ। হরন্তি বলিমায়ত্তাস্তস্মৈ মুখ্যায় তে নমঃ ॥ ৮ ॥
স ত্বং বিধৎস্ব শং ভূমন্ তমসা লুপ্তকর্ম্মণাম্। অদভ্রদয়য়া দৃষ্ট্যা আপন্নানর্হসীক্ষিতুম্ ॥ ৯ ॥
এষ দেব দিতের্গর্ভ ওজঃ কাশ্যপমর্পিতম্। দিশস্তিমিরয়ন্ সর্ব্বা এধতেঽগ্নিরিবৈধসি ॥ ১০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

স প্রহস্য মহাবাহো ভগবাঞ্ছব্দগোচরঃ। প্রত্যাচষ্টাত্মভূর্দেবান্ প্রীণন্ রুচিরয়া গিরা ॥১১॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

মানসা মে সুতা যুষ্মৎপূর্ব্বজাঃ সনকাদয়ঃ। চেরুর্বিহায়সা লোকাঁল্লোকেষু বিগতস্পৃহাঃ ॥১২॥
ত একদা ভগবতো বৈকুণ্ঠস্যামলাত্মনঃ। যযুর্বৈকুণ্ঠনিলয়ং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥
বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ। যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্ ॥ ১৪ ॥
যত্র চাদ্যঃ পুমানাস্তে ভগবাঞ্ছব্দগোচরঃ। সত্ত্বং বিষ্টভ্য বিরজং স্বানাং নো মৃড়য়ন্ বৃষঃ ॥১৫॥
যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ। সর্ব্বর্ত্তুশ্রীভির্বিভ্রাজৎ কৈবল্যমিব মূর্ত্তিমৎ ॥১৬ ॥

হে বিভো! রজ্জুতে আবদ্ধ গোসকলের ন্যায় এই সমস্ত প্রজা যাঁহার বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া পূজোপহার আহরণ করিতেছে, আপনি সেই নিয়ামক পুরুষ; আপনাকে নমস্কার করি। ৮

হে ব্রহ্মন্, এতাদৃশ আপনি এই সকল লোকের কল্যাণবিধান করুন, অন্ধকার সর্ব্বদা দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিয়া রাখাতে অহোরাত্র বিভাগ অভাবে যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মসকল লোপ পাইল, অতএব আমরা মহাপদে আপতিত হইয়াছি, কৃপাকটাক্ষে আমাদিগকে নিরীক্ষণ করা আপনার উচিত। ৯

হে দেব, কশ্যপ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বীর্য্যে দিতির যে গর্ভ হইয়াছে, ইহা সকল দিক্‌কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া অগ্নির তুল্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। ১০

মুনিবর মৈত্রেয় এতাবৎ বর্ণনানন্তর দেবগণের স্তুতির কথা কহিয়া বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অহে বিদুর! আত্মযোনি ব্রহ্মা দেবতা-দিগের ঐ সকল বিজ্ঞাপন-বচন শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন এবং প্রীতি প্রকাশ করত মনোহর বাক্য দ্বারা কহিতে লাগিলেন। ১১

ব্রহ্মা বলিলেন, তোমাদের অগ্রে উৎপন্ন সনক প্রভৃতি আমার কয়েকটি মানসপুত্র লোকমধ্যে স্পৃহা পরিহার পূর্ব্বক আকাশবর্ত্মে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১২

তাঁহারা এক সময় নির্ম্মলাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর সর্ব্বলোক-নমস্কৃত বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। ১৩

সেই বৈকুণ্ঠধামে যত পুরুষ বাস করেন, সকলেরই ভগবান্ বৈকুণ্ঠের সমান মূর্ত্তি। সেই সকল ব্যক্তি নিষ্কাম ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া হরির আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তন্ময় হইয়া তদীয় ধামে বিরাজ করিতেছেন। ১৪

অপর সে স্থানে বেদান্তৈকবেদ্য ভগবান্ আদ্য পুরুষ রজোগুণাস্পৃষ্ট শুদ্ধ সত্ত্বময় মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী হইয়া স্বজনগণকে আনন্দিত করিতেছেন। ১৫

সেখানে নিঃশ্রেয়স নামে একটি বন আছে, তাহার সকল তরুই অভিলাষ অনুরূপ ফল দেয় এবং সকল ঋতুতেই সে সকলের পুষ্পাদি সম্পত্তি হইয়া থাকে; তাহাতে সেই বন অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করে, ফলতঃ তাহা এরূপে প্রকাশ পায় যেন, মূর্ত্তিমান মোক্ষই বিরাজ করিতেছে। ১৬

বৈমানিকাঃ সললনাশ্চরিতানি শশ্বদগায়ন্তি যত্র শমলক্ষপণানি ভর্ত্তুঃ।
অন্তর্জলেঽনুবিকসন্মধুমাধবীনাং গন্ধেন খণ্ডিতধিয়োঽপ্যনিলং ক্ষিপন্তঃ॥ ১৭॥
পারাবতান্যভৃতসারসচক্রবাকদাত্যূহহংসশুকতিত্তিরিবর্হিণাং যঃ।
কোলাহলো বিরমতেঽচিরমাত্রমুচ্চৈর্ভৃঙ্গাধিপে হরিকথামিব গায়মানে॥ ১৮॥
মন্দারকুন্দকুরবোৎপলচম্পকার্ণপুন্নাগনাগবকুলাম্বুজপারিজাতাঃ।
গন্ধেঽর্চ্চিতে তুলসিকাভরণেন তস্যা যস্মিংস্তপঃ সুমনসো বহু মানয়ন্তি॥ ১৯॥
তৎ সঙ্কুলং হরিপদানতিমাত্রদৃষ্টৈর্বৈদূর্য্যমারকতহেমময়ৈর্বিমানৈঃ।
যেষাং বৃহৎকটিতটাঃ স্মিতশোভিমুখ্যঃ কৃষ্ণাত্মনাং ন রজ আদধুরুৎস্ময়াদ্যৈঃ॥২০॥
শ্রী রূপিণী ক্বণয়তী চরণারবিন্দং লীলাম্বুজেন হরিসদ্মনি মুক্তদোষা।
সংলক্ষ্যতে স্ফটিককুড্য উপেতহেম্নি সম্মার্জ্জতীব যদনুগ্রহণেঽন্যযত্নঃ॥ ২১॥

অপর, সেই স্থানে বিমানচারী গন্ধর্ব্বগণ বনিতা-সহ নিরন্তর প্রভুর চরিত্র গান করিতেছে, তাহাদের এবম্বিধ অনুরাগ যে, জলমধ্যে বিকাশশীল মকরন্দযুক্ত বাসন্তীলতার সৌগন্ধে মতি বিচলিত হইলেও যে বায়ুযোগে ঐ গন্ধ আসিয়া থাকে, তাহাকে অপসারণ করিয়া দেয়, তথাচ সঙ্গীত পরিত্যাগ করে না। ১৭

সেখানে ভ্রমরগণ হরিকথা-গানের ন্যায় গুন্ গুন্ ধ্বনি আরম্ভ করিলে তত্রত্য কপোত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, ডাহুক, শুক, হংস, ময়ূর, তিত্তির প্রভৃতি পক্ষিগণের কোলাহল ক্ষণকাল বিরাম পায়, ফলতঃ পক্ষীদিগেরও হরিকথা-শ্রবণাদিতে পরম আনন্দ অনুভব হয়; অতএব ভ্রমরধ্বনি আরম্ভ হইলেই হরিকথা-গান হইবে মনে করিয়া, তাহারা নিঃশব্দ হয়। ১৮

ঐ বনে মন্দার, পারিজাত, কুন্দ, কুরব (তিলক পুষ্প), চম্পক, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, উৎপল, কমল প্রভৃতি পুষ্পজাতি সকল স্বয়ং সুগন্ধি হইয়াও তুলসীভূষণ ভগবান্ কর্ত্তৃক তুলসীর গন্ধ অর্চ্চিত দেখিয়া তাহার তপস্যাকেই বহু করিয়া মানিয়া থাকে অর্থাৎ গুণগ্রাহিতা গুণ-প্রভাবে তরুনিকরও যে স্থানে অন্যের সৌভাগ্য দর্শনে মৎসরী হয় না, এবম্বিধ বন সেই বৈকুণ্ঠে সদাই বিরাজমান। ১৯

আর সে স্থান ভগবদ্ভক্তগণের ভূরি ভূরি বৈদূর্য্য, মরকত এবং হেমময় বিমানে পরিব্যাপ্ত, ঐ সকল বিমান ভক্তগণের কর্ম্ম দ্বারা লব্ধ নহে, পরন্তু ভগবচ্চরণে প্রণামমাত্রে তদনুগ্রহেই লব্ধ। তাঁহাদিগের নমস্কারমাত্রে এতাদৃশ প্রসাদলাভ অসম্ভব নহে, তাঁহাদের মনঃ ভগবানে এবম্প্রকার রত যে, যে সকল কামিনীর বিশাল নিতম্ব এবং বদন-সুধাকর ঈষদ্ধাস্যে শোভমান, তাহারাও পরিহাসাদি দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তির কাম জন্মাইতে সমর্থ হয় না, অতএব তদ্গতচিত্ত ভক্তের প্রতি ভগবানের ঐ প্রকার অনুগ্রহ হওয়া বিচিত্র নহে। ২০

পরন্তু যে লক্ষ্মীর অনুগ্রহলাভার্থ দেবগণও (ব্রহ্মাদিও) যত্ন করিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মী মনোহর রূপ ধারণ করিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক লীলাপদ্ম দ্বারা উক্ত বৈকুণ্ঠ হরিগৃহ সম্মার্জ্জন করিতেছেন, ইহা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। তত্রস্থ ভবনের ভিত্তিসকল স্ফটিকময় এবং মধ্যে মধ্যে শোভার্থ সুবর্ণ-খচিত হওয়াতে যদিও তথায় ধূলির সম্পর্কমাত্র নাই, তথাচ লক্ষ্মী স্বর্ণ-পট্টিকাময় ভিত্তিভাগে বহু প্রকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া লীলাপদ্ম ঘূর্ণিত করাতে তাঁহার বিনয় ও ভক্তি ঐরূপ বোধ হইয়া থাকে। ২১

বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃতাপ্সু প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্।
অভ্যর্চ্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত্রমুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ যচ্ছ্রীঃ ॥ ২২ ॥
যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদাচ্ছৃণ্বন্তি যেঽন্যবিষয়াঃ কুকথা মতিঘ্নীঃ।
যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাত্তসারাস্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃসু হন্ত ॥ ২৩ ॥
যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্ম যত্র।
নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য সম্মোহিতা বিততয়া বত মায়য়া তে ॥ ২৪ ॥
যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা দূরেযমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগবৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥ ২৫ ॥
তদ্বিশ্বগুর্ব্বধিকৃতং ভুবনৈকবন্দ্যং দিব্যং বিচিত্রবিবুধাগ্র্যবিমানশোচিঃ।
আপুঃ পরাং মুদমপূর্ব্বমুপেত্য যোগমায়াবলেন মুনয়স্তদথো বিকুণ্ঠম্ ॥ ২৬ ॥

আর হে দেবগণ, সে স্থানের সরোবরসকলের জল নির্ম্মল ও অমৃততুল্য এবং তট সকল বিদ্রুমময়, লক্ষ্মী সেই তটের নিকটবর্ত্তী নির্জ্জন বনে উপবিষ্টা হইয়া দাসী-সমভিব্যাহারে ভগবানের অর্চ্চনা করিতে করিতে সরোবরজলে প্রতিবিম্বিত আপনার শোভন অলক এবং উৎকৃষ্ট নাসিকাযুক্ত বদন অবলোকন করিয়া মনে করেন, ভগবান্ বুঝি মদীয় মুখ চুম্বন করিলেন। ২২

হে দেবগণ, যে সকল ব্যক্তি অঘহারী ভগবান্ হরির সৃষ্ট্যাদি লীলানুবাদ হইতে ভিন্ন অন্য বিষয়ের মতিভ্রংশিকা কুকথা শ্রবণ করে, তাহারা কখন সেই স্থানে (বৈকুণ্ঠে) গমন করিতে পায় না। তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথা কি কহিব, অন্যবিষয়ক কথা শ্রুতিগোচর হইয়া তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য হরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিরাশ্রয় নরকে নিক্ষেপ করে। ২৩

আহা, যে মনুষ্যজন্মে ধর্ম্মসহিত তত্ত্বজ্ঞান হওয়াতে আমরাও যাহার প্রশংসা করিয়া থাকি, সেই মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া তাহারা ভগবানের আরাধনা করে না, কি খেদের বিষয়। তাহারা ভগবানের বিস্তৃতা মায়ায় কি একেবারে বিমোহিত ? ২৪

হে অমরবৃন্দ, যে সকল ব্যক্তি নিরহঙ্কার হেতু আমাদের অপেক্ষাও অধিক যোগী, তাঁহারাই সেই স্থানে গমন করিতে পান। তাঁহারা দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ হরির নিরন্তর অনুবৃত্তি করাতে এবম্বিধ প্রভাবশালী যে, যমও তাঁহাদের নিকট যাইতে অসমর্থ, তাঁহাদের ভক্তির কথা কি বলিব, পরস্পর বসিয়া ভগবানের যশঃকথনে এমত অনুরাগ প্রকাশ করেন যে, তজ্জন্য অবশতা ও বাষ্প উদগম হওয়াতে অঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হয়, এই নিমিত্ত তাঁহাদের করুণাদিশীল সকলেরই স্পৃহণীয়। ২৫

হে দেববৃন্দ! তদনন্তর মুনিগণ যোগমায়াবলে অর্থাৎ অষ্টাঙ্গযোগপ্রভাবে উক্ত বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়া পরমোৎকৃষ্ট হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বগুরু ভগবান্ তথায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সুতরাং ঐ স্থল অতি অপূর্ব্ব ও সকল ভুবনের বন্দনীয় ছিল। আর সেই স্থানে চারিদিকে প্রধান প্রধান দেবতাদের বিমান সকল শোভমান ছিল, তাহাতে তৎসমুদায়ের দ্বারা তাহা সদাই দেদীপ্যমান হইয়া থাকিত। ২৬

বিবৃতি—ইহা দ্বারা লক্ষ্মীরও সৌভাগ্যসুখ যে ভগবানের অনুগ্রহে হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শিত হইল। ২২

তস্মিন্নতীত্য মুনয়ঃ ষড়সজ্জমানাঃ কক্ষাঃ সমানবয়সাবথ সপ্তমায়াম্‌।
দেবাবচক্ষত গৃহীতগদৌ পরার্দ্ধ্যকেয়ূরকুণ্ডলকিরীটবিটঙ্কবেশৌ ॥ ২৭ ॥
মত্তদ্বিরেফবনমালিকয়া নিবীতৌ বিন্যস্তয়াসিতচতুষ্টয়বাহুমধ্যে।
বক্ত্রং ভ্রুবা কুটিলয়া স্ফুটনির্গমাভ্যাং রক্তেক্ষণেন চ মনাগ্রভসং দধানৌ ॥ ২৮ ॥
দ্বার্য্যেতয়োর্নিবিবিশুর্মিষতোরপৃষ্ট্বা পূর্ব্বা যথা পুরটবজ্রকবাটিকায়াঃ।
সর্ব্বত্র তেঽবিষময়া মুনয়ঃ স্বদৃষ্ট্যা যে সঞ্চরন্ত্যবিহতা বিগতাভিশঙ্কাঃ ॥ ২৯ ॥
তান্‌ বীক্ষ্য বাতবসনাংশ্চতুরঃ কুমারান্‌ বৃদ্ধান্‌ দশার্দ্ধবয়সো বিদিতাত্মতত্ত্বান্‌।
বেত্রেণ চাস্খলয়তামতদর্হণাংস্তৌ তেজো বিহস্য ভগবৎপ্রতিকূলশীলৌ ॥ ৩০ ॥
তাভ্যাং মিষৎ স্বনিমিষেষু নিষিধ্যমানাঃ স্বর্হত্তমা হ্যপি হরেঃ প্রতিহারপাভ্যাম্‌।
ঊচুঃ সুহৃত্তমদিদৃক্ষিতভঙ্গ ঈষৎ কামানুজেন সহসা ত উপপ্লুতাক্ষাঃ ॥ ৩১ ॥

সে যাহা হউক, মুনিগণ ভগবদ্দর্শনার্থ উৎসুক ছিলেন, অতএব ঐ সমস্ত আশ্চর্য্যদর্শনে তাঁহাদের অন্তঃকরণ আসক্ত হইল না, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ছয়কক্ষা অর্থাৎ প্রাকারদ্বার অতিক্রমণ করিয়া সপ্তম কক্ষাতে গিয়া দুই জন দ্বারপালকে দেখিতে পাইলেন। ঐ দুই ব্যক্তির বয়ঃক্রম সমান—দুই জনই গদাধারী, অত্যুৎকৃষ্ট কেয়ূর, কুণ্ডল ও কিরীট দ্বারা অলঙ্কৃত এবং অতি সুন্দর বেশ করিয়াছিল। ২৭

তাহাদের কণ্ঠদেশে বনমালা লম্বিতা ও নীলবর্ণ বাহুচতুষ্টয়মধ্যে তাহা বিস্তৃত হওয়াতে মহতী শোভা পাইতেছিল, অধিকন্তু তন্মধ্যে অলিকুল আকুল হইয়া পতিত হইতেছিল, সুতরাং অত্যাশ্চর্য্য দেখাইতেছিল। কিন্তু উৎফুল্ল নাসিকা এবং অরুণ নয়ন দ্বারা দুই জনেরই বদন ঈষৎ মলিন বোধ হইতেছিল। ২৮

যাহা হউক, ঐ দুই দ্বারী দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতে থাকিলেও সেই মুনিগণ তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, পূর্ব্বে যেমন ছয় কক্ষার পুরটালঙ্কৃত বজ্রময় কপাট উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক দ্বারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সপ্তম কক্ষার দ্বারেও তদ্রূপেই প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদিগের জিজ্ঞাসা করিবার অপেক্ষাও ছিল না, সর্ব্বত্র আপনাদের অবিষম দৃষ্টিহেতু সকল স্থানেই নিঃশঙ্ক হইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, কুত্রাপি কেহ নিবারণ করিত না। ২৯

ঐ মুনিগণের আত্মজ্ঞান হইযাছিল, ইহাতে তাঁহারা বৃদ্ধ হইলেও পঞ্চমবর্ষীয় বালক তুল্য প্রকাশ পাইতে-ছিলেন, অতএব বেত্রাদি প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদিগকে নিবারণ করা কদাপি উচিত হয় না, কিন্তু ঐ দুই দ্বারীর স্বভাব ভগবান্‌ ব্রহ্মণ্যদেবের স্বভাবের প্রতিকূল থাকাতে তাহারা তাঁহাদিগকে বিবস্ত্র দেখিয়া বেত্র উত্তোলন পূর্ব্বক যাইতে নিষেধ করিল। ৩০

বৈকুণ্ঠস্থ দেবতা সকল উহা অবলোকন করিতে-ছিলেন এবং তাঁহাদের সমক্ষেই ঐ দুই দ্বারপাল পূজ্যতম মুনিদিগকে পুরীপ্রবেশ নিষেধ করাতে মুনিরা ভগবদ্দর্শনেচ্ছায় মহাব্যাঘাত পড়িল বোধ করিয়া সহসা ঈষৎ ক্রোধান্বিত হইলেন এবং সেই রোষ বশতঃ তাঁহাদের নয়ন অতিশয় ক্ষুভিত হইল। ৩১

শ্রীমুনয় উচুঃ।

কো বা ইহেত্য ভগবৎপরিচর্য্যয়োচ্চৈস্তদ্ধর্ম্মিণাং নিবসতাং বিষমঃ স্বভাবঃ।
তস্মিন্ প্রশান্তপুরুষে গতবিগ্রহে বাং কো বাত্মবৎ কুহকয়োঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ ॥ ৩২ ॥
ন হ্যন্তরং ভগবতীহ সমস্তকুক্ষাবাত্মানমাত্মনি নভো নভসীব ধীরাঃ।
পশ্যন্তি যত্র যুবয়োঃ সুরলিঙ্গিনোঃ কিং ব্যুৎপাদিতং হ্যুদরভেদি ভয়ং যতোঽস্য ॥ ৩৩ ॥
তদ্বামমুষ্য পরমস্য বিকুণ্ঠভর্ত্তুঃ কর্ত্তুং প্রকৃষ্টমিহ ধীমহি মন্দধীভ্যাম্।
লোকানিতো ব্রজতমন্তরভাবদৃষ্ট্যা পাপীয়সস্ত্রয় ইমে রিপবোঽস্য যত্র ॥ ৩৪ ॥
তেষামিতীরিতমুভাববধার্য্য ঘোরং তং ব্রহ্মদণ্ডমনিবারণমস্ত্রপূগৈঃ।
সদ্যো হরেরনুচরাবুরু বিভ্যতস্তৎপাদগ্রহাবপততামতিকাতরেণ ॥ ৩৫ ॥

তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন, অহে! ভগবানের সুমহৎ পরিচর্য্যা করিয়া তৎপ্রভাবে বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তি পূর্ব্বক যাঁহারা এখানে বাস করেন, তাঁহারা সকলেই ভগবদ্ধর্ম্মী এবং সমদর্শী, তোমরাও তাঁহাদের মধ্যেই দুই ব্যক্তি, তোমাদের এমত বিষম স্বভাব কেন? কেহ প্রবেশ করিবে, কেহ প্রবেশ করিতে পাইবে না, এ কি? যদি বল—দ্বারপালদিগের প্রভুপরিরক্ষণার্থ এরূপ স্বভাব ভূষণ ব্যতীত দূষণ নহে, এ বিষয়ে বক্তব্য এই, তোমাদের প্রভু প্রশান্ত পুরুষ, তাঁহার সহিত কাহারও বিরোধ নাই, ইহাতে তাঁহার রক্ষণার্থ ভয়শঙ্কার সম্ভাবনাও দেখি না, বুঝিলাম, তোমরা স্বয়ং কপট, এই নিমিত্ত আত্মদৃষ্টান্তে শঙ্কা করিতেছ, অন্য কোন কপট আসিয়া প্রবেশ করিবে, এখানে ভগবদ্ভক্ত ব্যতিরিক্ত কি অন্য কেহ আসিয়া থাকে? ৩২

অহে, ভেদজ্ঞানই আশঙ্কার কারণ, ভগবানে তো কাহারো ভেদবুদ্ধি নাই, এই সমস্ত বিশ্ব যাঁহার কুক্ষিতে বিলীন, বিবুজ্জন তাঁহাতে কখন আত্মার ভেদ দর্শন করেন না, বরঞ্চ যেমন ঘটাকাশকে মহাকাশমধ্যে অন্তর্ভূত হইতে দেখেন, তাহার ন্যায় সেই পরমাত্মাতে স্ব স্ব আত্মার অন্তর্ভাব অবলোকন করিয়া থাকেন। কি আশ্চর্য্য! তোমাদের দুই জনকে দেববেশী দেখিতেছি, অথচ অন্য রাজাদের যদ্রূপ উদর-ভেদকারী ভয় হয়, তোমাদের চিত্তে তাদৃক্ ভয়বিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা কি কারণে হইল? ৩৩

যাহা হউক, তোমরা পরম পুরুষ ভগবানের ভৃত্য, যদিও তোমরা মন্দবুদ্ধি, তথাচ তোমাদের মন্দ করা উচিত হয় না, তোমাদের প্রকৃষ্টরূপ মঙ্গল করিবার নিমিত্ত এই অপরাধে তোমাদের প্রতি যাহা বিধেয়, তাহা চিন্তা করি, তোমাদের ভেদদৃষ্টি হেতু তোমরা এই বৈকুণ্ঠলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাহাতে কাম, ক্রোধ, লোভ এই রিপুত্রয় বিরাজমান, সেই পাপীয়ান দেহ প্রাপ্ত হও। ৩৪

সেই দুই দ্বারপাল মুনিগণের ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিল, ইহা ঘোর ব্রহ্মদণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মশাপ, অস্ত্রসমূহ দ্বারাও ইহার নিবারণ হইবে না। অতএব যিনি নিজে সেই মুনিগণকে ভয় করেন, সেই শ্রীহরির অনুচরদ্বয় ভয়ে কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের পাদগ্রহণ পূর্ব্বক দণ্ডবৎ পতিত হইল। ৩৫

ভূয়াদঘোনি ভগবদ্ভিরকারি দণ্ডো যো নৌ হরেত সুরহেলনমপ্যশেষম্।
মা বোঽনুতাপকলয়া ভগবৎস্মৃতিঘ্নো মোহো ভবেদিহ তু নৌ ব্রজতোরধোঽধঃ ॥ ৩৬ ॥
এবং তদৈব ভগবানরবিন্দনাভঃ স্বানাং বিবুধ্য সদতিক্রমমার্য্যহৃদ্যঃ।
তস্মিন্ যযৌ পরমহংসমহামুনীনামন্বেষণীয়চরণৌ চলয়ন্ সহশ্রীঃ ॥ ৩৭ ॥
তন্ত্বাগতং প্রতিহৃতৌপয়িকং স্বপুংভিস্তেঽচক্ষতাক্ষবিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যম্।
হংসশ্রিয়োর্ব্যজনয়োঃ শিববায়ুলোলশুভ্রাতপত্রশশিকেশরশীকরাম্বুম্ ॥ ৩৮ ॥
কৃৎস্নপ্রসাদসুমুখং স্পৃহণীয়ধাম স্নেহাবলোককলয়া হৃদি সংস্পৃশন্তম্।
শ্যামে পৃথাবুরসি শোভিতয়া শ্রিয়া স্বশ্চূড়ামণিং সুভগয়ন্তমিবাত্মধিষ্ণ্যম্ ॥ ৩৯ ॥

যাহা হউক, দ্বারপালেরা মুনিদের চরণে নিপতিত হইয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে মুনিবৃন্দ! পাপীর প্রতি যেরূপ দণ্ড করা উচিত, আপনারা আমাদের উপরে সেই দণ্ডই করিলেন, এ স্থলে আমাদের প্রতি এই দণ্ডই হউক, এই দণ্ডে ঈশ্বরাজ্ঞা-ক্রমরূপ অশেষ পাপের ক্ষয়ে, আমরা অবশ্য নিষ্পাপ হইব। কিন্তু নিবেদন এই, আমরা অধমাধম মূঢ় যোনিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেও আপনাদের করুণা নিমিত্ত অনুতাপলেশে আমাদের যেন ভগবানের স্মরণপ্রতিবন্ধক মোহ উপস্থিত না হয়। ৩৬

এই সময়েই ভগবান্ পদ্মনাভ জানিতে পারিলেন, তাহারা দুই জন পুরুষ সাধু সন্নিধানে অপরাধী হইল, অতএব যে প্রদেশে ঐ মুনিগণ রুদ্ধ হইয়াছিলেন, আপনার চরণদ্বয় চালন পূর্ব্বক ত্বরায় কমলার সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন। পদব্রজে গমনের তাৎপর্য্য এই, ভগবানের সুগোচর হইয়াছিল, তাঁহার চরণদর্শন ইচ্ছায় ব্যাঘাত হওয়াতেই ঋষিদের রোষ জন্মিয়াছে, পদব্রজে গমন করিলে ইহা দর্শন করিয়া তাঁহাদের রোষশান্তি হইবে। আর লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হওনের তাৎপর্য্য এই যে, তিনি নিষ্কামদিগকেও ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। ৩৭

যাহা হউক, ভগবান্ ঐরূপে আগমন করিলে সেই মুনিগণ তাঁহাকে আপনাদিগের সমাধি দ্বারা লভ্য ফলস্বরূপ যে ব্রহ্ম—তিনি যেন চক্ষুর্গোচর হইলেন, এইরূপ ভাবিয়া দেখিতে লাগিলেন। যদিও ভগবান্ পদব্রজে আসিতেছিলেন, তথাচ তাঁহার নিজ ভৃত্যগণ গমনোচিত ছত্র-পাদুকাদি সঙ্গে সঙ্গে আনিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার দুই পার্শ্বে হংসবৎ অতি শুভ্রবর্ণ দুই ব্যজন এবং মস্তকে শ্বেতাত-পত্র ধৃত হইয়াছিল। সেই ছত্রের চতুর্দ্দিকে মুক্তাহার লম্বিত থাকাতে অনুকূল শোভন পবনের সঞ্চারে সে সমস্ত সঞ্চালিত হইতেছিল এবং তাহা হইতে জলকণা বিগলিত হইয়া ভগবানের গাত্র স্পর্শ করিতেছিল। ৩৮

ভগবানের মুখপ্রসাদে বোধ হইতেছিল, যেন তিনি মুনিবৃন্দ ও দ্বারপাল সকলেরই প্রতি প্রসন্ন হইবেন। ফলতঃ তিনি স্পৃহণীয় সমস্ত গুণের ধাম, সুতরাং তাঁহার প্রেমপূর্ণ কটাক্ষেই সকলের অন্তঃ-করণে সুখোদয় হইয়াছিল। আর লক্ষ্মী তাঁহার বক্ষঃস্থলে শোভমানা হওয়াতে তিনি তদ্দ্বারা সত্য-লোকের চূড়ামণিস্বরূপ যে বৈকুণ্ঠ, তাহার শোভা বৃদ্ধি করিতেছিলেন। ৩৯

পীতাংশুকে পৃথুনিতম্বিনি বিস্ফুরন্ত্যা কাঞ্চ্যালিভির্বিরুতয়া বনমালয়া চ।
বল্গুপ্রকোষ্ঠবলয়ং বিনতাসুতাংসে বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জম্ ॥ ৪০ ॥
বিদ্যুৎক্ষিপন্মকরকুণ্ডলমণ্ডনার্হগণ্ডস্থলোন্নসমুখং মণিমৎকিরীটম্ ।
দোর্দ্দণ্ডষণ্ডবিবরে হরতা পরার্দ্ধ্যহারেণ কন্ধরগতেন চ কৌস্তভেন ॥ ৪১ ॥
অত্রোপসৃষ্টমিতি চোৎস্মিতমিন্দিরায়াঃ স্বানাং ধিয়া বিরচিতং বহুসৌষ্ঠবাঢ্যম্।
মহ্যং ভবস্য ভবতাঞ্চ ভজন্তমঙ্গং নেমুর্নিরীক্ষ্য ন বিতৃপ্তদৃশো মুদা কৈঃ ॥ ৪২ ॥
তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।
অন্তর্গতঃ স্वবিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ৪৩ ॥
তে বা অমুষ্য বদনাসিতপদ্মকোশমুদ্বীক্ষ্য সুন্দরতরাধরকুন্দহাসম্।
লব্ধাশিষঃ পুনরবেক্ষ্য তদীয়মঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বং নখারুণমণিশ্রয়ণং নিদধ্যুঃ ॥ ৪৪ ॥

তাঁহার নিতম্বদেশে পীতবসনোপরি মনোভাবন কটিভূষণ এবং বক্ষঃস্থলে বনমালা লম্বিতা ছিল ও প্রকোষ্ঠে মনোহর বলয় সকল শোভা পাইতেছিল আর তিনি একটি হস্ত নিজ বাহন গরুড়ের স্কন্ধে দিয়া অন্য করে লীলাকমল ঘূর্ণায়মাণ করিতেছিলেন। ৪০

তাঁহার গণ্ডস্থল সৌদামিনীর শোভা অধিক্ষেপকারী মকরাকার কুণ্ডলে মণ্ডলার্হ এবং বদন উচ্চ নাসিকাবিশিষ্ট ও কিরীট মণিময় ছিল। বাহু-সমূহের মধ্যে অর্থাৎ বক্ষঃস্থল মনোহর হারে এবং গলদেশ মহার্হ কৌস্তভে শোভিত ছিল। ৪১

ফলতঃ ভগবানের ঐ মূর্ত্তি বিবিধ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ ছিল, ইহাতে তাঁহার ভক্তগণ এমত তর্ক করিতেছিল, "আমিই সৌন্দর্য্যের নিধি" এই বলিয়া লক্ষ্মীর যে অহঙ্কার আছে, তাহা অদ্য অস্তগত হইল। অহে দেবগণ! সেই ভগবান্ আমার (ব্রহ্মার), ঈশ্বরের এবং তোমাদের নিমিত্ত মূর্ত্তি প্রকটন করিয়া থাকেন, তাঁহার এবম্বিধ সৌন্দর্য্য বিচিত্র নহে। যাহা হউক, মুনিগণ তাঁহাকে আগত দেখিয়া শিরোবনমনপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য দর্শনে তাঁহাদের নেত্র পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হইল না। ৪২

মুনিগণ প্রণাম করিলে অরবিন্দনয়ন ভগবানের পদারবিন্দকেশরমিশ্রিতা তুলসীর মকরন্দযুক্ত বায়ু তাঁহাদের নাসারন্ধ্রযোগে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইল, তাহাতে যদিও তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন, তথাপি তাঁহাদের চিত্তে হর্ষ এবং শরীরে রোমাঞ্চ হইল। ৪৩

তাঁহারা ঊর্দ্ধদৃষ্টি দ্বারা নীলকমলের কোষস্বরূপ ভগবদ্বদনের মনোহর অধর এবং হাস্য অবলোকনে লব্ধমনোরথ হইয়া পুনর্ব্বার অধোদৃষ্টি দ্বারা তাঁহার চরণদ্বয়—যাহা নখরূপ অরুণ মণির আশ্রয় ছিল, তাহা নিরীক্ষণ করিলেন, এইরূপে এককালে সর্ব্বাঙ্গের লাবণ্য অনুভববাসনায় বারম্বার ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও অধোদৃষ্টি হইলেন, কিন্তু একেবারে ঊর্দ্ধাধোদৃষ্টি হওয়া অসম্ভব, সুতরাং ঐ অভিলাষ পূর্ণ না হওয়াতে পরে ধ্যানস্থ হইলেন। ৪৪

পুংসাং গতিং মৃগয়তামিহ যোগমার্গৈ-
ধ্যানাস্পদং বহুমতং নয়নাভিরামম্।
পৌংস্নং বপুর্দর্শয়ানমনন্যসিদ্ধৈ-
রৌৎপত্তিকৈঃ সমগৃণন্ যুতমষ্টভোগৈঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকুমারাঃ ঊচুঃ।

যোঽন্তর্হিতো হৃদিগতোঽপি দুরাত্মনাং ত্বং নাদ্যৈব নো নয়নমূলমনন্তরাদ্ধঃ।
যর্হ্যেব কর্ণবিবরেণ গুহাং গতো নঃ পিত্রানুবর্ণিতরহা ভবদুদ্ভবেন ॥ ৪৬ ॥
তং ত্বাং বিদাম ভগবন্ পরমাত্মতত্ত্বং সত্ত্বেন সংপ্রতি রতিং রচয়ন্তমেষাম্।
যৎ তেঽনুতাপবিদিতৈর্দৃঢ়ভক্তিযোগৈরুদ্গ্রন্থয়ো হৃদি বিদুর্মুনয়ো বিরাগাঃ ॥৪৭॥
নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ ৪৮ ॥

মুনিগণ ধ্যানস্থ হইলে ভগবান্ যে সকল পুরুষ যোগমার্গ দ্বারা গতি অন্বেষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ধ্যানের বিষয়ভূত এবং অত্যন্ত আদরাস্পদ ও নয়নের আহ্লাদজনক স্বীয় পৌরুষ শরীর দর্শন করাইতে লাগিলেন, তাহাতে মুনিরা ঐ অবস্থাতেই অসাধারণ অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যযুক্ত সেই ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন। ৪৫

ঐ কুমার-ঋষিগণ কহিলেন, হে অনন্ত! তুমি হৃদয়স্থিত হইয়াও দুরাত্মব্যক্তিদিগের নিকট অন্তর্হিত থাক অর্থাৎ তাহাদিগকে দর্শন দাও না; কিন্তু অদ্য আমাদের সমীপে লুক্কায়িত হইতে পারিলে না, আমাদের নয়নগোচর হইলে। প্রভো, আমাদের পিতা ব্রহ্মা, তোমা হইতে তাঁহার জন্ম হয়, তিনি যৎকালে তোমার রহস্য আমাদিগকে উপদেশ দেন, তৎকালেই তুমি আমাদের শ্রবণপথ দ্বারা বুদ্ধিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছ, ইহাতে কি আর তোমার অন্তর্ধান হইতে পারে? ৪৬

হে ভগবন্! নিরহঙ্কার রাগরহিত মুনিগণ ভক্তি-যোগ অর্থাৎ শ্রবণাদি দ্বারা স্ব স্ব হৃদয়ে যে তত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকেন, আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, তুমিই সেই আত্মতত্ত্বরূপ পরম তত্ত্ব, তুমিই বিশুদ্ধ সত্ত্ব শ্রীমূর্ত্তি দ্বারা ভক্তগণের তোমার প্রতি সর্ব্বদা রতি রচনা করিতেছ। ৪৭

হে ভগবন্! তোমার যশঃ পরম রমণীয় ও অতিশয় পবিত্র, সুতরাং কীর্ত্তনার্হ ও তীর্থস্বরূপ, যে সকল কুশল ব্যক্তি তোমার কথার রসজ্ঞ, তাঁহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসাদরূপ যে মোক্ষপদ, তাহাকেও গণ্য করেন না, ইন্দ্রাদি অন্য পদের কথা কি? ফলতঃ ইন্দ্রাদিপদেও তোমার ভ্রূভঙ্গিমাত্র ভয় নিহিত হয়, তোমার কথায় রসজ্ঞ জনেরা সতত নিরতিশয় সুখসম্ভোগ করেন, ইহাতে ঐ পদে তাঁহাদের কেন প্রবৃত্তি হইবে? ৪৮

বিবৃতি—সনকাদি মহামুনিগণ এস্থলে শ্রীভগবানের নারায়ণরূপ দর্শন করিয়া স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৫

কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তাচ্চেতোঽলিবদ্যদি নু তে পদয়ো রমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ ॥৪৯॥
প্রাদুশ্চকর্থ যদিদং পুরুহূত রূপং তেনেশ নির্বৃতিমবাপুরলং দৃশো নঃ।
তস্মা ইদং ভগবতে নম ইদ্বিধেম যোঽনাত্মনাং দুরুদয়ো ভগবান্ প্রতীতঃ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে বৈকুণ্ঠবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

হে ভগবন্! ইহার পূর্ব্বে আমাদেব পাপ ছিল না, এক্ষণে হইল, যেহেতু আমরা তোমার ভক্তদিগকে অভিশাপ দিলাম, আমাদের আত্মপাপ বশতঃ নরকে বাস হইবে। প্রভো! যদি আমাদের চিত্ত তোমার চরণারবিন্দে ভ্রমর তুল্য হইয়া রমণ অর্থাৎ বিহার করে, অর্থাৎ ভ্রমর যেমন কণ্টক দ্বারা বিধ্যমান হইলেও পুষ্পে রমণ করিয়া বেড়ায়, তাহার ন্যায় কোন প্রকার বিঘ্ন না গণিয়া যদি আমাদের চিত্ত তোমার চরণে রত হয়, আর যদি আমাদের বাক্য তুলসী তুল্য তোমার পদযুগল দ্বারা শোভমান হয়, অর্থাৎ তুলসী যেমন আত্মগুণ-নৈরপেক্ষ্যে কেবল তোমার চরণ সম্বন্ধেই শোভা পায়, তদ্বৎ যদি আমাদের বাক্য শোভা ধারণ করে এবং তোমার গুণ-গ্রাম দ্বারা যদি আমাদের শ্রবণবিবর পরিপূর্ণ হয়, তাহা হইলে আমাদের যথেষ্ট নরক হউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি হইবে না। ৪৯

হে বিপুলকীর্ত্তে! তুমি এই যে মূর্ত্তি প্রকটিত করিলে, ইহা দ্বারা আমাদের নেত্র অত্যন্ত তৃপ্তি প্রাপ্ত হইল। হে ঈশ! তুমি স্বয়ং ভগবান্, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগের নিকট অপ্রকট হইয়াও এই প্রকারে যে জ্ঞানগোচর হইলে, ইহাতে তোমাকে আমরা সহস্র সহস্র নমস্কার করি। ৫০

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

ইতি তদ্‌গৃণতাং তেষাং মুনীনাং যোগধর্ম্মিণাম্। প্রতিনন্দ্য জগাদেদং বিকুণ্ঠনিলয়ো বিভুঃ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এতৌ তৌ পার্ষদৌ মহ্যং জয়ো বিজয় এব চ। কদর্থীকৃত্য মাং যদ্বো বহ্বক্রাতামতিক্রমম্॥২॥

যস্ত্বেতয়োর্ধৃতো দণ্ডো ভবদ্ভির্মামনুব্রতৈঃ। স এবানুমতোঽস্মাভির্মুনয়ো দেবহেলনাৎ॥৩॥

তদ্বঃ প্রসাদয়াম্যদ্য ব্রহ্ম দৈবং পরং হি মে। তদ্ধীত্যাত্মকৃতং মন্যে যৎ স্বপুংভিরসৎকৃতাঃ॥৪॥

যন্নামানি চ গৃহ্ণাতি লোকো ভৃত্যে কৃতাগসি। সোঽসাধুবাদস্তৎকীর্ত্তিং হন্তি ত্বচমিবাময়ঃ॥৫॥

যস্যামৃতামলযশঃশ্রবণাবগাহঃ সদ্যঃ পুনাতি জগদাশ্বপচাদ্বিকুণ্ঠঃ।
সোঽহং ভবদ্ভ্য উপলব্ধসুতীর্থকীর্ত্তিশ্ছিন্দ্যাং স্ববাহুমপি বঃ প্রতিকূলবৃত্তিম্॥৬॥

যৎসেবয়া চরণপদ্মপবিত্ররেণুং সদ্যঃক্ষতাখিলমলং প্রতিলব্ধশীলম্।
ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি যস্যাঃ প্রেক্ষালবার্থমিতরে নিয়মান্ বহন্তি॥ ৭ ॥

মুনিশাপে বিষ্ণু-ভৃত্যদ্বয়ের বৈকুণ্ঠ হইতে পতন

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ! বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান্ সেই মহাযোগী মুনিগণের স্তব শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন। ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন, এই দুই ব্যক্তির নাম জয় এবং বিজয়, ইহারা আমার পার্ষদ বটে, কিন্তু যেহেতু আমাকে তুচ্ছ করিয়া তোমাদিগের প্রতি অতিশয় অনুচিত ব্যবহার করিয়াছে। ২

হে মুনিগণ! তোমরা আমার পরম ভক্ত, তোমরা ইহাদের উপরে প্রভুর প্রতি অবহেলা হেতু যে দণ্ডবিধান করিয়াছ, আমি সেই দণ্ডই অঙ্গীকার করিলাম। ৩

আমি ব্রাহ্মণকে পরম দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকি, অতএব তোমাদিগকে প্রসন্ন করিতেছি, তোমরা হে বিপ্রবৃন্দ! এ বিষয়ে যদিও আমার আপনার কোন অপরাধ নাই সত্য, তথাপি মদীয় পুরুষেরা যে সাধু পুরুষের অসৎকার করিয়াছে, তাহা আমার আত্মকৃত জ্ঞান হইতেছে। ৪

ভৃত্যেরা কোন দোষ করিলে লোকে অগ্রে জিজ্ঞাসা করে—কাহার ভৃত্য? তাহাতে যে প্রভুর নাম গৃহীত হয়, শ্বেতকুষ্ঠ যেমন ত্বক্ বিনষ্ট করে, তাহার ন্যায় ঐ অপবাদে সেই ব্যক্তির যশঃ ক্ষয় পায়। ৫

আমার নাম বিকুণ্ঠ, আমার নির্ম্মল যশঃ শ্রবণে মনোনিবেশ করিলে আচণ্ডাল সমস্ত জগজ্জন পবিত্রিত হয়, কিন্তু হে দ্বিজগণ! আমার ঐ সুশোভন তীর্থস্বরূপ যশঃ কোথা হইতে হইল? তোমরাই তো তাহা উপলব্ধি করিয়া জগতে প্রকাশ করিয়াছ, অতএব যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতিকূলাচরণ করে, সে যদি আমার বাহুস্থানীয় লোকেশ্বরও হয়, তাহাকেও আমি ছেদন করি, অন্যের কথা কি? ৬

যাঁহাদের সেবার দ্বারা আমি এমন হইতে পারিয়াছি যে, আমার চরণের রেণুর দ্বারাই অখিল লোকের কলুষ বিনাশ হইয়া থাকে এবং আমি এতাদৃশ শীল লাভ করিয়াছি যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ যে কমলার কটাক্ষ-লেশ লাভ নিমিত্ত বহুবিধ ব্রত-নিয়ম করেন, আমি বিরক্ত হইলেও তিনি আমাকে ক্ষণ-কালের নিমিত্ত ত্যাগ করেন না, সেই সকল ব্রাহ্মণের প্রতি যে ব্যক্তি প্রতিকূলাচারী, সে আমার বধ্য ব্যতীত অনুগ্রহের পাত্র নহে। ৭

নাহং তথাদ্মি যজমানহবির্বিতানে শ্চ্যোতদ্ঘৃতপ্লুতমদন্ হুতভুঙ্মুখেন।
যদ্ব্রাহ্মণস্য মুখতশ্চরতোঽনুঘাসং তুষ্টস্য ময্যবহিতৈর্নিজকর্ম্মপাকৈঃ॥ ৮॥

যেষাং বিভর্ম্ম্যহমখণ্ডবিকুণ্ঠযোগমায়াবিভূতিরমলাঙ্ঘ্রিরজঃ কিরীটৈঃ।
বিপ্রান্ নু কো ন বিষহেত যদর্হণাম্ভঃ সদ্যঃ পুনাতি সহচন্দ্রললামলোকান্॥ ৯॥

যে মে তনূর্দ্বিজবরান্ দুহতীর্মদীয়া ভূতান্যলব্ধশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা।
দ্রক্ষ্যন্ত্যঘক্ষতদৃশো হ্যহিমন্যবস্তান্ গৃধ্রা রুষা মম কুশন্ত্যধিদণ্ডনেতুঃ॥ ১০॥

যে ব্রাহ্মণান্ ময়ি ধিয়া ক্ষিপতোঽর্চ্চয়ন্তস্তুষ্যদ্ধৃদঃ স্মিতসুধোক্ষিতপদ্মবক্ত্রাঃ।
বাণ্যানুরাগকলয়াত্মজবদ্গৃণন্তঃ সম্বোধয়ন্ত্যহমিবাহমুপাকৃতস্তৈঃ॥ ১১॥

তন্মে স্বভর্ত্তুরবসায়মলক্ষমাণৌ যুষ্মদ্ব্যতিক্রমগতিং প্রতিপদ্য সদ্যঃ।
ভূয়ো মমান্তিকমিতাং তদনুগ্রহো মে যৎ কল্পতামচিরতো ভৃতয়োর্বিবাসঃ॥১২॥

হে মুনিগণ! আমি যজ্ঞেতে অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা যজমানের হবিঃ অর্থাৎ চরু পুরোডাশাদি আহার করি সত্য, কিন্তু যে সকল জ্ঞানী ব্রাহ্মণ আমাতে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া প্রতি গ্রাসে রসাস্বাদ পূর্ব্বক ঘৃতাক্ত পায়সাদি ভোজন করেন, তাঁহাদের মুখে আমার যেমন তৃপ্তিকর ভোজন হয়, যজ্ঞে অগ্নি-মুখ দ্বারা তদ্রূপ হয় না। ৮

হে ঋষিবৃন্দ! আমার যোগমায়ার পরিচ্ছেদ নাই এবং কুত্রাপি তাহার প্রতিঘাত হয় না, আর আমার চরণোদক শশিভূষণ শম্ভু সহিত লোকপাল সকলকে পবিত্র করে, এই জন্য আমি পরমেশ্বর এবং পরম পাবন, কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি এ প্রকার হইয়াও যাঁহাদের নির্ম্মল পদধূলি আপনার কিরীট দ্বারা নিরন্তর বহন করিতেছি, সেই বিপ্রগণ অপকার করিলেও তাহা কে না সহ্য করিবে? ৯

হে মুনিসকল! ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও রক্ষকহীন প্রাণী এই তিনটি আমার শরীর অর্থাৎ অধিষ্ঠানস্থান, "ইহাতে আমার অধিষ্ঠান হয় না" এই-রূপ ভেদদৃষ্টি দ্বারা যে সকল ব্যক্তি এতত্রয় অবলোকন করে, তাহাদের দৃষ্টি পাপে বিনষ্টা জানিবে। আমার দণ্ড-নায়ক যমের গৃধ্ররূপী দূতগণ সর্পবৎ রোষে পরিপূর্ণ হইয়া চঞ্চু দ্বারা তাহাদের সেই চক্ষু ছেদন করিয়া থাকে। ১০

কিন্তু ব্রাহ্মণেরা পরুষোক্তি করিলেও যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বাসুদেব জ্ঞানে পূজা করেন এবং সন্তুষ্ট চিত্তে হাস্য করিতে করিতে পুত্রবৎ সস্নেহ বচন প্রয়োগ করিয়া, আমি যেমন তোমাদিগকে সম্বোধন করি, এইরূপে আহ্বান করেন, আমি তাঁহাদের নিতান্ত বশীভূত হইয়া থাকি। ১১

অতএব আমার এই দুই পুরুষ স্বীয় প্রভুর অভিপ্রায় না জানিয়া তোমাদের নিকটে যে অপরাধ করিয়াছে, ইহারা ঐ অপরাধের সমুচিত গতি সত্বই প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার আমার সমীপে আসুক। হে ঋষিগণ! তোমরা এই দুই ব্যক্তির এ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্যত্র বাস অচিরে সম্পন্ন করিলে আমি যথেষ্ট অনুগ্রহ বোধ করিব। ১২

বিবৃতি—এই একাদশটি শ্লোকে ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। ১১

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

অথ তস্যোশতীং দেবীমৃষিকুল্যাং সরস্বতীম্। নাস্বাদ্য মন্ন্যুদষ্টানাং তেষামাত্মাপ্যতৃপ্যত ॥১৩॥

সতীং ব্যাদায় শৃণ্বন্তো লঘ্বীং গুর্ব্বর্থগহ্বরান্। বিগাহ্যাগাধগম্ভীরাং ন বিদুস্তচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ১৪ ॥

তে যোগমায়য়ারব্ধপারমেষ্ঠ্যমহোদয়ম্। প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিপ্রাঃ প্রহৃষ্টাঃ কুপিতত্বচঃ ॥১৫॥

শ্রীঋষয় ঊচুঃ।

ন বয়ং ভগবন্ বিদ্মস্তব দেব চিকীর্ষিতম্। কৃতো মেঽনুগ্রহশ্চেতি যদধ্যক্ষঃ প্রভাষসে ॥১৬॥

ব্রহ্মণ্যস্য পরং দৈবং ব্রাহ্মণাঃ কিল তে প্রভো। বিপ্রাণাং দেবদেবানাং ভগবানাত্মদৈবতম্ ॥ ১৭ ॥

ত্বত্তঃ সনাতনো ধর্ম্মো রক্ষ্যতে তনুভিস্তব। ধর্ম্মস্য পরমো গুহ্যো নির্ব্বিকারো ভবান্ মতঃ ॥১৮॥

ব্রহ্মা কহিলেন, ঐ ঋষিগণ যদিও সর্প প্রায় মহাক্রোধে দস্ট হইয়াছিলেন, তথাপি ভগবানের এই প্রকার কমনীয় সুশোভন ঋষিকুলযোগ্য বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের চিত্তে পরিতৃপ্তি বোধ হইল না, অর্থাৎ আরও অধিক শ্রবণের জন্য তাঁহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইল। ১৩

ফলতঃ তাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক কর্ণ পাতিয়া পরিমিতাক্ষর অথচ গুরুতর অর্থে দুষ্প্রবেশ্য এবং অর্থে ও অভিপ্রায়ে গম্ভীর সেই মধুর বচনাবলী শ্রবণানন্তর বিচার করিয়াও তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইতে পারিলেন না। ১৪

অনন্তর ঋষিদিগের যেন বোধ হইল, "আমাদের কথায় ভগবান্ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন," অতএব তাঁহারা তখন আহ্লাদে পুলকিত হইয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক যোগমায়ার দ্বারা পরম ঐশ্বর্য্যের পরম উৎকর্ষ-প্রকাশক সেই ভগবান্‌কে কহিতে লাগিলেন। ১৫

প্রভো, আপনি সকলের ঈশ্বর হইয়া এই যে কহিতেছেন, "আমার পুরুষেরা যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা আমরা আপনারই কৃত মানিতেছি, এবং এই দুই ব্যক্তির এ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্যত্র বাস অচিরে সম্পন্ন করিলে আমরা যথেষ্ট অনুগ্রহ বোধ করিব" এ সকল কথায় আপনার কি করিতে অভিলাষ, তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে না। ১৬

বিভো! তুমি ব্রহ্মণ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণের হিতকারী, ইহাতে ব্রাহ্মণগণ তোমার পরম দেবতা সত্য, কিন্তু বস্তুতঃ বিপ্রগণ দেবপূজ্য হইলেও তুমি তাঁহাদিগের আত্মা এবং তুমিই তাঁহাদের দেবতা। ১৭

প্রভো! তোমা হইতেই সনাতন ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে এবং তোমারই অবতারেরা তাহা রক্ষা করিতেছেন, আর তুমিই ঐ ধর্ম্মের গোপ্যফল, অর্থাৎ তাহা নির্ব্বিকার, স্বর্গাদি ফল তুল্য বিকারী নহে। অতএব তুমি এই প্রকার হইয়া যে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ঐরূপ আচরণ কর, উহা কেবল লোক-শিক্ষার্থ। ১৮

বিবৃতি—এই স্থানে ভগবানের বাণীকে "সরস্বতী" বলা হইয়াছে, পক্ষান্তরে ঐ বাণীকে নির্ম্মল, ঋষিগণের যজ্ঞপ্রবাহবাহিনী সুপবিত্রা নদী সরস্বতীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ১৩

"ভগবান্ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন কিম্বা নিন্দা করিতেছেন, অথবা আমরা যে দণ্ড করিয়াছি, তাহার সঙ্কোচ করিতেছেন, ইহাঁর কি করিতে বাসনা" তাঁহারা তাহা সহসা বুঝিতে পারিলেন না। ১৪

তরন্তি হ্যঞ্জসা মৃত্যুং নিবৃত্তা যদনুগ্রহাৎ। যোগিনঃ স ভবান্ কিংস্বিদনুগৃহ্যেত যৎপরৈঃ ॥১৯॥
যং বৈ বিভূতিরুপযাত্যনুবেলমন্যৈরর্থার্থিভিঃ স্বশিরসা ধৃতপাদরেণুঃ।
ধন্যার্পিতাঙ্ঘ্রি তুলসীনবদামধাম্নো লোকং মধুব্রতপতেরিব কাময়ানা ॥ ২০ ॥
যস্তাং বিবিক্তচরিতৈরনুবর্ত্তমানাং নাত্যাদ্রিয়ৎ পরমভাগবতপ্রসঙ্গঃ।
স ত্বং দ্বিজানুপথপুণ্যরজঃ পুনীতঃ শ্রীবৎসলক্ষ্ম কিমগা ভগভাজনস্ত্বম্ ॥ ২১ ॥
ধর্ম্মস্য তে ভগবতস্ত্রিযুগ ত্রিভিঃ স্বৈঃ পদ্ভিশ্চরাচরমিদং দ্বিজদেবতার্থম্।
নূনং ভৃতং তদভিঘাতি রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন নো বরদযা তনুবা নিরস্য ॥ ২২ ॥
ন ত্বং দ্বিজোত্তমকুলং যদি হাত্মগোপং গোপ্তা বৃষস্তর্হণেন সসূনৃতেন।
তর্হ্যেব নঙ্ক্ষ্যতি শিবস্তব দেব পন্থা লোকোঽগ্রহীষ্যদৃষভস্য হি তৎ প্রমাণম্ ॥২৩॥

প্রভো! তোমার অনুগ্রহমাত্রে লোকে বৈরাগ্য-যুক্ত ও যোগী হইয়া মৃত্যুর কবল হইতে উত্তীর্ণ হয়, তুমি এতাদৃশ পুরুষ, তোমাকে অন্যে অনুগ্রহ করিবে, এ কি কথা হইল? ১৯

হে দেব! অন্যান্য অর্থার্থী পুরুষ স্ব স্ব মস্তক দ্বারা যাঁহার পদরেণু ধারণ করে, সেই লক্ষ্মী তোমাকে অনুদিন সেবা করিয়া থাকেন। প্রভো, ঐ বিষয়ে কমলার আগ্রহ দেখিয়া এইরূপ ভাব বোধ হয়, সুকৃতী জন তোমার চরণে যে নবীন তুলসীদাম অর্পণ করেন, তাহাই যাহার আশ্রয়স্থান, এমত প্রধান ভ্রমরের স্থান যেন তিনি কামনা করিতেছেন। ২০

বিভো! লক্ষ্মী যে ঐরূপে তোমার পরিচর্য্যা করেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, তিনি মনে করেন, ইনি অতি সারগ্রাহী ভ্রমরস্বরূপ অথচ অতি চঞ্চল, কিন্তু যে ব্যক্তি ইহাঁর পদানত হয়, তাহার প্রতি অধিক আস্থা করেন, অতএব চরণ-বিলগ্ন তুলসীতে সদা সুস্থির হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন; তাহাতেই ইহাঁর চরণের মহতী শোভা। আমি বক্ষঃস্থলে আছি বটে, কিন্তু এখানে থাকিয়া কি লাভ? চরণে যাই, তুলসীর সহিত তাহারই আরাধনা করিব। হে ভগবন্! কমলা ঐ প্রকার ঔৎসুক্য সহকারে বিশুদ্ধ পরিচর্য্যা করিলেও তুমি তাঁহাকে সাতিশয় আদর কর না, কেন না, ভগবদ্ভক্ত জনেতেই তোমার সম্যক্ সমাদর, তুমি এবম্বিধ এবং স্বয়ং ভজনীয় গুণের ভাজন, তোমাকে কি বিপ্রগণের বর্ত্ম-সংলগ্ন ধূলি ও শ্রীবৎসচিহ্ন পবিত্রীকৃত করে? ২১

হে ভগবন্! তুমি ত্রিযুগ অর্থাৎ যুগত্রয়েই স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হইয়া থাক এবং ধর্ম্মস্বরূপ, তোমার অসাধারণ তপস্যা, শৌচ, দয়ারূপ যে তিনটি পদ, তাহাই আমাদের প্রতি বরদায়িনী সত্ত্বমূর্ত্তি দ্বারা স্ব স্ব অভিঘাতক রজস্তম নিরাকরণ পূর্ব্বক দেব-দ্বিজ-প্রয়োজনার্থ এই চরাচর পালন করিতেছে। ২২

অতএব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের কুল তোমারই রক্ষণীয়, তুমি ব্যক্তরূপে অর্চ্চনা ও মধুর বচন দ্বারা তাঁহাদের রক্ষা না করিলে তোমার আপনারই প্রকাশিত মঙ্গলময় পন্থা নষ্ট হইয়া যাইবে, যেহেতু লোকে প্রধান ব্যক্তিরই প্রমাণ গ্রহণ করিয়া থাকে, তুমি যদি ব্রাহ্মণকে মান্য না কর, তোমায় দেখিয়া লোকেরাও বিপ্রকুলের পূজা ও সমাদর করিবে না। ২৩

বিবৃতি—কলিযুগে ভগবান্ প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যমান হন না, এই জন্য ভগবান্‌কে ত্রিযুগ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই জন্য কলিযুগে শ্রীভগবানের যে অবতার, তাহা প্রচ্ছন্ন। ২২

তত্তেহনভীষ্টমিব সত্ত্বনিধের্বিধিৎসোঃ ক্ষেমং জনায় নিজশক্তিভিরুদ্ধৃতারেঃ।
নৈতাবতা ত্র্যধিপতের্বত বিশ্বভর্ত্তুস্তেজঃ ক্ষতং তব নতস্য স তে বিনোদঃ ॥ ২৪ ॥
যং বানয়োর্দমমধীশ ভবান্ বিধত্তে বৃত্তিং নু বা তদনুমন্মহি নির্ব্ব্যলীকম্।
অস্মাসু বা য উচিতো ধ্রিয়তাং স দণ্ডো যেহনাগসৌ বয়মযুঙ্ক্ষ্মহি কিল্বিষেণ ॥ ২৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এতৌ সুরেতরগতিং প্রতিপদ্য সদ্যঃ সংরম্ভসম্ভৃতসমাধ্যনুবদ্ধযোগৌ।
ভূয়ঃ সকাশমুপযাস্যত আশু যো বঃ শাপো ময়ৈব নিমিতস্তদবেত বিপ্রাঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনম্। বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বিকুণ্ঠঞ্চ স্বয়ংপ্রভম্ ॥ ২৭ ॥
ভগবন্তং পরিক্রম্য প্রণিপত্যানুমান্য চ। প্রতিজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ শংসন্তো বৈষ্ণবীং শ্রিয়ম্ ॥২৮॥

প্রভো! ঐ বেদমার্গ বিনষ্ট করা তোমার অভীষ্ট, এমত বলিতে পারা যায় না, যেহেতু তুমি সত্বগুণের নিধি এবং লোকদের কল্যাণই বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, এই নিমিত্ত আত্মশক্তি-স্বরূপ রাজাদি দ্বারা ধর্ম্মের প্রতিকূলাচারীদিগকে সমূলে উন্মূলন কর, অতএব ব্রাহ্মণকুলে অবনত হওয়া তোমার যুক্ত বটে। হে দেব! তুমি ত্রিভুবনের অধিপতি, এবং এই বিশ্বের পালনকর্ত্তা, ধর্ম্মরক্ষণমাত্র প্রয়োজনে ব্রাহ্মণকুলের প্রতি যে ঐরূপ অবনত হইলে, ইহাতে তোমার প্রভাব ক্ষীণ হইল না, ঐ অবনতি কেবল লীলা-বিনোদ মাত্র। ২৪

যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের নিবেদন এই, আপনি এই দুই পুরুষের প্রতি যদি অন্য কোন দণ্ড-বিধান করিতে বাসনা করেন, অথবা যদি অন্যান্য গুণ হেতু ইহাদের প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ আপনার অভিপ্রায় হয়, হে অধীশ, যাহা করিবেন, সকলেই আমাদের সম্মতি আছে। আর এই দুই ব্যক্তি নিরপরাধ, আমরা অন্যায় করিয়া ইহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছি, যদি এমত বোধ করেন, তাহা হইলে আমাদিগের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করুন। ২৫

মুনিগণের এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কহিলেন, ইহারা দুই জনে এখনি অসুরযোনি প্রাপ্ত হউক, ক্রোধাবেশ বশতঃ আমাতে চিত্তের একাগ্রতা হওয়ায় ইহাদের যোগ দৃঢ়ীকৃত হইবে, তাহাতে অচিরে পুনশ্চ আমার সমীপে আসিতে পারিবে। হে মুনিগণ! তোমরা যে ইহাদিগকে শাপ দিয়াছ, তাহাতে তোমাদের অপরাধ নাই, তোমাদের প্রদত্ত ঐ শাপ আমারই নির্ম্মিত। ২৬

ব্রহ্মা কহিলেন, তদনন্তর সেই মুনিগণ বিকণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠ উত্তমরূপে অবলোকন করিলেন। ভগবান্ এবং তদীয় নিবাস ভবন উভয়ই নয়নানন্দজনক ও স্বয়ংপ্রকাশমান, সুতরাং তদ্দর্শনে ঋষিদের সাতিশয় আনন্দ হইল। ২৭

পরে তাঁহারা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া ভগবানের আজ্ঞা গ্রহণানন্তর হৃষ্টচিত্তে ভগবদৈশ্বর্য্যের কথা কহিতে কহিতে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগত হইলেন। ২৮

ভগবানমুগাবাহ যাতং মাভৈষ্টমস্তু শম্। ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোঽপি হন্তুং নেচ্ছে মতং তু মে ॥২৯॥
ময়ি সংরম্ভযোগেন নিস্তীর্য্য ব্রহ্মহেলনম্। প্রত্যেষ্যতং নিকাশং মে কালেনাল্পীয়সা পুনঃ।
দ্বাঃস্থাবাদিশ্য ভগবান্ বিমানশ্রেণিভূষণম্। সর্ব্বাতিশয়য়া লক্ষ্ম্যা জুষ্টং স্বং ধিষ্ণ্যমাবিশৎ ॥৩০॥
তৌ তু গীর্ব্বাণবৃষভৌ দুস্তরাদ্ধরিলোকতঃ। হতশ্রিয়ৌ ব্রহ্মশাপাদভূতাং বিগতস্ময়ৌ ॥ ৩১ ॥
তদা বিকুণ্ঠধিষণাত্তয়োর্নিপতমানয়োঃ। হাহাকারো মহানাসীদ্বিমানাগ্র্যেষু পুত্রকাঃ ॥ ৩২ ॥
তাবেব হ্যধুনা প্রাপ্তৌ পার্ষদপ্রবরৌ হরেঃ। দিতের্জঠরনির্ব্বিষ্টং কাশ্যপং তেজ উল্বণম্ ॥৩৩॥
তয়োরসুরয়োরদ্য তেজসা যময়োর্হি বঃ। আক্ষিপ্তং তেজ এতর্হি ভগবাংস্তদ্বিধিৎসতি ॥৩৪॥

বিশ্বস্য যঃ স্থিতিলয়োদ্ভবহেতুরাদ্যো যোগেশ্বরৈরপি দুরত্যয়যোগমায়ঃ।
ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশস্তত্রাস্মদীয়বিমৃশেন কিয়ানিহার্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরোদ্ধবসংবাদে জয়বিজয়ভ্রংশো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

মুনিগণ গমন করিলে ভগবান্ আপনার সেই দুই অনুচরকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা প্রস্থান কর, ভয় নাই, মঙ্গল হইবে। আমি সমর্থ, শাপ মোচন করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মতেজের প্রতিঘাত করিতে আমার ইচ্ছা নাই, আর এ বিষয় আমারই সম্মত। ২৯

অতএব গমন কর, তোমাদিগকে অধিককাল শাপ-গ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইবে না, তোমরা আমার প্রতি ক্রোধনিবন্ধন এই ব্রাহ্মণাবমাননা জন্য পাপ উত্তীর্ণ হইয়া অত্যল্পকালের মধ্যেই পুনর্ব্বার আমার সমীপে প্রত্যাগমন করিবে। ভগবান্ ঐ দুই দ্বারপালকে এই প্রকার আদেশ করিয়া চারিদিকে ভূরি ভূরি বিমান-ভূষণে ভূষিত স্বীয় ধামে লক্ষ্মী কর্তৃক সেবিত হইয়া প্রবেশ করিলেন। অনন্তর হরি-পার্ষদ সেই দুই দেব-শ্রেষ্ঠ দুস্তর ব্রহ্মশাপ বশতঃ হরিলোক হইতে পতিত হইতে হইতে হতশ্রী এবং বিগতগর্ব্ব হইল। ৩০-৩১

হে দেবগণ! তাহারা যখন বৈকুণ্ঠলোক হইতে পতিত হয়, তখন সেখানে বিমানাগ্রভাগে অতিশয় হাহাকার হইয়াছিল। ৩২

হে বৎসসকল! ভগবানের সেই দুই পার্ষদই এক্ষণে দিতির গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া কশ্যপের ঔরসে দিতির জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ৩৩

সেই দুই যমজ অসুরের তেজেই অদ্য তোমাদের তেজঃ তিরস্কৃত হইতেছে। হে বৎসগণ! এ বিষয়ে প্রতি-কার করিতে পারা যাইবে না, যেহেতু ইদানীং এইরূপ বিধান করিতে স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছা হইয়াছে। ৩৪

হে বৎস সকল! এ বিষয়ে উপায়ার্থ আমাদের চিন্তা করিবার প্রয়োজন দেখি না, যে আদ্য পুরুষ এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, যাঁহার যোগ-মায়া যোগেশ্বরদিগেরও অনুল্লঙ্ঘনীয়া, তিনি ত্রিগুণের অধীশ্বর, যখন যখন সত্ত্বগুণের উৎকর্ষকাল হইবে, তখন তখনই আপনিই কল্যাণবিধান করিবেন; এ বিষয়ে এখন আমাদিগের চেষ্টায় কোনও ফল নাই। ৩৫

বিশ্বস্তুতি—"এই বিষয় আমারই সম্মত," ইহার রহস্য এই, যদিও সনকাদি মুনির ক্রোধ সম্ভবে না, এবং ভগবানের পার্ষদদিগের ব্রাহ্মণের প্রতি প্রতিকূলাচরণ অসম্ভব, আর ভগবানের নিজ ভক্তজনে অপেক্ষা নাই, ও যাহারা বৈকুণ্ঠ-গত হয়, তাহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না, এ সকল সত্য, তথাপি ভগবানের এই দুই পার্ষদের অন্তঃকরণে যুদ্ধে ভগবান্‌কে তৃপ্তিদান করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। ঐ অভিলাষ কিরূপে পূর্ণ করিতে পারেন, ভগবান্ ভক্ত দ্বারপালদ্বয়ের এই সেবার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবার জন্যই পার্ষদের ব্রাহ্মণ নিবারণে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া তাহাদের প্রতি ব্রাহ্মণদের ক্রোধ উদ্দীপনপূর্ব্বক ব্রহ্মশাপচ্ছলে তাহাদিগকে প্রতিপক্ষ করিলেন এবং সংগ্রামে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিবার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্যই প্রতিকূলভাবে তাঁহাদের আবির্ভাবের ব্যবস্থা করিলেন। ২৯

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

নিশম্যাত্মভুবা গীতং কারণং শঙ্কয়োজ্ঝিতাঃ। ততঃ সর্ব্বে ন্যবর্ত্তন্ত ত্রিদিবায় দিবৌকসঃ ॥ ১ ॥
দিতিস্তু ভর্ত্তুরাদেশাদপত্যপরিশঙ্কিনী। পূর্ণে বর্ষশতে সাধ্বী পুত্রৌ প্রসুষুবে যমৌ ॥ ২ ॥
উৎপাতা বহবস্তত্র নিপেতুর্জায়মানয়োঃ। দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ লোকস্যোরুভয়াবহাঃ ॥৩ ॥
সহাচলা ভুবশ্চেলুর্দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রজজ্বলুঃ। সোল্কাশ্চাশনয়ঃ পেতুঃ কেতবশ্চার্ত্তিহেতবঃ ॥৪॥
ববৌ বায়ুঃ সুদুস্পর্শঃ ফেৎকারানীরয়ন্মুহুঃ। উন্মূলয়ন্নগপতান্ বাত্যানীকো রজোধ্বজঃ ॥ ৫ ॥
উদ্ধসত্তড়িদম্ভোদঘটয়া নষ্টভাগণে। ব্যোম্নি প্রবিষ্টতমসা ন স্ম ব্যাদৃশ্যতে পদম্ ॥৬ ॥
চুক্রোশ বিমনা বার্দ্ধিরুদূর্ম্মিঃ ক্ষুভিতোদরঃ। সোদপানাশ্চ সরিতশ্চুক্ষুভুঃ শুষ্কপঙ্কজাঃ ॥ ৭ ॥
মুহুঃ পরিধয়োঽভূবন্ সরাহ্বোঃ শশিসূর্য্যয়োঃ। নির্ঘাতা রথনির্হ্রাদা বিবরেভ্যঃ প্রজজ্ঞিরে ॥৮ ॥

হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের জন্ম এবং হিরণ্যাক্ষের দিগ্বিজয়

মৈত্রেয় কহিলেন, ব্রহ্মার প্রমুখাৎ দিতির গর্ভ-তেজের কারণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার বাক্যেই নির্ভয় হইয়া দেবগণ স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। ১

সাধ্বী দিতি স্বামীর বাক্যে আপনার সন্তানদ্বয় কর্ত্তৃক দেববৃন্দের ভাবী উপদ্রবের বিষয় ভাবনা করিতে করিতে, শত বৎসর পূর্ণ হইলে দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। ২

তাঁহার দুই সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হইল, সে সময় স্বর্গ মর্ত্ত্য আকাশে ভূরি ভূরি ভয়ানক উৎপাত উপস্থিত হইয়া সকলেরই মহা ভয় উৎপন্ন করিল। ৩

সেই সকল উৎপাতের বিবরণ কত বর্ণন করিব, পর্ব্বত সহিত সমস্ত ভূপ্রদেশ বিচলিত হইল এবং দিক্‌সকল জ্বলিতে লাগিল, আকাশ হইতে ভূরি ভূরি ভয়ঙ্কর উল্কা ও বজ্র পতিত হইতে লাগিল এবং লোকের বিপৎসূচক কেতুসকল উদিত হইতে লাগিল। ৪

বায়ু অতিশয় দুস্পর্শ হইয়া বারম্বার ফেৎকার শব্দ করিতে করিতে বহিতে লাগিল, তাহাতে বহু বহু প্রকাণ্ড বৃক্ষ উন্মূলিত হইল। প্রবল বাত্যা তাহার সৈন্য এবং উড্ডীয়মান ধূলি তাহার ধ্বজাস্বরূপ হইয়াছিল। ৫

নিবিড়তর ঘনঘটা চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তাহা হইতে উচ্চ হাস্যপ্রকাশের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ বিনির্গত হইতেছিল, তথাপি এরূপ গাঢ় অন্ধকার হইল যে, আকাশমণ্ডলে সূর্য্যাদির প্রভাসমূহ যেন এককালে বিনষ্ট হইয়া গেল, অত্যল্প স্থানও দৃষ্টিগোচর হইল না। ৬

সমুদ্র যেন উদ্বেগাকুল হইয়া শব্দ করিতে লাগিল, তাহার তরঙ্গসকল উপর পর্য্যন্ত আসিয়া উঠিল এবং অভ্যন্তরস্থ মকরাদি জলজন্তু সাতিশয় ক্ষুভিত হইল। বাপী-কূপাদি সহিত নদী-সকল এরূপ ক্ষুব্ধ হইল যে, সে সকলে যে সমস্ত কমল ছিল, তাবৎ শুষ্ক হইয়া গেল। ৭

রাহুগ্রস্ত চন্দ্র-সূর্য্যের বারম্বার পরিবেশ হইতে আরম্ভ হইল এবং বিনা মেঘেও মুহুর্মুহুঃ নির্ঘাত অর্থাৎ মেঘগর্জ্জন ও গিরিগহ্বর হইতে রথ-নির্হ্রাদের তুল্য শব্দ উৎপন্ন হইতে লাগিল। ৮

অন্তর্গ্রামেষু মুখতো বমন্ত্যো বহ্নিমুল্বণম্। শৃগালোলূকটঙ্কারৈঃ প্রণেদুরশিবাঃ শিবাঃ ॥ ৯ ॥
সঙ্গীতবদ্রোদনবদুন্নময্য শিরোধরাম্। ব্যমুঞ্চন্ বিবিধা বাচো গ্রামসিংহাস্ততস্ততঃ ॥১০॥
খরাশ্চ কর্কশৈঃ ক্ষত্তঃ খুরৈর্ঘ্নন্তো ধরাতলম্। খার্কাররভসা মত্তাঃ পর্য্যধাবন্ বরূথশঃ ॥ ১১ ॥
রুবন্তো রাসভাৎ ত্রস্তা নীড়াদুদপতন্ খগাঃ। ঘোষেঽরণ্যে চ পশবঃ শকৃন্মূত্রমকুর্ব্বত ॥ ১২ ॥
গাবোঽত্রসন্নসৃগ্দোহাস্তোয়দাঃ পূয়বর্ষিণঃ। ব্যরুদন্ দেবলিঙ্গানি দ্রুমাঃ পেতুর্বিনানিলম্ ॥১৩॥
গ্রহান্ পুণ্যতমানন্যে ভগণাংশ্চাপি দীপিতাঃ। অতিচেরুর্বক্রগত্যা যুযুধুশ্চ পরস্পরম্ ॥ ১৪ ॥
দৃষ্ট্বান্যাংশ্চ মহোৎপাতানতত্ত্ববিদঃ প্রজাঃ। ব্রহ্মপুত্রানৃতে ভীতা মেনিরে বিশ্বসংপ্লবম্ ॥১৫ ॥
তাবাদিদৈত্যৌ সহসা ব্যজ্যমানাত্মপৌরুষৌ। ববৃধাতেঽশ্মসারেণ কায়েনাদ্রিপতী ইব ॥ ১৬ ॥

দিবিস্পৃশৌ হেমকিরীটকোটিভির্নিরুদ্ধকাষ্ঠৌ স্ফুরদঙ্গদাভুজৌ।
গাং কম্পয়ন্তৌ চরণৈঃ পদে পদে কট্যা সুকাঞ্চ্যার্কমতীত্য তস্থতুঃ ॥ ১৭ ॥

গ্রামের প্রান্তে শৃগালীসমূহ মুখ হইতে ভয়ানক বহ্নি বমন করিতে করিতে শৃগাল ও পেচকের সহিত অমঙ্গলজনক শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ৯

কুকুরনিকর যেখানে সেখানে গ্রীবা উন্নত করিয়া কখন সঙ্গীতের ন্যায়, কখন বা রোদনতুল্য শব্দ করত স্ব স্ব বদন হইতে নানা প্রকার শব্দ নির্গত করিতে লাগিল। ১০

হে বিদুর! গর্দ্দভসকল ভূরি ভূরি দলবদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ খুর দ্বারা ধরাতল উল্লিখন করিতে করিতে চারিদিকে ধাবমান হইল, তাহারা মত্ত এবং ব্যস্তসমস্ত হইয়া কেবল জাতীয় খার্কার রবই করিতেছিল। ১১

বিহগগণ গর্দ্দভ-শব্দে ভীত হইয়া নানাপ্রকারে ব্যাকুলভাবে ধ্বনি করিতে করিতে স্ব স্ব নীড় হইতে উৎপতিত হইতে লাগিল, কি গোষ্ঠে, কি অরণ্যে, যাবতীয় পশু ব্যাকুল হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিল। ১২

গাভীসকল ভয়ব্যাকুল হইল, তাহাদের স্তন হইতে শোণিতময় দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে লাগিল, মেঘ হইতে পূঁয় বৃষ্টি হইল ও দেবপ্রতিমা সকলের নয়ন হইতে অশ্রুপাত আরম্ভ হইল এবং বিনা বায়ুতে তরু সকল উন্মূলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। ১৩

শনি-মঙ্গলাদি ক্রূর গ্রহগণ অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া গুরু-শুক্রাদি শুভ গ্রহগণকে অতিক্রম পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল এবং বক্রগতি দ্বারা প্রত্যাবর্ত্তন পুরঃসর পরস্পর ঘোর যুদ্ধও আরম্ভ করিল। ১৪

এই সমস্ত উৎপাতের তত্ত্ব ব্রহ্মপুত্র ঋষিগণ ব্যতীত প্রজাদের বিদিত ছিল না, অতএব এই সকল অনিষ্টচিহ্ন এবং অন্যান্য বিবিধ ভয়ঙ্কর কুলক্ষণ অবলোকন করিয়া তাঁহারা ব্যতীত আর সকল প্রজাই যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইল এবং মনে করিল, বুঝি বিশ্ববিপ্লব উপস্থিত হইল। ১৫

এ দিকে ঐ দুই আদিদৈত্য দুই প্রকাণ্ড পর্ব্বত-তুল্য এবং প্রস্তরবৎ কঠিনকায় হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তাহাতে তাহাদিগের পূর্ব্বসিদ্ধ আত্ম-পৌরুষ আপনা হইতেই প্রকাশমান হইল। ১৬

তাহাদের মস্তকস্থ সুবর্ণময় কিরীটের অগ্রভাগ স্বর্গ স্পর্শ করিল এবং দুই জনেই সমুদায় দিক্ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল এবং উভয়ের হস্তেই অঙ্গদাদি ভূষণের দীপ্তি এবং কটিদেশে সুশোভন কাঞ্চীর শোভা প্রকাশ-মান হইল, কিন্তু তাহাদের চরণাঘাতে পদে পদে ভূকম্প হইতে লাগিল এবং কটিদেশ দ্বারা তাহারা যেন দিবাকরকে অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। ১৭

প্রজাপতির্নাম তয়োরকার্ষীৎ যঃ প্রাক্ স্বদেহাদ্যমযোরজায়ত।
তং বৈ হিরণ্যকশিপুং বিদুঃ প্রজা যং তং হিরণ্যাক্ষমসূত সাগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥

চক্রে হিরণ্যকশিপুর্দোর্ভ্যাং ব্রহ্মবরেণ চ। বশে সপালান্ লোকাংস্ত্রীনকুতোমৃত্যুরুদ্ধতঃ ॥১৯॥
হিরণ্যাক্ষোঽনুজস্তস্য প্রিয়ঃ প্রীতিকৃদন্বহম্। গদাপাণির্দিবং যাতো যুযুৎসুর্মৃগয়ন্ রণম্ ॥ ২০ ॥
তং বীক্ষ্য দুঃসহজবং রণৎকাঞ্চননূপুরম্। বৈজয়ন্ত্যা স্রজা জুষ্টমংসন্যস্তমহাগদম্ ॥ ২১ ॥
মনোবীর্য্যবরোৎসিক্তমসৃণ্যমকুতোভয়ম্ । ভীতা নিলিল্যিরে দেবাস্তার্ক্ষত্রস্তা ইবাহয়ঃ ॥২২ ॥
স বৈ তিরোহিতান্ দৃষ্ট্বা মহসা স্বেন দৈত্যরাট্। সেন্দ্রান্ দেবগণান্ ক্ষীবা ন পশ্যন্ ব্যনদদ্ভৃশম্।
ততো নিবৃত্তঃ ক্রীড়িষ্যন্ গম্ভীরং ভীমনিস্বনম্। বিজগাহ মহাসত্ত্বো বার্দ্ধিং মত্ত ইব দ্বিপঃ ॥২৩ ॥

তস্মিন্ প্রবিষ্টে বরুণস্য সৈনিকা যাদোগণাঃ সন্নধিয়ঃ সসাধ্বসাঃ।
অহন্যমানা অপি তস্য বর্চ্চসা প্রধর্ষিতা দূরতরং বিদুদ্রুবুঃ ॥ ২৪ ॥

অনন্তর প্রজাপতি কশ্যপ তাহাদের দুই জনের নামকরণ করিলেন, তাহাতে তন্মধ্যে যে জন কশ্যপের স্বদেহ হইতে প্রথমে জন্মিয়াছিল, সকলে তাহাকে হিরণ্যকশিপু এবং দিতি যাহাকে অগ্রে প্রসব করেন, তাহাকে হিরণ্যাক্ষ বলিয়া জানিল। অর্থাৎ ঐ দুই দৈত্য যমজ, তাহাদেব মধ্যে যে প্রথমে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার নাম হিরণ্যাক্ষ এবং যে শেষে নির্গত হয়, তাহার নাম হিরণ্যকশিপু বলিয়া বিখ্যাত। ১৮

অগ্রজ হিরণ্যকশিপু স্বীয় বাহুবলে উদ্ধত এবং ব্রহ্মার বরে অমর হইয়া লোকপালসহিত সমস্ত লোককে আপনার বশবর্ত্তী করিল। ১৯

তাহার অনুজ হিরণ্যাক্ষ তাহার অতিশয় প্রিয়-পাত্র ছিল এবং সদা তাহার প্রীতি জন্মাইত। সে হস্তে গদা লইয়া যুদ্ধ করিবার বাসনায় সমরান্বেষণ করত একদা স্বর্গলোকে গমন করিল। ২০

তাহার চরণদ্বয়ে কাঞ্চনময় নূপুর শব্দায়মান এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী-মালা লম্বমানা, আর স্কন্ধে মহতী গদা ন্যস্তা ছিল এবং সে অত্যন্ত দুঃসহবেগে গমন করিতেছিল। ২১

সেই দৈত্য শৌর্য্য, বীর্য্য এবং বর দ্বারা গর্ব্বিত ও নিরঙ্কুশ এবং অকুতোভয় হইয়া উঠিল। তাহাকে অবলোকন করিয়া দেবগণ, গরুড়-দর্শনে যদ্রূপ অহিকুল ব্যাকুল হয়, তদ্রূপ ভয়ার্ত্ত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। ২২

দেবরাজের সহিত সমস্ত দেবগণ স্ব স্ব তেজের সহিত তিরোহিত হইলে, কেহ নয়নগোচর না হওয়াতে ঐ দৈত্যরাজ অতিমাত্র মত্ত হইল এবং বারম্বার গর্জ্জন আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আপনিই ক্ষান্ত হইয়া মত্ত হস্তীর ন্যায় জলক্রীড়া করিবার বাসনায় ভয়ঙ্কর রবকারী গভীর সাগরে গিয়া অবগাহন করিল। ২৩

সে জলে প্রবিষ্ট হইলে জলাধিপতি বরুণের সেনা-স্বরূপ জলজন্তুগণের বুদ্ধি মহাভয়ে অবসন্না হইল, এবং দৈত্য কর্ত্তৃক আহত না হইলেও তাহার দুঃসহ তেজে অভিভূত হইয়া তাহারা দূরে পলাইতে লাগিল। ২৪

বিবৃতি—পিতার প্রথম শুক্রনিষেকে যে সন্তানের জন্ম অগ্রে হইয়া থাকে, সে গর্ভকোষের অভ্যন্তরে থাকায় প্রসবসময়ে অগ্রে বহির্গত হইতে পারে না, সুতরাং পরবর্ত্তী নিষেকজাত বালকই প্রথমে প্রসূত হইয়া থাকে। ১৮

স বর্ষপূগানুদধৌ মহাবলশ্চরন্মহোর্মীন্ শ্বসনেরিতান্মুহুঃ।
মৌর্ব্যাভিজঘ্নে গদয়া বিভাবরীমাসেদিবাংস্তাত পুরং প্রচেতসঃ॥ ২৫ ॥

তত্রোপলভ্যাসুরলোকপালকং যাদোগণানামৃষভং প্রচেতসম্।
স্ময়ন্ প্রলব্ধুং প্রণিপত্য নীচবজ্জগাদ মে দেহ্যধিরাজ সংযুগম্॥ ২৬ ॥

ত্বং লোকপালাধিপতির্বৃহচ্ছ্রবা বীর্য্যাপহো দুর্ম্মদবীরমানিনাম্।
বিজিত্য লোকে কিল দৈত্যদানবান্ যদ্রাজসূয়েন পুরাঽযজৎ প্রভো॥২৭॥

স এবমুৎসিক্তমদেন বিদ্বিষা দৃঢ়ং প্রলব্ধো ভগবানপাং পতিঃ।
রোষং সমুত্থং শময়ন্ স্বয়া ধিয়া ব্যবোচদঙ্গোপশমং গতা বয়ম্॥ ২৮ ॥

পশ্যামি নান্যং পুরুষাৎ পুরাতনাদ্ যঃ সংযুগে ত্বাং রণমার্গকোবিদম্।
আরাধয়িষ্যত্যসুরর্ষভেহি তং মনস্বিনো যং গৃণতে ভবাদৃশাঃ॥ ২৯ ॥

তং বীরমারাদভিপদ্য বিস্ময়ঃ শয়িষ্যসে বীরশয়ে শ্বভির্বৃতঃ।
যস্ত্বদ্বিধানামসতাং প্রশান্তয়ে রূপাণি ধত্তে সদনুগ্রহেচ্ছয়া॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে হিরণ্যাক্ষদিগ্বিজয়ে আদিদৈত্যোৎপত্তির্নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭ ॥

যাহা হউক, ঐ মহাবল দৈত্য সমুদ্রমধ্যে বরুণ দেবতার বিভাবরী নামে পুরী প্রাপ্ত হইয়া বহু বৎসর যাবৎ তন্মধ্যে বিহার করিল। তাহার ভয়ানক নিঃশ্বাসে বহু বহু বৃহত্তর তরঙ্গ হইয়াছিল। সে কৃষ্ণবর্ণ লৌহময়ী গদা দ্বারা সেই সকল তরঙ্গের উপর আঘাত করিত। ২৫

অনন্তর সাগরমধ্যে জলজন্তুগণের প্রধান এবং পাতাললোকের পালক বরুণদেবকে দেখিতে পাইয়া সগর্ব্বে উপহাস করিবার নিমিত্ত প্রণাম করিল এবং নীচবৎ এই বাক্য কহিল, অহে সমুদ্রের অধিরাজ! আমাকে যুদ্ধ দিতে আজ্ঞা হউক। ২৬

হে মহাশয়! আপনি লোকপালদের অধিপতি বরুণ দেব, এবং মহাযশস্বী, বীরাভিমানী, দুর্ম্মদ ব্যক্তিদিগের বীর্য্য বিনাশ করিয়া থাকেন, ইহলোকে দৈত্য-দানবদিগকে জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছেন, এক্ষণে আমার সহিত সংগ্রাম করুন দেখি। ২৭

ঐ দৈত্য এইরূপ উপহাস করিয়া ভর্ৎসনা করিলে জলাধিপতি ভগবান্ বরুণের সাতিশয় রোষোদয় হইল; কিন্তু ঐ দানব মদোৎসিক্ত, তাহার সহিত বলে সমর্থ হইবেন না, আপনার বুদ্ধির দ্বারা ইহা বিবেচনা করিয়া ক্রোধ শান্ত করিলেন এবং কোমল সম্বোধন করত কহিলেন, হে অঙ্গদ! আমরা সংপ্রতি যুদ্ধাদি কৌতুক হইতে উপরত হইয়াছি। ২৮

অধিকন্তু অহে অসুরবর! তোমাকে যুদ্ধ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারে, এমত কোন ব্যক্তি নয়নগোচর হয় না; কেবল এক পুরাতন পুরুষ ভগবান্ রণ করিয়া তোমার সন্তোষ জন্মাইতে সমর্থ, অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর, তোমার ন্যায় শূরজনেরা রণকণ্ডূ বিনোদার্থ তাঁহারই স্তব করিয়া থাকেন। ২৯

তিনি মহাবীর, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে বোধ করি, তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে এবং তুমি কুকুরগণে পরিবৃত্ত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিবে। ফলতঃ ভগবান্ সাধুগণের প্রতি করুণা বিতরণ মানসে তোমার তুল্য অসাধু পুরুষ সংহার করিতে বরাহাদি অবতার ধারণ করিয়া থাকেন। ৩০

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

তদেবমাকর্ণ্য জলেশভাষিতং মহামনাস্তদ্বিগণয্য দুর্ম্মদঃ।
হরের্ব্বিদিত্বা গতিমঙ্গ নারদাদ্রসাতলং নির্ব্বিবিশে ত্বরান্বিতঃ॥ ১॥
দদর্শ তত্রাভিজিতং ধরাধরং প্রোন্নীয়মানাবনিমগ্রদংষ্ট্রয়া।
মুষ্ণন্তমক্ষ্ণা স্বরুচোঽরুণশ্রিয়া জহাস চাহো বনগোচরো মৃগঃ॥ ২॥
আহৈনমেহ্যজ্ঞ মহীং বিমুঞ্চ নো রসৌকসাং বিশ্বসৃজেয়মর্পিতা।
নঃ স্বস্তি যাস্যস্যনয়া মমেক্ষতঃ সুরাধমাসাদিতশূকরাকৃতে॥ ৩॥
ত্বং নঃ সপত্নৈরভবায় কিং ভৃতো যো মায়য়া হন্ত্যসুরান্ পরোক্ষজিৎ।
ত্বাং যোগমায়াবলমল্পপৌরুষং সংস্থাপ্য মূঢ় প্রমৃজে সুহৃচ্ছুচঃ॥ ৪॥
ত্বয়ি সংস্থিতে গদয়া শীর্ণশীর্ষণ্যস্মদ্ভুজচ্যুতয়া যে চ তুভ্যম্।
বলিং হরন্ত্যৃষয়ো যে চ দেবাঃ স্বয়ং সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্ত্যমূলাঃ॥ ৫॥

বরাহদেবের সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ

মৈত্রেয় কহিলেন, বরুণের ঐ বাক্য শুনিয়া দুর্ম্মদ দৈত্যের চিত্তে সন্তোষ জন্মিল, তাহাতে তিনি যে তাহাকে সমরশায়ী হইবার কথা বলিলেন, তাহা গণ্য করিল না। অনন্তর নারদপ্রমুখাৎ হরির গতি অবগত হইয়া সত্বর রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। ১

সেখানে সর্ব্বজয়ী ধরাধারী বরাহরূপী হরি নেত্র-পথবর্ত্তী হইলে সে তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিল, এ কি আশ্চর্য্য! এটা যে জলচর। ভগবান্ তখন দশনাগ্র-ভাগ দ্বারা ধরণীকে উন্নীত করিতেছিলেন, দৈত্যদর্শনে তাঁহার নয়নদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল এবং তদ্দ্বারাই তিনি ঐ দৈত্যের তেজোহরণ করিতে লাগিলেন। ২

কিন্তু ঐ দৈত্য তাহাতে মনোযোগ না করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, অহে কৃষ্ণ! এ দিকে আইস, ধরণীকে ধরিও না, পরিত্যাগ কর, বিশ্বস্রষ্টা পাতাল-বাসী ইহাকে আমাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা না হইলে কেন ইহা পাতালে অবতরণ করিবে? অতএব ত্যাগ কর। অহে সুরাধম! তুমি শূকরাকৃতি প্রাপ্ত হইয়া আমার সমক্ষে কি এই পৃথিবীর সহিত মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে? ৩

আমাদের বৈরিবর্গ আপনাদের অভব অর্থাৎ বিনাশ নিমিত্ত কেন তোমার সেবা করে, বলিতে পারি না, তোমার ক্ষমতা কি? পরোক্ষে থাকিয়া জয়ই কর, সর্ব্বদাই ত দেখিতে পাই, মায়াযোগেই অসুর সংহার করিয়া থাক, অতএব যোগমায়াই তোমার বল। যাহা হউক, অদ্য তোমাকে সংহার করিয়া সুহৃদ্‌গণের শোকশান্তি করিব। ৪

তুমি অতিশয় অল্প-পৌরুষ, আমার হস্ত হইতে এই গদা চ্যুতা হইয়া তোমার মস্তক চূর্ণ করিয়া দিলে তুমি পঞ্চত্ব পাইবে, তাহা হইলে যে সকল ঋষি ও দেবতা তোমার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিয়া থাকে, তাহারা নির্ম্মূল হইয়া আপনা হইতেই আর প্রকাশ পাইবে না। ৫

বিবৃতি—ঐ সময়ে ভগবান্‌কে তিরস্কার করিয়া হিরণ্যাক্ষ যে সকল বাক্য কহিয়াছিল, অর্থান্তর অন্বেষণ করিলে তাহা হইতে বস্তুতঃ ভগবানের স্তবই প্রতীয়মান হয়। কি আশ্চর্য্য "বরাহ জলে চরে" এই অর্থ প্রকাশের

স তুদ্যমানোঽরিদুরুক্ততোমরৈর্দংষ্ট্রাগ্রগাং গামুপলক্ষ্য ভীতাম্।
তোদং মৃষন্নিরগাদম্বুমধ্যাদ্গ্রাহাহতঃ সকরেণুর্যথেভঃ ॥ ৬ ॥
তং নিঃসরন্তং সলিলাদনুদ্রুতো হিরণ্যকেশো দ্বিরদং যথা ঝষঃ।
করালদংষ্ট্রোঽশনিনিস্বনোঽব্রবীদ্গতহ্রিয়াং কিং ত্বসতাং বিগর্হিতম্ ॥ ৭ ॥
স গামুদস্তাৎ সলিলস্য গোচরে বিন্যস্য তস্যামদধাৎ স্বসত্ত্বম্।
অভিষ্টুতো বিশ্বসৃজাং প্রসূনৈরাপূর্য্যমাণো বিবুধৈঃ পশ্যতো হরেঃ ॥ ৮ ॥
পরানুষক্তং তপনীয়োপকল্পং মহাগদং কাঞ্চনচিত্রদংশম্।
মর্ম্মাণ্যভীক্ষ্ণং প্রতুদন্তং দুরুক্তৈঃ প্রচণ্ডমন্যুঃ প্রহসংস্তং বভাষে ॥ ৯ ॥

শত্রুর এই প্রকার কটূক্তিশস্ত্রে সাতিশয় ব্যথা জন্মিলেও ভগবান্ বরাহ দন্তাগ্রস্থিতা পৃথ্বীকে অত্যর্থ ত্রস্তা দেখিয়া তাহা সহ্য করিলেন এবং কুম্ভীর বা অন্যপ্রকার জলজন্তু কর্ত্তৃক আহত করী যদ্রূপ করিণীর সহিত জলাশয় হইতে নির্গত হয়, তাহার ন্যায় অবনীকে লইয়া সলিলের মধ্য হইতে নিঃসৃত হইলেন। ৬

যখন ভগবান্ জল হইতে নির্গত হয়েন, তখন মৎস্য যেমন হস্তীর অনুগামী হয়, তদ্বৎ ঐ দৈত্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তিরস্কারবাক্যে কহিল, আঃ! নির্লজ্জ ও অসৎ লোকের কিছু গর্হিত নহে, নিন্দা-ভয় নাই, সুতরাং পলায়ন অযুক্ত নহে। তৎকালে ঐ অসুর ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়াছিল, তাহার কেশ-সমূহ কপিলবর্ণ এবং দংষ্ট্রা অতিশয় করাল হইয়াছিল। সে বজ্রনির্ঘোষ তুল্য ধ্বনি করিতেছিল। ৭

কিন্তু ভগবান্ তাহার প্রতি মনোযোগ করিলেন না, তাহার সমক্ষেই জলের উপরিভাগে বসুধাকে সুস্থির করিয়া তাহাতে আধারশক্তি নিহিত করিয়া দিলেন। ভগবানের এই কার্য্য দর্শনে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং আকাশস্থ দেবগণের নিকট হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ৮

ধরা আধারশক্তি প্রাপ্ত হইয়া জলের উপরি সংস্থাপিতা হইলে ভগবান্ নিশ্চিন্ত হইয়া ঐ অসুরের প্রতি মনোযোগ করিলেন। সে সুবর্ণাভরণভূষিত এবং কাঞ্চনময় চিত্রকবচে সুদৃঢ়গাত্র হইয়া গদা ধারণ পূর্ব্বক কটূক্তি দ্বারা বারম্বার মর্ম্মস্থানে দন্ত আঘাত করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল, ভগবান্ এখন জাতক্রোধ হইয়া তাহার উপহাসে প্রত্যুত্তর করত কহিলেন। ৯

নিমিত্ত সে "অহো বনগোচরো মৃগঃ" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাতে এমত অর্থও হয়, আঃ জলশয়ন নারায়ণ, ইনিই যোগিগণের অন্বেষণীয়। (২) সে ভগবান্‌কে অজ্ঞ বলিয়া যে সম্বোধন করে, তাহার অর্থও হয়—যাহা অপেক্ষা "জ্ঞ" অর্থাৎ অভিজ্ঞ কেহ নাই, তুমি তাদৃশ পুরুষ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। অপর সুরাধম বলিয়া যে সম্বোধন করে, তাহারও এইরূপ অর্থ হইতে পারে, যাহা অপেক্ষা সুরগণকে অধম বোধ হয়, তুমি সেই পুরুষ, অর্থাৎ পুরুষোত্তম। তৎপরে যাহা বলে, তাহারও এমত অর্থ হইতে পারে, তুমি এই পৃথিবীর সহিত বর্ত্তমান হইয়া আমাদের সমস্ত মঙ্গল, অর্থাৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই, তথাপি আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া এই ধরাকে পরিত্যাগ কর, তুমি কেবল লীলাবশতঃ এই শূকররূপ স্বীকার করিয়াছ। (৩) ঐ দৈত্য তদনন্তর যে বাক্য বলিয়াছিল, তাহার অর্থ ইহাও হইতে পারে, আমাদের বৈরিবর্গ, অর্থাৎ দেবঋষিগণ অভয় অর্থাৎ মোক্ষ নিমিত্ত তোমাকে আশ্রয় করেন, তুমি পরোক্ষ অর্থাৎ দূরে থাকিয়াও জয় কর, তোমার যোগমায়ারূপ অচিন্ত্য বল, পৌরুষ তোমার নিকট তুচ্ছ পদার্থ মাত্র, তোমাকে সংস্থাপন করিয়া, অর্থাৎ ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়মধ্যে স্থির করিয়া সুহৃদগণের সংসারদুঃখ নাশ করি। (৪) তাহার পর যে বাক্য কহে, তাহারও এই অর্থ হইতে পারে, যথা—আমার হস্ত হইতে চ্যুত গদা দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ হইবে না, তাহাতে বরং তুমি সুখে অবস্থিতি করিবে। তুমি ঐরূপ হইলে যে সকল দেবতা ও মুনি তোমার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করেন, তাঁহারা স্বয়ং অর্থাৎ উদ্যম না করিলেও দৃঢ়মূল হইবেন। (৫)

শ্রীভগবানুবাচ।

সত্যং বয়ং ভো বনগোচরা মৃগা যুষ্মদ্বিধান্ মৃগয়ে গ্রামসিংহান্।
ন মৃত্যুপাশৈঃ প্রতিমুক্তস্য বীরা বিকত্থনং তব গৃহ্ণন্ত্যভদ্র॥ ১০॥
এতে বয়ং ন্যাসহরা রসৌকসাং গতহ্রিয়ো গদয়া দ্রাবিতাস্তে।
তিষ্ঠামহেঽথাপি কথঞ্চিদাজৌ স্থেয়ং ক্ব যামো বলিনোৎপাদ্য বৈরম্॥ ১১॥
ত্বং পদ্রথানাং কিল যূথপাধিপো ঘটস্ব নোঽস্বস্তয় আশ্বনূহঃ।
সংস্থাপ্য চাস্মান্ প্রমৃজাশ্রু স্বকানাং যঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাং নাতিপিপর্ত্ত্যসভ্যঃ॥১২॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

সোঽধিক্ষিপ্তো ভগবতা প্রলব্ধশ্চ রুষা ভৃশম্। আজহারোল্বণং ক্রোধং ক্রীড্যমানোঽহিরাড়িব॥১৩
সৃজন্নমর্ষিতঃ শ্বাসান্মন্যুপ্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ। আসাদ্য তরসা দৈত্যো গদয়া ন্যহনদ্ধরিম্॥ ১৪॥
ভগবাংস্তু গদাবেগং বিসৃষ্টং রিপুণোরসি। অবঞ্চয়ত্তিরশ্চীনো যোগারূঢ় ইবান্তকম্।
পুনর্গদাং স্বা(স) মাদায় ভ্রাময়ন্তমভীক্ষ্ণশঃ। অভ্যধাবদ্ধরিঃ ক্রুদ্ধঃ সংরম্ভাদ্দষ্টদচ্ছদম্॥ ১৫॥
ততশ্চ গদয়ারাতিং দক্ষিণস্যাং ভ্রুবি প্রভুঃ। আজঘ্নে স তু তাং সৌম্য গদয়া কোবিদোঽহনৎ॥১৬

অহে, আমরা জলচর বরাহ সত্য, কিন্তু তোমাদের সদৃশ কুকুরের অনুসন্ধান করিতেছি। অরে অভদ্র! তুই কি আত্মশ্লাঘা করিতেছিস, তুই তো মৃত্যুপাশে বদ্ধ, বীরগণ কদাচ তোর শ্লাঘা গ্রহণ করিবেন না। ১০

আমরা জলবাসীদিগের সঞ্চিত ধন হরণ করাতে তুই গদাপ্রহারে আমাদিগকে ভ্রষ্টশ্রী ও পলায়নপরায়ণ করাইতেছিস্, দেখ্, তথাপি এই আমরা কোন প্রকারে কায়ক্লেশে এখানে রহিয়াছি। অথবা আমাদিগকে যুদ্ধে থাকিতেই হইবে, বলবানের সহিত বিরোধ উৎপন্ন করিয়াছি, কোথা গিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিব। ১১

আয়, শীঘ্র আমাদের পরাভবার্থ যত্ন কর, তুই পদাতিদিগের যে সকল যূথপতি, তাহাদেরও প্রধান, তোর ত ভয় ও সংশয় নাই। আয়, আমাদিগের নিধন নিষ্পন্ন করিয়া আপনার সুহৃদ্গণের শোকাশ্রু মোচন কর। অরে! প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পূর্ণ না করিলে অতিশয় অসভ্যতা প্রকাশ পায়। ১২

মৈত্রেয় কহিলেন, "বৎস বিদুর! ভগবান্ সেই অসুরকে এই প্রকারে তিরস্কার ও উপহাস করিলে, মহাসর্পকে ক্রীড়া করাইতে গেলে তাহার যেমন ক্রোধ হয়, তাহার ন্যায় সে তীব্র রোষে পরিপূর্ণ হইল। ১৩

ক্রোধবশতঃ তাহার ইন্দ্রিয়সকল ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। কম্পিতকলেবর হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ভগবানের প্রতি ধাবমান হইল এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া গদা দ্বারা আঘাত করিল। ১৪

কিন্তু সে ভগবানের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া গদা নিক্ষেপ করিয়াছিল, ইহাতে যোগারূঢ় জন যেমন মৃত্যুকে বঞ্চনা করে, তাহার ন্যায় ভগবান্ বক্রীভূত হইয়া তাহার ঐ গদাবেগ বিফল করিয়া দিলেন। অনন্তর সে পুনর্ব্বার গদা গ্রহণ পূর্ব্বক বারম্বার ঘুরাইতে আরম্ভ করিলে ভগবানের সমধিক ক্রোধ হইল, রোষবশতঃ স্বীয় অধর দংশন করিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং আপনার গদা দ্বারা ঐ অরির দক্ষিণ-ভ্রূতে আঘাত করিলেন, কিন্তু ঐ দৈত্য গদা-যুদ্ধে অতিশয় নিপুণ ছিল, ইহাতে ভগবানের ঐ গদা না আসিতে আসিতে সে প্রতিঘাত করিল। ১৫-১৬

এবং গদাভ্যাং গুর্ব্বীভ্যাং হর্য্যক্ষো হরিরেব চ। জিগীষয়া সুসংরব্ধাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥ ১৭ ॥

তয়োঃ স্পৃধোস্তিগ্মগদাহতাঙ্গয়োঃ ক্ষতাস্রবঘ্রাণবিবৃদ্ধমন্ব্যোঃ।
বিচিত্রমার্গাংশ্চরতোর্জিগীষয়া ব্যভাদিলায়ামিব শুষ্মিণোর্ম্‌ধঃ ॥ ১৮ ॥

দৈত্যস্য যজ্ঞাবয়বস্য মায়য়া গৃহীতবারাহতনোর্মহাত্মনঃ।
কৌরব্য মহ্যাং দ্বিষতোর্হি মর্দ্দনং দিদৃক্ষুরাগাদৃষিভির্বৃতঃ স্বরাট্ ॥ ১৯ ॥

আসন্নশৌণ্ডীরমপেতসাধ্বসং কৃতপ্রতীকারমহার্য্যবিক্রমম্।
বিলক্ষ্য দৈত্যং ভগবান্ সহস্রণীর্জগাদ নারায়ণমাদিশূকরম্ ॥ ২০ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

এষ তে দেবদেবানামঙ্ঘ্রিমূলমুপেয়ুষাম্। বিপ্রাণাং সৌরভেয়ীনাং ভূতানামপ্যনাগসাম্।
আগস্কৃদ্ভয়কৃদ্দুষ্কৃদস্মদ্রাদ্ধবরোঽসুরঃ। অন্বেষন্ন প্রতিরথো লোকানটতি কণ্টকঃ ॥ ২১ ॥
মৈনং মায়াবিনং দৃপ্তং নিরঙ্কুশমসত্তমম্। আক্রীড় বালবদ্দেব যথাশীবিষমুত্থিতম্ ॥ ২২ ॥
ন যাবদেষ বর্দ্ধেত স্বাং বেলাং প্রাপ্য দারুণঃ। স্বাং দেব মায়ামাস্থায় তাবজ্জহ্যঘমচ্যুত ॥ ২৩ ॥

অহে বিদুর! ভগবান্ হরি এবং হিরণ্যাক্ষ দানব এই দুই জনের ঐরূপে গদাযুদ্ধ হইতে লাগিল। উভয়েই জয়েচ্ছায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়াতে দুই জনকেই অসংখ্য আঘাত সহ্য করিতে হইল। ১৭

দুই জনেই পরস্পরের উপর স্পর্দ্ধা করিতেছিলেন এবং তীক্ষ্ণ গদার আঘাতে দুই জনেরই অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, অধিকন্তু শরীর হইতে নির্গত রুধিরের আঘ্রাণ পাওয়াতে উভয়েরই ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়, তাহাতে উভয়েই উভয়কে পরাজিত করিবার মানসে বিচিত্র মার্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন, অতএব গাভী নিমিত্ত যদ্রূপ মত্ত বৃষদ্বয়ের মহাযুদ্ধ হয়, তাহার ন্যায় তাঁহাদের সংগ্রাম ঘোরতররূপে প্রকাশ পাইল। ১৮

হে কুরুনন্দন! ভগবান্ মায়া দ্বারা বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যের সহিত ঐরূপে সমরে প্রবর্ত্তমান হইলে ব্রহ্মা উভয়ের রণদর্শন-বাসনায় ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া আগমন করিলেন। ১৯

ঋষি-সহস্রের নায়ক ব্রহ্মা আগমন করিয়া দেখিলেন, দৈত্য শৌর্য্যমদে মত্ত হইয়াছে। তাহার ভয়মাত্র নাই এবং যে যে প্রতীকার তাহার কর্ত্তব্য, সকলই করিয়াছে; কিন্তু ভগবান্ হইতে কোন প্রকারে তাহার বিক্রমের প্রতিক্রিয়া হইতেছে না। ব্রহ্মা এই সকল অবলোকন করিয়া আদিবরাহ নারায়ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন। ২০

ব্রহ্মা কহিলেন, "হে দেব! এই অসুর আমাদের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপক্ষশূন্য হইয়াছে, এ ব্যক্তি তোমার চরণাশ্রিত দেবতা, ব্রাহ্মণ, গাভী এবং অন্যান্য নিরপরাধ প্রাণিনিকরের প্রতি বৃথা অপরাধ আরোপ করে; যদি কেহ তাহা পরিহারার্থ প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে ভয় দেখায় তাহাতেও ক্ষান্ত হয় না, ভীত দেখিলে ধন হরণ করে। এ কণ্টক প্রতিপক্ষ নিরীক্ষণার্থ সকল লোকে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়। ২১

"হে দেব! এ দুরাত্মা অতিশয় অহঙ্কৃত, মায়াবী এবং দুর্দ্দম্য, বালক যেমন ক্ষুভিত বিষধরের পুচ্ছা-কর্ষণাদি দ্বারা তাহার সহিত খেলা করে, তাহার ন্যায় আপনি ইহাকে লইয়া ক্রীড়া করিবেন না। ২২

"হে অচ্যুত! এই দারুণ দৈত্য আসুরী মর্য্যাদার শেষ সীমা প্রাপ্ত হইয়া যাবৎ বর্দ্ধিত না হয়, তাবৎ নিজ মায়া অবলম্বনে এ পাপকে বিনষ্ট করুন। ২৩

এষা ঘোরতমা সন্ধ্যা লোকচ্ছম্বট্‌করী প্রভো। উপসর্পতি সর্ব্বাত্মন্ সুরাণাং জয়মাবহ ॥ ২৪ ॥
অধুনৈষোঽভিজিন্নাম যোগো মৌহূর্ত্তিকো হ্যগাৎ। শিবায় নস্ত্বংসুহৃদামাশু নিস্তর দুস্তরম্ ॥ ২৫ ॥
দিষ্ট্যা ত্বাং বিহিতং মৃত্যুময়মাসাদিতঃ স্বয়ম্। বিক্রম্যৈনং মৃধে হত্বা লোকানাধেহি শর্ম্মণি ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে হিরণ্যাক্ষবধেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

"প্রভো! লোকনাশকারিণী ঘোরতমা সন্ধ্যা এক্ষণে উপস্থিত হইতেছে। এই উপযুক্ত সময়, হে সর্ব্বাত্মন্, এই সময়ে দেববৃন্দের জয়বিধান করিতে আজ্ঞা হউক। ২৪

"হে ভগবন্, এক্ষণে অভিজিৎ (মধ্যাহ্নকাল) নামে শুভদ যোগও আছে, এ মুহূর্ত্ত অতি উত্তম, ইহা প্রায় গত হয়, অধিক বিলম্ব নাই, যাবৎ অবশেষ থাকে, তাবৎ আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত এই দুস্তর দানবকে বধ করুন। প্রভো! আমরা আপনার সুহৃৎ, আমাদের হিত করা আপনার কর্ত্তব্য। ২৫

"হে ভগবন্, আপনি স্বয়ং শাপানুগ্রহকালে আপনাকেই ইহার মৃত্যুস্বরূপ নির্ম্মিত করিয়াছেন, এ ব্যক্তি ভাগ্যবশতঃ আপনাকেই প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আশু যুদ্ধে ইহার নিধন সম্পন্ন করিয়া ত্রিভুবনকে সুখী করুন।" ২৬

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়।

একোনবিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

অবধার্য্য বিরিঞ্চস্য নির্ব্যলীকামৃতং বচঃ। প্রহস্য প্রেমগর্ব্বেণ তদপাঙ্গেন সোঽগ্রহীৎ ॥ ১ ॥

ততঃ সপত্নং মুখতশ্চরন্তমকুতোভয়ম্। জঘানোৎপত্য গদয়া হনাবসুরমক্ষজঃ ॥ ২ ॥

সা হতা তেন গদয়া বিহতা ভগবৎকরাৎ। বিঘূর্ণিতাঽপতদ্রেজে তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৩ ॥

স তদা লব্ধতীর্থোঽপি ন ববাধে নিরায়ুধম্। মানয়ন্ স মৃধে ধর্ম্মং বিষ্বক্সেনং প্রকোপয়ন্।

গদায়ামপবিদ্ধায়াং হাহাকারে বিনির্গতে। মা ভৈষ্টেতি সুরামুক্ত্বা সুনাভঞ্চাস্মরদ্বিভুঃ ॥ ৪ ॥

তং ব্যগ্রচক্রং দিতিজাধমেন স্বপার্ষদমুখ্যেন বিসজ্জমানম্।
চিত্রা বাচোঽতদ্বিদাং খেচরাণাং তত্রাস্মাসন্ স্বস্তি তেঽমুং জহীতি ॥ ৫ ॥

স তং নিশাম্যাত্তরথাঙ্গমগ্রতো ব্যবস্থিতং পদ্মপলাশলোচনম্।
বিলোক্য চামর্ষপরিপ্লুতেন্দ্রিয়ো রুষা স্বদন্তচ্ছদমাদশচ্ছ্বসন্ ॥ ৬ ॥

আদিবরাহ কর্ত্তৃক হিরণ্যাক্ষবধ

মৈত্রেয় কহিলেন, ব্রহ্মার ঐ সমস্ত সত্য অথচ অমৃত তুল্য বচন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ আদিবরাহের আস্য ঈষৎ হাস্যে বিকসিত হইল, অর্থাৎ তাঁহার মনে হইল, আমি স্বয়ং কালস্বরূপ, ইনি আমাকে আবার মুহূর্ত্তের বল উপদেশ করিতেছেন,এই বিবেচনা করিয়া হাস্য করিলেন, পরন্তু তৎপরে প্রেমগর্ব্ব অপাঙ্গ অবলোকন দ্বারা ব্রহ্মার ঐ বাক্য স্বীকার করিলেন। ১

অনন্তর দানবকে আপনার সম্মুখে অকুতোভয়ে বেড়াইতে দেখিয়া উল্লম্ফন পূর্ব্বক তাহার উপরে পতিত হইলেন এবং তাহার হনুদেশে অর্থাৎ কপোলের নিম্নভাগে গদাঘাত করিলেন। ২

হিরণ্যাক্ষ দানবও আপনার গদা দ্বারা ভগবানের গদার প্রতিঘাত করিল, তাহাতে তাঁহার গদা হস্ত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নীচে পড়িয়া সাতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিল। অহে বিদুর! ভগবানের কর হইতে সে সময় গদা পতিত হইয়া অত্যাশ্চর্য্য শোভা বিস্তার করিতেছিল। ৩

তখন ভগবান্ নিরায়ুধ হওয়াতে ঐ দৈত্য প্রহারের অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার প্রতি প্রহার করিল না, কারণ, সে যুদ্ধের ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছিল, বস্তুতঃ তাহার ঐরূপ করিবার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের ক্রোধ জন্মাইবে। যাহা হউক, মহাবরাহের হস্ত হইতে গদা পতিতা হইলে সুরগণমধ্যে হাহাকার উপস্থিত হইল। অতএব ভগবান্ দেবতাদিগকে ভীত বিবেচনায় কহিলেন, ভয় নাই। পরে সুনাভ নামক সুদর্শন চক্র স্মরণ করিলেন। ৪

দেবতারা যাহাকে অধম দৈত্য বোধ করিয়া ভীত হইলেন, সে ব্যক্তি বস্তুতঃ ভগবানের এক জন প্রধান পার্ষদ, তাহাতেই ভগবান্ আপনার চক্র ব্যগ্র করত তাহার সহিত বিশেষরূপে মিলিত হইতেছিলেন। কিন্তু এ তত্ত্ব বিদিত না থাকাতে আকাশচারী সুরগণের বদন হইতে এই বিচিত্র বাক্য বারম্বার উচ্চারিত হইতে লাগিল, হে দেব! আপনার মঙ্গল হউক, ইহাকে শীঘ্র বধ করুন। ৫

এ দিকে দৈত্য পদ্মপলাশলোচন ভগবান্‌কে চক্র গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্রে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া, ক্রোধে তাহার ইন্দ্রিয়সকল ক্ষুভিত হইতে লাগিল, পরে রোষ বশতঃ উচ্ছ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আপনি আপনার অধরোষ্ঠ দংশন করিল। ৬

করালদংষ্ট্রশ্চক্ষুর্ভ্যাং সঞ্চক্ষাণো দহন্নিব। অভিক্রুত্য স্বগদয়া হতোঽসীত্যহনদ্ধরিম্ ॥ ৭ ॥
পদা সব্যেন তাং সাধো ভগবান্ যজ্ঞশূকরঃ। লীলয়া মিষতঃ শত্রোঃ প্রাহরদ্বাতরংহসম্ ॥ ৮ ॥
আহ চায়ুধমাধৎস্ব ঘটস্ব ত্বং জিগীষসি। ইত্যুক্তঃ স তয়া ভূয়স্তাড়য়ন্ ব্যনদদ্ভৃশম্ ॥ ৯ ॥
তাং স আপততীং বীক্ষ্য ভগবান্ সমবস্থিতঃ। জগ্রাহ লীলয়া প্রাপ্তাং গরুত্মানিব পন্নগীম্ ॥১০॥
স্বপৌরুষে প্রতিহতে হতমানো মহাসুরঃ। নৈচ্ছদ্গদাং দীয়মানাং হরিণা বিগতপ্রভঃ ॥ ১১ ॥
জগ্রাহ ত্রিশিখং শূলং জ্বলজ্জ্বলনলোলুপম্। যজ্ঞায় ধৃতরূপায় বিপ্রায়াভিচরন্ যথা ॥ ১২ ॥

তদোজসা দৈত্যমহাভটার্পিতং চকাসদন্তঃখ উদীর্ণদীধিতি।
চক্রেণ চিচ্ছেদ নিশাতনেমিনা হরির্যথা তার্ক্ষ্যপতত্রমুজ্ঝিতম্ ॥ ১৩ ॥
বৃক্ণে স্বশূলে বহুধারিণা হরেঃ প্রত্যেত্য বিস্তীর্ণমুরো বিভূতিমৎ।
প্রবৃদ্ধরোষঃ স কঠোরমুষ্টিনা নদন্ প্রহৃত্যান্তরধীয়তাসুরঃ ॥ ১৪ ॥

তাহার দংষ্ট্রাসকল অতি ভয়ানক, এবং সে চক্ষুদ্বারা যেন দগ্ধ করত নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে ঐ আকারে ভগবানের প্রতি ধাবমান হইয়া "এই হত হইলি" ইহা বলিয়া স্বীয় গদা দ্বারা তাঁহার উপরে আঘাত করিল। ৭

ওহে বিদুর! ভগবান্ যজ্ঞ-শূকর ঐ শত্রুর অক্ষিসমক্ষেই আপনার বাম চরণ দ্বারা বায়ুবৎ বেগবতী তদীয় গদার প্রতিঘাত করিলেন। ৮

ভগবান্ কহিলেন, "ওরে, জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্, ভাল, আবার আপনার আয়ুধ ধরিয়া চেষ্টা কর্।" বরাহরূপী ভগবান এই কথা কহিবামাত্র সে পুনর্ব্বার গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা ক্ষেপণ করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ আরম্ভ করিল। তাহার গদা ক্ষিপ্তা হইয়া আসিতেছে দেখিতে পাইয়া, গরুড় যেমন সর্পিণী ধরে, তদ্রূপ অবলীলাক্রমে ভগবান্ তাহা গ্রহণ করিলেন। ৯-১০

দৈত্য দেখিল, আপনার পৌরুষ প্রতিহত হইল, অতএব আপনাকে হতমান জ্ঞান করিয়া অপ্রতিভ হইল, ইহাতে যদিও ভগবান্ বরাহ তাহাকে তদীয় গদা পুনর্ব্বার প্রদান করিতে চাহিলেন, তথাচ লজ্জাবশতঃ তাহা লইতে ইচ্ছা করিল না। ১১

অভিচারে প্রবৃত্ত অকার্য্যকারী পুরুষ যেমন ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া মারণাদি প্রয়োগ করে, তাহার ন্যায় সে যজ্ঞমূর্ত্তি বরাহকে লক্ষ্য করিয়া জ্বলন্ত অনলতুল্য গ্রসনলোলুপ ত্রিশিখ শূল গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষেপণ করিল। ১২

দানব-মহাসৈন্যের ঐ শস্ত্র ভয়ানক তেজঃসহকারে আকাশমধ্যে প্রকাশমান হইলে, ইন্দ্র যেমন গরুড়ের ত্যক্ত পক্ষ ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় ভগবান্ বরাহ তাহার ঐ অস্ত্র আপনার শাণিতাগ্র চক্র দ্বারা ছেদন করিলেন। ১৩

মহাস্ত্র শূল বরাহের চক্রাঘাতে বহু প্রকারে ছিন্ন হইলে দৈত্যের ক্রোধ প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল, তাহাতে সে সিংহনাদ করিতে করিতে তাঁহার অভিমুখে আগমন করিয়া তদীয়-বিভূতিশালী বিস্তীর্ণ বক্ষে কঠোর মুষ্টি নিপাতনানন্তর অন্তর্হিত হইল। ১৪

বিবৃতি—এ বিষয়ের ইতিহাস এই, দেবগণকে পরাজয় করিয়া গরুড় অমৃত-কলস লইয়া যাইতেছিল, তাহাতে দেবরাজ তাহার বিনাশার্থ আপনার মহাস্ত্র বজ্র প্রয়োগ করেন। গরুড় ভগবানের বরে অমর হইয়াছিল, অমররাজের অশনি তাহার প্রাণ বধ করিতে সমর্থ হইল না, কিন্তু গরুড় বিবেচনা করিল, দেবেন্দ্রের বজ্র অমোঘ, আমার নিকট আসিয়া ইহার হতমান হইয়া যাওয়া উচিত হয় না, অতএব তাঁহার মানদানার্থ একটি পক্ষ ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা আকাশে প্রকাশমান হইলে ইন্দ্র তাহাই ছেদন করেন। ১২

তেনেত্থমাহতঃ ক্ষত্তর্ভগবানাদিশূকরঃ। নাকম্পত মনাক্ ক্বাপি স্রজা হত ইব দ্বিপঃ ॥ ১৫ ॥

অথোরুধাসৃজন্মায়াং যোগমায়েশ্বরে হরৌ। যাং বিলোক্য প্রজাস্ত্রস্তা মেনিরেঽস্যোপসংযমম্ ॥১৬

প্রববুর্বায়বশ্চণ্ডাস্তমঃ পাংশবমৈরয়ন্। দিগ্ভ্যো নিপেতুর্গ্রাবাণঃ ক্ষেপণৈঃ প্রহিতা ইব ॥১৭॥

দ্যৌর্নষ্টভগণাভ্রৌঘৈঃ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ। বর্ষদ্ভিঃ পূয়কেশাসৃগ্বিণ্মূত্রাস্থীনি চাসকৃৎ ॥ ১৮ ॥

গিরয়ঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত নানায়ুধমুচোঽনঘ। দিগ্বাসসো যাতুধান্যঃ শূলিন্যো মুক্তমূর্দ্ধজাঃ ॥ ১৯ ॥

বহুভির্যক্ষরক্ষোভিঃ পত্ত্যশ্বরথকুঞ্জরৈঃ। আততায়িভিরুৎসৃষ্টা হিংস্রা বাচোঽতিবৈশসাঃ ॥২০॥

প্রাদুষ্কৃতানাং মায়ানামাসুরীণাং বিনাশয়ন্। সুদর্শনাস্ত্রং ভগবান্ প্রাযুঙ্ক্ত দয়িতং ত্রিপাৎ ॥২১॥

তদা দিতেঃ সমভবৎ সহসা হৃদি বেপথুঃ। স্মরন্ত্যা ভর্ত্তুরাদেশং স্তনাচ্চাসৃক্ প্রসুস্রুবে ॥ ২২ ॥

বুদস্তাসু স্বমায়াসু ভূয়শ্চাব্রজ্য কেশবম্। রুষোপগূহমানোঽমুং দদৃশেঽবস্থিতং বহিঃ ॥২৩ ॥

কিন্তু বিদুর! সে এই প্রকারে আঘাত করিলেও তাহাতে ভগবান্ আদি-শূকরের শরীর কোন অংশে কিঞ্চিৎমাত্রও কম্পিত হইল না, মাল্য-প্রহারে মদমত্ত মতঙ্গজের কি কায়কম্পন সম্ভবে? ১৫

অনন্তর ঐ দৈত্য যোগমায়ার ঈশ্বর হরির প্রতি বহু প্রকারে মায়া বিস্তার আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া প্রজাসকল অতিশয় ভয় পাইল এবং মনে করিল, বুঝি জগতের প্রলয় উপস্থিত হইল। ১৬

ফলতঃ তাহার পরেই প্রচণ্ড বেগে বায়ু বহিতে লাগিল এবং ধূলি দ্বারা চতুর্দ্দিক্ যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল ও যেন ক্ষেপণ নামক যন্ত্রবিশেষ দ্বারা ক্ষিপ্ত হইয়া অগণ্য প্রস্তর চারিদিক্ হইতে পড়িতে লাগিল। ১৭

আর গগনমণ্ডলে ঘোরতর ঘনঘটা উদিত হইল, তাহা হইতে বারম্বার বিদ্যুৎ ও বজ্রনির্ঘোষ সহ পূঁয, শোণিত, কেশ,অস্থি, বিষ্ঠা, মূত্র বর্ষণ হইতেছিল এবং তাহা এরূপ বিস্তৃত হইয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল যে, বোধ হইল,নভোমণ্ডলের নক্ষত্রগণ একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল। ১৮

হে অনঘ! পর্ব্বতসকল এরূপ দৃষ্ট হইল, যেন তাহারা বিবিধ আয়ুধ বর্ষণ করিতেছে। তদনন্তর কতকগুলা রাক্ষসীও দেখা দিল, তাহারা সকলেই দিগ্বাসা অর্থাৎ নগ্না, সকলেরই মস্তকে আলুলায়িত কেশ, এবং সকলেরই হস্তে এক একটা শূল ছিল। ১৯

দেখিতে দেখিতে অনেক যক্ষ, রাক্ষস এবং হস্তী, অশ্ব, পদাতি আততায়ীরূপে প্রকাশমান হইয়া "মার্ মার্" এইরূপে হিংস্র এবং উগ্র বাক্য কহিতে লাগিল। ২০

যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ ঐ দানব কর্ত্তৃক প্রযুক্ত এই সমস্ত মায়া অবলোকন করিয়া তাহার বিনাশ নিমিত্ত আপনার পরম প্রিয় সুদর্শনাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ২১

এই সময়ে দিতির ভর্ত্তৃবাক্য স্মরণ হইল, তাহাতে সহসা তাঁহার হৃৎকম্প এবং স্তন হইতে রুধির ক্ষরণ হইতে লাগিল। ২২

ভগবানের চক্র দ্বারা দৈত্যের সমস্ত মায়া উৎসাদিত হইলে সে পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং রোষ বশতঃ তাঁহাকে ধরিয়া যেন আপনার বাহুদ্বয়মধ্যে স্থাপন করত বলে নিষ্পিষ্ট করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু শেষে দেখিতে পাইল, তিনি বাহুর বাহিরে অবস্থিত রহিয়াছেন। ২৩

তং মুষ্টিভির্বিনিঘ্নন্তং বজ্রসারৈরধোক্ষজঃ। করেণ কর্ণমূলেঽহনৎ যথা ত্বাষ্ট্রং মরুৎপতিঃ ॥ ২৪ ।

স আহতো বিশ্বসৃজা হ্যবজ্ঞয়া পরিভ্রমদ্গাত্র উদস্তলোচনঃ।
বিশীর্ণবাহ্বঙ্ঘ্রিশিরোরুহোঽপতদ্যথা নগেন্দ্রো লুলিতো নভস্বতা ॥ ২৫ ॥
ক্ষিতৌ শয়ানং তমকুণ্ঠবর্চ্চসং করালদংষ্ট্রং পরিদষ্টদচ্ছদম্।
অজাদয়ো বীক্ষ্য শশংসুরাগতা অহো ইমাং কো নু লভেত সংস্থিতিম্ ॥২৬॥
যং যোগিনো যোগসমাধিনা রহো ধ্যায়ন্তি লিঙ্গাদসতো মুমুক্ষয়া।
তস্যৈব দৈত্যঋষভঃ পদাহতো মুখং প্রপশ্যংস্তনুমুৎসসর্জ্জ হ ॥ ২৭ ॥

শ্রীদেবা ঊচুঃ।

নমো নমস্তেঽখিলযজ্ঞতন্তবে স্থিতৌ গৃহীতামলসত্ত্বমূর্ত্তয়ে।
দিষ্ট্যা হতোঽয়ং জগতামরুন্তুদস্ত্বৎপাদভক্ত্যা বয়মীশ নির্বৃতাঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

এবং হিরণ্যাক্ষমসহ্যবিক্রমং স সাদয়িত্বা হরিরাদিশূকরঃ।
জগাম লোকং স্বমখণ্ডিতোৎসবং সমীড়িতঃ পুষ্করবিষ্টরাদিভিঃ ॥ ২৯ ॥

অতএব অপ্রতিভ ও জাতক্রোধ হইয়া বজ্রময় মুষ্টি প্রহার আরম্ভ করিল। তাহাতে ভগবান্ মহাবরাহ, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরের প্রতি আঘাত করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় আপনার কর অর্থাৎ সম্মুখস্থ পাদদ্বয় দ্বারা তাহার কর্ণমূলে আঘাত করিলেন। ২৪

যদিও ঐ দানব অবজ্ঞা পূর্ব্বক আহত হইল, তথাচ একাঘাতেই তাহার সর্ব্বশরীর বিঘূর্ণিত, লোচনদ্বয় বহির্গত, এবং কর-চরণাদি বিশীর্ণ হইল; অতএব বায়ুবেগে উন্মূলিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ যদ্রূপ পতিত হয়, তদ্বৎ ভয়ঙ্কররূপে ভূতলে পড়িয়া গেল। ২৫

তাহার অকুণ্ঠ তেজঃ ও ভীষণ দশন ছিল আর আপনি ক্রোধভরে সর্ব্বদাই আপনার অধর দংশন করিত। সে ঐ প্রকারে পতিত হইয়া ভূমিশায়ী হইলে ব্রহ্মাদি যে সকল অমর সমর-দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সহর্ষে অবলোকন করিয়া সশ্লেষ বাক্যে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, "অহো! এ কে শমনসদনের আতিথ্য লাভ করিতেছে? ২৬

"এ সেই দৈত্যবর না কি? যোগিগণ আরোপিত লিঙ্গশরীর হইতে মুক্তিপ্রাপ্তির ইচ্ছায় নির্জ্জনে বসিয়া যোগ ও সমাধি দ্বারা যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই এই মহাবরাহের অগ্রপদ দ্বারা আহত হইয়া ইঁহার বদনারবিন্দ দর্শন করত সেই দৈত্য কি এই তনু ত্যাগ করিল?" ২৭

তদনন্তর দেবগণ আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক মহা-বরাহের স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে ভগবন্! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার, আপনিই সমস্ত যজ্ঞের কারণ, আপনিই লোকস্থিতি নিমিত্ত নির্ম্মল সত্ত্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। এই দৈত্য বিবিধ উৎপাত করিয়া জগতের মর্ম্মপীড়া দিতেছিল, আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ আপনা কর্ত্তৃক এ নিহত হইল। হে ঈশ! আমরা আপনার চরণে ভক্তি করিয়া থাকি, তাহাতেই এই উৎপাত দূর করিলেন, এখন আমরা নির্বৃত অর্থাৎ সুস্থ হইলাম।" ২৮

মুনিবর মৈত্রেয় এতদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "এই প্রকারে অসহ্য-বিক্রম হিরণ্যাক্ষ দানবের নিপাত হইলে পর ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া ভগবান্ আদিশূকর নিত্যসুখধাম স্বীয় নির্ম্মল ধামে গমন করিলেন। ২৯

ময়া যথানুক্তমবাদি তে হরেঃ কৃতাবতারস্য সুমিত্র চেষ্টিতম্।
যথা হিরণ্যাক্ষ উদারবিক্রমো মহামৃধে ক্রীড়নবন্নিরাকৃতঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

ইতি কৌশারবাখ্যাতামাশ্রুত্য ভগবৎকথাম্। ক্ষত্তানন্দং পরং লেভে মহাভাগবতো দ্বিজ ॥৩১॥
অন্যেষাং পুণ্যশ্লোকানামুদ্দামযশসাং সতাম্। উপশ্রুত্য ভবেন্মোদঃ শ্রীবৎসাঙ্কস্য কিং পুনঃ ॥৩২॥
যো গজেন্দ্রং ঝষগ্রস্তং ধ্যায়ন্তং চরণাম্বুজম্। ক্রোশন্তীনাং করেণূনাং কৃচ্ছ্রতোঽমোচয়দ্দ্রুতম্ ॥৩৩
তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ। কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ ॥৩৪॥
যো বৈ হিরণ্যাক্ষবধং মহাদ্ভুতং বিক্রীড়িতং কারণশূকরাত্মনঃ।
শৃণোতি গায়ত্যনুমোদতেঽঞ্জসা বিমুচ্যতে ব্রহ্মবধাদপি দ্বিজ ॥ ৩৫ ॥
এতন্মহাপুণ্যমলং পবিত্রং ধন্যং যশস্যং পদমায়ুরাশিষাম্।
প্রাণেন্দ্রিয়াণাং যুধি শৌর্য্যবর্দ্ধনং নারায়ণোঽন্তে গতিরঙ্গ শৃণ্বতাম্॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
হিরণ্যাক্ষবধ একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

"ভগবান্ হরি অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক যে প্রকার চেষ্টা করেন এবং মহাবরাহের সহিত মহাসমরে হিরণ্যাক্ষ দানব ক্রীড়নক তুল্য যেরূপে নিরাকৃত হয়, অহে বিদুর! তাহার এই বৃত্তান্ত যেমন শুনিয়াছিলাম, তোমার নিকট তাহা বর্ণনা করিলাম।" ৩০

সূত কহিলেন, "হে শৌনক! মুনিবর মৈত্রেয় কর্ত্তৃক বর্ণিত সমস্ত ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া ভগবানের পরম ভক্ত বিদুর অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ৩১

"হে মহাশয়! এ বিষয়ে তাঁহার আনন্দ উদয় বিচিত্র নয়, উদ্দাম যশঃশালী অন্যান্য পুণ্যশ্লোকদিগের কথা শ্রবণ করিলেও যখন আমোদ উপস্থিত হয়, তখন শ্রীবৎসাঙ্ক স্বয়ং ভগবানের কথায় আনন্দ জন্মিবার কথা কি আবার বলিতে হইবে? ৩২

"হে ব্রহ্মন্! একদা গজেন্দ্র গ্রাহগ্রস্ত হইয়া মহা বিপদ জ্ঞানে তাঁহার চরণাম্বুজ ধ্যানপরায়ণ হইতেছিল এবং তাহার করেণুসকল কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল, তাহাতে যিনি অনুধ্যানমাত্রে দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন। ৩৩

"সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ অনন্যগতি সরলপ্রাণ মানবমাত্রেরই অতি সুখারাধ্য, কেবল অসাধু লোকেই তাঁহাকে দুরারাধ্য বোধ করে, ইহাতে কোন্ কৃতজ্ঞ সাধু তাঁহার আরাধনা না করিবেন? ৩৪

"হে দ্বিজ! এই হিরণ্যাক্ষ-বধ-বৃত্তান্ত এবং ধরণীর উদ্ধারার্থ ভগবানের শূকর-রূপ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রীড়া-বিবরণ যে ব্যক্তি শ্রবণ কিম্বা গান করেন, অথবা ভক্তিসহকারে আনন্দ প্রকাশ করেন, ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতেও তাঁহার পরিত্রাণ হইতে পারে। ৩৫

"হে মুনে! ভগবানের এই ক্রীড়াবিবরণ অতিশয় পুণ্যজনক, পরম পবিত্র, সদা ধনাবহ, মহাযশস্কর, আয়ুঃ এবং আশীর্ব্বাদের স্থান, এবং যুদ্ধে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের বৃদ্ধিকারক, যাঁহারা ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের পরকালেও ভগবান্ নারায়ণে গতিলাভ হয়।" ৩৬

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

শ্রীশৌনক উবাচ।

মহীং প্রতিষ্ঠামধ্যস্য সৌতে স্বায়ম্ভুবো মনুঃ। কান্যন্বতিষ্ঠদ্দ্বারাণি মার্গায়াবরজন্মনাম্ ॥ ১ ॥
ক্ষত্তা মহাভাগবতঃ কৃষ্ণস্যৈকান্তিকঃ সুহৃৎ। যস্তত্যাজাগ্রজং কৃষ্ণে সাপত্যমঘবানিতি ॥ ২ ॥
দ্বৈপায়নাদনবরো মহিত্বে তস্য দেহজঃ। সর্ব্বাত্মনাশ্রিতঃ কৃষ্ণং তৎপরাংশ্চাপ্যনুব্রতঃ ॥৩॥
কিমন্বপৃচ্ছন্মৈত্রেয়ং বিরজাস্তীর্থসেবয়া। উপগম্য কুশাবর্ত্ত আসীনং তত্ত্ববিত্তমম্ ॥ ৪ ॥
তয়োঃ সংবদতোর্নূনং প্রবৃত্তা হ্যমলাঃ কথাঃ। আপো গাঙ্গ্য ইবাঘঘ্নীর্হরেঃ পাদাম্বুজাশ্রয়াঃ ॥৫॥
তা নঃ কীর্ত্তয় ভদ্রন্তে কীর্ত্তন্যোদারকর্ম্মণঃ। রসজ্ঞঃ কো নু তৃপ্যেত হরিলীলামৃতং পিবন্ ॥৬॥
এবমুগ্রশ্রবাঃ পৃষ্ট ঋষিভির্নৈমিষায়নৈঃ। ভগবত্যর্পিতাধ্যাত্মস্তানাহ শ্রূয়তামিতি ॥ ৭ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

হরের্ধৃতক্রোড়তনোঃ স্বমায়য়া নিশম্য গোরুদ্ধরণং রসাতলাৎ।
লীলাং হিরণ্যাক্ষমবজ্ঞয়া হতং সংজাতহর্ষো মুনিমাহ ভারতঃ ॥ ৮ ॥

সৃষ্টিপ্রকরণানুস্মরণ

কুলপতি শৌনক সূতকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বায়ম্ভুব মনু অবনীরূপ স্থান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে লীন প্রাণিগণের নির্গমার্থ কি করেন অর্থাৎ কি কি উপায়ে অর্ব্বাচীন প্রাণিনিকর সৃষ্ট হইল ? ১

মহাভাগবত বিদুর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অকৃত্রিম মিত্র, তাঁহার অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণায় অনাদর করাতে তিনি দুর্য্যোধনাদি অপত্য সহিত ভ্রাতাকে কৃতাপরাধ জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ২

তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি বেদব্যাসের দেহ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং মহিমায় তিনি ঐ মহর্ষি অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া তৎপরায়ণ জনের অনুগামী হন। ৩

তিনি তীর্থপর্য্যটন দ্বারা স্বীয় কলুষক্ষয়-পুরঃসর গঙ্গাদ্বারে উপনীত হইয়া তথায় অধ্যাসীন তত্ত্বজ্ঞ মৈত্রেয়কে কি জিজ্ঞাসা করিলেন ? ৪

তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথনসময়ে অবশ্য ভগবৎ-পদাশ্রয়া অমল কথাই প্রবৃত্তা হইয়া থাকিবেক, সে সকল কথার মহা মাহাত্ম্য, গঙ্গাজলের তুল্য পাপরাশি বিনাশ করে। ৫

তুমি আমাদিগের নিকট সেই সকল কথা কীর্ত্তন কর, তোমার কল্যাণ হউক, আমরা এত শুনিলাম, তথাপি আমাদের তৃপ্তি বোধ হয় নাই। ওহে সূত ! যে ভগবানের সকল কর্ম্মই উদার এবং সকলই কীর্ত্তনার্হ, তাঁহার লীলামৃত পান করিয়া রসজ্ঞ কোন্ ব্যক্তিই বা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে ? ৬

নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রবণৌৎসুক্য প্রকাশ করিলে রোমহর্ষণ উগ্রশ্রবাঃ ভগবানের প্রতি আপনার মনঃ অর্পণ পুরঃসর কহিলেন, শ্রবণ করুন। ৭

শ্রীসূত কহিলেন, হে বিপ্রবৃন্দ ! স্বকীয় মায়া দ্বারা শূকর-শরীর ধারণ করিয়া ভগবানের রসাতল হইতে ধরণী উদ্ধারলীলা এবং অবহেলাক্রমে হিরণ্যাক্ষ দানব নিপাতের বিবরণ শ্রবণ করিয়া বিদুরের মনে সাতিশয় আনন্দ জন্মিল, তিনি হর্ষে পুলকিত হইয়া মুনিবর মৈত্রেয়কে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।৮

শ্রীবিদুর উবাচ।

প্রজাপতিপতিঃ সৃষ্ট্বা প্রজাসর্গে প্রজাপতীন্। কিমারভত মে ব্রহ্মন্ প্রব্রূহ্যব্যক্তমার্গবিৎ ॥৯॥
যে মরীচ্যাদয়ো বিপ্রা যস্তু স্বায়ম্ভুবো মনুঃ। তে বৈ ব্রহ্মণ আদেশাৎ কথমেতদভাবয়ন্ ॥১০॥
সদ্বিতীয়াঃ কিমসৃজন্ স্বতন্ত্রা উত কর্ম্মসু। আহোস্বিৎ সংহতাঃ সর্ব্ব ইদং স্ম সমকল্পয়ন্॥১১॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

দৈবেন দুর্ব্বিতর্কেণ পরেণানিমিষেণ চ। জাতক্ষোভাদ্ভগবতো মহানাসীদ্গুণত্রয়াৎ ॥ ১২ ॥
রজঃপ্রধানান্মহতস্ত্রিলিঙ্গো দৈবচোদিতাৎ। জাতঃ সসর্জ্জ ভূতাদিবিয়দাদীনি পঞ্চশঃ ॥ ১৩ ॥
তানি চৈকৈকশঃ স্রষ্টুমসমর্থানি ভৌতিকম্। সংহত্য দৈবযোগেন হৈমমণ্ডমবাসৃজন্ ॥ ১৪ ॥
সোঽশয়িষ্টাব্ধিসলিলে অণ্ডকোষো নিরাত্মকঃ। সাগ্রং বৈ বর্ষসাহস্রমন্ববাৎসীৎ তমীশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥

বিদুর কহিলেন, ব্রহ্মন্! প্রজাপতিদিগের পিতা ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রজাপতিগণের সৃজনানন্তর কোন্ কার্য্য আরম্ভ করিলেন? মুনে! অব্যক্ত মার্গ আপনার বিলক্ষণ বিদিত আছে, অনুগ্রহ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক। ৯

হে মহাশয়! মরীচি প্রভৃতি বিপ্রবৃন্দ তথা স্বায়ম্ভুব মনু, ইঁহারা ব্রহ্মার আদেশে কি প্রকারে এই জগৎ উৎপাদন করিলেন? ১০

তাঁহারা কি সস্ত্রীক হইয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন? না স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সৃজন করেন? অথবা প্রজাসর্গাদি কার্য্যে সকলে মিলিত হইয়া পরস্পর সাপেক্ষ্যে কি ইহা রচনা করিয়াছেন? ১১

মুনিবর মৈত্রেয় বিদুরের এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কহিতে লাগিলেন, অহে বিদুর, সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই গুণত্রয়স্বরূপ প্রধান বা প্রকৃতি নির্বিকার হইয়াছিল; কিন্তু অতর্ক্য দৈব, অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ, আর কাল, এই তিন কারণে তাহা সংক্ষুভিত হওয়াতে তাহা হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। ১২

রজোগুণপ্রধান ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে পরমেশ্বরেচ্ছায় ভূতাদি অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্ব জন্মে, সেই অহঙ্কার ত্রিগুণ অর্থাৎ তাহাতে সত্ত্ব-রজস্তমঃ এই গুণত্রয়ই আছে। ঐ অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়া পাঁচ পাঁচটি করিয়া বিষয়াদি সৃষ্টি করে, অর্থাৎ তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র, মহাভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তদ্দেবতা এই পাঁচ পাঁচটি উৎপন্ন হয়। ১৩

ঐ সকল পঞ্চতন্মাত্রাদি প্রত্যেকে কোন বস্তু সৃজনে সমর্থ হয় নাই, পরে দৈবযোগে পরস্পর মিলিত হইয়া ভৌতিক হৈম অণ্ড সৃষ্টি করিল। ১৪

ঐ অণ্ডকোষ নিরাত্মক হইয়া সাগরের সলিলে শয়ান হয়, পরমেশ্বর বিষ্ণু তাহার উপরে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ১৫

বিবৃতি—তিন গুণের যখন সাম্য থাকে, তখন তাহা প্রধান আখ্যায় অভিহিত হয়, ঐরূপ অবস্থায় সৃষ্টি হয় না, গুণক্ষোভ হইলেই সৃষ্টি হইতে থাকে। মহতের স্রষ্টাকে প্রথম পুরুষ বলে। ১২

যদিও মহত্তত্ত্ব স্বতঃ সত্ত্বগুণপ্রধান; তথাপি অহঙ্কার উৎপত্তিকালে কার্য্যানুরূপে রজোগুণপ্রধান হইয়া থাকে। এই অণ্ডসংস্থিত পুরুষকে দ্বিতীয় পুরুষ নামে অভিহিত করা হয় এবং সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ অন্তর্য্যামী পুরুষকে তৃতীয় পুরুষ বলা হয়। দ্বিতীয় পুরুষকে গর্ভোদকশায়ী ও তৃতীয় পুরুষকে ক্ষীরোদকশায়ী বলা হয়। বিষ্ণুর এই তিন পুরুষ অবতার। ১৩-১৫

তস্য নাভেরভূৎ পদ্মং সহস্রার্কোরুদীধিতি। সর্ব্বজীবনিকায়ৌকো যত্র স্বয়মভূৎ স্বরাট্ ॥১৬॥
সোঽনুবিষ্টো ভগবতা যঃ শেতে সলিলাশয়ে। লোকসংস্থাং যথাপূর্ব্বং নির্ম্মমে সংস্থয়া স্বয়া ॥১৭॥
সসর্জ্জাচ্ছায়য়াবিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ। তামিস্রমন্ধতামিস্রং তমো মোহো মহাতমঃ ॥১৮॥
বিসসর্জ্জাত্মনঃ কায়ং নাভিনন্দংস্তমোময়ম্। জগৃহুর্যক্ষরক্ষাংসি রাত্রিং ক্ষুত্তৃট্সমুদ্ভবাম্ ॥১৯॥
ক্ষুত্তৃড্ভ্যামুপসৃষ্টাস্তে তং জগ্ধুমভিদুদ্রুবুঃ। মা রক্ষতৈনং জক্ষধ্বমিত্যূচুঃ ক্ষুত্তৃড়র্দ্দিতাঃ ॥২০॥
দেবস্তানাহ সংবিগ্নো মা মা জক্ষত রক্ষত। অহো মে যক্ষরক্ষাংসি প্রজা যূয়ং বভূবিথ ॥২১॥
দেবতাঃ প্রভয়া যা যা দীব্যন্ প্রমুখতোঽসৃজৎ। তেঽহার্ষুর্দেবয়ন্তো বৈ বিসৃষ্টাং তাং প্রভামহঃ ॥২২॥
দেবোঽদেবান্ জঘনতঃ সৃজতি স্মাতিলোলুপান্। ত এনং লোলুপতয়া মৈথুনায়াভিপেদিরে ॥২৩॥
ততো হসন্ স ভগবানসুরৈর্নিরপত্রপৈঃ। অন্বীয়মানস্তরসা ক্রুদ্ধো ভীতঃ পরাপতৎ ॥ ২৪ ॥

অনন্তর পরমেশ্বরের নাভিদেশ হইতে একটি পদ্ম উৎপন্ন হইল, সহস্র সূর্য্যের তুল্য তাহার কিরণ অতিশয় প্রখররূপে প্রকাশমান হইয়াছিল। যাহা হউক, ঐ পদ্মই যাবতীয় জীবনিচয়ের স্থান এবং তাহাতেই ব্রহ্মা স্বয়ং উৎপন্ন হন। ১৬

অহে বিদুর, সলিলশায়ী ঐ হৈম-অণ্ডে যে ভগবান্ শয়ান ছিলেন, ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াই তাঁহা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলেন এবং পূর্ব্বে যে প্রকার ছিল, তদ্রূপ নাম-রূপাদি ক্রমে লোকসকল রচনা করিলেন। ১৭

অগ্রে প্রভা প্রাতিযোগিনী ছায়া দ্বারা অর্থাৎ অবুদ্ধি-করণক পঞ্চপ্রকার অবিদ্যা অর্থাৎ তামিস্র, অন্ধতামিস্র, তমঃ, মোহ, মহাতমঃ এই পাঁচটি সৃষ্টি করিলেন। ১৮

কিন্তু এই সৃষ্টি তমোময়, অতএব ইহা রাত্রিরূপ হওয়াতে ইহাতে ব্রহ্মার মনঃ প্রসন্ন হইল না, অতএব তিনি ঐ সৃষ্টির কারণস্বরূপ স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে ঐ সৃষ্টি হইতে যে সকল যক্ষ-রাক্ষস উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা তাহা গ্রহণ করিল। অহে বিদুর, ঐ সৃষ্টি কেবল তমোময় নহে, তাহাতে ক্ষুধা-তৃষ্ণারও সমুদ্ভব হইয়া থাকে। ১৯

ঐ কারণেই ঐ সকল ব্যক্তি ক্ষুধা ও পিপাসায় অভিভূত হইয়া ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করিতে ধাবমান হইল এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত হওয়াতে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কহিতে লাগিল, ইঁহাকে দয়া করিয়া রক্ষা করিও না, কেহ কেহ বলিল যে, খাইয়া ফেল। ২০

ব্রহ্মা তাহাদের ঐ কথায় ভীত হইয়া কহিলেন, আমাকে ভক্ষণ করিও না, রক্ষা কর। ওহে যক্ষ-রাক্ষস সকল, তোমরা আমার পুত্র, আমাকে নষ্ট করা তোমাদের উচিত হয় না। যাহারা "ভক্ষণ কর" এই কথা বলিল, তাহারা যক্ষ এবং যাহারা "রক্ষা করিও না" এই কথা বলিল, তাহারা রাক্ষস হইল। ২১

পরন্তু ঐ ব্রহ্মা প্রভা দ্বারা দীপ্তিমান হইয়া প্রাধান্য-রূপে যাহা যাহা সৃষ্টি করিলেন, তাহা সাত্ত্বিক হইল। ওহে বিদুর! তাঁহারাই দেবতা; ঐ সৃষ্টি অর্থাৎ দেবগণ ক্রীড়া করিতে করিতে ব্রহ্মার বিসৃষ্ট ঐ প্রভা—যাহা দিবসরূপে প্রকাশ পায়, গ্রহণ করিলেন। ২২

তদনন্তর ঐ ব্রহ্মা আপনার জঘনদেশ হইতে অসুর-গণের সৃজন করিলেন, তাহারা অতিশয় লম্পট হইল এবং মৈথুন নিমিত্ত তাঁহার প্রতিই ধাবিত হইল। ২৩

ওহে বিদুর! ভগবান্ পদ্মযোনি অসুরনিকরের উক্তরূপ দুষ্ট চেষ্টা দেখিয়া প্রথমতঃ হাস্য করিলেন, পরে যখন তাহারা লজ্জা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বেগে পশ্চাৎ ধাবমান হইল, তখন তাঁহার ক্রোধ জন্মিল, কিন্তু পরিশেষে তাহাদের পরাক্রমে ভয় পাইয়া পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। ২৪

স উপব্রজ্য বরদং প্রপন্নার্ত্তিহরং হরিম্। অনুগ্রহায় ভক্তানামনুরূপাত্মদর্শনম্ ॥ ২৫ ॥
পাহি মাং পরমাত্মংস্তে প্রেষণেনাসৃজং প্রজাঃ। তা ইমা ষভিতুং পাপা উপক্রামন্তি মাং প্রভো ॥২৬॥
ত্বমেকঃ কিল লোকানাং ক্লিষ্টানাং ক্লেশনাশনঃ। ত্বমেব ক্লেশদস্তেষামনাসন্নপদাং তব ॥ ২৭ ॥
সোঽবধার্য্যাস্য কার্পণ্যং বিবিক্তাধ্যাত্মদর্শনঃ। বিমুঞ্চাত্মতনুং ঘোরামিত্যুক্তো বিমুমোচ হ ॥২৮॥
তাং কণচ্চরণাম্ভোজাং মদবিহ্বললোচনাম্। কাঞ্চীকলাপবিলসদ্দুকূলচ্ছন্নরোধসম্ ॥ ২৯ ॥
অন্যোন্যশ্লেষয়োত্তুঙ্গ-নিরন্তরপয়োধরাম্ । সুনাসাং সুদ্বিজাং স্নিগ্ধহাসলীলাবলোকনাম্ ॥৩০
গুহন্তীং ব্রীড়য়াত্মানং নীলালকবরূথিনীম্। উপলভ্যাসুরা ধর্ম্মং সর্ব্বে সংমুমুহুঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৩১ ॥
অহো রূপমহো ধৈর্য্যমহো অস্যা নবং বয়ঃ। মধ্যে কাময়মানানামকামেব বিসর্পতি ॥ ৩২ ॥

তিনি পলাইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত জনের পীড়াহারী সেই হরির নিকট উপস্থিত হইলেন—যিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ আত্মপ্রকাশ করেন। ২৫

ভগবান্ হরির সমীপে উপনীত হইয়া ব্রহ্মা সকাতর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে পরমাত্মন্! আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। প্রভো! আপনার নিয়োগেই আমি প্রজাসৃষ্টি করিতেছিলাম, আমার সেই এই পাপাত্মা প্রজাসকল এখন আমাকে কামভাবে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছে। ২৬

হে দেব! এক আপনিই ক্লেশে নিপতিত জনগণের ক্লেশহর্ত্তা, যে সকল ব্যক্তি আপনার এই দুইখানি চরণ আশ্রয় না করে, তাহাদিগকে আপনিই ক্লেশ দিয়া থাকেন, আপনার কর্ত্তব্য শীঘ্র করুন। ২৭

ভগবান্ হরি পরচিত্তাভিজ্ঞ, ইহাতে ব্রহ্মাকে দেখিয়াই কহিলেন, তোমার এই কায় কামে কলুষিত হইয়াছে, ইহা ত্যাগ কর। ব্রহ্মা ভগবান্ হরির কারুণ্য অবধারণ এবং ঐ বচন শ্রবণ করিয়া আপনার সেই শরীর অর্থাৎ তদ্রূপ মনোভাব তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেন। ২৮

ওহে বিদুর, ব্রহ্মা এই যে তনু বিসর্জ্জন করিলেন, ইহা সায়ন্তনী সন্ধ্যা হইল। ঐ সন্ধ্যা কামোদ্রেকের কাল, এবং অসুরগণও রাজস-প্রকৃতি সংযুক্ত স্ত্রী-লম্পট, অতএব অসুরেরা তাহাকে স্ত্রী কল্পনা করিয়া মুগ্ধ হইল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, এই সীমন্তিনীর চরণকমল নূপুর-শব্দে শব্দায়মান, ইহার লোচনদ্বয় মদবিহ্বল, ইহার কটিতটস্থিত দুকূল কাঞ্চী-কলাপের বিলাসান্বিত। ২৯

ইহার কুচদ্বয় পরস্পর মর্দ্দিত হওয়াতে অতিশয় উন্নত ও নিবিড়, ইহার নাসিকা ও দন্ত অতি সুন্দর এবং হাস্য ও লীলাভরে অবলোকন অতিশয় স্নিগ্ধ।৩০

ইনি কি ব্রীড়াবশতঃ বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আপনাকে আবৃতা করিতেছেন? আহা! ইঁহার চূর্ণকুন্তল-গুলি কি মনোহর নীলবর্ণ! ওহে ধর্ম্ম বিদুর, সেই সকল অসুর ব্রহ্মার উৎসৃষ্ট শরীর ঐ সন্ধ্যাকে এই প্রকারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী কল্পনা করিয়া মোহ প্রাপ্ত হইল। ৩১

তাহারা মুগ্ধ হইয়া আবার চিন্তা করিতে লাগিল, অহো! ইঁহার কি আশ্চর্য্যরূপ ধৈর্য্য, কি চমৎকার নবীন বয়স, আমরা সকলে ইঁহার প্রতি অভিলাষ প্রকাশ করিতেছি, তথাচ ইনি অকামার ন্যায় গমন করিতেছেন। ৩২

বিবৃতি—ব্রহ্মার এই যে তনুত্যাগের কথা উক্ত হইতেছে, ইহা বস্তুতঃ তনুত্যাগ নহে, তত্তন্মনোভাব মাত্রের পরিত্যাগ, অন্য দেহ ধারণ ও ঐরূপ তত্তদ্ভাবগ্রহণ মাত্র। ২৮

বিতর্কয়ন্তো বহুধা তাং সন্ধ্যাং প্রমদাকৃতিম্। অভিসম্ভাব্য বিশ্রম্ভাৎ পর্য্যপৃচ্ছন্ কুমেধসঃ ॥৩৩॥
কাসি কস্যাসি রম্ভোরু কো বার্থস্তেঽত্র ভামিনি। রূপদ্রবিণপণ্যেন দুর্ভগান্ নো বিবাধসে ॥৩৪॥
যা বা কাচিৎ ত্বমবলে দিষ্ট্যা সন্দর্শনং তব। উৎসুনোষীক্ষমাণানাং কন্দুকক্রীড়য়া মনঃ ॥৩৫॥
নৈকত্র তে জয়তি শালিনি পাদপদ্মং ঘ্নন্ত্যা মুহুঃ করতলেন পতৎপতঙ্গম্।
মধ্যং বিষীদতি বৃহৎস্তনভারভীতং শ্রান্তেব দৃষ্টিরমলাঃ সুশিখাসমূহঃ ॥ ৩৬ ॥
ইতি সায়ন্তনীং সন্ধ্যামসুরাঃ প্রমদায়তীম্। প্রলোভয়ন্তীং জগৃহুর্মত্বা মূঢ়ধিয়ঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৩৭ ॥
প্রহস্য ভাবগম্ভীরং জিঘ্রন্ত্যাত্মানমাত্মনা। কান্ত্যা সসর্জ্জ ভগবান্ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণান্ ॥৩৮॥
বিসসর্জ্জ তনুং তাং বৈ জ্যোৎস্নাংকান্তিমতীং প্রিয়াম্। ত এব চাদদুঃ প্রীত্যা বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ ॥৩৯
সৃষ্ট্বা ভূতপিশাচাংশ্চ ভগবানাত্মতন্দ্রিণা। দিগ্বাসসো মুক্তকেশান্ বীক্ষ্য চামীলয়দ্দৃশৌ ॥৪০॥
জগৃহুস্তদ্বিসৃষ্টাং তাং জৃম্ভণাখ্যাং তনুং প্রভো।
নিদ্রামিন্দ্রিয়বিক্লেদো যয়া ভূতেষু দৃশ্যতে। যেনোচ্ছিষ্টান্ ধর্ষয়ন্তি তমুন্মাদং প্রচক্ষতে ॥৪১॥

অনন্তর প্রমদারূপিণী সেই সন্ধ্যাকে স্ত্রী বলিয়া আরও নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক করিল, শেষে প্রণয় হেতু সমাদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ৩৩

হে রম্ভোরু, তুমি কে? কাহারই বা কন্যা? হে কোপনে! তোমার এ স্থানে প্রয়োজন কি? তোমার এই রূপলাবণ্য অমূল্য পণ্য, ইহা দ্বারা আমাদিগকে কেন পীড়া দিতেছ? ৩৪

অথবা জাতিকুল জিজ্ঞাসায় প্রয়োজন নাই, তুমি যে কেহ হও, আমাদের ভাগ্যে মহৎ মঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু, তোমার দর্শন পাইয়াছি, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তুমি কন্দুক ক্রীড়া দ্বারা আমাদের মনঃ কেবল উন্মথিত করিতে লাগিলে। ৩৫

হে শ্লাঘনীয়ে, তুমি করতল দ্বারা এই উচ্চলিত কন্দুকে আঘাত করত ক্রীড়া করিতেছ, ইহাতে তোমার পাদপদ্ম এক স্থানে স্থির হইতেছে না। তোমার এই কৃশতর মধ্যদেশ বৃহৎ স্তনদ্বয়ের ভারে শ্রান্ত হইতেছে, অপর, এই নির্ম্মলা দৃষ্টি যেন মন্থরা হইতেছে। আহা, তোমার এই কেশপাশ কি শোভন। ৩৬

দুর্ব্বোধ দানবেরা এই প্রকারে সেই সায়ন্তনী সন্ধ্যার প্রমদাতুল্য বিবিধ চেষ্টা কল্পনা করিয়া লোভে মুগ্ধ হইল এবং তাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিল। ৩৭

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কান্তি দ্বারা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার ঐ কান্তি আপনিই যেন ভাবগম্ভীর আত্মার ঘ্রাণ লইতেছিল। ৩৮

সে যাহা হউক, ঐ সকলের সৃষ্টি হইলে ব্রহ্মা আপনার ঐ কান্তিস্বরূপা কান্তিমতী তনু পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে তাহা চন্দ্রিকারূপা হইলে বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তাহাকে গ্রহণ করিল। ৩৯

তাহার পরে ঐ ভগবান্ আপনার আলস্য দ্বারা ভূত ও পিশাচদিগকে সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু তাহারা সকলেই দিগম্বর ও মুক্তকেশ হইল, অতএব তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া ব্রহ্মা আপনার নয়নদ্বয় নিমীলিত করিলেন। ৪০

এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই জৃম্ভা অর্থাৎ আলস্য নাম্নী সেই তনু বিসর্জ্জন দিলেন। ব্রহ্মার ঐ শরীর বিসৃষ্ট হইলে ঐ সকল ব্যক্তিই তাহা গ্রহণ করিল। বৎস বিদুর! যে তনু দ্বারা ইন্দ্রিয়বিক্লেদ হয়, তাহার নাম নিদ্রা, আর যে দেহ ইন্দ্রিয়বিক্লেদে উচ্ছিষ্ট ব্যক্তিদিগকে ভ্রান্ত করে, তাহাকে উন্মাদ বলে। অর্থাৎ আলস্য, জৃম্ভা, নিদ্রা এবং উন্মাদ, এই চারিটিই ঐ সকল ভূত-পিশাচ আদি গ্রহণ করিয়াছে, এবং তাহাই তাহাদের শরীর হইয়াছে। ৪১

উর্জ্জস্বন্তং মন্যমান আত্মানং ভগবানজঃ। সাধ্যান্ গণান্ পিতৃগণান্ পরোক্ষেণাসৃজৎ প্রভুঃ ॥৪২
ত আত্মসর্গং তৎকায়ং পিতরঃ প্রতিপেদিরে। সাধ্যেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ কবয়ো যদ্বিতন্বতে ॥৪৩॥
সিদ্ধান্ বিদ্যাধরাংশ্চৈব তিরোধানেন সোঽসৃজৎ। তেভ্যোঽদদাৎ তমাত্মানমন্তর্দ্ধানাখ্যমদ্ভুতম্ ॥৪৪
সকিন্নরান্ কিম্পুরুষান্ প্রত্যাত্ম্যেনাসৃজৎ প্রভুঃ। মানয়ন্নাত্মনাত্মানমাত্মাভাসং বিলোকয়ন্ ॥৪৫ ॥
তে তু তজ্জগৃহু রূপং ত্যক্তং যৎ পরমেষ্ঠিনা। মিথুনীভূয় গায়ন্তস্তমেবোষসি কর্ম্মভিঃ ॥৪৬ ॥
দেহেন বৈ ভোগবতা শয়ানো বহুচিন্তয়া। সর্গেঽনুপচিতে ক্রোধাদুৎসসর্জ্জ হ তদ্বপুঃ ॥৪৭॥
যেঽহায়ন্তামুতঃ কেশা অহয়স্তেঽঙ্গ জজ্ঞিরে। সর্পাঃ প্রসর্পতঃ ক্রূরা নাগা ভোগোরুকন্ধরাঃ ॥৪৮
স আত্মানং মন্যমানঃ কৃতকৃত্যমিবাত্মভূঃ। তদা মনূন্ সসর্জ্জান্তে মনসা লোকভাবনান্ ॥৪৯॥

তেভ্যঃ সোঽত্যসৃজৎ স্বীয়ং পুরং পুরুষমাত্মবান্।
তান্ দৃষ্ট্বা যে পুরা সৃষ্টাঃ প্রশশংসুঃ প্রজাপতিম্ ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মা তাহার পর আপনাকে বলবান্ বোধ করিয়া অদৃশ্য রূপ দ্বারা সাধ্যগণ ও পিতৃগণের সৃজন করিলেন। ৪২

ওহে বিদুর! ব্রহ্মার যে অদৃশ্য কায় হইতে পিতৃগণের সৃষ্টি হইল, পিতৃগণ সেই অদৃশ্য কায়ই গ্রহণ করিয়াছেন, সেই কায়কেই সম্প্রদানের নিমিত্ত করিয়া পণ্ডিতেরা আপনাদের পিতৃস্বরূপ সাধ্যগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে হব্য-কব্য প্রদান করিয়া থাকেন। ৪৩

এইরূপে ব্রহ্মা তিরোধান অর্থাৎ দৃশ্যত্ব সত্ত্বেও অন্তর্ধান হইবার শক্তি দ্বারা সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণের সৃষ্টি করিয়া আপনার সেই অন্তর্ধান নামক অদ্ভুত দেহ তাহাদিগকেই অর্পণ করিলেন। ৪৪

তদনন্তর তিনি প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া প্রতিবিম্বদর্শী আত্মার শিরঃকম্পাদি চেষ্টা কল্পনা করত আত্মপ্রতিবিম্ব দ্বারা কিন্নরগণের সৃষ্টি করিলেন। ৪৫

ঐ সকল কিন্নর ব্রহ্মার পরিত্যক্ত উক্ত প্রতিবিম্বস্বরূপ দেহ গ্রহণ করিয়াছে এবং পরস্পর মিথুনীভূত হইয়া প্রাতঃকালে তাহারই পরাক্রমানুবর্ণন পুরঃসর গান করিতে থাকে। ৪৬

ওহে বিদুর! পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই প্রকারে কর-চরণাদির প্রসারণ-সমন্বিত দেহবিশিষ্ট হইয়াও দেখিলেন, আপনার সৃষ্টি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল না, অতএব সচিন্ত অন্তঃকরণে অনেকক্ষণ শয়ান থাকিয়া পরে ক্রোধপূর্ব্বক ভোগাদিযুক্ত ঐ শরীরকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। ৪৭

তাহাতে ঐ তনু হইতে যে সকল কেশ বিশীর্ণ হইল, তাহারা অহি হইয়া জন্মিল। ব্রহ্মা যৎকালে ঐ শরীর পরিত্যাগ করেন, তাহা পদাদির আকুঞ্চন দ্বারা বিচলিত হইয়াছিল, এই কারণে ঐ সকল অহির নাম সর্প অর্থাৎ প্রসর্পণকারী হইল, ঐ কারণে তাহাদিগকে নাগ অর্থাৎ অতি বেগবন্তও বলা যায়। তাহারা ব্রহ্মার ভোগবিশিষ্ট কায় হইতে উৎপন্ন হওয়াতে ভোগ অর্থাৎ ফণা দ্বারা তাহাদের কন্ধর বিস্তীর্ণ হয়। আর ক্রোধযোগে উৎপন্ন হইয়াছিল, এ নিমিত্ত সকলেই অতিশয় ক্রূরস্বভাব হইয়াছে। ৪৮

ব্রহ্মা ঐ প্রকারে দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আপনাকে কৃতকার্য্য মানিয়া অবশেষে মনোদ্বারা মুনিদিগকে সৃষ্টি করিলেন। ৪৯

এবং আপনার পুরুষাকার দেহ তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। যাঁহারা অগ্রে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ সকল মনুকে অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে কহিলেন। ৫০

অহো এতজ্জগৎস্রষ্টঃ সুকৃতং বত তে কৃতম্। প্রতিষ্ঠিতা ক্রিয়া যস্মিন্ সাকমন্নমদাম হে ॥৫১
তপসা বিদ্যয়া যুক্তো যোগেন সুসমাধিনা। ঋষীনৃষির্হৃষীকেশঃ সসর্জ্জাভিমতাঃ প্রজাঃ ॥৫২॥
তেভ্যশ্চৈকৈকশঃ স্বস্য দেহস্যাংশমদাদজঃ। যত্তৎ সমাধিযোগর্দ্ধি-তপোবিদ্যাবিরক্তিমৎ ॥৫৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে জগৎসৃষ্টির্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

হে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মন্! আপনি অতি উত্তম কর্ম্ম করিলেন, এই যে মনু সৃষ্ট হইল, ইহাতে অগ্নি-হোত্রাদি সমস্ত ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাতে আমরাও সকলে একত্র হবির্ভাগাদি ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইব। ৫১

তদনন্তর ব্রহ্মা তপস্যা, উপাসনা, আসনাদি যোগ এবং বৈরাগ্য-ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত সমাধি দ্বারা ইন্দ্রিয়-নিচয় বশীভূত করিয়া অন্য এক প্রকার অভিমত প্রজা অর্থাৎ ঋষিগণের সৃষ্টি করিলেন। ৫২

এবং তাঁহাদিগকে এক এক করিয়া আপনার দেহের এক এক অংশ (যাহা সমাধি, যোগ, ঐশ্বর্য্য, তপস্যা, উপাসনা, বৈরাগ্য-সমন্বিত ছিল) প্রদান করিলেন। ৫৩

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে বিংশতিতম অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়

শ্রীবিদুর উবাচ।

স্বায়ম্ভুবস্য চ মনোর্বংশঃ পরমসম্মতঃ। কথ্যতাং ভগবন্ যত্র মৈথুনেনৈধিরে প্রজাঃ ॥ ১ ॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ সুতৌ স্বায়ম্ভুবস্য বৈ। যথা ধর্ম্মং জুগুপতুঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্ ॥ ২ ॥
তস্য বৈ দুহিতা ব্রহ্মন্ দেবহূতীতি বিশ্রুতা। পত্নী প্রজাপতেরুক্তা কর্দ্দমস্য ত্বয়ানঘ ॥ ৩ ॥
তস্যাং স বৈ মহাযোগী যুক্তায়াং যোগলক্ষণৈঃ। সসর্জ্জ কতিধা বীর্য্যং তন্মে শুশ্রূষবে বদ ॥ ৪ ॥
রুচির্যো ভগবান্ ব্রহ্মন্ দক্ষো বা ব্রহ্মণঃ সুতঃ। যথা সসর্জ্জ ভূতানি লব্ধ্বা ভার্য্যাঞ্চ মানবীম্ ॥৫॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ কর্দ্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ। সরস্বত্যাং তপস্তেপে সহস্রাণাং সমা দশ ॥ ৬ ॥
ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন কর্দ্দমঃ। সংপ্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদাশুষম্ ॥ ৭ ॥
তাবৎ প্রসন্নো ভগবান্ পুষ্করাক্ষঃ কৃতে যুগে। দর্শয়ামাস তং ক্ষত্তঃ শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ ॥ ৮ ॥
স তং বিরজমর্কাভং সিতপদ্মোৎপলস্রজম্। স্নিগ্ধনীলালকব্রাত-বক্ত্রাব্জং বিরজাম্বরম্ ॥ ৯ ॥

কর্দ্দম ঋষির দেবহূতির সহ বিবাহঘটনা

মুনিবর মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া বিদুর কহিলেন, ভগবন্! স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ অতি মহনীয়, সাধু লোকে সর্ব্বদাই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, ঐ বংশেই মিথুনধর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ দম্পতিভাবে স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গে প্রজাবৃদ্ধি হয়, তাহার সবিস্তার বৃত্তান্ত উল্লেখ করুন। ১

হে মহাশয়! স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র;—প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ। ইঁহারা ধর্ম্ম এবং সপ্তদ্বীপসমন্বিত এই পৃথিবী কি প্রকারে রক্ষা করিয়াছিলেন? ২

হে ভূমন্! আপনি কহিয়াছেন, মনুর দেবহূতি নামে যে দুহিতা ছিলেন, তিনি কর্দ্দম প্রজাপতির পত্নী হয়েন। ৩

ঐ প্রজাপতি মহাযোগী এবং তাঁহার ঐ বনিতাও যমনিয়মাদি যোগলক্ষণে যুক্ত ছিলেন, তিনি স্ত্রীতে কত পুত্র উৎপন্ন করেন? মুনে! এ বিষয়ে আমার অতিশয় শ্রবণেচ্ছা জন্মিতেছে, অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন। ৪

অপর, ভগবান রুচি মনুকন্যা আকূতিকে এবং ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রসূতিকে ভার্য্যা লাভ করিয়া যে প্রকারে প্রাণিসকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাও বলিতে আজ্ঞা হউক। ৫

মৈত্রেয় কহিলেন, বৎস বিদুর! ভগবান্ ব্রহ্মা কর্দ্দম প্রজাপতিকে কহিয়াছিলেন, তুমি প্রজা সৃষ্টি কর, তাহাতে ঐ প্রজাপতি সরস্বতীর তীরে গমন করিয়া দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। ৬

তিনি ঐ তপস্যায় সমাধিযুক্ত পূজার উপকরণের দ্বারা ভগবান্ হরির আরাধনা করিতে লাগিলেন। করুণাময় হরি শরণাগত ভক্তজনের বরদাতা। ৭

কর্দ্দম ঋষির তপস্যায় ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং শব্দৈকবেদ্য যে ব্রহ্ম, তন্ময়রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিলেন। ৮

কর্দ্দম ঋষি তপস্যা করিতে করিতে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করাতে তাঁহার নয়নগোচর হইল, ভগবান্ বিষ্ণু শরীরী হইয়া সূর্য্যের ন্যায় আকাশোপরি প্রকাশ পাইয়াছেন, তাঁহার গলদেশে দুই পার্শ্বে শ্বেতপদ্ম ও উৎপল-মাল্য, বদনকমলে সুস্নিগ্ধ নীলবর্ণ অলকাবলী, কটি-দেশে নির্ম্মল অম্বর। ৯

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং শঙ্খচক্রগদাধরম্। শ্বেতোৎপলক্রীড়নকং মনঃস্পর্শস্মিতেক্ষণম্ ॥১০॥
বিন্যস্তচরণাম্ভোজমংসদেশে গরুত্মতঃ। দৃষ্ট্বা খেঽবস্থিতং বক্ষঃ শ্রিয়ং কৌস্তুভকন্ধরম্ ॥১১॥
জাতহর্ষোঽপতন্মূর্দ্ধ্না ক্ষিতৌ লব্ধমনোরথঃ।
গীর্ভিশ্চাভ্যগৃণাৎ প্রীতি-স্বভাবাত্মা কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীঋষিরুবাচ।

জুষ্টং বতাদ্যাখিলসত্ত্বরাশেঃ সাংসিদ্ধ্যমক্ষ্নোস্তব দর্শনান্নঃ।
যদ্দর্শনং জন্মভিরীড্য সদ্ভিরাশাসতে যোগিনো রূঢ়যোগাঃ ॥ ১৩ ॥
যে মায়য়া তে হতমেধসস্ত্বৎপাদারবিন্দং ভবসিন্ধুপোতম্।
উপাসতে কামলবায় তেষাং রাসীশ কামান্ নিরয়েঽপি যে স্যুঃ ॥ ১৪ ॥
তথাপি চাহং পরিবোঢ়ুকামঃ সমানশীলাং গৃহমেধধেনুম্।
উপেয়িবান্ মূলমশেষমূলং দুরাশয়ঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপস্য ॥ ১৫ ॥

তাঁহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল এবং হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, শ্বেতপদ্ম ক্রীড়নকরূপে বিরাজমান, আর তিনি যে হাস্য দর্শন করিতেছেন, তাহা যেন সকলের মনে মহানন্দ জন্মাইতেছে। ১০

আপন বাহন গরুড়ের স্কন্ধদেশে তাঁহার চরণদ্বয় বিন্যস্ত রহিয়াছে এবং বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী ও কণ্ঠদেশে কৌস্তুভ মণি শোভা পাইতেছে। ১১

মুনিবর কর্দ্দম এইরূপ ভগবদ্রূপ দর্শন করিয়া হর্ষে পুলকিত হইলেন এবং মনোরথ পূর্ণ হইল মনে করিয়া মস্তক দ্বারা ভূতলে প্রণিপাতপুরঃসর প্রীতি-যুক্ত চিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া সবিনয়-বচনে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১২

ঋষিবর কর্দ্দম কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি সমগ্র সত্ত্বগুণের নিধি, আপনার সন্দর্শনে অদ্য আমার লোচনদ্বয় সফল হইল। হে স্তুত্য! আপনার দর্শন কে পায়? যোগীরাও উত্তরোত্তর প্রকর্ষপ্রাপ্ত বহুতর জন্ম না হইলে ভবদীয় সাক্ষাৎ লাভের আশা করিতে পারেন না। ১৩

হে ঈশ! যে সকল ব্যক্তির বুদ্ধি আপনার মায়া দ্বারা বিনষ্ট হয়, তাহারাই সকাম হইয়া অকিঞ্চিৎকর ভোগ-প্রার্থনায় আপনার পদারবিন্দ সেবা করে। প্রভো! তোমার চরণ ভবসাগরের তরণী, তাহার নিকটে কি ঐ সকল কাম প্রার্থনীয়? উহা ত নরকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৪

কিন্তু হে বিভো! আমি আপনি সকাম ব্যক্তি-দিগের এইরূপ নিন্দা করিয়াও দুরাশয়তাপ্রযুক্ত স্বয়ং তদ্রূপ হইয়া গৃহাশ্রমের কামধেনু ত্রিবর্গদোগ্ধ্রী সমানশীলা ভার্য্যা পরিণয় কামনায় আপনার পাদপদ্মরূপ কল্পপাদপের মূলে উপগত হইতেছি। হে ঈশ! আমি সকাম হইলেও কামনা পূরণার্থ আপনি ব্যতীত আর কাহার উপাসনা করিব? আপনার চরণমূলই অশেষ পুরুষার্থের মূল। ১৫

বিবৃতি—এই গরুড় ভগবানের নিত্যবাহন, গরুড় মাত্র বিনতার নন্দন নহেন, কারণ, তখন বিনতার সৃষ্টি হয় নাই, ইহাই শ্রীজীব গোস্বামীর অভিমত। ১১

প্রজাপতেস্তে বচসাধীশ তন্ত্র্যা লোকঃ কিলায়ং কামহতোঽনুবদ্ধঃ।
অহঞ্চ লোকানুগতো বহামি বলিঞ্চ শুক্লানিমিষায় তুভ্যম্॥ ১৬॥
লোকাংশ্চ লোকানুগতান্ পশূংশ্চ হিত্বা শ্রিতাস্তে চরণাতপত্রম্।
পরস্পরং ত্বদ্‌গুণবাদসীধুপীযূষনির্যাপিতদেহধর্ম্মাঃ ॥ ১৭॥
ন তেঽজরাক্ষভ্রমিরায়ুরেষাং ত্রয়োদশারং ত্রিশতং ষষ্টি পর্ব্ব।
ষণ্‌নেম্যনন্তচ্ছদি যৎ ত্রিনাভি করালস্রোতো জগদাচ্ছিদ্য ধাবৎ॥ ১৮॥
একঃ স্বয়ং সন্ জগতঃ সিসৃক্ষয়া দ্বিতীয়য়াত্মন্নধিযোগমায়য়া।
সৃজস্যদঃ পাসি পুনর্গ্রসিষ্যসে যথোর্ণনাভির্ভগবন্ স্বশক্তিভিঃ॥ ১৯॥
নৈতদ্বতাধীশ পদং তবেপ্সিতং যন্মায়য়া নস্তনুষে ভূতসূক্ষ্মম্।
অনুগ্রহায়াস্ত্বপি যর্হি মায়য়া লসত্তুলস্যা ভগবান্ বিলক্ষিতঃ॥ ২০॥

হে অধীশ! আপনি প্রজাপতি, আপনার বাক্য-রূপ রজ্জু দ্বারা কামোপহত এই সমস্ত লোক পশুবৎ বদ্ধ আছে। হে ধর্ম্মমূর্ত্তে! আমি ঐ সকল লোকেরই অনুবর্ত্তী, এই নিমিত্ত কালাত্মা যে তুমি, তোমার চরণে পূজোপহার আহরণ করিতেছি এবং ভার্য্যা লাভ করিতে অভিলাষ করিতেছি। প্রভো! আমার পত্নী-প্রার্থনা কেবল লোকানুগমনার্থও নহে, ভার্য্যা বিনা দেব, ঋষি, পিতৃ এই তিন জনের ঋণ হইতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই, তজ্জন্যই দার-প্রার্থনা করিতেছি। ১৬

হে ভগবন্! আপনি কাল-স্বরূপ, ইহাতে আপনাকে ভয় করিয়া আমরা কর্ম্ম করিয়া থাকি, কিন্তু যাঁহারা আপনার ভক্ত, তাঁহাদের কোন ভয় নাই, কেন না, তাঁহারা কাল কর্ত্তৃক অভিভূত লোক-দিগকে এবং ঐ সকল লোকের অনুগত অস্মৎ-সদৃশ কর্ম্মজড় পশুদিগকে উপেক্ষা করিয়া আপনার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের দেহধর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষুধা, পিপাসা আপনার গুণকথা-রূপ অমৃত পানেই নিবারিত হয়। ১৭

সুতরাং আপনার ত্রিনাভি কাল-চক্র এই জগৎকে আকর্ষণ করিয়া গমন করিতে থাকিলেও ঐ সকল ভক্তজনের আয়ুকে বল দ্বারা হরণ করিয়া ধাবমান হইতে পারে না। প্রভো! আপনার এই চক্র অতি আশ্চর্য্য! অজর ব্রহ্মরূপ অক্ষের উপরে ইহা নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, মলমাসের সহিত ত্রয়োদশ মাস ইহার ত্রয়োদশ অর, ইহাতে তিন শত ষষ্টি অহোরাত্ররূপ তিন শত ষষ্টি পর্ব্ব রহিয়াছে, ষট্ ঋতু ইহার ছয়টি নেমি, অসংখ্য ক্ষণ-লবাদি ইহাতে পত্রাকার ধারা, তিন চাতুর্ম্মাস্য ইহার নাভি অর্থাৎ আধারস্বরূপ বলয়, ইহার বেগ অতি তীব্র, অতএব দুরতিক্রম্য। ১৮

হে ভগবন্! আপনি স্বয়ং এক হইয়াও জগতে সৃজনবাসনায় আত্মাতে অধিকৃত দ্বিতীয় যোগমায়া-প্রভাবে সত্ত্বাদি শক্তিত্রয় স্বীকার পূর্ব্বক সেই তিনটি শক্তি দ্বারা উর্ণনাভির ন্যায়, এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিতেছেন। ১৯

হে অধীশ! আমরা আপনার উপাসক, ইহাতে আমাদের জঘন্য বিষয়সুখ মায়া দ্বারা বিস্তার করিতে যদিও আপনার ইচ্ছা হইবে না, তথাচ আমরা প্রার্থনা করিতেছি—আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহা করুন, তাহাতে আমরা দেব, ঋষি ও পিতৃঋণ মোচন পুরঃসর মুক্তি লাভ করিতে পারিব। প্রভো! আমরা আপনাকে মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন তুলাবিলাসশালিনী তুলসীতে সমন্বিত অবলোকন করিয়াছি, এবম্বিধ ভগবদ্দর্শনের ফল ভোগ, মোক্ষ দুই হইয়া থাকে। ২০

তং ত্বানুভূত্যোপরতক্রিয়ার্থং স্বমায়য়াবর্ত্তিতলোকতন্ত্রম্।
নমাম্যভীক্ষ্ণং নমনীয়পাদসরোজমল্পীয়সি কামবর্ষম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইত্যব্যলীকং প্রণুতোঽব্জনাভস্তমাবভাষে বচসামৃতেন।
সুপর্ণপক্ষোপরি রোচমানঃ প্রেমস্মিতোদ্বীক্ষণবিভ্রমদ্ভ্রূঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বিদিত্বা তব চৈত্ত্যং মে পুরৈব সমযোজি তৎ। যদর্থমাত্মনিয়মৈস্ত্বয়ৈবাহং সমর্চ্চিতঃ ॥ ২৩ ॥
ন বৈ জাতু মৃষৈব স্যাৎ প্রজাধ্যক্ষ মদর্হণম্। ভবদ্বিধেষ্বতিতরাং ময়ি সংগৃভিতাত্মনাম্ ॥ ২৪ ॥
প্রজাপতিসুতঃ সম্রাণ্মনুর্বিখ্যাতমঙ্গলঃ। ব্রহ্মাবর্ত্তং যোঽধিবসন্ শাস্তি সপ্তার্ণবাং মহীম্ ॥২৫॥
স চেহ বিপ্র রাজর্ষির্মহিষ্যা শতরূপয়া। আয়াস্যতি দিদৃক্ষুস্ত্বাং পরশ্বো ধর্ম্মকোবিদঃ ॥২৬॥
আত্মজামসিতাপাঙ্গীং বয়ঃশীলগুণান্বিতাম্। মৃগয়ন্তীং পতিং দাস্যত্যনুরূপায় তে প্রভো ॥২৭॥
সমাহিতং তে হৃদয়ং যত্রেমান্ পরিবৎসরান্। সা ত্বাং ব্রহ্মন্ নৃপবধূঃ কামমাশু ভজিষ্যতি ॥২৮॥

হে ঈশ! আপনার বিষয়ে জ্ঞান জন্মিলে কর্ম্মের ফলভোগ উপরত হইয়া যায়, আর আপনি স্বীয় মায়া দ্বারা এই লোকতন্ত্র অর্থাৎ বিশ্বোপকরণকে সর্ব্বদা আবর্ত্তিত করিতেছেন, অধিকন্তু আপনি ক্ষুদ্রজনের অর্থাৎ সকাম পুরুষের অভিলাষ বর্ষণ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত কি সকাম, কি নিষ্কাম সকল পুরুষই আপনার পাদপদ্মে নত হয়, অতএব আপনিই ভক্তি-মুক্তিদাতা, আমি আপনাকেই সর্ব্বদা প্রণাম করি। ২১

মৈত্রেয় কহিলেন, পদ্মনাভ ভগবান্ গরুড়ের পক্ষোপরি বিরাজ করিতে করিতে কর্দ্দমের এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রূদ্বয় যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইল। পরে তিনি সুধামাখা বচনে বলিতে লাগিলেন। ২২

ভগবান্ কহিলেন, অহে মুনিবর কর্দ্দম! তুমি যদর্থ আত্মনিয়ম দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে আমার আরাধনা করিলে, তোমার মনোভিলষিত অবগত হইয়া আমি পূর্ব্বেই তাহার সংযোগ করিয়া রাখিয়াছি। ২৩

হে প্রজাধ্যক্ষ! তোমার সদৃশ যে সকল পুরুষ স্ব স্ব চিত্ত আমাতে একাগ্র করিয়া আমার অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের সেই অর্চ্চনা কখন নিষ্ফলা হয় না, তুমি যাহা বাঞ্ছা করিতেছ, প্রাপ্ত হইবে। ২৪

প্রজাপতিদিগের পতি যে সম্রাট মনুর সদাচারাদিরূপ মঙ্গল সর্ব্বত্র বিখ্যাত, যিনি ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে বাস করিয়া সসাগরা ধরা শাসন করিতেছেন। ২৫

সেই ধর্ম্মজ্ঞ মনু তোমাকে দেখিবার বাসনায় স্বীয় প্রেয়সী মহিষী শতরূপার সহিত পরশ্ব আগমন করিবেন। ২৬

তাঁহার একটি সুরূপা কন্যা আছে, সে তরুণবয়স্কা এবং শীল ও গুণসম্পন্না, আপনার অনুরূপ পতি অন্বেষণ করিতেছে, তুমিই তাহার উপযুক্ত পাত্র, মনু তোমাকেই সেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। ২৭

বৎস কর্দ্দম! ভার্য্যা-নিমিত্ত তোমার অন্তঃকরণ বহু বৎসরাবধি সমাহিত হইয়া আছে, সেই রাজকন্যা অচিরেই তোমাকে ভজনা করিবেন। ২৮

যা ত আত্মভূতং বীর্য্যং নবধা প্রসবিষ্যতি। বীর্য্যে ত্বদীয়ে ঋষয় আধাস্যন্ত্যঞ্জসাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥
ত্বঞ্চ সম্যগনুষ্ঠায় নিদেশং ম উশত্তমঃ। ময়ি তীর্থীকৃতাশেষ-ক্রিয়ার্থো মাং প্রপৎস্যসে ॥৩০॥
কৃত্বা দয়াঞ্চ জীবেষু দত্ত্বা চাভয়মাত্মবান্। ময্যাত্মানং সহ জগৎ দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি চাপি মাম্ ॥৩১॥
সহাহং স্বাংশকলয়া ত্বদ্বীর্য্যেণ মহামুনে। তব ক্ষেত্রে দেবহূত্যাং প্রণেষ্যে তত্ত্বসংহিতাম্ ॥৩২॥
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।
এবং তমনুভাষ্যাথ ভগবান্ প্রত্যগক্ষজঃ। জগাম বিন্দুসরসঃ সরস্বত্যা পরিশ্রিতাৎ ॥ ৩৩ ॥
নিরীক্ষতস্তস্য যযাবশেষসিদ্ধেশ্বরাভিষ্টুতসিদ্ধমার্গঃ।
আকর্ণয়ন্ পত্ররথেন্দ্রপক্ষৈরুচ্চারিতং স্তোমমুদীর্ণসাম ॥ ৩৪ ॥
অথ সংপ্রস্থিতে শুক্লে কর্দ্দমো ভগবানৃষিঃ। আস্তে স্ম বিন্দুসরসি তং কালং প্রতিপালয়ন্ ॥৩৫॥
মনুঃ স্যন্দনমাস্থায় শাতকৌম্ভপরিচ্ছদম্। আরোপ্য স্বাং দুহিতরং সভার্য্যঃ পর্য্যটন্ মহীম্ ॥৩৬॥
তস্মিন্ সুধন্বন্নহনি ভগবান্ যৎ সমাদিশৎ। উপায়াদাশ্রমপদং মুনেঃ শান্তব্রতস্য তৎ ॥ ৩৭ ॥

তোমার যে বীর্য্য আত্মাতে ধৃত আছে, তাহা নয় প্রকারে প্রসব করিবেন। আর তোমার ঔরসে ঐ যে কন্যাগুলি জন্মিবে, ঋষিসকল তাহাদের গর্ভে পুত্রাধান করিবেন। ২৯

বৎস কর্দ্দম! তুমি আমার আজ্ঞা সম্যক্‌রূপে পালন পূর্ব্বক আমাতে সকল কর্ম্মের ফল সমর্পণ কর, তাহা হইলে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ৩০

তুমি গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের প্রতি দয়া করিও, তদনন্তর সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সকল ভূতে অভয় দান করিও, এইরূপ করিলেই শেষে আমাতে তোমার আত্মা ও জগৎ এই দুইকে একীভূত দেখিতে পাইবে এবং তোমার আত্মাতেও আমাকে দেখিতে পাইবে। ৩১

তাহার পরে আমিও তোমার বীর্য্যসহ আপনার অংশকলায় তোমার ক্ষেত্র দেবহূতির গর্ভে অবতীর্ণ হইয়া তত্ত্ব-সংহিতা রচনা করিব। ৩২

মৈত্রেয় কহিলেন, কর্দ্দমের স্তবে আবির্ভূত ভগবান্ এই প্রকার উপদেশ করিয়া সরস্বতী-নদীবেষ্টিত সেই বিন্দু-সরোবর হইতে প্রস্থান করিলেন। ৩৩

কর্দ্দম দেখিতে লাগিলেন—ভগবান্ তাঁহার সমক্ষেই তদুচ্চারিত সামবেদের ঋক্‌সকল শ্রবণ করিতে করিতে চলিলেন। ঐ সকল বেদধ্বনি গরুড়ের পক্ষবাতে সর্ব্বতোভাবে ব্যক্ত হইতেছিল; সুতরাং সুন্দররূপে শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। বৎস বিদুর! কর্দ্দম যে ভগবানের স্তবার্থ সামবেদীয় ঋক্ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিও না, মন্ত্রাদি-সিদ্ধ অন্যান্য ঈশ্বরগণ যাঁহার স্তব করেন এবং সিদ্ধজন যাঁহার বর্ত্ম অন্বেষণ করেন, তাঁহার স্তুতি কে না করিবে? ৩৪

সে যাহা হউক, ভগবান্ প্রস্থান করিলে ঋষিবর কর্দ্দম সেই কাল প্রতীক্ষা করত বিন্দু-সরোবরের তীরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৩৫

অহে বিদুর! এই সময়ে আদিরাজ মনু ভার্য্যার সহিত সুবর্ণময়ী সজ্জায় সুসজ্জিত রথে আরূঢ় হইয়া আপনার কন্যাকে তদুপরি আরোহণ করাইয়া তাহার বর অন্বেষণ নিমিত্ত পৃথ্বী পর্য্যটন করিতে করিতে ভগবান্ যে দিন নির্ণয় করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, সেই দিবসেই শান্তব্রত ঐ মুনির (কর্দ্দমের) আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩৬-৩৭

বিবৃতি—কারণার্ণবশায়ী সহস্রশীর্ষ আমার যে রূপ আছে, সেইরূপে আমার রোমকূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সহিত আপনাকে দেখিতে পাইবে এবং আপনার হৃদয়েও অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে আমাকে দেখিতে পাইবে। ৩১

যস্মিন্ ভগবতো নেত্রান্ন্যপতন্ হর্ষবিন্দবঃ। কৃপয়া সংপরীতস্য প্রপন্নেঽর্পিতয়া ভৃশম্ ॥ ৩৮ ॥
তদ্বৈ বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যা পরিপ্লুতম্। পুণ্যং শিবামৃতজলং মহর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ৩৯ ॥
পুণ্যদ্রুমলতাজালৈঃ কূজৎপুণ্যমৃগদ্বিজৈঃ। সর্ব্বর্ত্তুফলপুষ্পাঢ্যং বনরাজিশ্রিয়ান্বিতম্ ॥ ৪০ ॥
মত্তদ্বিজগণৈর্ঘুষ্টং মত্তভ্রমরবিভ্রমম্। মত্তবর্হিনটাটোপমাহ্বয়ন্মত্তকোকিলম্ ॥ ৪১ ॥
কদম্বচম্পকাশোক করঞ্জবকুলাসনৈঃ। কুন্দমন্দারকুটজৈশ্চূতপোতৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৪২ ॥
কারণ্ডবৈঃ প্লবৈর্হংসৈঃ কুররৈর্জলকুক্কুটৈঃ। সারসৈশ্চক্রবাকৈশ্চ চকোরৈর্বল্গু কূজিতম্ ॥ ৪৩ ॥
তথৈব হরিণৈঃ ক্রোড়ৈঃ শ্বাবিদ্গবয়কুঞ্জরৈঃ। গোপুচ্ছৈর্হরিভির্মর্কৈর্নকুলৈর্নাভিভির্বৃতম্ ॥ ৪৪ ॥
প্রবিশ্য তত্তীর্থবরমাদিরাজঃ সহানুগঃ।
দদর্শ মুনিমাসীনং তস্মিন্ হুতহুতাশনম্। বিদ্যোতমানং বপুষা তপস্যুগ্রযুজা চিরম্ ॥ ৪৫ ॥
নাতিক্ষামং ভগবতঃ স্নিগ্ধাপাঙ্গাবলোকনাৎ। তদ্ব্যাহৃতামৃতকলা-পীযূষশ্রবণেন চ ॥ ৪৬ ॥

বিদুর! ঐ আশ্রম সামান্য নহে, সে স্থানে ঋষিবর কর্দ্দম ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াতে তাঁহার প্রতি ভগবানের চিত্ত করুণার্দ্র এবং নয়ন হইতে আনন্দনীর পতিত হইয়াছিল। ৩৮

বিদুর! ঐ আশ্রমেরই নাম বিন্দু-সরোবর, উহাই সরস্বতীর জলে অভিষিক্ত হয়। বৎস! ঐ স্থান সামান্য নহে, অতি পবিত্র, সেখানকার জল রোগনাশক এবং অমৃততুল্য সুস্বাদু, মহর্ষিগণ সদাই সেই সলিল সেবন করিয়া থাকেন। ৩৯

সে স্থান বহুবিধ পবিত্র পাদপ ও লতাসমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন, ঐ সকল তরু ও লতার শাখায় পক্ষিকুল এবং তলে মৃগগণ সুমধুর স্বরে নানা প্রকার অব্যক্ত শব্দ করে, আর তথায় সকল ঋতুর ফলকুসুম সদাই সমৃদ্ধিশালী এবং সে স্থল বহু বহু বনস্থলীর শোভাসমন্বিত। ৪০

সেখানে পক্ষিসকল মত্ত হইয়া গান করাতে কতই কোলাহল হইয়া থাকে, তথায় ভ্রমরনিকর মত্ত হইয়া নানা প্রকারে বিহার করে এবং ভূরি ভূরি মত্ত ময়ূর নটের তুল্য নৃত্য করিয়া বেড়ায়। কোকিলকুলও মত্ত হইয়া পরস্পরের আহ্বান নিমিত্ত কতই বাক্যবিন্যাস করে। ৪১

বৎস! সেই আশ্রম কুন্দ, কদম্ব, মন্দার, কুটজ, করঞ্জ, চূত, চম্পক, অশোক, অসন, বহুতর বকুল বৃক্ষে অলঙ্কৃত। ৪২

সে স্থানে হংস, কারণ্ডব, কুরর জলকুক্কুট, সারস, চক্রবাক, চকোর এবং প্লব প্রভৃতি পক্ষিকুলের মনোহর কূজনে মুখরিত। ৪৩

উহার চারিদিকে বহু গবয়, কুঞ্জর, হরিণ, শল্লক, সিংহ, শূকর, মর্কট, গোপুচ্ছ (বানরবিশেষ) এবং কস্তুরীমৃগ ভ্রমণ করিতেছে। ৪৪

সে যাহা হউক, আদিরাজ মনু অনুচরগণ সহিত সেই তীর্থবরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে এক জন মুনি ব্রহ্মচারীর যোগ্য হুতাশনে আহুতি প্রদানানন্তর অধ্যাসীন হইয়া আছেন। ঐ মুনি বহুকাল তপস্যায় সমাহিত থাকাতে তাঁহার শরীরে অনেক অনেক উগ্রযোগ হইয়াছিল, ইহাতে তিনি দেহের জ্যোতিঃ দ্বারা যেন জ্বলিতেছিলেন। ৪৫

যদিও তাঁহার কলেবর তপস্যায় সাতিশয় কৃশ হইয়াছিল, তথাপি ভগবান্ তাঁহার প্রতি স্নিগ্ধ অপাঙ্গ নিক্ষেপ পূর্ব্বক যে বাক্য বলিয়া যান, যাহা অমৃতমণ্ডলের কলাস্বরূপ, পীযূষপূর্ণ ছিল এবং তাহা শ্রবণপুটে পান করাতে তাঁহাকে কৃশ বোধ হইল না। ৪৬

প্রাংশুং পদ্মপলাশাক্ষং জটিলং চীরবাসসম্। উপসংসৃত্য মলিনং যথার্হণমসংস্কৃতম্ ॥ ৪৭ ॥
অথোটজমুপায়াতং নৃদেবং প্রণতং পুরঃ। সপর্য্যয়া প্রত্যগৃহ্ণাৎ প্রতিনন্দ্যানুরূপয়া ॥ ৪৮ ॥
গৃহীতার্হণমাসীনং সংযতং প্রীণয়ন্ মুনিঃ। স্মরন্ ভগবদাদেশমিত্যাহ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ৪৯ ॥
নূনং চংক্রমণং দেব সতাং সংরক্ষণায় তে। বধায় চাসতাং স ত্বং হরেঃ শক্তির্হি পালিনী ॥৫০॥
যোঽর্কেন্দ্বগ্নীন্দ্রবায়ূনাং যমধর্ম্মপ্রচেতসাম্। রূপাণি স্থান আধৎসে তস্মৈ শুক্লায় তে নমঃ ॥৫১॥
ন যদা রথমাস্থায় জৈত্রং মণিগণার্পিতম্। বিস্ফূর্জ্জচ্চণ্ডকোদণ্ডো রথেন ত্রাসয়ন্নঘান্ ॥ ৫২ ॥
স্বসৈন্যচরণক্ষুণ্ণং বেপয়ন্ মণ্ডলং ভুবঃ। বিকর্ষন্ মহতীং সেনাং পর্য্যটস্যংশুমানিব ॥ ৫৩ ॥
তদৈব সেতবঃ সর্ব্বে বর্ণাশ্রমনিবন্ধনাঃ। ভগবদ্রচিতা রাজন্ ভিদ্যেরন্ বত দস্যুভিঃ ॥৫৪ ॥
অধর্ম্মশ্চ সমেধেত লোলুপৈর্ব্যঙ্কুশৈর্নৃভিঃ। শয়ানে ত্বয়ি লোকোঽয়ং দস্যুগ্রস্তো বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥৫৫॥
তথাপি পৃচ্ছে ত্বাং বীর যদর্থং ত্বমিহাগতঃ। তদ্বয়ং নির্ব্ব্যলীকেন প্রতিপদ্যামহে হৃদা ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে মনুকর্দ্দমসংবাদে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

মনু দেখিলেন, তাঁহার শরীর উন্নত, চক্ষু পদ্ম পলাশতুল্য সুন্দর,মস্তকে জটা এবং পরিধান চীরবসন। মনু নিকটে গিয়া পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে অসংস্কৃত মণির ন্যায় ঈষৎ মলিন বোধ করিলেন। ৪৭

অনন্তর আদিরাজ মনু মুনিবর কর্দ্দমের কুটীর সন্নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহার পাদাগ্রে প্রণত হইলেন, তিনিও আশীর্ব্বচন দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং যথোচিত সপর্য্যা দ্বারা সৎকার করিলেন। মনু অর্চ্চনা গ্রহণ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে পর ঋষিবর কর্দ্দম ভগবানের সেই আদেশ স্মরণ করিয়া কোমল বচন প্রয়োগ করত কহিতে লাগিলেন।৪৮-৪৯

হে রাজন্! বোধ করি, সাধুজনের পরিপালন ও অসাধুর দমনমানসেই তোমার এই পর্য্যটন আরম্ভ হইয়াছে, কেন না, তোমরা ভগবানের শক্তি, ভগবৎ-শক্তির লোকপালন ব্যতীত আর কি কার্য্য আছে? ৫০

মহর্ষি কর্দ্দম আদিরাজ মনুকে এইরূপ বলিয়া অন্তর্যামী বিষ্ণুকে প্রণাম করত কহিলেন, ভগবন্! তুমিই তত্তৎকার্য্যাবসরে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, যম, ধর্ম্ম, এবং বরুণ ইত্যাদির আকার গ্রহণ করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার করি। ৫১

অনন্তর অভ্যাগত মনুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে রাজন্, মুনিগণে ভূষিত জয়শালী রথে আরোহণ-পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া যদি তুমি ভূমণ্ডল পর্য্যা-টন না কর,তবে সকল বিশৃঙ্খল হয়। প্রভো! তোমার ধনুকের টঙ্কারধ্বনিতেই পাপিগণ ভয় পায়। ৫২

হে রাজন্! তুমি যে মহতী সেনা সমভিব্যাহারে লইয়া দিনকরের তুল্য পর্য্যটন করিতেছ, ইহাতে তোমার সৈন্যগণের চরণে ক্ষুণ্ণ হইয়া এই পৃথিবীমণ্ডল কম্পিত হইতেছে। যদি তুমি এরূপে ভ্রমণ না করিতে, তাহা হইলে ভগবান্ বর্ণাশ্রম নিবন্ধনার্থ যে সকল সেতু রচনা করিয়াছেন, তাহা কি বর্ত্তমান থাকিত? দস্যুগণ কোন্ কালে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিত। ৫৩-৫৪

মহারাজ! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ান থাকিলে লোলুপ লোকসকল নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিবে, তাহাতে অধর্ম্ম অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, সুতরাং এই সংসার দস্যুগ্রস্ত হইয়া একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ৫৫

অতএব যদিও তোমার এই পর্য্যটন নিষ্প্রয়োজন নহে, তথাচ আমার জানিতে বাসনা হইতেছে—কি নিমিত্ত এখানে আগমন হইল, অভিপ্রায় ব্যক্ত কর, যাহা কহিবে, অকটচিত্তে তাহাই স্বীকার করিব। ৫৬

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

এবমাবিষ্কৃতাশেষ-গুণকর্ম্মোদযো মুনিম্। সব্রীড় ইব তং সম্রাড়ুপারতমুবাচ হ ॥ ১ ॥

শ্রীমনুরুবাচ।

ব্রহ্মাসৃজৎ স্বমুখতো যুষ্মানাত্মপরীপ্সয়া। ছন্দোময়স্তপোবিদ্যা-যোগযুক্তানলম্পটান্ ॥ ২ ॥

তত্ত্রাণায়াসৃজচ্চাস্মান্ দোঃসহস্রাৎ সহস্রপাৎ। হৃদয়ং তস্য হি ব্রহ্ম ক্ষত্রমঙ্গং প্রচক্ষতে ॥ ৩ ॥

অতো হ্যন্যোন্যমাত্মানং ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ রক্ষতঃ। রক্ষতি স্মাব্যয়ো দেব স যঃ সদসদাত্মকঃ ॥ ৪ ॥

তব সন্দর্শনাদেব চ্ছিন্না মে সর্ব্বসংশয়াঃ। যৎ স্বয়ং ভগবান্ প্রীত্যা ধর্ম্মমাহ রিরক্ষিষোঃ ॥৫॥

দিষ্ট্যা মে ভগবান্ দৃষ্টো দুর্দ্দর্শো যোঽকৃতাত্মনাম্।
দিষ্ট্যা পাদরজঃ স্পৃষ্টং শীর্ষ্ণা মে ভবতঃ শিবম্ ॥ ৬ ॥

দিষ্ট্যা ত্বয়ানুশিষ্টোঽহং কৃতশ্চানুগ্রহো মহান্। অপাবৃতৈঃ কর্ণরন্ধ্রৈর্জুষ্টা দিষ্ট্যোশতীর্গিরঃ ॥৭ ॥

মনু কর্ত্তৃক কর্দ্দম-হস্তে কন্যা-সম্প্রদান

মৈত্রেয় কহিলেন, কর্দ্দম ঋষি এই প্রকারে আদিরাজ মনুর অশেষ গুণ ও কর্ম্মের উৎকষ প্রকাশ-পুরঃসর প্রশংসা করিলে মনু স্বীয় প্রশংসায় লজ্জিতের ন্যায় হইলেন এবং আপনার অভিপ্রেত বিষয়ে প্রত্যাখ্যান আশঙ্কায় কহিতে লাগিলেন। ১

মনু কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বেদময় যে ব্রহ্মা আত্মপর্য্যাপ্তিবাসনায় অর্থাৎ বেদপ্রবর্ত্তন মানসে আপনাদিগকে তপস্যা বিদ্যা এবং যোগযুক্ত ও অলম্পট করিয়া আত্মবদন হইতে সৃজন করেন, সেই সহস্রপদযুক্ত প্রভু আপনাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত স্বীয় বাহু-সহস্র হইতে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত লোকে আপনাদিগকে (ব্রাহ্মণ জাতিকে) ব্রহ্মার হৃদয় এবং আমাদিগকে (ক্ষত্রিয়জাতিকে) তাঁহার অঙ্গ বলিয়া থাকে। ২-৩

অতএব যদিও আমরা (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়) পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করি বলিয়া বোধ করি, তথাচ যিনি সৎ ও অসৎস্বরূপ হইয়াও নির্ব্বিকার, সেই পরমেশ্বর হইতেই আমাদের বাস্তবিক রক্ষা হয়। ৪

হে মহাশয়! ঐ বিষয়ে আমার যে যে সংশয় ছিল, এক্ষণে আপনার দর্শনেই সে সকল ছিন্ন হইল, যে হেতু, আমি রক্ষাকার্য্য করিতে ইচ্ছুক, আমার সৌভাগ্যক্রমে আপনি আমার ধর্ম্ম কহিয়া দিলেন। ৫

প্রভো! আমার অদৃষ্ট বড় প্রসন্ন, তাহাতেই আপনার দর্শন পাইলাম, অকৃতাত্ম লোকে কি আপনার দর্শন পায়? আমার এমন ভাগ্য যে, আপনার মঙ্গলপ্রদ পদধূলি নিজ মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিলাম। ৬

ভাগ্যপ্রভাবেই আমি আপনার অনুশাসন ও সুমহৎ অনুগ্রহ লাভ করিলাম। আর অনাবৃত কর্ণরন্ধ্র দ্বারা যে আপনার কমনীয় বচনাবলী সেবিত হইল, ইহাও আমার মহৎ ভাগ্যের ফল। ৭

বিবৃতি—ব্রহ্মার সহস্র বাহু ছিল না, এ স্থানে বিরাট পুরুষের সহিত ব্রহ্মার অভেদ কল্পনা করিয়া 'সহস্রপাদ' ও 'সহস্রবাহু' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ৩

স ভবান্ দুহিতৃস্নেহ পরিক্লিষ্টাত্মনো মম। শ্রোতুমর্হতি দীনস্য শ্রাবিতং কৃপয়া মুনে ॥ ৮ ॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপদোঃ স্বসেয়ং দুহিতা মম। অন্বিচ্ছতি পতিং যুক্তং বয়ঃশীলগুণাদিভিঃ ॥ ৯ ॥
যদা তু ভবতঃ শীল-শ্রুতরূপবয়োগুণাঃ। অশৃণোন্নারদাদেষা ত্বয্যাসীৎ কৃতনিশ্চয়া ॥ ১০ ॥
তৎ প্রতীচ্ছ দ্বিজাগ্র্যেমাং শ্রদ্ধয়োপাহৃতাং ময়া। সর্ব্বাত্মনানুরূপাং তে গৃহমেধিষু কর্ম্মসু ॥১১॥
উদ্যতস্য হি কামস্য প্রতিবাদো ন শস্যতে। অপি নির্ম্মুক্তসঙ্গস্য কামরক্তস্য কিং পুনঃ ॥ ১২ ॥
য উদ্যতমনাদৃত্য কীনাশমভিযাচতে। ক্ষীয়তে তদ্‌যশঃ স্ফীতং মানশ্চাবজ্ঞয়া হতঃ ॥১৩॥
অহং ত্বাশৃণবং বিদ্বন্ বিবাহার্থং সমুদ্যতম্। অতস্ত্বমুপকুর্ব্বাণঃ প্রত্তাং প্রতিগৃহাণ মে ॥ ১৪ ॥

শ্রীঋষিরুবাচ।

বাঢ়মুদ্বোঢ়ুকামোঽহমপ্রত্তা চ তবাত্মজা। আবয়োরনুরূপোঽসাবাদ্যো বৈবাহিকো বিধিঃ ॥১৫॥

হে মহাশয়! আপনি আমার প্রতি নানা প্রকারে অনুকম্পা করিলেন, নিজ দুহিতার প্রতি স্নেহবশতঃ আমার অন্তঃকরণ ক্লিষ্ট হওয়াতে আমি আপনাকে একটি নিবেদন করিতে বাঞ্ছা করি, দীনের প্রতি দয়া করিয়া শ্রবণ করুন। ৮

হে মহাশয়! এইটি আমার কন্যা, ইনি প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগিনী, ইনি বয়ঃশীলাদিসম্পন্ন বর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, নারদের প্রমুখাৎ আপনার কুলশীল, বয়স, বিদ্যা এবং রূপ-গুণের কথা শুনিয়া আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। ৯-১০

অতএব হে দ্বিজবর! আপনি আমার এই কন্যাটিকে স্বীকার করুন, আমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপহার-স্বরূপে ইহাকে সম্প্রদান করিতেছি। হে মহাশয়! আমার এই দুহিতা সর্ব্বপ্রকারে আপনার অনুরূপা, ইহা হইতে আপনার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সুন্দররূপ নির্ব্বাহ হইবে। ১১

মুনে! যে ব্যক্তি সঙ্গত্যাগী, তাঁহার নিকটেও যদি ভোগ্য কোন বিষয় আপনা হইতে উপস্থিত হয়, তাঁহার পক্ষেও তাহা ত্যাগ করা শ্রেয়স্কর হয় না, কামাসক্ত ব্যক্তির কথা কি? অর্থাৎ বিষয়ে যাঁহার অভিলাষ আছে, তাঁহার পক্ষে ঐরূপে উপস্থিত বিষয়ে উপেক্ষা করা কোনক্রমেই মঙ্গলদায়ক নহে, অতএব আপনি এই কন্যাটিকে গ্রহণ করুন। ১২

অহে দ্বিজ! উপস্থিত বিষয়ে অনাদর করিয়া যে ব্যক্তি পশ্চাৎ কৃপণ-সন্নিধানে যাচ্ঞা করে, তাহার সুবিস্তীর্ণ যশঃ থাকিলে, তাহাও পরিক্ষীণ হয় এবং অবজ্ঞা দ্বারা মানও বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৩

হে বিদ্বন্! আমি শুনিলাম—আপনি বিবাহ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতেই এই কন্যার পাণিগ্রহণ করাইতে আগ্রহ করিতেছি, আপনি ব্রহ্মচারী বটেন, কিন্তু আপনার ব্রহ্মচর্য্য ত সাবধিক, ব্রত সমাপন পূর্ব্বক এই কন্যা প্রতিগ্রহ করুন। ১৪

কর্দ্দম ঋষি কহিলেন—ভালই হইল, আমিও বিবাহ ইচ্ছা করিতেছিলাম, তোমারও এই কন্যা অদত্তা আছেন, এবং ইনিই আমাকে বরণ করিবার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হওয়াতে তুমি অন্য কোন ব্যক্তিকে সম্প্রদান করিতে স্বীকারও কর নাই, ইহাতে এ প্রথম বৈবাহিক বিধি আমাদের উভয়েরই অনুরূপ হইবে। ১৫

কামঃ স ভূয়ান্নরদেব তেঽস্যাঃ পুত্র্যাঃ সমাম্নায়বিধৌ প্রতীতঃ।
ক এব তে তনয়াং নাদ্রিয়েত স্বয়ৈব কান্ত্যা ক্ষিপতীমিব শ্রিয়ম্ ॥ ১৬ ॥
যাং হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে ক্বণদঙ্ঘ্রিশোভাং বিক্রীড়তীং কন্দুকবিহ্বলাক্ষীম্।
বিশ্বাবসুর্ন্যপতৎ স্বাদ্বিমানাদ্বিলোক্য সম্মোহবিমূঢ়চেতাঃ ॥ ১৭ ॥
তাং প্রার্থয়ন্তীং ললনাললামমসেবিতশ্রীচরণৈরদৃষ্টাম্।
বৎসাং মনোরুচ্চপদঃ স্বসারং কো নানুমন্যেত বুধোঽভিযাতাম্ ॥ ১৮ ॥
অতো ভজিষ্যে সময়েন সাধ্বীং যাবৎ তেজো বিভৃয়াদাত্মনো মে।
অতো ধর্ম্মান্ পারমহংস্যমুখ্যান্ শুক্লপ্রোক্তান্ বহু মন্যেঽবিহিংস্রান্॥১৯॥
যতোঽভবদ্বিশ্বমিদং বিচিত্রং সংস্থাস্যতে যত্র চ বাব তিষ্ঠতে।
প্রজাপতীনাং পতিরেষ মহ্যং পরং প্রমাণং ভগবাননন্তঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

স উগ্রধন্বন্নিয়দেবাবভাষে আসীচ্চ তূষ্ণীমরবিন্দনাভম্।
ধিয়োপগৃহ্নন্ স্মিতশোভিতেন মুখেন চেতো লুলুভে দেবহূত্যাঃ ॥ ২১ ॥

অতএব হে নরদেবনাথ! বিবাহ-বিধিতে যে যে মন্ত্র প্রসিদ্ধ আছে, তাহা তোমার এই পুত্রীর প্রতি প্রয়োগ করা হউক, মহারাজ! তোমার কন্যায় আমার অনুরাগ হইবে কি না, এ আশঙ্কাকে আপন অন্তঃকরণে স্থান দিবেন না, ইহার অসামান্য লাবণ্য দ্বারা অলঙ্কারশ্রী অধিকৃতা হয়, ইহাকে কে না আদর করিবে? ১৬

মহারাজ! তোমার কন্যা যখন হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল, তখন কন্দুকেই ইহার নয়ন সংলগ্ন ছিল, ক্রীড়ার্থ ধাবমানা হওয়াতে ইহার নূপুর শব্দায়মান হয়, তাহাতে চরণের মহা শোভা হয়। বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব ইহাকে ঐ প্রকার অবলোকন করিবামাত্র সম্মোহে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া আপনার বিমান হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। ১৭

অতএব ইনি কন্যারত্ন, কমলার চরণসেবন ব্যতিরেকে ইহার দর্শনলাভ হইতে পারে না; অপর, তুমি আদিরাজ মনু, ইনি তোমার তনয়া এবং উত্তানপাদের ভগিনী, ইনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি ইঁহার প্রার্থনায় সম্মত না হইবেন? কিন্তু আমি একটা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—যাবৎ সন্তানোৎপত্তি না হয়, তাবৎ গার্হস্থ্য করিব, অতএব যত দিন পর্য্যন্ত ইনি আপনার এবং আমার তেজ ধারণ না করিবেন অর্থাৎ গর্ভবতী না হইবেন, তাবৎ আমি ইঁহার সহিত বাস করিব। তাহার পরে ভগবান্ বিষ্ণু জ্ঞান বিষয়ে মুখ্য শমদমাদি যে সকল ধর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে কহিয়াছেন, তাহাই অনুষ্ঠেয়রূপে গণ্য করিব। ১৮-১৯

মহারাজ! এই বিশ্ব যাঁহা হইতে হইয়াছে, যাঁহাতে অবস্থিত রহিয়াছে, এবং শেষে যাঁহাতে বিলীন হইবে, প্রজাপতিদিগের পতি সেই ভগবান্ই এ বিষয়ে আমার প্রমাণ, অর্থাৎ ভগবান্ আমাকে পিত্রাদির ঋণ মোচন-পূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতেই আজ্ঞা করিয়াছেন। ২০

মৈত্রেয় কহিলেন, হে উগ্রধন্বন্ বিদুর! ঋষিবর কর্দম এতাবন্মাত্র বলিয়া ভগবান্ পদ্মনাভকে মনোমধ্যে স্মরণ করিয়া তূষ্ণীভূত হইলেন; কিন্তু তাঁহার বদন দেবহূতির চিত্তকে লুব্ধ করিতে লাগিল। ২১

সোঽনু জ্ঞাত্বা ব্যবসিতং মহিষ্যা দুহিতুঃ স্ফুটম্। তস্মৈ গুণগণাঢ্যায় দদৌ তুল্যাং প্রহর্ষিতঃ ॥২২॥
শতরূপা মহারাজ্ঞী পারিবর্হান্ মহাধনান্। দম্পত্যোঃ পর্য্যদাৎ প্রীত্যা ভূষাবাসঃপরিচ্ছদান্ ॥২৩॥
প্রত্তাং দুহিতরং সম্রাট্ সদৃক্ষায় গতব্যথঃ। উপগুহ্য চ বাহুভ্যামৌৎকণ্ঠ্যোন্মথিতাশয়ঃ ॥ ২৪ ॥
অশক্নুবংস্তদ্বিরহং মুঞ্চন্ বাষ্পকলাং মুহুঃ। আসিঞ্চদম্ব বৎসেতি নেত্রোদৈর্দুহিতুঃ শিখাঃ ॥২৫॥
আমন্ত্র্য তং মুনিবরমনুজ্ঞাতঃ সহানুগঃ। প্রতস্থে রথমারুহ্য সভার্য্যঃ স্বপুরং নৃপঃ ॥ ২৬ ॥
উভয়োর্ঋষিকুল্যায়াঃ সরস্বত্যাঃ সুরোধসোঃ। ঋষীণামুপশান্তানাং পশ্যন্নাশ্রমসম্পদঃ ॥ ২৭ ॥
তমায়ান্তমভিপ্রেত্য ব্রহ্মাবর্ত্তাৎ প্রজাঃ পতিম্। গীতসংস্তুতিবাদিত্রৈঃ প্রত্যুদীয়ুঃ প্রহর্ষিতাঃ ॥২৮ ॥
বর্হিষ্মতী নাম পুরী সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতা। ন্যপতন্ যত্র রোমাণি যজ্ঞস্যাঙ্গং বিধুন্বতঃ ॥ ২৯ ॥
কুশাঃ কাশাস্ত এবাসন্ শশ্বদ্ধরিতবর্চ্চসঃ। ঋষয়ো যৈঃ পরাভাব্য যজ্ঞঘ্নান্ যজ্ঞমীড়িরে ॥৩০ ॥
কুশকাশময়ং বর্হিরাস্তীর্য্য ভগবান্ মনুঃ। অযজদ্ যজ্ঞপুরুষং লব্ধা স্থানং যতো ভুবম্ ॥৩১॥

অনন্তর মনু আপনার মহিষীর এবং দুহিতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সানন্দমনে বহু গুণভূষিত সেই বরে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ২১

বিবাহ সম্পন্ন হইলে মনুর মহিষী শতরূপা স্নেহবশতঃ ভূরি ভূরি বহুমূল্য বসন ভূষণ ও বিবিধ গৃহোপকরণ কন্যা-জামাতাকে যৌতুক দিলেন। ২১

সদৃশ বরে কন্যা সম্প্রদান হওয়াতে মনুর চিত্ত সুস্থির হইল, কিন্তু দুহিতৃবিরহ সম্ভাবনায় তাঁহার অন্তঃকরণে অন্য প্রকার উৎকণ্ঠা জন্মিল, তাহাতে নূতন প্রকারে মনঃ ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল, অতএব স্নেহভরে কন্যাকে আলিঙ্গন করিলেন। ২৪

এবং তাহার অদর্শন সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া "মাতঃ" "বৎসে" এইরূপ বলিতে বলিতে বারম্বার বাষ্পবারি মোচন পূর্ব্বক তাহার কেশ আর্দ্র করিতে লাগিলেন। পরে মুনিবর কর্দ্দমকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক পত্নীর সহিত রথারূঢ় হইলেন এবং সহচরগণ সমভিব্যাহারে আপনার পুরে প্রস্থান করিলেন। ২৫-২৬

ঋষি-নদী সরস্বতীর উভয় তটে প্রশান্ত মুনিগণের নানাবিধ আশ্রয় ছিল, তাহাতে তাঁহার চিত্ত পরম পরিতৃপ্ত হইল। ২৭

অনন্তর পুরের অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রজাগণ সংবাদ পাইল, তাহাদের অধিপতি প্রত্যাগমন করিতেছেন, অতএব তাহারা রাজদর্শন মানসে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বিবিধ গীতবাদ্য ও স্তব করিতে করিতে আপনাদের দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া আনিতে আসিল। ২৮

বিদুর! যেখানে সর্ব্বসম্পত্তিযুক্তা বর্হিষ্মতী নামে পুরী আছে, তাহাই ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ। যে স্থানে বরাহমূর্ত্তি ভগবান্ আপনার অঙ্গ কম্পিত করাতে তাঁহার শরীর হইতে রোম পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানের নাম বর্হিষ্মতী পুরী। ২৯

বিদুর! ঐ পুরীতে যথেষ্ট হরিদ্বর্ণ কুশ এবং কাশ সর্ব্বদা পাওয়া যায়, তাহাতে সততই ঋষিগণ যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগের পরাভব করিয়া তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। ৩০

আদিরাজ মনুও পৃথিবীর মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া ঐ স্থানে কুশ ও কাশ আস্তরণ-পূর্ব্বক যজ্ঞপুরুষ ভগবানের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, অতএব ঐ দেশ অতি শ্রেষ্ঠ। ৩১

বর্হিষ্মতীং নাম বিভুর্যাং নিবিশ্য সমাবসৎ। তস্যাং প্রবিষ্টো ভবনং তাপত্রয়বিনাশনম্ ॥৩২॥
সভার্য্যঃ সপ্রজঃ কামান্ বুভুজেঽন্যাবিরোধতঃ।
সংগীয়মানসৎকীর্ত্তিঃ সস্ত্রীভিঃ সুরগায়কৈঃ। প্রত্যুষেষ্বনুবুদ্ধেন হৃদা শৃণ্বন্ হরেঃ কথাঃ ॥ ৩৩ ॥
নিষ্ণাতং যোগমায়াসু মুনিং স্বায়ম্ভুবং মনুম্। যদাভ্রংশয়িতুং ভোগা ন শেকুর্ভগবৎপরম্ ॥ ৩৪ ॥
অযাতযামাস্তস্যাসন্ যামাঃ স্বান্তরযাপনাঃ। শৃণ্বতো ধ্যায়তো বিষ্ণোঃ কুর্ব্বতো ব্রুবতঃ কথাঃ ॥৩৫
স এবং স্বান্তরং নিন্যে যুগানামেকসপ্ততিম্। বাসুদেবপ্রসঙ্গেন পরিভূতগতিত্রয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ। ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্ ॥৩৭
যঃ পৃষ্টো মুনিভিঃ প্রাহ ধর্ম্মান্ নানাবিধান্ শুভান্। নৃণাং বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ সর্ব্বভূতহিতঃ সদা ॥ ৩৮ ॥
এতৎ ত আদিরাজস্য মনোশ্চরিতমদ্ভুতম্। বর্ণিতং বর্ণনীয়স্য তদপত্যোদয়ং শৃণু ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
দেবহূতিপ্রদানং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সে যাহা হউক, আদিরাজ মনু যে বর্হিষ্মতী পুরীতে বসতি করিলেন, তথায় প্রত্যাগমন করিয়া আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়নাশক আপন ভবনে প্রবেশ করিলেন। ৩২

তিনি তথায় পুত্র-কলত্র-সমন্বিত হইয়া ধর্ম্মাদির অবিরোধে বিবিধ ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রত্যহ প্রত্যুষে সস্ত্রীক সুরগায়কগণ তাঁহার সৎকীর্ত্তি গান করিত, নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি আপনার হৃদয় দ্বারা হরিকথাই শ্রবণ করিতেন, অর্থাৎ সর্ব্বদা ভগবৎ-পরায়ণ হইয়াই যাবতীয় বিষয় ভোগ করিতেন। ৩৩

স্বায়ম্ভুব মনু এইরূপে ভগবৎপরায়ণ হইয়া ঐচ্ছিক ভোগরচনায় অবস্থিত হওয়াতে ভোগসকল তাঁহাকে অত্যল্পও অভিভব করিতে পারিল না। ৩৪

অতএব কালের যে সকল অবয়ব তাঁহার আপনার মন্বন্তর পূর্ণ করিতেছিল, সে সকলের সার বিনষ্ট হইল না। ফলতঃ তিনি সর্ব্বদা ভগবৎ-কথা-শ্রবণ, ভগবানের ধ্যান, এবং আপনার বাক্য দ্বারা ভগবৎ-কথা রচনা করিতেন, ইহাতে তাঁহার সময় বৃথা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কি? ৩৫

বিদুর! ঐ প্রকারে আদিরাজ মনুর আপনার সময় একসপ্ততি যুগ যাপিত হইল। ভগবান্ বাসুদেবের কথাপ্রসঙ্গে সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্ত আসক্ত থাকাতে তিনি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাকে পরাভূত করিয়াছিলেন। ৩৬

হে ব্যাসনন্দন! ঐ মনুকে কোন সময়ে কোন প্রকার ক্লেশ বাধা দেয় নাই। বৎস! শরীরোত্থ, মানসোত্থ, অন্তরীক্ষাগত শক্রপ্রভব এবং শীতোষ্ণাদি-প্রভব ইত্যাদি বহুবিধ ক্লেশ আছে সত্য, কিন্তু সে সকল কি ভগবদাশ্রিত ব্যক্তির পীড়া জন্মাইতে পারে? ৩৭

এই মনুর জ্ঞানাতিশয্যের কথা কি কহিব? মুনিগণ তাঁহাকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা করাতে তিনি সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া বিবিধ শুভাবহ ধর্ম্ম এবং মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম, তথা বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম সম্যক্‌প্রকারে কহিয়াছিলেন। ৩৮

বৎস! আদিরাজ মনুর এই অদ্ভুত চরিত্র তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তাঁহার কন্যা দেবহূতির প্রস্তাব-বিবরণ বলি, শ্রবণ কর। ৩৯

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

পিতৃভ্যাং প্রস্থিতে সাধ্বী পতিমিঙ্গিতকোবিদা। নিত্যং পর্য্যচরৎ প্রীত্যা ভবানীব ভবং প্রভুম্ ॥ ১॥
বিশ্রম্ভেণাত্মশৌচেন গৌরবেণ দমেন চ। শুশ্রূষয়া সৌহৃদেন বাচা মধুরয়া চ ভোঃ ॥২ ॥
বিসৃজ্য কামং দম্ভঞ্চ দ্বেষং লোভমঘং মদম্। অপ্রমত্তোদ্যতা নিত্যং তেজীয়াংসমতোষয়ৎ ॥৩॥
স বৈ দেবর্ষিবর্য্যস্তাং মানবীং সমনুব্রতাম্। দৈবাদ্গরীয়সঃ পত্যুরাশাসানাং মহাশিষঃ ॥ ৪ ॥
কালেন ভূয়সা ক্ষামাং কর্শিতাং ব্রতচর্য্যয়া। প্রেমগদ্গদয়া বাচা পীড়িতঃ কৃপয়াব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

শ্রীকর্দ্দম উবাচ।

তুষ্টোঽহমদ্য তব মানবি মানদায়াঃ শুশ্রূষয়া পরময়া পরয়া চ ভক্ত্যা।
যো দেহিনাময়মতীব সুহৃৎ স দেহো নাবেক্ষিতঃ সমুচিতঃ ক্ষপিতুং মদর্থে ॥ ৬ ॥

বিমানে কর্দ্দম ও দেবহূতির বিহার

মৈত্রেয় কহিলেন, বৎস বিদুর! পিতামাতা স্বদেশে প্রস্থান করিলে সাধ্বী দেবহূতি সন্তুষ্ট-চিত্তে পতির অভিপ্রায়ানুসারে অহরহ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ভগবতী যে প্রকারে মহাদেবের শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, অবিকল সেই প্রকারে স্বামি-সেবায় তৎপর হওয়াতে কি বিশ্বাস, কি শৌচ, কি গৌরব, কি ইন্দ্রিয়দমন, কি সৌহৃদ্যপ্রদর্শন, কি মধুর বাক্যপ্রয়োগ, কোন বিষয়েই তাঁহার ত্রুটি হইল না। ১-২

তিনি কাম, কপট, দ্বেষ, লোভ, অহঙ্কার এবং নিষিদ্ধাচরণ এ সকল বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক অবহিতা হইয়া সেবা দ্বারা অহরহ কেবল সেই স্বামীর সন্তোষ জন্মাইতে লাগিলেন। ৩

বৎস! মনুকন্যা দেবহূতির দৈব অপেক্ষাও গুরুতর পতির নিকট মহৎ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির প্রার্থনা ছিল, ইহাতে তিনি সর্ব্বপ্রকার সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা ভর্ত্তার চিত্তানুবর্ত্তনে প্রবর্ত্তমানা থাকিলেন। ৪

তাঁহার শরীর একে ব্রতাচরণ দ্বারা শীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে আবার বহুকাল ঐরূপে গত হওয়াতে আরও ক্ষীণ হইয়া পড়িল।

ঐ সময়ে এক দিন মুনিবর কর্দ্দম সহধর্ম্মচারিণীর প্রতি নেত্রপাত করিলেন, অঙ্গনার অঙ্গগ্লানি অবলোকিত হওয়াতে কর্দ্দমের অন্তঃকরণ করুণা-সঞ্চারে পীড়িত হইল, অতএব প্রেমগদ্গদবচনে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। ৫

প্রিয়ে মানবি! তুমি অতি মানদা, তোমার এই শুশ্রূষা এবং ভক্তিতে আমার পরম পরিতোষ জন্মিল। কি আশ্চর্য্য! যে দেহ দেহিমাত্রের অতিশয় প্রিয়, তুমি সেই শরীরকেও আমার নিমিত্ত ক্ষয় করিতে উদ্যত হইয়াছ, এ কি! আমার সেবায় আসক্তি-বশতঃ তুমি পরম স্নেহাস্পদ দেহেও উপেক্ষা করিয়াছিলে? ৬

যে মে স্বধর্ম্মনিরতস্য তপঃসমাধিবিদ্যাত্মযোগবিজিতা ভগবৎপ্রসাদাঃ।
তানেব তে মদনুসেবনয়াবরুদ্ধান্ দৃষ্টিং প্রপশ্য বিতরাম্যভয়ানশোকান্ ॥ ৭ ॥
অন্যে পুনর্ভগবতো ভ্রুব উদ্বিজৃম্ভবিভ্রংশিতার্থরচনাঃ কিমুরুক্রমস্য।
সিদ্ধাসি ভুঙ্ক্ষ্ব বিভবান্ নিজধর্ম্মদোহান্ দিব্যান্ নরৈর্দুরধিগান্ নৃপবিক্রিয়াভিঃ ॥ ৮ ॥
এবং ব্রুবাণমবলাখিলযোগমায়াবিদ্যাবিচক্ষণমবেক্ষ্য গতাধিরাসীৎ।
সংপ্রশ্রয়প্রণয়বিহ্বলয়া গিরেষদ্‌ব্রীড়াবলোকবিলসদ্ধসিতাননাহ ॥ ৯ ॥

শ্রীদেবহূতিরুবাচ।

রাদ্ধং বত দ্বিজবৃষৈতদমোঘযোগমায়াধিপে ত্বয়ি বিভো তদবৈমি ভর্ত্তঃ।
যস্তেঽভ্যধায়ি সময়ঃ সকৃদঙ্গসঙ্গো ভূয়াদ্গরীয়সি গুণঃ প্রসবঃ সতীনাম্ ॥ ১০ ॥
তত্রেতিকৃত্যমুপশিক্ষ যথোপদেশং যেনৈষ মে কর্শিতোঽতিরিরংসয়াত্মা।
সিধ্যেত তে কৃতমনোভবধর্ষিতায়া দীনস্তদাশ ভগবন্ সদৃশং বিচক্ষ্ব ॥ ১১ ॥

সুন্দরি! আমি স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া তপস্যা, সমাধি এবং উপাসনা এই সকল বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করত তদ্দ্বারা ভগবানের প্রসাদস্বরূপ শোক-ভয়হীন যে যে দিব্য ভোগ জয় করিয়াছি, তুমি আমার শুশ্রূষা দ্বারা সেই সমস্ত ভোগ আয়ত্ত করিলে। আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিতেছি, তুমি তদ্দ্বারা ঐ সকল দেখিতে পাইবে। ৭

প্রিয়ে! অন্য অন্য অনেক ভোগ আছে সত্য, কিন্তু সে সকল কি তোমার ভোগ্য? ভগবানের ভ্রূভঙ্গিমাত্রে সে সকলের প্রতি মনোরথ বিভ্রংশিত হয়, অতএব তৎসমুদায় তোমার যোগ্য নহে, তুমি সিদ্ধ হইয়াছ, আপনার ধর্ম্মে উপার্জ্জিত ঐ সকল দিব্য ভোগ ভোগ কর। হে সুন্দরি! ঐ সকল ভোগ্য মানবগণের অত্যন্ত দুর্লভ, "আমরা রাজা" এইরূপ বিক্রিয়া অর্থাৎ এই প্রকার যে ভাগ্যবিকৃতি, তাহার দ্বারাও ঐ সকল ভোগ ভোগ্য হইতে পারে না। ৮

মুনিবর কর্দ্দম অখিল যোগমায়ায় এবং উপাসনায় সুনিপুণ ছিলেন, আত্মমুখে এই প্রকার কহিলে তাঁহাকে অবলোকন করিয়াই দেবহূতির মনের ব্যথা দূরীভূতা হইল; তিনি ঈষৎ লজ্জা প্রকাশপূর্ব্বক স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহাতে তাঁহার বদনের সাতিশয় শোভা হইল। পরে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বিনয় ও প্রণয়বশতঃ বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৯

দেবহূতি কহিলেন, হে দ্বিজবর! হে স্বামিন্! আপনি অমোঘ যোগ ও মায়ার অধিপতি, যাহা যাহা কহিলেন, সকলই আপনাতে সিদ্ধ আছে, সংশয় নাই, কিন্তু আপনি আমার পাণিগ্রহণ-কালে যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেইটি সম্পন্ন করুন, যাহাতে আমার গর্ভধারণ হয়, এবম্বিধ অঙ্গসঙ্গ একবার হউক। প্রভো! পতিব্রতা নারীরা শ্রেষ্ঠ পতি পাইয়া যদি সন্তান প্রসব করিতে পারে, তাহাই তাহাদের সুমহৎ লাভ। ১০

হে মহাশয়! যদি অঙ্গীকৃতপালনার্থ অঙ্গসঙ্গ করিতে মানস হয়, তবে তদ্বিষয়ের সাধন কামশাস্ত্রে যেরূপ উপদিষ্ট আছে, উপকল্পিত করিতে আজ্ঞা হউক অর্থাৎ ভোজনাদির দ্বারা শরীরে বলাধান করিতে অনুমতি দিন, তাহা হইলে আমার দেহ রতিক্রীড়ায় সমর্থ হইবে। প্রভো! মনোভব কাম আপনার নিকট ক্ষোভ পাইয়া আমার উপরে প্রগল্ভ হইয়াছে, তজ্জন্য আমার মনঃ রমণেচ্ছায় আকর্ষিত হওয়াতে মদীয় দেহ দীন হইয়া পড়িয়াছে, এই কারণে বলাধান করা আবশ্যক। অপর যেখানে আমাদের অঙ্গসঙ্গ হইতে পারে, এমত উপযুক্ত ভবনও নিরূপণ করুন। ১১

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

প্রিয়ায়াঃ প্রিয়মন্বিচ্ছন্ কর্দ্দমো যোগমাস্থিতঃ। বিমানং কামগং ক্ষত্তস্তর্হ্যেবাবিরচীকরৎ ॥ ১২ ॥
সর্ব্বকামদুঘং দিব্যং সর্ব্বরত্নসমন্বিতম্। সর্ব্বর্দ্ধ্যুপচয়োদর্কং মণিস্তম্ভৈরুপস্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥
দিব্যোপস্করণোপেতং সর্ব্বকালসুখাবহম্। পট্টিকাভিঃ পতাকাভির্বিচিত্রাভিরলঙ্কৃতম্ ॥১৪॥
স্রগ্‌ভির্বিচিত্রমাল্যাভির্মঞ্জুসিঞ্জৎষড়ঙ্ঘ্রিভিঃ। দুকূলক্ষৌমকৌশেয়ৈর্নানাবস্ত্রৈর্বিরাজিতম্ ॥ ১৫ ॥
উপর্য্যুপরিবিন্যস্ত-নিলয়েষু পৃথক্ পৃথক্। কৢপ্তৈঃ কশিপুভিঃ কান্তং পর্য্যঙ্কব্যজনাসনৈঃ ॥১৬॥
তত্র তত্র বিনিক্ষিপ্ত-নানাশিল্পোপশোভিতম্। মহামরকতস্থল্যা জুষ্টং বিদ্রুমবেদিভিঃ ॥ ১৭ ॥
দ্বার্ষু বিদ্রুমদেহল্যা ভাতং বজ্রকবাটবৎ। শিখরেষ্বিন্দ্রনীলেষু হেমকুম্ভৈরধিশ্রিতম্ ॥ ১৮ ॥
চক্ষুষ্মৎপদ্মরাগাগ্র্যৈর্বজ্রভিত্তিষু নির্ম্মিতৈঃ। জুষ্টং বিচিত্রবৈতানৈঃ মহার্হৈর্হেমতোরণৈঃ ॥১৯॥
হংসপারাবতব্রাতৈস্তত্র তত্র নিকূজিতম্। কৃত্রিমান্ মন্যমানৈঃ স্বানধিরুহ্যাধিরুহ্য চ ॥২০ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন, মুনিবর কর্দ্দম আপনার প্রেয়সীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার সন্তোষ নিমিত্ত যোগে বসিলেন। মুনির যোগ-প্রভাবে তৎক্ষণাৎ কামগামী একটি বিমান সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১২

সেই দিব্য বিমান সকল অভিলাষের দোহনকারী, তাহা বিবিধ রত্নসমন্বিত এবং তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির উপচয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল হইতেছিল, আর তাহা মণিময় স্তম্ভে সুশোভিত ছিল। ১৩

অপর, তাহার মধ্যে বহু প্রকার সজ্জা সংগৃহীত ছিল, এবং পট্টিকা নামে বস্ত্রবিশেষ এবং বিচিত্র পতাকা ইত্যাদি দ্বারা তাহার অলঙ্কারশ্রী প্রকাশ পাইতেছিল। অতএব দর্শনমাত্রে বোধ হইল, ইহা সকল কালেই সুখ বিস্তার করিবে। ১৪

অপিচ, সেই বিমানমধ্যে বহুমূল্য বিচিত্র মাল্য এবং পুষ্প সঞ্চিত ছিল, সে সকলের মধু-গন্ধে ভূরি-ভূরি ভ্রমর অন্ধ হইয়া চারিদিকে ভ্রমণ করত মনোহর ধ্বনি করিতে লাগিল। আর তাহার সকল অংশই দুকূল, ক্ষৌম, কৌষেয় ইত্যাদি বিবিধ বসনে আবৃত ছিল। ১৫

বিদুর! সেই বিমানে উপর্য্যুপরিভাবে যে সমস্ত গৃহ নির্ম্মিত ছিল, সে সকলের মধ্যে উত্তমোত্তম শয্যাও বিরচিত রহিয়াছিল এবং পর্য্যঙ্ক, ব্যজন এবং আসন স্থানে স্থানে সুসজ্জিত থাকাতে সকল স্থানই অতিশয় কমনীয় বোধ হইল। আর স্থানে স্থানে নানাবিধ শিল্প-কর্ম্ম এবং কোন স্থানে মরকতমণির স্থল, কোথাও বা মনোহর বিদ্রুম দৃষ্ট হইল। অহে বিদুর! সেই বিমানের দ্বারও অনেক ছিল, সে সকল দ্বার বিদ্রুম দ্বারা রচিত হওয়াতে তাহারই বা শোভা কত! তাহার কপাটে কতই বজ্র (রত্ন-বিশেষ) খচিত রহিয়াছিল। তাহার শিখর সকল ইন্দ্রনীল মণিময়, তাহার উপরে আবার স্বর্ণ কলস স্থাপিত ছিল। তাহার বজ্রময় ভিত্তি সকল বৃহৎ বৃহৎ জ্যোতির্ম্ময় পদ্মরাগখচিত ছিল এবং বিচিত্র বিতান, হার এবং সুবর্ণ-তোরণ যথাস্থানে বিন্যস্ত থাকাতে সর্ব্বপ্রকারে রমণীয় বোধ হইল। ১৬-১৯

অপিচ, তাহাতে বহুবিধ হংস, পারাবত প্রভৃতি পক্ষী এবম্প্রকারে চিত্রিত রহিয়াছিল যে, অকৃত্রিম হংসাদি তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া তদুপরি বারম্বার পতন পূর্ব্বক স্বজাতীয় ভ্রমে শব্দ করিতে লাগিল। ২০

বিহারস্থানবিশ্রাম-সংবেশপ্রাঙ্গণাজিরৈঃ । যথোপজোসং রচিতৈর্বিস্মাপনমিবাত্মনঃ ॥ ২১ ॥
ঈদৃগ্গৃহং তৎ পশ্যন্তীং নাতিপ্রীতেন চেতসা। সর্ব্বভূতাশয়াভিজ্ঞঃ প্রাবোচৎ কর্দ্দমঃ স্বয়ম্ ॥২২॥
নিমজ্জ্যাস্মিন্ হ্রদে ভীরু বিমানমিদমারুহ। ইদং শুক্লকৃতং তীর্থমাশিষাং যাপকং নৃণাম্ ॥২৩॥
সা তদ্ভর্ত্তুঃ সমাদায় বচঃ কুবলয়েক্ষণা। সরজং বিভ্রতী বাসো বেণীভূতান্ স্বমূর্দ্ধজান্ ॥২৪॥
অঙ্গঞ্চ মলপঙ্কেন সংছন্নং শবলস্তনম্। আবিবেশ সরস্বত্যাঃ সরঃ শিবজলাশয়ম্ ॥ ২৫ ॥
সান্তঃসরসি বেশ্মস্থাঃ শতানি দশ কন্যকাঃ। সর্ব্বাঃ কিশোরবয়সো দদর্শোৎপলগন্ধয়ঃ ॥ ২৬ ॥
তাং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ স্ত্রিয়ঃ। বয়ং কর্ম্মকরীস্তুভ্যং শাধি নঃ করবাম কিম্ ॥২৭ ॥
স্নানেন তাং মহার্হেণ স্নাপয়িত্বা মনস্বিনীম্। দুকূলে নির্ম্মলে নূত্নে দদুরস্যৈ চ মানদাঃ ॥ ২৮ ॥
ভূষণানি পরার্দ্ধ্যানি বরীয়াংসি দ্যুমন্তি চ। অন্নং সর্ব্বগুণোপেতং পানঞ্চৈবামৃতাসবম্ ॥ ২৯ ॥

বৎস বিদুর! অধিক কি বলিব, সেই বিমানে বিহারস্থান, বিশ্রামস্থান, শয়নস্থান, প্রাঙ্গণ এবং প্রাচীরের বহিস্থ অজির ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার সুখদায়ক স্থানই সুন্দররূপে রচিত ছিল, তাহা দর্শন করিলেও মায়ারও পরম বিস্ময় জন্মিত। ২১

ঐ প্রকার মহাদ্ভুত রমণীয় ভবন-রূপ বিমান সম্মুখে উপস্থিত হইলেও দেবহূতির দেহমালিন্য এবং পরিচারিকার অভাব প্রযুক্ত তাহা দেখিয়া চিত্ত সাতিশয় প্রীত হইল না, তাঁহার স্বামী কর্দ্দম যোগবলে সকল প্রাণীরই মানস জানিতেন, প্রেয়সীর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাকে কহিলেন। ২২

হে ভীরু! ঐ হ্রদে অবগাহন করিয়া আসিয়া এই বিমানে আরোহণ কর। ঐ সরোবর উৎকৃষ্ট তীর্থ, ভগবান্ বিষ্ণু ঐ তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, উহা আনন্দবিন্দুপাত দ্বারা মানবগণের অভিলাষ প্রদান করে। ২৩

দেবহূতি আনন্দমনে ভর্ত্তার এই বচন গ্রহণ করিলেন, তাঁহার পরিধান মলিন এবং কেশসকল সংস্কারবিরহে বেণীভূত। ২৪

অঙ্গ মলরূপ পঙ্কে আচ্ছন্ন থাকাতে স্তনদ্বয় পর্য্যন্ত বিবর্ণ হইয়াছিল। স্বামীর আদেশমাত্রে সরস্বতীসরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। ঐ হ্রদের জলে শিবদ জলচরগণ বাস করিত। ২৫।

জলপ্রবেশ করিয়াই দেবহূতির বিস্ময় জন্মিল। তাঁহার নয়নগোচর হইল, সরোবরের অভ্যন্তরস্থ গৃহে দশ শত কন্যা রহিয়াছে, তাহাদের তরুণ বয়স, সকলের গাত্র হইতে উৎপলগন্ধ বহির্গত হইতেছে। ঐ সকল কন্যা তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিল, আমরা আপনার কর্ম্মকরী, আমাদিগকে আজ্ঞা করুন কি করিব। ২৬-২৭

এই বলিয়া আপনারাই স্নানযোগ্য মহার্হ তৈলাদি লইয়া তাঁহার অঙ্গে লেপনপূর্ব্বক স্নান করাইয়া দিল, তাহার পরে অতি সুন্দর দুইখানি নূতন দুকূল পরিধান করাইল। ২৮

যে সকল উত্তমোত্তম অলঙ্কার তিনি ভালবাসিতেন এবং যাহা যাহা অতিশয় দীপ্তিযুক্ত ছিল, সে সকল ভূষণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিল। তদনন্তর সর্ব্বগুণোপেত ভক্ষ্য, পেয় এবং সুস্বাদু আসব আনিয়া সম্মুখে রাখিল। ২৯

অথাদর্শে স্বমাত্মানং স্রগ্বিণং বিরজাম্বরম্।
বিরজং কৃতস্বস্ত্যয়নং কন্যাভির্বহু মানিতম্ ॥ ৩০ ॥
স্নাতং কৃতশিরঃস্নানং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
নিষ্কগ্রীবং বলয়িনং কূজৎকাঞ্চননূপুরম্ ॥ ৩১ ॥
শ্রোণ্যোরধ্যস্তয়া কাঞ্চ্যা কাঞ্চন্যা বহুরত্নয়া।
হারেণ চ মহার্হেণ রুচকেন চ ভূষিতম্ ॥ ৩২ ॥
সুদতা সুভ্রুবা শ্লক্ষ্ণস্নিগ্ধাপাঙ্গেন চক্ষুষা। পদ্মকোশস্পৃধা নীলৈরলকৈশ্চ লসন্মুখম্ ॥৩৩॥
যদা সস্মার ঋষভমৃষীণাং দয়িতং পতিম্। তত্র চাস্তে সহ স্ত্রীভির্যত্রাস্তে স প্রজাপতিঃ ৩৪॥
ভর্ত্তুঃ পুরস্তাদাত্মানং স্ত্রীসহস্রবৃতং তদা। নিশাম্য তদ্‌যোগগতিং সংশয়ং প্রত্যপদ্যত ॥৩৫ ॥
স তাং কৃতমলস্নানাং বিভ্রাজন্তীমপূর্ব্ববৎ। আত্মনো বিভ্রতীং রূপং সংবীতরুচিরস্তনীম্ ॥৩৬॥
বিদ্যাধরীসহস্রেণ সেব্যমানাং সুবাসসম্। জাতভাবো বিমানং তদারোহয়দমিত্রহন্ ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর দেবহূতি তত্রস্থ আদর্শে আপনার প্রতিবিম্ব অবলোকন করিলেন, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, গলদেশে সুশোভন মাল্য দোদুল্যমান এবং অতিশয় নির্ম্মল বসন পরিধান, শরীরের কোন অংশে কিঞ্চিন্মাত্র পাংশু নাই, যে অঙ্গে যেরূপ মঙ্গলাবহ ভূষণ করিতে হয়, সমুদয় সম্পন্ন করিয়া দিয়া কতকগুলি কন্যা প্রশংসা করিতেছে। ৩০

আরও দেখিলেন, আপনার কলেবর উদ্বর্ত্তনাদি দ্বারা উত্তমরূপে মার্জ্জিত ও ক্ষালিত, এবং মস্তক তৈল দ্বারা অভ্যক্ত হইয়াছে, আর সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বপ্রকার ভূষণে ভূষিত অর্থাৎ কণ্ঠদেশে নিষ্ক, হস্তে বলয়, চরণে শব্দায়মান নূপুর। ৩১

নিতম্বদেশে ভূরি ভূরি রত্নখচিত সুবর্ণময় রশনা, এবং গলদেশে মহার্হ হার ও অন্যান্য মঙ্গলদ্রব্য শোভা বিস্তার করিতেছে। ৩২।

আরও দৃষ্টিগোচর হইল, শোভন দশন, সুন্দর ভ্রূ, পদ্মকোষের সহিত স্পর্দ্ধাকারী শোভন অপাঙ্গান্বিত নয়ন, এবং বিলাসশালিনী অলকাবলী, এই সকল দ্বারা আপনার বদন সাতিশয় শোভা পাইতেছে। ৩৩

দেবহূতি আপনাকে এই প্রকার অবলোকন করিয়া ঋষিশ্রেষ্ঠ প্রিয় পতিকে স্মরণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বামী যেখানে ছিলেন, ক্ষণমাত্রে সেই স্থানে ঐ সকল কন্যাগণে পরিবৃত হইয়া আপনাকে উপস্থিত দেখিলেন। ৩৪।

কিন্তু ভর্ত্তার অগ্রে গিয়া যখন স্ত্রী-সহস্রপরিবৃত আপনার প্রতি এবং যোগাসনে আসীন স্বামীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, তখন তাঁহার মনোমধ্যে সংশয় জন্মিল—তিনি বিস্মিত হইলেন। ৩৫

মুনিবর কর্দ্দম দেখিলেন, স্নানান্তে প্রেয়সীর পরম শোভা হইয়াছে, বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ সুন্দর কান্তি ছিল, পুনর্ব্বার সেইরূপ হইয়াছে। বসনাবরণে তাঁহার সুন্দর স্তনযুগল শোভা পাইতেছে। ৩৬

তাঁহার পরিধানে সুন্দর বসন এবং সহস্র বিদ্যাধরী তাঁহার সেবায় উদ্যত। প্রিয়তমাকে এইরূপে অবলোকন করিয়া ঋষিবরের হৃষ্টান্তঃকরণে প্রেমের উদয় হইল, তিনি ভার্য্যার করধারণ করিয়া বিমানে আরোহণ করাইয়া নিজেও তাহাতে আরোহণ করিলেন। ৩৭

তস্মিন্নলুপ্তমহিমা প্রিয়য়ানুরক্তো বিদ্যাধরীভিরুপচীর্ণবপুর্বিমানে।
বভ্রাজ উৎকচকুমুদগণবানপীব্যস্তারাভিরাবৃত ইবোড়ুপতির্নভস্থঃ ॥ ৩৮ ॥
তেনাষ্টলোকপবিহারকুলাচলেন্দ্রদ্রোণীষ্বনঙ্গসখমারুতসৌভগাসু ।
সিদ্ধৈর্নুতো দ্যুধুনিপাতশিবস্বনাসু রেমে চিরং ধনদবল্ললনাবরূথী ॥ ৩৯ ॥
বৈশ্রম্ভকে সুরসনে নন্দনে পুষ্পভদ্রকে। মানসে চৈত্ররথ্যে চ স রেমে রাময়া রতঃ ॥৪০ ॥
ভ্রাজিষ্ণুনা বিমানেন কামগেন মহীয়সা। বৈমানিকানত্যশেত চরঁল্লোকান্ যথানিলঃ ॥৪১ ॥
কিং দুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদ্দামচেতসাম্। যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণো ব্যসনাত্যয়ঃ ॥ ৪২ ॥
প্রেক্ষয়িত্বা ভুবো গোলং পত্ন্যৈ যাবান্ স্বসংস্থয়া। বহ্বাশ্চর্য্যং মহাযোগী স্বাশ্রমায় ন্যবর্ত্তত ॥ ৪৩ ॥
বিভজ্য নবধাত্মানং মানবীং সুরতোৎসুকাম্। রামাং নিরময়ন্ রেমে বর্ষপূগান্ মুহূর্ত্তবৎ ॥৪৪ ॥
তস্মিন্ বিমান উৎকৃষ্টাং শয্যাং রতিকরীং শ্রিতা। ন চাবুধ্যত তং কালং পত্যাপীচ্যেন সঙ্গতা ॥৪৫॥

তিনি অনুরাগযুক্ত হইয়া প্রিয়তমার সহিত বিমানারোহণ করিলে অতিশয় সুষমাসম্পন্ন হইলেন এবং তাঁহার মহিমারও কোনও অংশ লুপ্ত হইল না। বিদ্যাধরীগণ নানাপ্রকারে তাঁহার শারীরিক সেবা করিতে লাগিল। কুমুদগণের প্রকাশক তারা-নিকরে পরিবৃত আকাশ-মণ্ডলে পূর্ণচন্দ্রের যেরূপ শোভা হয়, ঐ মুনিরও ঠিক তদ্রূপ শ্রী প্রকাশিত হইল। ৩৮

তাহার পর তিনি স্ত্রীসমূহে পরিবৃত হইয়া সেই বিমানোপরি অনেক দিন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, অষ্টলোকপালের বিহারস্থল সুমেরু পর্ব্বতের যে যে কন্দর সুশীতল, সুগন্ধ ও ধীর অনিল দ্বারা কমনীয় এবং যে স্থান সুরনদী মন্দাকিনীর পতনশব্দে শব্দায়মান, তথায়—কুবের ভ্রমণকালে সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া যেরূপ প্রীতি লাভ করেন, মুনিবর কর্দ্দমও তদ্রূপ প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন। ৩৯

সেই বিমানে অবস্থিত হইয়া তিনি বৈশ্রম্ভক, সুরসন, নন্দন, পুষ্পভদ্রক, চৈত্ররথ প্রমুখ বিবিধ দেবোদ্যান-সমূহে এবং মানস সরোবর প্রভৃতি স্থানে নিজ প্রিয়তমার সহিত প্রীত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ৪০

অনন্তর তিনি দীপ্তিশালী ও কামগামী সেই মহাবিমানযোগে বায়ুর ন্যায় সকল লোকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অত্যল্পসময়ের মধ্যেই তিনি বৈমানিক লোক সকলকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৪১

হে বিদুর! কর্দ্দম ঋষির এইরূপ বৈমানিক লোক উল্লঙ্ঘনে আশ্চর্য্যান্বিত হইও না, কারণ, ভগবান্ তীর্থপাদ হরির যে চরণদ্বয় স্মরণমাত্র সংসারনাশ হয়, সেই চরণকমল যে সকল ধীর ব্যক্তি আশ্রয় করেন, তাঁহাদের কি কিছু দুষ্প্রাপ্য থাকে? ৪২

মহাযোগী কর্দ্দম ঐ প্রকারে ভ্রমণ করিতে করিতে অতি আশ্চর্য্যজনক অবনীমণ্ডলের দ্বীপবর্ষাদি যাবতীয় অংশ প্রিয়তমাকে দর্শন করাইয়া স্বীয় আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। ৪৩

অনন্তর মনুকন্যা দেবহূতিকে রমণার্থ উৎসুক দেখিয়া তিনি আপনাকে নয় প্রকারে ভাগ করিয়া তাঁহার সহিত রতিক্রীড়ায় বহু বৎসর মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। ৪৪

দেবহূতিও সেই বিমানে রতিকরী উৎকৃষ্ট শয্যায় পতির সহিত রতিক্রীড়ায় ব্যাপৃত থাকিয়া এত বৎসর যে গত হইল, তাহা জানিতে পারিলেন না। ৪৫

এবং যোগানুভাবেন দম্পত্যো রমমাণয়োঃ। শতং ব্যতীয়ুঃ শরদঃ কামলালসয়োর্মনাক্ ॥৪৬॥
তস্যামাধত্ত রেতস্তাং ভাবয়ন্নাত্মনাত্মবিৎ। নোধা বিধায় রূপং স্বং সর্ব্বসঙ্কল্পবিদ্বিভুঃ ॥ ৪৭ ॥
অতঃ সা সুষুবে সদ্যো দেবহূতিঃ স্ত্রিয়ঃ প্রজাঃ। সর্ব্বাস্তাশ্চারুসর্ব্বাঙ্গ্যো লোহিতোৎপলগন্ধয়ঃ ॥৪৮॥
পতিং সা প্রব্রজিষ্যন্তং তদালক্ষ্যোশতী বহিঃ। স্ময়মানা বিক্লবেন হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৪৯ ॥
লিখন্ত্যধোমুখী ভূমিং পদা নখমণিশ্রিয়া। উবাচ ললিতাং বাচং নিরুধ্যাশ্রুকলাঃ শনৈঃ ॥৫০॥

শ্রীদেবহূতিরুবাচ।

সর্ব্বং তদ্ভগবান্ মহ্যমুপোবাহ প্রতিশ্রুতম্। অথাপি মে প্রপন্নায়া অভয়ং দাতুমর্হসি ॥ ৫১ ॥
ব্রহ্মন্ দুহিতৃভিস্তুভ্যং বিমৃগ্যাঃ পতয়ঃ সমাঃ। কশ্চিৎ স্যান্মে বিশোকায় ত্বয়ি প্রব্রজিতে বনম্ ॥৫২
এতাবতালং কালেন ব্যতিক্রান্তেন মে প্রভো। ইন্দ্রিয়ার্থপ্রসঙ্গেন পরিত্যক্তপরাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥

ঐ দম্পতি যোগপ্রভাবে সুরতক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কামমুগ্ধতাহেতু তাঁহাদিগের শত সম্বৎসর অতি অল্পকালের ন্যায় অতিবাহিত হইল। ৪৬

সর্ব্বসঙ্কল্পবিদ্ ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষি দেবহূতির বহু অপত্যলাভের সংকল্প জানিতে পারিয়া নিজের ঐ কামনা পূর্ণ করিবার সামর্থ্য থাকায় স্বীয় প্রিয়তমাকে স্বদেহের অর্দ্ধরূপে ভাবনা পুরঃসর আপনাকে নয় প্রকারে বিভক্ত করত তদীয় গর্ভে বীর্য্যাধান করিলেন। ৪৭

অনন্তর তাঁহার পত্নী দেবহূতি সদ্যই কতকগুলি কন্যা প্রসব করিলেন—সেই কন্যাগুলি সকলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এবং তাহাদের সকলের অঙ্গ হইতেই রক্তোৎপলের সৌরভ বহির্গত হইতেছিল। ৪৮

অতঃপর দেবহূতি স্বামীকে প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বনে উদ্যত দেখিয়া তিনি বাহ্যে বিস্মিতা ও অন্তরে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এবং তাঁহার হৃদয় শোকে নিতান্ত ব্যথিত হইল। ৪৯

তিনি নিদারুণ চিন্তায় আকুল হইয়া অধোমুখে নখমণিশোভিত চরণে ভূমি খনন করিতে লাগিলেন এবং অশ্রুবারি নিরোধ করিয়া কোমল বচনে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন। ৫০

দেবহূতি কহিলেন, ভগবন্, আপনি আমার নিকট যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সে সমুদায়ই সম্পন্ন করিয়াছেন, এক্ষণে আমি পুনরায় আপনার শরণাগত হইলাম, আমাকে অভয় দান করুন। ৫১

হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রব্রজ্যার্থে বনে গমন করিলে আপনার এই কন্যাদিগকে স্ব স্ব উপযুক্ত পতি অন্বেষণ করিতে হইবে,—ইহা অপেক্ষা আমার দৈন্য আর কি আছে? আর আপনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে কে আমাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবে? ৫২

এত কাল বিষয়ভোগে অতিবাহিত করিলাম, এখন তাহা পূর্ণ হইয়াছে। আমি ইন্দ্রিয়ভোগে এমন আসক্ত ছিলাম যে, তাহাতেই আসক্ত হইয়া স্বীয় পরমাত্মাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। ৫৩

বিবৃতি—পুরুষের শুক্র অধিক পরিমাণ ক্ষরিত হইলে ঐ গর্ভে পুত্র এবং স্ত্রীর রেত অধিক পরিমাণ থাকিলে তাহাতে কন্যা জন্মিয়া থাকে। যাহার মনে অধিক আসক্তি থাকে, তাহারই তেজ অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। কর্দ্দম ঋষি আত্মতত্ত্বজ্ঞ হওয়ায় তাঁহার স্ত্রীসঙ্গে অধিক আসক্তি ছিল না; এই জন্য এই নয় গর্ভে নয়টি কন্যার উৎপত্তি হইল। ৪

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সজ্জন্ত্যা প্রসঙ্গস্ত্বয়ি মে কৃতঃ। অজানন্ত্যা পরং ভাবং তথাপ্যস্ত্বভয়ায় মে ॥৫৪॥
সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া। স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ ৫৫ ॥
নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥৫৬ ॥
সাহং ভগবতো নূনং বঞ্চিতা মায়য়া দৃঢ়ম্। যৎ ত্বাং বিমুক্তিদং প্রাপ্য ন মুমুক্ষেয় বন্ধনাৎ ॥৫৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
দেবহূত্যনুতাপো নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

আমি ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া আপনাতে অনুরক্ত ছিলাম, ঐ জন্য আপনার পরমভাব আমার বুদ্ধিতে উদয় হয় নাই, প্রার্থনা করি, আপনার অনুগ্রহে ঐ সকল বিষয় আমার অভয়ার্থেই হউক। ৫৪

হে মুনিবর! আমি শুনিয়াছি, অজ্ঞানবশতঃ অসদ্বিষয়ে আসক্তি হইলে তাহা সংসারভয়ের কারণ হয় বটে, কিন্তু সেই আসক্তি সাধু পুরুষে বিহিত হইলে নিঃসঙ্গত্বের কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। ৫৫

প্রভো! যাহার কর্ম্ম ইহলোকে ধর্ম্ম, বৈরাগ্য বা হরিসেবায় পর্য্যবসিত না হয়, সে জীবিত হইলেও মৃত। ৫৬

আমি ভগবানের মায়ায় অতিশয় বঞ্চিত হইয়াছি, যেহেতু আপনার ন্যায় মোক্ষপ্রদ স্বামী প্রাপ্ত হইয়াও মুক্তির জন্য ইচ্ছামাত্রও করি নাই। ৫৭

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্স্ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

নির্ব্বেদবাদিনীমেবং মনোর্দুহিতরং মুনিঃ। দয়ালুঃ শালিনীমাহ শুক্লাভিব্যাহৃতং স্মরন্ ॥ ১ ॥

শ্রীঋষিরুবাচ।

মা খিদো রাজপুত্রীত্থমাত্মানং প্রত্যনিন্দিতে। ভগবাংস্তেঽক্ষরো গর্ভমদূরাৎ সংপ্রপৎস্যতে ॥২॥

ধৃতব্রতাসি ভদ্রং তে দমেন নিয়মেন চ। তপোদ্রবিণদানৈশ্চ শ্রদ্ধয়া চেশ্বরং ভজ ॥ ৩ ॥

স ত্বয়ারাধিতঃ শুক্লো বিতন্বন্ মামকং যশঃ। ছেত্তা তে হৃদয়গ্রন্থিমৌদর্য্যো ব্রহ্মভাবনঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

দেবহূত্যপি সন্দেশং গৌরবেণ প্রজাপতেঃ। সম্যক্ শ্রদ্ধায় পুরুষং কূটস্থমভজদ্‌গুরুম্ ॥ ৫ ॥

তস্যাং বহুতিথে কালে ভগবান্ মধুসূদনঃ। কার্দ্দমং বীর্য্যমাপন্নো জজ্ঞেঽগ্নিরিব দারুণি ॥ ৬ ॥

অবাদয়ংস্তদা ব্যোম্নি বাদিত্রাণি ঘনাঘনাঃ। গায়ন্তি তং স্ম গন্ধর্ব্বা নৃত্যন্ত্যপ্সরসো মুদা ॥ ৭ ॥

পেতুঃ সুমনসো দিব্যাঃ খেচরৈরপবর্জ্জিতাঃ। প্রসেদুশ্চ দিশঃ সর্ব্বা অম্ভাংসি চ মনাংসি চ ॥৮ ॥

দেবহূতি-গর্ভে কপিলের জন্ম

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—মনুদুহিতা দেবহূতির এই প্রকার নির্ব্বেদবাক্য শুনিয়া মুনিবর কর্দ্দম করুণাপূর্ণ হৃদয়ে ভগবান্ যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া সেই সুশীলা রাজকন্যাকে কহিলেন। ১

ঋষি কহিলেন,—"হে অনিন্দিতে রাজপুত্রি! তুমি নিজেকে ভাগ্যহীনা বলিয়া খেদ করিও না, অক্ষর ভগবান্ অচিরেই তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। ২

তুমি ধৃতব্রতাই আছ, এক্ষণে ইন্দ্রিয়দমন, স্বধর্ম্মাচরণ, তপশ্চর্য্যা এবং ধনদানের দ্বারা শ্রদ্ধা-সহকারে ভগবানের আরাধনা কর। ৩

ঐরূপে তোমা দ্বারা আরাধিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু আমার যশ বিস্তার করিয়া তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তোমাকে পরমব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দান করিয়া তোমার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিবেন। ৪

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—দেবহূতিও প্রজাপতি কর্দ্দমের এই প্রকার উপদেশ-বাক্য সগৌরবে গ্রহণ করিয়া পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাসহকারে কূটস্থ পরমপুরুষ জগদ্‌গুরু ভগবানের ভজনা করিতে লাগিলেন। ৫

এইরূপে বহুকাল অতিক্রান্ত হইলে কাষ্ঠে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, ভগবান্ মধুসূদন কর্দ্দমের বীর্য্য আশ্রয় করিয়া দেবহূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। ৬

যখন দেবহূতির গর্ভে ভগবান্ বিষ্ণু উৎপন্ন হইলেন, তখন গগনমণ্ডলে বর্ষণশীল মেঘসকল হইতে বিবিধ বাদ্য হইল এবং গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল ও অপ্সরাসমূহ আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিল। ৭

আকাশ হইতে খেচরনিকর কর্ত্তৃক পরিমুক্ত দিব্য পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল, আর দিক, জল ও সর্ব্ব-প্রাণীর মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। ৮

বিবৃতি।—হৃদয়গ্রন্থি শব্দে উপনিষদাদিতে সমস্ত বাসনার মূলরূপ অহঙ্কারকে অভিহিত করা হইয়াছে। ৪

তৎ কর্দ্দমাশ্রমপদং সরস্বত্যা পরিশ্রিতম্। স্বয়ম্ভূঃ সাকমৃষিভির্মরীচ্যাদিভিরভ্যয়াৎ ॥ ৯ ॥
ভগবন্তং পরং ব্রহ্ম সত্ত্বেনাংশেন শত্রুহন্। তত্ত্বসংখ্যানবিজ্ঞপ্ত্যৈ জাতং বিদ্বানজঃ স্বরাট্ ॥১০॥
সভাজয়ন বিশুদ্ধেন চেতসা তচ্চিকীর্ষিতম্। প্রহৃষ্যমাণৈরসুভিঃ কর্দ্দমঞ্চেদমভ্যধাৎ ॥ ১১ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

ত্বয়া মেহপচিতিস্তাত কল্পিতা নির্ব্যলীকতঃ। যন্মে সংজগৃহে বাক্যং ভবান্ মানদ মানয়ন্ ॥১২॥
এতাবত্যেব শুশ্রূষা কার্য্যা পিতরি পুত্রকৈঃ। বাঢ়মিত্যনুমন্যেত গৌরবেণ গুরোর্বচঃ ॥ ১৩ ॥
ইমা দুহিতরঃ সত্যস্তব বৎস সুমধ্যমাঃ। সর্গমেতং প্রভাবৈঃ স্বৈর্বৃংহয়িষ্যন্তি নৈকধা ॥১৪॥
অতস্ত্বমৃষিমুখ্যেভ্যো যথাশীলং যথারুচি। আত্মজাঃ পরিদেহ্যদ্য বিস্তৃণীহি যশো ভুবি ॥ ১৫ ॥
বেদাহমাদ্যং পুরুষমবতীর্ণং স্বমায়য়া। ভূতানাং শেবধিং দেহং বিভ্রাণং কপিলং মুনে ॥১৬॥
জ্ঞানবিজ্ঞানযোগেন কর্ম্মণামুদ্ধরন্ জটাঃ। হিরণ্যকেশঃ পদ্মাক্ষঃ পদ্মমুদ্রাপদাম্বুজঃ ॥ ১৭ ॥
এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিষ্টঃ কৈটভার্দ্দনঃ। অবিদ্যাসংশয়গ্রন্থিং ছিত্ত্বা গাং বিচরিষ্যতি ॥ ১৮ ॥

হে শত্রুহন্ বিদুর! তদনন্তর মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা সরস্বতী নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত কর্দ্দমাশ্রমে আগমন করিলেন। ৯

স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানপ্রভাবে ব্রহ্মা জানিতে পারিলেন যে, বিশেষরূপে সাংখ্যজ্ঞান বিজ্ঞাপনার্থ পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ সত্ত্ব অংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। ১০

বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা ভগবানের ঐ চিকীর্ষিত অবগত হওয়াতে ব্রহ্মা তদীয় বাসনার প্রশংসা করিলেন। পরে প্রহৃষ্টেন্দ্রিয় হইয়া আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক কর্দ্দম এবং দেবহূতিকে বলিলেন। ১১

ব্রহ্মা প্রথমতঃ কর্দ্দমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে তাত! তুমি সম্যক্‌প্রকারে আমার পূজা করিলে, যেহেতু অকপটে আমার প্রতি মানদান-পূর্ব্বক আমার বাক্য গ্রহণ করিয়াছ। ১২

বৎস! পিত্রাদি গুরুলোকে কোন আদেশ করিলে "যে আজ্ঞা" এই কথা বলিয়া গৌরব প্রদর্শন পূর্ব্বক যে মান্য করা, ইহাই তো গুরুশুশ্রূষা, পুত্রদের পিতার প্রতি ঐ প্রকার সেবা করাই কর্ত্তব্য। ১৩

হে বৎস। তোমার এই সকল দুহিতা পতিব্রতা হইবেন এবং ইঁহার স্ব স্ব বংশ দ্বারা অনেক প্রকারে সৃষ্টি বৃদ্ধি করিবেন। ১৪ ॥

অতএব এই সকল প্রধান ঋষি মরীচি প্রভৃতি আমার সমভিব্যাহারে উপস্থিত আছেন, যাঁহার যেরূপ শীল বিবেচনা করিয়া ইচ্ছানুসারে অদ্যই আপন কন্যাদিগকে এই সকল পাত্রে সমর্পণ কর। ভূমণ্ডলে তোমার যশঃ বিস্তীর্ণ হউক। ১৫

হে মুনে! তোমার এই যে বালকটি, ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, দেখিয়াই আমি জানিতে পারিলাম, আদ্য পুরুষ ভগবান্ স্বীয় মায়া দ্বারা প্রাণিগণের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ এই দেহ ধারণ করিয়া কপিলরূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ১৬

অনন্তর দেবহূতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! এই বালকটির চক্ষুর্দ্বয় পদ্মতুল্য, কেশ হিরণ্যবর্ণ, পাদপদ্মে পদ্মমুদ্রা রহিয়াছে, ইনি সামান্য শিশু নহেন, শাস্ত্রজন্য জ্ঞান ও পরোক্ষ-জ্ঞানরূপ উপায় দ্বারা কর্ম্মমূল বাসনাকে সমূলে উন্মূলিত করিবেন। ১৭

হে মানবি! ইনিই ভগবান্ কৈটভারি, তোমার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, ইনি তোমার অবিদ্যা অর্থাৎ স্বরূপাজ্ঞান এবং সংশয় অর্থাৎ মিথ্যা-জ্ঞানস্বরূপ হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিয়া অবনীমণ্ডলে ভ্রমণ করিবেন। ১৮

অয়ং সিদ্ধগণাধীশঃ সাংখ্যাচার্য্যৈঃ সুসম্মতঃ। লোকে কপিল ইত্যাখ্যাং গন্তা তে কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ॥১৯

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

তাবাশ্বাস্য জগৎস্রষ্টা কুমারৈঃ সহনারদঃ। হংসো হংসেন যানেন ত্রিধামপরমং যযৌ॥ ২০॥
গতে শতধৃতৌ ক্ষত্তঃ কর্দ্দমস্তেন চোদিতঃ। যথোচিতং স্বদুহিতৄঃ প্রাদাদ্বিশ্বসৃজাং ততঃ॥২১॥
মরীচয়ে কলাং প্রাদাদনসূয়ামথাত্রয়ে। শ্রদ্ধামঙ্গিরসেঽযচ্ছৎ পুলস্ত্যায় হবির্ভুবম্॥ ২২॥
পুলহায় গতিং যুক্তাং ক্রতবে চ ক্রিয়াং সতীম্। খ্যাতিঞ্চ ভৃগবেঽযচ্ছদ্‌বসিষ্ঠায়াপ্যরুন্ধতীম্॥২৩॥
অথর্ব্বণেঽদদাচ্ছান্তিং যয়া যজ্ঞো বিতন্যতে। বিপ্রর্ষভান্ কৃতোদ্বাহান্ সদারান্ সমলালয়ৎ॥২৪॥
ততস্ত ঋষয়ঃ ক্ষত্তঃ কৃতদারা নিমন্ত্র্য তম্। প্রতিষ্ঠন্ নন্দিমাপন্নাঃ স্বং স্বমাশ্রমমণ্ডলম্॥২৫॥
স চাবতীর্ণং ত্রিযুগমাজ্ঞায় বিবুধর্ষভম্। বিবিক্ত উপসঙ্গম্য প্রণম্য সমভাষত॥ ২৬॥

শ্রীকর্দ্দম উবাচ।

অহো পাপচ্যমানানাং নিরয়ে স্বৈরমঙ্গলৈঃ। কালেন ভূয়সা নূনং প্রসীদন্তীহ দেবতাঃ॥ ২৭॥

বৎসে! ইনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর এবং সাংখ্যাচার্য্য কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া লোকে কপিল এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবেন, অতএব ইঁহা হইতে তোমার প্রশংসনীয় কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইবে। ১৯

মৈত্রেয় কহিলেন—কর্দ্দম এবং দেবহূতিকে এই প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিয়া ব্রহ্মা হংস-যানে আরোহণ পূর্ব্বক নারদ ও অন্য কতিপয় কুমার সহিত তৃতীয় স্বর্গের পরা সীমা সত্যলোকে গমন করিলেন। অর্থাৎ কর্দ্দমের কন্যাগণের পাণিগ্রহণার্থ মরীচি প্রভৃতিকে সেই স্থানে স্থাপন করিয়া পাঁচ জন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ২০

অহে বিদুর! ব্রহ্মা গমন করিলে প্রজাপতি কর্দ্দম তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে সেই সকল বিশ্বস্রষ্টা ঋষিগণকে যথাবিধি কন্যা সম্প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা এবং পুলস্ত্যকে হবির্ভূনাম্নী কন্যা প্রদান করিলেন। ২১-২২

পুলহকে তাঁহার উপযুক্তা গতিনাম্নী কন্যাকে এবং ক্রতুকে ক্রিয়া ও ভৃগুকে খ্যাতি এবং বসিষ্ঠকে অরুন্ধতী প্রদত্তা হইল। ২৩

আর যে শান্তি দ্বারা যজ্ঞ সমৃদ্ধ করা গিয়া থাকে, সেই শান্তি নামিকা কন্যা ঐ প্রকারে কর্দ্দমের সম্প্রদানে মহামুনি অথর্ব্বার পত্নী হইলেন। প্রজাপতি কর্দ্দম এই প্রকারে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সদার ঐ সমস্ত জামাতা বিপ্রবর্য্যকে কিয়ৎকাল লালন করিলেন। ২৪

তদনন্তর কৃতদার সেই সকল ঋষি শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সহর্ষমনে স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন। ২৫

তাঁহারা সকলে বিদায় হইয়া গেলে মুনিবর কর্দ্দম ভগবান্ বিষ্ণুকে স্বীয় ভবনে অবতীর্ণ জানিয়া নির্জ্জনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং প্রণামপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ২৬

কর্দ্দম কহিলেন, অহো, কি আশ্চর্য্য! যে সকল ব্যক্তি এই সংসারে স্ব স্ব পাপরূপ অগ্নি দ্বারা অত্যর্থ দহ্যমান, তাহাদের প্রতি বহুকালে দেবতার প্রসন্নতা হয়। ২৭

বিবৃতি।—এই কপিলদেবই মূল সাংখ্যাচার্য্য, পদ্মপুরাণে ইঁহার কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, অন্য নিরীশ্বর কপিল বেদবিরোধী বলিয়া তিনি আচার্য্যগণের অনুমোদিত নহেন; নিরীশ্বর কপিল অগ্নিবংশজ। বাসুদেবের অবতার কপিলের কথাই শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতিতে দেখা যায়। ১৯

বহুজন্মবিপক্কেন সম্যগ্‌যোগসমাধিনা। দ্রষ্টুং যতন্তে যতয়ঃ শূন্যাগারেষু যৎপদম্ ॥ ২৮ ॥
স এব ভগবানদ্য হেলনং ন গণয্য নঃ। গেহেষু জাতো গ্রাম্যাণাং যঃ স্বানাং পক্ষপোষণঃ॥২৯
স্বীয়ং বাক্যমৃতং কর্ত্তুমবতীর্ণোঽসি মে গৃহে। চিকীর্ষুর্ভগবান্ জ্ঞানং ভক্তানাং মানবর্দ্ধনঃ ॥৩০ ॥
তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব। যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ ॥ ৩১ ॥

ত্বাং সূরিভিস্তত্ত্ববুভুৎসয়াদ্ধা সদাভিবাদার্হণপাদপীঠম্।
ঐশ্বর্য্যবৈরাগ্যযশোঽববোধবীর্য্যশ্রিয়াং পূর্ত্তমহং প্রপদ্যে ॥ ৩২ ॥
পরং প্রধানং পুরুষং মহান্তং কালং কবিং ত্রিবৃতং লোকপালম্।
আত্মানুভূত্যানুগতপ্রপঞ্চং স্বচ্ছন্দশক্তিং কপিলং প্রপদ্যে ॥ ৩৩ ॥
আ স্মাভিপৃচ্ছেঽদ্য পতিং প্রজানাং ত্বয়াবতীর্ণর্ণ উতাপ্তকামঃ।
পরিব্রজৎপদবীমাস্থিতোঽহং চরিষ্যে ত্বা হৃদি যুঞ্জন্ বিশোকঃ ॥ ৩৪ ॥

যতিগণ নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি করিয়া বহুজন্মে ভক্তিযোগ পূর্ব্বক চিত্তের একাগ্রতা সুসিদ্ধ করিয়া তদ্দারা যাঁহার পাদপদ্মের দর্শন প্রাপ্ত হন্। ২৮

সেই এই ভগবান্ আমাদের লঘুতা গণ্য না করিয়া আমরা গ্রাম্য অর্থাৎ নীচ হইলেও আমাদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! প্রভো! তোমার ইহা উচিতই বটে, যে হেতু, তুমি আপনার ভক্তদিগের পক্ষ পরিপুষ্ট করিয়া থাক। ২৯ ॥

অপর, হে ভগবন্! বুঝিলাম, তুমি আপনার বাক্য অর্থাৎ "তোমার পুত্র হই" এই অঙ্গীকার সত্য এবং জ্ঞানসাধন সাঙ্খ্যশাস্ত্র উপদেশ করিবার নিমিত্তই এই অবতার গ্রহণ করিয়াছ। তুমি ভক্তগণের মান-বর্দ্ধনকারী, এইরূপ করিলে ভক্তদের সম্মান বৃদ্ধি হইবে, এতদভিপ্রায়েই এই অবতার স্বীকার করিয়াছ। ৩০

কিন্তু হে প্রভো! যদিও আপনি বস্তুতঃ প্রাকৃত আকৃতি-শূন্য, তথাচ আপনার যে সকল চতুর্ভুজাদি রূপ অলৌকিক এবং যে যেরূপ আপনার ভক্তজনেরা বাঞ্ছা করে, সে সকল রূপই আপনার উপযুক্ত। ৩১

হে ঈশ! পণ্ডিতগণ আত্মতত্ত্ব বোধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সর্ব্বদা আপনারই উপাসনা করিয়া থাকেন, আপনার পাদপীঠই অভিবাদনের যোগ্য এবং আপনি ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী এই সকলে পরিপূর্ণ, অতএব আপনারই শরণাগত হইলাম। ৩২

প্রভো! আপনি পরমেশ্বর, যেহেতু আপনার শক্তি স্বাধীন, আপনিই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিস্বরূপ, আপনিই পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, আপনিই মহৎ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, আপনিই কাল অর্থাৎ সকলের ক্ষোভক, আপনিই কবি অর্থাৎ সূত্রতত্ত্বরূপ, আপনিই ত্রিবৃৎ অর্থাৎ অহঙ্কারস্বরূপ, আপনিই লোকপাল অর্থাৎ ঐ অহঙ্কারের পালক, এবং এই প্রপঞ্চ যাহাতে জ্ঞান-শক্তি দ্বারা লীন হয়, আপনি সেই সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ প্রধানাদির আবির্ভাব ও তিরোভাবের সাক্ষী, অতএব আমি আপনারই শরণাপন্ন হইলাম। ৩৩

হে দেব! তুমি পুত্ররূপে উৎপন্ন হইবামাত্র আমার ঋণত্রয় নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে যদিও আমি প্রাপ্তকাম হইয়াছি, তথাপি তোমাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিব। তাহার পরে আমি পরিব্রাজক-দিগের (সন্ন্যাসীদিগের) পথ অবলম্বন করিয়া হৃদয়-মধ্যে তোমাকে স্মরণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে পর্য্যটন করিব। ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়া প্রোক্তং হি লোকস্য প্রমাণং সত্যলৌকিকে। অথাজনি ময়া তুভ্যং যদবোচমৃতং মুনে ॥৩৫॥
এতন্মে জন্ম লোকেঽস্মিন্ মুমুক্ষূণাং দুরাশয়াৎ। প্রসংখ্যানায় তত্ত্বানাং সম্মতায়াত্মদর্শনে ॥৩৬॥
এষ আত্মপথোঽব্যক্তো নষ্টঃ কালেন ভূয়সা। তং প্রবর্ত্তয়িতুং দেহমিমং বিদ্ধি ময়া ভৃতম্ ॥৩৭॥
গচ্ছ কামং ময়াপৃষ্টো ময়ি সন্ন্যস্তকর্ম্মণা। জিত্বা সুদুর্জ্জয়ং মৃত্যুমমৃতত্বায় মাং ভজ ॥ ৩৮ ॥
মামাত্মানং স্বয়ংজ্যোতিঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ম্। আত্মন্যেবাত্মনাবীক্ষ্য বিশোকোঽভয়মৃচ্ছসি ॥৩৯॥
মাত্রে চাধ্যাত্মিকীং বিদ্যাং শমনীং সর্ব্বকর্ম্মণাম্। বিতরিষ্যে যয়া চাসৌ ভয়ঞ্চাতিতরিষ্যতি ॥৪০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

এবং সমুদিতস্তেন কপিলেন প্রজাপতিঃ। দক্ষিণীকৃত্য তং প্রীতো বনমেব জগাম হ ॥ ৪১ ॥
ব্রতং স আস্থিতো মৌনমাত্মৈকশরণো মুনিঃ। নিঃসঙ্গো ব্যচরৎ ক্ষোণীমনগ্নিরনিকেতনঃ ॥৪২ ॥
মনো ব্রহ্মণি যুঞ্জানো যৎ তৎ সদসতঃ পরম্। গুণাবভাসে বিগুণ একভক্ত্যানুভাবিতে ॥ ৪৩ ॥

ভগবান্ কপিল কর্দ্দমের এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৈদিক এবং লৌকিক কৃত্যে আমার উক্তিই লোকের প্রমাণ হইয়া থাকে, ইহাতে আমি তোমাকে "তোমার পুত্র হইব" এই যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহা সত্য করিবার নিমিত্ত তোমার গৃহে এই জন্ম স্বীকার করিয়াছি। ৩৫

কিন্তু ইহলোকে আমার এই জন্ম দুরাশয় লিঙ্গ-দেহমোচনেচ্ছু লোকদিগের আত্মদর্শনসম্মত তত্ত্ব-প্রসংখ্যানার্থ ই জানিবে। ৩৬

মুনে! আত্মজ্ঞানের এই সূক্ষ্ম মার্গ পূর্ব্বাবধি সিদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু কাল বশতঃ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, আমি তাহা পুনর্ব্বার প্রবর্ত্ত করাইবার নিমিত্ত মায়া দ্বারা এই দেহ ধারণ করিয়াছি। ৩৭

তুমি আমার নিকট অনুজ্ঞা চাহিতেছ, ভাল, আজ্ঞা দিতেছি, যথা ইচ্ছা গমন কর, কিন্তু আমাতে কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক দুর্জ্জয় মৃত্যু জয় করিয়া অমৃতত্ব নিমিত্ত আমার ভজনা করিও। ৩৮

এইরূপ করিলেই আত্ম-স্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশক সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী যে আমি, আমাকে তোমার আত্মাতে আত্ম দ্বারা অবলোকন পূর্ব্বক শোকহীন হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। ৩৯

পিতঃ! আমি আমার মাতা দেবহূতিকেও সর্ব্ব-কর্ম্মের উন্মূলনী আত্মবিদ্যা প্রদান করিব। তাহাতে তিনি একেবারে সংসার-ভয় হইতে নিস্তার পাইবেন এবং তাঁহার পরমানন্দলাভও হইবে। ৪০

মৈত্রেয় কহিলেন, বৎস বিদুর! ভগবান্ কপিল এই প্রকার কহিলে পর প্রজাপতি কর্দ্দম তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রীত মনে অরণ্যে গমন করিলেন। ৪১

এইরূপে এক আত্মারই শরণাপন্ন হইয়া মুনি-দিগের ব্রত অহিংসাদি অবলম্বন পূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। কোন বিষয়েই তাঁহার আর অনুরাগ রহিল না, অগ্নি ও নিকেতন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলেন। ৪২

পরে সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম গুণাতীত হইয়াও সগুণরূপে প্রকাশ পান, তাঁহার প্রতি মনঃসংযোগ করিলেন, এবং তাঁহাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা অচিরে তাঁহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইল। ৪৩

নিরহঙ্কৃতির্নির্ম্মমশ্চ নির্দ্বন্দ্বঃ সমদৃক্ স্বদৃক্। প্রত্যক্প্রশান্তধীর্ধীরঃ প্রশান্তোর্ম্মিরিবোদধিঃ ॥৪৪॥
বাসুদেবে ভগবতি সর্ব্বজ্ঞে প্রত্যগাত্মনি। পরেণ ভক্তিভাবেন লব্ধাত্মা মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৪৫ ॥
আত্মানং সর্ব্বভূতেষু ভগবন্তমবস্থিতম্। অপশ্যৎ সর্ব্বভূতানি ভগবত্যপি চাত্মনি ॥ ৪৬ ॥
ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সর্ব্বত্র সমচেতসা। ভগবদ্ভক্তিযোগেন প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
কাপিলেয়ে কর্দ্দমপ্রব্রজ্যা নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

অতএব নিরহঙ্কার অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি-শূন্য, সুতরাং শীতোষ্ণাদিতে অনাকুল এবং নির্ম্মল ও ভেদবুদ্ধিবিহীন হইয়া, কেবল স্বরূপ মাত্রই দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বুদ্ধি প্রত্যগাত্মমাত্রে প্রবণা হইয়া শান্তভাবে থাকাতে, যেমন তরঙ্গ প্রশান্ত হইলে সাগর নিস্তব্ধ হয়, তদ্বৎ তিনি নিশ্চল ও নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। ৪৪

তাহার পরই বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াতে তাঁহার চিত্ত পরম ভক্তিভাবে জীবাত্মা স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে সঙ্গত হইল। ৪৫

তাহাতে স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ হইয়া সকল প্রাণীতে ভগবদ্রূপ আত্মাকে অবস্থিত এবং সকল ভূতকে ভগবদ্রূপ আত্মায় অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। ৪৬

অতএব রাগদ্বেষবিহীন এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী চিত্ত দ্বারা ভগবদ্ভক্তিযোগে ভগবৎসম্বন্ধিনী গতি অচিরেই লব্ধা হইল। ৪৭

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশাধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শ্রীশৌনক উবাচ।

কপিলস্তত্ত্বসংখ্যাতা ভগবানাত্মমায়য়া। জাতঃ স্বয়মজঃ সাক্ষাদাত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম্ ॥ ১ ॥

ন হ্যস্য বর্ষ্মণঃ পুংসাং বরিম্নঃ সর্ব্বযোগিনাম্। বিশ্রুতৌ শ্রুতদেবস্য ভূরি তৃপ্যন্তি মেঽসবঃ ॥ ২ ॥

যদ্‌যদ্বিধত্তে ভগবান্ স্বচ্ছন্দাত্মাত্মমায়য়া। তানি মে শ্রদ্দধানস্য কীর্ত্তন্যান্যনুকীর্ত্তয় ॥ ৩ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

দ্বৈপায়নসখস্ত্বেবং মৈত্রেয়ো ভগবাংস্তথা। প্রাহেদং বিদুরং প্রীত আন্বীক্ষিক্যাং প্রচোদিতঃ ॥৪॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

পিতরি প্রস্থিতেঽরণ্যং মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া। তস্মিন্ বিন্দুসরেঽবাৎসীৎ ভগবান্ কপিলঃ কিল ॥৫

তমাসীনমকর্ম্মাণং তত্ত্বমার্গাগ্রদর্শনম্। স্বসুতং দেবহূত্যাহ ধাতুঃ সংস্মরতী বচঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীদেবহূতিরুবাচ।

নির্ব্বিণ্ণা নিতরাং ভূমন্নসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ। যেন সম্ভাব্যমানেন প্রপন্নান্ধং তমঃ প্রভো ॥ ৭ ॥

তস্য ত্বং তমসোঽন্ধস্য দুষ্পারস্যাদ্য পারগম্। সচ্চক্ষুর্জন্মনামন্তে লব্ধং মে ত্বদনুগ্রহাৎ ॥ ৮ ॥

শ্রীশৌনক কহিলেন—জন্মরহিত অকস্মাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ মনুষ্যগণের আত্মবিষয়ক জ্ঞান প্রচার করিবার জন্য নিজমায়া অবলম্বনে স্বয়ং তত্ত্বসংখ্যাতা বা সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক কপিলরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ১

পুরুষগণের মধ্যে উত্তম এবং সমস্ত যোগিগণের শ্রেষ্ঠ এই শ্রুতদেবের কীর্ত্তিকথায় আমার ইন্দ্রিয়গণ কিছুতেই অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। ২

ভক্তগণের ইচ্ছাবশতঃ দেহধারী ভগবান্ স্বীয় মায়া দ্বারা অথবা আত্মমায়া অবলম্বনে যে যে কার্য্য করিয়া থাকেন, আপনি সেই কীর্ত্তনযোগ্য কার্য্যগুলি শ্রদ্ধালু আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ৩

শ্রীসূত বলিলেন—এই প্রকার আত্মবিদ্যাবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া দ্বৈপায়ন-সখা ভগবান্ মৈত্রেয় হৃষ্ট হইয়া বিদুরকে ইহা কহিয়াছিলেন। ৪

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, পিতা অরণ্যে প্রস্থান করিলে ভগবান্ কপিল মাতার প্রিয়সাধন করিবার জন্যই সেই বিন্দুসরোবরে বাস করিতে লাগিলেন। ৫

ব্রহ্মার বাক্য সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিয়া দেবহূতি তত্ত্বমার্গের পারদ্রষ্টা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থিত নিজ পুত্রকে কহিলেন। ৬

শ্রীদেবহূতি কহিলেন—হে ভূমন্! অসৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়-বাসনায় আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি, হে প্রভো! ঐ ইন্দ্রিয়বাসনা পূর্ণ হওয়াতেও আমি অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়াছি। ৭

সেই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া অন্ধত্বপ্রাপ্ত অতএব পারসামর্থ্যহীন আমি তোমার অনুগ্রহে পারসামর্থ্যদায়ক সৎচক্ষুরূপ তোমাকে জন্মাদির নিবৃত্তির জন্য অদ্য প্রাপ্ত হইলাম। ৮

বিবৃতি—শ্রুতদেব শব্দে শ্রবণের দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় অথবা বহুস্থানে যাঁহার কথা শ্রুত হয়, সেই ভগবান্‌কে বুঝাইতেছে। ২

য আদ্যো ভগবান্ পুংসামীশ্বরো বৈ ভবান্ কিল। লোকস্য তমসান্ধস্য চক্ষুঃ সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥৯॥
অথ মে দেব সম্মোহমপাক্রষ্টুং ত্বমর্হসি। যোঽবগ্রহোঽহংমমেতীত্যেতস্মিন্ যোজিতস্ত্বয়া ॥১০॥
তং ত্বা গতাহং শরণং শরণ্যং স্বভৃত্যসংসারতরোঃ কুঠারম্।
জিজ্ঞাসয়াহং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য নমামি সদ্ধর্ম্মবিদাং বরিষ্ঠম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি স্বমাতুর্নিরবদ্যমীপ্সিতং নিশম্য পুংসামপবর্গবর্দ্ধনম্।
ধিয়াভিনন্দ্যাত্মবতাং সতাং গতির্বভাষ ঈষৎস্মিতশোভিতাননঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যোগ আধ্যাত্মিকঃ পুংসাং মতো নিঃশ্রেয়সায় মে। অত্যন্তোপরতির্যত্র দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥১৩॥
তমিমং তে প্রবক্ষ্যামি যমবোচং পুরানঘে। ঋষীণাং শ্রোতুকামানাং যোগং সর্ব্বাঙ্গনৈপুণম্ ॥১৪
চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্। গুণেষু শক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে ॥ ১৫ ॥
অহংমমাভিমানোত্থৈঃ কামলোভাদিভির্মলৈঃ। বীতং যদা মনঃ শুদ্ধমদুঃখমসুখং সমম্ ॥ ১৬ ॥
তদা পুরুষ আত্মানং কেবলং প্রকৃতেঃ পরম্। নিরন্তরং স্বয়ংজ্যোতিরণিমানমখণ্ডিতম্ ॥ ১৭ ॥
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযুক্তেন চাত্মনা। পরিপশ্যত্যুদাসীনং প্রকৃতিঞ্চ হতৌজসম্ ॥ ১৮ ॥

যিনি আদ্য ভগবান্ এবং সর্ব্বজীবের ঈশ্বর, সেই তুমিই অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ জগতের চক্ষুঃ সূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছ। ৯

হে দেব! এই দেহাদিতে আমি "আমার" ইত্যাদি এই যে আগ্রহ তোমা কর্ত্তৃক যোজিত হইয়াছে, আমার সেই সম্মোহ তোমারই অপসারণ করা উচিত। ১০

প্রকৃতি ও পুরুষকে জানিবার ইচ্ছা করিয়াই আমি সদ্ধর্ম্মবিদ্গণের পূজ্যতম নিজদাসগণের সংসার-তরুর উন্মূলনকারী শরণীয় তোমার শরণ গ্রহণ করিয়া তোমার নিকট শিষ্যভাবে প্রণতা হইতেছি। ১১

স্বীয় মাতার এই অনিন্দনীয় ঈপ্সিত, জীবগণের মুক্তিবর্দ্ধক, ইহা অবগত হইয়া সেই আত্মবিদ্গণের গতি বুদ্ধির দ্বারা উহা অভিনন্দন করিয়া ঈষৎ হাস্য-শোভিত আননে বলিলেন। ১২

শ্রীভগবান্ কহিলেন—যাহাতে সুখ ও দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি ঘটে, সেই আত্মবিষয়ক যোগ জীবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঙ্গলের সাধক বলিয়া আমি মনে করি। ১৩

হে নিষ্পাপ! পূর্ব্বে শ্রবণাভিলাষী ঋষিগণকে যাহা বলিয়াছিলাম, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যোগ তোমাকে বলিতেছি। ১৪

একমাত্র চিত্তই এই জীবের বন্ধনের ও মুক্তির কারণ, উহা গুণসমূহে বদ্ধ হইলে বন্ধনের এবং পরম-পুরুষে আসক্ত হইলে মুক্তির কারণ হয়। ১৫

যখন 'আমি' 'আমার' এই অভিমান-উত্থিত মলবিরহিত হইয়া মন শুদ্ধ হয়, তখন উহা সুখবিহীন, দুঃখবিহীন ও সমভাবান্বিত হয়। ১৬

তখন পুরুষ জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত এবং ভক্তিযুক্ত আত্মার দ্বারা স্ব স্বরূপের দ্বারা বা স্বভাবের দ্বারা পরমাত্মাকে বা পুরুষকে প্রকৃতির অতীত, নির্লিপ্ত, ভেদরহিত স্বপ্রকাশ সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন অখণ্ডিত আসক্তিশূন্য এবং প্রকৃতিকে হীনবল দেখিতে পান। ১৭-১৮

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি। সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥১৯
প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ। স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ২০ ॥
তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্। অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ২১ ॥
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্। মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ ॥ ২২ ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ। তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্গতচেতসঃ ॥২৩॥
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ। সঙ্গস্তেম্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥২৪॥

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ২৫ ॥
ভক্ত্যা পুমান্ জাতবিরাগ ঐন্দ্রিয়াদ্দৃষ্টশ্রুতান্মদ্রচনানুচিন্তয়া।
চিত্তস্য যত্তো গ্রহণে যোগযুক্তো যতিষ্যতে ঋজুভির্যোগমার্গৈঃ ॥ ২৬ ॥
অসেবয়ায়ং প্রকৃতেগু´ণানাং জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন।
যোগেন ময্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুদ্ধে ॥ ২৭ ॥

শ্রীদেবহূতিরুবাচ।
কাচিৎ ত্বয্যুচিতা ভক্তিঃ কীদৃশী মম গোচরা। যয়া পদং তে নির্ব্বাণমঞ্জসান্বাশ্নবা অহম্ ॥ ২৮

অখিলের আত্মা ভগবানে যোজনাকর্ত্রী ভক্তির সদৃশ যোগিগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তির আর অন্য কোনও মঙ্গলকারক পথ নাই। ১৯

প্রসঙ্গই আত্মার অজর পাশ, সেই প্রসঙ্গ সাধুগণের প্রতি আচরিত হইলে মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত হয়, ইহাই তত্ত্বদর্শিগণ অবগত আছেন। ২০

সুন্দর চরিত্রই যাঁহাদের অলঙ্কার, সেই সমস্ত সাধুগণ সহিষ্ণু, দয়ালু, সর্ব্বপ্রাণীর সুহৃৎ, শত্রুবিহীন এবং সমগুণযুক্ত হইয়া থাকেন। ২১

যাঁহারা আমাতে একান্ত প্রীতিভরে দৃঢ়া ভক্তি করেন, আমার জন্যই কর্ম্মত্যাগ করেন ও স্বজনবান্ধবগণকে পরিত্যাগ করেন এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া আমার সম্বন্ধীয় কথা বলেন ও শ্রবণ করেন, মদ্গতচিত্ত এইরূপ সাধুগণকে নানাবিধ তাপ সন্তপ্ত করে না। ২২-২৩

হে সাধ্বি! এইরূপ সেই সাধুগণ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত —সেই হেতু তাঁহারা সঙ্গদোষ হরণ করেন; অতএব তাঁহাদিগের সঙ্গই তোমার প্রার্থনীয়। ২৪

এইরূপ সাধুগণের সঙ্গলাভ ঘটিলে আমার মাহাত্ম্যের সম্যক্ প্রকাশক হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক কথা উপস্থিত হয়, সেই সমস্ত কথা শ্রবণাদি দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তির পথস্বরূপ ভগবানে শীঘ্রই ক্রমানুসারে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্মিয়া থাকে। ২৫

আমার সৃষ্ট্যাদি লীলার অনুচিন্তন দ্বারা জাতভক্তি হেতু ঐহিক ও পারলৌকিক ইন্দ্রিয়সুখে জাতবিরাগ পুরুষ উদ্যমশীল ও যোগযুক্ত হইয়া অনায়াসসাধ্য যোগমার্গের দ্বারা চিত্তসংযমের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। প্রকৃতির গুণাদির অসেবনের দ্বারা, বৈরাগ্যবিজৃম্ভিত জ্ঞানের দ্বারা এবং আমাতে অর্পিত ভক্তির দ্বারা জীব সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ আমাকে এই দেহেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৬-২৭

শ্রীদেবহূতি কহিলেন—যে প্রকার ভক্তির দ্বারা অনায়াসে তোমার নির্ব্বাণপদবীকে সর্ব্বাত্মভাবে প্রাপ্ত হইবে—সেই তোমাতে আচরণের যোগ্যা ভক্তি কি প্রকার আর উহা কি প্রকারেই বা আমার ন্যায় স্ত্রীলোকের আচরণীয়? ২৮

যো যোগো ভগবদ্বাণো নির্ব্বাণার্থ(স্তং)স্ত্বয়োদিতঃ। কীদৃশঃ কতি চাঙ্গানি যতস্তত্ত্বাববোধনম্ ॥২৯

তদেতন্মে বিজানীহি যথাহং মন্দধীর্হরে। সুখং বুধ্যেয় দুর্ব্বোধং যোষা ভবদনুগ্রহাৎ ॥ ৩০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

বিদিত্বার্থং কপিলো মাতুরিত্থং জাতস্নেহো যত্র তন্বাভিজাতঃ।

তত্ত্বাম্নায়ং যৎ প্রবদন্তি সাংখ্যং প্রোবাচ বৈ ভক্তিবিতানযোগম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।

সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী ॥ ৩২ ॥

জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা ॥ ৩৩ ॥

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।

যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ ৩৪ ॥

পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি।

রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি ॥ ৩৫ ॥

তুমি মোক্ষপ্রদ সেশ্বর ও যাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে এমন যে যোগের কথা বলিলে, উহা কিরূপ? উহার অঙ্গই বা কয়টি? ২৯

হে হরে! আমি স্ত্রীজাতি ও মন্দবুদ্ধি, যাহাতে তোমার অনুগ্রহে দুর্ব্বোধ্য এই যোগ অনায়াসে বুঝিতে পারি, তুমি তদ্রূপ করিয়া আমাকে উহা বিশেষ ভাবে জ্ঞাপন কর। ৩০

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—কপিল—যাঁহার শরীর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই মাতার এই প্রকার প্রয়োজন অবগত হইয়া স্নেহপরবশ হইলেন এবং তত্ত্বক্রমানুসারী যাহা সাংখ্য নামে অভিহিত হয় তাহা ও বিস্তৃত ভাবে ভক্তি ও যোগের কথা বলিতে লাগিলেন। ৩১

যাহাদিগের দ্বারা বিষয়জ্ঞান জন্মে, সেই প্রকাশশীল ইন্দ্রিয়গণের বা তদধিষ্ঠাতা দেবগণের বেদবিহিত কর্ম্মানুগামী হওয়ার জন্য শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীহরিতে স্বাভাবিক নিষ্কাম যে বৃত্তির উদয় হয়, তাহাই ভাগবতী ভক্তি, অবিকৃতচিত্ত অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বস্থ পুরুষের পক্ষে তাহা সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তির অপেক্ষা গরীয়সী। ৩২

এই প্রকার ভক্তি—জঠরানল যেরূপ ভুক্ত দ্রব্যকে জীর্ণ করিয়া ফেলে, সেইরূপে লিঙ্গশরীরকে জীর্ণ করিয়া ফেলে। এই প্রকার কেহ কেহ আমার পাদসেবাপরায়ণ ও সর্ব্বদা সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া আমার সহিত সাযুজ্য মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করেন না। সেই ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ আসক্তি সহকারে আমার বীর্য্যপ্রকাশক কথা অর্থাৎ ভগবৎলীলাদির শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। ৩৩-৩৪

জননি! সেই সাধুগণ আমার মনোজ্ঞ প্রসন্নবক্ত্র অরুণবর্ণ নেত্রসম্পন্ন বরপ্রদ অপ্রাকৃত জ্যোতির্ম্ময় রূপ সকল দর্শন করেন ও সেই সমস্ত রূপের সহিত বাঞ্ছনীয় বাক্যালাপও করিয়া থাকেন। ৩৫

বিবৃতি—গুরুর উচ্চারণের অনুসরণ করিয়া শ্রুত হয় এই অর্থে অনুশ্রব শব্দে বেদ বুঝাইতেছে এবং অনুশ্রবিক শব্দে বেদবিহিত এই অর্থের প্রতীতি হইতেছে। ৩২

ইহা দ্বারা নিজের যত্ন ব্যতীত প্রসঙ্গতঃই লিঙ্গদেহের ক্ষয়ে মুক্তি প্রাসঙ্গিক ঘটিয়া থাকে, ইহাই বলিতেছেন। ৩৩

তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদারবিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ।
হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তিরনিচ্ছতো গতিমণ্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে ॥ ৩৬ ॥
অথো বিভূতিং মম মায়য়া চিতামৈশ্বর্য্যমষ্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তম্।
শ্রিয়ং ভাগবতীং বাঽস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং পরস্য মে তেঽশ্নুবতে তু লোকে ॥ ৩৭ ॥
ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে নঙ্‌ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥ ৩৮ ॥
ইমং লোকং তথৈবামুমাত্মানমুভযায়িনম্। আত্মানমনু যে চেহ যে রায়ঃ পশবো গৃহাঃ ॥৩৯ ॥
বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখম্। ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে ॥৪০॥
নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ। আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ত্ততে ॥ ৪১ ॥
মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ। বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥ ৪২ ॥
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ। ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্ ॥৪৩ ॥
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥৪৪

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে কাপিলেয়ে ভক্তিযোগো নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

আমার এই মনোহর অবয়ব দর্শনে এবং করুণাপ্রদ লীলা-হাস্যময় দৃষ্টি ও মনোহর বাক্যে হৃতচিত্ত ও আকৃষ্টপ্রাণ এই সাধুগণকে তাঁহারা ইচ্ছা না করিলেও—মৎপ্রতি প্রযুক্তা ভক্তি মদীয় গতি প্রদান করিয়া থাকে। ৩৬

তাঁহারা এইরূপে অবিদ্যা-নিবৃত্তির পর আমার মায়ারচিত বিভূতি অর্থাৎ সত্যলোকাদিগত ভোগসম্পত্তি, ভক্তির দ্বারা স্বতঃপ্রাপ্ত অণিমাদি অষ্টাঙ্গ ঐশ্বর্য্য, মঙ্গলদায়ক ভগবদৈশ্বর্য্য অর্থাৎ বৈকুণ্ঠস্থিত সম্পত্তি ইত্যাদি কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না, পরন্তু তাঁহারা না কামনা করিলেও, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমার লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৭

হে শান্তরূপে! যাঁহাদিগের আমি প্রিয় আত্মা, পুত্র, সখা, গুরু, হিতকারী সুহৃদ্ ইষ্টদেব, তাঁহাদিগকে আমার অনিমিষ কালচক্র গ্রাস করিতে পারে না, যেহেতু মৎপরায়ণ ভক্তগণ কখনও বিনষ্ট হন না ॥৩৮।

এই লোক অর্থাৎ এই ভোগপ্রধান সংসার ইহলোক ও পরলোকের ভোগসাধক সোপাধিক আত্মা ও তদনুবর্ত্ত ইহলোকের ধন, পশু, গৃহাদি ও অন্যান্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া যে সর্ব্বত্রস্থিত আমাকে ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে যাঁহারা ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ করিয়া থাকি। ৩৯-৪০

প্রধানপুরুষের ঈশ্বর সর্ব্বভূতের আত্মা ভগবান্ যে আমি, সেই আত্মা ব্যতীত অন্য কোথাও তীব্র ভয়ের নিবৃত্তি হয় না। আমার ভয়েই এই বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, আমার ভয়েই সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছে, অগ্নি দগ্ধ করিতেছে, আমার ভয়েই মৃত্যু জগতে বিচরণ করিতেছে।৪১-৪২

যোগিগণ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা আমার ভয়হীন পাদমূলে মঙ্গলের জন্যই প্রবিষ্ট হন অর্থাৎ তাহা লাভ করেন। ৪৩

তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা আমাতে সমর্পিত মনের যে স্থৈর্য্য—ইহাকেই এই জগতে পুরুষগণের মঙ্গলোদয়ের শেষ সীমা বলা যাইতে পারে। ৪৪

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়।

ষড়্বিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি তত্ত্বানাং লক্ষণং পৃথক্। যদ্বিদিত্বা বিমুচ্যেত পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ॥১॥
জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থায় পুরুষস্যাত্মদর্শনম্। যদাহুর্বর্ণয়ে তৎ তে হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্ ॥২॥
অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। প্রত্যগ্ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ॥৩॥
স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ। যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া ॥৪॥
গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ। বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া ॥৫॥
এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্। কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে ॥৬॥
তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্। ভবত্যকর্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ ॥৭॥

সাংখ্যযোগ কথন

শ্রীভগবান্ কহিলেন—অতঃপর যাহা জ্ঞাত হইলে পুরুষ প্রাকৃত গুণ হইতে বিমুক্ত হয়, সেই তত্ত্বসমষ্টির লক্ষণ পৃথক্ ভাবে আপনাকে সম্যক্‌রূপে বলিতেছি। ১

আত্মসাক্ষাৎকাররূপ অতএব হৃদয়গ্রন্থিছিন্নকারী যে জ্ঞান পুরুষের পরম মঙ্গলজনক বলিয়া কথিত, তাহা আপনাকে বিস্তারিত ভাবে বলিতেছি। ২

বিশ্ব যাহা কর্তৃক প্রকাশিত হয়, সেই পুরুষ আদিশূন্য, স্বয়ং আত্মাই সেই পুরুষ—ইনি গুণশূন্য প্রকৃতির অতীত প্রতিলোম ক্রমে প্রকাশিত এবং স্বপ্রকাশ। ৩

সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ যদৃচ্ছায় উপগতা গুণময়ী দৈবী সূক্ষ্মা প্রকৃতিকে লীলাবশতঃ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৪

সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণের দ্বারা রূপ-সমন্বিত নানাবিধ প্রজাসৃজনকারিণী প্রকৃতি বিলোকন করিয়া সেই পুরুষ সদ্যই অজ্ঞান হেতু মুগ্ধ হন। ৫

তৎপরে প্রকৃতির গুণে যে সকল কার্য্য হয়, এই প্রকারে প্রকৃতিতে আমি এই প্রকার জ্ঞান হওয়াতে তদ্দ্বারা ঐ পুরুষ আপনাকে সেই সকল কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। ৬

তদনন্তর সাক্ষিস্বরূপ সুখাত্মক অকর্ত্তা ঈশ্বরের ঐ প্রকার অভিমান বশতঃ জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ, তাহা হইতে বন্ধন এবং সেই বন্ধন হেতু পরাধীনতা জন্মিয়া থাকে। ৭

বিবৃতি—শ্রীধর স্বামিপাদ সাংখ্যশাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন—বিধাতা স্বীয় পুত্রকে সর্ব্বপ্রথমে এই সাংখ্যের উপদেশ প্রদান করেন, পরে ইহা কপিলদেব স্বীয় মাতাকে প্রদান করেন। তাহার পরেই এই সাংখ্যশাস্ত্র নরলোকে প্রচারিত হয়। ১

আত্মজ্ঞান সাধারণ সাংসারিক জ্ঞানের ন্যায় হয় না—আত্মা বিপরীত ক্রমে প্রকাশিত হন অর্থাৎ সাধারণ সংসারজ্ঞানের বিপরীত মুখে তাঁহার জ্ঞান জন্মে। নির্গুণ এই কথার দ্বারা জ্ঞানাদির গুণত্বের নিষেধ করা হইতেছে। "স্বয়ং জ্যোতিঃ" এই কথার দ্বারা মীমাংসকাদির অভি-মতানুসারে আত্মা ও জ্ঞানের বিষয়—এই মতের নিষেধ করা হইয়াছে। আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিভেদে প্রকৃতি দ্বিবিধা। আবরণ শক্তির দ্বারা তিনিই জীবের উপাধি-স্বরূপা অবিদ্যা, বিক্ষেপশক্তির দ্বারা তিনিই পরমেশ্বরী মায়া। পুরুষ ও জীব এবং ঈশ্বর ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যাঁহার প্রকৃতির অবিবেক বশতঃ সংসার হয়, তিনি জীব আর যিনি প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি করেন, তিনি পরমেশ্বর। ৩-৫

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ। ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥৮॥
শ্রীদেবহূতিরুবাচ।
প্রকৃতেঃ পুরুষস্যাপি লক্ষণং পুরুষোত্তম। ব্রূহি কারণয়োরস্য সদসচ্চ যদাত্মকম্ ॥৯॥
শ্রীভগবানুবাচ।
যৎ তৎ ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্। প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ ॥১০॥
পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্ব্রহ্ম চতুর্ভির্দশভিস্তথা। এতচ্চতুর্ব্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিদুঃ ॥১১॥
মহাভূতানি পঞ্চৈব ভূরাপোঽগ্নির্মরুন্নভঃ। তন্মাত্রাণি চ তাবন্তি গন্ধাদীনি মতানি মে ॥১২॥
ইন্দ্রিয়াণি দশ শ্রোত্রং ত্বগ্‌দৃগ্রসননাসিকাঃ। বাক্‌করৌ চরণৌ মেঢ্রং পায়ুর্দশম উচ্যতে ॥১৩॥
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্। চতুর্দ্ধা লক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যা লক্ষণরূপয়া ॥১৪॥
এতাবানেব সংখ্যাতো ব্রহ্মণঃ সগুণস্য চ। সন্নিবেশো ময়া প্রোক্তো যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥১৫॥
প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্। অহঙ্কারবিমূঢ়স্য কর্ত্তুঃ প্রকৃতিমীয়ুষঃ ॥১৬॥
প্রকৃতের্গুণসাম্যস্য নির্ব্বিশেষস্য মানবি। চেষ্টা যতঃ স ভগবান্ কাল ইত্যুপলক্ষিতঃ ॥১৭॥
অন্তঃ পুরুষরূপেণ কালরূপেণ যো বহিঃ। সমন্বেত্যেষ সত্ত্বানাং ভগবানাত্মমায়য়া ॥১৮॥

কার্য্য, কারণ ও কর্তৃত্ব অর্থাৎ কার্য্য বা শরীর, কারণ বা ইন্দ্রিয় এবং কর্ত্তা অর্থাৎ তদধিষ্ঠাতা দেবতাবর্গ—এই তিন ব্যাপারের প্রকৃতিই হেতু বা কারণ; কিন্তু সুখদুঃখাদির ভোক্তৃত্বব্যাপারে অনুভূতিই প্রধান হওয়ায় পুরুষকে প্রকৃতির পর বা অতিগ বলিয়া বিদ্বানগণ জ্ঞাত আছেন। ৮

শ্রীদেবহূতি কহিলেন—হে পুরুষোত্তম! এই বিশ্বের স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিণতি যাহা হইতে হয়, সেই কারণরূপ প্রকৃতির ও পুরুষের লক্ষণ বলুন। ৯

শ্রীভগবান্ কহিলেন—নিজে অবিশেষ অথচ বিশেষের আশ্রয় যে প্রধান, তাহার নাম প্রকৃতি। উহা সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সমাহাররূপ, অব্যক্ত, নিত্য ও সৎ ও অসদাত্মক অর্থাৎ কার্য্য ও কারণস্বরূপ। ১০

কার্য্যাত্মক প্রধানের যে চতুর্ব্বিংশতি গণ আছে, পণ্ডিতগণ উপাসনার্থে তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবগত আছেন, উহা পাঁচ, পাঁচ, চারি এবং দশ সংখ্যাভেদে এইরূপে সংখ্যাত হইয়াছে। ১১

ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ—এই পাঁচটি মহাভূত। গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র এই পাঁচটি তন্মাত্র এবং শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ ও বাক্, পাণি পাদ, পায়ু, উপস্থ—এই দশটি ইন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারি অন্তরিন্দ্রিয় তথাচ:তাহার বৃত্তিভেদে উক্ত চারি প্রকারে লক্ষিত হয়। ১২-১৪

আমি যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলিলাম, ঐ সকলের গণনায় তাহা সংখ্যাত হইয়াছে:—উহা ভিন্ন কাল পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। ১৫

কোনও কোনও পণ্ডিত ঈশ্বরের বিক্রমকেই কাল কহিয়া থাকেন, ঐ কাল হইতে প্রকৃতিপ্রাপ্ত দেহে অহঙ্কারবিমূঢ় জীবের ভয় জন্মে। ১৬

হে মনুনন্দিনি! অন্যমতে যাহা হইতে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা রূপ প্রকৃতির চেষ্টা হয়, সেই ভগবান্ই কাল নামে বিখ্যাত। ১৭

যিনি আত্মমায়া দ্বারা ভূতসমূহের অন্তরে নিয়ন্তৃরূপে এবং বাহিরে কালস্বরূপে সম্যক্‌রূপে অনুস্যূত আছেন—তিনিই ভগবান্। ১৮

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃপুমান্। আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥১৯॥
বিশ্বমাত্মগতং ব্যঞ্জন্ কূটস্থো জগদঙ্কুরঃ। স্বতেজসাঽপিবৎ তীব্রমাত্মপ্রস্বাপনং তমঃ॥২০॥
যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্। যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্॥২১॥
স্বচ্ছত্বমবিকারিত্বং শান্তত্বমিতি চেতসঃ। বৃত্তিভির্লক্ষণং প্রোক্তং যথাঽপাং প্রকৃতিঃ পরা॥২২॥
মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাদ্ভগবদ্বীর্য্যসম্ভবাৎ। ক্রিয়াশক্তিরহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সমপদ্যত॥২৩॥
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতো ভবঃ। মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ভূতানাং মহতামপি॥২৪॥
সহস্রশিরসং সাক্ষাদ্‌যমনন্তং প্রচক্ষতে। সঙ্কর্ষণাখ্যং পুরুষং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ম্॥২৫॥
কর্ত্তৃত্বং করণত্বঞ্চ কার্য্যত্বঞ্চেতি লক্ষণম্। শান্তঘোরবিমূঢ়ত্বমিতি বা স্যাদহঙ্কৃতেঃ॥২৬॥
বৈকারিকাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনস্তত্ত্বমজায়ত। যৎসঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং বর্ত্ততে কামসম্ভবঃ॥২৭॥

দৈব অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট বশতঃ প্রকৃতির গুণ ক্ষুব্ধ হইলে পরমপুরুষ সেই প্রকৃতির যোনিতে অভিব্যক্তিস্থান বীর্য্য অর্থাৎ স্বীয় বিস্মৃতির আধান করেন, তাহা দ্বারা সেই প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব উদ্ভূত হয়, ঐ মহত্তত্ত্ব হিরণ্ময় বা প্রকাশ-বহুল। ১৯

ঐ তত্ত্ব লয়-বিক্ষেপহীন এবং জগতের অঙ্কুর-স্বরূপ—তাহা আপনাতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত, এই বিশ্ব প্রকাশ করিয়া আপনার তেজ দ্বারা প্রলয়কালীন তমঃ পান করিয়া থাকে অর্থাৎ অজ্ঞান দূরীভূত করিয়া থাকে। ২০

হে জননি! সত্ত্বগুণযুক্ত বিশদ, রাগাদিরহিত এবং উপলব্ধিস্থান যে চিত্ত তাহার নাম বাসুদেব, সেই চিত্তই ঐ মহত্তত্ত্বের স্বরূপ অর্থাৎ ঐ মহত্তত্ত্বেরই অধিভূতরূপে মহান্ এই সংজ্ঞা হয়, অধ্যাত্মরূপে তাহাই চিত্ত এবং উপাস্যরূপে উহাই বাসুদেব। ২১

ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি দ্বারা সেই চিত্তের স্বচ্ছত্ব অর্থাৎ ভগবৎপ্রতিবিম্বের গ্রাহকত্ব, অধিকারিত্ব অর্থাৎ লয়-বিক্ষেপরাহিত্য এবং শান্তত্বরূপ লক্ষণ জানিবেন। ফলতঃ যেমন জলের ফেন তরঙ্গাদিরাহিত্য পরা প্রকৃতি ভূমির সংসর্গভেদে মধুর স্বচ্ছ এবং শীতল হ' তাহার ন্যায় চিত্তেরও বৃত্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ হইয়া থাকে। ২২

ভগবানের বীর্য্য হইতে উদ্ভূত হইয়া ঐ মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে ক্রিয়াশক্তিপ্রধান ত্রিবিধ অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ২৩

ঐ অহঙ্কার ত্রিবিধ :—বৈকারিক, তৈজস এবং তামস। ঐ অহঙ্কার হইতে মন ইন্দ্রিয় ও মহাভূত সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ২৪

ভূতেন্দ্রিয় মনোময় এই অহঙ্কারকেই পণ্ডিতেরা সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ নামক সহস্রশীর্ষা "অনন্তদেব" বলিয়া থাকেন। ২৫

ঐ অহঙ্কারের দেবতারূপে কর্ত্তৃত্ব এবং ইন্দ্রিয়রূপে করণত্ব ও ভূতরূপে কার্য্যত্ব আছে আর শান্তত্ব ঘোরত্ব ও বিমূঢ়ত্ব কারণ গুণত্রয়রূপে অহঙ্কারে বিরাজিত। ২৬

বৈকারিক অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ সৃষ্টি ব্যাপারের জন্য উন্মুখ হইলে তখন তাহা হইতে মনস্তত্ত্বের উদ্ভব হয়, ঐ মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প দ্বারা কামের উৎপত্তি হয়। ২৭

বিবৃতি :—এই স্থানে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রানুসারে চতুর্ব্যূহের উপাসনাক্রম বলিলেন। চিত্তে বাসুদেব উপাস্য এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অধিষ্ঠাতা, অহঙ্কারে সঙ্কর্ষণ উপাস্য এবং রুদ্র অধিষ্ঠাতা, মনস্তত্ত্বে অনিরুদ্ধ উপাস্য এবং চন্দ্র অধিষ্ঠাতা এবং বুদ্ধিতত্ত্বে প্রদ্যুম্ন উপাস্য এবং ব্রহ্মা অধিষ্ঠাতা। ২০

যদ্বিদুর্হ্যনিরুদ্ধাখ্যং হৃষীকাণামধীশ্বরম্। শারদেন্দীবরশ্যামং সংরাধ্যং যোগিভিঃ শনৈঃ ॥২৮॥
তৈজসাৎ তু বিকুর্ব্বাণাদ্‌বুদ্ধিতত্ত্বমভূৎ সতি। দ্রব্যস্ফুরণবিজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণামনুগ্রহঃ ॥২৯॥
সংশয়োহথ বিপর্য্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরেব চ। স্বাপ ইত্যুচ্যতে বুদ্ধের্লক্ষণং বৃত্তিতঃ পৃথক্ ॥৩০॥
তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ। প্রাণস্য হি ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধের্বিজ্ঞানশক্তিতা ॥৩১॥
তামসাচ্চ বিকুর্ব্বাণাদ্ভগবদ্বীর্য্যচোদিতাৎ। শব্দমাত্রমভূৎ তস্মান্নভঃ শ্রোত্রন্তু শব্দগম্ ॥৩২॥
অর্থাশ্রয়ত্বং শব্দস্য দ্রষ্টুর্লিঙ্গত্বমেব চ। তন্মাত্রত্বঞ্চ নভসো লক্ষণং কবয়ো বিদুঃ ॥৩৩॥
ভূতানাং ছিদ্রদাতৃত্বং বহিরন্তরমেব চ। প্রাণেন্দ্রিয়াত্মধিষ্ণ্যত্বং নভসো বৃত্তিলক্ষণম্ ॥৩৪॥
নভসঃ শব্দতন্মাত্রাৎ কালগত্যা বিকুর্ব্বতঃ। স্পর্শোহভবৎ ততো বায়ুস্ত্বক্ স্পর্শস্য চ সংগ্রহঃ ॥৩৫॥
মৃদুত্বং কঠিনত্বঞ্চ শৈত্যমুষ্ণত্বমেব চ। এতৎ স্পর্শস্য স্পর্শত্বং তন্মাত্রত্বং নভস্বতঃ ॥৩৬॥
চালনং ব্যূহনং প্রাপ্তির্নেতৃত্বং দ্রব্যশব্দয়োঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং বায়োঃ কর্ম্মাভিলক্ষণম্ ॥৩৭॥
বায়োশ্চ স্পর্শতন্মাত্রাদ্রূপং দৈবেরিতাদভূৎ। সমুত্থিতং ততস্তেজশ্চক্ষু রূপোপলম্ভনম্ ॥৩৮॥

তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা ও মনস্তত্ত্বকেই ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর অনিরুদ্ধ বলিয়া জানেন, তিনি শরৎকালীন নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ; যোগিগণ তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করিতে পারেন। ২৮

হে সাধ্বি! তৈজসতত্ত্ব যখন বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা হইতে বুদ্ধিত্ব উৎপন্ন হয়, উহা দ্রব্য স্ফুরণরূপ যে বিজ্ঞান, তৎস্বরূপ এবং উহা ইন্দ্রিয়গণের অনুগ্রহ বা পশ্চাৎ গ্রহণ রূপও বটে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যে বিষয়গ্রহণ ব্যাপার, তাহা পশ্চাৎ বুদ্ধির দ্বারাই দৃঢ়রূপে প্রতীত হয়। এই বুদ্ধির বৃত্তিভেদে সংশয় বিপর্য্যাস (মিথ্যাজ্ঞান) নিশ্চয় (প্রমাণজ্ঞান) স্মৃতি নিদ্রা এই কয়েকটি লক্ষণ।২৯-৩০

ক্রিয়া ও জ্ঞানরূপ বিভাগ হেতু ইন্দ্রিয় দুই প্রকার, যথা—কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়; এই দ্বিবিধই তৈজস অর্থাৎ রজোগুণপ্রধান অহঙ্কার হইতে জাত। প্রাণের ক্রিয়াশক্তি ও বুদ্ধির জ্ঞানশক্তি, প্রাণ এবং বুদ্ধি উভয়ই তৈজস, এই হেতু কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়ই তৈজস। ভগবদ্বীর্য্য অর্থাৎ কালপ্রভাবে প্রেরিত হইয়া তামস অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন হয়, এবং ঐ তন্মাত্র হইতে আকাশ এবং শব্দগ্রাহক শ্রোত্র উৎপন্ন হয়। ৩১-৩২

আকাশের তন্মাত্রত্ব ও অর্থাশ্রয়ত্ব বা অর্থবাচকত্ব এবং উচ্চারণকর্ত্তার জ্ঞাপকত্ব—এই তিনটি পণ্ডিতেরা শব্দের লক্ষণ বলিয়া থাকেন। ৩৩

প্রাণিসকলের অবকাশ দান এবং বাহ্য ও অভ্যন্তরে ব্যবহারাস্পদত্ব, এবং প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মন এই তিনের আশ্রয়ত্ব এই সকলই আকাশের বৃত্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত লক্ষণ। ৩৪

উক্ত শব্দতন্মাত্ররূপ আকাশ কালবশে বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে স্পর্শতন্মাত্র এবং তৎপশ্চাৎ বায়ু ও ত্বক্ উৎপন্ন হয়; ঐ ত্বক্ হইতেই সম্যক্‌রূপে স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। মৃদুত্ব, কঠিনত্ব, শৈত্য এবং উষ্ণত্ব, ইহাই স্পর্শের লক্ষণ বা স্পর্শত্ব, ঐ স্পর্শত্বকেই বায়ুতন্মাত্র বলা হইয়া থাকে। ৩৫-৩৬

বৃক্ষশাখাদি সঞ্চালন করা, তৃণাদি একত্র সংযোজিত ও মিলিত করা, গন্ধাদি দ্রব্যকে ঘ্রাণের প্রতি, শৈত্যাদি গুণযুক্ত দ্রব্যকে স্পর্শের প্রতি, এবং শব্দকে শ্রোত্রের প্রতি লইয়া যাওয়া প্রভৃতি বায়ুর কর্ম্ম, এতদ্ভিন্ন সকল ইন্দ্রিয়ের সঞ্চালনত্বও তাহার কর্ম্ম। ৩৭

উক্ত স্পর্শতন্মাত্ররূপ বায়ু যখন ভগবদিচ্ছায় প্রেরিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা হইতে তেজ, রূপ এবং রূপের গ্রাহক চক্ষুর উদ্ভব হয়। ৩৮

দ্রব্যাকৃতিত্বং গুণতা ব্যক্তিসংস্থাত্বমেব চ। তেজস্ত্বং তেজসঃ সাধ্বি রূপমাত্রস্য বৃত্তয়ঃ ॥৩৯॥
দ্যোতনং পচনং পানমদনং হিমমর্দ্দনম্। তেজসো বৃত্তয়স্ত্বেতাঃ শোষণং ক্ষুত্তৃড়েব চ ॥৪০॥
রূপমাত্রাদ্বিকুর্ব্বাণাৎ তেজসো দৈবচোদিতাৎ। রসমাত্রমভূৎ তস্মাদম্ভো জিহ্বারসগ্রহঃ ॥৪১॥
কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কট্বম্ল ইতি নৈকধা। ভৌতিকানাং বিকারেণ রস একো বিভিদ্যতে ॥৪২॥
ক্লেদনং পিণ্ডনং তৃপ্তিঃ প্রাণনাপ্যায়নোন্দনম্। তাপাপনোদো ভূয়স্ত্বমম্ভসো বৃত্তয়স্ত্বিমাঃ ॥৪৩॥
রসমাত্রাদ্বিকুর্ব্বাণাদম্ভসো দৈবচোদিতাৎ। গন্ধমাত্রমভূৎ তস্মাৎ পৃথ্বী ঘ্রাণস্তু গন্ধগঃ ॥৪৪॥
করম্ভপূতিসৌরভ্য-শান্তোগ্রাম্লাদিভিঃ পৃথক্। দ্রব্যাবয়ববৈষম্যাদ্গন্ধ একো বিভিদ্যতে ॥৪৫॥
ভাবনং ব্রহ্মণঃ স্থানং ধারণং সদ্বিশেষণম্। সর্ব্বসত্ত্বগুণোদ্ভেদঃ পৃথিবীবৃত্তিলক্ষণম্ ॥৪৬॥
নভোগুণবিশেষোঽর্থো যস্য তচ্ছ্রোত্রমুচ্যতে। বায়োর্গুণবিশেষোঽর্থো যস্য তৎ স্পর্শনং বিদুঃ ॥৪৭॥

হে সাধ্বি! দ্রব্যকে অন্যের সমর্পকত্ব দ্রব্যের গুণতা অর্থাৎ দ্রব্যের উপসর্জ্জনের দ্বারা জ্ঞান, দ্রব্যের পরিণামের দ্বারা প্রতীতি এই সকলই তেজের অসাধারণ লক্ষণ এবং রূপতন্মাত্রের বৃত্তি। ৩৯

দ্যোতন অর্থাৎ প্রকাশকরণ, পচন অর্থাৎ তণ্ডুলাদি পাককরণ, ক্ষুধাপিপাসা ও তদ্দ্বারা পান ও ভোজন, শোষণ, হিমমর্দ্দন ইত্যাদিও ঐ তেজের বৃত্তি। ৪০

রূপতন্মাত্র স্বরূপ তেজ যখন ভগবদিচ্ছায় প্রেরিত হইয়া বিকৃত হয়, তখন তাহা হইতে রসতন্মাত্র উৎপন্ন হয়, এবং তাহা হইতে জল ও রসনেন্দ্রিয় জন্মে, তদ্দ্বারাই রসগ্রহণ হইয়া থাকে। ৪১

ঐ রস এক হইলেও সংসর্গী দ্রব্য সকলের বিকার বশতঃ কষায়, মধুর, কটু, অম্ল, লবণ এইরূপে অনেক প্রকারে বিভিন্ন হয়। ৪২

রসন (আর্দ্রীকরণ), পিণ্ডন (মৃত্তিকাদির পিণ্ডীকরণ) তৃপ্তিদান, প্রাণন (জীবন), আপ্যায়ন (তৃষ্ণাদিজনিত বৈক্লব্য নিবারণ) উদন (মৃদুকরণ), তাপনিবারণ, এবং ভূয়স্ত্ব অর্থাৎ কূপাদি হইতে উদ্ধৃত হইলেও পুনঃ পুনঃ উদ্গত হওয়া এই সকল জলের বৃত্তি। রসতন্মাত্রস্বরূপ জল ঈশ্বরেচ্ছায় বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে ভূমি ও গন্ধের গ্রহণকারী ঘ্রাণ জন্মিয়া থাকে। ৪৩-৪৪

ঐ গন্ধ এক হইয়াও সংসর্গী দ্রব্যভেদ প্রযুক্ত মিশ্রগন্ধ, দুর্গন্ধ, কর্পূরাদিগন্ধ এবং লশুন ও হিঙ্গু প্রভৃতির গন্ধ—এইরূপে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। ৪৫

উল্লিখিত ভূমিরও ভেদ আছে, যথা ব্রহ্মের ভাবন অর্থাৎ প্রতিমাদিরূপে সাকারতা সম্পাদন, স্থান অর্থাৎ জলাদির নৈরপেক্ষে স্থিতি ধারণ অর্থাৎ জলাদির আধাররূপে পরিণত হওয়া সদ্বিশেষণ অর্থাৎ আকাশাদির অবচ্ছেদকত্ব প্রাপ্তি, সর্ব্বপ্রাণীর ও তাহাদের বিশেষ বিশেষ গুণের পরিণামাদির দ্বারা প্রকটীকরণ। ৪৬

হে মনুনন্দিনি! শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানই শ্রোত্রাদির লক্ষণ; যেহেতু অজ্ঞানের গুণবিশেষ শব্দ যাহার বিষয় পণ্ডিতেরা তাহাকে শ্রোত্র, এইরূপ বায়ুর গুণবিশেষ স্পর্শ যাহার বিষয়, তাহাকে স্পর্শন বা ত্বক্ বলেন। ৪৭

বিবৃতি—এইরূপ কারণাম্বয়ের জন্য আকাশ একমাত্র শব্দগুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ—তেজে শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস এবং ভূমিতে শব্দ, স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণ পরিদৃষ্ট হয়। ইহার মাত্রা সম্বন্ধেও সূক্ষ্ম মহাভূত হইতে স্থূল ভূতে পরিণতির বিধান সম্বন্ধে সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসার দ্রষ্টব্য। ৪৭।

তেজোগুণবিশেষোঽর্থো যস্য তচ্চক্ষুরুচ্যতে। অম্ভোগুণবিশেষোঽর্থো যস্য তদ্রসনং বিদুঃ।
ভূমেগু'ণবিশেষোঽর্থো যস্য ঘ্রাণঃ স উচ্যতে ॥৪৮॥
পরস্য দৃশ্যতে ধর্ম্মো হ্যপরস্মিন্ সমন্বয়াৎ। অতো বিশেষো ভাবানাং ভূমাবেবোপলভ্যতে ॥৪৯॥
এতান্যসংহত্য যদা মহদাদীনি সপ্ত বৈ। কালকর্ম্মগুণোপেতো জগদাদিরুপাবিশৎ ॥৫০॥
ততস্তেনানুবিদ্ধেভ্যো যুক্তেভ্যোঽণ্ডমচেতনম্। উত্থিতং পুরুষো যস্মাদুদতিষ্ঠদসৌ বিরাট্ ॥৫১॥
এতদণ্ডং বিশেষাখ্যং ক্রমবৃদ্ধৈর্দশোত্তরৈঃ। তোয়াদিভিঃ পরিবৃতং প্রধানেনাবৃতৈর্বহিঃ।
যত্র লোকবিতানোঽয়ং রূপং ভগবতো হরেঃ ॥৫২॥
হিরণ্ময়াদণ্ডকোষাদুত্থায় সলিলেশয়াৎ। তমাবিশ্য মহাদেবো বহুধা নির্ব্বিভেদ খম্ ॥৫৩॥
নিরভিদ্যতাস্য প্রথমং মুখং বাণী ততোঽভবৎ। বাণ্যা বহ্নিরথো নাসে প্রাণোতো ঘ্রাণ এতয়োঃ ॥ ৪॥
ঘ্রাণাদ্বায়ুরভিদ্যেতামক্ষিণী চক্ষুরেতয়োঃ। তস্মাৎসূর্য্যো ন্যভিদ্যেতাং কর্ণৌ শ্রোত্রং ততো দিশঃ ॥৫৫॥
নির্ব্বিভেদ বিরাজস্ত্বগ্রোমশ্মশ্রাদয়স্ততঃ। তত ওষধয়শ্চাসন্ শিশ্নং নির্ব্বিভিদে ততঃ ॥৫৬॥
রেতস্তস্মাদাপ আসন্ নিরভিদ্যত বৈ গুদম্। গুদাদপানোঽপানাচ্চ মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ ॥৫৭॥

আর তেজের গুণবিশেষ রূপ যাহার বিষয় তাহাকে চক্ষু, জলের গুণবিশেষ রস যাহার বিষয়, তাহাকে রসনা এবং ভূমির গুণ বিশেষ গন্ধ যাহার বিষয়, তাহাকে ঘ্রাণ কহিয়া থাকেন। ৪৮

বায়ু ইত্যাদি এক এক পদার্থ অহঙ্কারাদির বিশেষ বিশেষ গুণ শব্দাদি করণান্বয় হেতু কার্য্যে মিলিত হইয়া থাকে। এই কারণে আকাশাদি চারি পদার্থের গুণ ভূমিতেই দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ব প্রভৃতি যখন পরস্পর মিলিত না হইয়া অবস্থিত হইল, তখন জগদাদির ঈশ্বর কাল কর্ম্ম ও গুণযুক্ত হইয়া ঐ সপ্ত পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৪৯-৫০

ঐ প্রবেশ হেতু ঐ সকল পদার্থ ক্ষুভিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইল, তাহার পর সেই সকল হইতে একটি অচেতন অণ্ড উৎপন্ন হইল, বিশেষ নামক সেই অণ্ড হইতে বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হন। ৫১

ঐ অণ্ড বহির্ভাগে ক্রমশঃ দশগুণ বর্দ্ধিত প্রধানাবৃত জলাদি দ্বারা পরিবৃত। সেই অণ্ডেই ভগবান্ হরির মূর্ত্তিস্বরূপ লোকসমূহ বিস্তৃত আছে। ৫২

ঐ মহান্ দেব আবির্ভাবের পর জলশায়িত সেই হিরণ্ময় অণ্ডকোষ হইতে উত্থিত হইয়া ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিলেন, তিনি ঐ অণ্ডে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বহু প্রকার ছিদ্র ভেদ করিয়া দিলেন। ৫৩

তাহাতে প্রথমতঃ তাঁহার মুখ উৎপন্ন হইল, তৎপরে বাক্য হইল, অতঃপর বাক্যের সহিত অগ্নি উৎপন্ন হইল, তৎপরে নাসিকাদ্বয় নির্ভিন্ন হইল, তাহার পর ঐ দুই নাসিকা হইতে প্রাণবায়ুবিশিষ্ট ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইল। ঘ্রাণের পর বায়ু প্রাণযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল, অতঃপর তাহা হইতে চক্ষুর্দ্বয় নির্ভিন্ন হইল এবং তাহা হইতে সূর্য্যের উৎপত্তি হইল, তাহার পরে কর্ণ-বিবরদ্বয় বিভিন্ন হইল, এবং তাহা হইতে দিক্ সকল আবির্ভূত হইল। ৫৪-৫৫

অতঃপর বিরাট পুরুষের ত্বক্ নির্ভিন্ন হইল। তাহা হইতে রোম, শ্মশ্রু, কেশ ও ওষধিসকল উৎপন্ন হইল; তাহার পরে বিরাট পুরুষের শিশ্ন নির্ভিন্ন হইলে তাহা হইতে শুক্রের ও তৎপশ্চাৎ জলের উৎপত্তি হইল। তাহার পর পায়ু নির্ভিন্ন হইল এবং পায়ু হইতে অপান এবং অপান হইতে লোকসকলের ভয়জনক মৃত্যু প্রকাশ পাইল। ৫৬-৫৭

হস্তৌ চ নিরভিদ্যেতাং বলং তাভ্যাং ততঃ স্বরাট্।
পাদৌ চ নিরভিদ্যেতাং গতিস্তাভ্যাং ততো হরিঃ ॥৫৮॥
নাড্যোঽস্য নিরভিদ্যন্ত তাভ্যো লোহিতমাভৃতম্। নদ্যস্ততঃ সমভবন্নুদরং নিরভিদ্যত ॥৫৯॥
ক্ষুৎপিপাসে ততঃ স্যাতাং সমুদ্রস্ত্বেতয়োরভূৎ। অথাস্য হৃদয়ং ভিন্নং হৃদয়ান্মন উত্থিতম্ ॥৬০॥
মনসশ্চন্দ্রমা জাতো বুদ্ধির্বুদ্ধের্গিরাংপতিঃ। অহঙ্কারস্ততো রুদ্রশ্চিত্তং চৈত্যস্ততোঽভবৎ ॥৬১॥
এতে হ্যভ্যুত্থিতা দেবা নৈবাস্যোত্থাপনেঽশকন্।
পুনরাবিবিশুঃ খানি তমুত্থাপয়িতুং ক্রমাৎ ॥৬২॥
বহ্নির্বাচা মুখং ভেজে নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্। ঘ্রাণেন নাসিকে বায়ুর্নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৩॥
অক্ষিণী চক্ষুষাদিত্যো নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্।
শ্রোত্রেণ কর্ণৌ চ দিশো নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৪॥
ত্বচং রোমভিরোষধ্যো নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্। রেতসা শিশ্নমাপস্তু নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৫॥
গুদং মৃত্যুরপানেন নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্। হস্তাবিন্দ্রো বলেনৈব নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৬॥

তদনন্তর বিরাট পুরুষের হস্তদ্বয় নির্ভিন্ন হইল, এবং ঐ দুই হস্ত হইতে বল প্রকাশ পাইল, অনন্তর তাহা হইতে ইন্দ্রিয় আবির্ভাব হইল; অনন্তর তাঁহার চরণদ্বয় নির্ভিন্ন হইল এবং ঐ দুই চরণ হইতে গতি উৎপত্তি হইল; তৎপরে উহা হইতে বিষ্ণুর (শ্রীহরির আবেশাবতার—দেববিশেষের) আবির্ভাব হইল। ৫৮

অতঃপর বিরাট পুরুষের নাড়ীসকল নির্ভিন্ন হইল এবং পরে সে সমস্ত হইতে রক্ত জন্মিল। অনন্তর ঐ রক্ত হইতে নদীসকলের উৎপত্তি হইল, তৎপশ্চাতে উদর নির্ভিন্ন হইলে ক্ষুধা ও পিপাসা প্রকাশ পাইল এবং তাহা হইতে সমুদ্র উদ্ভূত হইলেন। অনন্তর বিরাট পুরুষের হৃদয় নির্ভিন্ন হইল, তাহা হইতে মন উৎপন্ন হইল। ৫৯-৬০

ঐ মন হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হইল, তাহা হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে বাক্‌পতি ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। পরে অহঙ্কারের জন্ম হইল। তাহা হইতে রুদ্র, তদনন্তর চিত্ত এবং চিত্ত হইতে চৈত্ত অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ আবির্ভূত হইলেন। ৬১

এই সকল দেবতা আবির্ভাবের পরও বিরাট পুরুষকে উত্থিত করিতে পারিলেন না। ইঁহারা তাঁহাকে উত্থিত করিবার জন্য পুনর্ব্বার নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-রন্ধ্রে ক্রমশঃ প্রবেশ করিলেন। বহ্নি বাগিন্দ্রিয়-পথে মুখে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহাতেও বিরাট পুরুষের উত্থান হইল না। পরে বায়ু প্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা নাসা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহাতেও বিরাট পুরুষের উত্থান হইল না। ৬২-৬৩

তৎপরে আদিত্য চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা অক্ষি-গোলকে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাট্ পুরুষ উত্থিত হইলেন না। তারপর দিক্‌সকল কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিলেও বিরাট্ পুরুষ উঠিলেন না। তৎপরে ওষধি সকল লোম দ্বারা ত্বকে প্রবেশ করিলেও বিরাট্ পুরুষ উঠিলেন না। অনন্তর জলসকল রেতঃ দ্বারা শিশ্নে প্রবিষ্ট হইলেও বিরাট পুরুষ উঠিলেন না; তদনন্তর মৃত্যু অপান দ্বারা পায়ুদেশে প্রবেশ করিলেও বিরাট পুরুষ উত্থিত হইলেন না, ইন্দ্র বল দ্বারা হস্তদ্বয়ে প্রবেশ করিলেও বিরাট পুরুষ উঠিলেন না। ৬৪-৬৬

বিষ্ণুর্গত্যৈব চরণৌ নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্।
নাড়ীর্নদ্যো লোহিতেন নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্॥৬৭॥
ক্ষুত্তৃড়্ভ্যামুদরং সিন্ধুর্নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্। হৃদয়ং মনসা চন্দ্রো নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্॥৬৮॥
বুদ্ধ্যা ব্রহ্মাপি হৃদয়ং নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্।
রুদ্রোঽভিমত্যা হৃদয়ং নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্॥৬৯॥
চিত্তেন হৃদয়ং চৈত্ত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাবিশদ্‌যদা। বিরাট্ তদৈব পুরুষঃ সলিলাদুদতিষ্ঠত॥৭০॥
যথা প্রসুপ্তং পুরুষং প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ। প্রভবন্তি বিনা যেন নোত্থাপয়িতুমোজসা॥৭১॥
তমস্মিন্ প্রত্যগাত্মানং ধিয়া যোগপ্রবৃত্তয়া। ভক্ত্যা বিরক্ত্যা জ্ঞানেন বিবিচ্যাত্মনি চিন্তয়েৎ॥৭২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিকাং তৃতীয়স্কন্ধে কাপিলেয়ে তত্ত্বসমাম্নায়ো নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৬॥

পরে বিষ্ণু গতিশক্তি দ্বারা পদদ্বয়ে প্রবেশ করিলেও তাহাতে বিরাট পুরুষ উঠিলেন না। তৎপরে নদীসকল রক্ত দ্বারা নাড়ীতে প্রবেশ করিলেও বিরাট পুরুষের উত্থান হইল না, পরে সমুদ্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দ্বারা উদর আশ্রয় করিলেন, তথনও বিরাট পুরুষ উত্থিত হইলেন না, পরে চন্দ্রমা মন দ্বারা হৃদয়কে আশ্রয় করিলেও বিরাট পুরুষ উঠিলেন না, তৎপরে ব্রহ্মা বুদ্ধি দ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেও বিরাট পুরুষ উঠিলেন না। পরে রুদ্র অভিমান দ্বারা সেই হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেও বিরাট পুরুষ উত্থিত হইলেন না। অবশেষে ক্ষেত্রজ্ঞ যখন চিত্ত দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, তখন বিরাট পুরুষ সলিল হইতে উত্থিত হইলেন। ঐ ক্ষেত্রজ্ঞ চিত্তের অধিকার ব্যতিরেকে প্রাণ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রসুপ্ত পুরুষকে উত্থিত করিতে সমর্থ হইল না; এই কারণে যোগপ্রবৃত্ত বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা এই আত্মাতেই বিবেচনা পূর্ব্বক ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার চিন্তা করিবে। ৬৭-৭২

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ। অবিকারাদকর্ত্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ ॥১॥
স এষ যর্হি প্রকৃতের্গুণেষ্বভিবিষজ্জতে। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥২॥
তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্যনির্বৃতঃ। প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু ॥৩॥
অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে। ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥৪॥
অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি। ভক্তিযোগেণ তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশম্ ॥৫॥
যমাদিভির্যোগপথৈরভ্যসন্ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। ময়ি ভাবেন সত্যেন মৎকথাশ্রবণেন চ ॥৬॥
সর্ব্বভূতসমত্বেন নির্ব্বৈরেণাপ্রসঙ্গতঃ। ব্রহ্মচর্য্যেণ মৌনেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা ॥৭॥
যদৃচ্ছয়োপলব্ধেন সন্তুষ্টো মিতভুঙ্মুনিঃ। বিবিক্তশরণঃ শান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্ ॥৮॥
সানুবন্ধে চ দেহেঽস্মিন্নকুর্ব্বন্নসদাগ্রহম্। জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ ॥৯॥

পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেক

শ্রীভগবান্ কহিলেন—পরম পুরুষ পরমাত্মা নির্গুণ সুতরাং অকর্ত্তা ও অবিকার। দিবাকর জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইলেও যেমন সূর্য্য সলিল-ধর্ম্ম লক্ষণাক্রান্ত হন না, সেইরূপ ঐ পুরুষ দেহস্থ হইলেও প্রাকৃত গুণে লিপ্ত হন না, কিন্তু যখন সেইরূপ প্রকৃতির গুণে অর্থাৎ তজ্জন্য সুখ ও দুঃখাদিতে আসক্ত হন, তখন তাঁহার আত্মা অহঙ্কারে বিমূঢ় হওয়ায় তিনি আমি কর্ত্তা এইরূপ অভিমান করিয়া থাকেন। ১-২

তখন তিনি অবশ হইয়া প্রাসঙ্গিক কর্ম্মদোষে সৎ অসৎ ও মিশ্রযোনিতে অর্থাৎ দেবতির্য্যক্-নরাদিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারপদবী প্রাপ্ত হন। ৩

সংসারের অর্থসকলের বা বিষয়ের বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও সংসারের নিবৃত্তি হয় না, কারণ, বিষয়চিন্তা করিতে করিতে বস্তুসকল না থাকিলেও স্বপ্নে যেমন তৎসহ সমাগম হয়, এ সংসারের ব্যাপারেও তাহাই হয়। ৪

অতএব যিনি সংসারপদবী অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক, তিনি ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়রূপ পথে চিত্ত প্রসক্ত হইলে সুদৃঢ় ভক্তিযোগ ও তীব্র বৈরাগ্য দ্বারা ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত করিয়া আপনার বশে আসিবেন। ৫

এইরূপ পুরুষই যমাদি যোগপথের অভ্যাসপূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার প্রতি নিষ্কপট ভাব প্রকাশ ও আমার কথা শ্রবণ করেন। ৬

ঐরূপ পুরুষ সর্ব্বভূতে সমদর্শিতার দ্বারা একেবারে বৈরশূন্য হইয়া সঙ্গত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য, মৌনব্রত অথবা ঈশ্বরার্পিত চিত্তের দ্বারা স্বধর্ম্মা-নুষ্ঠানে রত হইয়া থাকেন। ৭

তিনি যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যেই সন্তুষ্ট এবং পরিমিত-ভোজী, মননশীল, একান্তবাসী, শান্ত, সর্ব্বজন-মিত্রভাবাপন্ন, কৃপাবান্ ও ধৃতিযুক্ত হন। ৮

এই দেহে অথবা দেহের আনুষঙ্গিক স্ত্রীপুত্রা-দিতে তাঁহার 'আমি' 'আমার' এইরূপ অসৎ আগ্রহ থাকে না, পরন্তু যে জ্ঞানে প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব জানিতে পারা যায়, উক্ত যোগী পুরুষ কেবল সেই জ্ঞানেই সমন্বিত থাকেন। ৯

নিবৃত্তবুদ্ধ্যবস্থানো দূরীভূতান্যদর্শনঃ। উপলভ্যাত্মনাত্মানং চক্ষুষেবার্কমাত্মদৃক্ ॥১০॥
মুক্তলিঙ্গং সদাভাসমসতি প্রতিপদ্যতে। সতো বন্ধুমসচ্চক্ষুঃ সর্ব্বানুস্যূতমদ্বয়ম্ ॥১১॥
যথা জলস্থ আভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে। স্বাভাসেন তথা সূর্য্যো জলস্থেন দিবি স্থিতঃ ॥১২॥
এবং ত্রিবৃদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ। স্বাভাসৈর্লক্ষিতোঽনেন সদা ভাসেন সত্যদৃক্ ॥১৩॥
ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়মনো-বুদ্ধ্যাদিম্বিহ নিদ্রয়া। লীনেম্বসতি যস্তত্র বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ ॥১৪॥
মন্যমানস্তদাত্মানমনষ্টো নষ্টবন্মৃষা। নষ্টেঽহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ ॥১৫॥
এবং প্রত্যবমৃশ্যাসাবাত্মানং প্রতিপদ্যতে। সাহঙ্কারস্য দ্রব্যস্য যোঽবস্থানমনুগ্রহঃ ॥১৬॥

শ্রীদেবহূতিরুবাচ।

পুরুষং প্রকৃতির্ব্রহ্মন্ ন বিমুঞ্চতি কর্হিচিৎ। অন্যোন্যাপাশ্রয়ত্বাচ্চ নিত্যত্বাচ্চানয়োঃ প্রভো ॥১৭॥

ঐরূপ করাতে বুদ্ধির অবস্থাবিশেষ যে জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং অন্য দর্শন দূরীভূত হয়, সুতরাং তখন ঐ পুরুষ আত্মদর্শী হইয়া যেমন চক্ষুরবচ্ছিন্ন সূর্য্য দ্বারা যেমন গগনস্থ সূর্য্য দর্শন হয় তদ্রূপ অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন আত্মা দ্বারা শুদ্ধ আত্মাকে উপলব্ধি করেন। ১০

ইহাতেই তিনি নিরুপাধি এবং মিথ্যাভূত অহঙ্কারে সদ্রূপে ভাসমান ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। এই ব্রহ্ম শুদ্ধ, জীবের স্বরূপ হইতে ভিন্ন, যেহেতু ইনি সতের অর্থাৎ প্রধানের বন্ধু অর্থাৎ অধিষ্ঠান এবং অসতের অর্থাৎ তাহার কার্য্যের প্রকাশক। ফলতঃ ইনি কার্য্য ও কারণ উভয়েই অনুস্যূত হইয়া আছেন অথচ স্বয়ং পরিপূর্ণস্বরূপ। ১১

যেমন জলস্থিত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব গৃহাভ্যন্তরবর্ত্তী ভিত্তির উপর পরিস্ফুরিত হইলে, সেই গৃহের কোণ-স্থিত পুরুষ স্থলস্থ ঐ সূর্য্যপ্রতিবিম্বস্ফূর্ত্তি দ্বারা জলস্থ সূর্য্য দেখিয়া থাকেন, অথবা জলস্থ সূর্য্য-প্রতিবিম্ব দ্বারা আকাশের সূর্য্য দেখিয়া থাকেন, সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন—এই তিনটি অবিচ্ছিন্ন আত্মপ্রতিবিম্ব দ্বারা ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কারে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব দেখা যায়; পরে সেই সদাভাসবিশিষ্ট অহঙ্কার দ্বারা সত্যদৃক্ অর্থাৎ পরমার্থ বিজ্ঞপ্তিরূপ আত্মা দৃষ্ট হন। ১২-১৩

এই আত্মা যে শুদ্ধ ও পরমার্থজ্ঞানস্বরূপ, তাহা অনুভবের দ্বারাও সিদ্ধ হইতেছে; সুষুপ্তি অবস্থায় যখন সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ইত্যাদি নিদ্রা দ্বারা অসতুল্য অব্যাকৃত প্রকৃতিতে লীন হয়, তখন ঐ আত্মা বিনিদ্র ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৪

তৎকালে সেই আত্মা দ্রষ্টৃরূপে অবস্থিত থাকেন এবং আপনার উপাধি অহঙ্কার নষ্ট হওয়ায় স্বয়ং নষ্ট না হইলেও আপনাকে নষ্টতুল্য জ্ঞান করেন। এইরূপ উপাধির বিনাশে আপনার বিনাশজ্ঞান হওয়া অসম্ভব নহে, কারণ, ধন বিনষ্ট হইলে আপনিই যেন নষ্ট হইল, লোককে প্রায়ই এইরূপ দুঃখিত হইতে দেখা যায়। ১৫

আত্মা ঐরূপ জ্ঞানে অহঙ্কারবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াতে তদবস্থায় তাহাকে নিরহঙ্কার মনে করা যাইতে পারে না। ঐ আত্মাই সাহঙ্কার দ্রব্যের অর্থাৎ কার্য্য-কারণ-সংঘাতের প্রকাশক এবং তাহার আশ্রয়। ঐরূপে অহঙ্কার দৃশ্য হয় বলিয়া অহঙ্কার ব্যতি-রিক্ত অহঙ্কারদ্রষ্টা আত্মাকে জানিতে পারা যায়। ১৬

শ্রীদেবহূতি জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রহ্মন্। পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পর নিত্যসংযোগ। এইজন্য প্রকৃতি কখনও পুরুষকে পরিত্যাগ করে না, তবে মুক্তি কি প্রকারে হইবে? ১৭

যথা গন্ধস্য ভূমেশ্চ ন ভাবো ব্যতিরেকতঃ। অপাং রসস্য চ যথা তথা বুদ্ধেঃ পরস্য চ ॥১৮॥
অকর্ত্তুঃ কর্ম্মবন্ধোঽয়ং পুরুষস্য যদাশ্রয়ঃ। গুণেষু সৎসু প্রকৃতেঃ কৈবল্যং তেষ্বতঃ কথম্ ॥১৯॥
ক্বচিৎ তত্ত্বাবমর্শেন নিবৃত্তং ভয়মুল্বণম্। অনিবৃত্তনিমিত্তত্বাৎ পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে ॥২০॥
শ্রীভগবানুবাচ।
অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণামলাত্মনা। তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসংভৃতয়া চিরম্ ॥২১॥
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা। তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা ॥২২॥
প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্। তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ ॥২৩॥
ভুক্তভোগা পরিত্যক্তা দৃষ্টদোষা চ নিত্যশঃ। নেশ্বরস্যাশুভং ধত্তে স্বে মহিম্নি স্থিতস্য চ ॥২৪॥
যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ। স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বিমোহায় কল্পতে ॥২৫॥
এবং বিদিততত্ত্বস্য প্রকৃতির্ময়ি মানসম্। যুঞ্জতো নাপকুরুত আত্মারামস্য কর্হিচিৎ ॥২৬॥
যদৈবমধ্যাত্মরতঃ কালেন বহুজন্মনা। সর্ব্বত্র জাতবৈরাগ্য আব্রহ্মভবনাম্মুনিঃ ॥২৭॥
মদ্ভক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মৎপ্রসাদেন ভূয়সা। নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ম্ ॥২৮॥

যেমন ভূমি ও গন্ধের কখনও বিচ্ছেদ নাই অথবা যেমন রস ও জলের মধ্যেও একটি অন্যটি ভিন্ন থাকিতে পারে না, তেমনি প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যেও একের অভাবে অন্যের সত্তার উপলব্ধি হইতে পারে না। ১৮

আর পুরুষ অকর্ত্তা হইলেও তাহার এই কর্ম্মবন্ধ প্রকৃতির যে সকল গুণকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে, প্রকৃতির সেই সকল গুণ বিদ্যমান থাকিতে পুরুষের কি প্রকারে মুক্তি হইবে? ১৯

এই জন্যই কখনও কখনও তত্ত্ববিচার দ্বারা কোন কোন পুরুষের সংসারভয় নিবৃত্তি হইলেও তৎকারণ একেবারে নিবৃত্ত না হওয়াতে পুনর্ব্বার সেই ভয়ের উদ্ভব দেখা গিয়া থাকে। ২০

শ্রীভগবান্ কহিলেন—যেমন কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উদ্ভূত হইয়া সেই কাষ্ঠকেই দগ্ধ করে, সেইরূপ নিষ্কাম ধর্ম্ম, নির্ম্মল মন, আমার কথা শ্রবণে পরিপুষ্ট মদ্বিষয়ক তীব্র ভক্তিযোগ, তত্ত্বজ্ঞান, বলবান্ বৈরাগ্য, তপোযুক্ত যোগ এবং তীব্র আত্মসমাধি দ্বারা অহর্নিশ পুরুষের প্রকৃতি পুনঃ পুনঃ অভিভূয়মান হইয়া তিরোহিত হইতে পারে। ২১-২৩

তখন পুরুষ সেই প্রকৃতির ভোগ ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন এবং সততই তাহার দোষের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, সুতরাং সে পরিত্যক্ত হওয়ায় পুরুষের আর অমঙ্গল উৎপাদনে সমর্থ হয় না, ফলতঃ যখন পুরুষ আপনার মহিমায় অবস্থিত থাকেন, তখন আর তাঁহার প্রতি প্রকৃতির প্রভুত্ব থাকে না। ২৪

যেমন পুরুষ নিদ্রিত হইলে প্রায়ই তাঁহার স্বপ্নযোগে নানা অর্থ সংঘটিত হয়, কিন্তু জাগরিত হইলে সংস্কার বশতঃ ঐ স্বপ্ন তাঁহার মনে উদিত হইলেও তাহা আর মোহ জন্মাইতে পারে না, সেইরূপ পুরুষ তত্ত্বজ্ঞ হইয়া আমাতেই মনঃসংযোগ করিয়া আত্মারাম হইলে তখন আর প্রকৃতি তাঁহার অপকারে সমর্থ হয় না। ২৫-২৬

এইরূপে পুরুষ বহু জন্মের পর যখন অধ্যাত্মরত হইয়া ব্রহ্মলোকাবধি সর্ব্বত্র জাতবৈরাগ্য হন এবং মুনি হইয়াও আমার প্রতি ভক্তিসংযোগ করিয়া আমার প্রসাদে আত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ হন, তখন তিনি কৈবল্যধামে দেহ ব্যতিরিক্তস্বরূপ মদাশ্রয়ে নিরতিশয় আনন্দলাভ করেন। ২৭-২৮

প্রাপ্নোতীহাঞ্জসা ধীরঃ স্বদৃশা চ্ছিন্নসংশয়ঃ। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তেত যোগী লিঙ্গবিনির্গমে ॥২৯॥
যদা ন যোগোপচিতাসু চেতো মায়াসু সিদ্ধস্য বিষজ্জতেঽঙ্গ।
অনন্যহেতুষ্বথ মে গতিঃ স্যাদাত্যন্তিকী যত্র ন মৃত্যুহাসঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে প্রকৃতিবিবেকো নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৭॥

তৎকালে তাঁহার লিঙ্গশরীর বিনাশ হেতু তিনি ঐ আনন্দ লাভ করিয়াও পুনর্ব্বার আর তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে হয় না এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা তাঁহার সংশয় সকলও ছিন্ন হইয়া যায়। ২৯

এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ তখন অণিমাদি সিদ্ধিকে বিঘ্নস্বরূপ মনে করেন, ফলতঃ ঐ সকল সিদ্ধি যোগের দ্বারাই সমৃদ্ধ এবং যোগ ব্যতীত তাহাদের আর অন্য কারণ না থাকায় তাহাতে আর চিত্ত আসক্ত হয় না, কেবল এইরূপ বোধ হইতে থাকে যে, আমার অতিক্রমকারিণী আত্মসম্বন্ধিনী যে গতি—তাহাই আমার হউক এবং তাহা হইলে আর মৃত্যুর নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হইবে না। ৩০

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

যোগস্য লক্ষণং বক্ষ্যে সবীজস্য নৃপাত্মজে। মনো যেনৈব বিধিনা প্রসন্নং যাতি সৎপথম্ ॥১॥
স্বধর্ম্মাচরণং শক্ত্যা বিধর্ম্মাচ্চ নিবর্ত্তনম্। দৈবাল্লব্ধেন সন্তোষ আত্মবিচ্চরণার্চ্চনম্ ॥২॥
গ্রাম্যধর্ম্মনিবৃত্তিশ্চ মোক্ষধর্ম্মরতিস্তথা। মিতমেধ্যাদনং শশ্বদ্বিবিক্তক্ষেমসেবনম্ ॥৩॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং যাবদর্থপরিগ্রহঃ। ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং স্বাধ্যায়ঃ পুরুষার্চ্চনম্ ॥৪॥
মৌনং সদাসনজয়স্থৈর্য্যং প্রাণজয়ঃ শনৈঃ। প্রত্যাহারশ্চেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ান্মনসা হৃদি ॥৫॥
স্বধিষ্ণ্যানামেকদেশে মনসা প্রাণধারণম্। বৈকুণ্ঠলীলাভিধ্যানং সমাধানং তথাত্মনঃ ॥৬॥
এতৈরন্যৈশ্চ পথিভির্মনো দুষ্টমসৎপথম্। বুদ্ধ্যা যুঞ্জীত শনকৈর্জিতপ্রাণো হ্যতন্দ্রিতঃ ॥৭॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম্। তস্মিন্ স্বস্তিকমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যসেৎ ॥৮॥
প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ। প্রতিকূলেন বা চিত্তং যথা স্থিরমচঞ্চলম্ ॥৯॥

অষ্টাঙ্গযোগে নিরুপাধি স্বরূপজ্ঞান কথন

ভগবান কপিল কহিলেন, হে নৃপাত্মজে, এক্ষণে সাবলম্বন যোগের লক্ষণ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। এই যোগ অনুষ্ঠানের দ্বারা মন প্রফুল্ল হইয়া সৎপথে গমন করিয়া থাকে ॥১

যথাসাধ্য স্বধর্ম্মাচরণ, বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তন, দৈবলব্ধ দ্রব্যে সন্তোষ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের চরণার্চ্চন——॥২

ধর্ম্ম অর্থ ও কামবিষয়ক পথ হইতে নিবৃত্তি, মোক্ষধর্ম্মে আসক্তি, পরিমিত অথচ বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য ভোজন, নিরন্তর বাধাশূন্য নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি—॥৩

অহিংসা, সত্যকথন, অন্যায়পূর্ব্বক পরধন গ্রহণ না করা, যৎপরিমিত বস্তু আবশ্যক তাহারই গ্রহণ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, বেদাধ্যয়ন, পরম পুরুষের অর্চ্চন——॥৪

মৌনাবলম্বন, আসন জয় করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান, ক্রমে ক্রমে প্রাণবায়ু জয় করা, ইন্দ্রিয়সমূহকে মন দ্বারা প্রত্যাহার করিয়া হৃদয়ে আনয়ন—॥৫

প্রাণের স্থান মূলাধারাদি কোনও একদেশে মনের সহিত প্রাণের ধারণ, ভগবানের লীলাসমূহের অবয়বাদি সহ ধ্যান এবং মনের সমাধান করণ——॥৬

এই সকল এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ব্রতের দ্বারা অসৎপথে প্রবৃত্ত মনকে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধির দ্বারা যোগসাধনে নিয়োগ করিবে এবং আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণবায়ুকেও জয় করিবে ॥৭

পরে জিতাসন হইয়া পবিত্র স্থানে যথাক্রমে উপর্য্যুপরি কুশ, অজিন, চেল ইত্যাদি আস্তরণ করিয়া আসন করিবে এবং তদুপরি স্বস্তিকাসন বা যাহাতে সুখবোধ হইবে এমন আসন করিয়া স্বীয় শরীর ঋজু করিয়া প্রাণসংযমনের অভ্যাস করিবে ॥৮

প্রথমতঃ পূরক অর্থাৎ বাহ্যবায়ুর অন্তঃপ্রবেশন, তৎপরে কুম্ভক অর্থাৎ অন্তঃপ্রবেশিত বায়ুর ধারণ, তদনন্তর রেচক অর্থাৎ অন্তর্গত বায়ুর বহির্নিঃসরণ—এই তিনটি দ্বারা অনুলোমক্রমে বা প্রতিলোমক্রমে ঐ প্রকারে চিত্তকে এরূপ শোধন করিয়া লইবে যে, তাহা একেবারে স্থির হইয়া আর চঞ্চল হইবে না ॥৯

মনোঽচিরাৎ স্যাদ্বিরজং জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
বায়ুগ্নিভ্যাং যথা লোহং ধ্মাতং ত্যজতি বৈ মলম্ ॥১০॥
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষান্। প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥১১॥
যদা মনঃ স্ববিরজং যোগেন সুসমাহিতম্। কাষ্ঠাং ভগবতো ধ্যায়েৎ স্বনাসাগ্রাবলোকনঃ ॥১২॥
প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্। নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥১৩॥
লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্ক-পীতকৌশেয়বাসসম্। শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ-কৌস্তভামুক্তকন্ধরম্ ॥১৪॥
মত্তদ্বিরেফকলয়া পরীতং বনমালয়া। পরার্দ্ধ্যহারবলয়-কিরীটাঙ্গদনূপুরম্ ॥১৫॥
কাঞ্চীগুণোল্লসৎশ্রোণিং হৃদয়াম্ভোজবিষ্টরম্। দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্দ্ধনম্ ॥১৬॥
অপীব্যদর্শনং শশ্বৎ সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্। সন্তং বয়সি কৈশোরে ভৃত্যানুগ্রহকাতরম্ ॥১৭॥
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসং পুণ্যশ্লোকযশস্করম্। ধ্যায়েদেবং সমগ্রাঙ্গং যাবন্ন চ্যবতে মনঃ ॥১৮॥
স্থিতং ব্রজন্তমাসীনং শয়ানং বা গুহাশয়ম্। প্রেক্ষণীয়েহিতং ধ্যায়েচ্ছুদ্ধভাবেন চেতসা ॥১৯॥

সুবর্ণ, বায়ু ও অগ্নিতে তপ্ত হইলে যেরূপ অচিরে মলিনত্ব ত্যাগ করে, সেইরূপ এই প্রকারে শ্বাস জয় হইলে যোগী ব্যক্তির মন শীঘ্র নির্ম্মল হইবে ॥১০

প্রাণায়ামের দ্বারা যোগীর বাতশ্লেষ্মাদি দেহদোষ ও ধারণার দ্বারা পাপ দগ্ধ হয়; প্রত্যাহারের দ্বারা বিষয়সঙ্গ সকল নিবৃত্ত হয় এবং ধ্যান দ্বারা অনীশ্বরগুণ রাগদ্বেষাদি উপশান্ত হইয়া থাকে ॥১১

এইরূপে মন যখন সম্যক্ প্রকারে নির্ম্মল ও যোগ দ্বারা সুসমাহিত হইবে, তখন লয়-বিক্ষেপ পরিহারার্থ আপনার নাসাগ্রে দৃষ্টি সংযোগ পূর্ব্বক ভগবানের মূর্ত্তি ধ্যান করিবে ॥১২

ঐ মূর্ত্তি এইরূপ:—তাঁহার বদনকমল সুপ্রসন্ন, নয়নদ্বয় পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণ, শরীর নীল উৎপলের ন্যায় শ্যামল এবং তাঁহার চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজমান ॥১৩

তাঁহার কৌশেয় পীতবসন পদ্মের কিঞ্জল্কের তুল্য মনোহর, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন এবং তাঁহার কন্ধরে দীপ্তিশালী কৌস্তভমণি শোভমান ॥১৪

তাঁহার গলদেশে বনমালা ব্যাপ্ত এবং তাহাতে মত্ত মধুকরগণ গুন্ গুন্ রবে মধুর ধ্বনি করিতেছে, এতদ্ব্যতীত তিনি মহামূল্য হার, বলয়, কিরীট, অঙ্গদ এবং নূপুর প্রভৃতি অলঙ্কারে বিভূষিত ॥১৫

তাঁহার কটিদেশ চঞ্চল কাঞ্চিদামের দ্বারা দীপ্তিমান, তিনি ভক্তগণের হৃদয়পদ্মের আসনের উপরিভাগে সমাসীন এবং তাঁহার সেই শান্তমূর্ত্তি নয়ন ও মনের আনন্দবর্দ্ধক এবং সমুদায় দর্শনীয় বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট ॥১৬

তাঁহার ভক্তবিষয়ক দর্শনও অতি সুন্দর এবং তিনি সর্ব্বলোকনমস্কৃত, সতত কিশোরবয়স্ক এবং অনুগতগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র ॥১৭

তাঁহার যশ সর্ব্বপ্রকারে কীর্ত্তনযোগ্য ও তীর্থস্বরূপ পবিত্র তাঁহা হইতেই বলিপ্রমুখ পুণ্যশ্লোকগণের যশ বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে; যে পর্য্যন্ত মন আপনা হইতে শান্ত না হয়, তাবৎ এইরূপ সমগ্র অঙ্গবিশিষ্ট ভগবানের ধ্যান করিবে ॥ ১৮

ঐরূপে ভাবশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা সর্ব্বান্তর্য্যামিভাব, মূর্ত্তিকে উপবিষ্ট অথবা গমনশীল কিংবা শয়ানরূপে চিন্তা করিবে। তাঁহার লীলা সকলেরই পরম যত্নে দর্শনীয় ॥১৯

তস্মিঁল্লব্ধপদং চিত্তং সর্ব্বাবয়বসংস্থিতম্। বিলক্ষ্যৈকত্র সংযুঞ্জ্যাদঙ্গে ভগবতো মুনিঃ ॥২০॥

সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং বজ্রাঙ্কুশধ্বজসরোরুহলাঞ্ছনাঢ্যম্।
উত্তুঙ্গরক্তবিলসন্নখচক্রবাল-জ্যোৎস্নাভিরাহতমহদ্ধৃদয়ান্ধকারম্ ॥২১॥
যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।
ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈলনিসৃষ্টবজ্রং ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ॥২২॥
জানুদ্বয়ং জলজলোচনয়া জনন্যা লক্ষ্ম্যাখিলস্য সুরবন্দিতয়া বিধাতুঃ।
ঊর্ব্বোর্নিধায় করপল্লবরোচিষা যৎ সংলালিতং হৃদি বিভোরভবস্য কুর্য্যাৎ ॥২৩॥
ঊরূ সুপর্ণভুজয়োরধি শোভমানাবোজোনিধী অতসিকাকুসুমাবভাসৌ।
ব্যালম্বিপীতবরবাসসি বর্ত্তমানকাঞ্চীকলাপপরিরম্ভি নিতম্ববিম্বম্ ॥২৪॥
নাভিহ্রদং ভুবনকোশগুহোদরস্থং যত্রাত্মযোনিধিষণাখিললোকপদ্মম্।
ব্যূঢ়ং হরিণ্মণিবৃষস্তনয়োরমুষ্য ধ্যায়েদ্দ্বয়ং বিশদহারময়ূখগৌরম্ ॥২৫॥
বক্ষোঽধিবাসমৃষভস্য মহাবিভূতেঃ পুংসাং মনোনয়ননির্বৃতিমাদধানম্।
কণ্ঠঞ্চ কৌস্তুভমণেরধিভূষণার্থং কুর্য্যান্মনস্যখিললোকনমস্কৃতস্য ॥২৬॥

এই প্রকার যখন দেখিবে, ভগবানের সকল অবয়বে সম্যক্‌প্রকারে চিত্ত অধিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন এক এক অঙ্গে তাহা যোগ করিয়া দিবে॥২০

সর্ব্বাগ্রে ভগবানের চরণারবিন্দ ধ্যান করিবে—তাহাতে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ এবং সরোরুহের চিহ্ন বিরাজিত। অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগে উত্তুঙ্গ রক্তবর্ণ ও বিলাসযুক্ত নখরূপ চন্দ্রমণ্ডল শোভমান—তাহারই জ্যোৎস্নায় ধ্যানী পুরুষের হৃদয়ান্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়। যে চরণনিঃসৃতা সরিৎপ্রবরা গঙ্গার সংসার-তাপনাশক সলিল মস্তকোপরি ধারণ করিয়া শিবও শিব হইয়াছেন, সেই চরণ যে ব্যক্তি ধারণ করে, তাহার মনের পাপরূপ পর্ব্বতে বজ্র নিক্ষিপ্ত হয়, ঐ চরণারবিন্দই চিরকাল ধ্যানের যোগ্য ২১-২২

ব্রহ্মার জননী সুরবন্দিতা কমললোচনা লক্ষ্মী ভগবানের জানুদ্বয় আপনার উরুদ্বয়ে রাখিয়া স্বীয় করপল্লব দ্বারা স্পর্শচাতুর্য্য সহকারে সেবা করেন। যিনি সংসার-দুঃখ অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক, তিনি ভগবানের ঐ জানুদ্বয় আপনার হৃদয়মধ্যে রাখিয়া ধ্যান করিবেন। গরুড়ের স্কন্ধোপরি বিরাজমান, অতসীকুসুম সদৃশ কান্তি দ্বারা দীপ্তিমান, বলের আধার সেই উরুদ্বয় হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিবেন, তাঁহার আগুল্ফ লম্বমান পীতবসনবিশিষ্ট ও কাঞ্চীকলাপে সংশ্লিষ্ট নিতম্ববিম্ব হৃদয়মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক চিন্তা করিবেন। ২৩-২৪

অনন্তর ভগবানের নাভিহ্রদ এইরূপে ধ্যান করিবে যে, উদর ভুবনসমূহের অধিষ্ঠানস্থান, এই নাভি তাহাতে অবস্থিত এবং নাভিহ্রদেই আত্মযোনি ব্রহ্মার আসন অখিল লোকময় পদ্ম উত্থিত হইয়াছিল; তৎপরে ভগবানের যে স্তনদ্বয় শ্রেষ্ঠ মরকতমণি তুল্য এবং যাহা বিশদ হারগণের কিরণে গৌরবর্ণ, তাহাও ধ্যান করিবে। ২৫

অনন্তর ভগবানের বক্ষঃস্থলে যাহা যাহা বিভূতি বা মহালক্ষ্মীর অধিবাসস্থল এবং কণ্ঠদেশ—যাহাতে ভূষণার্থ কৌস্তুভমণি ধৃত হইয়া স্বয়ং অলঙ্কৃত হয়, সেই দুই অঙ্গও ধ্যান করিবে। অখিললোকনমস্কৃত ভগবানের বক্ষঃস্থল এবং কণ্ঠদেশ স্মরণ বা দর্শন করিলে চক্ষু ও মন অতিশয় আনন্দিত হয়। ২৬

বাহূংশ্চ মন্দরগিরেঃ পরিবর্ত্তনেন নির্ণিক্তবাহুবলয়ানধিলোকপালান্।
সঞ্চিন্তয়েদ্দশশতারমসহ্যতেজঃ শঙ্খঞ্চ তৎকরসরোরুহরাজহংসম্ ॥২৭॥
কৌমোদকীং ভগবতো দয়িতাং স্মরেত দিগ্ধামরাতিভটশোণিতকর্দ্দমেন।
মালাং মধুব্রতবরূথগিরোপঘুষ্টাং চৈত্যস্য তত্ত্বমমলং মণিমস্য কণ্ঠে ॥২৮॥
ভৃত্যানুকম্পিতধিয়েহ গৃহীতমূর্ত্তেঃ সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতো বদনারবিন্দম্।
যদ্বিস্ফুরন্মকরকুণ্ডলবল্গিতেন বিদ্যোতিতামলকপোলমুদারনাসম্ ॥২৯॥
যচ্ছ্রীনিকেতমলিভিঃ পরিষেব্যমাণং ভূত্যা স্বয়া কুটিলকুন্তলবৃন্দজুষ্টম্।
মীনদ্বয়াশ্রয়মধিক্ষিপদব্জনেত্রং ধ্যায়েন্মনোময়মতন্দ্রিত উল্লসদ্ভ্রূ ॥৩০॥
তস্যাবলোকমধিকং কৃপয়াতিঘোরতাপত্রয়োপশমনায় নিসৃষ্টমক্ষ্ণোঃ।
স্নিগ্ধস্মিতানুগুণিতং বিপুলপ্রসাদং ধ্যায়েচ্চিরং বিততভাবনয়া গুহায়াম্ ॥৩১॥
হাসং হরেরবনতাখিললোকতীব্রশোকাশ্রুসাগরবিশোষণমত্যুদারম্।
সম্মোহনায় রচিতং নিজমায়য়াস্য ভ্রূমণ্ডলং মুনিকৃতে মকরধ্বজস্য ॥৩২॥

ভগবানের বাহু দ্বারা মন্দরগিরি সঞ্চালিত হইয়াছিল। তাহাতে তত্রস্থ অঙ্গদ সকল সাতিশয় উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে এবং লোকপাল সকল তন্মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিদ্যমান। ভগবানের এইরূপ বাহুর চিন্তা করিয়া তদীয় হস্তে অসহ্য তেজঃশালী যে চক্র আছে এবং তদীয় করকমলে রাজহংস সদৃশ শ্বেত বর্ণ যে শঙ্খ আছে, তাহা চিন্তা করিবে। ২৭

অতঃপর তাঁহার হস্তে শত্রু-সেনার শোণিতকর্দ্দমে লিপ্ত যে দয়িতারূপা কৌমোদকী গদা আছে, তাহার চিন্তা করিবে এবং পবে তাঁহার কণ্ঠদেশের যে মালা মধুব্রতসমূহের গুঞ্জনরবে নাদিত এবং যে কৌস্তুভ-মণি জীবশক্তির তত্ত্বস্বরূপ, তাহারও ধ্যান করিবে। ২৮

হরি—ভক্তগণের প্রতি অনুকম্পা বিতরণ বুদ্ধিতেই মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহার সমস্ত অবয়বেরই ধ্যান যুক্তিযুক্ত। পূর্ব্বোক্তরূপে চিন্তা করিয়া তাঁহার বদনকমলের চিন্তা করিবে। দীপ্তিশালী মকর-কুণ্ডল-দ্বয়ের সঞ্চালন দ্বারা সেই বদনের কপোলদ্বয় সর্ব্বদাই বিদ্যোতিত হইতেছে এবং তাহাতে উন্নত নাসিকা মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে। ২৯

ঐ বদন স্বীয় শোভা ও মধুকরনিকরে সতত সেব্যমান এবং কুঞ্চিত কেশকলাপ সাতিশয় রমণীয় ও মীনদ্বয়ের অধিক্ষেপকারী নয়নদ্বয়ে সুশোভিত, অতএব তাহা লক্ষ্মীর নিকেতন পদ্মের শোভাও হীন বোধ হইয়া থাকে। তাঁহার ভ্রূমণ্ডল নিয়ত উল্লসিত হইয়াছে, তাঁহার ঐ বদনের শোভা সর্ব্বদাই মনে পড়ে। ৩০

অনন্তর ভগবানের যে অবলোকন—সুস্নিগ্ধহাস্যযুক্ত, যাহা ধ্যাতৃজনের ঘোরতর আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় দূরীভূত করিবার জন্য প্রযুক্ত এবং যাহাতে তাঁহার বিপুল প্রসাদ অনুভব করা যায়,—সেই অবলোকন হৃদয়মধ্যে সতত ধ্যান করিবে। অখিল অবনত লোকের সুতীব্র শোকাশ্রু-সাগরশোষণকারী ভগবানের যে অত্যুদার হাস্য এবং মুনিগণের উপকারার্থ কন্দর্পকে মুগ্ধ করিবার জন্য নিজ মায়ার দ্বারা তাঁহার যে ভ্রূমণ্ডল বিরচিত হইয়াছিল, তাহার ধ্যান করিবে। ৩১-৩২

বিবৃতি—ভক্তগণের অর্থাৎ সখ্য-বাৎসল্যাদি ভাবের ভক্তগণের ভগবানের বিরহজনিত যে শোকাশ্রুর উদ্গম হয়, যে হাস্যের দ্বারা তাহার অপগম হয় এইরূপ অর্থেরও এখানে প্রতীতি হইতে পারে। ৩২

ধ্যানায়নং প্রহসিতং বহুলাধরৌষ্ঠভাসারুণায়িততনুদ্বিজকুন্দপংক্তি।
ধ্যায়েৎ স্বদেহকুহরেঽবসিতস্য বিষ্ণোর্ভক্ত্যার্দ্রয়ার্পিতমনা ন পৃথগ্দিদৃক্ষেৎ ॥৩৩॥
এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমানস্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ॥৩৪॥
মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্ব্বিষয়ং বিরক্তং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ।
আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেকমন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ ॥৩৫॥
সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিবৃত্ত্যা তস্মিন্ মহিম্ন্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহ্যে।
হেতুত্বমপ্যসতি কর্ত্তরি দুঃখয়োর্যৎ স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ ॥৩৬॥
দেহঞ্চ তং ন চরমঃ স্থিতমুত্থিতং বা সিদ্ধো বিপশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥৩৭॥

অতঃপর ভগবানের উচ্চ হাস্য ধ্যান করিবে। ঐ হাস্যে অধর ও ওষ্ঠের বহুল কান্তি দ্বারা কুন্দ-মুকুল সদৃশ তদীয় দন্তপংক্তি অরুণবর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে সুতরাং তাহা অনায়াসেই ধ্যানযোগ্য। এইরূপে ভগবান্ যখন হৃদয়াকাশে জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইবেন, তখন প্রেমরসাপ্লুত ভক্তিবলে তাঁহার প্রতিই মন অর্পিত হইবে এবং তখন তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই দেখিতে ইচ্ছা হইবে না। ৩৩

এই প্রকার ধ্যান-পথে অবস্থিত হইলেই ভগবানের প্রতি যোগীর প্রেম জন্মে এবং ভক্তিবশতঃ তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইতে থাকে ও প্রমোদ হেতু তাঁহার অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে, যেন তিনি ঔৎসুক্য-জনিত অশ্রুকণা দ্বারা আনন্দস্বপ্নে নিমজ্জিত হন, এইরূপে দুর্ব্বিগাহ ভগবানের গ্রহণ বিষয়ে বড়িশ সদৃশ তাঁহার চিত্ত ক্রমে ক্রমে ধ্যেয় পদার্থ হইতে বিযুক্ত হয়। ৩৪

চিত্ত ঐ প্রকার নির্ব্বিষয় হইলে আশ্রয়হীন হয়, কারণ, ধ্যেয় সম্বন্ধ ব্যতীত চিত্ত কেবল ধ্যাতা হইয়া থাকিতে পারে না এবং তদবস্থায় পরমানন্দ অনুভব হওয়ায় চিত্ত অন্য বিষয় হইতে বিরক্ত হয়, সুতরাং দীপশিখা যেমন তৈল ও বর্ত্তিকাবিহীন হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তাঁহার চিত্ত সহসা লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে যোগী ঐ অবস্থায় দেহাদি উপাধিবর্জ্জিত হইয়া ধ্যাতৃধ্যেয় বিভাগশূন্য অখণ্ড আত্মাকে অনুগত দেখিতে পান। ৩৫

সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার সংসারপ্রাপ্তি হয় না। যোগাভ্যাসজনিত অবিদ্যাবর্জ্জিত চরম নিবৃত্তি দ্বারা সুখদুঃখাতীত ব্রহ্মরূপ মহিমায় তাঁহার অবসান প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যদিও সুখদুঃখ—আত্মার ধর্ম্ম, তথাপি তৎকালে ব্রহ্মের সহিত তাঁহার আত্মার ঐক্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু সুখ-দুঃখের কারণস্বরূপ যে ভোক্তৃত্ব পূর্ব্বে আত্মগত ছিল, অহঙ্কার বিনষ্ট হওয়াতে তৎকালে আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া যোগী তাহা তন্নিষ্ঠই দেখিয়া থাকেন। ৩৬

মদমত্ত হতচেতন ব্যক্তি যেমন নিজ কটিতটে পরিবেষ্টিত বস্ত্র আছে কি পড়িয়া গিয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করে না; সেইরূপ যোগীর দেহ আসন হইতে উত্থিত হউক অথবা উত্থিত হইয়া তাহাতেই থাকুক কিম্বা সেই স্থান হইতে অন্যত্রই বা যাউক অথবা দৈব বশতঃ পুনর্ব্বার স্থান প্রাপ্ত হউক—তিনি স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াতে স্বীয় দেহ বিষয়ে কোন অনুসন্ধান রাখেন না। ৩৭

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥৩৮॥

যথা পুত্ত্রাচ্চ বিত্তাচ্চ পৃথঙ্মর্ত্তঃ প্রতীয়তে। অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্দেহাদেঃ পুরুষস্তথা ॥৩৯॥

যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ। অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্‌যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ॥৪০॥

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ। আত্মা তথা পৃথগ্দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥৪১॥

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্ ॥৪২॥

স্বযোনিষু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে।
যোনীনাং গুণবৈষম্যাৎ তথাত্মা প্রকৃতৌ স্থিতঃ ॥৪৩॥

তস্মাদিমাং স্বাং প্রকৃতিং দৈবীং সদসদাত্মিকাম্। দুর্ব্বিভাব্যাং পরাভাব্য স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
কাপিলেয়ে সাধনানুষ্ঠানং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

তাঁহার দেহও পূর্ব্বসংস্কার হেতু স্বীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবিত থাকে, সমাধি পর্য্যন্ত যোগপথে আরোহণ করিয়া তখন সে স্বপ্নাদি দেহতুল্য পুত্রাদি দেহ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হয় না ; তখন সে আত্মতত্ত্ব অবগত হয়। ৩৮

লোক মায়াতে পুত্র ও বিত্তকে আত্মস্বরূপ মনে করিলেও যেমন বস্তুতঃ তাহা হইতে পৃথক্, তেমনি এ দেহ আত্মস্বরূপে অভিমত হইলেও ইহার দ্রষ্টা পুরুষ ইহা হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছেন। ৩৯

যেমন জ্বলন্ত কাষ্ঠ ও অগ্নি হইতে উৎপন্ন ধূম অগ্নিরূপে অভিমত হইলেও দাহক ও প্রকাশক অগ্নি, ঐ ধূম ও জ্বলন্ত কাষ্ঠ হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়। ৪০

সেইরূপ ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ এবং জীব এ সকল হইতে দ্রষ্টা আত্মা পৃথক্। জীবসংজ্ঞিত আত্মা হইতে ব্রহ্মসংজ্ঞিত আত্মা পৃথক্। এইরূপ প্রধান অপেক্ষা তাহার প্রবর্ত্তক ভগবান্‌ও পৃথক্। ৪১

লোক যেমন ভূতসমূহকে মহাভূতস্বরূপে দেখিয়া থাকে, যোগী সেইরূপ সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সকল ভূতকে অনন্যভাবে দর্শন করেন। ৪২

যেমন অগ্নি এক হইলেও আপনার উৎপত্তি-স্থান কাষ্ঠাদির দীর্ঘহ্রস্বাদি ভেদ হেতু নানা প্রকার বোধ হয়, সেইরূপ দেহাশ্রিত আত্মাও দেহের গুণ-বৈষম্য নিবন্ধন নানারূপে প্রতীয়মান হন। ৪৩

যোগী ব্যক্তি আত্মপ্রসাদ দ্বারা জীবের বন্ধকরণ ও বিষ্ণুর শক্তিরূপা সদসদাত্মিকা এই দুর্ব্বিভাব্যা প্রকৃতিকে জয় করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন। ৪৪

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

একোনত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীদেবহুতিরুবাচ।

লক্ষণং মহদাদীনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ। স্বরূপং লক্ষ্যতেঽমীষাং যেন তৎ পারমার্থিকম্ ॥১॥
যথা সাংখ্যেষু কথিতং যন্মূলং তৎ প্রচক্ষতে। ভক্তিযোগস্য মে মার্গং ব্রুহি বিস্তরতঃ প্রভো ॥২॥
বিরাগো যেন পুরুষো ভগবন্ সর্ব্বতো ভবেৎ। আচক্ষ্ব জীবলোকস্য বিবিধা মম সংসৃতীঃ ॥৩॥
কালস্যেশ্বররূপস্য পরেষাঞ্চ পরস্য তে। স্বরূপং বত কুর্ব্বন্তি যদ্ধেতোঃ কুশলং জনাঃ ॥৪॥
লোকস্য মিথ্যাভিমতেরচক্ষুষশ্চিরং প্রসুপ্তস্য তমস্যনাশ্রয়ে।
শ্রান্তস্য কর্ম্মস্বনুবিদ্ধয়া ধিয়া ত্বমাবিরাসীঃ কিল যোগভাস্করঃ ॥৫॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি মাতুর্বচঃ শ্লক্ষ্ণং প্রতিনন্দ্য মহামুনিঃ। আবভাসে কুরুশ্রেষ্ঠ প্রীতস্তাং করুণার্দ্দিতঃ ॥৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে। স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে ॥৭॥
অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা। সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ ॥৮॥

কালপ্রভাব ও সংসার-ঘোর বর্ণন

শ্রীদেবহূতি কহিলেন—সাংখ্যশাস্ত্রের বর্ণনানুক্রমে মহদাদিতত্ত্বের এবং প্রকৃতি ও পুরুষের লক্ষণ ত বর্ণনা করিলে, ঐ লক্ষণ দ্বারাই পরস্পর বিভক্ত মহদাদির স্বরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে ; কিন্তু ঐ সকলের মূল প্রয়োজন যে ভক্তিযোগ তাহা কি প্রকার, তাহা আমাকে সবিস্তরে বল। ২

হে ব্রাহ্মণ! জীবলোকের যে নানাবিধ সংসার-গতি আছে তাহাও আমাকে বল, কারণ, ঐ সংসারের আখ্যান দ্বারাই পুরুষের তদ্বিষয়ক রাগ সর্ব্বতোভাবে অপগত হইয়া থাকে। ৩

তোমার কাল নামক অপর একটি স্বরূপ আছে, উহা শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং মহাপ্রভাববিশিষ্ট, কারণ, ইহারই ভয়ে লোক পুণ্যকর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকে—তুমি এতৎসম্বন্ধেও বর্ণনা কর। ৪

যে সকল অজ্ঞলোক মিথ্যা দেহাদিতে "অহং" বুদ্ধি করিয়া কর্ম্মাসক্ত বুদ্ধি দ্বারা ভ্রান্ত হওয়ায় অপার সংসারসাগরে চিরনিমগ্ন, তাহাদিগকে জাগরিত করিবার জন্যই তুমি যেন প্রকাশক ভাস্কররূপে আবির্ভূত হইয়াছ। ৫

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ কপিল জননীর এই বাক্যে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং করুণার্দ্রচিত্তে প্রীতি সহকারে কহিতে লাগিলেন। ৬

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে ভাবিনি! ভক্তিযোগ নানা প্রকার, তাহা বিশেষ বিশেষ মার্গের দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্বাভাবিক বৃত্তিভেদে পুরুষের ভক্তিরও ভেদ হইয়া থাকে। ৭

হিংসা অথবা দম্ভ কিংবা মাৎসর্য্যভাব ক্রোধী পুরুষ ভেদদর্শনে আমাকে ভক্তি করিলে তাহাকে তামস ভক্ত নামে অভিহিত করা যায়। ৮

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা। অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ ॥৯॥
কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্‌ বা তদর্পণম্‌। যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥১০॥
মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥১১॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্‌। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥১২॥
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥১৩॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥১৪॥
নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা। ক্রিয়াযোগেণ শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ ॥১৫॥
মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শ-পূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ। ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ ॥১৬॥
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া। মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ ॥১৭॥

বিষয় অর্থাৎ আমাব্যতীত অন্য ভোগ্য দ্রব্য, যশ অথবা ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া ভেদদর্শী হইয়া প্রতিমাতে আমাকে যে অর্চ্চনা করে, সে রাজস ভক্ত। ৯

যে ব্যক্তি পাপক্ষয় মানসে বা ভগবানের প্রীতি সম্পাদনের বাসনায় অথবা শাস্ত্রবিধি হেতু অবশ্যই যজ্ঞ করিতে হইবে ইত্যাদি বিধি উদ্দেশ পূর্ব্বক ভক্তির আচরণ করে, সে সাত্ত্বিক ভক্ত। ১০

সাগরে স্বতঃপ্রবাহিতা গঙ্গাসলিলধারার ন্যায় যে মনোগতি আমার গুণ শ্রবণমাত্র ফলানুসন্ধানরহিতা ও ভেদদর্শনবর্জ্জিতা হইয়া সর্ব্বান্তর্য্যামী আমাতে অর্থাৎ পুরুষোত্তমে অবিচ্ছিন্নভাবে নিহিত হয়, সেই মনোগতিরূপা ভক্তিই নির্গুণ ভক্তিযোগের স্বরূপ। ১১-১২

যাঁহাদের এইরূপ ভক্তি, আমি তাঁহাদিগকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তি দিলেও তাঁহারা আমার সেবা ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করেন না। ১৩

এই প্রকার ভক্তিযোগকেই আত্যন্তিক নামে অভিহিত করা যায়, যেহেতু এইরূপ ভক্তির দ্বারাই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া আমার ভাব বা আমার প্রতি প্রেম জন্মিয়া থাকে। এই প্রকার ভক্তির সাধন কি তাহা বলিতেছি। ঐ প্রকার ভক্তিকামী ব্যক্তি ফলকামনা না করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং নিত্য শ্রদ্ধাঞ্জলিযুক্ত হইয়া নিষ্কামভাবে অনতিহিংস্র পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত পূজাদি করিতে হইবে। ১৪-১৫

আমার প্রতিমাদির দর্শন, স্পর্শন, পূজা, স্তব, বন্দনা প্রভৃতি করিতে হইবে, সকল প্রাণীতে আমার ভাব চিন্তা করিতে হইবে, ধৈর্য্য ও বৈরাগ্যশীল হইতে হইবে। ১৬

মহৎ ব্যক্তিদিগকে বহুমান প্রদর্শন, দানে দয়া, আত্মসদৃশ ব্যক্তিতে মিত্রতা, বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন করিতে হইবে। ১৭

বিবৃতি—তামস, রাজস এবং সাত্ত্বিক—ভক্তির প্রকৃতপক্ষে এইরূপ ভেদ হইতে পারে না—কিন্তু তাহার আচরণকারী পুরুষেরই ঐরূপ ভেদ হইয়া থাকে। এইজন্য ভক্তিতেই গুণভেদ আরোপ করিয়া ভক্তিকে তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক এই তিন প্রকারে বিভক্ত করা হয়। এই তিন আবার উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে নয় প্রকার হইয়া থাকে। ঐ নবধা ভক্তিই আবার শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবপ্রকার ভেদের দ্বারা একাশীতি প্রকারে ভিন্না। মূল যে নির্গুণ ভক্তির এই সকল বিলাস, সে ভক্তি কিন্তু মাত্র একরূপ, তাহার আর কোনও ভেদ নাই। ৯

ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল এই ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল, এইজন্য এই প্রকার ভক্ত সাক্ষাদ্ভাবে সেবা ব্যতীত অন্য কিছুরই অভিলাষ করেন না। ১৩

আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসঙ্কীর্ত্তনাচ্চ মে। আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা ॥১৮॥
মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ। পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্ ॥১৯॥
যথা বাতরথো ঘ্রাণমাবৃঙ্ক্তে গন্ধ আশয়াৎ। এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যৎ ॥২০॥
অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্ ॥২১॥

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥২২॥
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥২৩॥

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে। নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥২৪॥
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥২৫॥
আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্ ॥২৬॥
অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্। অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥২৭॥

আত্মবিষয়ক শ্রবণ, আমার নামসঙ্কীর্ত্তন ও সরলতা আচরণ করিতে হইবে এবং সতের সঙ্গগ্রহণ এবং নিরহঙ্কারতা প্রদর্শন করিতে হইবে। ১৮

ঐ সকল গুণ দ্বারা ভাগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী পুরুষের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ হয় এবং সেই পুরুষ অনায়াসে আমার গুণ শ্রবণমাত্র আমাকে প্রাপ্ত হয়। ১৯

যেমন গন্ধ সমীরণযোগে নিজস্থান হইতে আসিয়া ঘ্রাণকে আশ্রয় করে, তেমনই ভক্তিযোগযুক্ত অধিকারীর চিত্ত অক্লেশেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২০

আমি সকল ভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া সর্ব্বভূতে সতত বিরাজমান, কোন কোন ব্যক্তি এতাদৃশ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতে পূজারূপ বিড়ম্বন করিয়া থাকে। ২১

পরন্তু আমি সর্ব্বপ্রাণীতে বর্ত্তমান, সকলের আত্মা এবং ঈশ্বর, যে ব্যক্তি মূঢ়তা প্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমা পূজা করে, তাহার কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করা হয়। ২২

যে পরদেহে আমাতে দ্বেষকারী এবং অভিমানী, সে ভিন্নদর্শী ও সকল ভূতের প্রতি বদ্ধবৈর, তাহার মন শান্তি পায় না। ২৩

হে অনঘে ! যে লোকনিন্দক, সে নানাপ্রকার দ্রব্য দ্বারা এবং নানা দ্রব্যোৎপন্ন ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রতিমাতে আমার অর্চ্চনা করিলেও আমি তাহার প্রতি প্রীত হই না। ২৪

আমি সর্ব্বভূতেই অবস্থিত, তবে পুরুষ যে পর্য্যন্ত আমাকে হৃদয়মধ্যে জানিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত স্বকর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া প্রতিমাদি পূজা করিবে। ২৫

যে আত্ম-পরে সামান্য মাত্রও ভেদ দর্শন করে, আমি মৃত্যুস্বরূপ হইয়া সেই ভিন্নদর্শী ব্যক্তির ঘোরতর ভয় বিধান করিয়া থাকি। ২৬

এ কারণ পুরুষমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য আমাকে সর্ব্বপ্রকার অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বভূতে অবস্থিত জানিয়া দান মান মৈত্রী ও সমদর্শিতা দ্বারা সকলেরই অর্চ্চনা করা। ২৭

জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে। ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥২৮॥
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ। তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ॥২৯॥
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ। তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ ॥৩০॥
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ। ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ ॥৩১॥
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মকৃৎ। মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ ॥৩২॥
তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ-ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ। ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ ॥৩৩॥
মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥৩৪॥
ভক্তিযোগশ্চ যোগশ্চ ময়া মানব্যুদীরিতঃ। যয়োরেকতরেণৈব পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ ॥৩৫॥

হে কল্যাণি! অচেতন পদার্থ অপেক্ষা সচেতন পদার্থ শ্রেষ্ঠ, সচেতন পদার্থ হইতে প্রাণবৃত্তিমান ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, প্রাণধারী অপেক্ষা জ্ঞানবান্ জীব এবং তদপেক্ষা ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ। ২৮

স্পর্শবেদী জীব অপেক্ষা রসবেদী জীব অর্থাৎ মৎস্যাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা গন্ধবিদ্ অর্থাৎ ভ্রমরাদি জীব শ্রেষ্ঠ, তাহাদের অপেক্ষা আবার শব্দবেদী সর্পাদি শ্রেষ্ঠ। ২৯

শব্দবেদী সর্পাদি অপেক্ষা আবার রূপভেদবেত্তা কাকাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা যাহাদের বদনের উপর পার্শ্বে দন্ত আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা আবার বহুপদ জীব শ্রেষ্ঠ, বহুপদ হইতে চতুষ্পদ জীব শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদ হইতে আবার দ্বিপদ জীব অর্থাৎ মনুষ্যাদি শ্রেষ্ঠ। ৩০

মনুষ্যের মধ্যে আবার চারিবর্ণ শ্রেষ্ঠ, তাহাদিগের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বেদের অর্থজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ৩১

অর্থজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সংশয়চ্ছেদজ্ঞ অর্থাৎ মীমাংসাকারী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা আবার স্বধর্ম্মনিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, তাঁহার নিজানুষ্ঠিত ধর্ম্মের ও ফললাভের আকাঙ্ক্ষা নাই। ৩২

ঐরূপ ব্যক্তি আপনার অশেষ কর্ম্ম ও সেই কর্ম্মের ফল এবং দেহ আমাতে সমর্পণ করেন. অতএব তিনি আমাতেই অব্যবহিত হইয়া থাকেন। তাঁহার কর্ম্মফল আমাতেই ন্যস্ত হওয়ায় ও তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী ও কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হওয়ায় তাঁহার অপেক্ষা কোন জীবকেই আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করি না। ৩৩

ঈশ্বর অন্তর্য্যামিরূপে সকল ভূতেই প্রবিষ্ট, অতএব ভগবৎসম্বন্ধ জ্ঞানে বহুমান প্রদর্শন পূর্ব্বক মনে মনে সমস্ত প্রাণীকেই প্রণাম করা উচিত। ৩৪

হে মনুনন্দিনি! আমি আপনাকে ভক্তিযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ উভয়ই বলিলাম, এই দুইয়ের মধ্যে কোনও একটি দ্বারা পুরুষ পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইতে পারে। ৩৫

বিবৃতি—অচেতন জীব বলিতে এস্থানে জীর্ণ শস্যাদি এবং সচেতন অজীর্ণ শস্যাদি; প্রাণবৃত্তিমান পর্ব্বতাদি, কারণ, পূর্ব্বে ইহাদের উড্ডয়নাদি বৃত্তি ছিল, পরন্তু ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা ইহাদের পক্ষচ্ছেদন করায় ইহাদের অন্তরে জ্ঞান থাকিলেও বাহ্যে স্তব্ধ ভাব দেখা যায়; বৃক্ষাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি-বিশিষ্ট। ২৮

এতদ্ভগবতো রূপং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। পরং প্রধানপুরুষং দৈবং কর্ম্মবিচেষ্টিতম্ ॥৩৬॥
রূপভেদাস্পদং দিব্যং কাল ইত্যভিধীয়তে। ভূতানাং মহদাদীনাং যতো ভিন্নদৃশাং ভয়ম্ ॥৩৭॥

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরত্ত্যখিলাশ্রয়ঃ।
সবিষ্ণ্বাখ্যোঽধিযজ্ঞোঽসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ ॥৩৮॥
ন চাস্য কশ্চিদ্দয়িতো ন দ্বেষ্যো ন চ বান্ধবঃ।
আবিশত্যপ্রমত্তোঽসৌ প্রমত্তং জনমন্তকৃৎ ॥৩৯॥

যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ। যদ্ভয়াদ্বর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদ্ভয়াৎ ॥৪০॥
যদ্বনস্পতয়ো ভীতা লতাশ্চৌষধিভিঃ সহ। স্বে স্বে কালেঽভিগৃহ্ণন্তি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥৪১॥
স্রবন্তি সরিতো ভীতা নোৎসর্পত্যুদধির্যতঃ। অগ্নিরিন্ধে সগিরিভির্ভূর্ন মজ্জতি যদ্ভয়াৎ ॥৪২॥
নভো দদাতি শ্বসতাং পদং যন্নিয়মাদদঃ। লোকং স্বদেহং তনুতে মহান্ সপ্তভিরাবৃতম্ ॥৪৩॥
গুণাভিমানিনো দেবাঃ সর্গাদিষ্বস্য যদ্ভয়াৎ। বর্ত্তন্তেঽনুযুগং যেষাং বশ এতচ্চরাচরম্ ॥৪৪॥

সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মা পরব্রহ্ম ভগবান্ প্রধান পুরুষস্বরূপ এবং এই প্রধান পুরুষাত্মক ও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা তদ্ব্যতিরিক্ত যেরূপ—যাঁহা হইতে নানাবিধ সংসাররূপ কর্ম্মের বিবিধ চেষ্টা হয়, তাহাই দৈব। ৩৬

ভগবানের এই রূপকেই বহুকালের অন্যথাত্বের আস্পদ ও আশ্রয় অদ্ভুতপ্রভাব কাল নামে অভিহিত করা হয়, ঐ কাল হইতেই মহদাদি অভিমানী ভিন্নদর্শী জীব সকলের ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৩৭

অখিলের আশ্রয় ঐ কাল অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভূত দ্বারাই ভূত সকলকে সংহার করেন, পরন্তু এই কালই বিষ্ণুর সংজ্ঞাবিশেষ, তিনিই যজ্ঞফলের দাতা এবং যাহারা অন্যকে বশীভূত করে, তিনি তাহাদিগেরও প্রভু। ৩৮

তাঁহার কেহ প্রিয় নাই, কেহ অপ্রিয়ও নাই এবং কেহ বান্ধবও নাই; তিনি স্বয়ং অপ্রমত্ত হইয়া প্রমত্ত জনের অন্ত বিধান করিয়া থাকেন। ৩৯

তাঁহার ভয়েই বায়ু সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, তাঁহার ভয়েই ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছেন এবং নক্ষত্রগণ দীপ্তি পাইতেছে। ৪০

তাঁহার ভয়েই বৃক্ষগণ ভীত হইয়া লতা ও ওষধিগণের সহিত স্বায় স্বীয় যথানির্দ্দিষ্ট কালে ফল পুষ্প গ্রহণ করিতেছে। ৪১

তাঁহার ভয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হইতেছে, জলধি তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া কূল অতিক্রম করে না, তাঁহার ভয়েই অগ্নি দীপ্তি পাইতেছে এবং এই পৃথিবী পর্ব্বত সহ জলমগ্ন হইতেছে না। ৪২

তাঁহারই ভয়ে এই আকাশ জীবিত প্রাণীদিগকে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের অবকাশ দিতেছে এবং তাঁহারই আজ্ঞায় এই মহত্তত্ত্ব, সপ্ত পদার্থে আবৃত হইয়া অহঙ্কারতত্ত্বাত্মক স্বীয় দেহকে লোকরূপে বা চতুর্দ্দশ-ভুবনরূপে বিস্তার করিতেছে। ৪৩

তাঁহারই ভয়ে গুণনিয়ন্তা ব্রহ্মাদি দেবগণ বারম্বার এই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মে প্রবর্ত্তমান হইতেছেন এবং এই কারণেই এই চরাচর জগৎকে ঐ সকল দেবতার বশবর্ত্তী বলা হইয়া থাকে। ৪৪

সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ।
জনং জনেন জনয়ন্ মারয়ন্ মৃত্যুনান্তকম্ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
কাপিলেয়ে ভক্তিযোগো নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

সেই কাল পিত্রাদির দ্বারা পুত্রাদিকে উৎপন্ন করিয়া থাকেন এবং মৃত্যু দ্বারা তিনি যমকেও মারিয়া থাকেন, অতএব তিনিই সকলের আদিকর্ত্তা এবং সকলের অন্তক অথচ তিনি স্বয়ং অনাদি, অনন্ত ও অব্যয় ।৪৫

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

তস্যৈতস্য জনো নূনং নায়ং বেদোরুবিক্রমম্। কাল্যমানোঽপি বলিনো বায়োরিব ঘনাবলিঃ ॥১॥
যং যমর্থমুপাদত্তে দুঃখেন সুখহেতবে। তং তং ধুনোতি ভগবান্ পুমাঞ্ছোচতি যৎকৃতে ॥২॥
যদধ্রুবস্য দেহস্য সানুবন্ধস্য দুর্ম্মতিঃ। ধ্রুবাণি মন্যতে মোহাদ্ গৃহক্ষেত্রবসূনি চ ॥৩॥
জন্তুর্বৈ ভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমনুব্রজেৎ। তস্যাং তস্যাং স লভতে নির্বৃতিং ন বিরজ্যতে ॥৪॥
নরকস্থোঽপি দেহং বৈ ন পুমাংস্ত্যক্তুমিচ্ছতি। নারক্যাং নির্বৃতৌ সত্যাং দেবমায়াবিমোহিতঃ ॥৫॥
(সৎসঙ্গরহিতো মর্ত্ত্যো বৃদ্ধসেবাপরিচ্যুতঃ। মামনারাধ্য দুঃখার্ত্তঃ কুটুম্বাসক্তমানসঃ ॥)
আত্মজায়াসুতাগার-পশুদ্রবিণবন্ধুষু। নিরূঢ়মূলহৃদয় আত্মানং বহু মন্যতে ॥৬॥
স দহ্যমানসর্ব্বাঙ্গ এষামুদ্বহনাধিনা। করোত্যবিরতং মূঢ়ো দুরিতানি দুরাশয়ঃ ॥৭॥
আক্ষিপ্তাত্মেন্দ্রিয়ঃ স্ত্রীণামসতীনাঞ্চ মায়য়া। রহোরচিতয়ালাপৈঃ শিশূনাং কলভাষিণাম্ ॥৮॥
গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু দুঃখতন্ত্রেষ্বতন্দ্রিতঃ। কুর্ব্বন্ দুঃখপ্রতীকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী ॥৯॥

অধার্ম্মিকগণের তামসীগতি

ভগবান্ কপিল কহিলেন—মেঘপংক্তি যেমন বায়ু কর্ত্তৃক বিচালিত হইয়াও বায়ুর বেগ জানে না, তেমনই এই সকল লোক সেই বলবান্ কাল কর্ত্তৃক নিরন্তর বিচাল্যমান হইয়াও কালের দুরতিক্রম বিক্রম জানিতে পারে না। ১

অতএব ইহারা সুখের নিমিত্ত অতিকষ্টে যে যে অর্থ উৎপাদন করে, কাল তাহা সকলই বিনষ্ট করিয়া ফেলেন, এবং তন্নিমিত্ত পুরুষ শোকার্ত্ত হয়। ২

ঐ দুর্ম্মতি ব্যক্তি মোহমুগ্ধ হইয়া পুত্র-কলত্রাদি-সম্বলিত অনিত্য দেহ, গৃহ, ক্ষেত্র এবং ধনাদিকে নিত্য বলিয়া মনে করে। ঐ জীব সংসারে যে যে যোনি প্রাপ্ত হয়, সেই সেই যোনিতেই সুখলাভ করে কিন্তু তাহাতে তাহার বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় না। ৩-৪

সে ব্যক্তি দেবমায়াতে এরূপ বিমোহিত হয় যে, নরকস্থ হইয়া নারকীয় সুখেই তৃপ্তি বোধ করে এবং তখনও সে দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। ৫

(যেব্যক্তি সৎসঙ্গরহিত এবং বৃদ্ধসেবায় পরাঙ্মুখ, কেবল কুটুম্বেতেই আসক্তচিত্ত, কখনও আমার আরাধনা করে না, তাহারই ঐ প্রকার দুর্গতি হয়)।

দেহ, কলত্র, পুত্র, গৃহ, পশু, দ্রবিণ এবং বন্ধু-বান্ধবে তাহার হৃদয় প্রসক্ত হওয়াতে নানা মনোরথের উৎপত্তি হয়, তাহাতেই সে আপনাকে বহু করিয়া মানে অর্থাৎ আমি কৃতার্থ হইলাম বলিয়া শ্লাঘা বোধ করে। ৬

তখন ঐ পুত্র-কলত্রাদির ভরণ-পোষণ, বিবাহাদির চিন্তায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতে থাকে, সুতরাং তখন ঐ দুরাশয় মূঢ় দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ৭

তাহার আত্মা এবং ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে আক্ষিপ্ত হওয়াতে সে পুংশ্চলীদিগের নির্জ্জনে বিরচিত সম্ভোগাদিরূপ মায়া ও মধুরভাষী শিশুদিগের সুমধুর আলাপের দ্বারা আপনাকে সুখার ন্যায় মনে করে এবং বিত্তশাঠ্যাদি কাপট্যবহুল ও দুঃখপ্রধান গৃহস্থাশ্রমে আসক্ত হইয়া আলস্য পরিহার পূর্ব্বক নিরন্তর দুঃখের প্রতীকারে যত্নবান্ হয়। ৮—৯

অর্থৈরাপাদিতৈর্গুর্ব্ব্যা হিংসয়েতস্ততশ্চ তান্। পুষ্ণাতি যেষাং পোষেণ শেষভুগ্‌যাত্যধঃস্বয়ম্ ॥১০॥
বার্ত্তায়াং লুপ্যমানায়ামারব্ধায়াং পুনঃপুনঃ। লোভাভিভূতো নিঃসত্ত্বঃ পরার্থে কুরুতে স্পৃহাম্ ॥১১॥
কুটুম্বভরণেঽকল্যো মন্দভাগ্যো বৃথোদ্যমঃ। শ্রিয়া বিহীনঃ কৃপণো ধ্যায়ন্ শ্বসিতি মূঢ়ধীঃ ॥১২॥
এবং স্বভরণাকল্যং তৎকলত্রাদয়স্তদা। নাদ্রিয়ন্তে যথা পূর্ব্বং কীনাশা ইব গোজরম্ ॥১৩॥
তত্রাপ্যজাতনির্ব্বেদো ভ্রিয়মাণঃ স্বয়ম্ভৃতৈঃ। জরয়োপাত্তবৈরূপ্যো মরণাভিমুখো গৃহে ॥১৪॥
আস্তেঽবমত্যোপন্যস্তং গৃহপাল ইবাহরন্। আময়াব্যপ্রদীপ্তাগ্নিরল্পাহারোঽল্পচেষ্টিতঃ ॥১৫॥
বায়ুনোৎক্রমতোত্তারঃ কফসংরুদ্ধনাড়িনা। কাসশ্বাসকৃতায়াসঃ কণ্ঠে ঘুরঘুরায়তে ॥১৬॥
শয়ানঃ পরিশোচদ্ভিঃ পরিবীতঃ স্ববন্ধুভিঃ। বাচ্যমানোঽপি ন ব্রূতে কালপাশবশং গতঃ ॥১৭॥
এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মাজিতেন্দ্রিয়ঃ। ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনয়াঽস্তধীঃ ॥১৮॥
যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভসেক্ষণৌ। স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ শকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি ॥১৯॥

যাহাদের পোষণে অধোগতি হয়, সাংসারিক ক্লেশ দূরীকরণার্থ মোহান্ধ ব্যক্তি গুরুতর হিংসা দ্বারা নানাস্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদেরই পোষণ করে এবং সকলকে ভোজন করাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই নিজে ভোজন করিয়া থাকে। ১০

জীবিকা বিলুপ্ত হইলে এবং অন্য জীবিকা অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রয়াস হইলে সে তখন লোভাভিভূত হইয়া অন্যের ধনে স্পৃহা করিয়া থাকে। ১১

সেই হতভাগ্য তখন বিফলপ্রযত্ন হইয়া হতশ্রী ও দীন হইয়া পড়ে, তখন সে কুটুম্বপোষণে অসমর্থ হইয়া চিন্তাকুলিত হয় এবং বিমূঢ়বুদ্ধি হইয়া এক একবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। ১২

বলীবর্দ্দ বৃদ্ধ হইলে নির্দ্দয় কৃষকেরা যেরূপ আর যত্ন করে না, সেইরূপ কলত্রাদির ভরণ-পোষণে অক্ষম হইলে পুত্র-কলত্রাদি পূর্ব্বের ন্যায় আর তাহার আদর করে না, কিন্তু তাহাতেও তাহার নির্ব্বেদ জন্মে না।১৩

তখন সে সেই পূর্ব্বপোষিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পোষ্যমান হইয়া গৃহেতেই অবস্থিতি করে। ক্রমে সে জরা দ্বারা অত্যন্ত বৈরূপ্য প্রাপ্ত হইয়া মরণাভিমুখী হইতে থাকে। ১৪

গৃহপালিত কুকুরের মত তাহার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া যথাকালে যৎকিঞ্চিৎ যে খাদ্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে রাখা হয়, সে তাহাই আহার করে। ক্ষুধামান্দ্য হেতু তাহার অল্পাহার ও অল্পচেষ্টা হয়, সুতরাং সে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ১৫

ক্রমে তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে বায়ুর উৎক্রমণ আরম্ভ হয়, তখন তাহার চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে, বায়ুর মার্গরূপ নাড়ীসমূহ কফ দ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহাতে নিঃশ্বাস ফেলিতে অথবা কাসিতেও কষ্ট হয় এবং গলায় একপ্রকার ঘুর ঘুর শব্দ হয়। ১৬

সে যখন ঐ অবস্থায় শায়িত থাকে, তখন তাহার বন্ধুগণ শোকভরে তাহাকে পুনঃ পুনঃ ডাকিলেও সে কালপাশের বশবর্ত্তী হওয়ায় কিছুই বলিতে পারে না। ১৭

এইরূপে ইন্দ্রিয়জয়ে অক্ষম, কুটুম্বভরণে অক্ষম ব্যক্তি রোরুদ্যমান আত্মীয়স্বজনের কাতরতায় মৃত্যুকালেও তাহার হৃদয়ে গুরুতর বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাতে সে জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ১৮

তাহার মৃত্যু হইবামাত্র সক্রোধনয়ন দুইজন যমদূত আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদিগকে দেখিয়াই সে ত্রস্তহৃদয়ে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে। ১৯

যাতনাদেহ আবৃত্য পাশৈর্বদ্ধ্বা গলে বলাৎ। নয়তো দীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভটা যথা ॥২০॥
তয়োর্নির্ভিন্নহৃদয়স্তর্জ্জনৈর্জাতবেপথুঃ। পথি শ্বভির্ভক্ষ্যমাণ আর্ত্তোঽঘং স্বমনুস্মরন্ ॥২১॥
ক্ষুত্তৃট্‌পরীতোঽর্কদধানলানিলৈঃ সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্তবালুকে।
কৃচ্ছ্রেণ পৃষ্ঠে কষয়া চ তাড়িতশ্চলত্যশক্তোঽপি নিরাশ্রমোদকে ॥২২॥
তত্র তত্র পতন্ শ্রান্তো মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ। পথা পাপীয়সা নীতস্তমসা যমসাদনম্ ॥২৩॥
যোজনানাং সহস্রাণি নবতিং নব চাধ্বনঃ। ত্রিভির্মুহূর্ত্তৈর্দ্বাভ্যাং বা নীতঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ ॥২৪॥
আদীপনং স্বগাত্রাণং বেষ্টয়িত্বোল্মুকাদিভিঃ। আত্মমাংসাদনং ক্বাপি স্বকৃত্তং পরতোঽপি বা ॥২৫॥
জীবতশ্চান্ত্রাভ্যুদ্ধারং শ্বগৃধ্রৈর্যমসাদনে। সর্পবৃশ্চিকদংশাদ্যৈর্দশদ্ভিশ্চাত্মবৈশসম্ ॥২৬॥
কৃন্তনঞ্চাবয়বশো গজাদিভ্যো ভিদাপনম্। পাতনং গিরিশৃঙ্গেভ্যো রোধনঞ্চাম্বুগর্ত্তয়োঃ ॥২৭॥
যাস্তামিস্রান্ধতামিস্র-রৌরবাদ্যশ্চ যাতনাঃ। ভুঙ্‌ক্তে নরো বা নারী বা মিথঃসঙ্গেন নির্ম্মিতাঃ ॥২৮॥
অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষ্যতে। যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ ॥২৯॥

অনন্তর যমদূতেরা তাহাকে স্থূলদেহ হইতে যাতনাদেহে আবদ্ধ করিয়া যেমন রাজপুরুষেরা দণ্ডার্হ লোককে বন্ধন করে, তাহার ন্যায় গলদেশে পাশবন্ধনপূর্ব্বক সুদীর্ঘ পথে লইয়া যায়। ২০

সেই দুইজনের তর্জ্জনে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং অতিশয় কম্প উপস্থিত হইতে থাকে; পরে তাহাকে কুকুরে খাইতে আসে এবং তখন সে নিজ পাপ স্মরণ করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ২১

একে ক্ষুধাতৃষ্ণায় ক্লিষ্ট, তাহাতে আবার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত—তাহার পর তপ্ত বালুকাময় পথ, সূর্য্যকিরণ, দাবানল ও উষ্ণ বায়ুতাপে তাপিত পথে আশ্রম বা জল কিছুই নাই, তথাপি কশাঘাতে তাড়িত হইয়া তাহাকে অশক্ত হইয়াও চলিতে হয়! ২২

চলিবার শক্তি না থাকায় সে শ্রান্তিবশতঃ বার-ম্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, আবার মূর্চ্ছা ভঙ্গে আপনিই গাত্রোত্থান করে, এইরূপে নানা যাতনা ভোগ করিতে করিতে সে শমনসদনে নীত হয়। ২৩

যমভবনে গমনের পথের পরিমাণ নিরানব্বই-সহস্র যোজন—ঐ পথ ঐ ব্যক্তিকে দুই বা তিনমুহূর্ত্তে অতিক্রম করিয়া উপনীত হইতে হয় এবং সেখানে উপস্থিত হইবামাত্রই সে যাতনাভোগে সমর্পিত হয়। ২৪

কোন স্থানে জ্বলন্ত কাষ্ঠ গাত্রবেষ্টন করিয়া দগ্ধ করিতে থাকে, আর কোথাও বা আপনার দ্বারা বা অন্য দ্বারা ছিন্ন আপনার মাংস ভক্ষণ করিতে হয়। ২৫

যমালয়ে কুকুর, গৃধ্রপ্রমুখ মাংসাহারী জীবগণ জীবন থাকিতেই তাহার অন্ত্র টানিয়া বাহির করে এবং কোনস্থানে সর্প, বৃশ্চিক-দংশাদি তাহাকে নিষ্ঠুর-রূপে দংশন করিতে আরম্ভ করে; ইহাতে সে অতিশয় বেদনাক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। ২৬

কোথাও দেহসকলের কর্ত্তন, কোথাও বা গজাদি দ্বারা বিদারণ, কোথাও বা পর্ব্বতচূড়া হইতে পতন এবং কোথাও বা জল ও গর্ত্তের মধ্যে অবরোধ ইত্যাদি যাতনায় তাহাকে নিরতিশয় নিপীড়িত হইতে হয়। তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব—যে সকল নরক পরস্পর আল দ্বারা নির্ম্মিত হয়—ঐ মৃত নর বা নারীকে তৎ-সমুদয়ও ভোগ করিতে হয়। ২৭-২৮

হে মাতঃ! এই যে সকল নরকের কথা কহিলাম, ইহা অসম্ভব নহে; কারণ, পণ্ডিতেরা ইহলোকেও নরক ও স্বর্গ বিদ্যমান দেখিতে পান। বস্তুতঃ নরকে যে সমস্ত যন্ত্রণা, তাহা এখানেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ২৯

এবং কুটুম্বং বিভ্রাণ উদরম্ভর এব বা। বিসৃজ্যেহোভয়ং প্রেত্য ভুঙ্‌ক্তে তৎফলমীদৃশম্ ॥৩০॥
একঃ প্রপদ্যতে ধ্বান্তং হিত্বেহ স্বং কলেবরম্। কুশলেতরপাথেয়ো ভূতদ্রোহেণ যদ্‌ভৃতম্ ॥৩১॥
দৈবেনাসাদিতং তস্য শমলং নিরয়ে পুমান্। ভুঙ্‌ক্তে কুটুম্বপোষস্য হৃতবি (চি)ত্ত ইবাতুরঃ ॥৩২॥
কেবলেন হ্যধর্ম্মেণ কুটুম্বভরণোৎসুকঃ। যাতি জীবোঽন্ধতামিস্রং চরমং তমসঃ পদম্ ॥৩৩॥
অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাস্তু তাঃ। ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
কাপিলেয়ে কর্ম্মবিপাকো নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

কুটুম্বপোষণে বিব্রত থাকুক অথবা উদরভরণ কর্ম্মে নিযুক্ত হউক, মৃত্যুর পর এই স্থানেই দেহ ও কুটুম্ব পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে কেবল আপনাকে ঐ সকল কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। ৩০

জীবদ্রোহের দ্বারা সে আপনার যে কলেবর পোষণ করিত, সে সেই কলেবর ও পাপার্জ্জিত ধন এই পৃথিবীতেই ত্যাগ করিয়া একাকী পাপরূপ পাথেয় লইয়া সে ঘোর অন্ধকারময় নরকে প্রবিষ্ট হয়। ৩১

তাহার অন্যায়রূপে কুটুম্বপোষণের পাপ পরকালে ঈশ্বর কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হয় অর্থাৎ ইহলোকে ধনাদির ন্যায় তাহা ত্যাগ করিয়া যাওয়া চলে না; এবং তখন সে আতুরের ন্যায় হতজ্ঞান হইয়া নরকেও তাহার ফলভোগ করে। ৩২

কুটুম্বপোষণ বিহিত বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল অধর্ম্মের দ্বারা তাহাদের ভরণার্থ উৎসুক [illegible], তাহাকে নরকের চমকপ্রদ অন্ধতামিস্রে গমন করিতে হইবে। ৩৩

সেই নরকভোগের পর কুক্কুর শূকরাদি যোনিতে যত প্রকার যাতনা ভোগ হইতে পারে, তৎসমুদয় ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া যখন ভোগ দ্বারা ক্ষীণপাপ হইবে, তখন সে শুচি হইয়া পুনর্ব্বার এস্থানে আগমন পূর্ব্বক নরত্ব প্রাপ্ত হয়। ৩৪

বিবৃতি—যে ব্যক্তি পাপাচরণের দ্বারা ধন অর্জ্জন করিয়া রাখিয়া যায়, তাহা ভোগ করিবার জন্য বহু ব্যক্তিই থাকে কিন্তু পাপাচরণের ফল একাকী তাহাকেই ভোগ করিতে হয়। ৩০

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়।

একত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে। স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো রেতঃকণাশ্রয়ঃ ॥১॥

কললন্ত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদম্। দশাহেন তু কর্কন্ধুঃ পেশ্যণ্ডং বা ততঃ পরম্ ॥২॥

মাসেন তু শিরো দ্বাভ্যাং বাহ্বঙ্‌ঘ্র্যাদ্যঙ্গবিগ্রহঃ। নখলোমাস্থিচর্ম্মাণি লিঙ্গচ্ছিদ্রোদ্ভবস্ত্রিভিঃ ॥৩॥

চতুর্ভির্ধাতবঃ সপ্ত পঞ্চভিঃ ক্ষুত্তৃড়ুদ্ভবঃ। ষড়্‌ভির্জরায়ুণা বীতঃ কুক্ষৌ ভ্রাম্যতি দক্ষিণে ॥৪॥

মাতুর্জগ্ধান্নপানাদ্যৈরেধদ্ধাতুরসম্মতে। শেতে বিণ্মূত্রয়োর্গর্ত্তে স জন্তুর্জন্তুসম্ভবে ॥৫॥

কৃমিভিঃ ক্ষতসর্ব্বাঙ্গঃ সৌকুমার্য্যাৎ প্রতিক্ষণম্। মূর্চ্ছামাপ্নোত্যুরুক্লেশস্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈর্মুহুঃ ॥৬॥

কটুতীক্ষ্ণোষ্ণলবণ-ক্ষারাম্লাদিভিরুল্বণৈঃ। মাতৃভুক্তৈরুপস্পৃষ্টঃ সর্ব্বাঙ্গোত্থিতবেদনঃ ॥৭॥

উল্বেন সংবৃতস্তস্মিন্নন্ত্রৈশ্চ বহিরাবৃতঃ। আস্তে কৃত্বা শিরঃ কুক্ষৌ ভুগ্নপৃষ্ঠশিরোধরঃ।

অকল্যঃ স্বাঙ্গচেষ্টায়াং শকুন্ত ইব পঞ্জরে ॥৮॥

তত্র লব্ধস্মৃতির্দৈবাৎ কর্ম্ম জন্মশতোদ্ভবম্। স্মরন্ দীর্ঘমনুচ্ছ্বাসং শর্ম্ম কিং নাম বিন্দতে ॥৯॥

মনুষ্যযোনিপ্রাপ্তি

ভগবান্ কপিল কহিলেন—জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ঈশ্বর হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়, ইহাতে জীব সেই কর্ম্ম-নিবন্ধন দেহধারণের জন্য পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া স্ত্রীলোকের উদরে প্রবেশ করিয়া থাকে। ১

রেতঃকণা গর্ভমধ্যে পতিত হইলে একরাত্রে তাহার কলন অর্থাৎ শোণিতের সহিত মিশ্রণ হয়, এই-রূপ অবস্থায় পাঁচরাত্রি থাকিলে তাহা বুদ্‌বুদাকারে পরিণত হয়, পরে দশদিনে তাহা বদরীফলের আকার প্রাপ্ত হইয়া কঠিন হয় এবং অতঃপর তাহা পেশী অর্থাৎ মাংসপিণ্ডের আকার অথবা অণ্ডাকার হয়। ২

একমাস গত হইলে তাহার শিরোদেশ, দুইমাসে তাহার হস্তপদাদি অঙ্গবিভাগ এবং নখ, লোম, অস্থি ও চর্ম্মের সঞ্চার এবং তিনমাসে তাহার লিঙ্গ ও ছিদ্র উৎপন্ন হয়। চারিমাসে খণ্ডধাতু, পাঁচমাসে ক্ষুধা-তৃষ্ণার উৎপত্তি এবং ছয়মাসে জরায়ুর দ্বারা আবৃত হইয়া দক্ষিণ কুক্ষিতে ভ্রমণ করে। ৩-৪

সেই সময় হইতে মাতৃভুক্ত অন্ন-পানাদি দ্বারা তাহার ধাতু সকল বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে জন্তু সকলের উৎপত্তি স্থানরূপ সেই বিষ্ঠামূত্রের গর্ত্তমধ্যে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। ৫

তন্মধ্যে তত্রস্থ ক্ষুধিত কৃমিসকল তাহার শরীর ভক্ষণ করিয়া ক্ষতবিক্ষত করে ও তাহাতে সে অত্যন্ত যাতনা পাইয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হয়। ৬

মাতা যে কটু তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, ক্ষার, অম্ল প্রভৃতি ভক্ষণ করেন, সে সকলের দুঃসহ রসে স্পৃষ্ট হওয়ায় তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা উপস্থিত হয়। ৭

সে ভিতরে জরায়ু এবং বাহিরে অন্ত্র দ্বারা আবৃত হওয়াতে পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় স্বীয় অঙ্গ চেষ্টাতেও অশক্ত হয়, সুতরাং সে কুক্ষিদেশে মস্তক দিয়া পৃষ্ঠ এবং গ্রীবা কুটিলীকৃত করিয়া অবস্থান করে। ৮

অনন্তর দৈবানুগ্রহে জীবের পূর্ব্বস্মৃতি লাভ হয়, তখন দীর্ঘকাল অনুচ্ছ্বাসপ্রায় হইয়া অবস্থিতি করিয়া শত শত জন্মের কর্ম্ম স্মরণ করিতে করিতে সে কিছুতেই সুখলাভ করিতে পারে না। ৯

বিবৃতি—পুরুষ হইলে মাতার দক্ষিণ কুক্ষিতে ও স্ত্রী হইলে মাতার বাম কুক্ষিতে অবস্থান করে ইহা সুপ্রসিদ্ধ। ৪

আরভ্য সপ্তমান্মাসাল্লব্ধবোধোঽপি বেপিতঃ। নৈকত্রাস্তে সূতিবাতৈর্বিষ্ঠাভূরিব সোদরঃ ॥১০॥
নাথমান ঋষির্ভীতঃ সপ্তবধ্রিঃ কৃতাঞ্জলিঃ। স্তুবীত তং বিক্লবয়া বাচা যেনোদরেঽর্পিতঃ ॥১১॥

জীব উবাচ।

তস্যোপসন্নমবিতুং জগদিচ্ছয়াত্ত নানাতনোর্ভুবি চলচ্চরণারবিন্দম্।
সোঽহং ব্রজামি শরণং হ্যকুতোভয়ং মে যেনেদৃশী গতিরদর্শ্যসতোঽনুরূপা ॥১২॥
যস্ত্বত্র বদ্ধ ইব কর্ম্মভিরাবৃতাত্মা ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীমবলম্ব্য মায়াম্।
আস্তে বিশুদ্ধমবিকারমখণ্ডবোধ-মাতপ্যমানহৃদয়েঽবসিতং নমামি ॥১৩॥
যঃ পঞ্চভূতরচিতে রহিতঃ শরীরে চ্ছন্নোঽযথেন্দ্রিয়গুণার্থচিদাত্মকোঽহম্।
তেনাবিকুণ্ঠমহিমানমৃষিং তমেনং বন্দে পরং প্রকৃতিপূরুষয়োঃ পুমাংসম্ ॥১৪॥
যন্মায়য়োরুগুণকর্ম্মনিবন্ধনেঽস্মিন্ সাংসারিকে পথি চরংস্তদভিশ্রমেণ।
নষ্টস্মৃতিঃ পুনরয়ং প্রবৃণীত লোকং যুক্ত্যা কয়া মহদনুগ্রহমন্তরেণ ॥১৫॥
জ্ঞানং যদেতদদধাৎ কতমঃ স দেবস্ত্রৈকালিকং স্থিরচরেষ্বনুবর্ত্তিতাংশম্।
তং জীবকর্ম্মপদবীমনুবর্ত্তমানাস্তাপত্রয়োপশমনায় বয়ং ভজেম ॥১৬॥

পরে জ্ঞান পাইলেও সে সপ্তম মাস হইতে আবার প্রসব জন্য বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হইতে থাকে, তাহাতে সে আপনার সমানোদরজন্মা বিষ্ঠাজাত কৃমির ন্যায় একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। ১০

অতএব ঐ জীব দেহাত্মদর্শী হইয়া পুনর্ব্বার গর্ভবাসের ভয়হেতু যাচমান হইয়া করপুটে আকুলচিত্তে যে ঈশ্বর তাহাকে উদরে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারই স্তব করিতে থাকে। ১১

জীব তখন বলিতে থাকে—আমি সেই ভগবানের ভয়হীন চরণারবিন্দের শরণগ্রহণ করি, তিনি নিকটবর্ত্তী জগতের রক্ষণার্থ নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন; আমি যেমন অসৎ, তাহাতে এই গতিই যে আমার উপযুক্ত, তিনিই ইহা দেখাইয়াছেন। ১২

এই মাতৃদেহে দেহাকারে পরিণতা মায়াকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম দ্বারা আবৃত হইয়া এই যে আমি রহিয়াছি, সেই আমার সন্তপ্ত হৃদয়ে যিনি প্রতীত হইতেছেন সেই তিনিও এইস্থানে রহিয়াছেন, কিন্তু তিনি অখণ্ডবোধসম্পন্ন বিশুদ্ধ এবং নির্ব্বিকার, আমি তাঁহাকেই নমস্কার করিতেছি। আমি বস্তুতঃ শরীরহীন ও অসঙ্গ হওয়াতে এই পঞ্চভূতনির্ম্মিত দেহে মিথ্যা আচ্ছন্ন, সুতরাং আমারও ইন্দ্রিয়বিষয় ও চিদাভাসস্বরূপ হওয়া মিথ্যা, কিন্তু আমার বন্দনীয় পুরুষের মহিমা—এই শরীর দ্বারাও অবিকুণ্ঠিত। তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং প্রকৃতি পুরুষের নিয়ন্তা, আমি তাঁহারই বন্দনা করি। ১৩-১৪

এই সংসার সম্বন্ধীয় পথে গুণনিমিত্ত নানা কর্ম্ম আছে, সে সকলই বন্ধন, সংসার-পথে তাঁহার মায়া দ্বারা এই জীব স্মৃতি হারাইয়া বিচরণ করিতেছে, সেই মহৎ পুরুষের অনুকম্পা ভিন্ন কোন্ প্রকারে এ জীব নিজস্বরূপ লোককে সম্যক্ প্রকারে উপাসনা করিতে সমর্থ হইবে? ফলতঃ ঈশ্বর-প্রসাদ ভিন্ন এই জ্ঞান লাভ হয় না সুতরাং তিনিই উপাস্য। ১৫

সেই ঈশ্বরই আমাতে ত্রৈকালিক জ্ঞান বিধান করিয়াছেন, আমরা জীবরূপ কর্ম্ম-পদবীর অনুবর্ত্তী, অতএব স্থাবরে ও জঙ্গমে যাঁহার অংশ অনুবর্ত্তমান—আমরা আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের উপশমের জন্য তাঁহারই ভজনা করি। ১৬

দেহ্যন্যদেহবিবরে জঠরাগ্নিনাঽসৃগ্‌বিণ্মূত্রকূপপতিতো ভৃশতপ্তদেহঃ।
ইচ্ছন্নিতো বিবসিতুং গণয়ন্ স্বমাসান্ নির্ব্বস্যতে কৃপণধীর্ভগবন্ কদা নু ॥১৭॥
যেনেদৃশীং গতিমসৌ দশমাস্য ঈশ সংগ্রাহিতঃ পুরুদয়েন ভবাদৃশেন।
স্বেনৈব তুষ্যতু কৃতেন স দীননাথঃ কো নাম তৎ প্রতি বিনাঞ্জলিমস্য কুর্য্যাৎ ॥১৮॥
পশ্যত্যয়ং ধিষণয়া ননু সপ্তবধ্রিঃ শারীরকে দমশরীর্য্যপরঃ স্বদেহে।
যৎসৃষ্টয়াস তমহং পুরুষং পুরাণং পশ্যে বহির্হৃদি চ চৈত্ত্যমিব প্রতীতম্ ॥১৯॥
সোঽহং বসন্নপি বিভো বহুদুঃখবাসং গর্ভান্ন নির্জিগমিষে বহিরন্ধকূপে।
যত্রোপযাতমুপসর্পতি দেবমায়া মিথ্যামতির্যদনু সংসৃতিচক্রমেতৎ ॥২০॥
তস্মাদহং বিগতবিক্লব উদ্ধরিষ্যে আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধ্রং মা মে ভবিষ্যদুপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ ॥২১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এবং কৃতমতির্গর্ভে দশমাস্যঃ স্তুবন্নৃষিঃ। সদ্যঃ ক্ষিপত্যবাচীনং প্রসূত্যৈ সূতিমারুতঃ ॥২২॥

হে ভগবন্! এই দেহী আমি, অন্য দেহ-বিবরে অর্থাৎ মাতার উদরকুহরে শোণিত ও বিষ্ঠা-মূত্রের কূপে পতিত হইয়া রহিয়াছি, এখানে কেবল বিষ্ঠা-মূত্রজনিত ক্লেশভোগ ও জঠরাগ্নি দ্বারা দেহ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছে, ইহাতে আমি অতিশয় দীনভাবে এস্থান হইতে বহির্গমনের কামনায় আপনার মাস গণনা করিতেছি। কখন্ বহির্গত হইব? ১৭

হে ঈশ! ভবাদৃশ অসীম দয়াবান্ যে পুরুষ দশ মাসমাত্র বয়স্ক এই দেহীকে এইরূপ জ্ঞানদান করিয়াছেন, সেই দীননাথ স্বকৃত কর্ম্মের দ্বারা সন্তোষ লাভ করুন, করযোড় বিনা তাঁহার কৃত উপকারের প্রতীকার করিতে কাহার সাধ্য আছে? ১৮

প্রভো! পশ্বাদি অপর জীব স্ব স্ব দেহে শরীরোৎপন্ন সুখ-দুঃখাদিই দেখিতে পায় কিন্তু আমি তাঁহার কৃত শমদমাদি বিবেক জ্ঞান দ্বারা শরীরবিশিষ্ট হইয়াছি, সেই অনাদি পরিপূর্ণ পুরুষকে বাহিরে ও অন্তরে দর্শন করি, তিনিই অপরোক্ষরূপে প্রতীত চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ-স্বরূপ। ১৯

হে বিভো! দুঃখাবস্থায় এই গর্ভে বাস করিয়াও আমার বহির্গত হইতে ইচ্ছা হইতেছে না, কেন না, বাহিরে ইহা অপেক্ষাও অন্ধকূপ আছে। যে প্রাণী যেখানে যায়, সে আপনার মায়ায় আচ্ছন্ন হয় এবং সেই মায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মিথ্যা মতি অর্থাৎ দেহে অহংবুদ্ধি এবং পুত্র-কলত্রাদি সম্বন্ধজনিত এই সংসারচক্র তাহাকে আচ্ছন্ন করে। ২০

আমি ব্যাকুলিত চিত্তে এই স্থানে থাকিয়াই সুহৃৎস্বরূপ আত্মার দ্বারা অর্থাৎ সারথিরূপ বুদ্ধিযোগে সংসার হইতে আত্মাকে উদ্ধার করিব, নানা গর্ভবাসরূপ এই দুঃখ পুনরায় যেন না হয়; কারণ, আমি ভগবান্ বিষ্ণুর পাদদ্বয় হৃদয়ের মধ্যে আনয়ন করিয়াছি। ২১

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে জননি! দশমাস বয়স্ক জীব যখন এই প্রকারে কৃতসংকল্প হইয়া মাতৃগর্ভে পরমেশ্বরকে স্তব করিতে থাকে, তখন প্রসবের মূল কারণ বায়ু তাহাকে অবাঙ্মুখ করিয়া প্রসবার্থ প্রেরণ করে। ২২

তেনাবসৃষ্টঃ সহসা কৃত্বা বাক্‌শির আতুরঃ। বিনিষ্ক্রামতি কৃচ্ছ্রেণ নিরুচ্ছ্বাসো হতস্মৃতিঃ ॥২৩॥
পতিতো ভুব্যসৃঙ্‌মিশ্রো বিষ্ঠাভূরিব চেষ্টতে। রোরূয়তি গতে জ্ঞানে বিপরীতাং গতিং গতঃ ॥২৪॥
পরচ্ছন্দমবিদুষা পুষ্যমাণো জনেন সঃ। অনভিপ্রেতমাপন্নঃ প্রত্যাখ্যাতুমনীশ্বরঃ ॥২৫॥
শায়িতোঽশুচিপর্য্যঙ্কে জন্তুঃ স্বেদজদূষিতে। নেশঃ কণ্ডূয়নেঽঙ্গানামাসনোত্থানচেষ্টনে ॥২৬॥
তুদন্ত্যামত্বচং দংশা মশকা মৎকুণাদয়ঃ। রুদন্তং বিগতজ্ঞানং কৃময়ঃ কৃমিকং যথা ॥২৭॥
ইত্যেবং শৈশবং ভুক্ত্বা দুঃখং পৌগণ্ডমেব চ। অলব্ধাভীপ্সিতোঽজ্ঞানাদিদ্ধমন্যুঃ শুচার্পিতঃ ॥২৮॥
সহ দেহেন মানেন বর্দ্ধমানেন মন্যুনা। করোতি বিগ্রহং কামী কামিষ্বন্তায় চাত্মনঃ ॥২৯॥
ভূতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধে দেহে দেহ্যবুধোঽসকৃৎ। অহং মমেত্যসদ্‌গ্রাহঃ করোতি কুমতির্মতিম্ ॥৩০॥
তদর্থং কুরুতে কর্ম্ম যদ্বদ্ধো যাতি সংসৃতিম্। যোঽনুযাতি দদৎ ক্লেশমবিদ্যাকর্ম্মবন্ধনঃ ॥৩১॥
যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ। আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ ॥৩২॥

ঐ বায়ু কর্ত্তৃক জীব যখন অধঃক্ষিপ্ত হয়, তখন সে অতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া অধঃশিরা হইয়া অতিকস্টে বাহির হইতে থাকে, সেই সময়ে তাহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ এবং স্মরণশক্তি লুপ্ত হয়। ২৩

তদনন্তর ঐ জীব রক্তাক্তকলেবরে কৃমির ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া অঙ্গ-সঞ্চালন করে, তদনন্তর জ্ঞান বিগত হইলে পর বিপরীত গতি প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে থাকে। ২৪

তখন যাহারা তাহার পোষণ করে, তাহারা তাহার কি অভিপ্রায় জানিতে পারে না, আর তাহারা তাহার অনভিপ্রেত বস্তু দিলেও সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হয় না। ২৫

যদিও সে স্বেদজ কীট-দূষিত অশুচি শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে, তথাপি সে আপনার গাত্র কণ্ডুয়ন করিতে বা উপবেশন ও উত্থপানাদি করিতে পারে না। ২৬

কৃমিসমূহ যেমন কৃমিকে দংশন করে, দংশক মশক মৎকুণাদি সেইরূপ তাহার কোমল ত্বকে দংশন করে, গর্ভাবস্থা হইতে জ্ঞানোদয় হওয়াতে তাহার ক্লেশানুভব হইলেও সে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয় না। ২৭

মাতঃ! ঐ প্রকার পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত শৈশব-দুঃখ ভোগ করিতে হয়; পরে পৌগণ্ড অবস্থায় অধ্যয়নাদি দুঃখ অনুভব করিতে হয়, পরে যৌবন দশায় যখন অভীপ্সিত অর্থলাভ না হয়, শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়ে এবং অজ্ঞান বশতঃ তাহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইতে থাকে। ২৮

অনন্তর ঐ কামী দেহের বৃদ্ধির সহিত অভিমান ও ক্রোধ বৃদ্ধি হওয়ায়, অন্য কামীদিগের সহিত বিরোধ করিয়া আপনার বিনাশসাধন করে। ২৯

প্রকৃত জ্ঞান না থাকাতে পঞ্চভূতে আরব্ধ এই দেহের প্রতি তাহার পুনঃ পুনঃ "আমি আমার" এই প্রকার অসৎ আগ্রহ হয়, সুতরাং তখন সে কুবুদ্ধি-বশতঃ তাহাতে আত্মবুদ্ধি আরোপণ করিয়া থাকে। ৩০

অতএব যে কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে আবার সংসার প্রাপ্ত হইতে হইবে, ঐ দেহের জন্য সে সেই সকল কর্ম্মে অনুরক্ত হয়, কারণ, অবিদ্যা ও কর্ম্মবন্ধন, ক্লেশ প্রদান করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। ৩১

পরন্তু ঐ জীব যদি সৎপথে অবস্থিত থাকিয়া ও শিশ্নোদরপরায়ণ অসৎ পুরুষের সংসর্গ করে, তাহা হইলেও তাহাকে যাতনা-দেহ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নরকে প্রবেশ করিতে হয়। ৩২

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্‌ ॥৩৩॥
তেম্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু। সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥৩৪॥
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ। যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥৩৫॥
প্রজাপতিঃ স্বাং দুহিতরং দৃষ্ট্বা তদ্রূপধর্ষিতঃ। রোহিদ্ভূতাং সোঽন্বধাবদৃক্ষ্যরূপী হতত্রপঃ ॥৩৬॥
তৎসৃষ্টসৃষ্টসৃষ্টেষু কো ন্বখণ্ডিতধীঃ পুমান্‌। ঋষিং নারায়ণমৃতে যোষিন্ময্যেহ মায়য়া ॥৩৭॥
বলং মে পশ্য মায়ায়াঃ স্ত্রীময্যা জয়িনো দিশাম্‌।
যা করোতি পদাক্রান্তান্‌ ভ্রূবিজৃম্ভেণ কেবলম্‌ ॥৩৮॥
সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ।
মৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য ॥৩৯॥
যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেববিনির্ম্মিতা। তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্‌ ॥৪০॥
যাং মন্যতে পতিং মোহান্মন্মায়ামৃষভায়তীম্‌।
স্ত্রীত্বং স্ত্রীসঙ্গতঃ প্রাপ্তো বিত্তাপত্যগৃহপ্রদম্‌ ॥৪১॥

অসৎসঙ্গ হেতু সত্য, শৌচ, দয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, শ, ক্ষমা, শম, দম, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সকলই নষ্ট হইয়া থাকে। ৩৩

দেহে আত্মবুদ্ধিকারী অশক্ত ঐ সকল মূঢ় ক্রীড়ামৃগের ন্যায় রমণীদিগের বশীভূত হইয়া থাকে, অতএব ঐ সকল দুঃখদায়ক অসৎ লোকের সঙ্গ কদাচ বিধেয় নহে। ৩৪

যোষিৎ-সঙ্গের দ্বারা এবং যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গের দ্বারা পুরুষের যেরূপ মোহ ও বন্ধন হয়, অন্য কিছুর দ্বারাই সেরূপ হয় না। ৩৫

প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বীয় দুহিতাকে দেখিয়া যখন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সেই দুহিতা মৃগীর রূপ ধারণ করিয়া ধাবমানা হইয়াছিলেন, ব্রহ্মাও নির্লজ্জ হইয়া মৃগরূপে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। ৩৬

অতএব স্বয়ং স্রষ্টারই যখন এই অবস্থা, তখন তৎসৃষ্ট মরীচ্যাদি এবং মরীচ্যাদির সৃষ্ট কশ্যপাদি এবং কশ্যপাদির সৃষ্ট দেব মনুষ্যাদির মধ্যে নারায়ণ ঋষি ব্যতীত কোন্‌ অখণ্ডধী পুরুষের মন রমণী মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হয়? ৩৭

আমার এই স্ত্রীময়ী মায়ার বল দেখুন। এই মায়া দিগ্বিজয়ী বীরদিগকেও ভ্রূভঙ্গিমাত্রে আপনার পদানত করিয়া থাকে। ৩৮

অতএব যে ব্যক্তি যোগের পরপারে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার প্রমদাসঙ্গ কদাপি বিধেয় নহে। এই জন্যই যোগিগণ বলিয়া থাকেন, যাঁহার আত্মস্বরূপ লাভ হয়, তাঁহার পক্ষে নারী নরকের দ্বারস্বরূপ। ৩৯

যোষিৎরূপা দেবনির্ম্মিতা মায়া শুশ্রূষাদি ছলে ধীরে ধীরে নিকটে গমন করে, কিন্তু বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ তাহাকে তৃণাবৃত কূপের ন্যায় আপনার মৃত্যুস্বরূপ দেখিবেন। ৪০

জীব স্ত্রীসঙ্গবশতঃ অর্থাৎ অন্তকালে অত্যন্ত আসক্তির জন্য স্ত্রী-ধ্যান-নিমিত্ত স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া মোহপ্রযুক্ত পুরুষসদৃশ আচরণকারিণী আমার মায়াকে বিত্ত, অপত্য, ও গৃহপ্রদ পতিরূপে মান্য করিয়া থাকে। ৪১

তামাত্মনো বিজানীয়াৎ পত্যপত্যগৃহাত্মকম্। দৈবোপসাদিতং মৃত্যুং মৃগয়োর্গায়নং যথা ॥৪২॥
দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্। ভুঞ্জান এব কর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্ ॥৪৩॥
জীবো হ্যস্যানুগো দেহো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ। তন্নিরোধহস্য মরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভবঃ।৪৪॥
দ্রব্যোপলব্ধিস্থানস্য দ্রব্যেক্ষাযোগ্যতা যদা।
(তৎপঞ্চত্বমহম্মানাদুৎপত্তির্দ্রব্যদর্শনম্। যথাক্ষ্ণোর্দ্রব্যাবয়বদর্শনাযোগ্যতা যদা।)
তদৈব চক্ষুষোদ্রষ্টুর্দ্রষ্টৃত্বাযোগ্যতানয়োঃ ॥৪৫॥
তস্মান্ন কার্য্যঃ সন্ত্রাসো ন কার্পণ্যং ন সম্ভ্রমঃ। বুদ্ধ্বা জীবগতিং ধীরো মুক্তসঙ্গশ্চরেদিহ ॥৪৬॥
সম্যগ্দর্শনয়া বুদ্ধ্যা যোগবৈরাগ্যযুক্তয়া। মায়াবিরচিতে লোকে চরেন্ন্যস্য কলেবরম্ ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে কাপিলেয়ে জীবগতির্নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ব্যাধের সঙ্গীত মৃগের পক্ষে যেরূপ মৃত্যুস্বরূপ, সেইরূপ স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত মুক্তিকামী জীব—পতি, পুত্র, গৃহস্বরূপ মায়াকে দৈব কর্ত্তৃক রচিত আপনার মৃত্যু-স্বরূপ জ্ঞান করিবে। ৪২

জীবের উপাধিস্বরূপ একটি লিঙ্গদেহ আছে, সেই দেহের সহিত জীব এক লোক হইতে অন্য লোকে গমন করে এবং ফলভোগপুরঃসর অবিরত কর্ম্ম করিতে থাকে। ৪৩

জীবের উপাধি লিঙ্গদেহ এবং আত্মার অনুবর্ত্তী স্থূল ভূতাদির বিকাররূপ ভোগায়তন এই স্থূলদেহ—এই দুইয়ের যে বিরোধ অর্থাৎ কার্য্যের অযোগ্যতা তাহাকেই জীবের মরণ এবং উহার আবির্ভাবকে জন্ম বলিয়া থাকে। ৪৪

দ্রব্যের উপলব্ধি স্থান যে এই স্থূলশরীর, ইহার যখন দ্রব্যদর্শনে অযোগ্যতা হয়, আর "আমি" এই রূপ অভিমান স্থূলশরীরের যখন দর্শন হয়, তখন জীবের জন্ম হইল বলা হয়। ফলতঃ যেমন দ্রব্যোপ-লব্ধি স্থান যে নেত্র-গোলোকাদির কাচ-কামলাদি-দোষ হেতু রূপাদি দর্শনে যখন অসামর্থ্য জন্মে, তখনই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অযোগ্যতা এবং জীবের দ্রষ্টৃত্ব বিষয়ে অক্ষমতা জন্মে, সেইরূপ দ্রব্যের উপলব্ধি স্থানস্বরূপ স্থূলদেহে দ্রব্যদর্শনে অযোগ্যতা জন্মিলেই জীবের মরণ হইয়া থাকে। ৪৫

অতএব যদি বস্তুতঃ জীবের জন্ম-মরণ না হয়, তবে মৃত্যু হইতে ভয় পাওয়া এবং জীবনে দৈন্য ও জীবনার্থ যত্ন করা উচিত নহে; ধীর ব্যক্তি জীবের এই প্রকার গতি বিদিত হইয়া সঙ্গত্যাগ করিয়া ইহলোকে বিচরণ করিবেন। ৪৬

তিনি যোগ ও বৈরাগ্যযুক্ত সম্যক্‌রূপে বিচারশীল বুদ্ধির দ্বারা আপনার কলেবর এই মায়াবিরচিত লোকে ন্যস্ত করিয়া অর্থাৎ দেহ শক্তিশূন্য হইয়া বিচরণ করিবেন। ৪৭

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

অথ যো গৃহমেধীয়ান্ ধর্ম্মানেবাবসন্ গৃহে। কামমর্থঞ্চ ধর্ম্মান্ স্বান্ দোগ্ধি ভূয়ঃ পিপর্ত্তি তান্ ॥১॥
স চাপি ভগবদ্ধর্ম্মাৎ কামমূঢ়ঃ পরাঙ্মুখঃ। যজতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৃংশ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥২॥
তৎশ্রদ্ধয়াক্রান্তমতিঃ পিতৃদেবব্রতঃ পুমান্। গত্বা চান্দ্রমসং লোকং সোমপাঃ পুনরেষ্যতি ॥৩॥
যদা চাহীন্দ্রশয্যায়াং শেতেঽনন্তাসনো হরিঃ। তদা লোকা লয়ং যান্তি ত এতে গৃহমেধিনাম্ ॥৪॥
যে স্বধর্ম্মং ন দুহ্যন্তি ধীরাঃ কামার্থহেতবে। নিঃসঙ্গা ন্যস্তকর্ম্মাণঃ প্রশান্তাঃ শুদ্ধচেতসঃ ॥৫॥
নিবৃত্তিধর্ম্মনিরতা নির্ম্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ। স্বধর্ম্মাখ্যেন সত্ত্বেন পরিশুদ্ধেন চেতসা ॥৬॥
সূর্য্যদ্বারেণ তে যান্তি পুরুষং বিশ্বতোমুখম্। পরাবরেশং প্রকৃতিমস্যোৎপত্ত্যন্তভাবনম্ ॥৭॥
দ্বিপরার্দ্ধাবসানে যঃ প্রলয়ো ব্রহ্মণস্তু তে। তাবদধ্যাসতে লোকং পরস্য পরিচিন্তকাঃ ॥৮॥

ক্ষ্মাম্ভোনলানিল বিয়ন্মনইন্দ্রিয়ার্থভূতাদিভিঃ পরিবৃতং প্রতিসঞ্জিহীর্ষুঃ।
অব্যাকৃতং বিশতি যর্হি গুণত্রয়াত্মা কালং পরাখ্যমনুভূয় পরঃ স্বয়ম্ভূঃ ॥৯॥

ঊর্দ্ধগতি ও পুনরাবৃত্তি

ভগবান্ কপিল কহিলেন, যে ব্যক্তি গৃহাশ্রমী হইয়া ধর্ম্ম হইতে কাম, অর্থ স্বীয় অধিকারানুযায়ী ধর্ম্ম দোহন করিয়া পুনর্ব্বার সে সকলকে পূর্ণ করে, সে ব্যক্তি কামবিমূঢ় ও ভগবদ্ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ, সে শ্রদ্ধা-সহকারে বিবিধ যজ্ঞে প্রকৃত দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করে। ১-২

ঐ সকল দেব ও পিতৃগণের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা দ্বারা তাহার বুদ্ধিও আচ্ছন্ন হয়, সেইজন্য সে তাহা-দের নিমিত্তই ব্রতাচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার ফলে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া তথায় সোমরস পান করিয়া তাহাকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়। ৩

যখন অনন্তাসন হরি অনন্তশয্যায় শয়ন করেন, তখন এই গৃহস্থাশ্রমীদিগের গৃহ-ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য লব্ধ সমস্ত লোকই লয় পাইয়া থাকে। ৪

কিন্তু যে সকল ধীর ব্যক্তি কাম ও অর্থের জন্য স্বধর্ম্মকে দোহন করেন না, পরন্তু সঙ্গরহিত হইয়া ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক প্রশান্ত শুদ্ধচিত্ত হন; এইরূপ ব্যক্তিগণ স্বধর্ম্মাচরণ লব্ধ ও শুদ্ধ চিত্তের দ্বারা নিবৃত্তিধর্ম্মরত নির্ম্মম ও নিরহঙ্কৃত হন। ৫-৬

এবং তাঁহারা সূর্য্যরশ্মিদ্বারযোগে বিশ্বের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান ও নিমিত্তের কারণ সেই পরাবরেশ পরিপূর্ণ পুরুষকে পাইয়া থাকেন। ৭

যে সকল পুরুষ পরমেশ্বর বুঝিতে হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, তাঁহাদেরও ক্রমে ক্রমে তৎপ্রাপ্তি হয়। তাঁহারা দ্বিপরার্দ্ধের অবসানে যাবৎকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মার লয় না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ লোকে বাস করেন। ৮

ভূমি, জল, অনল, অনিল, আকাশ, মন, ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ের অর্থ, শব্দ, স্পর্শাদি এবং অহঙ্কার ইত্যাদি দ্বারা পরিবৃত ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিতে যখন ব্রহ্মার অভিপ্রায় হয়, গুণত্রয়াত্মা অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া দ্বিপরার্দ্ধ পরিমিতকাল ভোগ পূর্ব্বক অব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরে প্রবেশ করেন। ৯

বিবৃতি—এইরূপে বিধিপূর্ব্বক সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও দুগ্ধের জন্য গোপালনকারী যেমন ধর্ম্মলাভ করিতে পারে না, পরন্তু নিন্দনীয় হয়, সেইরূপ পরমার্থলাভে বিমুখ সেই ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণের মহদুদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না বলিয়া সে নিন্দনীয়। ১-২

এবং পরেত্য ভগবন্তমনুপ্রবিষ্টা যে যোগিনো জিতমরুন্মনসো বিরাগাঃ।
তেনৈব সাকমমৃতং পুরুষং পুরাণং ব্রহ্ম প্রধানমুপযান্ত্যগতাভিমানাঃ॥১০॥
অথ তং সর্ব্বভূতানাং হৃৎপদ্মেষু কৃতালয়ম্। শ্রুতানুভাবং শরণং ব্রজ ভাবেন ভাবিনি॥১১॥
আদ্যঃ স্থিরচরাণাং যো বেদগর্ভঃ সহর্ষিভিঃ। যোগেশ্বরৈঃ কুমারাদ্যৈঃ সিদ্ধৈর্যোগপ্রবর্ত্তকৈঃ॥১২॥
ভেদদৃষ্ট্যাভিমানেন নিঃসঙ্গেনাপি কর্ম্মণা। কর্ত্তৃত্বাৎ সগুণং ব্রহ্ম পুরুষং পুরুষর্ষভম্॥১৩॥
স সংসৃত্য পুনঃ কালে কালেনেশ্বরমূর্ত্তিনা। জাতে গুণব্যতিকরে যথাপূর্ব্বং প্রজায়তে॥১৪॥
ঐশ্বর্য্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ তেঽপি কর্ম্মবিনির্ম্মিতম্। নিষেব্য পুনরায়ান্তি গুণব্যতিকরে সতি॥১৫॥
যে ত্বিহাসক্তমনসঃ কর্ম্মসু শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। কুর্ব্বন্ত্যপ্রতিষিদ্ধানি নিত্যান্যপি চ কৃৎস্নশঃ॥১৬॥
রজসা কুণ্ঠমনসঃ কামাত্মানোঽজিতেন্দ্রিয়াঃ। পিতৄন্ যজন্ত্যনুদিনং গৃহেষ্বভিরতাশয়াঃ॥১৭॥
ত্রৈবর্গিকাস্তে পুরুষা বিমুখা হরিমেধসঃ। কথায়াং কথনীয়োরুবিক্রমস্য মধুদ্বিষঃ॥১৮॥
নূনং দৈবেন বিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্। হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদগাথাঃ পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ॥১৯॥
দক্ষিণেন পথার্য্যম্ণঃ পিতৃলোকং ব্রজন্তি তে। প্রজামনু প্রজায়ন্তে শ্মশানান্তক্রিয়াকৃতঃ॥২০॥

এই প্রকারে দূরে গমন করিয়া যে সকল যোগী ভগবান্ হিরণ্যগর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হন, প্রাণ ও মন জিত এবং রাগ বিগত হওয়ায় তাঁহারা সেই হিরণ্য-গর্ভের সহিতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরাণপুরুষ ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না; কারণ, তখনও তাঁহাদের অভিমান বর্ত্তমান থাকে। ১০

কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে লাভ করেন; অতএব হে ভাবিনি! অর্থাৎ আমাতে পুত্রভাববতি! সর্ব্বভূতের হৃদয়পদ্মে যিনি অধিষ্ঠিত এবং যাঁহার প্রভাব সর্ব্বত্র শ্রুত হইতেছে, আপনি ভক্তিভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ করুন। ১১

সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের ব্যতিকর অর্থাৎ পরস্পর সংশ্লেষ হইলে স্থাবর জঙ্গমের আদ্যস্রষ্টা যে বেদগর্ভ ব্রহ্মা, তিনি ও মরীচ্যাদি ঋষিগণ এবং সনৎকুমারাদি যোগে-শ্বর, তথা সিদ্ধ ও যোগপ্রবর্ত্তকগণ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা আপন কর্ম্মবিনির্ম্মিত পারমেষ্ঠ্য ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া প্রলয়কালে গুণাধিষ্ঠাতা ও প্রথমাবতাররূপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন; কিন্তু ভেদ দর্শন পূর্ব্বক উপাসনা হেতু তাঁহারাও ঈশ্বররূপী কালের প্রভাবে ব্রহ্মার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় স্ব স্ব অধিকারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাহারা কর্ম্মে আসক্তচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কাম্য ও নিত্যকর্ম্ম সকল সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, অথচ কামাত্মতা ও অজিতেন্দ্রিয়তা প্রযুক্ত রজোগুণপ্রভাবে কুণ্ঠিতমনা এবং নিরন্তর গৃহাদিতে অনুরক্ত হইয়া পিতৃগণের অর্চ্চনা করে। ১২-১৬

এবং যে সকল পুরুষ কেবল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গসাধনার্থ তৎপর, কিন্তু যে মধুদ্বিট্ ভগবানের মহৎ বিক্রমের কথা সকলেরই কীর্ত্তনীয়, সেই তাঁহার কথায় বিমুখ হয়; যাহারা ভগবান অচ্যুতের কথামৃত পরিত্যাগ করিয়া শূকর যেমন ক্ষীরমণ্ডাদি পরিত্যাগ করিয়া পুরীষাহারে অনুরাগী হয়, সেইরূপ অসৎকথা শ্রবণ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই দৈব কর্ত্তৃক নিহত বলিয়া জানিবেন। ১৭-১৯

তাহারা সূর্য্যের দক্ষিণ পথ অর্থাৎ পিতৃযানের দ্বারা পিতৃলোকে গমন করে, এবং পরে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব পুত্রাদিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার গর্ভাধান হইতে শ্মশানাগত ক্রিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানে করিয়া থাকে। ২০

ততস্তে ক্ষীণসুকৃতাঃ পুনর্লোকমিমং প্রতি। পতন্তি বিবশা দেবৈঃ সদ্যোবিভ্রংশিতোদয়াঃ ॥২১॥
তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বভাবেন ভজস্ব পরমেষ্ঠিনম্। তদ্‌গুণাশ্রয়য়া ভক্ত্যা ভজনীয়পদাম্বুজম্ ॥২২॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্ ॥২৩॥
যদাস্য চিত্তমর্থেষু সমেষ্বিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ। ন বিগৃহ্লাতি বৈষম্যং প্রিয়মপ্রিয়মিত্যুত ॥২৪॥
স তদৈবাত্মনাত্মানং নিঃসঙ্গং সমদর্শনম্। হেয়োপাদেয়রহিতমারূঢ়ং পদমীক্ষতে ॥২৫॥
জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্। দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্‌ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে ॥২৬॥
এতাবানেব যোগেন সমগ্রেণেহ যোগিনঃ। যুজ্যতেঽভিমতো হ্যর্থো যদসঙ্গস্তু কৃৎস্নশঃ ॥২৭॥
জ্ঞানমেকং পরাচীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্রহ্ম নির্গুণম্। অবভাত্যর্থরূপেণ ভ্রান্ত্যা শব্দাদিধর্ম্মিণা ॥২৮॥
যথা মহানহংরূপস্ত্রিবৃৎ পঞ্চবিধঃ স্বরাট্। একাদশবিধস্তস্য বপুরণ্ডং জগদ্যতঃ ॥২৯॥

তাহাদের সুকৃতি সকল কালক্রমে ক্ষীণ হইয়া গেলে, সাধন বিনষ্ট হওয়ায় দৈব বশতঃ পিতৃলোক হইতে বিবশ হইয়া পুনর্ব্বার এই লোকে পতিত হয়। ২১

অতএব আপনি সর্বান্তঃকরণে সেই ভগবদ্‌গুণাশ্রয়া ভক্তিযোগ সহকারে পরমেশ্বর হরির ভজনায় প্রবৃত্ত হউন, যেহেতু তাঁহার পদাম্বুজই জীবের এক মাত্র ভজনীয়। ২২

ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযুক্ত হইলে তাহাতে অবিলম্বে বৈরাগ্য ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারক জ্ঞান উৎপাদন হইয়া থাকে। ২৩

ভগবানের গুণানুরাগ দ্বারা যখন ভক্তচিত্ত তাঁহাতেই নিশ্চল এবং বস্তুতঃ একভাবাপন্ন হয়, এবং ইন্দ্রিয় বিষয়েও প্রিয় ও অপ্রিয় এই ভেদজ্ঞানের বৈষম্য গ্রহণ না করে। ২৪

তখনই সেই ভক্তচিত্ত আত্মদ্বারা স্বপ্রকাশ আত্মাকে নিঃসঙ্গ, হেয় উপাদানরহিত, সর্ব্বত্র সমান ও জ্ঞানস্বরূপ পরমানন্দময় পদ বা অবস্থা দর্শন করিয়া থাকে, অথবা "আমিই পরমানন্দ" এই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া থাকে। জ্ঞানমাত্রস্বরূপ ভগবান্‌ই পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর এবং পরম পুরুষ ইত্যাদি শব্দে প্রসিদ্ধ—এবং তিনি এক হইয়াও সমান পদার্থেও পৃথক্ ভাবে পৃথক্ রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ২৪-২৬

সম্পূর্ণরূপে সঙ্গহীন আমার প্রাপ্তিই যোগীর সমগ্র যোগের অভিমত অর্থ অর্থাৎ প্রপঞ্চ-সঙ্গ নিবৃত্তিই যোগের ফল। ২৭

প্রপঞ্চের প্রতীতিই ভ্রান্তিমাত্র—; জ্ঞানরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ভ্রান্তিবশতঃ শব্দাদি ধর্ম্মযুক্ত অর্থরূপে অবভাসমান হন, বাস্তবিক পৃথক্ অর্থ মাত্র নাই। ২৮

যেমন এক মহত্তত্ত্ব অহঙ্কাররূপে সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিগুণ স্বরূপ হইয়া পুনর্ব্বার ভূতরূপে পঞ্চপ্রকার এবং ইন্দ্রিয় রূপে একাদশ প্রকার হইয়াছে ও ঐ মহদাদি হইতে স্বরাট অর্থাৎ জীব এবং জীবের শরীর এই ব্রহ্মাণ্ড ও জগৎ প্রকাশমান হইতেছে, তাহার ন্যায় পরব্রহ্মেও এই প্রপঞ্চ অর্থরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ২৯

বিবৃতি—যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান ইচ্ছা করেন বা বৈরাগ্য ইচ্ছা করেন, তাঁহাদেরও ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি করিলে সহজেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, আর যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্য না রাখিয়া ভগবানে ভক্তি করেন, তাঁহারা শ্রীভগবান্‌কেই পাইয়া থাকেন। ২২

এতদ্বৈ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা যোগাভ্যাসেন নিত্যশঃ। সমাহিতাত্মা নিঃসঙ্গো বিরক্তঃ পরিপশ্যতি ॥৩০॥
ইত্যেতৎ কথিতং গুর্ব্বি জ্ঞানং তদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্। যেনাববুধ্যতে তত্ত্বং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ ॥৩১॥
জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ। দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ ॥৩২॥
যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ। একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ ॥৩৩॥
ক্রিয়য়া ক্রতুভির্দানৈস্তপঃস্বাধ্যায়মর্শনৈঃ। আত্মেন্দ্রিয়জয়েনাপি সন্ন্যাসেন চ কর্ম্মণাম্ ॥৩৪॥
যোগেন বিবিধাঙ্গেন ভক্তিযোগেন চৈব হি। ধর্ম্মেণোভয়চিহ্নেন যঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমান্ ॥৩৫॥
আত্মতত্ত্বাববোধেন বৈরাগ্যেণ দৃঢ়েন চ। ঈয়তে ভগবানেভিঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বদৃক্ ॥৩৬॥
প্রাবোচং ভক্তিযোগস্য স্বরূপং তে চতুর্ব্বিধম্। কালস্য চাব্যক্তগতের্যোঽন্তর্দ্ধাবতি জন্তুষু ॥৩৭॥
জীবস্য সংসৃতীর্বহ্বীরবিদ্যাকর্ম্মনির্ম্মিতাঃ। যাস্বঙ্গ প্রবিশন্নাত্মা ন বেদ গতিমাত্মনঃ ॥৩৮॥
নৈতৎ খলায়োপদিশেন্নাবিনীতায় কর্হিচিৎ। ন স্তব্ধায় ন ভিন্নায় নৈব ধর্ম্মধ্বজায় চ ॥৩৯॥
ন লোলুপায়োপদিশেন্ন গৃহারূঢ়চেতসে। নাভক্তায় চ মে জাতু ন মদ্ভক্তদ্বিষামপি ॥৪০॥

যে ব্যক্তির মন সমাহিত, যিনি সঙ্গরহিত ও সংসারে বিরক্ত, তিনি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও যোগাভ্যাস দ্বারা নিত্য ব্রহ্মকেই দেখিতে পান। ৩০

হে মাতঃ! আমি এই ব্রহ্মদর্শনের জ্ঞান কহিলাম, এই জ্ঞান দ্বারাই প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। ৩১

নির্গুণ জ্ঞানযোগ এবং মদ্বিষয়ক ভক্তিরূপ এই উভয়ের ফলেই যদি আমাতে নিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে এই উভয়ের দ্বারা একই প্রয়োজন লাভ হয়। এই দুয়েতেই আমি যে ভগবান্—সেই আমাকে লাভ করিতে পারা যায়। ৩২

যেমন রূপ-রসাদি বহু গুণাশ্রয় দ্রব্যাদি এক বিষয় হইলেও পৃথক্ পৃথক্ মার্গপ্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা নানা প্রকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ৩৩

পূর্ত্তকর্ম্মাদি, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, মীমাংসাকরণ, আত্মা ও ইন্দ্রিয় জয় অর্থাৎ নিষিদ্ধ বর্জ্জন সন্ন্যাস। ৩৪

বিবিধ অঙ্গযুক্ত যোগ, ভক্তিযোগ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পথের সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম, আত্মতত্ত্বজ্ঞান ও দৃঢ় বৈরাগ্যের দ্বারা স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম বা যিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, সেই সর্ব্বদ্রষ্টা ভগবান্ প্রতীয়মান হন। ৩৫-৩৬

হে মাতঃ! ভক্তিযোগের যে চতুর্ব্বিধ স্বরূপ অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ভেদে ত্রিবিধ এবং নির্গুণ-রূপে এক—এই চারিপ্রকার স্বরূপ এবং যে কালের দ্বারা সকল জন্তুর উৎপত্তি ও নিধনাদি হইয়া থাকে অথচ যাহার গতি অব্যক্ত, সেই কালেরও স্বরূপ কহিলাম। ৩৭

জীবের অবিদ্যা কর্ম্মনির্ম্মিত বহুপ্রকার সংসার আছে, হে মাতঃ! তৎসমুদায়ে মন প্রবিষ্ট হইলে আত্মার গতি কখনও অবগত হইতে পারে না। ৩৮

এই বিষয় পর-উদ্বেজক খল এবং অবিনীত অর্থাৎ শিষ্যের উপযুক্ত মর্য্যাদারহিত, অতি গর্ব্ব-শীল দুরাচার ধর্ম্মধ্বজী। ৩৯

লোভী, পুত্র, দারা, ধনাদিতে অত্যাসক্ত, আমাতে ভক্তিহীন, অথবা আমার ভক্তের দ্বেষী, এ সকল ব্যক্তিকে কদাচ কহিবেন না। ৪০

শ্রদ্দধানায় ভক্তায় বিনীতায়ানসূয়বে। ভূতেষু কৃতমৈত্রায় শুশ্রূষাভিরতায় চ ॥৪১॥
বহির্জ্জাতবিরাগায় শান্তচিত্তায় দীয়তে। নির্ম্মৎসরায় শুচয়ে যস্যাহং প্রেয়সাং প্রিয়ঃ ॥৪২॥
য ইদং শৃণুয়াদম্ব শ্রদ্ধয়া পুরুষঃ সকৃৎ। যো বাভিধত্তে মচ্চিত্তঃসহেতি পদবীঞ্চ মে ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
কাপিলেয়ে কর্ম্মবিপাকো নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাশীল, আমার ভক্ত, বিনীত, অসূয়াশূন্য, সর্ব্বপ্রাণীতে কৃতমিত্র, শুশ্রূষারত, বাহ্যবিষয়ে জাতবৈরাগ্য, শান্তচিত্ত, নির্ম্মৎসর এবং শুচি এবং যে যে আমাকে প্রিয় হইতে প্রিয় বোধ করে, তাহাকেই ইহা প্রদান করিবে। ৪১

হে মাতঃ! যে শ্রদ্ধা সহকারে একবার মাত্র ইহা শ্রবণ করে, অথবা যে ব্যক্তি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া ইহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সে নিশ্চয় আমার পদবী অর্থাৎ মদীয় স্থান প্রাপ্ত হয়। ৪২-৪৩

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

এবং নিশম্য কপিলস্য বচো জনিত্রী সা কর্দ্দমস্য দয়িতা কিল দেবহূতিঃ।
বিস্রস্তমোহপটলা তমভিপ্রণম্য তুষ্টাব তত্ত্ববিষয়াঙ্কিতসিদ্ধিভূমিম্ ॥১॥

শ্রীদেবহূতিরুবাচ।

অথাপ্যজোঽন্তঃসলিলে শয়ানং ভূতেন্দ্রিয়ার্থাত্মময়ং বপুস্তে।
গুণপ্রবাহং সদশেষবীজং দধ্যৌ স্বয়ং যজ্জঠরাব্জজাতঃ ॥২॥
স এব বিশ্বস্য ভবান্ বিধত্তে গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্য্যঃ।
সর্গাদ্যনীহোঽবিতথাভিসন্ধিরাত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ ॥৩॥
স ত্বং ভৃতো মে জঠরেণ নাথ কথং নু যস্যোদর এতদাসীৎ।
বিশ্বং যুগান্তে বটপত্র একঃ শেতে স্ম মায়াশিশুরঙ্ঘ্রিপানঃ ॥৪॥
ত্বং দেহতন্ত্রঃ প্রশমায় পাপ্মনাং নিদেশভাজাঞ্চ বিভো বিভূতয়ে।
যথাবতারাস্তব শূকরাদয়স্তথায়মপ্যাত্মপথোপলব্ধয়ে ॥৫॥

দেবহূতির জ্ঞানলাভ

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ভগবান্ কপিলের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার জননী কর্দ্দম-বনিতা দেবহূতির মোহরূপ আবরণ দূরীভূত হইল। তখন তিনি সাংখ্যজ্ঞানপ্রবর্ত্তক ঐ ভগবান্ কপিলকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১

শ্রীদেবহূতি কহিলেন—হে ভগবন্! তোমার এই ব্যক্ত বপু ভূত, ইন্দ্রিয়, আত্মা ও মন এই সকলে ব্যাপ্ত, ইহা অশেষ কার্য্যের বীজ, ইহাতে সকল গুণের প্রবাহ বর্ত্তমান—অজ ব্রহ্মা তোমার নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া তোমার সলিলমধ্যশায়ী এই বপুকেই চিন্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা দেখিতে পান নাই। ২

বিভো! তুমি স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়াও গুণ-প্রবাহরূপে আপনার শক্তি বিভাগ করিয়া—এই বিশ্বের স্পর্শ, স্থিতি ও লয় বিধান করিয়া থাক। তুমি সত্যসঙ্কল্প ও জীবসকলের ঈশ্বর, জীবগণের ভোগের নিমিত্তই এইরূপ বিধান কর, হে বিভো! তুমি এক হইলেও তোমা হইতে বিচিত্র—ভোগবিহিত হওয়া অসম্ভব নহে, যে হেতু তোমার সহস্র শক্তি অতর্ক্য। ৩

প্রলয়কালে এই বিশ্ব তুমি তোমার উদরে ধারণ করিয়াছিলে, অতএব সেই তোমাকে আমি যে কি প্রকারে জঠরে ধারণ করিয়াছিলাম, ইহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। তোমার শিশুত্বও আশ্চর্য্য মায়া অর্থাৎ শক্তিপ্রধান ও অতর্ক্য, তুমি আপন পদাঙ্গুষ্ঠ পান করিতে করিতে একাকী বটপত্রে শয়ান দিলে। ৪

বরাহাদি অবতার যেমন তোমার ইচ্ছা বশতঃ হইয়া থাকে, তেমনই তুমি দুষ্টদিগের দমন ও আজ্ঞাবর্ত্তী লোকদিগের বিভূতি ও জ্ঞানমার্গ পরি-দর্শন করাইবার জন্য স্বেচ্ছায় এই মূর্ত্তি স্বীকার করিয়াছ। ৫

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥৬॥
অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥৭॥
তং ত্বামহং ব্রহ্ম পরং পুমাংসং প্রত্যক্‌স্রোতস্যাত্মনি সংবিভাব্যম্।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহং বন্দে বিষ্ণুং কপিলং বেদগর্ভম্ ॥৮॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ঈড়িতো ভগবানেবং কপিলাখ্যঃ পরঃ পুমান্। বাচাবিক্লবয়েত্যাহ মাতরং মাতৃবৎসলঃ ॥৯॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মার্গেণানেন মাতস্তে সুসেব্যেনোদিতেন মে। আস্থিতেন পরাং কাষ্ঠামচিরাদবরোৎস্যসি ॥১০॥
শ্রদ্ধৎস্বৈতন্মতং মহ্যং জুষ্টং যদ্‌ব্রহ্মবাদিভিঃ। যেন মামভয়ং যায়া মৃত্যুমৃচ্ছন্ত্যতদ্বিদঃ ॥১১॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি প্রদর্শ্য ভগবান্‌সতীমাত্মনো গতিম্। স্বমাত্রা ব্রহ্মবাদিন্যা কপিলোঽনুমতো যযৌ ॥১২॥
সা চাপি তনয়োক্তেন যোগাদেশেন যোগযুক্। তস্মিন্নাশ্রম আপীড়ে সরস্বত্যাঃ সমাহিতা ॥১৩॥

হে ভগবন্! যদি কুকুরমাংসভোজী চণ্ডালও তোমার নাম ধ্যান, শ্রবণ ও কীর্ত্তন করে কিম্বা তোমাকে নমস্কার করে অথবা তোমাকে স্মরণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ শুচি হইয়া সোমযাগের যোগ্যতা লাভ করে—তোমার দর্শনে যে পবিত্র হইবে, এ কথা কি আর বলিতে হয়? ৬

যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে শ্বপচ হইলেও এই কারণেই জগৎপূজ্য হইয়া থাকে। যাঁহারা তোমার নাম লন, তাঁহারাই যথার্থ তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ অগ্নিতে হোম করিয়াছেন, তাঁহারাই তীর্থে স্নান করিয়াছেন, তাঁহারাই সত্য সদাচারী, তাঁহারাই সার্থক বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। ৭

তুমিই পরম ব্রহ্ম, তুমিই পরম পুরুষ, তুমিই প্রত্যাহৃত মনে চিন্তনীয়, তোমারই তেজে গুণপ্রবাহের বিনাশ হয়, প্রলয়কালে তোমারই গর্ভে বেদসকল নিহিত ছিল, তুমিই কপিল নামক বিষ্ণু, অতএব আমি তোমাকেই বন্দনা করি। ৮

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—পরমপুরুষ ভগবান্ কপিল এই প্রকারে স্তুত হইয়া মাতৃবৎসলত্বহেতু গদ্‌গদবচনে মাতাকে কহিলেন। ৯

শ্রীভগবান্ কহিলেন—মা! আমি এই যে উপদেশ করিলাম, ইহা আপনার সুখসেব্য; আপনি ইহার অনুষ্ঠান করুন, ইহার দ্বারা অচিরেই আপনি জীবমুক্তি প্রাপ্ত হইবেন। ১০

মাতঃ! ব্রহ্মবাদী মুনিগণ আমার এই মতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আপনিই ইহাতে শ্রদ্ধা করুন, ইহাতেই যথার্থ অভয়স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইবেন। যাহারা ইহা অবগত নহে, তাহারাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১১

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ভগবান্ কপিল এইরূপে স্বীয় কমনীয় মার্গপ্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মবাদিনী মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। দেবহুতিও তনয়োক্ত যোগপথ দ্বারা যোগযুক্তা হইয়া সরস্বতীর পুষ্পমুকুটসদৃশ আশ্রমেই সমাধি অভ্যাস করিতে লাগিলেন। ১-১৩

অভীক্ষ্ণাবগাহকপিশান্ জটিলান্ কুটিলালকান্। আত্মানঞ্চোগ্রতপসা বিভ্রতী চীরিণং কৃশম্॥১৪॥
প্রজাপতেঃ কর্দ্দমস্য তপোযোগবিজৃম্ভিতম্। স্বগার্হস্থ্যমনৌপম্যং প্রার্থ্যং বৈমানিকৈরপি ॥১৫॥
পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ। আসনানি চ হৈমানি সুস্পর্শাস্তরণানি চ ॥১৬॥
স্বচ্ছস্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ। রত্নপ্রদীপা আভান্তি ললনা রত্নসংযুতাঃ ॥১৭॥
গৃহোদ্যানং কুসুমিতৈ রম্যং বহ্বমরদ্রুমৈঃ। কূজদ্বিহঙ্গমিথুনং গায়ন্মত্তমধুব্রতম্ ॥১৮॥
যত্র প্রবিষ্টমাত্মানং বিবুধানুচরা জগুঃ। বাপ্যামুৎপলগন্ধিন্যাং কর্দ্দমেনোপলালিতম্ ॥১৯॥
হিত্বা তদীপ্সিততমমপ্যাখণ্ডলযোষিতাম্। কিঞ্চিচ্চকার বদনং পুত্রবিশ্লেষণাতুরা ॥২০॥
বনং প্রব্রজিতে পত্যাবপত্যবিরহাতুরা। জ্ঞাততত্ত্বাপ্যভূন্নষ্টে বৎসে গৌরিব বৎসলা ॥২১॥
তমেব ধ্যায়তী দেবমপত্যং কপিলং হরিম্। বভূবাচিরতো বৎস নিঃস্পৃহা তাদৃশে গৃহে ॥২২॥
ধ্যায়তী ভগবদ্রূপং যদাহ ধ্যানগোচরম্। সুতঃ প্রসন্নবদনঃ সমস্তব্যস্তচিন্তয়া ॥২৩॥

তিন সন্ধ্যা অবগাহন করাতে তাঁহার কুঞ্চিত কেশ জটিল এবং এবং বর্ণ কপিল হইল এবং উগ্র তপস্যায় তাঁহার চিরধারী দেহ অতিশয় কৃশ হইতে হইতে লাগিল। ১৪

প্রজাপতি কর্দ্দমের স্বীয় গার্হস্থ্যাশ্রম তাঁহার তপোযোগে বৃদ্ধিশীল হওয়াতে এরূপ অনুপম হইয়াছিল যে, বিমানচারিগণও তাহা প্রার্থনা করিত। ১৭

তাঁহার গৃহের শয্যাসকল দুগ্ধফেনায়িত শুভ্র, মঞ্চসকল হস্তিদন্তনির্ম্মিত, তাহার উপরে আবার স্বর্ণময় পরিচ্ছদে সজ্জিত আর আসন সকল সুবর্ণ-নির্ম্মিত, তাহাতে আবার সুখস্পর্শ আস্তরণ বিস্তৃত থাকিত। ১৬

গৃহের ভিত্তিসকল নির্ম্মল স্ফটিক ও মরকত-মণিতে খচিত ছিল, তন্মধ্যে রত্নময় প্রদীপ জ্বলিত এবং তত্রস্থ ললনাসকল নানা প্রকার রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত থাকিত। ১৭

তাঁহার গৃহের নিকটবর্ত্তী উদ্যানে নানাবিধ কুসুম শোভিত এবং অমরদ্রুমে মনোহর; তাহাতে বিহঙ্গ-মিথুন মনোহর কূজন ও মত্তমধুকর সুমধুর স্বরে গান করিত। ১৮

দেবহূতি উদ্যানস্থ উৎপলগন্ধবাসিত সরোবরে যখন প্রবেশ করিতেন, তখন দেবানুচর গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার যশ গান করিত এবং তাঁহার স্বামী কর্দ্দম সর্ব্ব-দাই তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ১৯

ঐ গার্হস্থ্য ইন্দ্র যোষিতগণেরও প্রার্থনীয় ছিল, কিন্তু দেবহূতি অনায়াসেই তাহা পরিত্যাগ করিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার ক্ষোভমাত্র হইল না; কেবল পুত্র-বিচ্ছেদের জন্য আতুর হওয়াতে তাঁহার বদন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইল। ২০

একে ত' তাঁহার পতি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে আবার সেই সময় অপত্যবিরহ উপস্থিত হইল। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও পুত্রবিরহে বৎসহারা ধেনুর ন্যায় কাতরা হইয়াছিলেন। ২১

বৎস! দেবহূতি আপনার তনয় সেই ভগবান্ কপিলের ধ্যানে আসক্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি অচিরে তাদৃশ গৃহেও নিস্পৃহা হইয়াছিলেন। ২২

প্রসন্নবদন কপিল, ভগবানের ধ্যানগোচর রূপের বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, দেবহূতি তাহা সমস্ত ও ব্যস্তভাবে চিন্তা করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। ২৩

ভক্তিপ্রবাহযোগেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা। যুক্তানুষ্ঠানজাতেন জ্ঞানেন ব্রহ্মহেতুনা ॥২৪॥
বিশুদ্ধেন তদাত্মানমাত্মনা বিশ্বতোমুখম্। স্বানুভূত্যা তিরোভূত-মায়াগুণবিশেষণম্ ॥২৫॥
ব্রহ্মণ্যবস্থিতমতির্ভগবত্যাত্মসংশ্রয়ে ॥২৬॥
নিবৃত্তজীবাপত্তিত্বাৎক্ষীণক্লেশাপ্তনির্ব্বৃতিঃ। নিত্যারূঢ়সমাধিত্বাৎ পরাবৃত্তগুণভ্রমা।
ন সস্মার তদাত্মানং স্বপ্নে দৃষ্টমিবোত্থিতঃ ॥২৭॥
তদ্দেহঃ পরতঃপোষোঽপ্যকৃশশ্চাধ্যসম্ভবাৎ। বভৌ মলৈরবচ্ছন্নঃ সধূম ইব পাবকঃ ॥২৮॥
স্বাঙ্গং তপোযোগময়ং মুক্তকেশং গতাম্বরম্। দৈবগুপ্তং ন বুবুধে বাসুদেবপ্রবিষ্টধীঃ ॥২৯॥
এবং সা কাপিলোক্তেন মার্গেণাচিরতঃ পরম্। আত্মানং ব্রহ্ম নির্ব্বাণং ভগবন্তং তমাপ হ ॥৩০॥
তদ্বীরাসীৎ পুণ্যতমং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। নাম্না সিদ্ধপদং যত্র সা সংসিদ্ধিমুপেয়ুষী ॥৩১॥
তস্যাস্তদ্‌যোগবিধূত-মার্ত্ত্যং মর্ত্ত্যমভূৎ সরিৎ। স্রোতসাং প্রবরা সৌম্য সিদ্ধিদা সিদ্ধসেবিতা ॥৩২॥
কপিলোঽপি মহাযোগী ভগবান্ পিতুরাশ্রমাৎ।
মাতরং সমনুজ্ঞাপ্য প্রাগুদীচীং দিশং যযৌ ॥৩৩॥

তিনি ভক্তিপ্রবাহযোগপ্রবণ বৈরাগ্য, পরিমিত আহার বিহারাদির অনুষ্ঠান, এবং ব্রহ্মত্বোৎপাদক জ্ঞান—এই সকল দ্বারা বিশুদ্ধ মনে যাঁহার মায়াকৃত পরিচ্ছেদ স্বরূপ প্রকাশ দ্বারা তিরোহিত হয়, সর্ব্বগত সেই আত্মার ধ্যান করিতে লাগিলেন। ২৪-২৫

বৎস! ঐ দ্বিবিধ ধ্যান দ্বারাই জীবগণের আশ্রয়-স্বরূপ ভগবান্ ব্রহ্মে দেবহূতির বুদ্ধি অবস্থিতা হইল। ২৬

তন্নিবন্ধন তাঁহার জীবভাব নিবৃত্ত হওয়াতে তাঁহার ক্লেশ মোচন ও নির্ব্বৃতি লাভ হইল। যেমন স্বপ্নোত্থিত পুরুষের স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের স্মৃতি হয় না, তেমনই তাঁহার সেইরূপ স্বীয় দেহের স্মরণ হইল না। ২৭

কিন্তু তাঁহার দেহ পতি কর্দ্দমসৃষ্ট বিদ্যাধরীগণ কর্ত্তৃক পোষিত হইতে লাগিল, মনোগ্লানি না থাকাতে তাহা অকৃশই রহিল, অতএব মল দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়াতে তাহা সধূম পাবকের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। ২৮

তাঁহার তপস্যা ও যোগযুক্ত অঙ্গ কখনও মুক্ত-কেশ অথবা বিগতবসন হইলেও ভগবান্ বাসুদেবে তাঁহার চিত্ত নিয়ত সংলগ্ন থাকাতে তাহা তিনি জানিতেও পারিতেন না, ফলে তাঁহার শরীর আরব্ধ কর্ম্মেতেই রক্ষিত হইতে লাগিল। ২৯

দেবহূতি এইরূপে কপিলোক্ত মার্গ দ্বারা অচিরেই নিত্যমুক্ত আত্মস্বরূপ সেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইলেন। ৩০

তিনি যে স্থানে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, সে স্থান "সিদ্ধ-পদ" নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত পুণ্যতম ক্ষেত্র হই-য়াছে। ৩১

তাঁহার শরীরের যে ধাতুমল যোগ দ্বারা বিলীন হয়, তাহা নদী হইয়া রহিয়াছে;—হে সৌম্য! ঐ নদী সকল স্রোতস্বতীর শ্রেষ্ঠা ও সিদ্ধিদায়িনী, সিদ্ধগণ সর্ব্বদা তাহার বিশুদ্ধ সলিল সেবা করিয়া থাকেন। ৩২

বিদুর! মহাযোগী কপিল মাতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পিতার আশ্রম হইতে প্রথমতঃ উত্তরদিকে গমন করিয়াছিলেন। ৩৩

সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈর্ম্মুনিভিশ্চাপ্সরোগণৈঃ। স্তূয়মানঃ সমুদ্রেণ দত্তার্হণনিকেতনঃ ॥৩৪॥
আস্তে যোগং সমাস্থায় সাংখ্যাচার্য্যৈরভিষ্টুতঃ। ত্রয়াণামপি লোকানামুপশান্ত্যৈ সমাহিতঃ ॥৩৫॥
এতন্নিগদিতং তাত যৎ পৃষ্টোঽহং তবানঘ। কপিলস্য চ সংবাদো দেবহূতেশ্চ পাবনঃ ॥৩৬॥
য ইদমনুশৃণোতি যোঽভিধত্তে কপিলমুনের্মতমাত্মযোগগুহ্যম্।
ভগবতি কৃতধীঃ সুপর্ণকেতাবুপলভতে ভগবৎপদারবিন্দম্ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
কপিলোপাখ্যানং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

তাঁহার গমনসময়ে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, মুনি এবং অপ্সরাগণ স্তব করিয়াছিলেন এবং সমুদ্র তাঁহাকে অর্ঘ্য ও বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন। ৩৪

তিনি এ পর্য্যন্ত ত্রিলোকীর উপশমার্থ যোগ অবলম্বন করিয়া সমাহিত হইয়া আছেন, অদ্যাপি সাংখ্যাচার্য্যগণ তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন। ৩৫

বৎস! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা এই কহিলাম, হে অনঘ! কপিল এবং দেবহূতির এই সম্বন্ধ অতিশয় পবিত্র। ৩৬

যে ব্যক্তি মুনিবর কপিলের এই মত শ্রবণ অথবা পাঠ করেন, ভগবান্ গরুড়ধ্বজে তাঁহার মতি স্থিরা থাকে, এবং তিনি অন্তিমকালে ভগবানের চরণারবিন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ৩৭

ইতি তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

তৃতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত।

চতুর্থস্কন্ধঃ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

মনোস্তু শতরূপায়াং তিস্রঃ কন্যাশ্চ জজ্ঞিরে। আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি বিশ্রুতাঃ ॥১॥
আকূতিং রুচয়ে প্রাদাদপি ভ্রাতৃমতীং নৃপঃ। পুত্রিকাধর্ম্মমাশ্রিত্য শতরূপানুমোদিতঃ ॥২॥
প্রজাপতিঃ স ভগবান্ রুচিস্তস্যামজীজনৎ। মিথুনং ব্রহ্মবর্চস্বী পরমেণ সমাধিনা ॥৩॥
যস্তয়োঃ পুরুষঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্যজ্ঞস্বরূপধৃক্। যা স্ত্রী সা দক্ষিণা ভূতেরংশভূতাঽনপায়িনী ॥৪॥
আনিন্যে স্বগৃহং পুত্র্যাঃ পুত্রং বিততরোচিষম্। স্বায়ম্ভুবো মুদা যুক্তো রুচির্জগ্রাহ দক্ষিণাম্ ॥৫॥
তাং কাময়ানাং ভগবানুবাহ যজুষাং পতিঃ। তুষ্টায়াং তোষমাপন্নোঽজনয়দ্দ্বাদশাত্মজান্ ॥৬॥

মনুকন্যাগণের বংশ

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—মনুর শতরূপা নাম্নী ভার্য্যাতে তিনটি কন্যা উৎপন্ন হয়। তাঁহারা ক্রমে আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে বিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার দুইটি পুত্রও ছিল। ১

মনু স্বীয় পত্নী শতরূপার সম্মতিক্রমে ভ্রাতৃমতী জ্যেষ্ঠা কন্যা আকূতিকে পুত্রিকা-ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজাপতি রুচির হস্তে সমর্পণ করিলেন। ২

ভবদীয় জামাতা প্রজাপতি রুচি ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ছিলেন, আকূতিকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা উৎপাদন করিলেন। ৩

ঐ দুই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু যজ্ঞরূপ ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর যিনি স্ত্রী, তাঁহার নাম দক্ষিণা, তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীর অংশস্বরূপা এবং সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলকারিণী। ৪

বৎস বিদুর! মনুর এই ব্যাপারে আর আনন্দের সীমা থাকিল না; তিনি সেই বিষ্ণুস্বরূপ যজ্ঞপুরুষকে স্বীয় ভবনে লইয়া আসিলেন এবং প্রজাপতি রুচি দক্ষিণাকে নিজের নিকট রাখিলেন। ৫

কিছুকাল অতীত হইলে দক্ষিণা যজ্ঞ-পুরুষকেই বিবাহ করিতে অভিলাষ করিলে, ভগবান্ যজ্ঞ তাঁহাকেই বিবাহ করিলেন এবং সন্তুষ্টা সেই পত্নীর প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহার গর্ভে দ্বাদশটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। ৬

বিবৃতি—পুত্র না থাকিলে কন্যাকে জামাতার হস্তে সম্প্রদানের সময় যদি এইরূপ প্রতিশ্রুতি করাইয়া দেওয়া যায় যে 'এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে পুত্র আমার' তবে সেই কন্যাকে "পুত্রিকা" বলা হইয়া থাকে। অপুত্রক ব্যক্তিরই এইরূপে কন্যাকে পুত্রিকা করিবার বিধান আছে, কিন্তু মনুর পুত্র থাকিলেও জ্যেষ্ঠা কন্যাকে এইরূপে পুত্রিকা করিলেন। ২

তোষঃ প্রতোষঃ সন্তোষো ভদ্রঃ শান্তিরিড়স্পতিঃ।
ইধ্মঃ কবির্বিভুঃ স্বাহ্নঃ সুদেবো রোচনো দ্বিষট্ ॥৭॥
তুষিতা নাম তে দেবা আসন্ স্বায়ম্ভুবান্তরে। মরীচিমিশ্রা ঋষয়ো যজ্ঞঃ সুরগণেশ্বরঃ ॥৮॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনুপুত্রৌ মহৌজসৌ। তৎপুত্রপৌত্রনপ্তৄণামনুবৃত্তং তদন্তরম্ ॥৯॥
দেবহূতিমদাৎ তাত কর্দ্দমায়াত্মজাং মনুঃ। তৎসম্বন্ধি শ্রুতপ্রায়ং ভবতা গদতো মম ॥১০॥
দক্ষায় ব্রহ্মপুত্রায় প্রসূতিং ভগবান্ মনুঃ। প্রাযচ্ছদ্যৎকৃতঃ সর্গস্ত্রিলোক্যাং বিততোমহান্ ॥১১॥
যাঃ কর্দ্দমসুতাঃ প্রোক্তা নব ব্রহ্মর্ষিপত্নয়ঃ। তাসাং প্রসূতিপ্রসবং প্রোচ্যমানং নিবোধ মে ॥১২॥
পত্নী মরীচেস্তু কলা সুষুবে কর্দ্দমাত্মজা। কশ্যপং পূর্ণিমানঞ্চ যয়োরাপূরিতং জগৎ ॥১৩॥
পূর্ণিমাসূত বিরজং বিশ্বগঞ্চ পরন্তপ। দেবকুল্যাং হরেঃ পাদশৌচাদ্ যাভূৎসরিদ্দিবঃ ॥১৪॥
অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীন্ জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্। দত্তং দুর্ব্বাসসং সোমমাত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্ ॥১৫॥
শ্রীবিদুর উবাচ।
অত্রের্গৃহে সুরশ্রেষ্ঠাঃ স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ। কিঞ্চিচ্চিকীর্ষবো জাতা এতদাখ্যাহি মে গুরো ॥১৬॥

দ্বাদশ পুত্রের নাম—তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বাহ্ন, সুদেব ও রোচন। ৭

প্রজাপতি রুচির এই দ্বাদশটি দৌহিত্রই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত নামে দেবতা হইয়াছিলেন; এই মন্বন্তরে মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি, যজ্ঞপুরুষ ভগবানের অংশ অবতার এবং তিনিই ইন্দ্র হইয়াছিলেন। ৮

প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এই দুই মহাতেজস্বী রাজা মনুর পুত্র, মহাবীর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এই উভয়েই পৃথিবীপালক, ইঁহাদের বংশ জগতে ব্যাপ্ত হইয়া এই মন্বন্তরকে পালন করিয়াছিলেন। ৯

অতঃপর মনু স্বীয় মধ্যমা কন্যা দেবহূতিকে কর্দ্দমের হস্তে সমর্পণ করেন। আমি তাঁহাদের দুই জনের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছি, তাহাতেই তৎসম্বন্ধীয় প্রায় সকল কথাই তোমার শ্রুত হইয়াছে। ১০

মনু স্বীয় কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতিকে প্রজাপতি দক্ষের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন; ঐ প্রসূতির সন্তানসন্ততিগণই এই ত্রিলোকমধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ১১

বৎস বিদুর! প্রজাপতি কর্দ্দমের যে নয়টি কন্যা ব্রহ্মর্ষিগণের পত্নী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রাদির বংশবিস্তার বর্ণন করিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। মরীচির সহিত কর্দ্দমের জ্যেষ্ঠা কন্যা কলার বিবাহ হয়, তাঁহার গর্ভে কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র জন্মে—ইঁহাদের দুই জনের বংশ দ্বারাই এই জগৎ পূর্ণ হইয়াছে। ১২-১৩

ঐ পূর্ণিমার বিরাজ ও বিশ্বগ নামে দুই পুত্র এবং দেবকুল্যা নামে এক কন্যা হয়, এই কন্যাই জন্মান্তরে ভগবান্ হরির পাদশৌচ দ্বারা স্বর্গনদী গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কর্দ্দমের অপর দুহিতা অনসূয়া মহর্ষি অত্রির পত্নী হন, অত্রি তাঁহার গর্ভে, বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার অংশে দত্ত, দুর্ব্বাসা এবং সোম নামে তিনটি মহাযশস্বী সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ১৪-১৫

শ্রীবিদুর কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুস্বরূপ ঐ তিন সুরশ্রেষ্ঠ কি অভিলাষে অত্রির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহা বর্ণনা করুন। ১৬

বিবৃতি—প্রত্যেক মন্বন্তরে এক এক মনু, দেবতা, মনুপুত্র, ইন্দ্র ও ভগবান্ বিষ্ণুর অংশাবতার এই ছয় প্রকার সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রতি মন্বন্তরে ভগবানের যে অংশাবতার আবির্ভূত হন, তিনি মন্বন্তরাবতার নামে বিখ্যাত। ৯

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ব্রহ্মণা চোদিতঃ সৃষ্টাবত্রির্ব্রহ্মবিদাং বরঃ। সহ পত্ন্যা যযাবৃক্ষং কুলাদ্রিং তপসি স্থিতঃ ॥১৭॥

তস্মিন্ প্রসূনস্তবক-পলাশাশোককাননে। বার্ভিঃ স্রবদ্ভিরুদ্‌ঘুষ্টে নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ সমন্ততঃ ॥১৮॥

প্রাণায়ামেন সংযম্য মনো বর্ষশতং মুনিঃ। অতিষ্ঠদেকপাদেন নির্দ্বন্দ্বোঽনিলভোজনঃ ॥১৯॥

শরণং তং প্রপদ্যেঽহং য এব জগদীশ্বরঃ। প্রজামাত্মসমাং মহ্যং প্রযচ্ছত্বিতি চিন্তয়ন্ ॥২০॥

তপ্যমানং ত্রিভুবনং প্রাণায়ামৈধসাগ্নিনা। নির্গতেন মুনের্মূর্দ্ধ্নঃ সমীক্ষ্য প্রভবস্ত্রয়ঃ ॥২১॥

অপ্সরোমুনিগন্ধর্ব্ব-সিদ্ধবিদ্যাধরোরগৈঃ। বিতায়মানযশসস্তদাশ্রমপদং যযুঃ ॥ ২২ ॥

তৎপ্রাদুর্ভাবসংযোগ-বিদ্যোতিতমনা মুনিঃ। উত্তিষ্ঠন্নেকপাদেন দদৃশে বিবুধর্ষভান্ ॥২৩॥

প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমাবুপতস্থেঽর্হণাঞ্জলিঃ। বৃষহংসসুপর্ণস্থান্ স্বৈঃ স্বৈশ্চিহ্নৈশ্চ চিহ্নিতান্।
কৃপাবলোকেন হসদ্বদনেনোপলম্ভিতান্ ॥২৪॥

তদ্রোচিষা প্রতিহতে নিমীল্য মুনিরক্ষিণী। চেতস্তৎপ্রবণং যুঞ্জন্নস্তাবীৎ সংহতাঞ্জলিঃ।
শ্লক্ষ্ণয়া সূক্তয়া বাচা সর্ব্বলোকগরীয়সঃ ॥২৫॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বিদুর ! ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ প্রজাপতি অত্রিকে প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত আদেশ করেন, তাহাতে ঐ প্রজাপতি তপস্যা অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় পত্নী অনসূয়ার সহিত ঋক্ষ নামক কুলাচলে গমন করিলেন। ১৭

সেই পর্ব্বতের এক প্রদেশে যে রমণীয় কানন ছিল, তাহাতে পলাশ ও অশোক বৃক্ষসমূহে স্তবকে স্তবকে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সেই কাননের শোভা বৃদ্ধি করিত এবং তাহার অদূরে নির্ব্বিন্ধ্যা নাম্নী নদীর বারিপতনে সেই স্থান সতত নিনাদিত হইত। ১৮

তিনি প্রাণায়াম দ্বারা মনঃসংযম করিয়া "যিনি জগতের ঈশ্বর, আমি সেই প্রভুর শরণ গ্রহণ করিলাম, সেই প্রভু আমাকে আত্মতুল্য প্রজা প্রদান করুন"—এই চিন্তাপুরঃসর শতবর্ষ একপদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিলেন। ঐ কালমধ্যে তাঁহার শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব জন্য দুঃখানুভব হয় নাই এবং ঐ সময়ে তিনি কেবল বায়ুমাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। ১৯-২০

ঐরূপ তপস্যা করিতে করিতে মুনির মস্তক হইতে একদা জ্বলন্ত অনল বহির্গত হইল এবং তাঁহার প্রাণায়াম দ্বারা ঐ অগ্নি উদ্দীপিত হইতে লাগিল। তাহাতে ত্রিভুবন দহ্যমান দেখিয়া ঐ তিন প্রভু, অর্থাৎ (ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র—)। ২১

অপ্সরা, মুনি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও উরগগণ যেথানে তাঁহার যশোগান করিতেছিলেন, সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ২২

ঐ প্রভুত্রয়ের প্রাদুর্ভাব হইবামাত্র মহর্ষি অত্রির মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ; তিনি পূর্ব্ববৎ একপদেই দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐ দেবশ্রেষ্ঠগণকে দর্শন করিতে থাকিলেন। পরে ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম পুরঃসর অঞ্জলি দ্বারা পুষ্পাদি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র স্বীয় স্বীয় বাহন হংস, গরুড় ও বৃষভে আরূঢ় হইয়া স্বীয় স্বীয় চিহ্ন কমণ্ডলু, চক্র এবং ত্রিশূলে চিহ্নিত ছিলেন ; তাঁহাদের বদনে করুণা ও হাস্য দেদীপ্যমান থাকায় স্পষ্টই বোধ হইল যে, তাঁহারা প্রসন্ন হইয়াছেন। ২৩-২৪

মহর্ষি অত্রির নয়নযুগল সেই দেবত্রয়ের জ্যোতির দ্বারা প্রতিহত হইলে, তিনি তাহা নিমীলন পূর্ব্বক স্বীয় হৃদয় তাঁহাদের প্রতি সংযুক্ত করিয়া মধুর ও গম্ভীর বচনে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।২৫

শ্রীঅত্রিরুবাচ।

বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু বিভজ্যমানৈর্মায়াগুণৈরনুযুগং বিগৃহীতদেহাঃ।
তে ব্রহ্মবিষ্ণুগিরিশাঃ প্রণতোঽস্ম্যহং বস্তেভ্যঃ ক এব ভবতাং ম ইহোপহূতঃ ॥২৬॥
একো ময়েহ ভগবান্ বিবিধপ্রধানৈশ্চিত্তীকৃতঃ প্রজননায় কথং নু যূয়ম্।
অত্রাগতাস্তনুভৃতাং মনসোঽপি দুরা দ্ব্রূত প্রসীদত মহানিহ বিস্ময়ো মে ॥২৭॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্রয়স্তে বিবুধর্ষভাঃ। প্রত্যাহুঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রহস্য তমৃষিং প্রভো ॥২৮॥

শ্রীদেবদেবা ঊচুঃ।

যথা কৃতস্তে সঙ্কল্পো ভাব্যং তেনৈব নান্যথা। সৎসঙ্কল্পস্য তে ব্রহ্মন্ যদ্বৈ ধ্যায়তি তে বয়ম্ ॥২৯॥

অথাস্মদংশভূতাস্তে আত্মজা লোকবিশ্রুতাঃ।
ভবিতারোঽঙ্গ ভদ্রং তে বিস্রপ্স্যন্তি চ তে যশঃ ॥৩০॥

এবং কামবরং দত্ত্বা প্রতিজগ্মুঃ সুরেশ্বরাঃ। সভাজিতাস্তয়োঃ সম্যগ্দম্পত্যোর্মিষতোস্ততঃ ॥৩১॥

সোমোঽভূদ্ব্রহ্মণোঽংশেন দত্তোবিষ্ণোস্তুযোগবিৎ।
দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করস্যাংশো নিবোধাঙ্গিরসঃ প্রজাঃ ॥৩২॥

শ্রীঅত্রি বলিলেন—হে দেবোত্তমত্রয়! কল্পে কল্পে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় নিমিত্ত মায়ায় গুণ বিভাগ করিয়া আপনারা দেহ ধারণ করিয়া থাকেন; আপনারাই সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র, আমি আপনাদিগকে প্রণাম করি, কিন্তু আমি আপনাদিগের তিন জনের মধ্যে এক জনকে এখানে আহ্বান করিতেছিলাম, সেই এক জন আপনাদের মধ্যে কে? তাহা আপনারাই বলুন। ২৬

কি আশ্চর্য্য! আমি পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌কেই মনোমধ্যে চিন্তা করিতেছিলাম, আপনারা দেহীর মনেরও অগোচর হইয়া কি জন্য তিন জনেই এককালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? প্রসন্ন হইয়া এ বিষয় বলিতে আজ্ঞা হউক, আমি ইহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। ২৭

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, বিদুর! সেই দেবত্রয় মহর্ষি অত্রির এই কথা শুনিয়া সহাস্যবদনে মধুর বচনে ঋষিকে কহিলেন। ২৮

সেই দেবশ্রেষ্ঠগণ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! তুমি যে প্রকার সংকল্প করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম, তাহার কদাচ অন্যথা হইবে না; তুমি এক জনের ধ্যান করিতেছিলে, কিন্তু আমরা তিন জনে আসিয়াই উপস্থিত হইলাম, কারণ, তুমি যে জগদীশ্বরাখ্য তত্ত্বের ধ্যান করিতেছিলে, আমরা এই তিনজনেই সেই একতত্ত্ব। ২৯

হে অত্রি! তোমার মঙ্গল হউক। আমাদের তিন জনের অংশেই তোমার তিন পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই পুত্রগণ ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়া তোমার যশঃ বিস্তার করিবে। ৩০

সেই তিন সুরেশ্বর এই প্রকার অত্রিকে বাঞ্ছানুরূপ বর প্রদান করিয়া তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষকৃত যথাবিধি পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাতেই অন্তর্হিত হইলেন। ৩১

অত্রিপত্নীর গর্ভে ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে যোগবিদ্ দত্ত, এবং রুদ্রের অংশে দুর্ব্বাসা জন্মগ্রহণ করিলেন; অতঃপর অঙ্গিরার সন্তানগণের বিষয় শ্রবণ কর। ৩২

শ্রদ্ধা ত্বঙ্গিরসঃ পত্নী চতস্রোঽসূত কন্যকাঃ। সিনীবালী কুহূ রাকা চতুর্থ্যনুমতিস্তথা ॥৩৩॥
তৎপুত্রাবপরাবাস্তাং খ্যাতৌ স্বারোচিষেঽন্তরে।
উতথ্যো ভগবান্ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মিষ্ঠশ্চ বৃহস্পতিঃ ॥৩৪॥
পুলস্ত্যোঽজনয়ৎ পত্ন্যামগস্ত্যঞ্চ হবির্ভুবি। সোঽন্যজন্মনি দহ্রাগ্নির্বিশ্রবাশ্চ মহাতপাঃ ॥৩৫॥
তস্য যক্ষপতির্দেবঃ কুবেরস্ত্বিলবিলাসুতঃ। রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ তথান্যস্যাং বিভীষণঃ ॥৩৬॥
পুলহস্য গতির্ভার্য্যা ত্রীনসূত সতী সুতান্। কর্ম্মশ্রেষ্ঠং বরীয়াংসং সহিষ্ণুঞ্চ মহামতে ॥৩৭॥
ক্রতোরপি ক্রিয়া ভার্য্যা বালিখিল্যানসূয়ত। ঋষীন্ ষষ্টিসহস্রাণি জ্বলতো ব্রহ্মতেজসা ॥৩৮॥
ঊর্জ্জায়াং জজ্ঞিরে পুত্রা বসিষ্ঠস্য পরন্তপ। চিত্রকেতুপ্রধানাস্তে সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ ॥৩৯॥
চিত্রকেতুঃ সুরোচিশ্চ বিরজা মিত্র এব চ। উল্বণো বসুভৃদ্‌যানো দ্যুমান্ শক্ত্যাদয়োঽপরে ॥৪০॥
চিত্তিস্ত্বথর্ব্বণঃ পত্নী লেভে পুত্রং ধৃতব্রতম্। দধ্যঞ্চমশ্বশিরসং ভৃগোর্বংশং নিবোধ মে ॥৪১॥
ভৃগুঃ খ্যাত্যাং মহাভাগঃ পত্ন্যাং পুত্রানজীজনৎ। ধাতারঞ্চ বিধাতারং শ্রিয়ঞ্চ ভগবৎপরাম্ ॥৪২॥
আয়তিং নিয়তিঞ্চৈব সুতে মেরুস্তয়োরদাৎ। তাভ্যাং তয়োরভবতাং মৃকণ্ডঃ প্রাণ এব চ ॥৪৩॥

অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধা, তিনি সিনী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি নামে চারিটি কন্যা প্রসব করেন। ৩৩

তদ্ভিন্ন তাঁহার দুই পুত্রও উৎপন্ন হইয়াছিল—তাঁহারা স্বারোচিষ মন্বন্তরে বিখ্যাত হন। তাঁহাদের মধ্যে একের নাম উতথ্য, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্—অপরের নাম ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি। ৩৪

ঋষিবর পুলস্ত্যের পত্নী হবির্ভূর গর্ভে অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন, ঐ অগস্ত্যই জন্মান্তরে জঠরাগ্নিরূপে প্রাদুর্ভূত হন,—মহর্ষি পুলস্ত্যের অপর পুত্রের নাম মহাতপস্বী বিশ্রবস্। ৩৫

সেই বিশ্রবসের ইলাবিলা নাম্নী ভার্য্যায় যক্ষপতি কুবের জন্মগ্রহণ করেন এবং অপর স্ত্রীতে অর্থাৎ কেশিনীতে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ উৎপন্ন হন।৩৬

হে মহামতে! পুলহের ভার্য্যার নাম গতি। তিনি তিনটি পুত্র প্রসব করেন, তাঁহাদের নাম কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়স্ ও সহিষ্ণু। ৩৭

ক্রতুর পত্নীর নাম ক্রিয়া। তিনি ব্রহ্মতেজ দ্বারা প্রকাশমান বালখিল্য নামে ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রসব করেন। ৩৮

হে পরন্তপ! বশিষ্ঠের স্ত্রীর নাম ঊর্জ্জা। তিনি চিত্রকেতু প্রমুখ অমলচরিত্র সপ্তর্ষি নামে খ্যাত সাতটি পুত্র প্রসব করেন। ৩৯

ইঁহাদের নাম—চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা, মিত্র, উল্বণ, বসুভৃদ্‌যান এবং দ্যুমান্। বশিষ্ঠের এতদ্ভিন্ন যে পত্নী ছিলেন তাঁহাতে শক্তি, ইত্যাদি অন্যান্য পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ৪০

মহর্ষি অথর্ব্বার পত্নী চিত্তি, তাঁহার গর্ভে দধীচি নামে এক পুত্র জন্মে; তাঁহার অন্য এক নাম অশ্বশিরা। ইনি তপোনিষ্ঠ ছিলেন, অতঃপর ভৃগুর বংশ বলিতেছি শ্রবণ কর। ৪১

মহাভাগ ভৃগু আপনার পত্নী খ্যাতির গর্ভে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং ভগবৎপরায়ণা শ্রীনাম্নী একটি কন্যা উৎপাদন করেন। ৪২

ধাতা ও বিধাতা মেরুর আয়তি ও নিয়তি নামে দুইটি কন্যাকে বিবাহ করেন। ঐ ধাতা ও বিধাতা হইতে মৃকণ্ড ও প্রাণ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ৪৩

মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডস্য প্রাণাদ্বেদশিরা মুনিঃ। কবিশ্চ ভার্গবো যস্য ভগবানুশনা সুতঃ।
সর্ব্বে তে মুনয়ঃ ক্ষত্তর্লোকান্ সর্গৈরভাবয়ন্ ॥৪৪॥
এষ কর্দ্দমদৌহিত্রসন্তানঃ কথিতস্তব। শৃণ্বতঃ শ্রদ্দধানস্য সদ্যঃ পাপহরঃ পরঃ ॥৪৫॥
প্রসূতিং মানবীং দক্ষ উপযেমে হ্যজাত্মজঃ। তস্যাং সসর্জ্জ দুহিতৄঃ ষোড়শামললোচনাঃ ॥৪৬॥
ত্রয়োদশাদাদ্ধর্ম্মায় তথৈকামগ্নয়ে বিভুঃ। পিতৃভ্য একাং যুক্তেভ্যো ভবায়ৈকাং ভবচ্ছিদে ॥৪৭॥
শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়োন্নতিঃ। বুদ্ধির্মেধা তিতিক্ষা হ্রীর্মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য পত্নয়ঃ ॥৪৮॥
শ্রদ্ধাঽসূত ঋতং মৈত্রী প্রসাদমভয়ং দয়া। শান্তিঃ সুখং মুদং তুষ্টিঃ স্ময়ং পুষ্টিরসূয়ত ॥৪৯॥
যোগং ক্রিয়োন্নতির্দর্পমর্থং বুদ্ধিরসূয়ত। মেধা স্মৃতিং তিতিক্ষা তু ক্ষেমং হ্রীঃ প্রশ্রয়ং সুতম্ ॥৫০॥
মূর্ত্তিঃ সর্ব্বগুণোৎপত্তির্নরনারায়ণাবৃষী। যয়োর্জ্জন্মন্যদো বিশ্বমভ্যনন্দৎ সুনির্ব্বৃতম্ ॥৫১॥
মনাংসি ককুভো বাতাঃ প্রসেদুঃ সরিতোঽদ্রয়ঃ। দিব্যবাদ্যন্ত তূর্য্যাণি পেতুঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ॥৫২॥
মুনয়স্তুষ্টুবুস্তুষ্টা জগুর্গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ। নৃত্যন্তি স্ম স্ত্রিয়ো দেব্য আসীৎ পরমমঙ্গলম্ ॥৫৩॥
দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্ব উপতস্থুরভিষ্টবৈঃ ॥৫৪॥

বৎস! ঐ মৃকণ্ডের পুত্র মার্কণ্ডেয় এবং প্রাণের পুত্র বেদশিরা। উক্ত ভৃগুর কবি নামে অন্য এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহারই পুত্র ভগবান্ উশনা। ঐ সকল পুত্র সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই সমস্ত লোক প্রকাশ করিয়াছেন। ৪৪

বিদুর! এই ত প্রজাপতি কর্দ্দমের দৌহিত্রবংশের বৃত্তান্ত তোমার নিকট বলিলাম, বৎস! শ্রদ্ধা সহকারে ইহা শ্রবণ করিলে সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। ৪৫

ব্রহ্মপুত্র দক্ষ মনুকন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে অমললোচনা ষোলটি কন্যা উৎপাদন করেন। ৪৬

দক্ষ ঐ ষোড়শ কন্যার মধ্যে তেরটি ধর্ম্মকে, একটি অগ্নিকে, একটি যাবতীয় পিতৃগণকে এবং অন্য একটি ভগবান্ শঙ্করকে প্রদান করেন। ৪৭

ঐ সকল কন্যার নাম শ্রবণ কর—শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, লজ্জা ও মূর্ত্তি—এই ত্রয়োদশ জন ধর্ম্মের পত্নী। ৪৮

ইঁহাদের মধ্যে—শ্রদ্ধা সত্যকে, মৈত্রী প্রসাদকে, দয়া অভয়কে, শান্তি শমকে, তুষ্টি হর্ষকে, পুষ্টি গর্ব্বকে, ক্রিয়া যোগকে, উন্নতি দর্পকে, বুদ্ধি বীর্য্যকে, মেধা স্মৃতিকে, তিতিক্ষা ক্ষেমকে ও লজ্জা বিনয়কে প্রসব করেন। ৪৯-৫০

বৎস! সর্ব্বগুণোৎপাদিনী মূর্ত্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ নামে দুইজন ঋষি উৎপন্ন হইলেন, ইঁহাদের জন্মসময়ে এই বিশ্বের সুমহৎ (স্বাস্থ্য) ও আনন্দ জন্মিয়াছিল। ৫১

সকল প্রাণীর মন, দিক্, বায়ু, নদী ও পর্ব্বত সকল প্রসন্ন হইয়াছিল; সে সময় স্বর্গে বাদ্য হয় এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকে। ৫২

মুনিগণ সন্তুষ্টচিত্তে স্তব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ আনন্দিত মনে গান এবং দিব্যাঙ্গনাগণ নৃত্য করিয়াছিলেন। তৎকালে সমুদায়ই সুপ্রসন্ন ও পরম মঙ্গলজনক হইয়াছিল। ৫৩

অধিক কি বলিব, ব্রহ্মাদি দেবগণও স্তব দ্বারা ঐ দুই বালকের উপাসনা করিয়াছিলেন। ৫৪

শ্রীদেবা ঊচুঃ।

যো মায়য়া বিরচিতং নিজয়াত্মনীদং খে রূপভেদমিব তৎপ্রতিচক্ষণায়।
এতেন ধর্ম্মসদনে ঋষিমূর্ত্তিনাদ্য প্রাদুশ্চকার পুরুষায় নমঃ পরস্মৈ ॥৫৫॥
সোঽয়ং স্থিতিব্যতিকরোপশমায় সৃষ্টান্ সত্ত্বেন নঃ সুরগণাননুমেয়তত্ত্বঃ।
দৃশ্যাদদভ্রকরুণেন বিলোকনেন যচ্ছ্রীনিকেতমমলং ক্ষিপতারবিন্দম্ ॥৫৬॥

এবং সুরগণৈস্তাত ভগবন্তাবভিষ্টুতৌ। লব্ধাবলোকৈর্যযতুরর্চ্চিতৌ গন্ধমাদনম্ ॥৫৭॥
তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ। ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ ॥৫৮॥
স্বাহাভিমানিনশ্চাগ্নেরাত্মজাংস্ত্রীনজীজনৎ। পাবকং পবমানঞ্চ শুচিঞ্চ হুতভোজনম্ ॥৫৯॥
তেভ্যোঽগ্নয়ঃ সমভবংশ্চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ। ত এবৈকোনপঞ্চাশৎ সাকং পিতৃপিতামহৈঃ ॥৬০॥
বৈতানিকে কর্ম্মণি যন্নামভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ। আগ্নেয্য ইষ্টয়ো যজ্ঞে নিরূপ্যন্তেঽগ্নয়স্তু তে ॥৬১॥
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সৌম্যাঃ পিতর আজ্যপাঃ। সাগ্নয়োঽনগ্নয়স্তেষাং পত্নী দাক্ষায়ণী স্বধা ॥৬২॥

শ্রীদেবগণ বলিলেন—যে আত্মার নিজ মায়া দ্বারা আকাশে রূপভেদ অর্থাৎ গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় এই বিশ্ব বিরচিত হইয়াছে, সেই আত্মার প্রকাশ নিমিত্ত যিনি ধর্ম্মের ভবনে ঋষিরূপে আপনাকে প্রকটিত করিবেন, সেই পরম পুরুষকে নমস্কার করি। ৫৫

সেই এই ভগবান্ লোচন দ্বারা আমাদিগকে অবলোকন করুন, তাঁহার নয়ন কমলার নিকেতন নির্ম্মল কমলকেও তিরস্কৃত করিয়া থাকে। তাঁহার তত্ত্ব আমাদিগের অপরোক্ষ নহে, নানা শাস্ত্রবিচারের দ্বারা তাহা অবগত হইতে হয়। আমরা তাঁহার অনুগ্রহ পাত্র, এই নিমিত্ত এই প্রার্থনা করিতেছি। তিনি এই জগতের নিয়ম-ব্যতিক্রমের উপশমার্থ সত্ত্বগুণ দ্বারা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব তাঁহা হইতেই আমরা দেবতা হইয়াছি। ৫৬

হে তাত! সেই দুই ভগবান্ নর ও নারায়ণ এই প্রকারে সুরগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন। পরে দর্শনলাভে সন্তুষ্ট সেই সকল দেবতার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক দুইজনেই গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রস্থান করেন। ৫৭

বৎস! ভগবান্ হরির সেই দুই অংশ অবনীর ভার হরণার্থ এই দুই কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে একজন যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, অন্য জন পুরুষপ্রবীর অর্জ্জুন। ৫৮

এক্ষণে অবশিষ্ট দক্ষকন্যাত্রয়ের নাম ও বংশ বর্ণন শ্রবণ কর, অগ্নির পত্নীর নাম স্বাহা; তিনি ঐ দেব হইতে পাবক, পবমান ও শুচি নামে হুতভোগী তিনটি পুত্র প্রসব করেন। ৫৯

ঐ পাবকত্রয় হইতে পঞ্চচত্বারিংশ অগ্নি উৎপন্ন হন। তাঁহারা পিতৃ-পিতামহের সহিত একোনপঞ্চাশৎ সংখ্যক হইয়াছেন। ৬০

বৈদিক কর্ম্মে অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদিতে ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা যাঁহাদের নাম দ্বারা অগ্নি সম্বন্ধীয় আহুতি সকল প্রদান করেন, তাঁহারাই এই সকল অগ্নি। ৬১

অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ, সোমপ, আজ্যপ—ইঁহারা পিতৃগণ নামে অভিহিত; ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের অগ্নৌকরণ কর্ম্ম আছে, তাঁহারা সাগ্নি, যাঁহাদের ঐ কর্ম্ম নাই তাঁহারা অনগ্নি—স্বধা এই সকলের পত্নী। ৬২

বিবৃতি—এই সকল অগ্নি লৌকিক অগ্নি নহেন, অতএব তাহাদের সংখ্যার বহুত্বের কোনও অর্থ নাই এরূপ মনে করা উচিত নহে। ৬১

তেভ্যো দধার কন্যে দ্বে বয়ুনাং ধারিণীং স্বধা। উভে তে ব্রহ্মবাদিন্যৌ জ্ঞানবিজ্ঞানপারগে ॥৬৩॥
ভবস্য পত্নী তু সতী ভবং দেবমনুব্রতা। আত্মনঃ সদৃশং পুত্রং ন লেভে গুণশীলতঃ ॥৬৪॥
পিতর্য্যপ্রতিরূপে স্বে ভবায়ানাগসে রুষা। অপ্রৌঢ়ৈবাত্মনাত্মানমজহাদ্‌যোগসংযুতা ॥৬৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
দাক্ষায়ণং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১॥

ইঁহাদের ঔরসে স্বধা দুই কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম ;—বয়ুনা ও ধারিণী ; কিন্তু ঐ দুই কন্যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারগামিনী হইয়া ব্রহ্মবাদিনী হন। জীবন্মুক্ততা প্রযুক্ত তাঁহাদের সন্তান হয় নাই। ৬৩

মহাদেব সতী নাম্নী দক্ষকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি পতিপরায়ণা হইয়াও গুণে শীলে আত্মসদৃশ পুত্রলাভ করিতে পারে নাই।৬৪

কারণ, পিতা দক্ষ বিনা দোষে তাঁহার স্বামী মহাদেবের নিন্দা করাতে তিনি রোষ বশতঃ যৌবনকালেই যোগাবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৬৫

ইতি প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীবিদুর উবাচ।

ভবে শীলবতাং শ্রেষ্ঠে দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ। বিদ্বেষমকরোৎ কস্মাদনাদৃত্যাত্মজাং সতীম্ ॥১॥
কস্তং চরাচরগুরুং নির্বৈরং শান্তবিগ্রহম্। আত্মারামং কথং দ্বেষ্টি জগতো দৈবতং মহৎ ॥২॥
এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ জামাতুঃ শ্বশুরস্য চ। বিদ্বেষস্তু যতঃ প্রাণাংস্তত্যাজ দুস্ত্যজান্ সতী ॥৩॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

পুরা বিশ্বসৃজাং সত্রে সমেতাঃ পরমর্ষয়ঃ তথামরগণাঃ সর্ব্বে সানুগা মুনয়োঽগ্নয়ঃ ॥৪॥
তত্র প্রবিষ্টমৃষয়ো দৃষ্ট্বার্কমিব রোচিষা ভ্রাজমানং বিতিমিরং কুর্ব্বন্তং তং মহৎ সদঃ ॥৫॥
উদতিষ্ঠন্ সদস্যাস্তে স্বধিষ্ণ্যেভ্যঃ সহাগ্নয়ঃ ঋতে বিরিঞ্চাচ্ছর্ব্বাচ্চ তদ্ভাসাক্ষিপ্তচেতসঃ ॥৬॥
সদসস্পতিভির্দক্ষো ভগবান্ সাধু সৎকৃতঃ অজং লোকগুরুং নত্বা নিষসাদ তদাজ্ঞয়া ॥৭॥
প্রাঙ্‌নিষণ্ণং মৃড়ং দৃষ্ট্বা নামৃষ্যৎ তদনাদৃতঃ। উবাচ বামং চক্ষুর্ভ্যামভিবীক্ষ্য দহন্নিব ॥৮॥
শ্রূয়তাং ব্রহ্মর্ষয়ো মে সহদেবাঃ সহাগ্নয়ঃ। সাধূনাং ব্রুবতো বৃত্তং নাজ্ঞানান্ন চ মৎসরাৎ ॥৯॥

শিব ও দক্ষের বিদ্বেষারম্ভ

শ্রীবিদুর কহিলেন ব্রহ্মন্! প্রজাপতি দক্ষ দুহিতৃবৎসল ছিলেন। তবে তিনি কি নিমিত্ত স্বীয় কন্যা সতীকে অনাদর করিয়া শীলবান্‌গণের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ ভবের প্রতি বিদ্বেষ করেন? ১

হে মুনে! মহাদেব ত কাহারও বিদ্বেষযোগ্য নহেন, তিনি চরাচর জগতের গুরু; আত্মাতেই তাঁহার রতি, তদীয় দেহ শান্তিময়, কাহারও সহিত তাঁহার শত্রুতা নাই, তবে দক্ষ তাঁহার বিদ্বেষ করিল কেন? ২

হে ব্রহ্মন্! জামাতার এবং শ্বশুরের যে কারণে পরস্পর দ্বেষ-ভাব হয়, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। শুনিয়াছি, ঐ বিদ্বেষের জন্যই সতী আপনার দুস্ত্যজ প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ৩

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—পূর্ব্বকালে বিশ্বস্রষ্টাদিগের যজ্ঞে দেবগণ, মহর্ষিগণ, সানুচর মুনিগণ ও যাবতীয় অগ্নিগণ মিলিত হইয়াছিলেন। ৪

ঐ সময়ে প্রজাপতি দক্ষ দিবাকরের ন্যায় স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান হইয়া তাঁহাদের সভায় প্রবেশ করিলেন। দক্ষের জ্যোতিতে সেই প্রশস্ত পরিষদ বিগতান্ধকার হইল। ৫

ব্রহ্মা ও শিব ব্যতীত অন্যান্য সভাসদ্‌গণ তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত হইলেন। কারণ, দক্ষের শরীরপ্রভায় তাঁহাদের চিত্ত আক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সভাসদ্‌গণ কর্ত্তৃক ভগবান্ দক্ষ যথোপযুক্তরূপে সৎকৃত হইলে পর তিনি লোকগুরু ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ পুরঃসর আসনে উপবেশন করিলেন। ৬-৭

দক্ষের আসন পরিগ্রহের পূর্ব্বাবধি ভগবান্ শঙ্কর স্বীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন; দক্ষ তাঁহার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিয়া মনে করিলেন, ইনি আমার আদর করিলেন না, এই অনাদর সহ্য করিতে না পারিয়া দুই চক্ষুর্দ্বারা কুটিলভাবে অবলোকন পূর্ব্বক যেন দগ্ধ করিতে করিতে কহিলেন—। ৮

হে ব্রহ্মর্ষিগণ! আমি সাধুদিগের আচরণের কথা বলিব, আপনারা এই সমস্ত দেবতা ও অগ্নির সহিত আমার বচন শ্রবণ করুন। আমি মাৎসর্য্য অথবা অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া কহিব না, যথার্থই কহিব। ৯

অয়ন্তু লোকপালানাং যশোঘ্নো নিরপত্রপঃ। সদ্ভিরাচরিতঃ পন্থা যেন স্তব্ধেন দূষিতঃ ॥১০॥
এষ মে শিষ্যতাং প্রাপ্তো যন্মে দুহিতুরগ্রহীৎ। পাণিং বিপ্রাগ্নিমুখতঃ সাবিত্র্যা ইব সাধুবৎ ॥১১॥
গৃহীত্বা মৃগশাবাক্ষ্যাঃ পাণিং মর্কটলোচনঃ। প্রত্যুত্থানাভিবাদার্হে বাচাপ্যকৃত নোচিতম্ ॥১২॥
লুপ্তক্রিয়ায়াশুচয়ে মানিনে ভিন্নসেতবে। অনিচ্ছন্নপ্যদাং বালাং শূদ্রায়েবোশতীং গিরম্ ॥১৩॥
প্রেতাবাসেষু যো ঘোরৈঃ প্রেতৈর্ভূতগণৈর্বৃতঃ। অটত্যুন্মত্তবন্নগ্নো ব্যুপ্তকেশো হসন্ রুদন্ ॥১৪॥
চিতাভস্মকৃতস্নানঃ প্রেতস্রঙ্ন্স্থিভূষণঃ। শিবাপদেশো হ্যশিবো মত্তো মত্তজনপ্রিয়ঃ।
পতিঃ প্রমথনাথানাং তমোমাত্রাত্মকাত্মনাম্ ॥১৫॥
তস্মা উন্মাদনাথায় নষ্টশৌচায় দুর্হৃদে। দত্তা বত ময়া সাধ্বী চোদিতে পরমেষ্ঠিনা ॥১৬॥
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।
বিনিন্দ্যৈবং স গিরিশমপ্রতীপমবস্থিতম্। দক্ষোঽথাপ উপস্পৃশ্য ক্রুদ্ধঃ শপ্তুং প্রচক্রমে ॥১৭॥
অয়ন্তু দেবযজন ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভির্ভবঃ। সহ ভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ ॥১৮॥

হে সভ্যগণ! এই নির্লজ্জ পাষণ্ড হইতে লোকপালদিগের যশঃ বিনষ্ট হইল, কারণ, এ ব্যক্তি উচিত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া সাধুজনের আচরিত পথ দূষিত করিতেছে। ১০

এ মূঢ় ব্রাহ্মণদিগের এবং অগ্নির সমক্ষে আমার সাবিত্রীতুল্যা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে এ এক প্রকার আমার শিষ্য কিন্তু ইহার আচরণ দেখিলে? ১১

এই মর্কটলোচন আমার মৃগনয়না কন্যার পাণিগ্রহণ করে, ইহাতে আমার প্রতি ইহার প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করা উচিত, কিন্তু এ বাক্য দ্বারাও আমার উচিত সম্মান করিল না। ১২

হায়! আমার কি দুর্দৈব! এ ব্যক্তি লুপ্তক্রিয়, অশুচি, অভিমানী ও মর্য্যাদাজ্ঞানহীন, ইহাকে জামাতা করিতে ইচ্ছা ছিল না, তথাপি শূদ্রকে যেমন বেদবাণী প্রদান করা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মার আদেশে ইহাকে আমি কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি। ১৩

ইহার কর্ম্ম কি জানেন? বিবস্ত্র ও বিকীর্ণকেশ হইয়া ভয়ঙ্কর ভূত-প্রেতগণের সঙ্গে কখন হাস্য, কখনও রোদন করিয়া সর্ব্বদা শ্মশানে শ্মশানে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। অমঙ্গল চিতাভস্ম দ্বারা ইহার স্নান হয়, ইহার গলায় প্রেতের মালা, মৃত নরের অস্থি ইহার অলঙ্কার, ইহার নামমাত্র শিব, বস্তুতঃ এ নিজে অশিব পরন্তু সর্ব্বদাই মাদক সেবনে মত্ত এবং মত্তজনেরাই ইহার প্রিয়পাত্র; অপিচ যাহাদের স্বভাব কেবল তমোরূপ, এ ব্যক্তি তাদৃশ প্রমথনাথদিগের পতি। ১৪-১৫

এ উন্মাদ নামক ভূতগণের অধিনায়ক, এ স্বয়ং সর্ব্বদাই অশুচি ও দুষ্টচিত্ত; হায়, কি পরিতাপের বিষয় যে, আমি কেবল ব্রহ্মার আজ্ঞাপালনার্থই এইরূপ অধম ব্যক্তির হস্তে সতী নাম্নী কন্যাকে সম্প্রদান করিয়াছি। ১৬

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—দেববর গিরীশ দক্ষের কোনও অনিষ্ট করেন নাই, স্থির হইয়া বসিয়া ছিলেন, তথাচ দক্ষ এইরূপ নিন্দা পুরঃসর ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া জলস্পর্শ পূর্ব্বক অভিশাপ প্রদান করিলেন। ১৭

দেবতাদিগের যজন সময়ে এই দেবগণের অধম শিব ইন্দ্র ও উপেন্দ্রাদি দেবগণের সহিত যেন যজ্ঞভাগ না পায়। ১৮

নিষিধ্যমানঃ স সদস্যমুখ্যৈর্দক্ষো গিরিত্রায় বিসৃজ্য শাপম্।
তস্মাদ্বিনিষ্ক্রম্য বিবৃদ্ধমন্যুর্জগাম কৌরব্য নিজং নিকেতনম্ ॥১৯॥
বিজ্ঞায় শাপং গিরিশানুগাগ্রণীর্নন্দীশ্বরো রোষকষায়দূষিতঃ।
দক্ষায় শাপং বিসসর্জ্জ দারুণং যে চান্বমোদংস্তদবাচ্যতাং দ্বিজাঃ ॥২০॥
য এতন্মর্ত্ত্যমুদ্দিশ্য ভগবত্যপ্রতিদ্রুহি। দ্রুহ্যত্যজ্ঞঃ পৃথগ্‌দৃষ্টিস্তত্ত্বতো বিমুখো ভবেৎ ॥২১॥
গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু সক্তো গ্রাম্যসুখেচ্ছয়া। কর্ম্মতন্ত্রং বিতনুতাদ্বেদবাদবিপন্নধীঃ ॥২২॥
বুদ্ধ্যা পরাভিধ্যায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ। স্ত্রীকামঃ সোঽস্ত্বতিতরাং দক্ষো বস্তমুখোঽচিরাৎ ॥২৩॥
বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়াং কর্ম্মময্যামসাবজঃ। সংসরন্ত্বিহ যে চামমনু শর্ব্বাবমানিনম্ ॥২৪॥
গিরঃ শ্রুতায়াঃ পুষ্পিণ্যা মধুগন্ধেন ভূরিণা।
মথ্না চোন্মথিতাত্মানঃ সংমুহ্যন্তু হরদ্বিষঃ ॥২৫॥
সর্ব্বভক্ষা দ্বিজা বৃত্ত্যৈ ধৃতবিদ্যাতপোব্রতাঃ। বিত্তদেহেন্দ্রিয়ারামা যাচকা বিচরন্ত্বিহ ॥২৬॥
তস্যৈবং বদতঃ শাপং শ্রুত্বা দ্বিজকুলায় বৈ। ভৃগুঃ প্রত্যসৃজচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডং দুরত্যয়ম্ ॥২৭॥

হে বিদুর! সেই সভাস্থ প্রধান প্রধান সভ্যগণ নানাপ্রকারে দক্ষকে নিষেধ করিলেও কথা না শুনিয়া শিবকে ঐ প্রকার শাপ দিয়া ক্রোধভরে সে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া নিজ নিকেতনে গমন করিল।১৯

এদিকে গিরীশানুচরগণের প্রধান নন্দীশ্বর শাপের বিষয় অবগত হইলে ক্রোধে তাঁহার নেত্রদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি দক্ষ এবং যে সকল ব্রাহ্মণ ঐ সভায় থাকিয়া দক্ষের বাক্যে অনুমোদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রতিশাপ দিয়া কহিলেন।২০

ভগবান্ ভব কখনও কাহারও অনিষ্ট করেন না, কিন্তু যে মূঢ় এই ভেদদর্শী দক্ষকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া শিবের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার কখনই পরমার্থ সিদ্ধ হইবে না। ২১

বেদে যে সমস্ত অর্থবাদ আছে, সেই অজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধি তাহাতেই বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব সে গ্রাম্য সুখের অভিলাষে কূটধর্ম্মযুক্ত প্রবঞ্চনাদিবহুল গৃহাশ্রমে আসক্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড বিস্তার করুক্।২২

এই দক্ষের বুদ্ধি দেহকে আত্মা বলিয়া ধ্যান করে, তাহাতে এ আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছে, অতএব এ ব্যক্তি পশুর সমান নিতান্ত স্ত্রীকামী হউক, এবং অচিরে ইহার ছাগতুল্য মুখ হউক। ২৩

বস্তুতঃ এই দক্ষের ছাগতুল্য বদন হওয়াই উপযুক্ত। যেহেতু, কর্ম্মময়ী যে অবিদ্যা, এ তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা বোধ করিয়া থাকে; অতএবই এ বস্তুতঃ ছাগ। যে সকল ব্রাহ্মণ এই শিবের অপমানকারক দক্ষের অনুবর্ত্তী হইয়াছে, তাহারাও এই সংসারে জন্মমরণাদি অনুভব করুক। শিববিদ্বেষী ঐ সকল ব্রাহ্মণ কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত হইয়া বেদোক্ত অর্থবাদরূপ পুষ্পের মধুগন্ধে অর্থাৎ মধুগন্ধতুল্য প্রাণে ক্ষোভক প্ররোচনায় ঐ সকল ব্যক্তির বুদ্ধি উন্মথিত হওয়ায় তাহারা সম্যক্ প্রকার মোহ প্রাপ্ত হউক। ২৪-২৫

ঐ সকল ব্রাহ্মণ সর্ব্বভক্ষ হউক, বৃত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ দেহাদি পোষণ নিমিত্ত বিদ্যা, তপস্যা ও ব্রতধারী হউক্ এবং ধনজন দেহ ইন্দ্রিয়েতেই অনুরাগী ও যাচক হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকুক্। ২৬

নন্দী বিপ্রকুলের উপর এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলে ভৃগু ব্রহ্মদণ্ড রূপ দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিশাপ প্রদান করিয়া কহিলেন। ২৭

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ। পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ ॥২৮॥
নষ্টশৌচা মূঢ়ধিয়ো জটাভস্মাস্থিধারিণঃ। বিশন্তু শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈবং সুরাসবম্ ॥২৯॥
ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব যদ্যূয়ং পরিনিন্দথ। সেতুং বিধারণং পুংসামতঃ পাষণ্ডমাশ্রিতাঃ ॥৩০॥
এষ এব হি লোকানাং শিবঃ পন্থাঃ সনাতনঃ। যং পূর্ব্বে চানুসংতস্থুর্যৎ প্রমাণং জনার্দ্দনঃ ॥৩১॥
তদ্‌ব্রহ্ম পরমং শুদ্ধং সতাং বর্ত্ম সনাতনম্। বিগর্হ্য যাত পাষণ্ডং দৈবং বো যত্র ভূতরাট্ ॥৩২॥
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।
তস্যৈবং বদতঃ শাপ ভৃগোঃ স ভগবান্ ভবঃ। নিশ্চক্রাম ততঃ কিঞ্চিদ্বিমনা ইব সানুগঃ ॥৩৩॥
তেঽপি বিশ্বসৃজঃ সত্রং সহস্রং পরিবৎসরান্। সংবিধায় মহেষ্বাস যত্রেজ্য ঋষভো হরিঃ ॥৩৪॥
আপ্লুত্যাবভৃথং যত্র গঙ্গা যমুনয়ান্বিতা। বিরজেনাত্মনা সর্ব্বে স্বং স্বং ধাম যযুস্ততঃ ॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
দক্ষশাপো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ব্রত ধারণ করিবে অথবা যাহারা তাহার অনুযায়ী হইবে, তাহারা সৎ শাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী ও পাষণ্ড হউক। ২৮

যেখানে গৌড়ী পৈষ্টী ও মাধ্বী সুরা এবং তালাদিসম্ভব আসব দেববৎ আদরণীয়—এই সকল নষ্টশৌচ মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিরা জটা ভস্ম ও অস্থিধারী হইয়া তথায় প্রবেশ করুক। ২৯

যেহেতু তোমরা শাস্ত্রের মর্য্যাদারূপ, বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট পুরুষদিগের ধারণকারী বেদসকলের এবং বেদপ্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিতেছ, সেই হেতু তোমাদিগকে পাষণ্ডাশ্রিত হইতে হইবে। ৩০

বেদই লোকদিগের সনাতন মঙ্গলের পথ, পূর্ব্বতন ঋষিগণ এই বেদকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ জনার্দ্দন ইহার প্রমাণ বা মূল। ৩১

তোমরা সেই পরম শুদ্ধ ও সাধুগণের বর্ত্মরূপ সনাতন বেদের নিন্দা করিলে, অতএব যেখানে তামস ভূতদিগের পতি অবস্থিতি করিতেছে, তোমরা সেই স্থানেতে গমন করিয়া সেই পাষণ্ড দেবকে প্রাপ্ত হও। ৩২

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ভৃগু এইরূপ অভিশাপ দিতে আরম্ভ করিলে, মহাদেব পরস্পরের শাপে উভয় পক্ষের বিনাশ বিবেচনা করিয়া যেন কিঞ্চিৎ বিমনস্ক হইয়া নিজ অনুচরগণের সহিত তথা হইতে বহির্গত হইলেন। ৩৩

তদনন্তর সেই বিশ্বসৃট্‌গণ ও যে যে যজ্ঞে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্ হরি পূজিত হইয়াছিলেন, সেই যজ্ঞ সহস্র বৎসর যাবৎ সম্যক্ প্রকারে করিলেন। ৩৪

পরে পবিত্র প্রয়াগে যে স্থানে সরিদ্বরা গঙ্গা যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই স্থানে যজ্ঞস্নান করিয়া নির্ম্মলান্তঃকরণে সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগত হইলেন। ৩৫

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

সদা বিদ্বিষতোরেবং কালো বৈ ধ্রিয়মাণয়োঃ। জামাতুঃ শ্বশুরস্যাপি সুমহানতিচক্রমে ॥১॥
যদাভিষিক্তো দক্ষস্তু ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা। প্রজাপতীনাং সর্ব্বেষামাধিপত্যে স্ময়োঽভবৎ ॥২॥
ইষ্ট্বা স বাজপেয়েন ব্রহ্মিষ্ঠানভিভূয় চ। বৃহস্পতিসবং নাম সমারেভে ক্রতূত্তমম্ ॥৩॥
তস্মিন্ ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ। আসন্ কৃতস্বস্ত্যয়নাস্তৎপত্ন্যশ্চ সভর্তৃকাঃ ॥৪॥
তদুপশ্রুত্য নভসি খেচরাণাং প্রজল্পতাম্। সতী দাক্ষায়ণী দেবী পিতৃযজ্ঞমহোৎসবম্ ॥৫॥
ব্রজন্তীঃ সর্ব্বতো দিগ্ভ্য উপদেববরস্ত্রিয়ঃ। বিমানযানাঃ সপ্রেষ্ঠা নিষ্ককণ্ঠীঃ সুবাসসঃ ॥৬॥
দৃষ্ট্বা স্বনিলয়াভ্যাসে লোলাক্ষীর্মৃষ্টকুণ্ডলাঃ। পতিং ভূতপতিং দেবমৌৎসুক্যাদভ্যভাষত ॥৭॥

শ্রীসত্যুবাচ।

প্রজাপতেস্তে শ্বশুরস্য সাম্প্রতং নির্য্যাপিতো যজ্ঞমহোৎসবঃ কিল।
বয়ঞ্চ তত্রাভিসরাম বাম তে যদ্যর্থিতামী বিবুধা ব্রজন্তি হি ॥৮॥

সতীর দক্ষালয়ে গমনের প্রার্থনা।

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—শ্বশুর দক্ষ এবং জামাতা শিব সতত এই রূপে পরস্পরের বিদ্বেষ করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহাদের অনেক কাল অতিবাহিত হইল। ১

কিছুকাল পরে পরমেষ্ঠী—ব্রহ্মা, দক্ষকে সকল প্রজাপতির আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলে দক্ষের চিত্তে অত্যন্ত গর্ব্বের উদয় হইল। ২

তিনি ঐ গর্ব্ব বশতঃ ব্রহ্মিষ্ঠদিগকে বাজপেয় যজ্ঞের দ্বারা পরাভূত করিয়া—বৃহস্পতি যজ্ঞ নামে উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ৩

সেই যজ্ঞে সমগ্র ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, পিতৃ ও দেবতাদিগের পূজা হইল এবং তাঁহাদের পত্নীগণও স্ব স্ব স্বামীর সহিত যথাযোগ্য পূজা প্রাপ্ত হইলেন। ৪

খেচরগণ আকাশে বিচরণ করিতে করিতে ঐ বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিল; তাহাদিগের মুখে সতী পিতৃ-যজ্ঞ-মহোৎসবের কথা শুনিতে পাইলেন। ৫

তিনি নিজের গৃহ-সমীপেই দেখিতে পাইলেন যে, নানাদিক্ হইতে গন্ধর্ব্ব-মহিলাগণ স্ব স্ব পতিসহ বিমান-যানে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছেন। ৬

সেই বরাঙ্গনাগণের কণ্ঠদেশে পদক, পরিধানে শোভন বসন, কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল, চক্ষু অতিশয় চঞ্চল, তাঁহাদিগকে দেখিয়া সতীর যজ্ঞদর্শনার্থ ঔৎসুক্য জন্মিল, তিনি আপনার পতি ভূতপতি ভগবান্ শিবকে কহিলেন। ৭

শ্রীসতী কহিলেন—নাথ! আপনার শ্বশুর প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে চলুন—আমরা সকলে তথায় গমন করি। বোধ হইতেছে, ঐ যজ্ঞ এখনও শেষ হয় নাই; কেন না, ঐ দেখুন, এই সকল দেবগণ তথায় গমন করিতেছেন। ৮

তস্মিন্ ভগিন্যো মম ভর্তৃভিঃ স্বকৈর্ধ্রুবং গমিষ্যন্তি সুহৃদ্দিদৃক্ষবঃ।
অহঞ্চ তস্মিন্ ভবতাভিকাময়ে সহোপনীতং পরিবর্হমর্হিতুম্ ॥৯॥
তত্র স্বসৃর্মে ননু ভর্তৃসম্মিতা মাতৃস্বসৃঃ ক্লিন্নধিয়ঞ্চ মাতরম্।
দ্রক্ষ্যে চিরোৎকণ্ঠমনা মহর্ষিভিরুন্নীয়মানঞ্চ মৃড়াধ্বরধ্বজম্ ॥১০॥
ত্বয্যেতদাশ্চর্য্যমজাত্মমায়য়া বিনির্ম্মিতং ভাতি গুণত্রয়াত্মকম্।
তথাপ্যহং যোষিদতত্ত্ববিচ্চ তে দীনা দিদৃক্ষে ভব মে ভবক্ষিতিম্ ॥১১॥
পশ্য প্রয়ান্তীরভবান্যযোষিতোঽপ্যলঙ্কৃতাঃ কান্তসখা বরূথশঃ।
যাসাং ব্রজদ্ভিঃ শিতিকণ্ঠ মণ্ডিতং নভো বিমানৈঃ কলহংসপাণ্ডুভিঃ ॥১২॥
কথং সুতায়াঃ পিতৃগেহকৌতুকং নিশম্য দেহঃ সুরবর্য্য নেঙ্গতে।
অনাহূতা অপ্যভিযন্তি সৌহৃদং ভর্ত্তুর্গুরোর্দেহকৃতশ্চ কেতনম্ ॥১৩॥
তন্মে প্রসীদেদমমর্ত্ত্যবাঞ্ছিতং কর্ত্তুং ভবান্ কারুণিকো বতার্হতি।
ত্বয়াত্মনোঽর্দ্ধেঽহমদভ্রচক্ষুষা নিরূপিতা মানুগৃহাণ যাচিতঃ ॥১৪॥

আমার ভগিনীরা স্ব স্ব পতির সহিত নিশ্চয়ই সুহৃজ্জনের দর্শনাভিলাষে সেই যজ্ঞস্থানে গমন করিবেন। ঐ যজ্ঞে পিতা-মাতার প্রদত্ত অলঙ্কারাদি তাঁহারা যেরূপে গ্রহণ করিবেন, আমিও আপনার সহিত সেইরূপ প্রতিগ্রহ স্বীকার করিতে বড়ই ইচ্ছা করিতেছি। ৯

হে শম্ভো! স্নেহময়ী চিরোৎকণ্ঠিতা মাতা, মাতৃস্বসা এবং প্রাণের ভগিনীগণকে তথায় দেখিতে পাইব। তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত বহুদিন হইতেই আমার মন চঞ্চল হইয়াছে; মহর্ষিগণ পিতৃ-যজ্ঞে যে ধ্বজ উত্থিত করিয়াছেন, তাহাও দেখিতে পাইব। ১০

হে অজ! ত্রিগুণস্বরূপ এই আশ্চর্য্য বিশ্ব আপনার আত্মমায়া দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, যদিও আপনার আশ্চর্য্যকর কিছুই নাই সত্য, তথাচ আমি স্ত্রীলোক, ঔৎসুক্যই আমার স্বভাব, বিশেষতঃ আমি আপনার তত্ত্বও জানি না, তাই এত কাতরা হইয়া জন্মভূমি দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১১

হে শিতিকণ্ঠ! আপনি জন্মরহিত, সুতরাং সুহৃদ্বিয়োগ-দুঃখ আপনি কখনও অনুভব করেন নাই, দেখুন, যে রমণীদিগের সহিত প্রজাপতির কোনও সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা পর্য্যন্ত স্ব স্ব পতির সহিত অলঙ্কৃতা হইয়া যূথে যূথে আমার পিতৃযজ্ঞে গমন করিতেছেন। ঐ দেখুন তাঁহাদের কলহংসের তুল্য শুভ্র বিমানশ্রেণী দ্বারা নভোমণ্ডল কি অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়াছে। ১২

হে দেবশ্রেষ্ঠ! পিতৃগৃহে উৎসবের কথা শ্রবণ করিয়া দুহিতার দেহ কেনই বা না উহা দর্শন করিবার জন্য প্রচলিত না হয়? বন্ধু, স্বামী, শ্বশুর ও পিতৃভবনে বিনা আহ্বানেও গমন করা যায়। ১৩

অতএব হে অমর্ত্ত্য! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি দয়ালু, কৃপা পূর্ব্বক আমার এই বাসনা পূর্ণ করুন। আপনি পরম জ্ঞানী হইয়াও আমাকে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন, আমি আপনার কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। ১৪

শ্রীঋষিরুবাচ।

এবং গিরিত্রঃ প্রিয়য়াভিভাষিতঃ প্রত্যভ্যধত্ত প্রহসন্ সুহৃৎপ্রিয়ঃ।
সংস্মারিতো মর্ম্মভিদঃ কুবাগিষূন্ যানাহ কো বিশ্বসৃজাং সমক্ষতঃ ॥১৫॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্বয়োদিতং শোভনমেব শোভনে অনাহুতা অপ্যভিযন্তি বন্ধুষু।
তে যদ্যনুৎপাদিতদোষদৃষ্টয়ো বলীয়সাঽনাত্ম্যমদেন মন্যুনা ॥১৬॥
বিদ্যাতপোবিত্তবপুর্ব্বয়ঃকুলৈঃ সতাং গুণৈঃ ষড়্ভিরসত্তমেতরৈঃ।
স্মৃতৌ হতায়াং ভৃতমানদুর্দ্দৃশঃ স্তব্ধা ন পশ্যন্তি হি ধাম ভূয়সাম্ ॥১৭॥
নৈতাদৃশানাং স্বজনব্যপেক্ষয়া গৃহান্ প্রতীয়াদনবস্থিতাত্মনাম্।
যেঽভ্যাগতান্ বক্রধিয়াভিচক্ষতে আরোপিতভ্রূভিরমর্ষণাক্ষিভিঃ ॥১৮॥
তথারিভির্ন ব্যথতে শিলীমুখৈঃ শেতেঽর্দ্দিতাঙ্গো হৃদয়েন দূয়তা।
স্বানাং যথা বক্রধিয়াং দুরুক্তিভির্দিবানিশং তপ্যতি মর্ম্মতাড়িতঃ ॥১৯॥
ব্যক্তং ত্বমুৎকৃষ্টগতেঃ প্রজাপতেঃ প্রিয়াত্মজানামসি সুভ্রু মে মতা।
তথাপি মানং ন পিতুঃ প্রপৎস্যসে মদাশ্রয়াৎ কঃ পরিতপ্যতে যতঃ ॥২০॥

শ্রীমৈত্রেয় ঋষি কহিলেন,—হে বিদুর! সুহৃদ্বৎসল প্রিয়ার এই প্রার্থনা শুনিয়া শম্ভু হাস্য করিলেন এবং প্রজাপতি দক্ষ বিশ্বস্রষ্টৃগণের সম্মুখে তাঁহার প্রতি যে সবল মর্ম্মভেদী কুবাক্যরূপ বাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন। ১৫

শ্রীভগবান্ মহাদেব কহিলেন—হে শোভনে! যদি দেহাদিতে অহঙ্কার জন্য মদ এবং ক্রোধ দ্বারা বন্ধুগণের দোষদৃষ্টি না জন্মে, তাহা হইলে অনাহূত হইয়াও বন্ধুগৃহে গমন করা যায়, তোমার এই উক্তি যুক্তিসঙ্গত হয়। ১৬

বিদ্যা, তপস্যা, ধন, সুন্দর দেহ, যৌবন ও আভিজাত্য এই ছয়টি সাধু ব্যক্তিদিগেরই গুণ, কিন্তু এই ছয়টিই আবার অসাধু পুরুষদিগের হইলেই দোষ হইয়া উঠে। ঐ সকল গুণের দ্বারা অভিমান বৃদ্ধি হওয়ায় অসাধুগণের বিবেকজ্ঞান লুপ্ত হয়, সুতরাং তাহারা অভিমানদৃপ্ত হইয়া মহজ্জনের তেজ দর্শন করিতে পারে না। ১৭

স্বজন বোধে এইরূপ অসংগতচিত্ত ব্যক্তিগণের গৃহে দৃক্পাত করাও কর্ত্তব্য নহে, ইহারা কুটিল বুদ্ধি বশতঃ অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে ভ্রুকুটিকরাল দৃষ্টিতে ক্রোধভরে নিরীক্ষণ করে। ১৮

কুটিলবুদ্ধি আত্মীয়গণের দুর্ব্বাক্য দ্বারা মর্ম্মবিদ্ধ হইয়া লোকে যেরূপ ব্যথা পায়, শত্রুগণের তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা গাত্র বিদ্ধ হইলেও সেরূপ ব্যথিত হয় না; কারণ, বাণবিদ্ধাদি ব্যক্তিও নিদ্রা-সুখ লাভ করিতে পারে, কিন্তু বাক্য-বাণ দ্বারা ব্যথিতহৃদয় ব্যক্তি দিবানিশি শান্তি লাভ করিতে পারে না। ১৯

হে শোভনে! দক্ষের মর্য্যাদা অতি উৎকৃষ্ট আর তুমিও তাঁহার সকল কন্যা অপেক্ষা আদরের কন্যা, ইহাও আমি জানি; কিন্তু তুমি আমার সম্বন্ধবশতঃ তোমার পিতার নিকট হইতে সম্মান লাভ করিতে পারিবে না; যেহেতু প্রজাপতি ঐ সম্বন্ধ বশতঃই পরিতাপ ভোগ করিতেছেন। ২০

পাপচ্যমানেন হৃদাতুরেন্দ্রিয়ঃ সমৃদ্ধিভিঃ পূরুষবুদ্ধিসাক্ষিণাম্ ।
অকল্য এষামধিরোঢ়ুমঞ্জসা পরং পদং দ্বেষ্টি যথাঽসুরা হরিম্ ॥২১॥
প্রত্যুদ্গমপ্রশ্রয়ণাভিবাদনং বিধীয়তে সাধু মিথঃ সুমধ্যমে ।
প্রাজ্ঞৈঃ পরস্মৈ পুরুষায় চেতসা গুহাশয়ায়ৈব ন দেহমানিনে ॥২২॥
সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে ॥২৩॥
তৎ তে নিরীক্ষ্যো ন পিতাপি দেহকৃদ্দক্ষো মম দ্বিট্ তদনুব্রতাশ্চ যে ।
যো বিশ্বসৃগ্‌যজ্ঞগতং বরোরু মামনাগসং দুর্ব্বচসাঽকরোৎ তিরঃ ॥২৪॥
যদি ব্রজিষ্যস্যতিহায় মদ্বচো ভদ্রং ভবত্যা ন ততো ভবিষ্যতি ।
সম্ভাবিতস্য স্বজনাৎ পরাভবো যদা স সদ্যো মরণায় কল্পতে ॥২৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে উমারুদ্রসংবাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

নিরহঙ্কার পুরুষগণের পুণ্যকীর্ত্তি প্রভৃতি দর্শন করিয়া যাহাদের হৃদয় ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ ও ইন্দ্রিয় প্রায় বিবশ হয়, তাহারা অসুরগণ যেমন শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যলাভে অসমর্থ হইয়া কেবল শ্রীহরির দ্বেষই করিয়া থাকে, তদ্রূপ অপরের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে। ২১

হে সুমধ্যমে! লোকে পরস্পর যে প্রত্যুত্থান, বিনয় ও অভিবাদন করিয়া থাকে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ঐ সকল ব্যবহারই সুচারুরূপে অন্য প্রকারে নির্ব্বাহ করেন, কারণ, তাঁহারা সর্ব্বান্তর্য্যামী পরম পুরুষ ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি অন্তঃকরণ দ্বারা তাহা করিয়া থাকেন, দেহাভিমানী পুরুষের প্রতি করেন না। ২২

অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ বা শুদ্ধ সত্ত্বই বসুদেব শব্দের দ্বারা উক্ত হয়; কারণ, আচরণশূন্য বা নির্ম্মল পুরুষ সেই সত্ত্বে প্রকাশিত হন বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ এবং ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত পুরুষ—আমি সেই ভগবান্‌কে মন দ্বারা সতত অর্চ্চনা পূর্ব্বক নমস্কার করি। ২৩

হে বরাঙ্গনে! দক্ষ তোমার দেহের জন্মদাতা পিতা হইলেও তিনি আমার শত্রুতা করিয়া থাকেন, অতএব তিনি বা তাঁহার অনুগামী লোকদিগের মুখাবলোকন করা তোমার উচিত নহে; তিনি বিশ্বস্রষ্টাদিগের যজ্ঞে আমাকে বিনা অপরাধে বিবিধ দুর্ব্বাক্য দ্বারা তিরস্কার করিয়াছিলেন। ২৪

যদি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া তথায় গমন কর, তাহা হইলে কখনই তোমার মঙ্গল হইবে না। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির স্বজনসন্নিধানে পরাভব সদ্যই মরণের নিমিত্তই কল্পিত হয়। ২৫

বিবৃতি—সত্ত্ব শব্দে অন্তঃকরণ বা শুদ্ধ-সত্ত্ব গুণ বিশুদ্ধ অর্থে—চিচ্ছক্তিবৃত্তিময় অপ্রাকৃত। চিচ্ছক্তিময় অপ্রাকৃত সত্ত্বই ভগবানের জনক বসুদেব নামে কথিত, যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রকাশিত হন, তিনিই বাসুদেব। ২৩

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

এতাবদুক্ত্বা বিররাম শঙ্করঃ পত্ন্যঙ্গনাশং হ্যুভয়ত্র চিন্তয়ন্‌।
সুহৃদ্দিদৃক্ষুঃ পরিশঙ্কিতা ভবান্নিষ্ক্রামতী নির্বিশতী দ্বিধাস সা ॥১॥
সুহৃদ্দিদৃক্ষাপ্রতিঘাতদুর্ম্মনাঃ স্নেহাদ্রুদত্যশ্রুকলাতিবিহ্বলা।
ভবং ভবান্যপ্রতিপূরুষং রুষা প্রধক্ষ্যতীবৈক্ষত জাতবেপথুঃ ॥২॥
ততো বিনিশ্বস্য সতী বিহায় তং শোকেন রোষেণ চ দূয়তা হৃদা।
পিত্রোরগাৎ স্ত্রৈণ্যবিমূঢ়ধীর্গৃহান্‌ প্রেম্নাত্মনো যোঽর্দ্ধমদাৎ সতাং প্রিয়ঃ ॥৩॥
তামন্বগচ্ছন্‌ দ্রুতবিক্রমাং সতীমেকাং ত্রিনেত্রানুচরাঃ সহস্রশঃ।
সপার্ষদযক্ষা মণিমন্মদাদয়ঃ পুরোবৃষেন্দ্রাস্তরসা গতব্যথাঃ ॥৪॥
তাং সারিকাকন্দুকদর্পণাম্বুজৈঃ শ্বেতাতপত্রব্যজনস্রগাদিভিঃ।
গীতায়নৈর্দুন্দুভিশঙ্খবেণুভির্বৃষেন্দ্রমারোপ্য বিটঙ্কিতা যযুঃ ॥৫॥

সতীর দেহত্যাগ

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর! মহাদেব এই কথা বলিয়া "গমনে অনুমতি করি আর নিবারণই করি, পত্নীর অঙ্গনাশ অবশ্যম্ভাবী" এই কথা চিন্তা করিয়া নীরব হইলেন। এদিকে সতীও পিত্রাদি সুহৃদ্‌গণের দর্শনবাসনায় শিবের ভয়ে একবার গৃহ হইতে নির্গত হন, আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন—এইরূপ দোদুল্যমান অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১

ক্রমে বন্ধুজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রবল ইচ্ছায় ব্যাঘাত ঘটায় সতীর মন বড়ই বিমর্ষ হইয়া উঠিল, তিনি বন্ধুবর্গের প্রতি প্রেমাতিশয্য বশতঃ রোদন করিতে করিতে অশ্রুধারায় ব্যাকুল হইলে ক্রোধভরে তাঁহার অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন তিনি সেই রোষাগ্নি দ্বারা সেই অনুপম পুরুষ ভবকে যেন ভস্মসাৎ করিবেন—এইরূপ ভাবেই তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ২

অনন্তর সতী শোকে ক্রোধে অত্যন্ত কাতরচিত্তা হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক—যে সাধুজন-প্রিয় শঙ্কর স্নেহনিবন্ধন তাঁহাকে স্বীয় দেহার্দ্ধ প্রদান করিয়াছেন—স্ত্রী-স্বভাব প্রযুক্ত তাঁহার বুদ্ধি এত বিমূঢ় হইয়া পড়িল যে, সেই সতী আজ সেই স্বামীকে ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে পিতৃগৃহে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩

সতী একাকিনী অতি বেগে যাইতে আরম্ভ করিলে মণিমান্‌ ও মদ প্রমুখ ত্রিলোচনের সহস্র সহস্র যক্ষপার্ষদ ও অনুচরবৃন্দ বৃষেন্দ্রকে অগ্রে করিয়া সতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। ৪

অনন্তর তাঁহারা দেবীর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সেই বৃষে আরোহণ করাইলেন এবং সারিকা, কন্দুক, দর্পণ, পদ্ম প্রভৃতি ক্রীড়োপকরণ, শ্বেতচ্ছত্র, ব্যজন, মাল্যাদি রাজোচিত ঐ দ্রব্যসম্ভার এবং সঙ্গীতসাধন দুন্দুভি, শঙ্খ ও বেণু প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র দ্বারা সুশোভিতা ও সুসজ্জিতা করিয়া সতী দেবীর সহিত গমন করিতে লাগিলেন। ৫

আব্রহ্মঘোষোর্জ্জিতযজ্ঞবৈশসং বিপ্রর্ষিজুষ্টং বিবুধৈশ্চ সর্ব্বশঃ।
মৃদ্দার্ব্বয়ঃকাঞ্চনদর্ভচর্ম্মভির্নিসৃষ্টভাণ্ডং যজনং সমাবিশৎ ॥৬॥
তামাগতাং তত্র ন কশ্চনাদ্রিয়দ্‌বিমানিতাং যজ্ঞকৃতো ভয়াজ্জনঃ।
ঋতে স্বসৄর্বৈ জননীঞ্চ সাদরাঃ প্রেমাশ্রুকণ্ঠ্যঃ পরিষস্বজুর্মুদা ॥৭॥
সৌদর্য্যসংপ্রশ্নসমর্থবার্ত্তয়া মাত্রা চ মাতৃস্বসৃভিশ্চ সাদরম্।
দত্তাং সপর্য্যাং বরমাসনঞ্চ সা নাদত্ত পিত্রাঽপ্রতিনন্দিতা সতী ॥৮॥
অরুদ্রভাগং তমবেক্ষ্য চাধ্বরং পিত্রা চ দেবে কৃতহেলনং বিভৌ।
অনাদৃতা যজ্ঞসদস্যধীশ্বরী চুকোপ লোকানিব ধক্ষ্যতী রুষা ॥৯॥
জগর্হ . সামর্ষবিপন্নয়া গিরা শিবদ্বিষং ধূমপথশ্রমস্ময়ম্।
স্বতেজসা ভূতগণান্ সমুত্থিতান্ নিগৃহ্য দেবী জগতোঽভিশৃণ্বতঃ ॥১০॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

ন যস্য লোকেঽস্ত্যতিশায়নঃ প্রিয়স্তথাঽপ্রিয়ো দেহভৃতাং প্রিয়াত্মনঃ।
তস্মিন্ সমস্তাত্মনি মুক্তবৈরকে ঋতে ভবন্তং কতমঃ প্রতীপয়েৎ ॥১১॥

সতী পিত্রালয়ে যজ্ঞস্থলীতে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, তথায় যজ্ঞীয় পশুবধের কোলাহল বেদ-পাঠের শব্দমিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব মধুরভাবে শ্রুতি-গোচর হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ উপস্থিত আছেন এবং মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, লৌহ, কাঞ্চন, দর্ভ এবং চর্ম্মাদিরচিত ভাণ্ডসকল সর্ব্বত্র সুসজ্জিত রহিয়াছে। ৬

কিন্তু দক্ষ সতীকে আদর অভ্যর্থনা করিলেন না দেখিয়া সতীর জননী ও ভগিনীগণ ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তিই তাঁহাকে সমাদর করিলেন না। কেবল তাঁহার মাতা ও ভগিনীগণ প্রেমাশ্রুর দ্বারা নিরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ৭

সতী দেখিলেন, পিতা ত' কথার দ্বারাও আদর করিলেন না, অতএব তিনি সহোদরাদিগের কুশল-প্রশ্নাদিতে কর্ণপাতও করিলেন না এবং মাতা ও মাতৃষসাগণ স্নেহপুরঃসর তাঁহাকে যে সকল উৎকৃষ্ট আসন ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। ৮

এই যজ্ঞে রুদ্রের কোন অংশ নাই এবং এই যজ্ঞে দেবদেব রুদ্রকে তাঁহার পিতা অবমাননা করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া এবং নিজেও এই যজ্ঞে অনাদৃতা হইয়া মহেশ্বরী সতী সেই যজ্ঞসভায়ই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ক্রোধ দ্বারা যেন চতুর্দ্দশ ভুবন দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৯

তাঁহার সহিত আগত ভূতগণ যজ্ঞে উপদ্রব করিতে উদ্যত হইলে, তিনি নিজের আজ্ঞার দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন, এবং শিবদ্বেষী দক্ষ কর্ম্মমার্গে বহুতর পরিশ্রম করিয়া গর্ব্বিত হওয়ায় জগতের লোককে শুনাইয়া তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। ১০

শ্রীদেবী কহিলেন—পিতঃ! ইহলোকে যাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, যাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই, যিনি দেহধারী জীবগণের আত্মস্বরূপ প্রিয়তম, যিনি সকল জগতের কারণস্বরূপ, যাঁহার কাহারও সহিত শত্রুতা নাই, আপনি ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি সেই শিবের প্রতিকূলাচরণ করিবে? ১১

দোষান্ পরেষাং হি গুণেষু সাধবো গৃহ্ণন্তি কেচিন্ন ভবাদৃশা দ্বিজ।
গুণাংশ্চ ফল্গূন্ বহুলীকরিষ্ণবো মহত্তমাস্তেষবিদদ্ভবানঘম্ ॥১২॥
নাশ্চর্য্যমেতদ্‌যদসৎসু সর্ব্বদা মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।
সের্ষ্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভির্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্ ॥১৩॥
যদ্দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ।
পবিত্রকীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ ॥১৪॥
যৎপাদপদ্মং মহতাং মনোহলিভির্নিষেবিতং ব্রহ্মরসাসবার্থিভিঃ।
লোকস্য যদ্বর্ষতি চাশিষোঽর্থিনস্তস্মৈ ভবান্ দ্রুহ্যতি বিশ্ববন্ধবে ॥১৫॥
কিং বা শিবাখ্যমশিবং ন বিদুস্ত্বদন্যে ব্রহ্মাদয়স্তমবকীর্য্য জটাঃ শ্মশানে।
তন্মাল্যভস্মনৃকপাল্যবসৎ পিশাচৈর্যে মূর্দ্ধভির্দধতি তচ্চরণাবসৃষ্টম্ ॥১৬॥
কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ যদকল্প ঈশে ধর্ম্মাবিতর্য্যসৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুশতীমসতাং প্রভুশ্চেৎ জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ ॥১৭॥

হে দ্বিজবর! কোনও কোনও সাধু পুরুষ অপরের দোষসমূহকেও গুণমধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকেন কিন্তু আপনার ন্যায় (অসূয়াপরবশ) ব্যক্তি পরের গুণেও দোষ দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা যথার্থ দোষ-গুণের বিচার করেন, তাঁহারা মধ্যম, আর যাঁহারা তুচ্ছ গুণকেও মহৎ বলিয়া প্রশংসা করেন, তাঁহারা মহত্তম। আপনি তাদৃশ মহত্তম শিবের প্রতিও দোষ আরোপ করিয়াছেন। ১২

অথবা যাহারা এই জড়দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে, তাদৃশ পুরুষেরা ঈর্ষ্যাবশতঃ ঐ প্রকার মহাজনদিগের নিন্দা করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যদিও সাধু ব্যক্তিগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের পদরেণুসমূহ মহতের নিন্দা সহ্য করিতে সমর্থ হন না, তাঁহারা নিন্দকের তেজ নাশ করিতে থাকেন, অতএব সদ্যঃপ্রতিফল পাওয়াতে অসৎ পুরুষের পক্ষে মহাজনদের নিন্দা করাই ভাল। ১৩

অহো! যাঁহার প্রসিদ্ধ শিব এই দুই অক্ষর সমন্বিত নাম একবার কথার দ্বারা উচ্চারিত হইলেও তৎক্ষণাৎ মানবের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, যাঁহার কীর্ত্তি অতি পবিত্র, যাঁহার শাসন কাহারও লঙ্ঘনীয় নহে, আপনি নিজে অমঙ্গলস্বরূপ হইয়া সেই মঙ্গলরূপ শিবের দ্বেষ করিতেছেন! ব্রহ্মানন্দ মকরন্দলোভী মহাপুরুষগণের মনোভৃঙ্গ যাঁহার পদকমল নিরন্তর ভজনা করেন, এবং যাঁহার পাদপদ্ম সকাম পুরুষগণের অভিলষিত মঙ্গল বর্ষণ করিয়া থাকে, কি আশ্চর্য্য, আপনি বিশ্ববন্ধু শিবের প্রতি দ্রোহাচরণ করিতেছেন। ১৪-১৫

যিনি জটা আলুলায়িত করিয়া—পিশাচগণের সহিত শ্মশানে বাস করেন এবং যিনি শ্মশানের মাল্য, ভস্ম ও মৃতকপাল ভূষণার্থ ধারণ করিয়া থাকেন, সেই শিবাখ্য মঙ্গলস্বরূপ শিব যে অমঙ্গলস্বরূপ, ইহা আপনি ব্যতীত অপর কেহই জানেন না। পরন্তু তাঁহারা সেই শিবের চরণবিগলিত নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। ১৬

উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি যদি ধর্ম্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করে, তবে তাহাকে মারিতে বা নিজের প্রাণত্যাগ করিবার সামর্থ্য না থাকিলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া প্রভুভক্তের সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত; আর যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে ঐ অসতের অকল্যাণ-বাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদন করাই উচিত—ইহাই প্রভুভক্তের ধর্ম্ম। ১৭

অতস্তবোৎপন্নমিদং কলেবরং ন ধারয়িষ্যে শিতিকণ্ঠগর্হিণঃ।
জগ্ধস্য মোহাদ্ধি বিশুদ্ধিমন্ধসো জুগুপ্সিতস্যোদ্ধরণং প্রচক্ষতে ॥১৮॥
ন বেদবাদাননুবর্ত্ততে মতিঃ স্ব এব লোকে রমতো মহামুনেঃ।
যথা গতির্দেবমনুষ্যয়োঃ পৃথক্ স্ব এব ধর্ম্মে ন পরং ক্ষিপেৎ স্থিতঃ ॥১৯॥
কর্ম্ম প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তমপ্যৃতং বেদে বিবিচ্যোভয়লিঙ্গমাশ্রিতম্।
বিরোধি তদ্‌যৌগপদৈককর্ত্তরি দ্বয়ং তথা ব্রহ্মণি কর্ম্ম নর্চ্ছতি ॥২০॥
মা বঃ পদব্যঃ পিতরস্মদাস্থিতা যা যজ্ঞশালাসু ন ধূমবর্ত্মভিঃ।
তদন্নতৃপ্তৈরসুভৃদ্ভিরীড়িতা অব্যক্তলিঙ্গা অবধূতসেবিতাঃ ॥ ২১ ॥
নৈতেন দেহেন হরে কৃতাগসো দেহোদ্ভবেনালমলং কুজন্মনা।
ব্রীড়া মমাভূৎ কুজনপ্রসঙ্গতস্তজ্জন্ম ধিগ্‌যো মহতামবদ্যকৃৎ ॥২২॥
গোত্রং ত্বদীয়ং ভগবান্ বৃষধ্বজো দাক্ষায়ণীত্যাহ যদা সুদুর্ম্মনাঃ।
ব্যপেতনর্ম্মস্মিতমাশু তদ্ধ্যহং ব্যুৎস্রক্ষ্য এতৎ কুণপং ত্বদঙ্গজম্ ॥২৩॥

অতএব শিববিদ্বেষী আপনার ঔরসজাত এই কলেবর আমি আর ধারণ করিব না। যদি অজ্ঞান বশতঃ কেহ কোনও নিন্দিত বস্তু ভক্ষণ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে বমন দ্বারাই তাহার বিশুদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। ১৮

যে পুরুষ আত্মানন্দ সম্ভোগেই পরিতৃপ্ত, তাঁহার বুদ্ধি কখনও বিধিনিষেধরূপ বেদবাক্যের অনুগামী হয় না, দেব ও মনুষ্য—এই দুয়ের গতি যেমন পৃথক্, সেইরূপ যাঁহার যে ধর্ম্ম—তিনি তাহাতেই অবস্থিত থাকিয়া অন্য ধর্ম্মের বা অন্য ব্যক্তির কখন নিন্দা করিবেন না। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—এই দুই প্রকার কর্ম্মই সত্য, কারণ, বিশেষ বিচারের পর বেদে এই উভয়বিধ কর্ম্মেরই বিধান আছে। আবার ঐ দুই কর্ম্ম একই কালে একই কর্ত্তাতে পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু সাক্ষাৎব্রহ্ম শিবে এই উভয়বিধ কর্ম্মের কোনটিরই প্রাপ্তি নাই। ১৯-২০

আমরা অণিমাদি যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য আশ্রয় করিয়াছি, আপনাদিগের মধ্যে তাহা নাই; আপনাদিগের ঐশ্বর্য্য ত কেবল যজ্ঞশালাতেই আবদ্ধ থাকে, অগ্নিগণই সেই ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন এবং কর্ম্মকাণ্ড-পথাশ্রিত পুরুষেরাই তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং যজ্ঞান্নতৃপ্ত মানবগণই তাহার প্রশংসা করিয়া থাকে; কিন্তু আমাদের ঐশ্বর্য্য আমাদেরই ইচ্ছাধীন; চতুঃসন নারদাদি অবধূতগণ—ইচ্ছা না করিলেও সেই ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অধিক কি—আপনি ভগবান্ শিবের নিকট অপরাধী, আপনার দেহ হইতে আমার এই যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার জন্ম অতি কুৎসিৎ; অতএব ইহাতে কোনও প্রয়োজন নাই। আপনি কুজন, আপনার সহিত সম্বন্ধ থাকায় আমি বড়ই লজ্জিতা হইয়াছি, মহজ্জনের অপ্রিয়কর্ত্তা হইতে যে জন্ম হয়, সে জন্মে ধিক্। ২১-২২

ভগবান্ বৃষধ্বজ পরিহাসচ্ছলে যখন আমাকে 'দাক্ষায়ণি!' বলিয়া সম্বোধন করেন, তখন আমি আপনার সহিত সম্বন্ধের কথা মনে করিয়া এরূপ দুঃখিতচিত্তা হইয়া পড়ি যে, রহস্যের সময় হইলেও আমি হাস্য করিতে পারি না। অতএব আপনার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন এই ঘৃণিত দেহকে মৃতদেহের ন্যায় নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিব। ২৩

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইত্যধ্বরে দক্ষমনূদ্য শত্রুহন্ ক্ষিতাবুদীচীং নিষসাদ শান্তবাক্ ।
স্পৃষ্ট্বা জলং পীতদুকূলসংবৃতা নিমীল্য দৃগ্‌যোগপথং সমাবিশৎ ॥২৪॥
কৃত্বা সমানাবনিলৌ জিতাসনা সোদানমুত্থাপ্য চ নাভিচক্রতঃ ।
শনৈর্হৃদি স্থাপ্য ধিয়োরসি স্থিতং কণ্ঠাদ্‌ভ্রুবোর্মধ্যমনিন্দিতানয়ৎ ॥২৫॥
এবং স্বদেহং মহতাং মহীয়সা মুহুঃ সমারোপিতমঙ্কমাদরাৎ ।
জিহাসতী দক্ষরুষা মনস্বিনী দধার গাত্রেষ্বনিলাগ্নিধারণাম্ ॥২৬॥
ততঃ স্বভর্ত্তুশ্চরণাম্বুজাসবং জগদ্‌গুরোশ্চিন্তয়তী ন চাপরম্ ।
দদর্শ দেহো হতকল্মষঃ সতী সদ্যঃ প্রজজ্বাল সমাধিজাগ্নিনা ॥২৭॥
তৎ পশ্যতাং খে ভুবি চাদ্ভুতং মহদ্‌হাহেতি বাদঃ সুমহানজায়ত ।
হন্ত প্রিয়া দৈবতমস্য দেবী জহাবসূন্ কেন সতী প্রকোপিতা ॥২৮॥
অহো অনাত্ম্যং মহদস্য পশ্যত প্রজাপতের্যস্য চরাচরং প্রজাঃ ।
জহাবসূন্ যদ্বিমতাত্মজা সতী মনস্বিনী মানমভীক্ষ্ণমর্হতি ॥২৯॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে শত্রুনাশন্ বিদুর ! সতী যজ্ঞস্থানে এই প্রকারে দক্ষের প্রতি নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক উত্তরমুখী হইয়া ক্ষিতিতলে উপবিষ্ট হইলেন, তৎপরে জলস্পর্শ পুরঃসর আচমন পূর্ব্বক পীতাম্বরে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া মুদ্রিত চক্ষে যোগপথের পথিক হইলেন। ২৪

জিতাসনা সেই অনিন্দিতা সাধ্বী প্রাণ ও অপান বায়ুকে নিরোধ দ্বারা সমান করিয়া নাভিচক্রে স্থাপন করিলেন ; পরে উদান বায়ুকে ধীরে ধীরে উত্তোলন করিয়া বুদ্ধির সহিত হৃদয়ে স্থাপন করিলেন, পশ্চাৎ কণ্ঠমার্গ দ্বারা ঐ বায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন। ২৫

মহৎ ব্যক্তিদিগের পূজ্যতম ভগবান্ রুদ্র যে দেহকে আদর করিয়া পুনঃ পুনঃ ক্রোড়ে স্থাপন করিতেন, মনস্বিনী সতী দক্ষের প্রতি ক্রোধ করিয়া এইরূপে সেই দেহ পরিত্যাগ করিবার বাসনায় সর্ব্বাঙ্গে বায়ুকে রুদ্ধ করিলেন। ২৬

অনন্তর তিনি জগদ্‌গুরু স্বীয় পতির পদারবিন্দমধু ধ্যান করিতে করিতে অন্যদর্শনরহিতা হইলেন, এদিকে তাঁহার পাপশূন্য দেহ সমাধিসমুৎপন্ন অনল দ্বারা সদ্যঃ প্রজ্বলিত হইল। ২৭

আকাশে ও ভূতলে যাঁহারা এই অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সুমহান্ 'হা হা' রব উত্থিত হইল ; সকলেই কহিতে লাগিলেন,—হায় ! কি খেদের বিষয় ! পূজ্যতম মহাদেবের—প্রিয়া সতী দেবী দক্ষ কর্ত্তৃক অপমানিতা হইয়া রোষে আপনার প্রাণ ত্যাগ করিলেন। ২৮

অহো ! দক্ষের দুর্জ্জনতা দেখ। ইনি প্রজাপতি —এই চরাচর বিশ্ব ইঁহার প্রজা, সকলের প্রতি ইঁহার স্নেহ করা উচিত, কিন্তু স্নেহভাজন হইলেও ইঁহার আত্মজা ও বহু সম্মানের যোগ্যপাত্রী মনস্বিনী সতী ইঁহারই অবমাননায় প্রাণত্যাগ করিলেন। ২৯

সোঽয়ং দুর্ম্মর্ষহৃদয়ো ব্রহ্মধ্রুক্ চ লোকে চ কীর্ত্তিমসতীমবাপ্স্যতি।
যদঙ্গজাং স্বাং পুরুষদ্বিড়ুদ্যতাং ন প্রত্যষেধন্মৃতয়েঽপরাধতঃ ॥৩০॥

বদত্যেবং জনে সত্যা দৃষ্ট্বাসুত্যাগমদ্ভুতম্। দক্ষং তৎপার্ষদা হন্তুমুদতিষ্ঠন্নুদায়ুধাঃ ॥৩১॥
তেষামাপততাং বেগং নিশাম্য ভগবান্ ভৃগুঃ। যজ্ঞঘ্নঘ্নেন যজুষা দক্ষিণাগ্নৌ জুহাব হ ॥৩২॥
অধ্বর্য্যুণা হূয়মানে দেবা উৎপেতুরোজসা। ঋভবো নাম তপসা সোমং প্রাপ্তাঃ সহস্রশঃ ॥৩৩॥
তৈরলাতায়ুধৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রমথাঃ সহগুহ্যকাঃ। হন্যমানা দিশো ভেজুরুশদ্ভির্ব্রহ্মতেজসা ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
সতীদেহোৎসর্গো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

এই নিষ্ঠুরহৃদয় দক্ষ ব্রহ্মদ্রোহী ও শিবদ্বেষী, ইনি জনসমাজে অসতী কীর্ত্তি ও পরলোকে নরক প্রাপ্ত হইবেন, যেহেতু ইঁহার নিজকৃত অপমান হেতু ইঁহার আত্মজা কন্যা ইঁহার সমক্ষে দেহত্যাগে উদ্যতা দেখিয়াও ইঁনি তাঁহাকে নিবারণ করিলেন না। ৩০

সকলে সতীর ঐরূপ অদ্ভুত প্রাণত্যাগ দেখিয়া ঐ প্রকার কহিতে আরম্ভ করিলে সতীর পার্ষদগণ স্ব স্ব যুদ্ধাস্ত্র উত্তোলন করিয়া দক্ষবধার্থ উদ্যত হইল। ৩১

অনন্তর ভগবান্ ভৃগু, সতীর পার্ষদগণকে আক্রমণোন্মুখ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যে মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞবিঘ্নকারীদিগের বিনাশ হয়, সেই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। ৩২

ভৃগু অধ্বর্য্যু ছিলেন, তিনি আহুতি প্রদান করিবামাত্র তপস্যা প্রভাবে সোমত্ব প্রাপ্ত সহস্র সহস্র 'ঋভু' নামক দেবতাগণ যজ্ঞকুণ্ড হইতে বেগে উত্থিত হইলেন। ৩৩

তাঁহারা ব্রহ্মতেজে দেদীপ্যমান হইয়া প্রজ্বলিত কাষ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক প্রমথ ও গুহ্যকগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন, সুতরাং প্রহারে প্রপীড়িত হইয়া তাহারা চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। ৩৪

ইতি চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ভবো ভবান্যা নিধনং প্রজাপতেরসৎকৃতায়া অবগম্য নারদাৎ।
স্বপার্ষদসৈন্যঞ্চ তদধ্বরর্ভুভির্বিদ্রাবিতং ক্রোধমপারমাদধে ॥১॥
ক্রুদ্ধঃ সুদষ্টৌষ্ঠপুটঃ স ধূর্জ্জটির্জটাং তড়িদ্বহ্নিসটোগ্ররোচিষম্।
উৎকৃত্য রুদ্রঃ সহসোত্থিতো হসন্ গম্ভীরনাদো বিসসর্জ্জ তাং ভুবি ॥২॥
ততোঽতিকায়স্তনুবা স্পৃশন্ দিবং সহস্রবাহুর্ঘনরুক্ ত্রিসূর্য্যদৃক্।
করালদংষ্ট্রো জ্বলদগ্নিমূর্দ্ধজঃ কপালমালী বিবিধোদ্যতায়ুধঃ ॥৩॥
তং কিং করোমীতি গৃণন্তমাহ বদ্ধাঞ্জলিং ভগবান্ ভূতনাথঃ।
দক্ষং সযজ্ঞং জহি মদ্ভটানাং ত্বমগ্রণী রুদ্র ভটাংশকো মে ॥৪॥
আজ্ঞপ্ত এবং কুপিতেন মন্যুনা স দেবদেবং পরিচক্রমে বিভুম্।
মেনে তদাত্মানমসঙ্গরংহসা মহীয়সাং তাত সহঃ সহিষ্ণুম্ ॥৫॥

দক্ষবধ

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর! ভবানী প্রজাপতি দক্ষের নিকট অপমানিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এবং সেই যজ্ঞে সমুৎপন্ন ঋভু নামক দেবতাগণ তাঁহার পার্ষদ সৈন্যগণকে যজ্ঞভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন—মহর্ষি নারদের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া রুদ্র অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন। ১

সেই ধূর্জ্জটি তখন দারুণ ক্রোধে আপনার ওষ্ঠপুট দংশন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ মস্তক হইতে তড়িৎ ও বহ্নি-শিখার ন্যায় উগ্রদীপ্তিশালিনী একটি জটা উৎপাটিত করিলেন এবং গাত্রোত্থান করিয়া গভীর শব্দে অট্টহাস্য করিতে করিতে ঐ জটাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। ২

অনন্তর ঐ জটা হইতে মহাকাল বীরভদ্র উৎপন্ন হইলেন, তাঁহার কলেবর এত উচ্চ যে, তিনি উহার দ্বারা আকাশ স্পর্শ করিলেন, তাঁহার মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সহস্র বাহু, সূর্য্যের ন্যায় জ্বলন্ত তিনটি চক্ষু, তাঁহার দংষ্ট্রা অতিশয় করাল এবং তাঁহার কেশ-কলাপ জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছিল, তাঁহার গলায় নরকপালের মালা এবং তাঁহার হস্তে বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র উদ্যত ছিল। ৩

বীরভদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন—"প্রভো! আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে।" ভগবান্ ভূতপতি তখন তাঁহার বাক্য শুনিয়া কহিলেন, "হে রুদ্রভট! তুমি অতিশয় যুদ্ধকুশল, তুমি মৎপক্ষীয় যোদ্ধৃবৃন্দের অধিনায়ক হইয়া দক্ষকে তাঁহার যজ্ঞের সহিত বিনাশ কর, তুমি আমার অংশ—অতএব ব্রহ্মতেজে ভীত হইও না"। ৪

দুর্জ্জয় ভগবান্ মহাদেব কোপান্বিত হইয়া এই প্রকার আজ্ঞা করিলে বীরভদ্র মহেশ্বরকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন, সেই সময় তাঁহার অপ্রতি-হত বেগের আবির্ভাব হইল, তাহাতে তিনি আপনাকে অতিশয় বলিষ্ঠ ব্যক্তিরও বল সহ্যকরণে সমর্থ বলিয়া বোধ করিলেন। ৫

অন্বীয়মানঃ স তু রুদ্রপার্ষদৈর্ভৃশং নদদ্ভির্ব্যনদৎ সুভৈরবম্।
উদ্যম্য শূলং জগদন্তকান্তকং সংপ্রাদ্রবদ্‌ঘোষণভূষণাঙ্‌ঘ্রিঃ ॥৬॥
অথর্ত্বিজো যজমানঃ সদস্যাঃ ককুভ্যুদীচ্যাং প্রসমীক্ষ্য রেণুম্।
তমঃ কিমেতৎ কুত এতদ্রজোঽভূদিতি দ্বিজা দ্বিজপত্ন্যশ্চ দধ্যুঃ ॥৭॥
বাতা ন বান্তি ন হি সন্তি দস্যবঃ প্রাচীনবর্হির্জীবতি হোগ্রদণ্ডঃ।
গাবো ন কাল্যন্ত ইদং কুতো রজো লোকোঽধুনা কিং প্রলয়ায় কল্পতে ॥৮॥
প্রসূতিমিশ্রাঃ স্ত্রিয় উদ্বিগ্নচিত্তা উচুর্বিপাকো বৃজিনস্যৈব তস্য।
যৎ পশ্যন্তীনাং দুহিতৄণাং প্রজেশঃ সুতাং সতীমবদধ্যাবনাগাম্ ॥৯॥
যস্ত্বন্তকালে ব্যুপ্তজটাকলাপঃ স্বশূলসূচ্যর্পিতদিগ্‌গজেন্দ্রঃ।
বিতত্য নৃত্যত্যুদিতাস্ত্রদোর্ধ্বজাসুচ্চাট্টহাসস্তনয়িত্নুভিন্নদিক্ ॥১০॥
অমর্ষয়িত্বা তমসহ্যতেজসং মন্যুপ্লুতং দুর্নিরীক্ষ্যং ভ্রুকুট্যা।
করালদংষ্ট্রাভিরুদস্তভাগণং স্যাৎ স্বস্তি কিং কোপয়তো বিধাতুঃ ॥১১॥

অনন্তর সেই বীরভদ্র ভীষণ শব্দকারী রুদ্রের অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ভয়ানক গম্ভীর নিনাদ করিলেন এবং জগদ্‌গুরু মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া দক্ষযজ্ঞের প্রতি প্রবল বেগে ধাবিত হইলেন, তৎকালে তাঁহার চরণদ্বয়ের নূপুরাদি ভূষণের ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। ৬

এদিকে যজ্ঞসভাস্থ ঋত্বিক্, যজমান ও সদস্যসকল এবং দ্বিজ ও দ্বিজপত্নীগণ উত্তরদিকে ভয়ানক ধূলি উড়িতেছে দেখিয়া সবিস্ময়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন —"এ কি—অন্ধকার? না—এ ধূলি—! কোথা হইতে এইরূপ ধূলিরাশি উত্থিত হইল?" ৭

বায়ু ত' প্রচণ্ড বেগে বহিতেছে না, উগ্রদণ্ড প্রাচীনবর্হিও ত' জীবিত আছেন, অতএব দস্যু ও তস্করাদিরও ত' উৎপাতের সম্ভাবনা নাই অথবা কেহ গো-সকলকেও ত' শীঘ্র তাড়না করিয়া লইয়া যাইতেছে না! তবে কোথা হইতে এই ধূলিরাশি উত্থিত হইল, লোকের কি এখনই প্রলয়কাল উপস্থিত হইল? ৮

দক্ষপত্নী প্রসূতিপ্রমুখ স্ত্রীগণ উদ্বিগ্নচিত্তা হইয়া বলিতে লাগিলেন—প্রজাপতি দক্ষ তাঁহার স্বীয় তনয়া নিরপরাধা সতীকে অন্যান্য কন্যাগণের সম্মুখে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমাদের নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ইহা সেই পাপেরই ফল। ৯

যিনি প্রলয়কালে জটাকলাপ বিকীর্ণ করিয়া আপনার শূলের অগ্রভাগে দিগ্‌গজেন্দ্রগণকে বিদ্ধ করেন এবং নানা শস্ত্রবিভূষিত বাহুরূপ ধ্বজসমূহ বিস্তার পুরঃসর আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে মেঘগর্জ্জন সদৃশ ভীষণ অট্টহাস্যে দিঙ্‌মণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া থাকেন। ১০

যাঁহার তেজ অসহনীয়, যিনি স্বভাবতঃই ক্রোধযুক্ত, যাঁহার ভ্রুকুটি বিকৃত মুখ নিরীক্ষণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং যাঁহার ভীষণ দংষ্ট্রা দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া নক্ষত্রগণ কক্ষচ্যুত হইয়া পড়ে, সেই উগ্রমূর্ত্তি রুদ্রকে প্রকোপিত করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মাও কি নিস্তার পাইতে পারেন? ১১

বিবৃতি—যিনি প্রতি ঋতুতে যজ্ঞ করেন, তাঁহাকে ঋত্বিক্ (ঋতু+যজ্+ক্বিপ্) বা যজ্ঞের প্রবর্ত্তক পুরোহিত কহিয়া থাকে। যজ্ঞকালে হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা এই চারিজন মুখ্য ঋত্বিক্ বা পুরোহিত থাকেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের অধীনে তিন তিন জন করিয়া আরও দ্বাদশ জন ঋত্বিক্ থাকেন। ৭

বহ্বেবমুদ্বিগ্নদৃশোচ্যমানে জনেন দক্ষস্য মুহুর্মহাত্মনঃ।
উৎপেতুরুৎপাততমাঃ সহস্রশো ভয়াবহা দিবি ভূমৌ চ পর্য্যক্ ॥১২॥
তাবৎ স রুদ্রানুচরৈর্মহামখো নানায়ুধৈর্বামনকৈরুদায়ুধৈঃ।
পিঙ্গৈঃ পিশঙ্গৈর্মকরোদরাননৈঃ পর্য্যাদ্রবদ্ভির্বিদুরান্বরুধ্যত ॥১৩॥
কেচিদ্বভঞ্জুঃ প্রাগ্বংশং পত্নীশালাং তথাপরে। সদ আগ্নীধ্রশালাঞ্চ তদ্বিহারং মহানসম্ ॥১৪॥
রুরুজুর্যজ্ঞপাত্রাণি তথৈকেঽগ্নীননাশয়ন্। কুণ্ডেম্বমূত্রয়ন্ কেচিদ্বিভিদুর্বেদিমেখলাঃ ॥১৫॥
অবাধন্ত মুনীনন্যে একে পত্নীরতর্জ্জয়ন্। অপরে জগৃহুর্দেবান্ প্রত্যাসন্নান্ পলায়িতান্ ॥১৬॥
ভৃগুং ববন্ধ মণিমান্ বীরভদ্রঃ প্রজাপতিম্। চণ্ডেশঃ পূষণং দেবং ভগং নন্দীশ্বরোঽগ্রহীৎ ॥১৭॥
সর্ব্ব এবর্ত্বিজো দৃষ্ট্বা সদস্যাঃ সদিবৌকসঃ। তৈরর্দ্দ্যমানাঃ সুভৃশং গ্রাবভির্নৈকধাঽদ্রবন্ ॥১৮॥
জুহ্বতঃ স্রুবহস্তস্য শ্মশ্রূণি ভগবান্ ভবঃ। ভৃগোর্লুলুঞ্চে সদসি যোঽহসৎ শ্মশ্রু দর্শয়ন্ ॥১৯

যজ্ঞসভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিও উদ্বিগ্ন চিত্তে চকিত-লোচন হইয়া বারম্বার এইরূপ কহিতে লাগিল। অকস্মাৎ গগনমণ্ডলে ও অবনীতলে সহস্র সহস্র ভয়াবহ ঘোরতর উৎপাত সমুত্থিত হইতে লাগিল—তাহাতে অতি ধীর দক্ষেরও ভয় জন্মিল। ১২

হে বিদুর! অনতিবিলম্বে রুদ্রানুচরগণ স্ব স্ব নানাবিধ অস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে বেগে আগমন করিয়া সেই যজ্ঞসভা বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ খর্ব্বাকৃতি, কেহ কেহ কপিলবর্ণ, কেহ বা পীতবর্ণ, কাহারও উদর মকরের ন্যায়, কাহারও বদনমণ্ডল মকরের মুখের ন্যায়। ১৩

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যজ্ঞশালায় পূর্ব্ব-পশ্চিম স্তম্ভের উপরিস্থিত পূর্ব্ব-পশ্চিমায়ত কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কেহ বা যজ্ঞশালার পশ্চিমদিক্‌স্থিত পত্নীশালা ভগ্ন করিয়া দিল, কেহ বা যজ্ঞশালার পুরোভাগে অবস্থিত মণ্ডপ ও তৎসমুহস্থ ঘৃত রাখিবার স্থান, কেহ বা তদুত্তরস্থ আগ্নীধ্রশালা, কেহ যজমান-গণের গৃহ এবং কেহ বা পাকশালা ভগ্ন করিয়া দিল। ১৪

কেহ কেহ যজ্ঞপাত্র ভগ্ন করিল, কেহ বা অগ্নি নষ্ট করিয়া ফেলিল, কেহ বা যজ্ঞীয় বেদীর মেখলা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। ১৫

কতকগুলি রুদ্রানুচর মুনিদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল, কেহ কেহ বা মুনিপত্নীদিগকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল, অন্যান্য রুদ্রানুচরগণ নিকটবর্ত্তী পলায়মান দেবগণকে ধ'রতে লাগিল। ১৬

মণিমান নামক রুদ্রপার্ষদ ভৃগুকে ধরিয়া বন্ধন করিলেন, বীরভদ্র দক্ষকে, চণ্ডেশ সূর্য্যদেবকে এবং নন্দীশ্বর ভগদেবকে বন্ধন করিলেন। ১৭

ঋত্বিক্‌গণ ও দেবতাগণের সহিত সদস্যগণ সকলেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার উপদ্রব নিরীক্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, রুদ্রানুচরগণ তাঁহাদিগের প্রতি প্রস্তর-নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তাঁহারা তাহাতে অতিশয় ব্যথিত হইলেন। ১৮

মহর্ষি ভৃগু যজ্ঞস্থলে বসিয়া স্রুব নামক যজ্ঞ-পাত্র হস্তে করিয়া হোম করিতেছিলেন; ঐ সময়ে ভগবান্ রুদ্রের অংশ বীরভদ্র তাঁহার শ্মশ্রুরাজি উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন; কারণ, ঐ ভৃগু সভা-স্থলে মহাদেবকে শ্মশ্রু প্রদর্শন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। ১৯

ভগস্য নেত্রে ভগবান্ পাতিতস্য রুষা ভুবি। উজ্জহার সদঃস্থোঽক্ষ্ণা যঃ শপন্তমসূসুচৎ ॥২০॥
পূষ্ণো হ্যপাতয়দ্দন্তান্ কলিঙ্গস্য যথা বলঃ। শপ্যমানে গরিমণি যোঽহসদ্দর্শয়ন্ দতঃ ॥২১॥
আক্রম্যোরসি দক্ষস্য শিতধারেণ হেতিনা। ছিন্দন্নপি তদুদ্ধর্ত্তুং নাশক্নোৎ ত্র্যম্বকস্তদা ॥২২॥
শস্ত্রৈরস্ত্রান্বিতৈরেনমনির্ভিন্নত্বচং হরঃ। বিস্ময়ং পরমাপন্নো দধ্যৌ পশুপতিশ্চিরম্ ॥২৩॥
দৃষ্ট্বা সংজ্ঞপনং যোগং পশূনাং স পতির্মখে। যজমানপশোঃ কস্য কায়াৎ তেনাহরচ্ছিরঃ ॥২৪॥
সাধুবাদস্তদা তেষাং কর্ম্ম তৎ তস্য পশ্যতাম্। ভূতপ্রেতপিশাচানামন্যেষাং তদ্বিপর্য্যযঃ ॥২৫॥
জুহাবৈতচ্ছিরস্তস্মিন্ দক্ষিণাগ্নাবমর্ষিতঃ। তদ্দেবযজনং দগ্ধ্বা প্রাতিষ্ঠদ্গুহ্যকালয়ম্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

দক্ষ যখন সভাস্থলে শিবনিন্দা করিতেছিলেন, ভগদেব তখন চক্ষুর দ্বারা সঙ্কেত করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, এই কারণে ভগবান বীরভদ্র ক্রোধভরে তাঁহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিলেন। ২০

বলভদ্র যেমন কলিঙ্গরাজ দন্তবক্রের দন্তসকল উৎপাটিত করিয়াছিলেন, বীরভদ্র সেইরূপে পূষার দন্তসকল উৎপাটন করিলেন। কারণ, দক্ষ যখন পরমগুরু মহাদেবের নিন্দা করেন, তখন তিনি দন্ত দেখাইয়া হাস্য করিয়াছিলেন। ২১

অতঃপর রুদ্রাংশ বীরভদ্র দক্ষের বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিয়া তীক্ষ্ণধার খড়েগর দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পুনঃ পুনঃ আঘাতেও দক্ষের শরীর হইতে তাঁহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেন না। ২২

যখন নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রের প্রহারে দক্ষের চর্ম্ম মাত্রও ছিন্ন হইল না, তখন সেই পশুপতির অংশ বীরভদ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২৩

অনন্তর সেই পশুপতি-বীরভদ্র যজ্ঞস্থানে সংজ্ঞপন যোগ অর্থাৎ কণ্ঠনিপীড়নের দ্বারা পশুমারণোপায় যন্ত্র দর্শন করিয়া তাহার দ্বারা যজমানরূপ পশু প্রজাপতি দক্ষের শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ২৪

তখন তাঁহার এই কর্ম্ম দেখিয়া ভূত-প্রেত-পিশাচগণ সাধুবাদ করিয়া কোলাহল করিয়া উঠিল, কিন্তু যজ্ঞস্থানস্থিত দক্ষপক্ষীয় অন্য সকলের মুখ হইতে তদ্বিপরীত অসাধুবাদ উত্থিত হইল। ২৫

তখন ক্রোধপ্রদীপ্ত বীরভদ্র দক্ষের ছিন্ন মস্তক দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন এবং যজ্ঞশালা দগ্ধ করিয়া কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ২৬

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

অথ দেবগণাঃ সর্ব্বে রুদ্রানীকৈঃ পরাজিতাঃ। শূলপট্টিশনিস্ত্রিংশ-গদাপরিঘমুদ্গরৈঃ ॥ ১ ॥
সংছিন্নভিন্নসর্ব্বাঙ্গাঃ সর্ত্বিক্‌সভ্যা ভয়াকুলাঃ। স্বয়ম্ভুবে নমস্কৃত্য কার্ৎস্ন্যেনৈতন্ন্যবেদয়ন্ ॥২॥
উপলভ্য পুরৈবৈতদ্ভগবানব্জসম্ভবঃ। নারায়ণশ্চ বিশ্বাত্মা ন কস্যাধ্বরমীয়তুঃ ॥৩॥
তদাকর্ণ্য বিভুঃ প্রাহ তেজীয়সি কৃতাগসি। ক্ষেমায় তত্র সা ভূয়ান্ন প্রায়েণ বুভূষতাম্ ॥৪॥

অথাপি যূয়ং কৃতকিল্বিষা ভবং যে বর্হিষো ভাগভাজং পরাদুঃ।
প্রসাদয়ধ্বং পরিশুদ্ধচেতসা ক্ষিপ্রপ্রসাদং প্রগৃহীতাঙ্ঘ্রিপদ্মম্ ॥৫॥
আশাসানা জীবিতমধ্বরস্য লোকঃ সপালঃ কুপিতে ন যস্মিন্।
তমাশু দেবং প্রিয়য়া বিহীনং ক্ষমাপয়ধ্বং হৃদি বিদ্ধং দুরুক্তৈঃ ॥৬॥
নাহং ন যজ্ঞো ন চ যূয়মন্যে যে দেহভাজো মুনয়শ্চ তত্ত্বম্।
বিদুঃ প্রমাণং বলবীর্য্যয়োর্ব্বা যস্যাত্মতন্ত্রস্য ক উপায়ং বিধিৎসেৎ ॥৭॥

শিবের নিকট দক্ষ প্রভৃতির জীবন প্রার্থনা

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—অনন্তর ভগবান্ রুদ্রের সৈন্যগণ দেবতাগণকে পরাভূত করিয়া শূল, পট্টিশ, নিস্ত্রিংশ, গদা, পরিঘ ও মুদ্গর ইত্যাদি অস্ত্রের দ্বারা তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলে তাঁহারা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ঋত্বিক্ ও সদস্যগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দক্ষযজ্ঞের সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তার নিবেদন করিলেন। ১-২

ভগবান্ কমলযোনি এবং বিশ্বাত্মা নারায়ণ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে, দক্ষযজ্ঞে এইরূপ হইবে; এই জন্য তাঁহারা দুইজনে দক্ষযজ্ঞে গমন করেন নাই। ৩

ব্রহ্মা দেবতাদিগের ঐ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, মহাতেজস্বী পুরুষের নিকট অপরাধ করিয়া যাঁহারা প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সে ইচ্ছা প্রায়ই মঙ্গলজনক হয় না। ৪

ভগবান্ ভব যজ্ঞভাগভোগী, তোমরা তাঁহার ভাগ রহিত করিয়া তাঁহার নিকটে মহা অপরাধী হইয়াছ, অতএব এখন পরিশুদ্ধ চিত্তে তাঁহার চরণ-কমল গ্রহণ পূর্ব্বক সেই আশুতোষকে প্রসন্ন করিতে যত্ন কর। ৫

যিনি ক্রুদ্ধ হইলে লোকপাল সহিত সমস্ত লোক বিনষ্ট হইয়া যায়—তিনি একে প্রিয়তমার বিয়োগে কাতর, তাহাব পর দক্ষের দুর্ব্ব্যবহার দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে, অতএব তোমরা যজ্ঞের পুনরুদ্ধার প্রার্থনা করিয়া শীঘ্রই সেই দেবদেবের নিকট গমন পুরঃসর তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। ৬

আমি, ইন্দ্র, তোমরা ও অন্যান্য যে সকল দেহ-ধারী মুনি আছেন, তাঁহারা কেহই সে দেবদেবের যথার্থ তত্ত্ব বা তাঁহার বলবীর্য্যের ইয়ত্তা করিতে পারেন না, সেই স্বতন্ত্র পুরুষ ভগবান্ ভবের নিকট কোন্ ব্যক্তি উপায়বিধানের বাসনা করিতে পারে? ৭

স ইত্থমাদিশ্য সুরানজস্তু তৈঃ সমন্বিতঃ পিতৃভিঃ সপ্রজেশৈঃ।
যযৌ স্বধিষ্ণ্যান্নিলয়ং পুরদ্বিষঃ কৈলাসমদ্রিপ্রবরং প্রিয়ং প্রভোঃ ॥৮॥
জন্মৌষধিতপোমন্ত্র-যোগসিদ্ধৈর্নরেতরৈঃ। জুষ্টং কিন্নরগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভির্বৃতং সদা ॥৯॥
নানামণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্নানাধাতুবিচিত্রিতৈঃ। নানাদ্রুমলতাগুল্মৈর্নানামৃগগণাবৃতৈঃ ॥ ১০ ॥
নানামলপ্রস্রবণৈর্নানাকন্দরসানুভিঃ। রমণং বিহরন্তীনাং রমণৈঃ সিদ্ধযোষিতাম্ ॥১১॥
ময়ূরকেকাভিরুতং মদান্ধালিবিমূর্চ্ছিতম্। প্লাবিতৈ রক্তকণ্ঠানাং কূজিতৈশ্চ পতত্রিণাম্ ॥১২॥
আহ্বয়ন্তমিবোদ্ধস্তৈর্দ্বিজান্ কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ। ব্রজন্তমিব মাতঙ্গৈর্গৃণন্তমিব নির্ঝরৈঃ ॥১৩॥
মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ সরলৈশ্চোপশোভিতম্।
তমালৈঃ সালতালৈশ্চ কোবিদারাসনার্জ্জুনৈঃ ॥১৪॥
চূতৈঃ কদম্বৈর্নীপৈশ্চ নাগপুন্নাগচম্পকৈঃ। পাটলাশোকবকুলৈঃ কুন্দৈঃ কুরবকৈরপি ॥১৫॥
স্বর্ণার্ণশতপত্রৈশ্চ বীররেণুকজাতিভিঃ। কুব্জকৈর্মল্লিকাভিশ্চ মাধবীভিশ্চ মণ্ডিতম্ ॥১৬॥
পনসোড়ুম্বরাশ্বত্থ প্লক্ষন্যগ্রোধহিঙ্গুভিঃ। ভূর্জ্জৈরোষধিভিঃ পূগৈ রাজপূগৈশ্চ জম্বুভিঃ ॥১৭॥
খর্জ্জুরাম্রাতকাম্রাদ্যৈঃ পিয়ালমধুকেঙ্গুদৈঃ। দ্রুমজাতিভিরন্যৈশ্চ রাজিতং বেণুকীচকৈঃ ॥১৮॥

ভগবান্ কমলযোনি অমরগণকে এই প্রকার আদেশ প্রদান করিয়া প্রজাপতিগণ ও দেবগণের সহিত স্বধাম হইতে ত্রিপুবারির প্রিয়তম আলয় গিরিরাজ-কৈলাসে যাত্রা করিলেন। সেই কৈলাস পর্ব্বতে জন্ম, ঔষধি, তপস্যা,—মন্ত্র এবং যোগ দ্বারা সিদ্ধ, কিন্নর দেবগণ তথায় বাস করিতেছেন এবং যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণের দ্বারা সেই স্থান পরিবৃত। ৮-৯

ঐ পর্ব্বতের মণিময় শৃঙ্গ সকল বিবিধ ধাতু দ্বারা চিত্রিত, বহুবিধ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম তাহার চারিপার্শ্বে উৎপন্ন হইয়া তাহার শোভাবৃদ্ধি করিতেছে এবং নানা মৃগ তদুপরি বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। ১০

সেই পর্ব্বতে নানা প্রকার অমল প্রস্রবণ, বিবিধ কন্দর ও সানু থাকাতে, উহা কান্তগণের সহিত বিহারাসক্ত সিদ্ধ-কামিনীগণের অনুরাগ বর্দ্ধন করিতেছে। ১১

ময়ূরদিগের কেকারবে ঐ পর্ব্বত নিনাদিত, মদান্ধ ভ্রমরগণের গুন্‌গুন্ ধ্বনিতে উহা মুখরিত, উহার উপরিভাগস্থ নানাবিধ কামদোহী কল্পবৃক্ষের উচ্চ শাখা-প্রশাখায় রক্তকণ্ঠ কোকিলকুল ও অন্যান্য বিবিধ পক্ষী প্লুতস্বরে গান করাতে বোধ হইল, যেন ঐ পর্ব্বতরাজ স্বয়ং হস্ত উত্তোলন করিয়া বিহঙ্গম-দিগকে আহ্বান করিতেছেন। সেখানে অসংখ্য মাতঙ্গ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাতে বোধ হইতেছিল যেন, ঐ পর্ব্বত গমন করিতেছে; এবং নির্ঝর হইতে সশব্দে বারিপাত হওয়ায় বোধ হইতেছিল, যেন ঐ কৈলাস মধুরভাবে সম্ভাষণ করিতেছেন। ১২-১৩

ঐ পর্ব্বত মন্দার, পারিজাত, সরল, তমাল, শাল, তাল কোবিদার, আসন, অর্জ্জুন, চূত, কদম্ব, নীপ, নাগপুন্নাগ, চম্পক, পাটল, অশোক, বকুল, কুন্দ ও কুরুবকের দ্বারা পরম রমণীয়রূপে শোভিত। ১৪-১৫

উহা সুবর্ণবর্ণ শতপত্রে, বীর, বেণুক, জাতি, কুব্জক, মল্লিকা ও মাধবী দ্বারা অলঙ্কৃত এবং পনস, উড়ুম্বর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, হিঙ্গু, ভূর্জ্জ, বিবিধ ওষধি, পূগ, রাজপূগ, জম্বু, খর্জ্জুর, আম্রাতক, আম্র, পিয়াল, মধুর, ইঙ্গুদ ও অন্যান্য দ্রুম জাতিতে বিশেষতঃ বেণু ও কীচক বৃক্ষে বিশোভিত ছিল। ১৬-১৮

কুমুদোৎপলকহ্লার-শতপত্রসমৃদ্ধিভিঃ। নলিনীষু কলং কূজৎ-খগবৃন্দোপশোভিতম্ ॥১৯॥
মৃগৈঃ শাখামৃগৈঃ ক্রোড়ৈর্মৃগেন্দ্রৈর্ভক্ষশল্যকৈঃ। গবয়ৈঃ শরভৈর্ব্যাঘ্রৈ রুরুভির্মহিষাদিভিঃ।
কর্ণান্ত্রৈকপদাশ্বাস্যৈর্নির্জুষ্টং বৃকনাভিভিঃ ॥২০॥
কদলীখণ্ডসংরুদ্ধ-নলিনীপুলিনশ্রিয়ম্ ॥ ২১ ॥
পর্য্যস্তং নন্দয়া সত্যাঃ স্নানপুণ্যতরোদয়া। বিলোক্য ভূতেশগিরিং বিবুধা বিস্ময়ং যযুঃ ॥২২॥
দদৃশুস্তত্র তে রম্যামলকাং নাম বৈ পুরীম্। বনং সৌগন্ধিকঞ্চাপি যত্র তন্নাম পঙ্কজম্ ॥২৩॥
নন্দা চালকনন্দা চ সরিতৌ বাহ্যতঃ পুরঃ। তীর্থপাদপদাম্ভোজ-রজসাতীব পাবনে ॥ ২৪ ॥
যয়োঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ক্ষত্তরবরুহ্য স্বধিষ্ণ্যতঃ। ক্রীড়ন্তি পুংসঃ সিঞ্চন্ত্যো বিগাহ্য রতিকর্শিতাঃ ॥২৫॥
যয়োস্তৎস্নানবিভ্রষ্ট নবকুঙ্কুমপিঞ্জরম্। বিতৃষোঽপি পিবন্ত্যম্ভঃ পায়য়ন্তো গজা গজীঃ ॥২৬॥
তারহেমমহারত্ন-বিমানশতসঙ্কুলাম্। জুষ্টাং পুণ্যজনস্ত্রীভির্যথা খং সতড়িদ্ঘনম্ ॥২৭॥
হিত্বা যক্ষেশ্বরপুরীং বনং সৌগন্ধিকঞ্চ তৎ। দ্রুমৈঃ কামদুঘৈর্হৃদ্যং চিত্রমাল্যফলচ্ছদৈঃ ॥২৮॥
রক্তকণ্ঠখগানীক-স্বরমণ্ডিতষট্পদম্। কলহংসকুলপ্রেষ্ঠ-খরদণ্ডজলাশয়ম্ ॥ ২৯ ॥

তত্রত্য সরোবরসমূহে বিবিধ জলচর বিহঙ্গগণ কুমুদ, উৎপল, পদ্ম প্রভৃতি বিকসিত জলজ পুষ্পের মকরন্দ ও সৌরভ-সমৃদ্ধির হেতু মধুর কূজন করিতে থাকায় ঐ গিরির সাতিশয় শোভা হইয়াছিল। ১৯

যেখানে মৃগ, শাখামৃগ, বরাহ, সিংহ, গজ, ভল্লুক, শল্যক, গবয়, শরভ, ব্যাঘ্র, রুরু, মহিষ, কর্ণ, উর্ণ, একপদ, অশ্বমুখপ্রমুখ বিবিধ পশু বিশেষতঃ বৃক ও কস্তূরীমৃগ সর্ব্বদা চরিয়া বেড়াইত। সরসীপুলিনে কদলীশ্রেণী অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল, সতীর স্নানের জন্য পুণ্যতোয়া সুরধুনী সেই গিরিরাজের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া প্রবাহিতা হইতেছিলেন। ২০-২১

ভূতপতির আবাসস্থল কৈলাস গিরি দেখিয়া দেবগণ বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর দেবগণ পর্ব্বতোপরি অলকা নামে একটি পুরী ও সৌগন্ধিক নামক এক বন দেখিতে পাইলেন, ঐ বনে সৌগন্ধিক নামক পদ্মপুষ্প জন্মিয়া থাকে। ২২-২৩

ঐ পুরীর বহির্ভাগে তীর্থপাদ শ্রীহরির পাদপদ্মের রেণুস্পর্শে অতীব পবিত্রা নন্দা ও অলকানন্দা নাম্নী দুইটি স্রোতস্বতী প্রবাহিতা। ২৪

হে বিদুর! সম্ভোগশ্রান্তা সুরকামিনীগণ স্ব স্ব অধিষ্ঠান হইতে অবতরণ করিয়া ঐ স্রোতস্বতীদ্বয়ে অবগাহন করেন এবং কান্তগণের গাত্রে জলসেচন পূর্ব্বক নানা প্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ঐ নদীর জলে দিব্যাঙ্গনাগণ স্নান করাতে তাঁহাদের গাত্রভ্রষ্ট নব কুঙ্কুমে উহাদের জল পীতবর্ণ হয়, সুতরাং পিপাসা না থাকিলেও হস্তিগণ করিণীগণকে ঐ জল পান করাইয়া নিজেরাও পান করিয়া থাকে। ২৫-২৬

দেবগণ রজতময় ও স্বর্ণময় মণিমাণিক্যখচিত শত শত বিমানে পরিব্যাপ্ত, বিদ্যুদ্ভাসিত মেঘযুক্ত নভোমণ্ডলের ন্যায় যক্ষ-রমণীগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত অলকাপুরী অতিক্রম করিয়া সৌগন্ধিক বনে উপনীত হইলেন। ঐ বন বিচিত্র সৌন্দর্য্যপূর্ণ, তাহাতে কামপ্রদ কল্পবৃক্ষ সকল নানাবিধ পুষ্প ও পত্রে বিভূষিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। তথায় পিকাদি বিহঙ্গমগণের মধুর স্বরের সহিত ভ্রমরাবলীর গুঞ্জন মিশ্রিত হইয়া অধিকতর সুশ্রাব্য হইয়াছিল। তত্রত্য জলাশয় সকল কলহংসকুলের প্রিয় কমলসমূহে সততই শোভা পাইতেছিল। ২৭-২৯

বনকুঞ্জরসংঘৃষ্টং হরিচন্দনবায়ুনা। অধি পুণ্যজনস্ত্রীণাং মুহুরুন্মথয়ন্মনঃ ॥৩০॥
বৈদূর্য্যকৃতসোপানা বাপ্য উৎপলমালিনীঃ। প্রাপ্তং কিম্পুরুষৈর্দৃষ্ট্বা ত আরাদ্দদৃশুর্বটম্ ॥৩১॥
স যোজনশতোৎসেধঃ পাদোনপিটপায়তঃ। পর্য্যক্‌কৃতাচলচ্ছায়ো নির্নীড়স্তাপবর্জ্জিতঃ ॥৩২॥
তস্মিন্ মহাযোগময়ে মুমুক্ষুশরণে সুরাঃ। দদৃশুঃ শিবমাসীনং ত্যক্তামর্ষমিবান্তকম্ ॥৩৩॥
সনন্দনাদ্যৈর্মহাসিদ্ধৈঃ শান্তৈঃ সংশান্তবিগ্রহম্। উপাস্যমানং সখ্যা চ ভর্ত্রা গুহ্যকরক্ষসাম্ ॥৩৪॥
বিদ্যাতপোযোগপথমাস্থিতং তমধীশ্বরম্। চরন্তং বিশ্বসুহৃদং বাৎসল্যাল্লোকমঙ্গলম্ ॥৩৫॥
লিঙ্গঞ্চ তাপসাভীষ্টং ভস্মদণ্ডজটাজিনম্। অঙ্গেন সন্ধ্যাভ্ররুচা চন্দ্রলেখাঞ্চ বিভ্রতম্ ॥৩৬॥
উপবিষ্টং দর্ভময্যাং বৃষ্যাং ব্রহ্ম সনাতনম্। নারদায় প্রবোচন্তং পৃচ্ছতে শৃণ্বতাং সতাম্ ॥৩৭॥
কৃত্বোরৌ দক্ষিণে সব্যং পাদপদ্মঞ্চ জানুনি। বাহুং প্রকোষ্ঠেঽক্ষমালামাসীনং তর্কমুদ্রয়া ॥৩৮॥

তং ব্রহ্মনির্ব্বাণসমাধিমাশ্রিতং ব্যুপাশ্রিতং গিরিশং যোগকক্ষাম্।
সলোকপালা মুনয়ো মনূনামাদ্যং মনুং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রণেমুঃ ॥৩৯॥

বনকুঞ্জরগণ হরিচন্দনবৃক্ষে গাত্রকণ্ডূয়ন করিতেছিল এবং সেই ঘর্ষিত অংশের সংযোগে তত্রস্থ পবন এমন সৌরভযুক্ত হইয়া প্রবাহিত হয় যে, সেই বায়ুর স্পর্শে যক্ষাঙ্গনাদিগের মনও বারংবার উন্মথিত হইয়া পড়ে। কাননমধ্যস্থ বাপীসমূহের সোপানশ্রেণী বৈদূর্য্যমণি দ্বারা বিরচিত এবং তন্মধ্যে প্রস্ফুটিত উৎপলমালা বিরাজিত। সেই বনে কিন্নরগণ বিহার করিতেছে, দেবগণ সেই বন-সমীপে একটি বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। ৩১

ঐ বটবৃক্ষ শত যোজন উচ্চ, তাহার শাখাসকল পঞ্চসপ্ততি যোজন পরিমাণ বিস্তৃত। উহার চারিদিকে অচল ছায়া বিস্তারিত, কিন্তু উহার উপরে একটিও পক্ষীর নীড় নাই এবং উহার অধোভাগে উত্তাপের লেশও নাই। দেবগণ দেখিলেন, সেই মহাযোগময় মুমুক্ষুজনের আশ্রয়স্বরূপ তরুমূলে মহাদেব ত্যক্তক্রোধ হইয়া সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। ৩২-৩৩

তৎকালে তাঁহার মূর্ত্তি অতিশয় প্রশান্ত এবং চারিদিকে সনন্দাদি মহাসিদ্ধ ঋষিগণ এবং গুহ্যক ও রক্ষোগণের পালক ও সখা কুবের তাঁহার স্তব করিতেছেন। ৩৪

তখন সেই বিশ্বের অধীশ্বর, বিদ্যা, তপস্যা ও সমাধির পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং বিশ্বের সুহৃদ্ হওয়াতে বাৎসল্য বশতঃ লোকসকলের মঙ্গলবিধানার্থ তপস্যাদির অনুষ্ঠান করিতেছিলেন ৩৫।

সন্ধ্যাকালীন আকাশের প্রভার ন্যায় তাঁহার রক্তিমাভ অঙ্গে তপস্বিজনের অভীষ্ট চিহ্ন ভস্ম, দণ্ড, জটা ও অজিনাদি এবং ললাটে চন্দ্রলেখা ধারণ করিয়াছিলেন। ব্রতচারিগণ যেরূপ আসনে বসিয়া থাকেন, শঙ্কর সেইরূপ কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রোতৃগণের সমক্ষে দেবর্ষি নারদকে সনাতন বেদতত্ত্ব উপদেশ করিতেছিলেন। ৩৬-৩৭

তাঁহার বামপদ তাঁহার দক্ষিণ উরুর উপরে, বামহস্ত বামজানুতে বিন্যস্ত এবং অক্ষমালা মণিবন্ধে সংলগ্ন ছিল; তিনি তর্কমুদ্রাবিশিষ্ট হইয়া বীরাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ৩৮

বাস্তবিক তিনি যোগপট্ট আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মানন্দ সমাধি অবলম্বন করিয়া অবস্থিত ছিলেন; লোকপালসহ মুনিগণ তথায় গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মননশীলগণের অগ্রগণ্য সেই ভগবান ভবকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। ৩৯

স তূপলভ্যাগতমাত্মযোনিং সুরাসুরেশৈরভিবন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ।
উত্থায় চক্রে শিরসাভিবন্দনমর্হত্তমঃ কস্য যথৈব বিষ্ণুঃ ॥৪০॥
তথাপরে সিদ্ধগণা মহর্ষিভির্যে বৈ সমন্তাদনু নীললোহিতম্।
নমস্কৃতঃ প্রাহ শশাঙ্কশেখরং কৃতপ্রণামং প্রহসন্নিবাত্মভূঃ ॥৪১॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

জানে ত্বামীশং বিশ্বস্য জগতো যোনিবীজয়োঃ।
শক্তেঃ শিবস্য চ পরং যৎ তদ্‌ব্রহ্ম নিরন্তরম্ ॥৪২॥

ত্বমেব ভগবন্নেতাচ্ছিবশক্ত্যোঃ সরূপয়োঃ। বিশ্বং সৃজসি পাস্যৎসি ক্রীড়ন্নূর্ণপটো যথা ॥৪৩॥

ত্বমেব ধর্ম্মার্থদুঘাভিপত্তয়ে দক্ষেণ সূত্রেণ সসর্জ্জিথাধ্বরম্।
ত্বয়ৈব লোকেঽবসিতাশ্চ সেতবো যান্ ব্রাহ্মণাঃ শ্রদ্দধতে ধৃতব্রতাঃ ॥৪৪॥
ত্বং কর্ম্মণাং মঙ্গলমঙ্গলানাং কর্তুঃ স্বলোকং তনুষে স্বঃ পরং বা।
অমঙ্গলানাঞ্চ তমিস্রমুল্বণং বিপর্য্যয়ঃ কেন তদেব কস্যচিৎ ॥৪৫॥

ভগবান বিষ্ণু বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া—পূজ্য-ব্যক্তিদিগের পূজ্য হইয়াও যেমন প্রজাপতি কশ্যপকে অভিবাদন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভগবান্ মহাদেব ও দেবাসুরগণ কর্তৃক অভিবন্দিতচরণ হইয়া আত্মযোনি ব্রহ্মা আগমন করিয়াছেন জানিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন। ৪০

অনন্তর যে সিদ্ধগণ মহর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া ভগবান্ নীললোহিতের অনুবর্ত্তন ও চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেন, অর্থাৎ শিষ্যবৎ সেবা করিতেন, তাঁহারাও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। আত্মযোনি ব্রহ্মা এইরূপে সকলের নিকট নমস্কৃত হইয়া ও শশাঙ্ক শেখরকে প্রণাম করিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন। ৪১

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—প্রভো! আমি আপনার ঐশ্বর্য্য অবগত আছি, আপনি প্রকৃত ও অপ্রকৃত সমগ্র বিশ্বের ঈশ্বর, আপনিই এই জগতের যোনি এবং বীজ—প্রকৃতি এবং পুরুষ; লোকে ইহাঁদিগকে শিব ও শক্তি বলিয়া থাকে; আপনি সেই শিব ও শক্তির কারণরূপ যে নির্গুণ ব্রহ্ম, তাহাও আমি অবগত আছি। ৪২

আপনিই স্বীয় অংশভূত পুরুষ ও প্রকৃতির অন্তর্য্যামিরূপে ঊর্ণনাভের ন্যায় অবিভক্ত শিব ও শক্তিতে ক্রীড়া করিয়া এই বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছেন। ৪৩

হে দেব! আপনিই ধর্ম্মার্থপ্রসবিনী ত্রয়ীর অর্থাৎ ঋক্, যজু ও সামের রক্ষণের জন্য দক্ষকে নিমিত্তীভূত করিয়া যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহলোকের ব্রাহ্মণগণ ব্রতধারী হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে সমস্ত বর্ণাশ্রমে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আপনিই সেই সকলের বর্ণাশ্রমের সেতু নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। ৪৪

হে মঙ্গলময়! যে সকল ব্যক্তি শুভকর্ম্ম করেন, আপনিই তাঁহাদের স্বর্গ, অথবা মোক্ষ বিস্তার করিয়া থাকেন। যাঁহারা অশুভ কর্ম্মকারী, আপনিই তাহাদিগের পক্ষে ভীষণ নরক বিধান করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রভো! তথাপি কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে এই নিয়মের বিপর্য্যয় দেখিতে পাই কেন? ৪৫

ন বৈ সতাং ত্বচ্চরণার্পিতাত্মনাং ভূতেষু সর্ব্বেষ্বভিপশ্যতাং তব।
ভূতানি চাত্মন্যপৃথগ্দিদৃক্ষতাং প্রায়েণ রোষোঽভিভবেদ্যথা পশুম্॥৪৬॥
পৃথগ্ধিয়ঃ কর্ম্মদৃশো দুরাশয়াঃ পরোদয়েনার্পিতহৃদ্রুজোঽনিশম্।
পরান্ দুরুক্তৈর্বিতুদন্ত্যরুন্তুদাস্তান্ মাবধীদ্দৈববধান্ ভবদ্বিধঃ॥৪৭॥
যস্মিন্ যদা পুষ্করনাভমায়য়া দুরন্তয়া স্পৃষ্টধিয়ঃ পৃথগ্দৃশঃ।
কুর্ব্বন্তি তত্র হ্যনুকম্পয়া কৃপাং ন সাধবো দৈববলাৎ কৃতে ক্রমম্॥৪৮॥
ভবাংস্তু পুংসঃ পরমস্য মায়য়া দুরন্তয়াঽস্পৃষ্টমতিঃ সমস্তদৃক্।
তয়া হতাত্মস্বনুকর্ম্মচেতঃস্বনুগ্রহং কর্ত্তুমিহার্হসি প্রভো॥৪৯॥
কুর্ব্বধ্বরস্যোদ্ধরণং হতস্য ভোস্ত্বয়াঽসমাপ্তস্য মনো প্রজাপতেঃ।
ন যত্র ভাগং তব ভাগিনো দদুঃ কুযাজিনো যেন মখো নিনীয়তে॥৫০॥
জীবতাদ্যজমানোঽয়ং প্রপদ্যেতাক্ষিণী ভগঃ।
ভৃগোঃ শ্মশ্রূণি রোহন্তু পূষ্ণো দন্তাশ্চ পূর্ব্ববৎ॥৫১॥
দেবানাং ভগ্নগাত্রাণামৃত্বিজাঞ্চায়ুধাশ্মভিঃ। ভবতানুগৃহীতানামাশু মন্যোঽস্ত্বনাতুরম্॥৫২॥

যে সকল সাধুপুরুষ আপনার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সকল প্রাণীর মধ্যে আপনাকে অবলোকন করেন এবং আপনার আত্মাতে সকল প্রাণীকে অভিন্নরূপে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা অজ্ঞ দক্ষের ন্যায় কখনও আপনার রোষে অভিভূত হইয়া পড়েন না। ৪৬

যে সকল ব্যক্তি ভেদদর্শী, যাহাদের আশয় দুষ্ট, যাহাদের কেবল কর্ম্মেই আসক্তি, পরের উন্নতিতে যাহাদের হৃদয়ে বেদনা বোধ হয়—ঐ সকল ব্যক্তি দৈব হইতেই হত হইয়া আছে, ভবাদৃশ নিরুপম সাধু পুরুষদিগের তাহাদিগকে বধ করা উচিত হয় না। ৪৭

হে প্রভো! যদিও কোন দেশে কোনও কালে পুরুষ পদ্মনাভের দুরতিক্রমা মায়ায় মোহিতচিত্ত হইয়া ভেদ দর্শন নিবন্ধন কোনও অপরাধ করিয়া ফেলে, তথাপি সাধুরা অপরাধীর ঐ কার্য্যকে দৈবকৃত মনে করিয়া তাহার প্রতি কৃপাই করিয়া থাকেন, কদাচ তাহার নাশার্থ পরাক্রম প্রকাশ করেন না। ৪৮

হে প্রভো! আপনি পরমপুরুষ ভগবানের দুরতিক্রমণীয়া মায়ার দ্বারা বিমোহিতচিত্ত হন না, সুতরাং আপনি সর্ব্বজ্ঞ। অতএব ভগবন্মায়া কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া যাহার চিত্ত কেবল কর্ম্মেই আসক্ত তাদৃশ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করা ভবাদৃশ জনের নিতান্তই যোগ্য হইতেছে। ৪৯

হে শিব! আপনি যজ্ঞফল-দাতা এবং যজ্ঞাংশ-ভাগী; দক্ষযজ্ঞে কুযাজ্ঞিকেরা আপনাকে আপনার অংশ প্রদান না করায় প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ আপনা কর্ত্তৃক হত হইযা অসমাপ্ত হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া আপনি সেই যজ্ঞ উদ্ধার করুন। ৫০

আপনার কৃপায় এই যজমান দক্ষ পুনরায় জীবিত হউক, ভগদেব আপনার চক্ষুর্দ্বয় পুনঃ প্রাপ্ত হউন, ভৃগুর শ্মশ্রু ও পূষার দন্ত পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ হউক। ৫১

হে রুদ্র! অস্ত্রের দ্বারা এবং প্রস্তরাদির আঘাতে যে সকল দেবতা ও যজ্ঞ-পুরোহিগণের গাত্র ভগ্ন হইয়াছে, আপনার অনুগ্রহে তাঁহারা শীঘ্র আরোগ্য লাভ করুন। ৫২

এষ তে রুদ্র ভাগোঽস্তু যদুচ্ছিষ্টোঽধ্বরস্য বৈ। যজ্ঞস্তে রুদ্র ভাগেন কল্পতামদ্য যজ্ঞহন্ ॥৫৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
রুদ্রসান্ত্বনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

হে দেব! এই আপনার যজ্ঞভাগ আপনি গ্রহণ করুন। অদ্যাবধি যজ্ঞের যাহা কিছু অবশেষ থাকিবে, তৎসমস্তই আপনার ভাগরূপে পরিগণিত হইবে। আপনার ভাগ গ্রহণ করিয়া এখন যজ্ঞ সম্পন্ন করুন। ৫৩

[ইতি চতুর্থ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইত্যজেনানুনীতেন ভবেন পরিতুষ্যতা। অভ্যধায়ি মহাবাহো প্রহস্য শ্রূয়তামিতি ॥১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

নাঘং প্রজেশ বালানাং বর্ণয়ে নানুচিন্তয়ে। দেবমায়াভিভূতানাং দণ্ডস্তত্র ধৃতো ময়া ॥২॥

প্রজাপতের্দগ্ধশীর্ষ্ণো ভবত্বজমুখং শিরঃ। মিত্রস্য চক্ষুষেক্ষেত ভাগং স্বং বর্হিষো ভগঃ ॥৩॥

পূষা তু যজমানস্য দদ্ভির্জক্ষতু পিষ্টভুক্। দেবাঃ প্রকৃতসর্ব্বাঙ্গা যে ম উচ্ছেষণং দদুঃ ॥৪॥

বাহুভ্যামশ্বিনোঃ পূষ্ণো হস্তাভ্যাং কৃতবাহবঃ। ভবন্ত্বধ্বর্য্যবশ্চান্যে বস্তশ্মশ্রুর্ভৃগুর্ভবেৎ ॥৫॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

তদা সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রুত্বা মীঢ়ুষ্টমোদিতম্। পরিতুষ্টাত্মভিস্তাত সাধু সাধ্বিত্যথাব্রুবন্ ॥৬॥

ততো মীঢ়্বাংসমামন্ত্র্য শুনাসীরাঃ সহর্ষিভিঃ। ভূয়স্তদ্দেবযজনং সমীঢ়্বদ্বেধসো যযুঃ ॥৭॥

বিধায় কার্ৎস্নেন চ তদ্‌যদাহ ভগবান্ ভবঃ। সন্দধুঃ কস্য কায়েন সবনীয়পশোঃ শিরঃ ॥৮॥

সন্ধীয়মানে শিরসি দক্ষো রুদ্রাভিবীক্ষিতঃ। সদ্যঃ সুপ্ত ইবোত্তস্থৌ দদৃশে চাগ্রতো মৃড়ম্ ॥৯॥

বিষ্ণু কর্ত্তৃক যজ্ঞসম্পাদন

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে মহাবাহো বিদুর! ব্রহ্মা এইরূপে মহাদেবের স্তব করিলে তিনি ঐ অনুনয়ে পরিতুষ্ট হইয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা শ্রবণ কর। ১

শ্রীমহাদেব কহিলেন—হে প্রজাপালক! দক্ষের ন্যায় দেবমায়াবিমোহিত বালকগণের অপরাধ আমি কখনও মুখে আনি না; অধিক কি, উহাদের চিন্তাও আমার মনে উদিত হয় না, তবে মর্য্যাদা-রক্ষার জন্যই আমাকে দণ্ডধারণ করিতে হইয়াছে। ২

প্রজাপতি দক্ষের মুণ্ড দগ্ধ হইয়াছে, এখন ছাগের মুণ্ড তাহার মুণ্ডরূপে পরিণত হউক, এবং ভগদেব মিত্রদেবতার চক্ষুর দ্বারা স্বীয় যজ্ঞভাগ দর্শন করুন। ৩

পূষা কেবল পিষ্টকভোজী হইয়া যজমানের দন্তরাজির দ্বারা ভক্ষণ করুক। যে সকল দেবতা আমাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিলেন, তাঁহাদের ভগ্ন অঙ্গ সকল সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হউক। ৪

যে সকল ঋত্বিকের অঙ্গ একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাহু দ্বারা তাঁহারা বাহুবিশিষ্ট এবং সূর্য্যের হস্ত দ্বারা হস্তবান্ হউন। অন্যান্য ঋত্বিক্‌গণও এইরূপ অঙ্গবিশিষ্ট হউন এবং ছাগের শ্মশ্রুই ভৃগুর শ্মশ্রু হউক। ৫

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বৎস বিদুর! চন্দ্রশেখরের এই কথা শুনিয়া সকলে পরিতুষ্ট হইয়া "সাধু সাধু" বলিয়া উঠিল। ৬

অনন্তর দেবগণ চন্দ্রশেখরকে আমন্ত্রণ করিয়া শিব ও ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া ঋষিগণের সহিত পুনর্ব্বার সেই যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। ৭

অনন্তর দেবগণ ভগবান্ শিবের কথানুসারে সমস্ত কার্য্য সম্যক্‌রূপে সম্পাদন করিয়া দক্ষের দেহে ছাগমুণ্ড যোজনা করিয়া দিলেন। ৮

দক্ষের মস্তক সংলগ্ন হইলে রুদ্র তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, রুদ্রের দর্শনমাত্রে দক্ষ যেন নিদ্রাপগমে জাগরিত হইয়া সম্মুখে ভগবান্ রুদ্রকে দেখিতে পাইলেন। ৯

তদা বৃষধ্বজদ্বেষ-কলিলাত্মা প্রজাপতিঃ। শিবাবলোকাদভবচ্ছরদ্ধ্রদ ইবামলঃ ॥ ১০ ॥
ভবস্তবায় কৃতধীর্নাশক্নোদনুরাগতঃ। ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া সংপরেতাং সুতাং স্মরন্ ॥ ১১॥
কৃচ্ছ্রাৎ সংস্তভ্য চ মনঃ প্রেমবিহ্বলিতঃ সুধীঃ।
শশংস নির্ব্ব্যলীকেন ভাবেনেশং প্রজাপতিঃ ॥১২॥

শ্রীদক্ষ উবাচ।

ভূয়াননুগ্রহ অহো ভবতা কৃতো মে দণ্ডস্ত্বয়া ময়ি ভৃতো যদপি প্রলব্ধঃ।
ন ব্রহ্মবন্ধুষু চ বাং ভগবন্নবজ্ঞা তুভ্যং হরেশ্চ কুত এব ধৃতব্রতেষু ॥১৩॥
বিদ্যাতপোব্রতধরান্ মুখতঃ স্ম বিপ্রান্ ব্রহ্মাত্মতত্ত্বমবিতুং প্রথমং ত্বমস্রাক্।
তদ্‌ব্রাহ্মণান্ পরম সর্ব্ববিপৎসু পাসি পালঃ পশূনিব প্রভো প্রগৃহীতদণ্ডঃ ॥১৪॥
যোঽসৌ ময়াবিদিততত্ত্বদৃশা সভায়াং ক্ষিপ্তো দুরুক্তিবিশিখৈর্বিগণয্য তন্মাম্।
অর্ব্বাক্ পতন্তমর্হত্তমনিন্দয়াপাৎ দৃষ্ট্যার্দ্রয়া স ভগবান্ স্বকৃতেন তুষ্যেৎ ॥১৫॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ক্ষমাপ্যৈবং স মীঢ়্বাংস ব্রহ্মণা চানুমন্ত্রিতঃ। কর্ম্ম সন্তানয়ামাস সোপাধ্যায়র্ত্বিগাদিভিঃ ॥১৬॥

দক্ষের আত্মা পূর্ব্বে ভগবান্ বৃষধ্বজের প্রতি দ্বেষ করাতে কলুষিত হইয়াছিল, এক্ষণে শিব-সন্দর্শনে শরৎকালীন সরসীর ন্যায় সেই আত্মা নির্ম্মল হইল। ১০

তখন দক্ষ শিবের স্তব করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, কিন্তু আপনার মৃত তনয়ার স্মরণ হওয়াতে উৎকণ্ঠাজনিত বাষ্পকণায় তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায় তিনি আর স্তব করিতে সমর্থ হইলেন না। ১১

কন্যাস্নেহ বশতঃ তাঁহার চিত্ত বিহ্বল হইয়া উঠিল, অবশেষে সেই শুদ্ধবুদ্ধি দক্ষ অতি কষ্টে কোনও প্রকারে চিত্তসংযম করিয়া অকপটভাবে মহাদেবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ১২

শ্রীদক্ষ কহিলেন—হে ভগবন্! আমি আপনাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি আমার প্রতি এই যে দণ্ড বিধান করিলেন, ইহাতে আমার প্রতি মহা অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে, কেন না, উপেক্ষা না করিয়া আমাকে শিক্ষা দিলেন, আপনাদের এইরূপ করা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে; কারণ, আপনি এবং ভগবান্ হরি যখন অধম ব্রাহ্মণকেও উপেক্ষা করেন না, তখন মাদৃশ যজ্ঞদীক্ষিত ব্যক্তির কথা আর কি বলিব? ১৩

হে বিভো! হে পরমপুরুষ! আপনি বেদ ও আত্মতত্ত্ব রক্ষা করিবার জন্য বিদ্যা, তপস্যা এবং ব্রতধারী বিপ্রদিগকে প্রথমে মুখ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জন্যই পশুপালক যেমন দণ্ডধারণ করিয়া পশুগণকে রক্ষা করে, আপনিও সেইরূপ সর্ব্ব-বিপৎ হইতে ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিতেছেন। ১৪

আমি তত্ত্বজ্ঞানহীন বলিয়াই যজ্ঞসভায় আপনার উপর দুর্ব্বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, আপনি পূজ্যব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠ, আপনার নিন্দা করিয়া আমি অধঃপতিত হইতেছিলাম, কিন্তু আপনি আমার অপরাধ গ্রহণ না করিয়া কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা তাহা হইতে আমাকে রক্ষা করিলেন, এতাদৃশ ভগবান আপনি—নিজগুণে নিজে পরিতুষ্ট হউন। ১৫

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—দক্ষ এই প্রকারে মহাদেবকে সান্ত্বনা করিয়া ব্রহ্মার আজ্ঞায় উপাধ্যায় ও ঋত্বিক্‌গণের সহিত পুনরায় যজ্ঞ-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ১৬

বৈষ্ণবং যজ্ঞসন্তত্যৈ ত্রিকপালং দ্বিজোত্তমাঃ। পুরোডাশং নিরবপন্ বীরসংসর্গশুদ্ধয়ে ॥১৭॥
অধ্বর্য্যুণাত্তহবিষা যজমানো বিশাংপতে। ধিয়া বিশুদ্ধয়া দধ্যৌ তথা প্রাদুরভূদ্ধরিঃ ॥১৮॥
তদা স্বপ্রভয়া তেষাং দ্যোতয়ন্ত্যা দিশো দশ।
মুষ্ণংস্তেজ উপানীতস্তার্ক্ষ্যেণ স্তোত্রবাজিনা ॥১৯॥
শ্যামো হিরণ্যরশনোঽর্ককিরীটজুষ্টো নীলালকভ্রমরমণ্ডিতকুণ্ডলাস্যঃ।
শঙ্খাব্জচক্রশরচাপগদাসিচর্ম্মব্যগ্রৈর্হিরণ্ময়ভুজৈরিব কর্ণিকারঃ ॥২০॥
বক্ষস্যধিশ্রিতবধূর্বনমাল্যুদারহাসাবলোককলয়া রময়ংশ্চ বিশ্বম্।
পার্শ্বভ্রমদ্ব্যজনচামররাজহংসঃ শ্বেতাতপত্রশশিনোপরি রজ্যমানঃ ॥২১॥
তমুপাগতমালক্ষ্য সর্ব্বে সুরগণাদয়ঃ। প্রণেমুঃ সহসোত্থায় ব্রহ্মেন্দ্রত্র্যক্ষনায়কাঃ ॥২২॥
তত্তেজসা হতরুচঃ সন্নজিহ্বাঃ সসাধ্বসাঃ। মূর্দ্ধ্না কৃতাঞ্জলিপুটা উপতস্থুরধোক্ষজম্ ॥২৩॥
অপ্যর্ব্বাগ্‌বৃত্তয়ো যস্য মহি ত্বাত্মভুবাদয়ঃ। যথামতি গৃণন্তি স্ম কৃতানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥২৪॥

ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ-বিস্তারার্থ এবং রুদ্রপার্ষদ মথগণের সংসর্গজনিত দোষশুদ্ধির জন্য বিষ্ণু সম্বন্ধীয় ত্রিকপাল ও পুরোডাশ দ্বারা হোম করিলেন। ১৭

হে বিদুর! তখন যজমান দক্ষ যজুর্ব্বেদজ্ঞ পুরোহিতের সহিত যজ্ঞীয় হবিঃ গ্রহণ পুরঃসর বিশুদ্ধচিত্তে ধ্যানস্থ হইবামাত্র সেইরূপে অর্থাৎ যে রূপের ধ্যান করা হইল, সেইরূপে—প্রাদুর্ভূত হইলেন। ১৮

তখন শ্রীহরির শরীরপ্রভার দ্বারা দশদিক্ সমুজ্জ্বল এবং তত্রস্থ ব্যক্তিগণের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া বৃহদ্রথন্তর পক্ষদ্বয়বিশিষ্ট গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় উপনীত হইলেন। ১৯

সেই শ্রীহরি শ্যামবর্ণ, কটিদেশে হিরণ্যের ন্যায় কাঞ্চিদাম দোদুল্যমান, তাঁহার মস্তকে সূর্য্যতুল্য কিরীট শোভিত এবং মুখমণ্ডল কুণ্ডলে মণ্ডিত এবং নীলবর্ণ অলকাবলীরূপ অলিকুলে অলঙ্কৃত, তাঁহার হিরণ্ময় বাহু সকলে ভৃত্যরক্ষণার্থ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গচর্ম্ম উদ্যত হওয়াতে শ্রীহরি প্রস্ফুটিত কর্ণিকার পুষ্পের বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। ২০

তাঁহার বক্ষঃস্থলে স্বয়ং লক্ষ্মী বিরাজিতা, তিনি বনমালাধারী হইয়া উদার হাস্য এবং কটাক্ষলেশ দ্বারা বিশ্বের প্রীতি জন্মাইতেছিলেন, তাঁহার উভয় পার্শ্বে ব্যজন এবং চামর রাজহংসের ন্যায় আন্দোলিত হইতেছিল এবং তাঁহার মস্তকোপরি শশিতুল্য শ্বেতচ্ছত্র শোভাতিশয্য বিস্তার করিতেছিল। ২১

সেই শ্রীভগবান্ শ্রীহরিকে সমাগত দেখিয়া ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও ত্রিলোচন প্রমুখ দেবতাবৃন্দ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। ২২

শ্রীহরির তেজে সকলেরই প্রভাব ম্লান হইয়া পড়িল, তাঁহারা মহিমাগাম্ভীর্য্যে ভয়বিহ্বলচিত্ত হইয়া গদ্‌গদ বাক্যে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক অধোক্ষজ শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন। ২৩

ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁহার মহিমার নিকট ক্ষুদ্রবৃত্তি-সম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হন, যিনি ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় বিগ্রহ প্রকটিত করেন, সেই শ্রীহরিকে দেবতাগণ যথাশক্তি স্তব করিতে লাগিলেন। ২৪

দক্ষো গৃহীতার্হণসাদনোত্তমং যজ্ঞেশ্বরং বিশ্বসৃজাং পরং গুরুম্।
সুনন্দনন্দাদ্যনুগৈর্বৃতং মুদা গৃণন্ প্রপেদে প্রযতঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥২৫॥

শ্রীদক্ষ উবাচ।

শুদ্ধং স্বধাম্ন্যুপরতাখিলবুদ্ধ্যবস্থং চিন্মাত্রমেকমভয়ং প্রতিষিধ্য মায়াম্।
তিষ্ঠংস্তয়ৈব পুরুষত্বমুপেত্য তস্যামাস্তে ভবানপরিশুদ্ধ ইবাত্মতন্ত্রঃ ॥২৬॥

শ্রীঋত্বিজ ঊচুঃ।

তত্ত্বং ন তে বয়মনঞ্জন রুদ্রশাপাৎ কর্ম্মণ্যবগ্রহধিয়ো ভগবন্ বিদামঃ।
ধর্ম্মোপলক্ষণমিদং ত্রিবৃদধ্বরাখ্যং জ্ঞাতং যদর্থমধিদৈবমদো ব্যবস্থাঃ ॥২৭॥

শ্রীসদস্যা ঊচুঃ।

উৎপত্ত্যধ্বন্যশরণ উরুক্লেশদুর্গেঽন্তকোগ্রব্যালান্বিষ্টে বিষয়মৃগতৃষ্যাত্মগেহোরুভারঃ।
দ্বন্দ্বশ্বভ্রে খলমৃগভয়ে শোকদাবেঽজ্ঞসার্থঃ পাদৌকস্তে শরণদ কদা যাতি কামোপসৃষ্টঃ ॥২৮॥

প্রজাপতি দক্ষ সংযতচিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্তমপাত্রে পূজার দ্রব্যাদি গ্রহণ পুরঃসর বিশ্বস্রষ্টৃগণের পরমগুরু ও সুনন্দাদি দেবর্ষিগণে পরিবৃত ভগবান্ শ্রীহরিকে আনন্দভরে স্তব করিতে করিতে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ২৫

শ্রীদক্ষ কহিলেন,—হে ভগবান্, আপনি স্বীয় স্বরূপ শক্তি-বৈভবে বুদ্ধির সমস্ত অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন। আপনি শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ, আপনি অদ্বিতীয় এবং অভয়স্বরূপ, আপনি মায়াকে অভিভূত করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অবস্থান করিলেও পুরুষরূপে প্রকৃতি ঈক্ষণাদিতে নিযুক্ত থাকেন বলিয়া প্রাকৃত লোকের নিকট অপরিশুদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হন। ২৬

শ্রীঋত্বিকেরা কহিলেন—হে নিরঞ্জন! নন্দীশ্বরের শাপে আমাদের বুদ্ধি কর্ম্মে আসক্ত হওয়ায় আমরা আপনার তত্ত্ব অবগত নহি, কিন্তু আমরা বেদ-প্রতিপাদ্য ও ধর্ম্মের উপলক্ষণভূত যজ্ঞ নামক আপনার মূর্ত্তিকে বিশেষরূপে অবগত আছি। আপনি সিদ্ধির জন্যই বিভিন্ন দেবতাধিকারে যথোচিত যজ্ঞ-ভাগাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ২৭

শ্রীসদস্যগণ বলিলেন—হে আশ্রয়পদ! এই সংসার-পথ দুর্গম, ইহাতে বিশ্রামের স্থান মাত্র নাই; গুরুতর ক্লেশস্বরূপ দুর্গমস্থানে ইহা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, অন্তকরূপ ভীষণ কালসর্প নিরন্তর ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে। বিষয়রূপ অগণ্য মৃগতৃষ্ণিকা এখানে জীবকে নিয়ত প্রলোভিত করিতেছে, সুখ-দুঃখাদি গর্ত্তে ইহা পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার খলরূপ ব্যাঘ্রাদির ভয় সর্ব্বদা এখানে বর্ত্তমান, এবং শোক-রূপ দাবাগ্নি এখানে নিয়ত প্রজ্বলিত। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ জন্মমরণাদি লক্ষণযুক্ত এই সংসারমার্গে দেহে ও গেহে গুরুতররূপে আক্রান্ত ও কামপ্রপীড়িত হইয়া বাস করিতেছে। আহা, তাহারা কত-দিনেই বা আপনার চরণরূপ আশ্রয়স্থল প্রাপ্ত হইবে? ২৮

বিবৃতি—শ্রীধর স্বামী শ্রীভগবানের তিনটি পুরুষাবতারের কথা বলিয়াছেন—প্রথম পুরুষ—মহত্তের স্রষ্টা, কারণার্ণবশায়ী; দ্বিতীয় পুরুষ—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী; তৃতীয় পুরুষ—প্রত্যেক জীবের অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী। এই তিন পুরুষ মায়ার অবলম্বনে সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য করিলেও ইহারা মায়ার অধীন নহেন। ২৬

ঋত্বিক্‌গণের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভগবান্‌ই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য

শ্রীরুদ্র উবাচ।

তব বরদ বরাঙ্‌ঘ্রাবাশিষেহাখিলার্থে হ্যপি মুনিভিরসক্তৈরাদরেণার্হণীয়ে।
যদি রচিতধিয়ং মাবিদ্যলোকোঽপবিদ্ধং জপতি ন গণয়ে তৎ ত্বৎপরানুগ্রহেণ ॥২৯॥

শ্রীভৃগুরুবাচ।

যন্মায়য়া গহনয়াপহৃতাত্মবোধা ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতস্তমসি স্বপন্তঃ।
নাত্মন্ শ্রিতং তব বিদন্ত্যধুনাপি তত্ত্বং সোঽয়ং প্রসীদতু ভবান্ প্রণতাত্মবন্ধুঃ ॥৩০॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

নৈতৎ স্বরূপং ভবতোঽসৌ পদার্থভেদগ্রহৈঃ পুরুষো যাবদীক্ষেৎ।
জ্ঞানস্য চার্থস্য গুণস্য চাশ্রয়ো মায়াময়াদ্ব্যতিরিক্তো মতস্ত্বম্ ॥৩১॥

শ্রীইন্দ্র উবাচ।

ইদমপ্যচ্যুত বিশ্বভাবনং বপুরানন্দকরং মনোদৃশাম্।
সুরবিদ্বিট্‌ক্ষপণৈরুদায়ুধৈর্ভুজদণ্ডৈরুপপন্নমষ্টভিঃ ॥৩২॥

শ্রীপত্ন্য ঊচুঃ।

যজ্ঞোঽয়ং তব যজনায় কেন সৃষ্টো বিধ্বস্তঃ পশুপতিনাদ্য দক্ষকোপাৎ।
তং নস্ত্বং শবশয়নাভ শান্তমেধং যজ্ঞাত্মন্ নলিনরুচা দৃশা পুনীহি ॥৩৩॥

শ্রীরুদ্র কহিলেন—হে বরদ! আপনার বর-চরণ পুরুষার্থের সাধক, এই নিমিত্ত নিষ্কাম মুনিরাও পরম সমাদরে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, আপনার সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ চরণে আমার চিত্ত সংলগ্ন রহিয়াছে; সেই কারণে মূর্খ লোকসমূহ আমাকে সদাচারহীন বলিয়া জল্পনা করে—কিন্তু তাহাও আমি আপনার কৃপায় কিছুমাত্র গ্রহণ করি না। ২৯

শ্রীভৃগু কহিলেন—যাঁহার দুস্তর মায়া দ্বারা তত্ত্ব-জ্ঞান অপহৃত হওয়ায় ব্রহ্মাদি ও দেহিগণও অজ্ঞানান্ধকারে শয়ন করিয়া আছেন, যাঁহার তত্ত্ব তাঁহাদের আত্মাতে অনুগত হইলেও এখনও তাহা জানিতে পারিতেছেন না—সেই প্রণত জনগণের আত্মা ও বন্ধু আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩০

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—হে বিভো! পদার্থের ভেদ-গ্রাহী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পুরুষ যাহা দর্শন করে, তাহার কিছুই আপনার স্বরূপ নহে, আপনি বিষয়, ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের আশ্রয়; অতএব আপনি মায়াময়, অসৎ পদার্থ হইতে বিভিন্ন—ইহাই সাধুদিগের অভিমত। ৩১

শ্রীইন্দ্র কহিলেন—হে অচ্যুত! আপনার এই শরীর প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহা দেবদ্বেষী অসুরগণের নাশকারী, উদ্যতাস্ত্র আটটি ভুজদণ্ডে সুশোভিত; ইহা নয়ন ও মনের আনন্দকর এবং বিশ্বের সুখদায়ক। ৩২

ঋত্বিক্‌পত্নীগণ কহিলেন—হে যজ্ঞেশ্বর! এই যজ্ঞ তোমার অর্চনার্থে পূর্ব্বে ব্রহ্মা প্রবর্ত্তন করিয়া-ছিলেন, কিন্তু দক্ষের প্রতি কোপবশতঃ মহাদেব এই যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছেন। হে পদ্মনাভ! এক্ষণে উহার পশুহিংসাদি রূপ উৎসব নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, অতএব আপনি নলিননয়ন দ্বারা কৃপা দৃষ্টি পূর্ব্বক উহাকে পবিত্র করুন। ৩৩

বলিতেছেন—পুরুষোত্তম ভগবান্‌ই পৃথক্ পৃথক্ দেবশরীর অবলম্বন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ দেবতায় আবিষ্ট হইয়া যজ্ঞ-ভাগ ভোগ করিয়া থাকেন। ২৭

শ্রীঋষয় ঊচুঃ।

অনন্বিতং তব ভগবন্ বিচেষ্টিতং যদাত্মনাচরসি হি কর্ম্ম নাজ্যসে।
বিভূতয়ে যত উপসেদুরীশ্বরীং ন মন্যতে স্বয়মনুবর্ত্ততীং ভবান্ ॥৩৪॥

শ্রীসিদ্ধা ঊচুঃ।

অয়ং ত্বৎকথামৃষ্টপীয়ূষনদ্যাং মনোবারণঃ ক্লেশদাবাগ্নিদগ্ধঃ।
তৃষার্ত্তোঽবগাঢ়ো ন সস্মার দাবং ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ ॥৩৫॥

শ্রীযজমানুবাচ।

স্বাগতং তে প্রসীদেশ তুভ্যং নমঃ শ্রীনিবাস শ্রিয়া কান্তয়া ত্রাহি নঃ।
ত্বামৃতেঽধীশ নাঙ্গৈর্মখঃ শোভতে শীর্ষহীনঃ কবন্ধো যথা পূরুষঃ ॥৩৬॥

শ্রীলোকপালা ঊচুঃ।

দৃষ্টঃ কিং নো দৃগ্ভিরসদ্গ্রহৈস্ত্বং প্রত্যগ্দ্রষ্টা দৃশ্যতে যেন বিশ্বম্।
মায়া হ্যেষা ভবদীয়া হি ভূমন্ যৎ ত্বং ষষ্ঠঃ পঞ্চভির্ভাসি ভূতৈঃ ॥৩৭॥

শ্রীযোগেশ্বরা ঊচুঃ।

প্রেয়ান্ ন তেঽন্যোঽস্ত্যমুতস্ত্বয়ি প্রভো বিশ্বাত্মনীক্ষেন্ন পৃথগ্ য আত্মনঃ।
অথাপি ভক্ত্যেশ তয়োপধাবতামনন্যবৃত্ত্যানুগৃহাণ বৎসল ॥৩৮॥

শ্রীঋষিগণ কহিলেন—হে ভগবন্! আপনার আচরণ অচিন্ত্যপূর্ব্ব, যেহেতু, আপনি নিজে কর্ম্ম করিয়াও উহাতে লিপ্ত হন না, আবার অন্যে সম্পদ্-লাভের জন্য যে লক্ষ্মীদেবীর ভজনা করিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আপনার সেবার জন্য লালায়িতা, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে আপনি আদর করেন না। ৩৪

শ্রীসিদ্ধগণ কহিলেন—হে দেব! আমাদের মনোমাতঙ্গ ক্লেশরূপ দাবানলে দগ্ধ এবং তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছে; তাহারা এখন আপনার কথারূপ অমৃতনদীতে অবগাহন করিলে সংসার-তাপস্বরূপ দাবানল একেবারে বিস্মৃত হইয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবার মত হইয়া আর নির্গত হইবে না। ৩৫

শ্রীদক্ষপতি প্রভৃতি কহিলেন—হে ঈশ! আপনি সুখে আসিয়াছেন ত? আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। হে শ্রীনিবাস! আপনি স্বীয় ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবীর সহ আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। হে অধীশ! মস্তকবিহীন কবন্ধ পুরুষ যেমন সুশোভন করচরণাদি দ্বারাও শোভা পায় না, তদ্রূপ আপনা ব্যতীত যজ্ঞ শোভা পাইতে পারে না। ৩৬

শ্রীলোকপালগণ বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বসাক্ষী, সুতরাং নিখিল বিশ্বসংসার সর্ব্বদা পরিদর্শন করিতেছেন, আমরা এতাদৃশ বিষয়াভিভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা কি প্রকারে আপনাকে দেখিতে পাইব? আপনি যে পঞ্চভূতের অতিগ ষষ্ঠভূতবিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তাহাও আপনারই মায়াপ্রভাবে। ৩৭

শ্রীযোগেশ্বরগণ কহিলেন—হে প্রভো! নিখিল জীবের আলয়স্বরূপ আপনাতে অবস্থিত জানিয়া জীবগণকে যে পৃথক্‌রূপে দর্শন না করে, তাহা হইতে আপনার আর অধিক প্রিয় কেহ নাই। কিন্তু তথাপি হে ভক্তবৎসল! আমরা আপনাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি করিয়া থাকি, অতএব আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। ৩৮

জগদুদ্ভবস্থিতিলয়েষু দৈবতো বহুভিদ্যমানগুণয়াত্মমায়য়া।
রচিতাত্মভেদমতয়ে স্বসংস্থয়া বিনিবর্ত্তিতভ্রমগুণাত্মনে নমঃ ॥৩৯॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

নমস্তে শ্রিতসত্ত্বায় ধর্ম্মাদীনাঞ্চ সূতয়ে। নির্গুণায় চ যৎকাষ্ঠাং নাহং বেদাপরেঽপি চ ॥৪০॥

শ্রীঅগ্নিরুবাচ।

যত্তেজসাহং সুসমিদ্ধতেজা হব্যং বহে স্বধ্বর আজ্যসিক্তম্।
তং যজ্ঞিয়ং পঞ্চবিধঞ্চ পঞ্চভিঃ স্বিষ্টং যজুর্ভিঃ প্রণতোঽস্মি যজ্ঞম্ ॥৪১॥

শ্রীদেবা ঊচুঃ।

পুরা কল্পাপায়ে স্বকৃতমুদরীকৃত্য বিকৃতং ত্বমেবাদ্যস্তস্মিন্ সলিল উরগেন্দ্রাধিশয়নে।
পুমান্ শেষে সিদ্ধৈর্হৃদি বিমৃশিতাধ্যাত্মপদবিঃ স এবাদ্যাক্ষ্ণোর্যঃ পথি চরসি ভৃত্যানবসি নঃ ॥৪২॥

শ্রীগন্ধর্ব্বাপ্সরস ঊচুঃ।

অংশাংশাস্তে দেব মরীচ্যাদয় এতে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যা দেবগণা রুদ্রপুরোগাঃ।
ক্রীড়াভাণ্ডং বিশ্বমিদং যস্য বিভূমংস্তস্মৈ নিত্যং নাথ নমস্তে করবাম ॥৪৩॥

জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় প্রভৃতির নিমিত্ত আপনার মায়ায় অশেষগুণ জীব সকলের অদৃষ্টবশতঃ বহু প্রকারে ভিন্ন হইয়া থাকে, আপনি সেই মায়ার দ্বারাই সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের জন্য আপনার স্বরূপে জীবের ভেদমতি জন্মাইয়া থাকেন—আবার আপনি আপনার স্বরূপে অবস্থানের দ্বারা বিশেষ-রূপে সমস্ত ভ্রমের ও তাহার হেতুভূত গুণাবলীর নিবৃত্তিসাধন করিয়া থাকেন; অতএব আপনাকে নমস্কার করি। ৩৯

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—যিনি নির্গুণ বা গুণাতীত হইয়াও শুদ্ধ সত্ত্বগুণ স্বীকার করিয়াছেন, এবং তদ্ধেতু ধর্ম্মাদিরও যিনি উৎপত্তি-কর্ত্তা—আমি তাঁহাকে নমস্কার করি, ইঁহার তত্ত্ব আমিও জানি না, অপর কেহও জানেন না। ৪০

শ্রীঅগ্নি কহিলেন—যাঁহার তেজ দ্বারা আমার তেজ সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত হওয়ায় আমি প্রশস্ত যজ্ঞ সকলে ঘৃতসিক্ত হব্যসামগ্রী বহন করিয়া থাকি, যিনি অগ্নিহোত্র, দর্শ-পৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য ও পশুসোম এই পঞ্চবিধ যজ্ঞের স্বরূপ এবং যিনি পঞ্চবিধ যজ্ঞমন্ত্র দ্বারা সুন্দররূপে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন, আমি সেই যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীহরিকে প্রণাম করিতেছি। ৪১

শ্রীদেবগণ কহিলেন—যে আদ্যপুরুষ পুরাকালে কল্পান্ত-সময়ে ভিন্নাকারে পরিণত নিখিল কার্য্যকে স্বীয় উদরাভ্যন্তরে লীন করিয়া কারণার্ণবে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন, সনকাদি সিদ্ধগণ হৃদয়মধ্যে যাহার জ্ঞানমার্গ বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন—তিনিই অদ্য আমাদের লোচনপথের পথিক হইয়া বিচরণ করিতেছেন এবং ভৃত্যবোধে আমা-দিগকে রক্ষা করিতেছেন। ৪২

শ্রীগন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ কহিলেন—হে বিভো! হে দেব! পুরোবর্ত্তী এই মরীচি প্রমুখ প্রজাপতিগণ, এবং রুদ্র প্রমুখ ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবগণ আপনার অংশের অংশ। এই বিশ্ব আপনার ক্রীড়াভাণ্ড, অতএব হে নাথ! আমরা আপনাকে সর্ব্বদা নমস্কার করিতেছি। ৪৩

শ্রীবিদ্যাধরা ঊচুঃ।

ত্বন্মায়য়ার্থমভিপদ্য কলেবরেঽস্মিন্ কৃত্বা মমাহমিতি দুর্ম্মতিরুৎপথৈঃ স্বৈঃ।
ক্ষিপ্তোঽপ্যসদ্বিষয়লালস আত্মমোহং যুষ্মৎকথামৃতনিষেবক উদ্ব্যুদস্যেৎ ॥৪৪॥

শ্রীব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

ত্বং ক্রতুস্ত্বং হবিস্ত্বং হুতাশঃ স্বয়ং ত্বং হি মন্ত্রঃ সমিদ্দর্ভপাত্রাণি চ।
ত্বং সদস্যর্ত্বিজো দম্পতী দেবতা অগ্নিহোত্রং স্বধা সোম আজ্যং পশুঃ ॥৪৫॥
ত্বং পুরা গাং রসায়া মহাশূকরো দংষ্ট্রয়া পদ্মিনীং বারণেন্দ্রো যথা।
স্তূয়মানো নদল্লীলয়া যোগিভির্ব্যুজ্জহর্থ ত্রয়ীগাত্র যজ্ঞক্রতুঃ ॥৪৬॥
স প্রসীদ ত্বমস্মাকমাকাঙ্ক্ষতাং দর্শনং তে পরিভ্রষ্টসৎকর্ম্মণাম্।
কীর্ত্যমানে নৃভির্নাম্নি যজ্ঞেশ তে যজ্ঞবিঘ্নাঃ ক্ষয়ং যান্তি তস্মৈ নমঃ ॥৪৭॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি দক্ষঃ কবির্যজ্ঞং ভদ্র রুদ্রাভিমর্শিতম্। কীর্ত্যমানে হৃষীকেশে সংনিন্যে যজ্ঞভাবনে ॥৪৮॥
ভগবান্ স্বেন ভাগেন সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভাগভুক্। দক্ষং বভাষ আভাষ্য প্রীয়মাণ ইবানঘ ॥৪৯॥

শ্রীবিদ্যাধরগণ কহিলেন—হে ভগবন্! দুর্ম্মতি মনুষ্য পুরুষার্থসাধনের উপায়স্বরূপ এই কলেবর প্রাপ্ত হইয়াও উন্মার্গগামী স্বকীয় পুত্রাদি দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তথাপি উহারা এই দেহে 'আমি' ও 'আমার' অভিমান করিয়া অনিত্য বিষয়ে লালসাযুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহারা আপনার কথামৃতের পিপাসু হন, কেবল তাঁহারাই ঐ মোহ দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন—অন্য কেহ পারেন না। ৪৪

শ্রীব্রাহ্মণগণ কহিলেন—আপনিই যজ্ঞ, আপনিই হবিঃ, আপনিই অগ্নি, আপনিই মন্ত্র, আপনিই সমিধ্, আপনিই কুশ, আপনিই যজ্ঞপাত্র, আপনিই সদস্য, আপনিই ঋত্বিক্, আপনিই যজমান ও তাহার স্ত্রী, আপনিই দেবতা, আপনিই অগ্নিহোত্র, আপনিই স্বধা, আপনিই সোমরস, আপনিই হবনীয় ঘৃত এবং আপনিই যজ্ঞীয় পশু। ৪৫

হে বেদমূর্ত্তে! আপনিই যূপযুক্ত যজ্ঞ অথবা যজ্ঞসঙ্কল্পরূপী, গজেন্দ্র যেমন অবলীলাক্রমে পদ্মিনীকে উত্তোলন করে, আপনিও সেইরূপ লীলাক্রমে মহাশূকরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে স্বীয় দংষ্ট্রা দ্বারা রসাতলগত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তৎকালে যোগিগণ আপনার স্তব করিতেছিলেন। ৪৬

হে যজ্ঞেশ্বর! এক্ষণে আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাদের যজ্ঞকর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছিল, এই জন্য আমরা আপনার দর্শন-আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম, পুরুষগণ যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে তাঁহাদের যাবতীয় যজ্ঞবিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া যায়, আমরা তাদৃশ প্রভাবশালী আপনাকে নমস্কার করি। ৪৭

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর! এই প্রকার সকলেই সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবান্ হৃষীকেশের গুণকীর্ত্তন করিতে থাকিলে সম্যগ্‌দর্শী দক্ষ বীরভদ্র কর্ত্তৃক বিনষ্ট যজ্ঞের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিলেন। ৪৮

হে নিষ্পাপ বিদুর! সর্ব্বজীবের আত্মা, অতএব সকলেরই ভাগভোজী ভগবান্ স্বীয় ভাগের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াই যেন দক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। ৪৯

শ্রীভগবানুবাচ।

অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্। আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ ॥৫০॥
আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ। সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্ ॥৫১॥
তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি। ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি ॥৫২॥
যথা পুমান্ ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ। পারক্যবুদ্ধিং কুরুত এবং ভূতেষু মৎপরঃ ॥৫৩॥
ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্। সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৫৪॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

এবং ভগবতাদিষ্টঃ প্রজাপতিপতির্হরিম্। অর্চ্চিত্বা ক্রতুনা স্বেন দেবানুভয়তোঽযজৎ ॥৫৫॥
রুদ্রঞ্চ স্বেন ভাগেন হ্যুপাধাবৎ সমাহিতঃ। কর্ম্মণোদবসানেন সোমপানিতরানপি।
উদবস্য সহর্ত্বিগ্‌ভিঃ সস্নাববভৃথং ততঃ ॥৫৬॥
তস্মা অপ্যনুভাবেন স্বেনৈবাবাপ্তরাধসে। ধর্ম্ম এব মতিং দত্ত্বা ত্রিদশাস্তে দিবং যযুঃ ॥৫৭॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমিই জগতের কারণ, আত্মা, ঈশ্বর, সাক্ষী, স্বপ্রকাশ এবং উপাধিশূন্য, এবং আমিই ব্রহ্মা ও শিবরূপ ধারণ করিয়া থাকি। ৫০

হে দ্বিজ! আমিই গুণময়ী আত্মমায়াকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের নিমিত্ত কার্য্যোপযুক্ত খড়গ ধারণ করিয়া থাকি। ৫১

সেই অদ্বিতীয় নিঃসঙ্গ পরমাত্মাস্বরূপ পরমব্রহ্ম আমাতেই অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভেদবৃত্তি বশতঃ পৃথক্‌রূপে ব্রহ্মা, রুদ্র ও অন্যান্য জীবগণের স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাইয়া থাকে। ৫২

পুরুষ যেমন মস্তক ও হস্ত-পদাদিরূপ স্বীয় অঙ্গে কখনও পরকীয় বুদ্ধি করে না, সেইরূপ মৎ-পরায়ণ ভক্তও অন্য প্রাণীতে ভেদবুদ্ধি করেন না। ৫৩

হে ব্রহ্মন্! একই স্বরূপভূত সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ আমাদের তিনজনের মধ্যে যিনি ভেদ দর্শন না করেন, তিনিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। ৫৪

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া প্রজাপতিগণের প্রধান দক্ষ ত্রি-কপাল নামক যজ্ঞ দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া 'অঙ্গ' ও 'প্রধান' এই উভয়বিধ যজ্ঞের দ্বারা দেবতাবৃন্দের অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর তিনি সমাহিত চিত্তে রুদ্রের ও নিজভাগ প্রদানরূপ পূজা করিয়া যজ্ঞসমাপক কর্ম্ম দ্বারা সোমপায়ী ও অন্যান্য দেবতাদিগের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে তিনি ঋত্বিক্‌গণের সহিত অবভৃত বা যজ্ঞান্তস্নান করিলেন। ৫৫-৫৬

যদিও স্বীয় ভগবদারাধনারূপ প্রভাবের দ্বারাই দক্ষের যজ্ঞে সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল, তথাপি দেববৃন্দ তাঁহাকে "ধর্ম্মে মতি হউক"—এই বর প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ৫৭

বিবৃতি—ব্রহ্মাদি গুণাবতার শ্রীভগবানের গুণেরই অধিষ্ঠাতা এবং তাঁহার অবতার এইজন্য তাঁহা হইতে অভিন্ন। জীবও ভগবানের শক্তি, অতএব শক্তিমানের সহিত তত্ত্বাংশে অভিন্ন কিন্তু লীলাংশে ভিন্ন। এইজন্য শ্রীচরিতামৃতেও বলা হইয়াছে—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
—চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পরিচ্ছেদ।

জীব সমষ্টিরূপে শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন এবং ব্যষ্টিরূপে ভিন্ন। ৫৪

এবং দাক্ষায়ণী হিত্বা সতী পূর্ব্বকলেবরম্। জজ্ঞে হিমবতঃ ক্ষেত্রে মেনায়ামিতি শুশ্রুম ॥৫৮॥
তমেব দয়িতং ভূয় আবৃঙ্‌ক্তে পতিমম্বিকা। অনন্যভাবৈকগতিং শক্তিঃ সুপ্তেব পূরুষম্ ॥৫৯॥
এতদ্ভগবতঃ শম্ভোঃ কর্ম্ম দক্ষাধ্বরদ্রুহঃ। শ্রুতং ভাগবতাচ্ছিষ্যাদুদ্ধবান্মে বৃহস্পতেঃ ॥৬০॥
ইদং পবিত্রং পরমীশচেষ্টিতং যশস্যমায়ুষ্যমঘৌঘমর্ষণম্।
যো নিত্যদাকর্ণ্য নরোঽনুকীর্ত্তয়েদ্‌ধুনোত্যঘং কৌরব ভক্তিভাবতঃ ॥৬১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
দক্ষযজ্ঞসন্ধানং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭॥

হে বিদুর! আমরা এরূপ শুনিয়াছি যে, দক্ষ-নন্দিনী সতী এইরূপে পূর্ব্বকলেবর ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ৫৮

প্রলয়কালীন সুপ্ত প্রকৃতি যেমন পুরুষকেই আশ্রয় করে, সেইরূপ সতীও পুনরায় অন্যান্য ভজনপরায়ণগণের একমাত্র গতি, প্রিয়তম পতি শম্ভুকেই ভজনা করিয়াছিলেন। ৫৯

দক্ষযজ্ঞনাশক ভগবান্ শম্ভুর এই চরিত্র আমি বৃহস্পতির শিষ্য পরমভাগবত উদ্ধবের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। ৬০

হে বিদুর! এই পরমপবিত্র, যশস্কর, আয়ুবর্দ্ধক, পাপনাশক, মহেশ্বরের এই পবিত্র চরিত্র যে ব্যক্তি সর্ব্বদা শ্রবণ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনি ভক্তিভাবে আপ্লুত হইয়া নিজের ও অপরের সংসারক্লেশ বিনাশ করিতে সমর্থ হন। ৬১

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

সনকাদ্যা নারদশ্চ ঋভুর্হংসোঽরুণির্যতিঃ। নৈতে গৃহান্ ব্রহ্মসুতা হ্যাবসন্নূর্দ্ধরেতসঃ ॥১॥
মৃষাঽধর্ম্মস্য ভার্য্যাসীদ্দম্ভং মায়াঞ্চ শত্রুহন্। অসূত মিথুনং তৎ তু নির্ঋতির্জগৃহেঽপ্রজাঃ ॥২॥
তয়োঃ সমভবল্লোভো নিকৃতিশ্চ মহামতে। তাভ্যাং ক্রোধশ্চ হিংসা চ যদ্দুরুক্তিঃ স্বসা কলিঃ ॥৩॥
দুরুক্তৌ কলিরাধত্ত ভি(ভ)য়ং মৃত্যুঞ্চ সত্তম। তয়োশ্চ মিথুনং জজ্ঞে যাতনা নিরয়স্তথা ॥৪॥
সংগ্রহেণ ময়াখ্যাতঃ প্রতিসর্গস্তবানঘ। ত্রিঃ শ্রুত্বৈতৎ পুমান্ পুণ্যং বিধুনোত্যাত্মনোমলম্ ॥৫॥
অথাতঃ কীর্ত্তয়ে বংশং পুণ্যকীর্ত্তেঃ কুরূদ্বহ। স্বায়ম্ভুবস্যাপি মনোর্হরেরংশাংশজন্মনঃ ॥৬॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ শতরূপাপতেঃ সুতৌ। বাসুদেবস্য কলয়া রক্ষায়াং জগতঃ স্থিতৌ ॥৭॥
জায়ে উত্তানপাদস্য সুনীতিঃ সুরুচিস্তয়োঃ। সুরুচিঃ প্রেয়সী পত্যুর্নেতরা যৎসুতো ধ্রুবঃ ॥৮॥
একদা সুরুচেঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য লালয়ন্। উত্তমং নারুরুক্ষন্তং ধ্রুবং রাজাভ্যনন্দত ॥৯॥

ধ্রুব-চরিত্র

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর! চতুঃসন, নারদ, ঋভু, হংস, অরুণি ও যতি—ব্রহ্মার এই সকল ঊর্দ্ধরেতা পুত্র গৃহাশ্রম আশ্রয় করেন নাই। ১

হে জিতেন্দ্রিয় বিদুর! অধর্ম্মের মিথ্যা নামে এক ভার্য্যা ছিল, ঐ মিথ্যা দম্ভনামে পুত্র এবং মায়ানাম্নী কন্যা প্রসব করিলে, তাহারা দাম্পত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট হইল এবং নিঋতি সন্তানরহিত থাকায় তিনি ইহাদিগকে অপত্যরূপে গ্রহণ করিলেন। ২

হে মহামতে! সেই দম্ভ ও মায়া হইতে লোভ নামে এক পুত্র এবং নিকৃতি (শঠতা) নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। তাহাদের মিলনের ফলে ক্রোধ নামক পুত্র এবং হিংসানাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। এই দুই জন হইতে কলি নামক পুত্র এবং দুরুক্তি নামক কলির সহোদরা উৎপন্ন হইল। ৩

হে সাধুশ্রেষ্ঠ বিদুর! কলি দুরুক্তির গর্ভে ভীতি নাম্নী কন্যা ও মৃত্যুনামক পুত্র উৎপাদন করেন। এই দুই জন হইতে যাতনা নাম্নী কন্যা ও নরক নামে পুত্র উদ্ভূত হইলে তাহারাও দাম্পত্যভাব প্রাপ্ত হয়। ৪

হে নিষ্পাপ বিদুর! আমি প্রলয়ের হেতুভূত এই অধর্ম্মবংশ তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, অধর্ম্মবংশের এই আখ্যান পুণ্যময়; কারণ, অধর্ম্ম বর্জ্জন করিলেই পুণ্য হইয়া থাকে। যে পুরুষ ইহা বারত্রয় শ্রবণ করেন, তাঁহার আত্মমল বিদূরিত হইয়া যায়। ৫

হে কুরুকুলচূড়ামণি বিদুর! অতঃপর আমি পুণ্যকীর্ত্তি শ্রীহরির অংশাংশ স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ কীর্ত্তন করিতেছি। ৬

শতরূপাপতি মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এই পুত্রদ্বয় ভগবান্ বাসুদেবের অংশে অবতীর্ণ হইয়া জগতের পালনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ৭

উত্তানপাদের সুরুচি ও সুনীতি নাম্নী দুই পত্নী ছিলেন; তন্মধ্যে সুরুচি স্বামীর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, সুনীতি সেরূপ হইতে পারেন নাই, ধ্রুব সেই সুনীতির পুত্র। ৮

একদা রাজা উত্তানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতেছিলেন, এমন সময়ে ধ্রুবও পিতার ক্রোড়ে উঠিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু রাজা সুরুচির ভয়ে তাঁহাকে আদর করিতে পারিলেন না। ৯

তথা চিকীর্ষমাণং তং সপত্ন্যাস্তনয়ং ধ্রুবম্। সুরুচিঃ শৃণ্বতো রাজ্ঞঃ সের্ষ্যমাহাতিগর্ব্বিতা ॥১০॥
ন বৎস নৃপতেধিষ্ণ্যং ভবানারোঢ়ুমর্হতি। ন গৃহীতো ময়া যৎ ত্বং কুক্ষাবপি নৃপাত্মজঃ ॥১১॥
বালোঽসি বত নাত্মানমন্যস্ত্রীগর্ভসংভৃতম্। নূনং বেদ ভবান্ যস্য দুর্লভেঽর্থে মনোরথঃ ॥১২॥
তপসারাধ্য পুরুষং তস্যৈবানুগ্রহেণ মে। গর্ভে ত্বং সাধয়াত্মানং যদীচ্ছসি নৃপাসনম্ ॥১৩॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

মাতুঃ সপত্ন্যাঃ সুদুরুক্তিবিদ্ধঃ শ্বসন্ রুষা দণ্ডহতো যথাহিঃ।
হিত্বা মিষন্তং পিতরং সন্নবাচং জগাম মাতুঃ স রুদন্ সকাশম্ ॥১৪॥
তং নিশ্বসন্তং স্ফুরিতাধরোষ্ঠং সুনীতিরুৎসঙ্গমুদূহ্য বালম্।
নিশম্য তৎ পৌরমুখান্নিতান্তং সা বিব্যথে যদ্গদিতং সপত্ন্যাঃ ॥১৫॥
সোৎসৃজ্য ধৈর্য্যং বিললাপ শোকদাবাগ্নিনা দাবলতেব বালা।
বাক্যং সপত্ন্যাঃ স্মরতী সরোজশ্রিয়া দৃশা বাষ্পকলামুবাহ ॥১৬॥
দীর্ঘং শ্বসন্তী বৃজিনস্য পারমপশ্যতী বালকমাহ বালা।
মামঙ্গলং তাত পরেষু মংস্থা ভুঙ্‌ক্তে জনো যৎ পরদুঃখদস্তৎ ॥১৭॥

ঐ ভাবে সপত্নীতনয় ধ্রুবকে রাজক্রোড়ে যাইতে ইচ্ছুক দেখিয়া তিনি অতিশয় গর্ব্বিতা হইলেন এবং রাজার সম্মুখেই ঈর্ষাভরে কহিতে লাগিলেন। ১০

বৎস ধ্রুব! তুমি রাজপুত্র হইলেও তুমি যখন আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর নাই, তখন তুমি কোনও ক্রমে রাজার ক্রোড়ে (সিংহাসনে) বসিবার যোগ্য নও। ১১

হায়! তুমি বালক, তুমি যে অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছ, তাহা তুমি নিশ্চয়ই জান না—তাহা জানিলে তোমার এই দুর্লভ বিষয়ে অভিলাষ হইত না। ১২

বৎস! যদি তুমি রাজসিংহাসন লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে তপস্যার দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া তাঁহারই অনুগ্রহে আমার গর্ভে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর। ১৩

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বালক ধ্রুব বিমাতার এই দুর্ব্বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন। পিতা দেখিয়াও কোন কথা বলিতে পারিলেন না—তাঁহার যেন বাক্‌রোধ হইল। ধ্রুব তখন পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর নিকট গমন করিলেন। ১৪

বালক ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে—বিগলিত বাষ্পে তাহার অধরোষ্ঠ বারংবার কম্পিত হইতেছে, ইহা দেখিয়াই সুনীতি তাহাকে কোলে লইলেন। সপত্নী যে সকল দুর্ব্বাক্য বলিয়াছেন—পৌরজনের মুখে যখন তাহা শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি অতিশয় ব্যথিত হইলেন। শোকরূপ দাবানল প্রজ্বলিত হওয়াতে সুনীতি দাবাগ্নিগত বনলতার ন্যায় পরিম্লান হইলেন এবং তিনি ধৈর্য্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। সপত্নীর কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার কমলতুল্য সুন্দর নয়নযুগল হইতে দরদর ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। ১৫-১৬

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দুঃখের পার দেখিতে না পাইয়া সন্তানকে কহিলেন—বৎস! এ বিষয়ে অন্যের অপরাধ আছে, মনে করিও না—যে ব্যক্তি পরকে দুঃখ দান করে, ভবিষ্যতে সে সেই দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। ১৭

সত্যং সুরুচ্যাভিহিতং ভবান্ মে যদ্দুর্ভগায়া উদরে গৃহীতঃ।
স্তন্যেন বৃদ্ধশ্চ বিলজ্জতে যাং ভার্য্যেতি বা বোঢ়ুমিড়স্পতির্মাম্ ॥১৮॥
আতিষ্ঠ তৎ তাত বিমৎসরস্ত্বমুক্তং সমাত্রাপি যদব্যলীকম্।
আরাধয়াধোক্ষজপাদপদ্মং যদীচ্ছসেঽধ্যাসনমুত্তমো যথা ॥১৯॥
যস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং পরিচর্য্য বিশ্ববিভাবনায়াত্তগুণাভিপত্তেঃ।
অজোঽধ্যতিষ্ঠৎ খলু পারমেষ্ঠ্যং পদং জিতাত্মশ্বসনাভিবন্দ্যম্ ॥২০॥
তথা মনুর্বো ভগবান্ পিতামহো যমেকমত্যা পুরুদক্ষিণৈর্মখৈঃ।
ইষ্ট্বাভিপেদে দুরবাপমন্যতো ভৌমং সুখং দিব্যমথাপবর্গ্যম্ ॥২১॥
তমেব বৎসাশ্রয় ভৃত্যবৎসলং মুমুক্ষুভির্মৃগ্যপদাব্জপদ্ধতিম্।
অনন্যভাবে নিজধর্মভাবিতে মনস্যবস্থাপ্য ভজস্ব পুরুষম্ ॥২২॥
নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদ্দুঃখচ্ছিদং তে মৃগয়ামি কঞ্চন।
যো মৃগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্ময়া শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্যমাণয়া ॥২৩॥

সুরুচি সত্যই বলিয়াছে, আমি নিতান্ত দুর্ভগা, তুমি আমার গর্ভে জন্মিয়াছ এবং আমার স্তনদুগ্ধের দ্বারা পুষ্ট হইয়াছ, সুতরাং কিরূপে নৃপাসন পাইবার যোগ্য হইবে? বৎস! আমি এমনই হতভাগিনী যে, আমাকে ভার্য্যা স্বীকার করিতেও রাজার লজ্জাবোধ হয়। ১৮

বৎস! তোমার বিমাতা যথার্থই বলিয়াছেন যে, তপস্যা দ্বারা যদি তুমি উত্তমের ন্যায় রাজসিংহাসন লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তিনি তোমাকে যে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত শ্রীহরির পাদপদ্ম আরাধনা করিতে বলিয়াছেন, তুমি মাৎসর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান কর। ১৯

বৎস! সেই ভগবান্ বিশ্বপালনের জন্য সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়াছেন। জিতান্তঃকরণ ও জিতাসন হইয়া যোগিগণ যাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সর্ব্বতোভাবে বন্দনা করিয়া থাকেন, ব্রহ্মা তাঁহারই পাদপদ্ম আরাধনা করিয়া পারমেষ্ঠ্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২০

ব্রহ্মার ন্যায় তোমার পিতামহ ভগবান্ মনুও তাঁহাকেই সর্ব্বান্তর্য্যামী জানিয়া একান্তভাবে প্রচুর দক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞের দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক অন্যের দুষ্প্রাপ্য ঐহিক, পারত্রিক ও অপবর্গ সুখ লাভ করিয়াছিলেন। ২১

বৎস! মুক্তিকামী পুরুষগণও যাঁহার পাদপদ্মরূপ মার্গ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, তুমি অন্য বস্তু মাত্রে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় ভক্তিধর্ম্ম-শোধিত চিত্ত সেই ভক্তবৎসল শ্রীহরিতে স্থাপন করিয়া তাঁহারই ভজনা কর। ২২

সেই পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহই তোমার দুঃখ দূর করিতে পারিবেন, এরূপ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহার দর্শন লাভ অতীব দুর্লভ; কারণ, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যে কমলার অনুসন্ধান করেন, সেই কমলবাসিনী লক্ষ্মীই স্বীয় হস্তে দীপতুল্য কমল গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ২৩

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

এবং সংজল্পিতং মাতুরাকর্ণ্যার্থাগমং বচঃ। সংনিয়ম্যাত্মনাত্মানং নিশ্চক্রাম পিতুঃ পুরাৎ ॥২৪॥
নারদস্তদুপাকর্ণ্য জ্ঞাত্বা চাস্য চিকীর্ষিতম্। স্পৃষ্ট্বা মূর্দ্ধন্যঘঘ্নেন পাণিনা প্রাহ বিস্মিতঃ ॥২৫॥
অহো তেজঃ ক্ষত্রিয়াণাং মানভঙ্গমমৃষ্যতাম্। বালোঽপ্যয়ং হৃদা ধত্তে যৎ সমাতুরসদ্বচঃ ॥২৬॥

শ্রীনারদ উবাচ।

নাধুনাপ্যবমানং তে সম্মানঞ্চাপি পুত্রক। লক্ষয়ামঃ কুমারস্য সক্তস্য ক্রীড়নাদিষু ॥২৭॥
বিকল্পে বিদ্যমানেঽপি ন হ্যসন্তোষহেতবঃ। পুংসো মোহমৃতে ভিন্না যল্লোকে নিজকর্ম্মভিঃ ॥২৮॥
পরিতুষ্যেৎ ততস্তাত তাবন্মাত্রেণ পুরুষঃ। দৈবোপসাদিতং যাবদ্বীক্ষ্যেশ্বরগতিং বুধঃ ॥২৯॥
অথ মাত্রোপদিষ্টেন যোগেনাবরুরুৎসসি। যৎপ্রসাদং স বৈ পুংসাং দুরারাধ্যো মতো মম ॥৩০॥
মুনয়ঃ পদবীং যস্য নিঃসঙ্গেনোরুজন্মভিঃ। ন বিদুর্ম্মৃগয়ন্তোঽপি তীব্রযোগসমাধিনা ॥৩১॥
অতো নিবর্ত্ততামেষ নির্ব্বন্ধস্তব নিষ্ফলঃ। যতিষ্যতি ভবান্ কালে শ্রেয়সাং সমুপস্থিতে ॥৩২॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর! জননীর এই প্রকার বিলাপ এবং অর্থসাধক বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্রুব মন দ্বারাই মনকে সংযম পুরঃসর পিতৃগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ২৪

দেবর্ষি নারদ ধ্রুবের গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণের কথা শ্রবণ করিয়া এবং ধ্রুবের অভীষ্টের বিষয় জানিতে পারিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার পাপবিনাশক হস্তের দ্বারা ধ্রুবের মস্তক স্পর্শ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন। ২৫

অহো! ক্ষত্রিয়দিগের কি তেজ! ইহারা কিঞ্চিন্মাত্রও মানভঙ্গ সহিতে পারে না! ধ্রুব বালক হইয়াও বিমাতার সেই দুর্ব্বাক্য এখনও হৃদয়ে ধারণ করিতেছে। ২৬

অনন্তর দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে কহিলেন—বৎস ধ্রুব! তুমি ত এখনও পঞ্চমবর্ষীয় বালক, ক্রীড়াদিতে আসক্ত, এ সময়ে তোমার সম্মান বা অসম্মান কিছুই ত' দেখিতে পাইতেছি না। ২৭

আর যদি মানাপমানের বিবেচনাই হইয়া থাকে, তবে মোহ ব্যতীত অসন্তোষের ত' অন্য কোনও হেতু নাই, কারণ, লোকের কর্ম্মই তাহার সুখ-দুঃখের বীজ। ২৮

অতএব হে বৎস! ঈশ্বরের আনুকূল্য ব্যতীত কোন উদ্যমই ফলপ্রদ হইতে পারে না, ইহা বিবেচনা করিয়া দৈব হইতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, বুদ্ধিমান্ পুরুষের তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকা উচিত। ২৯

এতদ্ভিন্ন তোমার এ উদ্যম অতীব দুষ্কর। তুমি জননীর উপদেশে যোগপথে যাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমার মনে হয়, তিনি মনুষ্যমাত্রেরই দুরারাধ্য। ৩০

কারণ, মুনিগণ সর্ব্বপ্রকারে অসৎসঙ্গরহিত হইয়া তীব্র যোগযুক্ত সমাধি দ্বারা বহু বহু জন্ম অন্বেষণ করিয়াও সেই ভগবানের পদবী জানিতে পারেন না। ৩১

অতএব তুমি এই নিষ্ফল উদ্যম পরিত্যাগ কর, ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী বয়স হইলে তখন এ বিষয়ের জন্য যত্ন করিবে। ৩২

যস্য যদ্দৈববিহিতং স তেন সুখদুঃখয়োঃ। আত্মানং তোষয়ন্ দেহী তমসঃ পারমৃচ্ছতি ॥৩৩॥
গুণাধিকান্মুদং লিপ্সেদনুক্রোশং গুণাধমাৎ। মৈত্রীং সমানাদন্বিচ্ছেন্ন তাপৈরভিভূয়তে ॥৩৪॥
শ্রীধ্রুব উবাচ।
সোঽয়ং শমো ভগবতা সুখদুঃখহতাত্মনাম্। দর্শিতঃ কৃপয়া পুংসাং দুর্দ্দর্শোঽস্মদ্বিধৈস্তু যঃ ॥৩৫॥
তথাপি মেঽবিনীতস্য ক্ষাত্রং ঘোরমুপেয়ুষঃ। সুরুচ্যা দুর্ব্বচোবাণৈর্ন ভিন্নে শ্রয়তে হৃদি ॥৩৬॥
পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষোঃ সাধু বর্ত্ম মে। ব্রূহ্যস্মৎপিতৃভির্ব্রহ্মন্নন্যৈরপ্যনধিষ্ঠিতম্ ॥৩৭॥
নূনং ভবান্ ভগবতো যোঽঙ্গজঃ পরমেষ্ঠিনঃ। বিতুদন্নটতে বীণাং হিতায় জগতোঽর্কবৎ ॥৩৮॥
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।
ইত্যুদাহৃতমাকর্ণ্য ভগবান্ নারদস্তদা। প্রীতঃ প্রত্যাহ তং বালং সদ্বাক্যমনুকম্পয়া ॥৩৯॥
শ্রীনারদ উবাচ।
জনন্যাভিহিতঃ পন্থাঃ স বৈ নিঃশ্রেয়সস্য তে। ভগবান্ বাসুদেবস্তং ভজ তং প্রবণাত্মনা ॥৪০॥

বৎস! সুখ ও দুঃখের মধ্যে যে ব্যক্তি যাহা দৈববশে প্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিলে, সে ক্রমশঃ সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। ৩৩

নিজাপেক্ষা গুণাধিক পুরুষকে দেখিয়া আনন্দিত হইবে এবং নিজাপেক্ষা গুণহীন পুরুষকে দেখিয়া তাহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবে, এবং সমান গুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি মৈত্রী করিবে—কারণ, এইরূপ করিলে মনুষ্য কখনও সন্তাপে অভিভূত হয় না। ৩৪

শ্রীধ্রুব কহিলেন—প্রভো! সুখদুঃখ দ্বারা হতবুদ্ধি লোকের প্রতি কৃপা করিয়া আপনি যে শান্তিপথ দর্শন করাইলেন, তাহা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ। ৩৫

কিন্তু আমি ধৈর্য্যহীন ক্ষাত্রস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং আমি স্বভাবতঃই দুর্ব্বিনীত, তাহাতে আবার সুরুচির দুর্ব্বাক্যবাণে বিদ্ধ হৃদয়ে আপনার এই উপদেশ স্থান পাইতেছে না। ৩৬

হে ব্রহ্মন! আমার পিতৃ-পিতামহগণ কেহই যে ত্রিভুবনোৎকৃষ্ট পদে আরোহণ করিতে সমর্থ হন নাই, আমি সেই পদলাভ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। আপনি আমাকে তাহারই সহজ পথ বলিয়া দিন। ৩৭

আপনি ভগবান্ ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন পুত্র, আপনি নিশ্চয়ই জগতের মঙ্গলসম্পাদনার্থ বীণাবাদন করিতে করিতে সূর্য্যের ন্যায় ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ৩৮

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তরাজ নারদ বিশেষ প্রীত হইলেন এবং কৃপা করিয়া সেই বালক ধ্রুবকে হিতবাক্য উপদেশ করিলেন। ৩৯

শ্রীনারদ কহিলেন—তোমার জননী সুনীতি দেবী তোমাকে যে চরম কল্যাণের বিষয় বলিয়াছেন, তাহাই একমাত্র দুষ্কর পথ, ভগবান্ বাসুদেবই সেই পথ, তুমি ভক্তিভাবে একাগ্রচিত্তে সেই বাসুদেবকেই ভজনা কর। ৪০

বিবৃতি—প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় না হইলে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য পাপ ও পুণ্য সমানভাবেই অভিলষিত। কারণ, উভয়েই কর্ম্মের জনক; এইজন্য দুঃখ পাইলে আমার পাপজনিত কর্ম্ম ক্ষয় পাইতেছে এবং সুখ পাইলে আমার পুণ্যজনিত কর্ম্ম ক্ষয় হইতেছে, ইহা ভাবিয়া অবিচলিত ভাবে ভগবানে মন রাখিয়া যে কালের অপেক্ষা করে, তাহার নূতন কর্ম্মবন্ধন না হওয়ায় সে মোক্ষ লাভ করিতে পারে। ৩৩

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যং য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ। একং হ্যেব হরেস্তত্র কারণং পাদসেবনম্ ॥৪১॥
তৎ তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি। পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥৪২॥
স্নাত্বানুসবনং তস্মিন্ কালিন্দ্যাঃ সলিলে শিবে। কৃত্বোচিতানি নিবসন্নাত্মনঃ কল্পিতাসনঃ ॥৪৩॥
প্রাণায়ামেন ত্রিবৃতা প্রাণেন্দ্রিয়মনোমলম্। শনৈর্ব্যুদস্যাভিধ্যায়েন্মনসা গুরুণা গুরুম্ ॥৪৪॥
প্রসাদাভিমুখং শশ্বৎ-প্রসন্নবদনেক্ষণম্। সুনসং সুভ্রুবং চারু কপোলং সুরসুন্দরম্ ॥৪৫॥
তরুণং রমণীয়াঙ্গমরুণোষ্ঠেক্ষণাধরম্। প্রণতাশ্রয়ণং নৃম্ণং শরণ্যং করুণার্ণবম্ ॥৪৬॥
শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং পুরুষং বনমালিনম্। শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈরভিব্যক্তচতুর্ভুজম্ ॥ ৪৭ ॥
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ূরবলয়ান্বিতম্। কৌস্তুভাভরণগ্রীবং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥৪৮॥
কাঞ্চীকলাপপর্য্যস্তং লসৎকাঞ্চননূপুরম্। দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্দ্ধনম্ ॥ ৪৯ ॥
পদ্ভ্যাং নখমণিশ্রেণ্যা বিলসদ্ভ্যাং সমর্চ্চতাম্। হৃৎপদ্মকর্ণিকাধিষ্ণ্যমাক্রম্যাত্মন্যবস্থিতম্ ॥৫০॥
স্ময়মানমভিধ্যায়েৎ সানুরাগাবলোকনম্। নিয়তেনৈকভূতেন মনসা বরদর্ষভম্ ॥৫১॥

যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করিবেন, শ্রীহরির পাদপদ্মের সেবাই তাঁহার একমাত্র গতি—তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় পথ নাই। ৪১

অতএব হে বৎস! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যমুনাতটস্থিত পরম পুণ্যময় মধুবনে গমন কর, কারণ, শ্রীহরির সেই মধুবনেই নিত্য অবস্থিতি। ৪২

সে স্থানে গমন করিবা কালিন্দীর পুণ্যময় সলিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে এবং আপনার উচিত নিত্য-কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া কুশাদি দ্বারা আসন বিরচণ পূর্ব্বক তাহাতে স্বস্তিকাদি আসনক্রমে উপবেশন করিবে। পরে রেচক, পূরক, কুম্ভকরূপ ত্রিবিধ প্রাণায়াম করিয়া তদ্দ্বারা প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের চাঞ্চল্য নিরসন পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে ক্রমশঃ জগদ্গুরু শ্রীহরির ধ্যান করিতে থাকিবে। ৪৩ ৪৪

ভগবান্ শ্রীহরি দেবগণের মধ্যে পরমসুন্দর, তাঁহার নাসিকা এবং ভ্রূযুগল রমণীয়, কপোল মনোহর, বদন ও নয়ন সর্ব্বদাই প্রসন্ন; তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি প্রসাদদানে উদ্যত। ৪৫

তাঁহার ওষ্ঠ ও চক্ষু অরুণবর্ণ, তিনি নবযৌবন-সম্পন্ন, তাঁহার প্রতি অঙ্গ রমণীয়, তিনি প্রতি জনের আশ্রয়দাতা ও সকলের সর্ব্বপুরুষার্থের আকরস্বরূপ। তিনি শরণাগতপ্রতিপালক এবং দয়ার সাগর। ৪৬

তিনি শ্রীবৎসচিহ্নে ভূষিত, নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বনমালাধারী পুরুষ, তাঁহার বাহুচতুষ্টয় শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মে সর্ব্বদা শোভমান। ৪৭

তাহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বাহুতে কেয়ূর ও বলয়, গলদেশে কৌস্তুভমণি এবং পরিধানে পীতবর্ণ পট্টবস্ত্র। ৪৮

তাহার নিতম্বদেশ কাঞ্চীদামে পরিবেষ্টিত, চরণে স্বর্ণনূপুর দেদীপ্যমান; দর্শনীয় যে কিছু সুন্দর দ্রব্য আছে, তিনি তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তাঁহার রূপ ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী। ৪৯

বৎস! যে ব্যক্তি তাঁহার অর্চনা করে, নখের ন্যায় মণিশ্রেণীতে দেদীপ্যমান চরণদ্বয় দ্বারা তিনি সেই ভক্তের হৃৎপদ্মের মধ্যভাগ অধিকার করিয়া তাঁহার মনোমধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ৫০

তিনি তথায় মৃদুমন্দ হাস্য ও অনুরাগরঞ্জিত দৃষ্টি দ্বারা ভক্তগণকে কৃপা করিতেছেন, হে বৎস! সেই বরদশ্রেষ্ঠ শ্রীহরিকে পূর্ব্বোক্ত ধারণা দ্বারা সুসংযত একাগ্রচিত্তে বিশেষরূপে ধ্যান করিবে। ৫১

এবং ভগবতো রূপং সুভদ্রং ধ্যায়তো মনঃ। নির্বৃত্যা পরয়া তূর্ণং সম্পন্নং ন নিবর্ত্ততে ॥৫২॥

জপশ্চ পরমো গুহ্যঃ শ্রূয়তাং মে নৃপাত্মজ।
যং সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ পুমান্ পশ্যতি খেচরান্ ॥৫৩॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

মন্ত্রেণানেন দেবস্য কুর্য্যাদ্দ্রব্যময়ীং বুধঃ। সপর্য্যাং বিবিধৈর্দ্রব্যৈর্দেশকালবিভাগবিৎ ॥৫৪॥

সলিলৈঃ শুচিভির্মাল্যৈর্বন্যৈর্মূলফলাদিভিঃ। শস্তাঙ্কুরাংশুকৈশ্চার্চ্চেৎ তুলস্যা প্রিয়য়া প্রভুম্ ॥৫৫॥

লব্ধ্বা দ্রব্যময়ীমর্চ্চাং ক্ষিত্যম্ব্বাদিষু বার্চ্চয়েৎ। আভৃতাত্মা মুনিঃ শান্তো যতবাঙ্মিতবন্যভুক্ ॥৫৬॥

স্বেচ্ছাবতারচরিতৈরচিন্ত্যনিজমায়য়া। করিষ্যত্যুত্তমঃশ্লোকস্তদ্ধ্যায়েদ্ধৃদয়ঙ্গমম্ ॥ ৫৭ ॥

পরিচর্য্যা ভগবতো যাবত্যঃ পূর্ব্বসেবিতাঃ। তা মন্ত্রহৃদয়েনৈব প্রযুঞ্জ্যান্মন্ত্রমূর্ত্তয়ে ॥৫৮॥

এবং কায়েন মনসা বচসা চ মনোগতম্। পরিচর্য্যমাণো ভগবান্ ভক্তিমৎপরিচর্য্যয়া ॥৫৯॥

পুংসামমায়িনাং সম্যগ্‌ভজতাং ভাববর্দ্ধনঃ। শ্রেয়ো দিশত্যভিমতং যদ্ধর্ম্মাদিষু দেহিনাম্ ॥৬০॥

বিরক্তশ্চেন্দ্রিয়রতৌ ভক্তিযোগেন ভূয়সা। তং নিরন্তরভাবেন ভজেতাদ্ধা বিমুক্তয়ে ॥৬১॥

এইরূপে ভগবানের মঙ্গলরূপ ধ্যান করিলে, তোমার মন অচিরেই পরম শান্তিলাভ করিবে, আর তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে না। ৫২

হে নৃপনন্দন! পরম গুহ্যমন্ত্রও তোমাকে বলিতেছি—আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর, এই মন্ত্র সপ্তরাত্র প্রকৃষ্টরূপে জপ করিলে মানব গগনবিহারী ভগবৎপার্ষদগণের দর্শন লাভ করিতে পারে। ৫৩

সেই মন্ত্র এই—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"। দেশকালের ভেদবেত্তা পণ্ডিত ব্যক্তি এই মন্ত্র দ্বারা বিবিধ দ্রব্য প্রদান করিয়া ভগবানের দ্রব্যময়ী অর্চ্চনা করিবে। ৫৪

পবিত্র জল, মাল্য, বন্য ফলমূল, প্রশস্ত দূর্ব্বাঙ্কুর, ভূর্জ্জত্বকরূপ বস্ত্র এবং হরিপ্রিয়া তুলস্যাদি উপকরণ দ্বারা তাহার অর্চ্চনা করিবে। ৫৫

সংযতচিত্ত, শান্ত, মননশীল, বাগ্‌জয়ী এবং পরিমিত ফলমূলাহারী অর্চ্চক দ্রব্যময়ী অর্থাৎ শিলাদিনির্ম্মিতা প্রতিমা হইলে তাহাতেই, তদভাবে মৃত্তিকা জলাদিতেও অর্চ্চনা করিবে। ৫৬

স্বীয় অচিন্ত্য শক্তি আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্র ইচ্ছাবশে যে যে অবতার ও লীলাদি প্রকট করিয়া থাকেন, উত্তমশ্লোক ভগবানের সেই সেই অবতার ও সেই সেই মনোহর চরিত্রসমূহ ধ্যান করিবে। ভগবানের যত প্রকার পরিচর্য্যার বিষয় পূর্ব্বভক্তগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা তৎসমুদয়ই মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবানের প্রতি প্রয়োগ করিবে। ৫৭ ৫৮

বৎস! পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে কায়, মন ও বাক্য দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পরিচর্য্যা দ্বারা উপাসনা করিলে ভগবান্ অকপট উপাসকগণকে—ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইহার মধ্যে যাহা উপাসকের বাঞ্ছিত শ্রেয়ঃ, সেইটি প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা সম্যক্‌রূপে ভজনা করেন, ভক্তের ভাববর্দ্ধনকারী ভগবান্ তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তি প্রদান করেন। ৫৯-৬০

যিনি ইন্দ্রিয়-ভোগাদিতে বিরক্ত, তিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা সাক্ষাৎ বিশেষরূপা মুক্তি অর্থাৎ সখ্যবাৎসল্যাদি ভাবরূপা প্রেমভক্তি লাভের জন্য সেই শ্রীহরির ভজনা করিবেন। ৬১

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য প্রণম্য চ নৃপার্ভকঃ। যযৌ মধুবনং পুণ্যং হরেশ্চরণচর্চ্চিতম্ ॥৬২॥

তপোবনং গতে তস্মিন্ প্রবিষ্টোঽন্তঃপুরং মুনিঃ। অর্হিতার্হণকো রাজ্ঞা সুখাসীন উবাচ হ ॥৬৩॥

শ্রীনারদ উবাচ।

রাজন্ কিং ধ্যায়সে দীর্ঘং মুখেন পরিশুষ্যতা।
কিংবা ন রিষ্যতে কামো ধর্ম্মো বার্থেন সংযুতঃ ॥৬৪॥

শ্রীরাজোবাচ।

সুতো মে বালকো ব্রহ্মন্ স্ত্রৈণেনাকরুণাত্মনা।
নির্ব্বাসিতঃ পঞ্চবর্ষঃ সহ মাত্রা মহান্ কবিঃ ॥৬৫॥

অপ্যনাথং বনে ব্রহ্মন্ মাস্মাদন্ত্যর্ভকং বৃকাঃ। শ্রান্তং শয়ানং ক্ষুধিতং পরিম্লানমুখাম্বুজম্ ॥৬৬॥

অহো মে বত দৌরাত্ম্যং স্ত্রীজিতস্যোপধারয়। যোঽঙ্কং প্রেম্ণারুরুক্ষন্তং নাভ্যনন্দমসত্তমঃ ॥৬৭॥

শ্রীনারদ উবাচ।

মা মা শুচঃ স্বতনয়ং দেবগুপ্তং বিশাম্পতে। তৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় প্রাবৃঙ্‌ক্তে যদ্‌যশো জগৎ ॥৬৮॥

সুদুষ্করং কর্ম্ম কৃত্বা লোকপালৈরপি প্রভুঃ। এষ্যত্যচিরতো রাজন্ যশো বিপুলয়ংস্তব ॥৬৯॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি দেবর্ষিণা প্রোক্তং বিশ্রুত্য জগতীপতিঃ। রাজলক্ষ্মীমনাদৃত্য পুত্রমেবান্বচিন্তয়ৎ ॥৭০॥

দেবর্ষি নারদ এইরূপ উপদেশ করিলে রাজনন্দন ধ্রুব প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীহরির চরণচিহ্নে বিভূষিত পুণ্যতম মধুবনে গমন করিলেন। ৬২

ধ্রুব তপোবনে গমন করিলে দেবর্ষি নারদ উত্তানপাদ রাজার পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রাজা কর্ত্তৃক অর্ঘ্যাদির দ্বারা সৎকৃত হইয়া সুখাসনে উপবেশন পূর্ব্বক রাজাকে কহিতে লাগিলেন। ৬৩

শ্রীনারদ কহিলেন—হে রাজন্! আপনি ম্লানমুখে দীর্ঘকাল ধরিয়া কি চিন্তা করিতেছেন? আপনার অর্থসংযুক্ত ধর্ম্ম কি কাম নষ্ট হইয়াছে কি? ৬৪

রাজা কহিলেন—আমি পত্নীর বশবর্ত্তী পুরুষ, আমার হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র নাই; আমি পঞ্চমবর্ষীয় মহামতি সুবোধ বালক ধ্রুবকে তাহার জননীর সহিত নির্ব্বাসিত করিয়াছি। ৬৫

হে ব্রহ্মন্! সেই অনাথ, ক্ষুধিত শ্রান্ত বালকের মুখকমল এতক্ষণ ম্লান হইয়াছে, সেই বালককে কি এতক্ষণ ব্যাঘ্রগণে ভক্ষণ করিয়া ফেলে নাই? ৬৬

অহো! স্ত্রীজিত আমার দুর্ব্বৃত্ততা দেখুন। আমার সেই বালকটি প্রেমভরে আমার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে চাহিলে—আমি এমনই নরাধম যে, আমি তাহাকে একবারও আদর করি নাই। ৬৭

শ্রীনারদ কহিলেন—হে প্রজানাথ! দেবতারা তোমার পুত্রকে রক্ষা করিতেছেন। তুমি তাহার প্রভাব না জানিয়া দুঃখ করিও না, তাহার যশে জগৎ পূর্ণ হইবে। ৬৮

হে রাজন্! ধ্রুব লোকপালদিগের সুদুষ্কর কর্ম্ম সাধন পূর্ব্বক তোমার যশ বিস্তার করিয়া শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবে। ৬৯

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, দেবর্ষির কথিত এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা রাজলক্ষ্মীর প্রতি অনাদর পুরঃসর কেবল পুত্রকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৭০

তত্রাভিষিক্তঃ প্রয়তস্তামুপোষ্য বিভাবরীম্। সমাহিতঃ পর্য্যচরদৃষ্যাদেশেন পূরুষম্ ॥৭১॥
ত্রিরাত্রান্তে ত্রিরাত্রান্তে কপিত্থবদরাশনঃ। আত্মবৃত্ত্যনুসারেণ মাসং নিন্যেঽর্চ্চয়ন্ হরিম্ ॥৭২॥
দ্বিতীয়ঞ্চ তথা মাসং ষষ্ঠে ষষ্ঠেঽর্ভকো দিনে।
তৃণপর্ণাদিভিঃ শীর্ণৈঃ কৃতান্নোঽভ্যর্চ্চয়ন্ বিভুম্ ॥৭৩॥
তৃতীয়ঞ্চানয়ন্ মাসং নবমে নবমেঽহনি। অব্ভক্ষ উত্তমঃশ্লোকমুপাধাবৎ সমাধিনা ॥৭৪॥
চতুর্থমপি বৈ মাসং দ্বাদশে দ্বাদশেঽহনি। বায়ুভক্ষো জিতশ্বাসো ধ্যায়ন্ দেবমধারয়ৎ ॥৭৫॥
পঞ্চমে মাস্যনুপ্রাপ্তে জিতশ্বাসো নৃপাত্মজঃ। ধ্যায়ন্ ব্রহ্ম পদৈকেন তস্থৌ স্থাণুরিবাচলঃ ॥৭৬॥
সর্ব্বতো মন আকৃষ্য হৃদি ভূতেন্দ্রিয়াশয়ম্।
ধ্যায়ন্ ভগবতো রূপং নাদ্রাক্ষীৎ কিঞ্চনাপরম্ ॥৭৭॥
আধারং মহদাদীনাং প্রধানপুরুষেশ্বরম্। ব্রহ্ম ধারয়মাণস্য ত্রয়ো লোকাশ্চকম্পিরে ॥৭৮॥
যদৈকপাদেন স পার্থিবাত্মজস্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা মহী।
ননাম তত্রার্দ্ধমিভেন্দ্রধিষ্ঠিতা তরীব সব্যেতরতঃ পদে পদে ॥৭৯॥

এদিকে ধ্রুব কালিন্দীতে স্নানানন্তর পবিত্র ও সংযত হইয়া সেই রাত্রি উপবাস করিয়া থাকিলেন এবং তৎপরে দেবর্ষির উপদেশানুসারে পুরুষোত্তম শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ৭১

প্রতি তৃতীয় দিবসে তিনি মাত্র কপিত্থ ও বদরী ফল ভোজন করিয়া কোন প্রকারে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনায় প্রথম মাস অতিবাহিত করিলেন। ৭২

এইরূপে প্রতি ষষ্ঠদিনে বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত শুষ্ক তৃণপত্রাদি আহার করিয়া ভগবানের অর্চ্চনায় তিনি দ্বিতীয় মাস যাপন করিলেন। ৭৩

তাহার পর তৃতীয় মাসে তিনি প্রতি নবমদিনে জলমাত্র পান করিয়া সমাধিযোগে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। ৭৪

চতুর্থমাসে তিনি শ্বাস জয় পূর্ব্বক প্রতি দ্বাদশ দিনে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া দেব নারায়ণকে ধ্যানযোগে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। ৭৫

পঞ্চমমাসে জিতপ্রাণ সেই নৃপনন্দন একপদে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৭৬

শব্দাদি ভূতের ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিশ্রামস্থান মনকে সর্ব্বপ্রকার বিষয় হইতে হৃদয়মধ্যে আকর্ষণ করিয়া তিনি কেবল ভগবান্ নারায়ণের রূপের ধ্যানে তৎপর হইলেন—তদ্ভিন্ন তিনি আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। ৭৭

এইরূপে ধ্রুব প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর মহদাদিরও আধার পরমব্রহ্মকে ধ্যান করিলে ত্রিভুবন তাঁহার দুঃসহ তেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কম্পিত হইয়া উঠিল। ৭৮

ধ্রুব যখন একপদে, তখন তাঁহার অঙ্গুষ্ঠপীড়নে নিপীড়িতা হইয়া ধরণী অর্দ্ধাংশে অবনত হইয়া পড়িলেন, বোধ হইল যেন গজরাজ ঐরাবত একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিবার সময় তাহার প্রতি বাম ও দক্ষিণ পদের ভরে উহা অর্দ্ধাংশে নত হইয়া পড়িয়াছে। ৭৯

তস্মিন্নভিধ্যায়তি বিশ্বমাত্মনো দ্বারং নিরুধ্যাসুমনন্যয়া ধিয়া।
লোকা নিরুচ্ছ্বাসনিপীড়িতা ভৃশং সলোকপালাঃ শরণং যযুর্হরিম্ ॥৮০॥

শ্রীদেবা ঊচুঃ।

নৈবং বিদামো ভগবন্ প্রাণরোধং চরাচরস্যাখিলসত্ত্বধাম্নঃ।
বিধেহি তন্নো বৃজিনাদ্বিমোক্ষং প্রাপ্তা বয়ং ত্বাং শরণং শরণ্যম্ ॥৮১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মা ভৈষ্ট বালং তপসো দুরত্যয়ান্নিবর্ত্তয়িষ্যে প্রতিযাত স্বধাম।
যতো হি বঃ প্রাণনিরোধ আসীদৌত্তানপাদির্ময়ি সঙ্গতাত্মা ॥৮২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
ধ্রুবচরিতে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ধ্রুব যখন প্রাণ ও প্রাণদ্বার নিরোধ পূর্ব্বক বিশ্বাত্মা শ্রীবিষ্ণুকে অভিধ্যান করিতে লাগিলেন, তখন লোকপালসহিত যাবতীয় লোক নিশ্বাস-রোধে নিপীড়িত হইয়া শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন। ৮০

শ্রীদেবগণ কহিলেন—হে ভগবন্! আমরা চরাচর সকল প্রাণীর এইরূপ শ্বাসরোধ আর কখন দেখি নাই। অতএব এই ক্লেশ হইতে শীঘ্র আমাদিগকে মুক্ত করুন। যেহেতু, আপনি শরণাগতরক্ষক এবং আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। ৮১

শ্রীভগবান্ কহিলেন—যে বালক হইতে তোমাদের এইরূপ শ্বাসরোধ হইয়াছে—সেই উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব বিশ্বাত্মস্বরূপ আমার সহিত সংযুক্তচিত্ত হইয়া আছে; আমি তাহাকে এই দুরূহ তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিতেছি। তোমরা ভীত হইও না, স্বধামে গমন কর। ৮২

বিবৃতি—ধ্রুব অনন্যচিত্তে ব্যষ্টি ও সমষ্টির ঐক্য-বুদ্ধির দ্বারা নিজে যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বিশ্বও তদেকাত্ম বশতঃ সেই অবস্থায় পতিত হইল। ইহাই নিখিল লোকের শ্বাসরোধের কারণ। ৮০

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ত এবমুৎসন্নভয়া উরুক্রমে কৃতাবনামাঃ প্রযযুস্ত্রিপিষ্টপম্ ।
সহস্রশীর্ষাপি ততো গরুত্মতা মধোর্বনং ভৃত্যদিদৃক্ষয়া গতঃ ॥১॥
স বৈ ধিয়া যোগবিপাকতীব্রয়া হৃৎপদ্মকোষে স্ফুরিতং তড়িৎপ্রভম্।
তিরোহিতং সহসৈবোপলক্ষ্য বহিঃ স্থিতং তদবস্থং দদর্শ ॥২॥
তদ্দর্শনেনাগতসাধ্বসঃ ক্ষিতাববন্দতাঙ্গং বিনময্য দণ্ডবৎ ।
দৃগ্‌ভ্যাং প্রপশ্যন্ প্রপিবন্নিবার্ভকশ্চুম্বন্নিবাস্যেন ভুজৈরিবাশ্লিষন্ ॥৩॥
স তং বিবক্ষন্তমতদ্বিদং হরির্জ্ঞাত্বাস্য সর্ব্বস্য চ হৃদ্যবস্থিতঃ।
কৃতাঞ্জলিং ব্রহ্মময়েন কম্বুনা পস্পর্শ বালং কৃপয়া কপোলে ॥৪॥
স বৈ তদৈব প্রতিপাদিতাং গিরং দৈবীং পরিজ্ঞাতপরাত্মনির্ণয়ঃ।
তং ভক্তিভাবোঽভ্যগৃণাদসত্বরং পরিশ্রুতোরুশ্রবসং ধ্রুবক্ষিতিঃ ॥৫॥

ধ্রুবের বরপ্রাপ্তি ও রাজ্যলাভ

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—এইরূপে সেই ইন্দ্রাদি লোকপালগণ শ্রীহরির বাক্যে ভয়হীন হইয়া তাহাকে বন্দনা পূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিলেন। তদনন্তর সহস্রশীর্ষা শ্রীনারায়ণ নিজ সেবক ধ্রুবকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় গরুড়পৃষ্ঠে সমাসীন হইয়া মধুবনে আগমন করিলেন। ১

তখন ধ্রুব সুদৃঢ় ধ্যানযোগ দ্বারা স্থিরাকৃত চিত্তে হৃৎপদ্মকোষে বিলসিত বিদ্যুৎপ্রভসম শ্রীহরির রূপ দর্শন করিতেছিলেন, কিন্তু সহসা সেই রূপকে তিরোহিত দেখিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন এবং অন্তরে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, বহির্ভাগেও সেইরূপ শ্রীভগবান্‌কে দেখিতে পাইলেন। ২

তাঁহার দর্শনে ধ্রুবের তখন আনন্দজনিত সম্ভ্রম জন্মিল; তিনি স্বায় অঙ্গ অবনত করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন; অনন্তর সেই বালক যেন ভগবান্‌কে চক্ষু দ্বারা পান, মুখ দ্বারা চুম্বন এবং বাহুব দ্বারা আলিঙ্গন করিতেছিলেন বোধ হইল। ৩

ভগবান্ হরি তাঁহার এবং সকলেরই অন্তর্য্যামী; অতএব বুঝিতে পারিলেন যে, ধ্রুব তাঁহার স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু কিরূপে স্তব করিতে হয়, তাহা জানে না; কেবল বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিতেছে। শ্রীহরি তখন কৃপাপরবশ হইয়া বেদময় শঙ্খ দ্বারা তাঁহার কপোলদেশ স্পর্শ করিলেন। ৪

তখন ধ্রুব জীব ও ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিতে পারিলেন এবং তাঁহার ভগবদ্বিষয়িণী বাক্‌শক্তির উদয় হওয়ায় ভক্তিজনিত প্রেমে আপ্লুত হইয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত বিপুলকীর্ত্তি ভগবানের স্তব সম্যগ্ ভাবে ধীরে ধীরে করিতে লাগিলেন; এই স্তবের দ্বারাই ধ্রুবের ধ্রুবলোক প্রাপ্তি হয়। ৫

শ্রীধ্রুব উবাচ।

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্ প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্ ॥৬॥

একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্গুণেষু নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্বিভাসি ॥৭॥

ত্বদ্দত্তয়া বয়ুনয়েদমচষ্ট বিশ্বং সুপ্তপ্রবুদ্ধ ইব নাথ ভবৎপ্রপন্নঃ।
তস্যাপবর্গ্যশরণং তব পাদমূলং বিস্মর্য্যতে কৃতবিদা কথমার্ত্তবন্ধো ॥৮॥

নূনং বিমুষ্টমতয়স্তব মায়য়া তে যে ত্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ।
অর্চ্চন্তি কল্পকতরুং কুণপোপভোগ্যমিচ্ছন্তি যৎ স্পর্শজং নরকেঽপি নৃণাম্ ॥৯॥

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্মধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥১০॥

শ্রীধ্রুব কহিলেন—যে পুরুষ যাবতীয় চক্ষুরাদি জ্ঞানশক্তি ধারণ করেন, সুতরাং যিনি আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া প্রসুপ্ত বাক্-শক্তিকে এবং কর-চরণ-কর্ণ-ত্বক্ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলকে সঞ্জীবিত করিতেছেন, আপনি সেই পরমপুরুষ ভগবান, অতএব আপনাকে নমস্কার। ৬

হে ভগবন্! অগ্নি যেমন এক হইয়াও বিভিন্ন কাষ্ঠে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ আপনিও একমাত্র পুরুষ হইয়াও নিজের বিচিত্র গুণশালিনী মায়াখ্যা নিজ শক্তির দ্বারা মহদাদি অশেষ বিশ্বের সৃষ্টি পুরঃসর উহার অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করিয়া সেই মায়ার নানা প্রকার অসদ্গুণে নানা প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ৭

হে আর্ত্তবন্ধো! ব্রহ্মা আপনার শরণাগত হইলে আপনার প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা তিনি নিদ্রোত্থিত পুরুষের ন্যায় এই বিশ্ব অবলোকন করেন। হে নাথ! আপনার পাদপদ্ম মুক্ত পুরুষেরও আশ্রয়, সুতরাং যাহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বভাবে উপকৃত, সেই সকল ভক্ত পুরুষ কি প্রকারে আপনার পাদপদ্ম বিস্মৃত হইবেন? ৮

জন্ম-মরণের মোচনের কারণস্বরূপ বাঞ্ছাকল্পতরু আপনাকে যাহারা অন্য কারণে অর্থাৎ কামাদি বিষয় ভোগের জন্য উপাসনা করে, তাহারা শবতুল্য শবারভোগ্য বিষয়ের উপভোগার্থে লালায়িত; তাহারা নিশ্চয়ই মায়া দ্বারা বঞ্চিতচিত্ত। কারণ, ঐরূপ বিষয়ভোগজনিত সুখ নরকেও লাভ হইয়া থাকে। ৯

হে নাথ! আপনার শ্রীচরণকমল ধ্যানের দ্বারা বা আপনার নিজজনের সহিত আপনার কথা শ্রবণ করিয়া যে আনন্দ লাভ হয়, ব্রহ্মানন্দেও সেইরূপ আনন্দ হয় না। অতএব স্বর্গসুখ অতি তুচ্ছ, কারণ—কালরূপ খড়েগর দ্বারা স্বর্গারোহণ-যান খণ্ডিত হইলেও দেবতারাও মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা আর কি বলিব? ১০

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ ॥১১॥
তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দসৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥১২॥
তির্য্যঙ্নগদ্বিজসরীসৃপদেবদৈত্যমর্ত্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং সদসদ্বিশেষম্।
রূপং স্থবিষ্ঠমজ তে মহদাদ্যনেকং নাতঃ পরং পরম বেদ্মি ন যত্র বাদঃ ॥১৩॥
কল্পান্ত এতদখিলং জঠরেণ গৃহ্নন্ শেতে পুমান্ স্বদৃগনন্তসখস্তদঙ্কে।
যন্নাভিসিন্ধুরুহকাঞ্চনলোকপদ্মগর্ভে দ্যুমান্ ভগবতে প্রণতোঽস্মি তস্মৈ ॥১৪॥
ত্বং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিবুদ্ধ আত্মা কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আসসে ॥১৫॥
যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা।
তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্যমানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে ॥১৬॥

হে অনন্ত! যে সকল নির্ম্মলচিত্ত সাধু পুরুষ আপনার প্রতি সতত ভক্তি করেন, সেই সকল মহাপুরুষের সহিত যেন আমার প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ হয়, তাহা হইলে আমি তাঁহাদের সঙ্গলাভে আপনার গুণকথামৃত পানে মত্ত হইয়া এই দুঃখময় দুস্তর ভয়ঙ্কর ভবসাগর অনায়াসে পার হইতে পারিব। ১১

হে ভগবন্! হে কমলনাভ! আপনার চরণ-কমলের গন্ধে যাঁহাদের হৃদয় অতিশয় লোলুপ, যে সকল ব্যক্তির তাঁহাদের সঙ্গলাভ হয়, তাঁহারা নিরতিশয় প্রিয় এই দেহ ও তদনুগামী গৃহ, ধন, পুত্র-কলত্রে ইঁহারা কিছুতেই আবিষ্টচিত্ত হয়েন না। ১২

হে অজ! হে পরমেশ! আপনার এই বিরাট রূপ—তির্য্যক্, নগ, বিহগ, সরীসৃপ, দেব, দৈত্য, মনুষ্য দ্বারা যাহা পরিব্যাপ্ত, সৎ ও অসৎ যাহার বিশেষ, মহদাদি অনেকে যাহার কারণ—আমি কেবল তাহাই অবগত আছি। কিন্তু এতদ্ভিন্ন যে ঈশ্বরস্বরূপ, এবং যাহাতে বাদাদিবাক্যের অভিগ, তাহা আমি অবগত নহি। ১৩

যে পুরুষ কল্পান্তে অনন্ত নাগকে সহায় করিয়া এই অখিল বিশ্ব স্বীয় জঠরে গ্রহণ পূর্ব্বক যোগনিদ্রা অবলম্বন করেন ও আপনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঐ অনন্তনাগের উৎসঙ্গরূপ পর্য্যঙ্কে শয়ান ছিলেন এবং সেই সময় যাঁহার নাভিরূপ সমুদ্রে স্বর্ণময় লোকপদ্মের গর্ভে তেজস্বী ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, আমি সেই ভগবান্কে প্রণাম করি। ১৪

আপনি নিত্যমুক্ত, আপনি সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি পরমাত্মা, আপনি কূটস্থ অর্থাৎ বিকারশূন্য, আপনি আদিপুরুষ, আপনি পরমৈশ্বর্য্য-শালী, আপনি গুণত্রয়ের অধীশ্বর। যেহেতু আপনি অখণ্ডিত চিন্ময় দৃষ্টি দ্বারা বুদ্ধির অবস্থার দ্রষ্টা হইতে-ছেন এবং আপনি বিশ্বপালনের নিমিত্ত যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণুরূপে বিরাজমান, অতএব আপনি জীব হইতে সর্ব্বপ্রকারে বিলক্ষণ, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। ১৫

যাহাদের গতি পরস্পর বিরুদ্ধ এবং যাহাদের শক্তি নানাবিধ—সেই সকল বিদ্যাদি যাহা হইতে নিরন্তর উদ্ভূত হইতেছে, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই এই বিশ্বের কারণভূত, অদ্বিতীয়, অনাদি, অনন্ত, অবিকার এবং আনন্দমাত্র—আমি তাঁহারই শরণাগত হইলাম। ১৬

সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্মমাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্ত্তেঃ।
অপ্যেবমর্য্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্ বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোঽস্মান্ ॥১৭॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

অথাভিষ্টুত এবং বৈ সৎসঙ্কল্পেন ধীমতা। ভৃত্যানুরক্তো ভগবান্ প্রতিনন্দ্যেদমব্রবীৎ ॥১৮॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বেদাহং তে ব্যবসিতং হৃদি রাজন্যবালক। তৎ প্রযচ্ছামি ভদ্রং তে দুরাপমপি সুব্রত ॥১৯॥

নান্যৈরধিষ্ঠিতং ভদ্র যদ্ভ্রাজিষ্ণু ধ্রুবক্ষিতি। যত্র গ্রহর্ক্ষতারাণাং জ্যোতিষাং চক্রমাহিতম্।
মেধ্যাং গোচক্রবৎ স্থাস্নু পরস্তাৎ কল্পবাসিনাম্ ॥২০॥

ধর্ম্মোঽগ্নিঃ কশ্যপঃ শক্রো মুনয়ো যে বনৌকসঃ। চরন্তি দক্ষিণীকৃত্য ভ্রমন্তো যৎ সতারকাঃ ॥২১॥

প্রস্থিতে তু বনং পিত্রা দত্ত্বা গাং ধর্ম্মসংশ্রয়ঃ। ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষসাহস্রং রক্ষিতাঽব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ ॥২২॥

ত্বদ্ভ্রাতর্য্যুত্তমে নষ্টে মৃগয়ায়াস্তু তন্মনাঃ। অন্বেষন্তী বনং মাতা দাবাগ্নিং সা প্রবেক্ষ্যতি ॥২৩॥

ইষ্ট্বা মাং যজ্ঞহৃদয়ং যজ্ঞৈঃ পুষ্কলদক্ষিণৈঃ। ভুক্ত্বা চেহাশিষঃ সত্যা অন্তে মাং সংস্মরিষ্যসি ॥২৪॥

হে ভগবন্! যে সকল ব্যক্তি পরমানন্দস্বরূপ আপনাকেই পুরুষার্থ জানিয়া ভজনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে আপনার পাদপদ্মই নিশ্চিত রাজ্যাদি হইতেও পরমার্থ ফলস্বরূপ। কিন্তু হে স্বামিন্! ধেনু যেমন স্নেহবিহ্বল হইয়া নবপ্রসূত বৎসকে ক্ষীরাদি পান করাইয়া পরিপালন করে, আপনি সেইরূপ অনুগ্রহপরবশ হইয়া মাদৃশ দীনগণকে সংসারভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। ১৭

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—অনন্তর দৃঢ়সংকল্প ধীমান্ ধ্রুব কর্ত্তৃক এই প্রকারে স্তুত হইয়া ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ ধ্রুবের প্রার্থনায় অনুমোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন। ১৮

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে রাজন্যবালক, আমি তোমার সংকল্প অবগত হইয়াছি; হে সুব্রত! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমাকে দুর্ল্লভ স্থান প্রদান করিলাম। ১৯

হে ভদ্র! সে স্থান সততই সমুজ্জ্বল এবং তাহা হইতে কোনও দিন তুমি বিচ্যুত হইবে না—এ পর্য্যন্ত অন্য কেহই সে স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিশ্চক্র সর্ব্বদা তাহাতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা মেধী-স্তম্ভনিবদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় কল্পের অন্ত পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেন, তাঁহারা বিনষ্ট হইলেও তোমার ঐ বাসস্থান বিনষ্ট হইবে না। ধর্ম্ম, অগ্নি, কশ্যপ, ইন্দ্র, সপ্তর্ষিগণ—তারকাগণের সহিত নিরন্তর ঐ স্থানকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। ২০-২১

তোমার পিতা তোমাকে পৃথিবী শাসনের ভার দান করিয়া শীঘ্রই বনে গমন করিলে, তুমি ধর্ম্ম সমাশ্রয় পূর্ব্বক অব্যাকুলিত চিত্তে ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ সহস্র সেই রাজ্য রক্ষা করিবে। ২২

তোমার ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ায় গমন করিয়া নিরুদ্দিষ্ট হইলে তদ্গতচিত্তা তদীয়া মাতা সুরুচি তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে বনমধ্যে দাবানলে প্রবেশ করিবে। ২৩

বৎস! যজ্ঞই আমার প্রিয়মূর্ত্তি, দক্ষিণাবহুল যজ্ঞের দ্বারা তুমি আমার অর্চ্চনা করিয়া ইহলোকে নিশ্চয় আমার আশীর্ব্বাদস্বরূপ সকল ভোগপূর্ব্বক অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিতে সমর্থ হইবে। ২৪

ততো গন্তাসি মৎস্থানং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্। উপরিষ্টাদৃষিভ্যস্ত্বং যতো নাবর্ত্ততে যতিঃ ॥২৫॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইত্যর্চ্চিতঃ স ভগবানতিদিশ্যাত্মনঃ পদম্। বালস্য পশ্যতো ধাম স্বমগাদ্‌গরুড়ধ্বজঃ ॥২৬॥

সোঽপি সঙ্কল্পজং বিষ্ণোঃ পাদসেবোপসাদিতম্। প্রাপ্য সঙ্কল্পনির্ব্বাণং নাতিপ্রীতোঽভ্যগাৎ পুরম্॥২৭॥

শ্রীবিদুর উবাচ।

সুদুর্লভং যৎ পরমং পদং হরের্মায়াবিনস্তচ্চরণার্চ্চনার্জ্জিতম্।
লব্ধ্বাপ্যসিদ্ধার্থমিবৈকজন্মনা কথং স্বমাত্মানমমন্যতার্থবিৎ ॥২৮॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

মাতুঃ সপত্ন্যা বাগ্বাণৈর্হৃদি বিদ্ধস্তু তান্ স্মরন্। নৈচ্ছন্মুক্তিপতের্মুক্তিং পশ্চাত্তাপমুপেয়িবান্ ॥২৯॥

শ্রীধ্রুব উবাচ।

সমাধিনা নৈকভবেন যৎপদং বিদুঃ সনন্দাদয় ঊর্দ্ধরেতসঃ।
মাসৈরহং ষড়্‌ভিরমুষ্য পাদয়োশ্ছায়ামুপেত্যাপগতঃ পৃথঙ্মতিঃ ॥৩০॥

অহোবত মমানাত্ম্যং মন্দভাগ্যস্য পশ্যত। ভবচ্ছিদঃ পাদমূলং গত্বাঽযাচে যদন্তবৎ ॥৩১॥

মতির্বিদূষিতা দেবৈঃ পতদ্ভিরসহিষ্ণুভিঃ। যো নারদবচস্তথ্যং নাগ্রহীষমসত্তমঃ ॥৩২॥

তদনন্তর সর্ব্বলোকনমস্কৃত এবং ঋষিগণেরও স্থানের উপরিস্থিত আমার ধামে গমন করিতে পারিবে—যতিগণ ঐ স্থানে একবার গমন করিলে সেই স্থান হইতে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। ২৫

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—এই প্রকারে সেই বালক কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে অর্চ্চিত হইয়া ভগবান্ গরুড়ধ্বজ সেই ধ্রুবকে নিজ পদ দানপূর্ব্বক স্বীয় ধামে গমন করিলেন। ধ্রুব শ্রীহরির পাদপদ্ম সেবার দ্বারা আপনার মনোরথ প্রাপ্ত হইয়াও—ভগবৎসাক্ষাৎকার বশতঃ সর্ব্বসংকল্প সমাপ্তি হওয়ায় অনতিপ্রীত চিত্তে পিতার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ২৬-২৭

শ্রীবিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন—যে শ্রীহরির পরম পদ কপটাচারী সকামব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ, তত্ত্বজ্ঞ ধ্রুব এক জন্মেই সেই শ্রীহরির পরমপদ লাভ করিয়াও কি জন্য আপনাকে অপরিপূর্ণাভীষ্ট মনে করিলেন? শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বিমাতার বাক্যরূপ বাণ ধ্রুবের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি মুক্তিপতি শ্রীহরির নিকট মুক্তি ইচ্ছা করেন নাই, এই জন্যই তৎপশ্চাৎ তাহার মনস্তাপ উপস্থিত হইয়াছিল। ২৮-২৯

শ্রীধ্রুব অনুতাপপূর্ব্বক কহিলেন—হায়! কি কষ্ট! সনন্দ প্রমুখ ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ বহু জন্মের সুপক্ক সমাধি দ্বারা যে পদ জানিতে সমর্থ হন না, আমি ছয় মাসের মধ্যে শ্রীহরির সেই চরণযুগলের ছায়ায় উপস্থিত হইলেও ভেদদৃষ্টিবশতঃ আমার অধঃপতন হইল। ৩০

অহো! আমি বড়ই মন্দভাগ্য, আমার মূর্খতা দেখ, আমি ভবনাশন ভগবানের পাদমূলে উপস্থিত হইয়াও বিনশ্বর বস্তুর প্রার্থনা করিয়াছি। ৩১

হায়! দেবতাগণ আমার অপেক্ষা নিম্নস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা ঈর্ষ্যাবশতঃ অসহিষ্ণু হইয়াই আমার বুদ্ধি বিকৃত করিয়া দিয়া থাকিবেন, তাহা না হইলে আমার ন্যায় অসত্তম ব্যক্তি মহর্ষি নারদের হিতকর কথা অগ্রাহ্য করিবে কেন? ৩২

দৈবীং মায়ামুপাশ্রিত্য প্রসুপ্ত ইব ভিন্নদৃক্। তপ্যে দ্বিতীয়েঽপ্যসতি ভ্রাতৃভ্রাতৃব্যহৃদ্রুজা ॥৩৩॥
ময়েতৎ প্রার্থিতং ব্যর্থং চিকিৎসেব, গতায়ুষি। প্রসাদ্য জগদাত্মানং তপসা দুষ্প্রসাদনম্।
ভবচ্ছিদমযাচেঽহং ভবং ভাগ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥৩৪॥
স্বারাজ্যং যচ্ছতো মৌঢ্যান্মানো মে ভিক্ষিতো বত। ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারানিবাধনঃ ॥৩৫॥
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ন বৈ মুকুন্দস্য পদারবিন্দয়ো রজোজুষস্তাত ভবাদৃশা জনাঃ।
বাঞ্ছন্তি তদ্দাস্যমৃতেঽর্থমাত্মনো যদৃচ্ছয়া লব্ধমনঃসমৃদ্ধয়ঃ ॥৩৬॥

আকর্ণ্যাত্মজমায়ান্তং সম্পরেত্য যথাগতম্। রাজা ন শ্রদ্দধে ভদ্রমভদ্রস্য কুতো মম ॥৩৭॥
শ্রদ্ধায় বাক্যং দেবর্ষের্হর্ষবেগেন ধর্ষিতঃ। বার্ত্তাহর্ত্তুরতিপ্রীতো হারং প্রাদান্মহাধনম্ ॥৩৮॥
সদশ্বং রথমারুহ্য কার্ত্তস্বরপরিষ্কৃতম্। ব্রাহ্মণৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ পর্য্যস্তোঽমাত্যবন্ধুভিঃ ॥৩৯॥
শঙ্খদুন্দুভিনাদেন ব্রহ্মঘোষেণ বেণুভিঃ। নিশ্চক্রাম পুরাৎ তূর্ণমাত্মজাবেক্ষণোৎসুকঃ ॥৪০॥

নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নে ভেদদৃষ্টি নিবন্ধন বৃথা ভয়াদিজনিত দুঃখ অনুভব করে, সেইরূপ আমিও দৈবী মায়া আশ্রয় পূর্ব্বক ভিন্নদৃষ্টি বশতঃ দ্বিতীয় বস্তু না থাকিলেও ভ্রাতাকে শত্রু বোধ করিয়া মনস্তাপে তাপিত হইতেছি। ৩৩

জগতের আত্মাস্বরূপ ভবচ্ছেদকারী তপস্যা দ্বারাও যাঁহাকে প্রসন্ন করা দুঃসাধ্য, কিন্তু আমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াও সেই ভববন্ধনই প্রার্থনা করিয়াছি। গতায়ুঃ ব্যক্তিতে চিকিৎসা যেমন নিষ্ফল হইয়া থাকে, আমার প্রার্থিত বিষয়ও সেইরূপ নিরর্থক হইয়াছে। ৩৪

হায়! নির্ধন ব্যক্তি রাজচক্রবর্ত্তীর নিকট যেমন সতুষ তণ্ডুলকণা প্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমিও এমনি দুষ্কৃতিশালী যে, শ্রীহরি আমাকে স্বারাজ্য প্রদান করিতে উদ্যত হইলেও আমি মূঢ়তা বশতঃ তাঁহার নিকট অভিমানের বস্তু প্রার্থনা করিয়াছি। ৩৫

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বৎস বিদুর! তোমার ন্যায় যে সকল ব্যক্তি মুকুন্দের পাদপদ্মপরাগের রেণুর ভজনা করেন, তাঁহারা ভগবানের নিত্যদাস্য ব্যতীত অন্য কিছুই চাহেন না; কারণ, তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে যে বস্তু উপস্থিত হয়, তাহাকেই শ্রীহরির প্রসাদ জ্ঞান করিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। ৩৬

এদিকে রাজা উত্তানপাদ শ্রবণ করিলেন যে, পুত্র ধ্রুব ফিরিয়া আসিতেছেন; কিন্তু মৃত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিতেছে বলিলে একথা যেমন কেহ বিশ্বাস করে না, সেইরূপ সে কথায় রাজার বিশ্বাস হইল না। তিনি ভাবিলেন—আমি নিতান্ত অভদ্র, আমার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা কোথায়? ৩৭

কিন্তু দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন—"শীঘ্রই তোমার পুত্র প্রত্যাগমন করিবে"—সেই বাক্যের উপর শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া রাজা হর্ষাবেগবশতঃ প্রথমে নিজেকে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক অতীব প্রীত হইয়া দূতকে মহামূল্য হার পুরস্কার দিলেন। ৩৮

অনন্তর উত্তম অশ্বযুক্ত স্বর্ণভূষিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সেই রাজা ব্রাহ্মণ, কুলবৃদ্ধ, অমাত্য ও বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে শঙ্খ, দুন্দুভি ও বেণুনিনাদ এবং উচ্চবেদধ্বনি করিতে করিতে পুত্রদর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া পুর হইতে দ্রুতগতিতে বাহির হইলেন। ৩৯-৪০

সুনীতিঃ সুরুচিশ্চাস্য মহিষ্যৌ রুক্মভূষিতে। আরুহ্য শিবিকাং সার্দ্ধমুত্তমেনাভিজগ্মতুঃ ॥৪১॥
তং দৃষ্ট্বোপবনাভ্যাসে আয়ান্তং তরসা রথাৎ। অবরুহ্য নৃপস্তূর্ণমাসাদ্য প্রেমবিহ্বলঃ ॥৪২॥
পরিরেভেঽঙ্গজং দোর্ভ্যাং দীর্ঘোৎকণ্ঠমনাঃ শ্বসন্। বিষ্বক্সেনাঙ্ঘ্রিসংস্পর্শ-হতাশেষাঘবন্ধনম্ ॥৪৩॥
অথাজিঘ্রন্ মুহুর্মূর্দ্ধ্নি শৈত্যৈর্নয়নবারিভিঃ। স্নপয়ামাস তনয়ং জাতোদ্দামমনোরথম্ ॥৪৪॥
অভিবন্দ্য পিতুঃ পাদাবাশীর্ভিশ্চাভিমন্ত্রিতঃ। ননাম মাতরৌ শীর্ষ্ণা সৎকৃতঃ সজ্জনাগ্রণীঃ ॥৪৫॥
সুরুচিস্তং সমুত্থাপ্য পাদাবনতমর্ভকম্। পরিষ্বজ্যাহ জীবেতি বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥৪৬॥
যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ। তস্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইব স্বয়ম্ ॥৪৭॥
উত্তমশ্চ ধ্রুবশ্চোভাবন্যোন্যং প্রেমবিহ্বলৌ। অঙ্গসঙ্গাদুৎপুলকাবস্রৌঘং মুহুরূহতুঃ ॥৪৮॥
সুনীতিরস্য জননী প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ং সুতম্। উপগুহ্য জহাবাধিং তদঙ্গস্পর্শনির্বৃতা ॥৪৯॥
পয়ঃ স্তনাভ্যাং সুস্রাব নেত্রজৈঃ সলিলৈঃ শিবৈঃ। তদাভিষিচ্যমানাভ্যাং বীর বীরসুবো মুহুঃ ॥৫০॥
তাং শশংসুর্জনা রাজ্ঞীং দিষ্ট্যা তে পুত্র আর্ত্তিহা। প্রতিলব্ধশ্চিরং নষ্টো রক্ষিতা মণ্ডলং ভুবঃ ॥৫১॥

স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা সুনীতি ও সুরুচি—রাজমহিষীদ্বয় এক শিবিকায় আরোহণ করিলেন এবং উত্তমকে সঙ্গে লইয়া ধ্রুবকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। ক্রমে উত্তানপাদ দেখিতে পাইলেন যে, ধ্রুব উপবনের সন্নিকটে আগমন করিয়াছেন, তখন তিনি স্নেহবিহ্বল হইয়া অতি শীঘ্র রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সুদীর্ঘকাল-সম্ভূত দর্শনৌৎসুক্যবশতঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বেগের সহিত বাহুদ্বয় দ্বারা পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। ভগবানের চরণস্পর্শে যাবতীয় ভববন্ধন বিনষ্ট হওয়ায় ধ্রুবের তখন রাগদ্বেষ ছিল না। অনন্তর রাজা পূর্ণমনোরথ আত্মজের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং আনন্দাশ্রু দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইলেন। ৪১-৪৪

সজ্জনাগ্রগণ্য ধ্রুবও প্রথমে পিতার চরণযুগল বন্দনা করিলেন। উত্তানপাদ আশীর্ব্বাদ এবং কুশল প্রশ্নাদির দ্বারা পুত্রকে সম্ভাষণ করিলেন। ধ্রুবও তদনন্তর মাতৃদ্বয়কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।৪৫

সুরুচি সেই পদানত বালককে প্রীতি পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং বাষ্পগদ্গদ স্বরে কহিলেন, "বৎস! চিরজীবী হইয়া থাক।" ৪৬

"শ্রীহরি মৈত্রাদি গুণ দ্বারা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, জল যেমন নিম্নদেশে গমন করে সেইরূপ নিখিল জীব তাহার নিকট অবনত হইয়া থাকে।" ৪৭

অনন্তর উত্তম ও ধ্রুব উভয় ভ্রাতায় পরস্পর প্রেমবিহ্বল হইয়া পরস্পরের অঙ্গ আলিঙ্গনে পুলকিত হইলেন এবং উভয়েই অবিরত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ৪৮

ধ্রুবজননী সুনীতি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম তনয়কে কোলে লইয়া আপনার মানসিক সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন। সন্তানের সুকোমল অঙ্গ-স্পর্শে সুনীতির পরম সুখানুভব হইল এবং তিনি সমস্ত মনঃপীড়া পরিত্যাগ করিলেন। ৪৯

হে বিদুর! তৎকালে বীরপ্রসবিনী সুনীতির পবিত্র নয়ন-বারিতে বিধৌত স্তনদ্বয় হইতে বারংবার দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল। ৫০

পুরবাসিগণ বলিতে লাগিল—"হে রাজ্ঞি! বহু সুকৃতিফলে বহুদিনের অদর্শনের পর আজ আপনার এবং আমাদের সন্তাপহারী এই পুত্রকে পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। আপনার এই পুত্রই পৃথিবী পালন করিবে। ৫১

অভ্যর্চ্চিতস্ত্বয়া নূনং ভগবান্ প্রণতার্ত্তিহা। যদনুধ্যায়িনো ধীরা মৃত্যুং জিগ্যুঃ সুদুর্জ্জয়ম্ ॥৫২॥
লাল্যমানং জনৈরেবং ধ্রুবং সভ্রাতরং নৃপঃ। আরোপ্য করিণীং হৃষ্টঃ স্তূয়মানোঽবিশৎ পুরম্ ॥৫৩॥
তত্র তত্রোপসংক্লৃপ্তৈর্লসন্মকরতোরণৈঃ। সবৃন্দৈঃ কদলীস্তম্ভৈঃ পূগপোতৈশ্চ তদ্বিধৈঃ ॥৫৪॥
চূতপল্লববাসঃস্রঙ্মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ। উপস্কৃতং প্রতিদ্বারমপাং কুম্ভৈঃ সদীপকৈঃ ॥৫৫॥
প্রাকারৈর্গোপুরাগারৈঃ শাতকুম্ভপরিচ্ছদৈঃ। সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতং শ্রীমদ্বিমানশিখরদ্যুভিঃ ॥ ৫৬॥
মৃষ্টচত্বররথ্যাট্টমার্গং চন্দনচর্চ্চিতম্। লাজাক্ষতৈঃ পুষ্পফলৈস্তণ্ডুলৈর্বলিভির্যুতম্ ॥৫৭॥
ধ্রুবায় পথি দৃষ্টায় তত্র তত্র পুরস্ত্রিয়ঃ। সিদ্ধার্থাক্ষতদধ্যম্বু-দূর্ব্বাপুষ্পফলানি চ।
উপজহ্রুঃ প্রযুঞ্জানা বাৎসল্যাদাশিষঃ সতীঃ ॥ ॥৫৮॥
শৃণ্বংস্তদ্বল্গুগীতানি প্রাবিশদ্ভবনং পিতুঃ ॥ ৫৯ ॥
মহামণিব্রাতময়ে স তস্মিন্ ভবনোত্তমে। লালিতো নিতরাং পিত্রা ন্যবসদ্দিবি দেববৎ ॥৬০॥
পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ। আসনানি মহার্হাণি যত্র রৌক্মা উপস্করাঃ ॥৬১॥
যত্র স্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ। মণিপ্রদীপা আভান্তি ললনারত্নসংযুতাঃ ॥৬২॥

"যাঁহার ধ্যান করিয়া যোগিগণ সুদুর্জ্জয় মৃত্যুকেও জয় করিয়া থাকেন, আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপনি সেই প্রণতজনের ক্লেশহারী শ্রীভগবানের বিশেষরূপে আরাধনা করিয়াছিলেন।" ৫২

এইরূপে পৌরজন কর্ত্তৃক সমাদৃত ধ্রুবকে ভ্রাতা উত্তমের সহিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া রাজা উত্তানপাদ সানন্দ-চিত্তে পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন তত্রত্য সকল লোকেই তাঁহার স্তুতিগান করিতে লাগিল। ৫৩

পুরমধ্যস্থ প্রত্যেক প্রাসাদ-দ্বারে রচিত মকরাকার তোরণ রচিত হইয়াছিল, তাহাতে ফল-মঞ্জরীযুক্ত কদলীস্তম্ভ, নবীন গুবাকবৃক্ষ, আম্রপল্লব, বস্ত্র, মাল্য ও মুক্তাদাম সুসজ্জিত এবং বহির্দ্দেশে সারি সারি জলপূর্ণ কুম্ভ ও দীপাবলী শোভা পাইতেছিল। ৫৪-৫৫

প্রাচীর, গোপুর এবং আলয়ে সেই পুরী চতুর্দ্দিকে অলঙ্কৃত এবং তাহা স্বর্ণময় পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া বিমানশিখরের ন্যায় দেদীপ্যমান। ৫৬

সেই পুরের অঙ্গন, রাজপথ, এবং উচ্চ হর্ম্ম্যোপরি নির্ম্মিত রম্য ভূমিকা সকল সম্মার্জ্জিত এবং চন্দন দ্বারা চর্চ্চিত। তথায় লাজ, অক্ষত, পুষ্প, ফল, তণ্ডুল ও নানাবিধ পূজোপহার সর্ব্বদা সুসজ্জিত। ৫৭

পুরললনাগণ ধ্রুবকে পথে আসিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে শ্বেতসর্ষপ, যব, দধি, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল প্রভৃতি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধ্রুব সেই গান শ্রবণ করিতে করিতে স্বীয় পিতৃভবনে প্রবেশ করিলেন। ৫৮-৫৯

ধ্রুব সেই মহামণিসমূহে খচিত অত্যুত্তম ভবনে পিতা উত্তানপাদ কর্ত্তৃক লালিত হইয়া দেবতা যেমন স্বর্গে বাস করেন, সেইরূপ পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ৬০

সেই ভবনে গজদন্ত-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যা, স্বর্ণময় পরিচ্ছদ, মহামূল্য আসন এবং স্বর্ণময় সম্মার্জ্জনী বিরাজমান ছিল। ৬১

তথায় ইন্দ্রনীলমণিখচিত স্ফটিকময় প্রাচীরগাত্রে প্রতিফলিত স্ত্রীরত্নসমূহ কর্ত্তৃক ধৃত মণিময় প্রদীপ দীপ্তি পাইতেছিল। ৬২

উদ্যানানি চ রম্যাণি বিচিত্রৈরমরদ্রুমৈঃ। কূজদ্বিহঙ্গমিথুনৈর্গায়ন্মত্তমধুব্রতৈঃ ॥৬৩॥
বাপ্যো বৈদূর্য্যসোপানাঃ পদ্মোৎপলকুমুদ্বতীঃ। হংসকারণ্ডবকুলৈর্জুষ্টাশ্চক্রাহ্বসারসৈঃ ॥৬৪॥
উত্তানপাদো রাজর্ষিঃ প্রভাবং তনয়স্য তম্। শ্রুত্বা দৃষ্ট্বাদ্ভুততমং প্রপেদে বিস্ময়ং পরম্ ॥৬৫॥
বীক্ষ্যোঢ়বয়সং পুত্রং প্রকৃতীনাঞ্চ সম্মতম্। অনুরক্তপ্রজং রাজা ধ্রুবং চক্রে ভুবঃ পতিম্ ॥৬৬॥
আত্মানঞ্চ প্রবয়সমাকলয্য বিশাংপতিঃ। বনং বিরক্তঃ প্রাতিষ্ঠদ্বিমৃশন্নাত্মনো গতিম্ ॥৬৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবচরিতে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ভবনের নিকটস্থ মনোহর উদ্যান সকল বিচিত্র দেবতরুতে বড়ই রমণীয় ছিল, সেই সকল বৃক্ষোপরি বিহঙ্গমিথুন মধুর স্বরে আলাপ এবং মধুকরনিকর গুন্‌গুন্ রবে গান করিতে-ছিল। ৬৩

ঐ উদ্যানস্থ বাপী সকলের সোপান বৈদূর্য্যমণি-নির্ম্মিত। জলমধ্যে কমল, উৎপল, কুমুদবৃন্দ পরম শোভা বিস্তার করিতেছিল। তথায় হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, এবং সারসাদি জলচর পক্ষিকুল জলকেলিতে প্রবৃত্ত ছিল। ৬৪

রাজা উত্তানপাদ পুত্রের ঐ সকল অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ৬৫

অনন্তর রাজা উত্তানপাদ ধ্রুবকে প্রাপ্তযৌবন, মন্ত্রী ও প্রজাবৃন্দের সম্মত এবং প্রজারঞ্জন অনুরক্ত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে পৃথিবীর অধীশ্বর করিলেন। ৬৬

পরিশেষে নিজেরও বার্দ্ধক্য উপস্থিত দেখিয়া রাজা উত্তানপাদ নিজের পরিণাম বিচার পুরঃসর বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া বনে গমন করিলেন। ৬৭

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

প্রজাপতের্দুহিতরং শিশুমারস্য বৈ ধ্রুবঃ। উপযেমে ভ্রমিং নাম তৎসুতৌ কল্পবৎসরৌ ॥১॥

ইলায়ামপি ভার্য্যায়াং বায়োঃ পুত্র্যাং মহাবলঃ। পুত্রমুৎকলনামানং যোষিদ্রত্নমজীজনৎ ॥২॥

উত্তমস্ত্বকৃতোদ্বাহো মৃগয়ায়াং বলীয়সা। হতঃ পুণ্যজনেনাদ্রৌ তন্মাতাস্য গতিং গতা ॥৩॥

ধ্রুবো ভ্রাতৃবধং শ্রুত্বা কোপামর্ষশুচার্পিতঃ। জৈত্রং স্যন্দনমাস্থায় গতঃ পুণ্যজনালয়ম্ ॥৪॥

গত্বোদীচীং দিশং রাজা রুদ্রানুচরসেবিতাম্। দদর্শ হিমবদ্দ্রোণ্যাং পুরীং গুহ্যকসঙ্কুলাম্ ॥৫॥

দধ্মৌ শঙ্খং বৃহদ্বাহুঃ খং দিশশ্চানুনাদয়ন্। যেনোদ্বিগ্নদৃশঃ ক্ষত্তরুপদেব্যোঽত্রসন্ ভৃশম্ ॥৬॥

ততো নিষ্ক্রম্য বলিন উপদেবমহাভটাঃ। অসহন্তস্তন্নিনাদমভিপেতুরুদায়ুধাঃ ॥৭॥

স তানাপততো বীরানুগ্রধন্বা মহারথঃ। একৈকং যুগপৎ সর্ব্বানহন্ বাণৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥৮॥

তে বৈ ললাটলগ্নৈস্তৈরিষুভিঃ সর্ব্ব এব হি। মত্বা নিরস্তমাত্মানমাশংসন্ কর্ম্ম তস্য তৎ ॥৯॥

তেঽপি চামুমমৃষ্যন্তঃ পাদস্পর্শমিবোরগাঃ। শরৈরবিধ্যন্ যুগপদ্ দ্বিগুণং প্রচিকীর্ষবঃ ॥১০॥

ধ্রুবের যক্ষগণের সহিত যুদ্ধ

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর! ধ্রুব প্রজাপতি শিশুমারের তনয়া ভ্রমিকে বিবাহ করিয়াছিলেন; ঐ ভ্রমির কল্প ও বৎসর নামে দুইটি পুত্র হইয়াছিল। ১

মহাবল ধ্রুব তাঁহার অন্য ভার্য্যা বায়ুপুত্রী ইলার গর্ভে উৎকল নামক এক পুত্র ও মহিলাকুলের রত্নস্বরূপা এক কন্যা উৎপাদন করেন। ২

উত্তম দারপরিগ্রহ করেন নাই, তিনি মৃগয়ার্থ হিমাচলে গমন করিয়া তথায় এক বলবান্ যক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার মাতাও (তাঁহার অনুসন্ধানে গমন করিয়া) তাঁহারই দশা প্রাপ্ত হন। ৩

ধ্রুব ভ্রাতৃবধের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ ও অমর্ষজনিত শোকে অধীর হইয়া জয়শীলরথে আরোহণ পূর্ব্বক যক্ষালয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৪

রাজা ধ্রুব উত্তরাভিমুখে গমন পূর্ব্বক রুদ্রানুচরসেবিত হিমালয় পর্ব্বতের সানুদেশে গুহ্যকগণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত অলকানাম্নী পুরী দেখিতে পাইলেন। ৫

হে বিদুর! মহাবাহু ধ্রুব ঐ পুরীর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সমস্ত দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। উহাতে যক্ষরমণীগণ অতিশয় ভীত হইলেন। ৬

মহাবল কুবেরের সৈন্যগণ সেই শঙ্খধ্বনি সহ্য করিতে না পারিয়া অস্ত্র-শস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক পুরী হইতে বহির্গমন পুরঃসর ধ্রুবের অভিমুখে ধাবিত হইল। ৭

মহাধনুর্দ্ধারী মহারথ ধ্রুব তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া এক এক জনকে তিন তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সেই যক্ষগণের সকলকেই আহত করিলেন। ৮

যক্ষসৈন্যগণ সকলেই সেই ললাট-সংলগ্ন বাণ দ্বারা আপনাদিগকে নিরাকৃত মনে করিয়া ধ্রুবের বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল। ৯

অনন্তর পাদস্পর্শ সহনে অসমর্থ সর্পের ন্যায় তাহারাও ধ্রুবের সেই প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রতীকারের অভিপ্রায়ে প্রত্যেকেই তাঁহার প্রতি এককালে ছয়টি করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিল। ১০

ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশৈঃ প্রাসশূলপরশ্বধৈঃ। শক্ত্যৃষ্টিভির্ভুশুণ্ডীভিশ্চিত্রবাজৈঃ শরৈরপি ॥১১॥
অভ্যবর্ষন্ প্রকুপিতাঃ সরথং সহসারথিম্। ইচ্ছন্তস্তৎ প্রতীকর্ত্তুমযুতানাং ত্রয়োদশ ॥১২॥
ঔত্তানপাদিঃ স তদা শস্ত্রবর্ষেণ ভূরিণা। নো এবাদৃশ্যতাচ্ছন্ন আসারেণ যথা গিরিঃ ॥১৩॥
হাহাকারস্তদৈবাসীৎ সিদ্ধানাং দিবি পশ্যতাম্।
হতোঽয়ং মানবঃ সূর্য্যো মগ্নঃ পুণ্যজনার্ণবে ॥১৪॥
নদৎসু যাতুধানেষু জয়কাশিষ্বথো মৃধে। উদতিষ্ঠদ্রথস্তস্য নীহারাদিব ভাস্করঃ ॥১৫॥
ধনুর্বিস্ফূর্জ্জয়ন্ দিব্যং দ্বিষতাং খেদমুদ্বহন্। অস্ত্রৌঘং ব্যধমদ্বাণৈর্ঘনানীকমিবানিলঃ ॥১৬॥
তস্য তে চাপনির্ম্মুক্তা ভিত্ত্বা বর্ম্মাণি রক্ষসাম্। কায়ানাবিবিশুস্তিগ্মা গিরীনশনয়ো যথা ॥১৭॥
ভল্লৈঃ সংছিদ্যমানানাং শিরোভিশ্চারুকুণ্ডলৈঃ। ঊরুভির্হেমতালাভৈর্দোর্ভির্বলয়বল্গুভিঃ ॥১৮॥
হারকেয়ূরমুকুটৈরুষ্ণীষৈশ্চ মহাধনৈঃ। আস্তৃতাস্তা রণভুবো রেজুর্বীর মনোহরাঃ ॥১৯॥
হতাবশিষ্টা ইতরে রণাজিরাদ্রক্ষোগণাঃ ক্ষত্রিয়বর্য্যসায়কৈঃ।
প্রায়োবিবৃক্ণাবয়বা বিদুদ্রুবুর্মৃগেন্দ্রবিক্রীড়িতযূথপা ইব ॥২০॥

তদনন্তর প্রতীকার কামনায় প্রকুপিত সেই ত্রয়োদশ অযুত যক্ষসৈন্য রথ, সারথি, এবং রথী ধ্রুবের উপর এককালে পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, প্রাস, শূল, পরশ্বধ, শক্তি, ঋষ্টি, ভুশুণ্ডী ও বিচিত্র পক্ষ-বিশিষ্ট শর তাঁহার উপর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ১১-১২

পর্ব্বত যেমন বারিধারা-সম্পাতে সমাচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টির অন্তরালবর্ত্তী হয়, সেই উত্তানপাদনন্দন ধ্রুবও সেইরূপ অসংখ্য শস্ত্রসম্পাতে আচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টি-গোচর হইলেন না। ১৩

সেই সময় যে সিদ্ধগণ স্বর্গে থাকিয়া যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন, তাঁহারা সহসা হাহাকার করিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন—"আহা, এই মনুপৌত্র সূর্য্যবৎ তেজস্বী ধ্রুব যক্ষসাগরে নিমগ্ন হইলেন।" ১৪

অনন্তর রাক্ষসেরা সেই "রণভূমিতে যুদ্ধ জয় করিলাম" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলে নীহারমধ্য হইতে সমুদিত ভাস্করের ন্যায় রণস্থলী হইতে ধ্রুবের রথ প্রকাশ পাইল। ১৫

ধ্রুব তাঁহার উগ্র শরাসনে টঙ্কার দিয়া শত্রুকুলের খেদ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন এবং বায়ু যেমন মেঘমালাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, তদ্রূপ স্বীয় বাণ দ্বারা বৈরিগণের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র চূর্ণ করিয়া দিলেন। ১৬

তাহার ধনুর্নিম্মুক্ত সেই সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহ রাক্ষসদিগের কবচ বিদীর্ণ করিয়া--বজ্র যেমন পর্ব্বত-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়—সেইরূপ তাহাদিগের শরীরমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ১৭

হে বীর বিদুর! ভল্লাস্ত্রছিন্ন যক্ষগণের সুন্দর কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক, স্বর্ণময় তালবৃক্ষ সদৃশ উরুদেশ, বলয়শোভিত মনোহর বাহু, এবং মহামূল্য হার, কেয়ূর, মুকুট ও উষ্ণীষের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া সেই রণভূমি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল। ১৮-১৯

হতাবশিষ্ট যক্ষগণ সেই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ধ্রুবের বাণের দ্বারা বহুলাংশে বিকলাঙ্গ হওয়ায় অন্য রাক্ষসেরা সিংহতাড়িত গজের ন্যায় রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন-পরায়ণ হইল। ২০

অপশ্যমানঃ স তদাততায়িনং মহামৃধে কঞ্চন মানবোত্তমঃ।
পুরীং দিদৃক্ষন্নপি নাবিশদ্দ্বিষাং ন মায়িনাং বেদ চিকীর্ষিতং জনঃ ॥২১॥
ইতি ব্রুবংশ্চিত্ররথঃ স্বসারথিং যত্তঃ পরেষাং প্রতিযোগশঙ্কিতঃ।
শুশ্রাব শব্দং জলধেরিবেরিতং নভস্বতো দিক্ষু রজোঽন্বদৃশ্যত ॥ ২২॥
ক্ষণেনচ্ছাদিতং ব্যোম ঘনানীকেন সর্ব্বতঃ। বিস্ফুরত্তড়িতা দিক্ষু ত্রাসয়ৎস্তনয়িত্নুনা ॥২৩।
ববৃষু রুধিরৌঘাসৃক্-পূয়বিণ্মূত্রমেদসঃ। নিপেতুর্গগনাদস্য কবন্ধান্যগ্রতোঽনঘ ॥২৪॥
ততঃ খেঽদৃশ্যত গিরির্নিপেতুঃ সর্ব্বতো দিশম্। গদাপরিঘনিস্ত্রিংশ মুষলাঃ সাশ্মবর্ষিণঃ ॥২৫॥
অহয়োঽশনিনিশ্বাসা বমন্তোঽগ্নিং রুষাক্ষিভিঃ। অভ্যধাবন্ গজা মত্তাঃ সিংহব্যাঘ্রাশ্চ যূথশঃ॥২৬॥
সমুদ্র ঊর্ম্মিভির্ভীমঃ প্লাবয়ন্ সর্ব্বতো ভুবম্। আসসাদ মহাহ্রাদঃ কল্পান্ত ইব ভীষণঃ ॥২৭॥
এবং বিধান্যনেকানি ত্রাসনান্যমনস্বিনাম্। সসৃজুস্তিগ্মগতয় আসুর্য্যা মায়য়াসুরাঃ ॥২৮॥
ধ্রুবে প্রযুক্তামসুরৈস্তাং মায়ামতিদুস্তরাম্। নিশম্য তস্য মুনয়ঃ শমাশংসন্ সমাগতাঃ ॥২৯॥

মানবোত্তম সেই ধ্রুব তখন যুদ্ধস্থলে শস্ত্রহস্ত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, পরন্তু সন্নিহিত অলকাপুরী দর্শন করিবার ইচ্ছা হইলেও তাহাতে প্রবেশ করিলেন না; কারণ, লোকে মায়াবিগণের অভিপ্রায় কি, তাহা জানিতে পারে না। ২১

বিচিত্ররথশালী ধ্রুব সারথিকে ঐ প্রকার বলিয়া শত্রুদিগের পুনরাক্রমণ আশঙ্কা করিয়া সাবধানে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় জলধির ধ্বনি তুল্য গম্ভীর এক শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং পরক্ষণেই দেখিতে পাইলেন যে, প্রচণ্ড বায়ুবেগে চতুর্দ্দিকে ধূলিরাশি সমুত্থিত হইল। ২২

ক্ষণমধ্যেই আকাশমার্গ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল এবং ভীষণ অশনি-গর্জ্জনে প্রাণিকুলের হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার হইতে লাগিল। ২৩

হে অনঘ বিদুর! তখনই মহাত্মা ধ্রুবের সম্মুখে আকাশ হইতে রক্ত, শ্লেষ্মা, পূয, বিষ্ঠা, মূত্র ও মেদ বর্ষণ হইতে লাগিল এবং বহু শিরোরহিত দেহ পতিত হইতে লাগিল। ২৪

তদনন্তর আকাশে একটি পর্ব্বত দেখা গেল এবং তাহা হইতে চতুর্দ্দিকে প্রস্তরবর্ষী গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ ও মুষলাদি বৃষ্টি হইতে লাগিল। ২৫

ভয়ঙ্কর সর্প সকল ক্রোধে অশনিতুল্য নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে নয়ন দ্বারা অগ্নি বমন করিতে আরম্ভ করিল এবং সিংহ, ব্যাঘ্র ও মদমত্ত হস্তিগণ দলে দলে ধ্রুবের অভিমুখে ধাবিত হইতে আরম্ভ করিল। ২৬

ভীমমূর্ত্তি জলধি যেন প্রলয়কালীন মহাভয়ঙ্করতা প্রাপ্ত হইয়াই প্রবল তরঙ্গমালা-সংযোগে নিখিল ভুবন প্লাবিত করিতে করিতে ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। ২৭

ক্রূরপ্রবৃত্তি যক্ষগণ আসুরী মায়া দ্বারা শৌর্য্যশূন্য ব্যক্তিগণের ভীতিপ্রদ এবম্বিধ অনেক ব্যাপারের সৃষ্টি করিল। ২৮

অসুররা ধ্রুবের প্রতি ঐরূপ মায়া বিস্তার করিলে মুনিগণ তাহা অবগত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং কল্যাণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ২৯

শ্রীমুনয় ঊচুঃ।

ঔত্তানপাদ ভগবাংস্তব শার্ঙ্গধন্বা দেবঃ ক্ষিণোত্ববনতার্ত্তিহরো বিপক্ষান্।
যন্নামধেয়মভিধায় নিশম্য বাদ্ধা লোকোঽঞ্জসা তরতি দুস্তাজমঙ্গ মৃত্যুম্ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবচরিতে যক্ষমায়াধানং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

মুনিগণ কহিলেন—হে উত্তানপাদতনয়! বৎস ধ্রুব! যাঁহার নাম উচ্চারণ বা শ্রবণমাত্রেই জীব তৎক্ষণাৎ অনায়াসে দুর্নিবার মৃত্যুকে পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই প্রণতজনের আর্ত্তিহারী শার্ঙ্গধন্বা ভগবান্ তোমার শত্রুকুলের ক্ষয়সাধন করুন। ৩০

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

নিশম্য গদতামেবমৃষীণাং ধনুষি ধ্রুবঃ। সন্দধেঽস্ত্রমুপস্পৃশ্য যন্নারায়ণনির্ম্মিতম্ ॥১॥

সন্ধীয়মান এতস্মিন্ মায়া গুহ্যকনির্ম্মিতাঃ। ক্ষিপ্রং বিনেশুর্বিদুর ক্লেশা জ্ঞানোদয়ে যথা ॥২॥

তস্যার্ষাস্ত্রং ধনুষি প্রযুঞ্জতঃ সুবর্ণপুঙ্খাঃ কলহংসবাসসঃ।
বিনিঃসৃতা আবিবিশুর্দ্বিষদ্বলং যথা বনং ভীমরবাঃ শিখণ্ডিনঃ ॥৩॥

তৈস্তিগ্মধারৈঃ প্রধনে শিলীমুখৈরিতস্ততঃ পুণ্যজনা উপদ্রুতাঃ।
তমভ্যধাবন্ কুপিতা উদায়ুধাঃ সুপর্ণমুন্নদ্ধফণা ইবাহয়ঃ ॥৪॥

স তান্ পৃষৎকৈরভিধাবতো মৃধে নিকৃত্তবাহূরুশিরোধরোদরান্।
নিনায় লোকং পরমর্কমণ্ডলং ব্রজন্তি নির্ভিদ্য যমূর্দ্ধরেতসঃ ॥৫॥

তান্ হন্যমানানভিবীক্ষ্য গুহ্যকাননাগসশ্চিত্ররথেন ভূরিশঃ।
ঔত্তানপাদিং কৃপয়া পিতামহো মনুর্জগাদোপগতঃ সহর্ষিভিঃ ॥৬॥

শ্রীমনুরুবাচ।

অলং বৎসাতিরোষেণ তমোদ্বারেণ পাপ্মনা। যেন পুণ্যজনানেতানবধীস্ত্বমনাগসঃ ॥৭॥

মনুর তত্ত্বোপদেশ ও ধ্রুবের রণনিবৃত্তি

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ঋষিগণের পূর্ব্বোক্ত কথা শ্রবণ করিয়া ধ্রুব আচমন পূর্ব্বক স্বীয় ধনুকে নারায়ণাস্ত্র সন্ধান করিলেন। ১

তাঁহার ধনুকে শরসন্ধান মাত্রেই—জ্ঞানোদয় হইলে রাগাদি ক্লেশ যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, গুহ্যক-নির্ম্মিতা মায়া সকল সেইরূপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল। ২

ঐ অস্ত্র হইতে শত শত সুবর্ণপুঙ্খ কলহংসের পক্ষের ন্যায় শর সকল নিঃসৃত হইয়া ভীমরব ময়ূরযূথ যেরূপ বনে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ বিপক্ষপক্ষের সৈন্যদলমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ৩

ঐ সকল তীক্ষ্ণধার শর দ্বারা যক্ষগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল, অবশেষে সকলে কুপিত হইয়া উঠিল এবং সর্পগণ যেমন ফণা উন্নত করিয়া গরুড়ের অভিমুখে ধাবিত হয়, তাহারাও সেইরূপ স্ব স্ব অস্ত্র উত্তোলন করিয়া ধ্রুবের প্রতি ধাবিত হইল। ৪

ধ্রুব সেই যক্ষগণকে যুদ্ধস্থলে আগমন করিতে দেখিয়া বাণ দ্বারা কাহারও বাহু, কাহারও উরু, কাহারও কন্ধর, এবং কাহারও উদর ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে পরলোকে প্রেরণ করিলেন। ঊর্দ্ধরেতা মহর্ষিগণ সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ঐ লোকে গমন করিয়া থাকেন। ৫

মহারথ ধ্রুবকে এই প্রকার অসংখ্য নিরপরাধ যক্ষ বিনাশ করিতে দেখিয়া পিতামহ মনু কৃপাপরবশ হইয়া মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে সেই স্থানে আগমন পুরঃসর উত্তানপাদতনয় ধ্রুবকে কহিতে লাগিলেন। ৬

শ্রীমনু কহিলেন—বৎস! তুমি যে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল নিরপরাধ গুহ্যককে বিনাশ করিলে, সেই ক্রোধ মহাপাপ এবং নরকের দ্বারস্বরূপ, অতএব ঐ ক্রোধে প্রয়োজন নাই। ৭

নাস্মৎকুলোচিতং তাত কর্ম্মৈতৎ সদ্বিগর্হিতম্। বধো যদুপদেবানামারব্ধস্তেঽকৃতৈনসাম্ ॥৮॥
নম্বেকস্যাপরাধেন তৎসঙ্গাদ্বহবো হতাঃ। ভ্রাতুর্বধাভিতপ্তেন ত্বয়াঙ্গ ভ্রাতৃবৎসল ॥৯॥
নায়ং মার্গো হি সাধূনাং হৃষীকেশানুবর্ত্তিনাম্। যদাত্মানং পরাগ্ গৃহ্য পশুবদ্ভূতবৈশসম্ ॥১০॥
সর্ব্বভূতাত্মভাবেন ভূতাবাসং হরিং ভবান্। আরাধ্যাপ দুরারাধ্যং বিষ্ণোস্তৎ পরমং পদম্ ॥১১॥
স ত্বং হরেরনুধ্যাতস্তৎ পুংসামপি সম্মতঃ। কথস্ত্ববদ্যং কৃতবাননুশিক্ষন্ সতাং ব্রতম্ ॥১২॥
তিতিক্ষয়া করুণয়া মৈত্র্যা চাখিলজন্তুষু। সমত্বেন চ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ সম্প্রসীদতি ॥১৩॥
সম্প্রসন্নে ভগবতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈ গুণৈঃ। বিমুক্তো জীবনির্ম্মুক্তো ব্রহ্ম নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥১৪॥
ভূতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধৈর্যোষিৎ পুরুষ এব হি। তয়োর্ব্যবায়াৎ সম্ভূতির্যোষিৎ পুরুষয়োরিহ ॥১৫॥
এবং প্রবর্ত্ততে সর্গঃ স্থিতিঃ সংযম এব চ। গুণব্যতিকরাদ্রাজন্ মায়য়া পরমাত্মনঃ ॥১৬॥
নিমিত্তমাত্রং তত্রাসীন্নির্গুণঃ পুরুষর্ষভঃ। ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং যত্র ভ্রমতি লৌহবৎ ॥১৭॥

তুমি এই যে নিরপরাধ গুহ্যকগণের বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহা সাধুজনবিগর্হিত কার্য্য, সুতরাং উহা আমাদের কুলের উচিত কর্ম্ম নহে। ৮

হে ভ্রাতৃবৎসল ধ্রুব! তোমার ভ্রাতাকে এক জন বিনাশ করিয়াছে, কিন্তু তুমি সেই ভ্রাতৃবধজনিত শোকে অভিতপ্ত হইয়া একজনের অপরাধের জন্য তৎসঙ্গ হেতু বহু যক্ষকে বিনাশ করিয়াছ। ৯

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান দেহকে আত্মা বোধ করিয়া পশুগণের ন্যায় পরস্পরকে হত্যা করা—সর্ব্বেন্দ্রিয়পতি ভগবান্ হৃষীকেশের অনুবর্ত্তী সাধুদিগের পথ নহে। ১০

তুমি সর্ব্বপ্রাণীর আবাসভূমিরূপ দুরারাধ্য ভগবান্ শ্রীহরিকে সর্ব্বভূতের আত্মজ্ঞানে আরাধনা করিয়া সেই সর্ব্বব্যাপী ভগবানের পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছ। ১১

তুমি নিরন্তর শ্রীহরির হৃদয়ে বিরাজ করিতেছ, এবং হরিভক্তগণ তোমাকে সাধু বলিয়া মানিয়া থাকেন, অতএব তুমি সাধু পুরুষগণের আচরণ শিক্ষা করিয়া কি প্রকারে এরূপ নিন্দনীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে? ১২

যিনি মহদ্ব্যক্তির প্রতি তিতিক্ষা, অধমজনের প্রতি করুণা, সমান ব্যক্তির প্রতি মিত্রতা এবং সর্ব্বপ্রাণীকে সমভাবে দর্শন করেন, সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ১৩

ভগবান্ সুপ্রসন্ন হইলেই পুরুষ প্রাকৃত গুণসমূহ হইতে বিমুক্ত হন, সুতরাং গুণের কার্য্যস্বরূপ লিঙ্গদেহ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সুখাত্মক ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৪

পঞ্চভূত দেহাকারে পরিণত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষরূপে উৎপন্ন হয়, এবং ঐ স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের মিলনে এই সংসারে অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষ উদ্ভূত হইয়া থাকে। ১৫

হে বৎস! এইরূপে পরমাত্মার মায়া দ্বারাই গুণসমূহের বৈষম্য হেতু এই জগতে পূর্ব্বোক্তরূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য প্রবর্ত্তিত হয়। ১৬

সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে সেই নির্গুণ পুরুষশ্রেষ্ঠ নিমিত্তমাত্র; লৌহ যেরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়াও অয়স্কান্তমণির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমণ করে, সেইরূপ এই ব্যক্তাব্যক্ত বিশ্বও ভগবদীক্ষণ প্রভাবে বিবিধ প্রকার পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৭

স খল্বিদং ভগবান্ কালশক্ত্যা গুণপ্রবাহেন বিভক্তবীর্য্যঃ।
করোত্যকর্ত্তৈব নিহন্ত্যহন্তা চেষ্টা বিভূম্নঃ খলু দুর্ব্বিভাব্যা ॥১৮॥
সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ। জনং জনেন জনয়ন্ মারয়ন্ মৃত্যুনান্তকম্ ॥১৯॥
ন বৈ স্বপক্ষোঽস্য বিপক্ষ এব বা পরস্য মৃত্যোর্বিশতঃ সমং প্রজাঃ।
তং ধাবমানমনুধাবন্ত্যনীশা যথা রজাংস্যনিলং ভূতসঙ্ঘাঃ ॥২০॥
আয়ুষোঽপচয়ং জন্তোস্তথৈবোপচয়ং বিভুঃ। উভাভ্যাং রহিতঃ স্বস্থো দুঃস্থস্য বিদধাত্যসৌ ॥২১॥
কেচিৎ কর্ম্ম বদন্ত্যেনং স্বভাবমপরে নৃপ। একে কালং পরে দৈবং পুংসঃ কামমুতাপরে ॥২২॥
অব্যক্তস্যাপ্রমেয়স্য নানাশক্ত্যুদয়স্য চ। ন বৈ চিকীর্ষিতং তাত কো বেদাথ স্বসম্ভবম্ ॥২৩॥
ন চৈতে পুত্রক ভ্রাতুর্হন্তারো ধনদানুগাঃ। বিসর্গাদানয়োস্তাত পুংসো দৈবং হি কারণম্ ॥২৪॥
স এব বিশ্বং সৃজতি স এবাবতি হন্তি চ। তথাপি হ্যনহঙ্কারো নাজ্যতে গুণকর্ম্মভিঃ ॥২৫॥

কালশক্তিপ্রভাবে গুণপ্রবাহে ভগবানের সৃষ্ট্যাদিশক্তি বিভক্ত হইয়া গেলে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ অকর্ত্তা হইয়াও এই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকেন, এবং হন্তা না হইয়াও বিনাশ করিয়া থাকেন। সেই মহত্তম ভগবানের কালশক্তি সর্ব্বপ্রকারেই অচিন্তনীয়া। ১৮

সেই কালরূপী ভগবান্ স্বয়ং অনাদি (জন্মরহিত), অনন্ত (অবিনাশী) ও অব্যয় (ক্ষয়রহিত); তিনি পিত্রাদির দ্বারা পুত্রাদির সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তারূপে এবং মৃত্যু দ্বারা যমকেও সংহার করিয়া সংহারকর্ত্তা-রূপে প্রতিভাত হন। ১৯

মৃত্যুরূপী কালের স্বপক্ষ অথবা বিপক্ষ কেহ নাই, তিনি সমভাবে সর্ব্বজীবে প্রবেশ করিতেছেন। যেরূপ ধূলিসমূহ অনিলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়, সেইরূপ জীব স্ব স্ব কর্ম্মের অধীন হইয়া সেই কালরূপী ঈশ্বরের অনুগামী হইয়া থাকে। ২০

সর্ব্বশক্তিমান্ কাল অপচয় বা উপচয়বিহীন হইয়া আপনিই আপনাতে অবস্থান করিতেছেন; তিনি কর্ম্মাধীন জীবগণের কাহারও বা অকালমৃত্যুর বিধান করিতেছেন এবং কাহাকেও বা কালমৃত্যু হইতেও রক্ষা করিতেছেন। ২১

হে রাজন্! মীমাংসকগণ এই কালকে 'কর্ম্ম', লোকায়ত বা চার্ব্বাকগণ ইহাকে 'স্বভাব', ব্যবহারিকগণ ইহাকে 'কাল', জ্যোতির্ব্বিদ্গণ ইহাকে গ্রহাদিরূপ 'দৈব' এবং বাৎস্যায়নাদি ঋষিগণ ইহাকে "কাম" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ২২

হে বৎস! ঈশ্বর অব্যক্ত—সুতরাং অপ্রমেয়, তাঁহা হইতে মহত্তত্ত্বাদি নানাশক্তির উদয় হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত তিনি আছেন—এইমাত্র বলা যাইতে পারে; তাঁহার যে কি অভীপ্সিত, তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং স্বসম্ভব ভগবান্‌কে কে জানিতে পারিবে? ২৩

হে পুত্রক! এই কুবেরানুচরগণ তোমার ভ্রাতৃ-হন্তা নহে, এবং তুমিও ইহাদিগের বিনাশকর্ত্তা নহ। বৎস! প্রাণীর যে জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে, দৈবই তাহার কারণ। ২৪

সেই ভগবান্‌ই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই বিশ্বের রক্ষা করিতেছেন, এবং তিনিই বিশ্বের ধ্বংসসাধন করিতেছেন, কিন্তু তথাপি নিরহঙ্কার হওয়ায় তিনি কোনও প্রকারে গুণ ও কর্ম্মের সহিত লিপ্ত নহেন। ২৫

এষ ভূতানি ভূতাত্মা ভূতেশো ভূতভাবনঃ। স্বশক্ত্যা মায়য়া যুক্তঃ সৃজত্যত্তি চ পাতি চ ॥২৬॥
তমেব মৃত্যুমমৃতং তাত দৈবং সর্ব্বাত্মনোপেহি জগৎপরায়ণম্।
যস্মৈ বলিং বিশ্বসৃজো হরন্তি গাবো যথোতা নসি দামযন্ত্রিতাঃ ॥ ২৭ ॥
যঃ পঞ্চবর্ষো জননীং ত্বং বিহায় মাতুঃ সপত্ন্যা বচসা ভিন্নমর্ম্মা।
বনং গতস্তপসা প্রত্যগক্ষমারাধ্য লেভে মূর্দ্ধ্নি পদং ত্রিলোক্যাঃ ॥ ২৮ ॥
তমেনমঙ্গাত্মনি মুক্তবিগ্রহে ব্যপাশ্রিতং নির্গুণমেকমক্ষরম্।
আত্মানমন্বিচ্ছ বিমুক্তমাত্মদৃগ্‌যস্মিন্নিদং ভেদমসৎ প্রতীয়তে ॥ ২৯ ॥
ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যাগ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্ ॥ ৩০ ॥
সংযচ্ছ রোষং ভদ্রং তে প্রতীপং শ্রেয়সাং পরম্। শ্রুতেন ভূয়সা রাজন্নগদেন যথাময়ম্ ॥৩১॥
যেনোপসৃষ্টাৎ পুরুষাল্লোক উদ্বিজতে ভৃশম্। ন বুধস্তদ্বশং গচ্ছেদিচ্ছন্নভয়মাত্মনঃ ॥৩২॥
হেলনং গিরিশভ্রাতুর্ধনদস্য ত্বয়া কৃতম্। যজ্জঘ্নিবান্ পুণ্যজনান্ ভ্রাতৃঘ্নানিত্যমর্ষিতঃ ॥৩৩॥

এই ভগবান্ সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা, সর্ব্বভূতের পালক ও সর্ব্বপ্রাণীর আত্মা বা কারণ। তিনিই স্বীয় শক্তিরূপা মায়ার দ্বারা এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন। ২৬

হে বৎস! তিনি অভক্তজনের মৃত্যুরূপী এবং ভক্তজনের অমৃতস্বরূপ, তিনিই এই বিশ্বের পরমেশ্বর এবং জগদ্বাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়, তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহারই শরণাগত হও। নাসাবদ্ধ বলীবর্দ্দসমূহ যেরূপ প্রভুর কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণও তাঁহার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিয়া থাকেন। ২৭

হে বৎস! পঞ্চবর্ষ বয়সেই বিমাতার দুর্ব্বাক্যবাণে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হওয়াতে, তুমি স্বীয় জননীকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলে, সেই সময় তুমি যোগিগণের আরাধ্য শ্রীভগবান্‌কে তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিয়া ত্রিলোকের মস্তকোপরি স্থান লাভ করিয়াছ। ২৮

হে বৎস ধ্রুব! এক্ষণেও তুমি আত্মদর্শী হইয়া সেই নির্গুণ, মহাতত্ত্ব, অবিনশ্বর, নিত্যমুক্ত পরমাত্মার অন্বেষণ কর তিনি নির্ব্বিরোধ অন্তঃকরণে বসতি করেন। তাঁহাকে অন্বেষণ করিলে এই ভেদময় বিশ্ব অসতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ২৯

সেই ভগবান্ সর্ব্বান্তরাত্মা, অনন্ত ও আনন্দ-মাত্রৈকরস, তাহা সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি বিধান করিবে, "আমি ও আমার" এই সুদৃঢ় অজ্ঞানগ্রন্থি ক্রমশঃ ছেদন করিতে সমর্থ হইবে। ৩০

হে রাজন্! ক্রোধ শ্রেয়ঃসাধনের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল, সুতরাং ঔষধপ্রয়োগে যেরূপ রোগ নিরাময় হইয়া থাকে, সেইরূপ তুমি প্রভূত শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা উহার প্রতীকার কর, উহাতে তোমার মঙ্গল হইবে। লোকে ক্রোধাভিভূত পুরুষ হইতে অত্যন্ত উদ্বেগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং স্বীয় মঙ্গল-সাধনেচ্ছু পণ্ডিত ব্যক্তি কখনও ক্রোধের বশীভূত হইবেন না। ৩১-৩২

বৎস! ধনাধিপ কুবের ভগবান্ গিরিশের ভ্রাতা, তুমি অসংখ্য যক্ষকে ভ্রাতৃহন্তাবোধে বধ করিয়া তাঁহারই অবজ্ঞা করিয়াছ। ৩৩

তং প্রসাদয় বৎসাশু সন্নত্যা প্রণযোক্তিভিঃ। ন যাবন্মহতাং তেজঃ কুলং নোঽভিভবিষ্যতি ॥৩৪॥
এবং স্বায়ম্ভুবঃ পৌত্রমনুশাস্য মনুর্ধ্রুবম্। তেনাভিবন্দিতঃ সাকমৃষিভিঃ স্বপুরং যযৌ ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
ধ্রুবচরিতে মনুবাক্যং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

হে বৎস! যাবৎ মহত্তের তেজোদ্বারা আমাদের বংশ অভিভূত না হয়, তাবৎ তুমি শীঘ্রই ধনপতি কুবেরকেও নমস্কার ও স্তবাদির দ্বারা প্রসন্ন কর। ৩৪

স্বায়ম্ভুব মনু এই প্রকারে স্বীয় পৌত্র ধ্রুবকে উপদেশ প্রদান করিয়া তৎকর্তৃক সংস্তুত হইয়া ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ৩৫

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ধ্রুবং নিবৃত্তং প্রতিবুধ্য বৈশসাদপেতমন্যুং ভগবান্ ধনেশ্বরঃ।
তত্রাগতশ্চারণযক্ষকিন্নরৈঃ সংস্তূয়মানো ন্যবদৎ কৃতাঞ্জলিম্ ॥১॥

শ্রীধনদ উবাচ।

ভো ভোঃ ক্ষত্রিয়দায়াদ পরিতুষ্টোঽস্মি তেঽনঘ।
যৎ ত্বং পিতামহাদেশাদ্বৈরং দুস্ত্যজমত্যজঃ ॥২॥

ন ভবানবধীদ্‌যক্ষান্ ন যক্ষা ভ্রাতরং তব। কাল এব হি ভূতানাং প্রভুরপ্যয়ভাবয়োঃ ॥৩॥
অহং ত্বমিত্যপার্থা ধীরজ্ঞানাৎ পুরুষস্য হি। স্বাপ্নীবাভাত্যতদ্ধ্যানাদ্‌যয়া বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥৪॥
তদ্গচ্ছ ধ্রুব ভদ্রং তে ভগবন্তমধোক্ষজম্। সর্ব্বভূতাত্মভাবেন সর্ব্বভূতাত্মবিগ্রহম্ ॥৫॥
ভজস্ব ভজনীয়াঙ্ঘ্রিমভবায় ভবচ্ছিদম্। যুক্তং বিরহিতং শক্ত্যা গুণময্যাত্মমায়য়া ॥৬॥

বৃণীহি কামং নৃপ যন্মনোগতং মত্তস্ত্বমৌত্তানপদেঽবিশঙ্কিতঃ।
বরং বরার্হোঽম্বুজনাভপাদয়োরনন্তরং ত্বাং বয়মঙ্গ শুশ্রুমঃ ॥৭॥

ধ্রুবের বিষ্ণুধাম-প্রাপ্তি

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—ধ্রুব বিগতক্রোধ হইয়া যক্ষহত্যা কার্য্যে বিরত হইয়াছেন বুঝিয়া কুবের-চারণ যক্ষ-কিন্নরগণের দ্বারা সংস্তূয়মান হইয়া যেস্থানে ধ্রুব কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেস্থানে আগমন করিয়া বলিতে লাগিলেন। ১

শ্রীকুবের বলিলেন,—হে ক্ষত্রিয়নন্দন! হে নিষ্পাপ ধ্রুব! যেহেতু তুমি পিতামহ মনুর আদেশে সুদুস্ত্যজ শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়াছ, এইজন্য আমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। ২

তুমি যক্ষগণকে বিনষ্ট কর নাই, যক্ষগণও তোমার ভ্রাতাকে বিনষ্ট করে নাই। কালই প্রাণিগণের জন্মমৃত্যুর একমাত্র কারণ। ৩

পুরুষের অজ্ঞানবশতঃ স্বপ্নকালীন জ্ঞানের ন্যায় "আমি" "তুমি" এইরূপ মিথ্যাবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে এবং ঐ বুদ্ধির দ্বারা দেহে অভিমান হওয়াতে বন্ধ ও দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। ৪

অতএব হে ধ্রুব! এইস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া সর্ব্বভূতে পরমাত্মভাব দর্শন করিয়া অতীন্দ্রিয় সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী সংসারহর শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিবার জন্য তাঁহার ভজনা কর। তাঁহার পাদপদ্মই জীবের একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু ও সংসার-নিবর্ত্তক। তিনি স্বরূপভূত অন্তরঙ্গাসক্তিযুক্ত, কিন্তু তাঁহাতে ত্রিগুণময়ী অধীন মায়ার অধিষ্ঠান নাই—তিনি মায়াধীশ। তাঁহাকে সর্ব্বাত্মভাবে ভজনা করিলেই তোমার মঙ্গল হইবে। ৫-৬

হে উত্তানপাদনন্দন রাজন্! আমা হইতে যদি কোনও বর প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা কর, তবে নির্ভয়ে তাহা প্রার্থনা কর। হে বৎস! আমরা শুনিয়াছি যে, তুমি পদ্মনাভ শ্রীহরির পাদপদ্মের সমীপে উপস্থিত হইয়াছ, অতএব তুমি বর পাইবার উপযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৭

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

স রাজরাজেন বরায়'চোদিতো ধ্রুবো মহাভাগবতো মহামতিঃ।
হরৌ স বব্রেঽচলিতাং স্মৃতিং যয়া তরত্যযত্নেন দুরত্যয়ং তমঃ ॥৮॥

তস্য প্রীতেন মনসা তাং দত্ত্বৈলবিলস্ততঃ। পশ্যতোঽন্তর্দধে সোঽপি স্বপুরং প্রত্যপদ্যত ॥৯॥
অথাযজত যজ্ঞেশং ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ। দ্রব্যক্রিয়াদেবতানাং কর্ম্ম কর্ম্মফলপ্রদম্ ॥১০॥
সর্ব্বাত্মন্যচ্যুতেঽসর্ব্বে তীব্রৌঘাং ভক্তিমুদ্বহন্। দদর্শাত্মনি ভূতেষু তমেবাবস্থিতং বিভুম্ ॥১১॥
তমেব শীলসম্পন্নং ব্রহ্মণ্যং দীনবৎসলম্। গোপ্তারং ধর্ম্মসেতূনাং মেনিরে পিতরং প্রজাঃ ॥১২॥
ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষসাহস্রং শশাস ক্ষিতিমণ্ডলম্। ভোগৈঃ পুণ্যক্ষয়ং কুর্ব্বন্নভোগৈরশুভক্ষয়ম্ ॥১৩॥
এবং বহুসবং কালং মহাত্মাঽবিচলেন্দ্রিয়ঃ। ত্রিবর্গৌপয়িকং নীত্বা পুত্রায়াদান্নৃপাসনম্ ॥১৪॥
মন্যমান ইদং বিশ্বং মায়ারচিতমাত্মনি। অবিদ্যারচিতস্বপ্ন-গন্ধর্ব্বনগরোপমম্ ॥ ১৫ ॥

আত্মস্ত্র্যপত্যসুহৃদো বলমৃদ্ধকোষমন্তঃপুরং পরিবিহারভুবশ্চ রম্যাঃ।
ভূমণ্ডলং জলধিমেখলমাকলয্য কালোপসৃষ্টমিতি স প্রযযৌ বিশালাম্ ॥১৬॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—এইরূপে মহাভাগবত মহামতি ধ্রুব লোকপাল কুবের কর্ত্তৃক বরলাভের জন্য প্রেরিত হইয়া শ্রীহরির প্রতি যাহাতে অচলা স্মৃতি লাভ পূর্ব্বক অনায়াসেই দুস্তর অজ্ঞানরাশির পারে গমন করিতে পারেন, তাহা প্রার্থনা করিলেন। ৮

ইলবিলানন্দন কুবের প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ধ্রুবকে অচলাভগবৎ-স্মৃতি প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহার সম্মুখেই অন্তর্হিত হইলে ধ্রুব নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ৯

অনন্তর ধ্রুব প্রচুর দক্ষিণা দ্বারা যজ্ঞেশ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। বৎস বিদুর! ঐ ভগবান্ বিষ্ণু—দ্রব্য, ক্রিয়া ও দেবতার কর্ম্মসাধ্য ফলরূপ ও সর্ব্বকর্ম্মের ফলপ্রদানকর্ত্তা। ১০

তিনি সর্ব্বজীবের আত্মাস্বরূপ সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত শ্রীঅচ্যুতে ঐকান্তিক ভক্তি করিয়া তাঁহাকে, আপনাতে এবং সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত বলিয়া দর্শন করিলেন। ১১

বৎস! তাঁহাকে শীলসম্পন্ন, ব্রাহ্মণগণের হিতকামী, দীনদয়ার্দ্র ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষক দেখিয়া সমস্ত প্রজা তাঁহাকে পিতার ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। ১২

এইরূপে ধ্রুব ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয় এবং যজ্ঞাদির দ্বারা অশুভ ক্ষয় পূর্ব্বক ছত্রিশসহস্র বৎসর অবনীমণ্ডল শাসন করিয়াছিলেন। ১৩

এইরূপে সংযতেন্দ্রিয় ও শুদ্ধচিত্ত ধ্রুব এই দেহাদি বিশ্বকে ভগবানের মায়ারচিত আত্মায় অবিদ্যা কর্ত্তৃক স্বপ্নদৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অসত্য মনে করিয়া বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ত্রিবর্গ-সাধনে বহুকাল অতিবাহিত করিলেন এবং অবশেষে পুত্রকে রাজসিংহাসন দান করিলেন। ১৪-১৫

তখন তিনি দেহ, পুত্র-কলত্র মিত্র, সৈন্যাদি, সমৃদ্ধ রাজকোষ, অন্তঃপুর, রমণীয় বিহারভূমি, আসমুদ্র ভূমণ্ডল ইত্যাদিকে কালোপদৃষ্ট অনিত্য, ইহা চিন্তা করিয়া শ্রীভগবদারাধনার জন্য বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। ১৬

তস্যাং বিশুদ্ধকরণঃ শিববার্বিগাহ্য বদ্ধাসনং জিতমরুন্মনসাহৃতাক্ষঃ।
স্থূলে দধার ভগবৎপ্রতিরূপ এতদ্ধ্যায়ংস্তদব্যবহিতো ব্যসৃজৎ সমাধৌ ॥১৭॥
ভক্তিং হরৌ ভগবতি প্রবহন্নজস্রমানন্দবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্যমানঃ।
বিক্লিদ্যমানহৃদয়ঃ পুলকাচিতাঙ্গো নাত্মানমস্মরদসাবিতি মুক্তলিঙ্গঃ ॥১৮॥
স দদর্শ বিমানাগ্র্যং নভসোঽবতরদ্ধ্রুবঃ। বিভ্রাজয়দ্দশ দিশো রাকাপতিমিবোদিতম্ ॥১৯॥
তত্রানু দেবপ্রবরৌ চতুর্ভুজৌ শ্যামৌ কিশোরাবরুণাম্বুজেক্ষণৌ।
স্থিতাববষ্টভ্য গদাং সুবাসসৌ কিরীটহারাঙ্গদচারুকুণ্ডলৌ ॥২০॥
বিজ্ঞায় তাবুত্তমগায়কিঙ্করাবভ্যুত্থিতঃ সাধ্বসবিস্মৃতক্রমঃ।
ননাম নামানি গৃণন্ মধুদ্বিষঃ পার্ষৎপ্রধানাবিতি সংহতাঞ্জলিঃ ॥২১॥
তং কৃষ্ণপাদাভিনিবিষ্টচেতসং বদ্ধাঞ্জলিং প্রশ্রয়নম্রকন্ধরম্।
সুনন্দনন্দাবুপসৃত্য সস্মিতং প্রীত্যোচতুঃ পুষ্করনাভসম্মতৌ ॥২২॥

সেই বদরিকাশ্রমে ধ্রুব পবিত্র বারিতে অবগাহন করিলেন এবং বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে স্বস্তিকাদি আসন বন্ধন পূর্ব্বক জিতপ্রাণ হইয়া মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে আহরণ পুরঃসর শ্রীভগবানের প্রতিনিধিভূত বিরাটরূপের ধারণা করিতে লাগিলেন। ঐরূপ ধ্যান করিতে করিতে তন্নিষ্ঠ হইয়া তিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থূলরূপ বিস্মৃত হইলেন। ১৭

এইরূপে ধ্রুবের শ্রীভগবান হরিতে নিরন্তর ভক্তি-প্রবাহ বর্দ্ধিত হইতে থাকায় আনন্দাশ্রুতে তিনি পুনঃপুনঃ অভিভূত হওয়ায় তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল এবং অঙ্গ পুলকে ব্যাপ্ত হইল। সুতরাং তিনি শরীরাভিমান হইতে মুক্ত হইলেন এবং তাঁহার দেহ-জ্ঞানেরও বিস্মৃতি ঘটিল। ১৮

ধ্রুব ঐ অবস্থায় পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া একখানি বিমান নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইতেছে, ইহা দেখিতে পাইলেন। ১৯

অনন্তর তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সেই বিমানে চতুর্ভুজ শ্যামবর্ণ কিশোরাকৃতি অরুণবর্ণ কমলের ন্যায় নয়নযুক্ত দুইটি দেবশ্রেষ্ঠ গদা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদিগের পরিধানে সুন্দর বসন এবং তাঁহাদের অঙ্গে কিরীট, হার ও মনোহর কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। ২০

ধ্রুব তাঁহাদিগকে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের কিঙ্কর এবং মধুরিপু শ্রীহরির পার্ষদপ্রধান অবগত হইয়া অতিশয় সম্ভ্রমবশতঃ তাঁহাদের যথোপযুক্ত পূজাক্রম বিস্মৃত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীহরির নামকীর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের বন্দনা করিলেন। ২১

পুষ্করনাভ শ্রীহরির সমাদৃত সুনন্দ ও নন্দ শ্রীকৃষ্ণচরণে অভিনিবিষ্টচিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত বিনয়াবনত ধ্রুবের নিকট উপস্থিত হইয়া মৃদুহাস্য-পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। ২২

বিবৃতি—চতুর্দ্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডরূপ স্থূলশরীরাত্মক বিরাটরূপেই ধ্যানের দ্বারা বাহ্য বিষয়কে ভগবানে লীন করিলে সহজেই আত্মস্বরূপের জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা তৃতীয় স্কন্ধে কপিল ও দেবহূতিকে উপদেশ দিয়াছেন। ১৭

শ্রীসুনন্দনন্দাবূচতুঃ।

ভো ভো রাজন্ সুভদ্রং তে বাচো নোঽবহিতঃ শৃণু।
যং পঞ্চবর্ষস্তপসা ভবান্ দেবমতাতৃপৎ ॥২৩॥

তস্যাখিলজগদ্ধাতুরাবাং দেবস্য শার্ঙ্গিণঃ। পার্ষদাবিহ সম্প্রাপ্তৌ নেতুং ত্বাং ভগবৎপদম্ ॥২৪॥

সুদুর্জ্জয়ং বিষ্ণুপদং জিতং ত্বয়া যৎ সূরয়োঽপ্রাপ্য বিচক্ষতে পরম্।
আতিষ্ঠ তচ্চন্দ্রদিবাকরাদয়ো গ্রহর্ক্ষতারাঃ পরিযন্তি দক্ষিণম্ ॥২৫॥

অনাস্থিতং তে পিতৃভিরন্যৈরপ্যঙ্গ কর্হিচিৎ। আতিষ্ঠ জগতাং বন্দ্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥২৬॥

এতদ্বিমানপ্রবরমুত্তমঃশ্লোকমৌলিনা। উপস্থাপিতমায়ুষ্মন্নধিরোঢ়ুং ত্বমর্হসি ॥২৭॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

নিশম্য বৈকুণ্ঠনিয়োজ্যমুখ্যয়োর্মধুচ্যুতং বাচমুরুক্রমপ্রিয়ঃ।
কৃতাভিষেকঃ কৃতনিত্যমঙ্গলো মুনীন্ প্রণম্যাশিষমভ্যবাদয়ৎ ॥২৮॥

পরীত্যাভ্যর্চ্চ্য ধিষ্ণ্যাগ্র্যং পার্ষদাবভিবন্দ্য চ। ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়ম্ ॥২৯॥

তদোত্তানপদঃ পুত্রো দদর্শান্তকমাগতম্। মৃত্যোর্মূর্দ্ধ্নি পদং দত্ত্বা আরুরোহাদ্ভুতং গৃহম্ ॥৩০॥

শ্রীসুনন্দ ও নন্দ কহিলেন—হে রাজন! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি একাগ্রচিত্তে আমাদিগের কথা শ্রবণ করুন। আপনি পঞ্চবর্ষবয়সে তপস্যার দ্বারা সেই দেবদেবকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। ২৩

আমরা সেই দেবদেব বিষ্ণুর পার্ষদ, আমরা আপনাকে সেই ভগবৎপদে লইয়া যাইবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। ২৪

সপ্তর্ষিগণ যে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিতে না পারিয়া যাঁহার দিকে বিশেষভাবে সাভিলাষ দৃষ্টি করিয়া থাকেন, চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহতারকাগণ যে স্থানকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, আপনি সেই সুদুর্লভ বিষ্ণুপদ জয় করিয়াছেন। আপনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত হউন। ২৫

হে রাজন্! আপনার পিতৃপিতামহগণ অথবা অন্য কোনও তপস্বী ব্যক্তি কখনও যাহাতে আরোহণ করিতে পারেন নাই, আপনি সর্ব্বজগতের বন্দনীয় সেই বিষ্ণুর পরমপদে আরোহণ করুন। ২৬

হে আয়ুষ্মন্! মহাত্মাগণের মুকুটমণি এই শ্রেষ্ঠ বিমান আপনার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি ইহাতে আরোহণ করুন। ২৭

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের সেই মুখ্য পার্ষদদ্বয়ের অমৃতবর্ষিণী সেই বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবানের প্রিয় সেই ধ্রুব স্নান ও নিত্য কর্ত্তব্য মাঙ্গলিক ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক মুনিগণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। ২৯

অনন্তর তিনি ঐ বিমানশ্রেষ্ঠকে প্রদক্ষিণ ও অর্চ্চনা এবং পার্ষদদ্বয়কে অভিবাদন করিয়া হিরণ্ময় রূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই বিমানে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ২৯

ঐ সময়ে উত্তানপাদতনয় ধ্রুব মৃত্যুকে সমাগত দেখিতে পাইলেন এবং মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক অর্থাৎ মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া সেই অদ্ভুত বিমানে আরোহণ করিলেন। ৩০

তদা দুন্দুভয়ো নেদুর্মৃদঙ্গপণবাদয়ঃ। গন্ধর্ব্বমুখ্যাঃ প্রজগুঃ পেতুঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ॥৩১॥

স চ স্বর্লোকমারোক্ষ্যন্ সুনীতিং জননীং ধ্রুবঃ।
অন্বস্মরদগং হিত্বা দীনাং যাস্যে ত্রিপিষ্টপম্ ॥৩২॥

ইতি ব্যবসিতং তস্য ব্যবসায় সুরোত্তমৌ। দর্শয়ামাসতুর্দেবীং পুরো যানেন গচ্ছতীম্ ॥৩৩॥

তত্র তত্র প্রশংসদ্ভিঃ পথি বৈমানিকৈঃ সুরৈঃ। অবকীর্য্যমাণো দদৃশে কুসুমৈঃ ক্রমশো গ্রহান্ ॥৩৪॥

ত্রিলোকীং দেবযানেন সোঽতিব্রজ্য মুনীনপি। পরস্তাদ্‌যদ্‌ধ্রুবগতির্বিষ্ণোঃ পদমথাভ্যগাৎ ॥৩৫॥

যদ্‌ভ্রাজমানং স্বরুচৈব সর্ব্বতো লোকাস্ত্রয়ো হ্যনু বিভ্রাজন্ত এতে।
যন্নাব্রজন্ জন্তুষু যেঽননুগ্রহা ব্রজন্তি ভদ্রাণি চরন্তি যেঽনিশম্ ॥৩৬॥

শান্তাঃ সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বভূতানুরঞ্জনাঃ। যান্ত্যঞ্জসাচ্যুতপদমচ্যুতপ্রিয়বান্ধবাঃ ॥ ৩৭ ॥

ইত্যুত্তানপদঃ পুত্রো ধ্রুবঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ। অভূৎ ত্রয়াণাং লোকানাং চূড়ামণিরিবামলঃ ॥৩৮॥

গম্ভীরবেগোঽনিমিষং জ্যোতিষাং চক্রমাহিতম্।
যস্মিন্ ভ্রমতি কৌরব্য মেধ্যামিব গবাং গণঃ ॥৩৯॥

মহিমানং বিলোক্যাস্য নারদো ভগবানৃষিঃ।
আতোদ্যং বিতুদন্ শ্লোকান্ সত্ত্রেঽগায়ৎ প্রচেতসাম্ ॥৪০॥

ঐ সময়ে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণবাদি বাদ্যযন্ত্রাদি বাজিতে লাগিল এবং প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পুষ্পবৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিল। ৩১

সেই ধ্রুব বিষ্ণুপদে আরোহণোদ্যত হইয়া দুঃখিনী সুনীতিকে ত্যাগ করিয়া কিরূপে এই সুদুর্ল্লভ বিষ্ণুপদে গমন করিব, ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৩২

তাঁহার এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া সেই ভগবৎ-পার্ষদদ্বয় ধ্রুবের অগ্রেই গমনকারিণী সুনীতিদেবীকে দেখাইয়া দিলেন। ৩৩

ধ্রুব সেই পথে যাইবার সময় তাঁহার প্রশংসা-কারী বিমানস্থ দেবগণ কর্ত্তৃক কুসুমে আবৃতাঙ্গ হইয়া ক্রমশঃ গ্রহগণকে দেখিতে পাইলেন। ৩৪

সেই ধ্রুবগতি ধ্রুব দেবযানমার্গে ত্রিলোক ও সপ্তর্ষিগণকে অতিক্রম করিয়া তাহার পরবর্ত্তী সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ বিষ্ণুপদ স্বীয় জ্যোতিঃদ্বারা সততই দীপ্তিমান্ তাহার কিরণে নিম্নস্থিত লোকসমূহ সর্ব্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছে। নিষ্ঠুর ব্যক্তি কখনও সেস্থানে যাইতে পারে না, যাঁহারা নিরন্তর জীবের মঙ্গল আচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ঐ স্থানে গমন করিয়া থাকেন। ৩৫-৩৬

যাঁহারা শান্ত, সমদর্শী, পবিত্র এবং সর্ব্বজীবের মনোরঞ্জক, ভগবান্ বিষ্ণু যাঁহাদের প্রিয়বান্ধব, তাঁহারাই ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হন। ৩৭

এইরূপে উত্তানপাদরাজার পুত্র, কৃষ্ণপরায়ণ নিষ্পাপ ধ্রুব বিষ্ণুপদে উপস্থিত হইয়া ত্রিলোকের চূড়ামণিস্বরূপ হইলেন। ৩৮

ধ্রুব যে স্থান লাভ করিলেন, সেইস্থানে অনলস জ্যোতিশ্চক্র স্থাপিত হইয়া মেধি-যোজিত গো-সমূহের ন্যায় নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। ৩৯

ভগবান দেবর্ষি নারদ ধ্রুবের এতাদৃশ মহিমা বিলোকন করিয়া প্রচেতাদিগের যজ্ঞে বীণাবাদন করিতে করিতে তিনটি শ্লোক গান করিয়াছিলেন। ৪০

নূনং সুনীতেঃ পতিদেবতায়াস্তপঃপ্রভাবস্য সুতস্য তাং গতিম্।
দৃষ্ট্বাভ্যুপায়ানপি বেদবাদিনো নৈবাধিগন্তুং প্রভবন্তি কিং নৃপাঃ ॥৪১॥
যঃ পঞ্চবর্ষো গুরুদারবাক্শরৈর্ভিন্নেন যাতো হৃদয়েন দূয়তা।
বনং মদাদেশকরোঽজিতং প্রভুং জিগায় তদ্ভক্তগুণৈঃ পরাজিতম্ ॥৪২॥
যঃ ক্ষত্রবন্ধুর্ভুবি তস্যাধিরূঢ়মন্বারুরুক্ষেদপি বর্ষপূগৈঃ।
ষট্‌পঞ্চবর্ষো যদহোভিরল্পৈঃ প্রসাদ্য বৈকুণ্ঠমবাপ তৎপদম্ ॥৪৩॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

এতৎ তেঽভিহিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া। ধ্রুবস্যোদ্দামযশসশ্চরিতং সম্মতং সতাম্ ॥৪৪॥
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ। স্বর্গ্যং ধ্রৌব্যং সৌমনস্যং প্রশস্যমঘমর্ষণম্ ॥৪৫॥
শ্রুত্বৈতচ্ছ্রদ্ধয়াভীক্ষ্ণমচ্যুতপ্রিয়চেষ্টিতম্। ভক্তির্ভবেদ্ভগবতি যয়া স্যাৎ ক্লেশসংক্ষয়ঃ ॥৪৬॥
মহত্ত্বমিচ্ছতাং তীর্থং শ্রোতুঃ শীলাদয়ো গুণাঃ। যত্র তেজস্তদিচ্ছূনাং মনো যত্র মনস্বিনাম্ ॥৪৭॥
প্রযতঃ কীর্ত্তয়েৎ প্রাতঃ সমবায়ে দ্বিজন্মনাম্। সায়ঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য ধ্রুবস্য চরিতং মহৎ ॥৪৮॥

তাহা এই:—পতিপরায়ণা সুনীতির পুত্র ধ্রুবের তপস্যার কি প্রভাব, আমার বোধ হয় বেদাধ্যয়নশীল ব্রহ্মর্ষিগণও ভগবদ্ধর্ম্ম দর্শন করিয়াও ঐরূপ ফললাভ করিতে পারেন না, অপরাপর রাজগণের কথা আর কি বলিব? ৪১

ধ্রুব পাঁচ বৎসর বয়সে বিমাতার বাক্যবাণে বিদীর্ণহৃদয় হইয়া, বনগমন পূর্ব্বক আমার আদেশ অনুসারে অজিত শ্রীহরিকে ভক্তিদ্বারা বশীকৃত করিয়াছিলেন—কারণ, শ্রীহরি অজিত হইলেও স্বীয় ভক্তের গুণের দ্বারা সর্ব্বদা পরাজিত হইয়া থাকেন। ৪২

তিনি যে পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, পৃথিবীতে এমন কে ক্ষত্রিয় আছে, বহু বৎসরেও সেই পদে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারে? কিন্তু ধ্রুব পাঁচ বা ছয় বৎসর বয়সে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া অত্যল্প-দিবসের মধ্যেই ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিয়া তদীয় পাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন। ৪৩

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বৎস বিদুর! তুমি আমাকে সাধুজনসম্মত, বিপুলকীর্ত্তি ধ্রুবের যে চরিত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা আমি তোমার নিকট সকলই এই বর্ণন করিলাম। ৪৪

ধ্রুবচরিত্র ধনবর্দ্ধক, যশোবর্দ্ধক, আয়ুর্বর্দ্ধক, পবিত্র, পাপ নাশক, এবং মহাস্বস্ত্যয়নস্বরূপ, ইহা মনের শুদ্ধি-জনক, প্রশংসনীয় ও স্বর্গলোকের প্রাপ্তিকারক। ৪৫

অচ্যুতের প্রিয় ধ্রুবের এই চরিত্র, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাঁহার ভগবানের প্রতি পরমাভক্তি জন্মিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা তাঁহার সকল ক্লেশের বিনাশ হইয়া থাকে। ৪৬

যিনি মহত্ত্বলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে, তিনি ধ্রুবচরিত্র শ্রবণ করিলে তাঁহার বাসনাপূর্ণ হইবে, ইহা শ্রবণ করিলে শ্রোতার শীলাদিগুণ, তেজঃপ্রার্থীর তেজঃ এবং মনস্বী ব্যক্তির উদারহৃদয় লাভ হইয়া থাকে। ৪৭

পুণ্যশ্লোক ধ্রুবের এই মহৎচরিত্র প্রাতে ও সায়ংকালে দ্বিজাতিগণের সভায় সংযতভাবে কীর্ত্তন করিবে। ৪৮

পৌর্ণমাস্যাং সিনীবাল্যাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণেঽথ বা।
দিনক্ষয়ে ব্যতীপাতে সংক্রমেঽর্কদিনেঽপি বা ॥৪৯॥
শ্রাবয়েৎ শ্রদ্দধানানাং তীর্থপাদপ্রিয়াশ্রয়ঃ। নেচ্ছংস্তত্রাত্মনাত্মানং সন্তুষ্ট ইতি সিধ্যতি ॥৫০॥
জ্ঞানমজ্ঞাততত্ত্বায় যো দদ্যাৎ সৎপথেঽমৃতম্। কৃপালোর্দীননাথস্য দেবাস্তস্যানুগৃহ্নতে ॥৫১॥
ইদং ময়া তেঽভিহিতং কুরূদ্বহ ধ্রুবস্য বিখ্যাতবিশুদ্ধকর্ম্মণঃ।
হিত্বার্ভকক্রীড়নকানি মাতুর্গৃহঞ্চ বিষ্ণুং শরণং জগাম ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবচরিতং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

পূর্ণিমায়, অমাবস্যায়, দ্বাদশীতিথিতে, শ্রবণানক্ষত্রে, ত্র্যহস্পর্শে, ব্যতীপাতে, সংক্রান্তিদিনে ও রবিবারে ইহা একাগ্রভাবে কীর্ত্তন করিবে। ৪৯

ভগবৎপরায়ণ শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদিগকে ইহা শ্রবণ করাইবে। বৃত্তি ইচ্ছা না করিয়া, নিষ্কামভাবে ইহা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে, আপনা আপনিই সন্তুষ্ট হইবে এবং অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ৫০

যে ব্যক্তি অজ্ঞাততত্ত্ব, তাহাকে যিনি ভগবৎপথের পক্ষে অমৃতস্বরূপ জ্ঞান দান করেন, দেবগণ সে কৃপালু দীনোদ্ধারককে সর্ব্বদা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। ৫১

হে কুরুবংশাবতংস! তোমার নিকট বিখ্যাত ও বিশুদ্ধকর্ম্মা ধ্রুবের এই চরিত্র কীর্ত্তন করিলাম, এই ধ্রুব বাল্যকালেই ক্রীড়নকাদি এবং মাতৃসদন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ৫২

ইতি চতুর্থস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীসূত উবাচ।

নিশম্য কৌশারবিণোপবর্ণিতং ধ্রুবস্য বৈকুণ্ঠপদাধিরোহণম্ ।
প্ররূঢ়ভাবো ভগবত্যধোক্ষজে প্রষ্টুং পুনস্তং বিদুরঃ প্রচক্রমে ॥১॥

শ্রীবিদুর উবাচ।

কে তে প্রচেতসো নাম কস্যাপত্যানি সুব্রত। কস্যান্ববায়ে প্রখ্যাতাঃ কুত্র বা সত্রমাসত ॥২॥
মন্যে মহাভাগবতং নারদং দেবদর্শনম্। যেন প্রোক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ পরিচর্য্যাবিধির্হরেঃ ॥৩॥
স্বধর্ম্মশীলৈঃ পুরুষৈর্ভগবান্ যজ্ঞপূরুষঃ। ইজ্যমানো ভগবতা নারদেনেড়িতঃ কিল ॥৪॥
যাস্তা দেবর্ষিণা তত্র বর্ণিতা ভগবৎকথাঃ। মহ্যং শুশ্রূষবে ব্রহ্মন্ কাৎর্স্নেনাচষ্টুমর্হসি ॥৫॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ধ্রুবস্য চোৎকলঃ পুত্রঃ পিতরি প্রস্থিতে বনম্। সার্ব্বভৌমশ্রিয়ং নৈচ্ছদধিরাজাসনং পিতুঃ ॥৬॥
স জন্মনোপশান্তাত্মা নিঃসঙ্গঃ সমদর্শনঃ। দদর্শ লোকে বিততমাত্মানং লোকমাত্মনি ॥৭॥

অঙ্গের প্রব্রজ্যা

শ্রীসূত কহিলেন,—মৈত্রেয় কর্ত্তৃক বর্ণিত ধ্রুবের বৈকুণ্ঠপদে অধিরোহণের কথা শুনিয়া ভগবান্ অধোক্ষজের প্রতি বিদুরের গাঢ় ভক্তি জন্মিল। তিনি পুনরায় মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১

শ্রীবিদুর কহিলেন,—হে সুব্রত! আপনি যে প্রচেতাগণের কথা বলিলেন, তাহারা কে? তাঁহারা কোন্ বংশে কাহার অপত্যরূপে জাত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন? তাঁহারা কোথায় বা যজ্ঞ করিয়াছিলেন? ২

হে মুনে! আমি দেবতুল্য মূর্ত্তিশালী দেবর্ষি নারদকে মহাভাগবত বলিয়া অবগত আছি। তিনি শ্রীভগবানের আরাধনারূপ ক্রিয়াযোগ বর্ণনা করিয়াছেন। ৩

আপনার নিকট শুনিয়াছি, ধর্ম্মশীল প্রচেতাগণ যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ ভগবান নারায়ণের অর্চ্চনা করিতেছিলেন, সেই সময় ভগবান্ নারদ নারায়ণের স্তুতিগান করিয়াছিলেন। ৪

হে ব্রহ্মন্! তথায় নারদ যে যে ভগবৎকথা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় শুনিতে আমার অভিলাষ হইতেছে, আপনি আমার নিকট তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। ৫

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—পিতা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে ধ্রুবের পুত্র উৎকল পিতৃপালিত সার্ব্বভৌম রাজ্য ও পিতার রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াও তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ৬

কারণ, জন্মাবধিই তিনি জ্ঞানী, সঙ্গরহিত ও সমদর্শী ছিলেন; তিনি সর্ব্বভূতেই পরমাত্মাকে ব্যাপ্ত এবং পরমাত্মায় সর্ব্বভূতকে দর্শন করিতেন। ৭

বিবৃতি—এখানে 'নারদ-পাঞ্চরাত্র' নামে সুপ্রসিদ্ধ ক্রিয়াযোগসারকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীহরির পরিচর্য্যাবিধির কথা বলা হইয়াছে। শ্রীনারদ ঋষি ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারক ঋষিগণের অগ্রগণ্য। এই ভাগবত শ্রীনারদের উপদেশে ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে—'ক্রিয়াযোগসার' নারদ-পাঞ্চরাত্রের নামান্তর ৩

আত্মানং ব্রহ্ম নির্ব্বাণং প্রত্যস্তমিতবিগ্রহম্। অববোধরসৈকাত্ম্যমানন্দমনুসন্ততম্ ॥ ৮ ॥
অব্যবচ্ছিন্নযোগাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মমলাশয়ঃ। স্বরূপমবরুন্ধানো নাত্মনোঽন্যৎ তদৈক্ষত ॥৯॥
জড়ান্ধবধিরোন্মত্ত-মূকাকৃতিরতন্মতিঃ। লক্ষিতঃ পথি বালানাং প্রশান্তার্চ্চিরিবানলঃ ॥১০॥
মত্বা তং জড়মুন্মত্তং কুলবৃদ্ধাঃ সমন্ত্রিণঃ। বৎসরং ভূপতিং চক্রুর্যবীয়াংসং ভ্রমেঃ সুতম্ ॥১১॥
স্বর্বীথী বৎসরস্যেষ্টা ভার্য্যাসূত ষড়াত্মজান্। পুষ্পার্ণং তিগ্মকেতুঞ্চ ইষমূর্জ্জং বসুং জয়ম্ ॥১২॥

পুষ্পার্ণস্য প্রভা ভার্য্যা দোষা চ দ্বে বভূবতুঃ।
প্রাতর্মধ্যন্দিনং সায়মিতি হ্যাসন্ প্রভাসুতাঃ ॥১৩॥

প্রদোষো নিশিথো ব্যুষ্ট ইতি দোষাসুতাস্ত্রয়ঃ। ব্যুষ্টঃ সুতং পুষ্করিণ্যাং সর্ব্বতেজসমাদধে ॥১৪॥
স চক্ষুঃ সুতমাকূত্যাং পত্ন্যাং মনুমবাপ হ। মনোরসূত মহিষী বিরজান্ নড্বলা সুতান্ ॥১৫॥
পুরুং কুৎস্নমৃতং দ্যুম্নং সত্যবন্তং ধৃতং ব্রতম্। অগ্নিষ্টোমমতীরাত্রং প্রদ্যুম্নং শিবিমুল্মুকম্ ॥১৬॥

উল্মুকোঽজনয়ৎ পুত্রান্ পুষ্করিণ্যাং ষড়ুত্তমান্।
অঙ্গং সুমনসং স্বাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং গয়ম্ ॥১৭॥

তিনি অবিচ্ছিন্ন যোগরূপ অগ্নি দ্বারা কর্ম্মবাসনা-সম্ভূত মলসমূহকে দগ্ধ করায় তাঁহার আত্মা প্রশান্ত হইয়া জ্ঞানরূপ রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া এক হইয়াছিল, সুতরাং তিনি ঐরূপ আনন্দময় সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে স্বীয় স্বরূপ পরম-ব্রহ্ম জ্ঞানে আত্ম ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু দর্শন করিতেন না। ৮-৯

পথিমধ্যে বিচরণকালে বালকগণ তাঁহাকে জড়, অন্ধ, বধির, উন্মত্ত ও অথবা মূক বলিয়া বিবেচনা করিত, কিন্তু বস্তুতঃ সর্ব্বজ্ঞত্ব হেতু তাঁহার বুদ্ধি জড়াদির ন্যায় ছিল না। তিনি প্রশান্তশিখ অনলের ন্যায় অবস্থান করিতেন। ১০

মন্ত্রিগণ ও কুলবৃদ্ধগণ তাঁহাকে জড় ও উন্মত্ত মনে করিয়া ভ্রমির পুত্র তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৎসরকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ১১

অনন্তর বৎসরের প্রিয়া ভার্য্যা স্বর্বীথী, পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ইষ, উর্জ্জ, বসু ও জয় নামে ছয়টি পুত্র প্রসব করিলেন। ১২

উহাদিগের মধ্যে পুষ্পার্ণের প্রভা এবং দোষা নামে দুই ভার্য্যা, তন্মধ্যে প্রভার প্রাতঃ, মধ্যন্দিন এবং সায়াহ্ন নামে তিন পুত্র। ১৩

দোষারও প্রদোষ, নিশীথ, ব্যুষ্ট এই তিন পুত্র। ব্যুষ্ট পুষ্করিণী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে সর্ব্বতেজা নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ১৪

সেই সর্ব্বতেজার নাম চক্ষু, তিনি আকূতি নাম্নী পত্নী হইতে (চাক্ষুষ) মনু নামে পুত্রলাভ করেন; ঐ মনুর মহিষী নড্বলা পুরু, কুৎস্ন, ঋত, দ্যুমান, সত্যবান্, ধৃত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি ও উল্মুক নামে দ্বাদশটি শুদ্ধচিত্ত পুত্র প্রসব করেন। ১৫-১৬

তন্মধ্যে উল্মুক স্বীয় ভার্য্যা পুষ্করিণীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনা, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয় নামে ছয়টি উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন। ১৭

বিবৃতি—এই চাক্ষুষ মনু বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের পূর্ব্ববর্ত্তী চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠ মন্বন্তরের অধিপতি। ১৫

সুনীথাঙ্গস্য যা পত্নী সুষুবে বেণমুল্বণম্। যদ্দৌঃশীল্যাৎ স রাজর্ষির্নির্ব্বিণ্ণো নিরগাৎ পুরাৎ ॥১৮॥
যমঙ্গ শেপুঃ কুপিতা বাগ্বজ্রা মুনয়ঃ কিল। গতাসোস্তস্য ভূয়স্তে মমন্থুর্দক্ষিণং করম্ ॥১৯॥
অরাজকে তদা লোকে দস্যুভিঃ পীড়িতাঃ প্রজাঃ।
জাতো নারায়ণাংশেন পৃথুরাদ্যঃ ক্ষিতীশ্বরঃ ॥২০॥

শ্রীবিদুর উবাচ।

তস্য শীলনিধেঃ সাধোর্ব্রহ্মণ্যস্য মহাত্মনঃ। রাজ্ঞঃ কথমভূদ্দুষ্টা প্রজা যদ্বিমনা যযৌ ॥২১॥
কিং বাংহো বেণ উদ্দিশ্য ব্রহ্মদণ্ডমযুযুজন্। দণ্ডব্রতধরে রাজ্ঞি মুনয়ো ধর্ম্মকোবিদাঃ ॥২২॥
নাবধ্যেয়ঃ প্রজাপালঃ প্রজাভিরঘবানপি। যদসৌ লোকপালানাং বিভর্ত্ত্যোজঃ স্বতেজসা ॥২৩॥
এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ সুনীথাত্মজচেষ্টিতম্। শ্রদ্দধানায় ভক্তায় ত্বং পরাবরবিত্তমঃ ॥২৪॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

অঙ্গোঽশ্বমেধং রাজর্ষিরাজহার মহাক্রতুম্। নাজগ্মুর্দেবতাস্তস্মিন্নাহূতা ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥২৫॥
তমূচুর্বিস্মিতাস্তত্র যজমানমথর্ত্বিজঃ। হবীংষি হূয়মানানি ন তে গৃহ্ণন্তি দেবতাঃ ॥২৬॥

অঙ্গের পত্নী সুনীথা সর্ব্বভূতের ভয়াবহ বেণ নামক এমন এক পুত্র প্রসব করেন যে, তাহারই দুঃশীলতা হেতু রাজর্ষি অঙ্গ বিরক্ত হইয়া পুর হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। ১৮

হে বৎস! বজ্রের ন্যায় শক্তিশালী বাক্যসম্পন্ন মুনিগণ কুপিত হইয়া ঐ বেণকে অভিশাপ প্রদান করায় তাঁহারা তদ্দারা গতাসু বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিয়াছিলেন। ১৯

কারণ, বেণের মৃত্যু হেতু অরাজক হওয়ায় দস্যুগণের দ্বারা প্রজাকুল পীড়িত হইতেছিল, ঐজন্য ঐ করমন্থনের ফলে শ্রীভগবান্ নারায়ণের অংশে আদিরাজ পৃথু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ২০

শ্রীবিদুর কহিলেন,—সদ্গুণের আধার সাধু ব্রাহ্মণভক্ত মহাত্মা অঙ্গরাজ যাহার জন্য বিরক্ত হইয়া বনগমনে বাধ্য হইয়াছিলেন—তাঁহার ঐরূপ কুসন্তান হইবার কারণ কি? ২১

আর ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণই বা কোন্ অপরাধে দণ্ডব্রতধারী রাজা বেণের উপর ব্রহ্মদণ্ড প্রয়োগ করিলেন? কারণ, প্রজাপালক রাজা পাপবান্ হইলেও প্রজাগণের অবজ্ঞার পাত্র হইতে পারেন না। যেহেতু, তিনি স্বীয় প্রভাবে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সামর্থ্য ধারণ করিয়া থাকেন। ২২-২৩

হে ব্রহ্মন্! আপনি ভূতভবিষ্যদ্বেত্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আপনি এই সুনীথাত্মজের চরিত্র বর্ণনা করুন, আমি ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে উহা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। ২৪

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর! যখন রাজর্ষি অঙ্গ অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন সেই যজ্ঞে মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়াও দেবতাগণ সেই যজ্ঞে আগমন করেন নাই। ২৫

হে বৎস! ঋত্বিক্‌গণ তাহাতে বিস্মিত হইয়া যজমান অঙ্গরাজকে কহিলেন—"রাজন্! আমরা যে সকল হবি দ্বারা হোম করিতেছি, দেবতাগণ তাহা গ্রহণ করিতেছেন না। ২৬

রাজন্ হবীংষ্যদুষ্টানি শ্রদ্ধয়াসাদিতানি তে। ছন্দাংস্যযাতযামানি যোজিতানি ধৃতব্রতৈঃ ॥২৭॥
ন বিদামেহ দেবানাং হেলনং বয়মণ্বপি। যন্ন গৃহ্ণন্তি ভাগান্ স্বান্ যে দেবাঃ কর্ম্মসাক্ষিণঃ ॥২৮॥
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।
অঙ্গো দ্বিজবচঃ শ্রুত্বা যজমানঃ সুদুর্ম্মনাঃ। তৎ প্রষ্টুং ব্যসৃজদ্বাচং সদস্যাংস্তদনুজ্ঞয়া ॥২৯॥
নাগচ্ছন্ত্যাহুতা দেবা ন গৃহ্ণন্তি গ্রহানিহ। সদসস্পতয়ো ব্রূত কিমবদ্যং ময়া কৃতম্ ॥৩০॥
শ্রীসদসস্পতয় ঊচুঃ।
নরদেবেহ ভবতো নাঘং তাবন্মনাক্ স্থিতম্। অস্ত্যেকং প্রাক্তনমঘং যদিহেদৃক্ ত্বমপ্রজঃ ॥৩১॥
তথা সাধয় ভদ্রং তে আত্মানং সুপ্রজং নৃপ। ইষ্টস্তে পুত্রকামস্য পুত্রং দাস্যতি যজ্ঞভুক্ ॥৩২॥
তথা স্বভাগধেয়ানি গ্রহীষ্যন্তি দিবৌকসঃ। যদ্‌যজ্ঞপুরুষঃ সাক্ষাদপত্যায় হরির্বৃতঃ ॥৩৩॥
তাংস্তান্ কামান্ হরির্দদ্যাদ্ যান্ যান্ কাময়তে জনঃ।
আরাধিতো যথৈবৈষ তথা পুংসাং ফলোদয়ঃ ॥৩৪॥
ইতি ব্যবসিতা বিপ্রাস্তস্য রাজ্ঞঃ প্রজাতয়ে। পুরোডাশং নিরবপন্ শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে ॥৩৫॥

"হে রাজন্! আপনার শ্রদ্ধা সহকারে সংগৃহীত এই সকল হব্যবস্তু নির্দ্দোষ, পরন্তু ধৃতব্রত হইয়া আমরাও যে সকল বেদমন্ত্র প্রয়োগ করিতেছি, তাহাও ত নির্ব্বীর্য্য নহে। কর্ম্মসাক্ষী দেবতাগণ যে অপরাধে স্বীয় যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন না, দেবতাদিগের প্রতি সেইরূপ অবহেলা বিন্দুমাত্রও করা হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি।" ২৭-২৮

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, যজমান ঋত্বিক্ দ্বিজগণের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, অনন্তর সদস্যগণকে তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ঋত্বিকাদির আদেশে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। ২৯

হে সদস্যশ্রেষ্ঠগণ! দেবগণ এই যজ্ঞে আহূত হইয়াও আগমন করিলেন না এবং সোমপাত্রও গ্রহণ করিলেন না, ইহার কারণ কি? আমি এমন কি গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি? আপনারা আমাকে তাহা বলুন। ৩০

সদস্যনায়কগণ বলিলেন, হে নরদেব! এই জন্মে আপনার বিন্দুমাত্রও পাপ নাই। কিন্তু পূর্ব্বজন্মকৃত একটি পাপ আছে, তন্নিমিত্ত এ জন্মে ধার্ম্মিক হইয়াও আপনি নিঃসন্তান আছেন। ৩১

অতএব হে নৃপ। যাহাতে আপনার সুপুত্র লাভ হয়, আপনি তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। আপনি পুত্রকামনা করিয়া যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞভুক্ ভগবানের পূজা করিলে তিনি আপনাকে পুত্র প্রদান করিবেন। ৩২

আপনি অপত্যলাভার্থ সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরিকে বরণ করিলে তাঁহার সহিত দেবতারা সকলেই আসিয়া নিজ নিজ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবেন। লোকে যাহা যাহা কামনা করিয়া থাকে, শ্রীহরি সেই সেই কামনাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ যে যে ভাবে শ্রীহরির আরাধনা করে, তাহার তাদৃশ ফললাভ হইয়া থাকে। ৩৩-৩৪

ঋত্বিক্‌গণ সদস্যনায়কগণের বাক্যে এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া অঙ্গ রাজার পুত্রোৎপত্তির জন্য পশুগণমধ্যে যজ্ঞরূপে প্রবিষ্ট ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে পুরোডাশ নামক যজ্ঞীয় দ্রব্য আহুতি প্রদান করিলেন। ৩৫

তস্মাৎ পুরুষ উত্তস্থৌ হেমমাল্যমলাম্বরঃ। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সিদ্ধমাদায় পায়সম্ ॥৩৬॥
স বিপ্রানুমতো রাজা গৃহীত্বাঞ্জলিনৌদনম্। অবঘ্রায় মুদাযুক্তঃ প্রাদাৎ পত্ন্যা উদারধীঃ ॥৩৭॥
সা তৎ পুংসবনং রাজ্ঞী প্রাশ্য বৈ পত্যুরাদধে।
গর্ভং কাল উপাবৃত্তে কুমারং সুষুবেঽপ্রজাঃ ॥৩৮॥
স বাল এব পুরুষো মাতামহমনুব্রতঃ। অধর্ম্মাংশোদ্ভবং মৃত্যুং তেনাভবদধার্ম্মিকঃ ॥৩৯॥
স শরাসনমুদ্যম্য মৃগয়ুর্বনগোচরঃ। হন্ত্যসাধুর্ম্মৃগান্ দীনান্ বেণোঽসাবিত্যরৌজ্জনঃ ॥৪০॥
আক্রীড়ে ক্রীড়তো বালান্ বয়স্যানতিদারুণঃ। প্রসহ্য নিরনুক্রোশঃ পশুমারমমারয়ৎ ॥৪১॥
তং বিচক্ষ্য খলং পুত্রং শাসনৈর্বিবিধৈর্নৃপঃ। যদা ন শাসিতুং কল্পো ভৃশমাসীৎ সুদুর্ম্মনাঃ ॥৪২॥
প্রায়েণাভ্যর্চ্চিতো দেবো যেঽপ্রজা গৃহমেধিনঃ।
কদপত্যভৃতং দুঃখং যে ন বিন্দন্তি দুর্ভরম্ ॥৪৩॥
যতঃ পাপীয়সী কীর্ত্তিরধর্ম্মশ্চ মহান্ নৃণাম্। যতো বিরোধঃ সর্ব্বেষাং যত আধিরনন্তকঃ ॥৪৪॥
কস্তং প্রজাপদেশং বৈ মোহবন্ধনমাত্মনঃ। পণ্ডিতো বহু মন্যেত যদর্থাঃ ক্লেশদা গৃহাঃ ॥৪৫॥

তাহাতে সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে হিরণ্ময় পাত্রে সুপক্ক পায়স হস্তে সুবর্ণমাল্যধারী শুভ্রবসনধারী পুরুষ বহির্গত হইলেন। ৩৬

উদারবুদ্ধি সেই রাজা ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞাক্রমে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া ঐ পায়স গ্রহণ করিলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে স্বয়ং উহার আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া স্বীয় পত্নী সুনীথাকে প্রদান করিলেন। ৩৭

সেই পুত্রহীনা রাজ্ঞী সুনীথা সেই পুত্রজনক পায়স সানন্দে ভক্ষণ করিয়া স্বামীর নিকট হইতে গর্ভ ধারণ করিলেন এবং যথাকালে একটি কুমার প্রসব করিলেন। ৩৮

সেই রাজপুত্র বেণ বাল্যকাল হইতেই অধর্ম্মের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপসহ মৃত্যুর অনুগামী হইল, ঐ কারণেই সে অধার্ম্মিক হইয়া উঠিল। ৩৯

সেই অসাধু বেণ মৃগয়ার জন্য বনে গমন করিয়া ধনু উদ্যত করিয়া ক্ষীণপ্রাণ মৃগসকলকে হত্যা করিত। অতএব লোকে তাহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই "ঐ বেণ আসিতেছে" বলিয়া ভয়ে চীৎকার করিত। ৪০

অতি দারুণ নির্দ্দয়চিত্ত সেই বেণ ক্রীড়াস্থলে সমবয়স্ক বালকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে তাহাদিগকে পশুর ন্যায় বলপূর্ব্বক মারিয়া ফেলিত। ৪১

রাজা অঙ্গ সেই পুত্র বেণকে এই প্রকার খল দেখিয়া বিবিধ প্রকার শাসনের দ্বারা যখন শিক্ষাদান করিতে একেবারে অসমর্থ হইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিতচিত্ত হইলেন। ৪২

যে সমস্ত গৃহস্থ ব্যক্তি নিঃসন্তান, তাঁহারা পুত্রের জন্য প্রায়ই শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কারণ, কুৎসিত অপত্য হইতে যে কি অসহ্য দুঃখ প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না। ৪৩

ঐ প্রকার কুসন্তান হইতে মনুষ্যগণের যাবতীয় অখ্যাতি এবং অধর্ম্ম, সর্ব্বপ্রাণীর সহিত বিরোধ এবং অশেষ প্রকার মনঃপীড়া জন্মিয়া থাকে। ৪৪

যাহার জন্য গৃহ ক্লেশদায়ক হইয়া থাকে, সেই পুত্রনামধারী নিজের মোহবন্ধনের কারণস্বরূপকে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি আদর করিয়া থাকেন? ৪৫

কদপত্যং বরং মন্যে সদপত্যাচ্ছুচাং পদাৎ ।
নির্ব্বিদ্যেত গৃহান্মর্ত্ত্যো যৎক্লেশনিবহা গৃহাঃ ॥৪৬॥
এবং স নির্ব্বিণ্নমনা নৃপো গৃহান্নিশীথ উত্থায় মহোদয়োদয়াৎ ।
অলব্ধনিদ্রোঽনুপলক্ষিতো নৃভির্হিত্বা গতো বেণসুবং প্রসুপ্তাম্ ॥৪৭॥
বিজ্ঞায় নির্ব্বিদ্য গতং পতিং প্রজাঃ পুরোহিতামাত্যসুহৃদ্গণাদয়ঃ ।
বিচিক্যুরুর্ব্ব্যামতিশোককাতরা যথা নিগূঢ়ং পুরুষং কুযোগিনঃ ॥৪৮॥
অলক্ষয়ন্তঃ পদবীং প্রজাপতের্হতোদ্যমাঃ প্রত্যুপসৃত্য তে পুরীম্ ।
ঋষীন্ সমেতানভিবন্দ্য সাশ্রবো ন্যবেদয়ন্ কৌরব ভর্ত্তৃবিপ্লবম্ ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধেঽঙ্গপ্রব্রজ্যা নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

শোকের আস্পদ সুসন্তান অপেক্ষা বরং কুসন্তান শুভদায়ক। কারণ, ঐরূপ গৃহ দুঃখপ্রদ বোধ হওয়ায় মানবগণের গৃহের প্রতি—গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রতি বিরক্তি জন্মিয়া থাকে। ৪৬

ঐরূপে রাজা অঙ্গের নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার রাত্রিকালে নিদ্রা হইল না, তিনি অর্দ্ধরাত্রে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া লোকের অজ্ঞাতসারে প্রসুপ্ত বেণজননীকে পরিত্যাগ করিয়া মহাসমৃদ্ধিশালী গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ৪৭

রাজা বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন জানিয়া প্রজা, পুরোহিত, অমাত্য ও সুহৃদ্গণ অতিশয় শোকবিহ্বল হইলেন এবং কুযোগিগণ যেরূপে অন্তর্য্যামী পুরুষের অনুসন্ধান করিয়া থাকে, সেইরূপে সমস্ত পৃথিবীতে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ৪৮

হে পুরুবংশোদ্ভব বিদুর! তাঁহারা প্রজাপতি অঙ্গের অবস্থিতিস্থান দেখিতে না পাইয়া হতোদ্যম হইয়া রাজপুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সমবেত ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে রাজার অদর্শনের কথা নিবেদন করিলেন। ৪৯

বিবৃতি—কুৎসিতপথাবলম্বী যোগিগণ নানাপ্রকার বাহ্য সাধনার দ্বারা অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্য অনর্থক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্র ও সৎসম্প্রদায়-নির্দ্দিষ্ট পথেই তাঁহাকে লাভ করা যায়, অন্য পথে তাঁহাকে লাভ করা যায় না। ৪৮

ইতি চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ভৃগ্বাদয়স্তে মুনয়ো লোকানাং ক্ষেমদর্শিনঃ। গোপ্তর্য্যসতি বৈ নৃণাং পশ্যন্তঃ পশুসাম্যতাম্ ॥১॥
বীরমাতরমাহূয় সুনীথাং ব্রহ্মবাদিনঃ। প্রকৃত্যসম্মতং বেণমভ্যষিঞ্চন্ পতিং ভুবঃ ॥২॥
শ্রুত্বা নৃপাসনগতং বেণমত্যুগ্রশাসনম্। নিলিল্যুর্দস্যবঃ সদ্যঃ সর্পত্রস্তা ইবাখবঃ ॥৩॥
স আরূঢ়নৃপস্থান উন্নদ্ধোঽষ্টবিভূতিভিঃ। অবমেনে মহাভাগান্ স্তব্ধঃ সম্ভাবিতঃ স্বতঃ ॥৪॥
এবং মদান্ধ উৎসিক্তো নিরঙ্কুশ ইব দ্বিপঃ। পর্য্যটন্ রথমাস্থায় কম্পয়ন্নিব রোদসী ॥৫॥
ন যষ্টব্যং ন দাতব্যং ন হোতব্যং দ্বিজাঃ ক্বচিৎ। ইতি ন্যবারয়দ্ধর্ম্মং ভেরীঘোষেণ সর্ব্বতঃ ॥৬॥
বেণস্যাবেক্ষ্য মুনয়ো দুর্ব্বৃত্তস্য বিচেষ্টিতম্। বিমৃশ্য লোকব্যসনং কৃপয়োচুঃ স্ম সত্রিণঃ ॥৭॥
অহো উভয়তঃ প্রাপ্তং লোকস্য ব্যসনং মহৎ। দারুণ্যুভয়তো দীপ্ত ইব তস্করপালয়োঃ ॥৮॥
অরাজকভয়াদেষ কৃতো রাজাঽতদর্হণঃ। ততোঽপ্যাসীদ্ভয়ন্ত্বদ্য কথং স্যাৎ স্বস্তি দেহিনাম্ ॥৯॥

ঋষিশাপে বেণের বিনাশ

শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন,—জগতের কল্যাণকামী ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী মুনিগণ রক্ষকের অভাবে জনগণের পশুতুল্য পরস্ত্রীতে ও পরবিত্তে ভোগোন্মুখতা দর্শন করিয়া বীরমাতা সুনীথাকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি লইলেন এবং প্রকৃতিপুঞ্জের অসম্মতি সত্ত্বেও বেণকেই পৃথিবীর অধিপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন। ১ ২

অতিশয় উগ্রশাসন বেণ রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন এই কথা শুনিবামাত্র দস্যুগণ সর্পভীত মূষিকের ন্যায় লুক্কায়িত হইল। ৩

সেই বেণ রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া অষ্টলোকপালের ঐশ্বর্য্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং স্বভাবতঃই এইরূপ হইতেছে মনে করিয়া উদ্ধতভাবে তিনি মহাত্মাগণের অবমাননা করিতে লাগিলেন। ৪

এই প্রকারে সেই মদগর্ব্বিত বেণ সমস্ত বেদাচার পরিত্যাগ করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পিত করিয়া নিরঙ্কুশ হস্তীর ন্যায় পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ৫

এবং হে ব্রাহ্মণসকল! তোমরা যজ্ঞ করিও না দান করিও না বা হোম করিও না। এই কথা ভেরী নির্ঘোষে সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া সর্ব্বত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। ৬

মুনিগণ দুরাচার বেণের এই প্রকার চরিত্র দেখিয়া নরলোকের বিপদ উপস্থিত, ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং করুণাপরবশ হইয়া সকলে মিলিত হইলেন এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন। ৭

অহো কি আশ্চর্য্য! কাষ্ঠের মূল এবং অগ্রভাগ এই উভয়দিক্ প্রজ্বলিত হইলে তন্মধ্যবর্ত্তী পিপীলিকাদির যেমন উভয় দিক্ হইতে দুঃখ উপস্থিত হয়, তদ্রূপ প্রজাগণের একদিকে রাজা ও অন্যদিকে দস্যুতস্করসম্ভূত ব্যসন উপস্থিত। ৮

অরাজক ভয়ে রাজা হইবার অনুপযুক্ত এই বেণকে রাজা করিয়াছি, কিন্তু, এখন তাহা হইতে ভয় উপস্থিত হইল। এখন কি প্রকারে প্রজাগণের মঙ্গল হইবে? ৯

অহেরিব পয়ঃপোষঃ পোষকস্যাপ্যনর্থভৃৎ। বেণঃ প্রকৃত্যৈব খলঃ সুনীথাগর্ভসম্ভবঃ।
নিরূপিতঃ প্রজাপালঃ স জিঘাংসতি বৈ প্রজাঃ ॥১০॥
তথাপি সান্ত্বয়েমামুং নাস্মাংস্তৎপাতকং স্পৃশেৎ। তদ্বিদ্বদ্ভিরসদ্বৃত্তো বেণোঽস্মাভিঃ কৃতো নৃপঃ ॥১১॥
সান্ত্বিতো যদি নো বাচং ন গ্রহীষ্যত্যধর্মকৃৎ। লোকধিক্কারসন্দগ্ধং দহিষ্যামঃ স্বতেজসা ॥১২॥
এবমধ্যবসায়ৈনং মুনয়ো গূঢ়মন্যবঃ। উপব্রজ্যাব্রুবন্ বেণং সান্ত্বয়িত্বাথ সামভিঃ ॥১৩॥
শ্রীমুনয় উচুঃ
নৃপবর্য্য নিবোধৈতদ্যৎ তে বিজ্ঞাপয়াম ভোঃ। আয়ুঃশ্রীবলকীর্ত্তীনাং তব তাত বিবর্দ্ধনম্ ॥১৪॥
ধর্ম্ম আচরিতঃ পুংসাং বাঙ্মনঃকায়বুদ্ধিভিঃ। লোকান্ বিশোকান্ বিতরত্যথানন্ত্যমসঙ্গিনাম্ ॥১৫॥
স তে মা বিনশেদ্বীর প্রজানাং ক্ষেমলক্ষণঃ। যস্মিন্ বিনষ্টে নৃপতিরৈশ্বর্য্যাদবরোহতি ॥১৬॥
রাজন্নসাধ্বমাত্যেভ্যশ্চোরাদিভ্যঃ প্রজা নৃপঃ। রক্ষন্ যথা বলিং গৃহ্ণন্নিহ প্রেত্য চ মোদতে ॥১৭॥
যস্য রাষ্ট্রে পুরে চৈব ভগবান্ যজ্ঞপূরুষঃ। ইজ্যতে স্বেন ধর্ম্মেণ জনৈর্বর্ণাশ্রমাত্মকৈঃ ॥১৮॥
তস্য রাজ্ঞো মহারাজ ভগবান্ ভূতভাবনঃ। পরিতুষ্যতি বিশ্বাত্মা তিষ্ঠতো নিজশাসনে ॥১৯॥

দুগ্ধপুষ্ট কালসর্প যেরূপ পালকের অনর্থ উৎপাদন করিয়া থাকে, সুনীথা-গর্ভসম্ভূত বেণও স্বভাবতঃই সেইরূপ খল—আমরা তাহাকে প্রজাপালকরূপে নিযুক্ত করিলাম। আর এখন সেই প্রজাগণকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। ১০

যদিও আমরা এই সকল জানিয়াও ঐ দুরাচার বেণকে রাজা করিয়াছি, তথাপি তাহার পাপ যাহাতে আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে, সেইজন্য তাহাকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যদি বুঝাইলেও সেই অধার্ম্মিক বেণ আমাদিগের বাক্য গ্রহণ না করে, তবে লোকধিক্কারসন্দগ্ধ সেই বেণকে আমরা স্বীয় তেজের দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিব। ১১-১২

এইরূপ স্থির করিয়া সেই মুনিগণ ক্রোধ গোপন পূর্ব্বক বেণের নিকট গমন করিয়া প্রিয়বাক্যের দ্বারা তাহাকে বুঝাইয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। ১৩

মুনিগণ বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তোমাকে আমরা যাহা বলিব, তদনুসারে আচরণ করিলে তোমার আয়ু, ঐশ্বর্য্য, বল ও কীর্ত্তি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইবে, অতএব হে বৎস! তুমি তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। কায়মনোবাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা অনুষ্ঠিতধর্ম্ম সকাম মনুষ্যদিগকে স্বর্গাদি লোক এবং নিষ্কাম ব্যক্তিগণকে মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকে। ১৪-১৫

সুতরাং হে বীর! প্রজাদিগের মঙ্গলসাধক, সেই ধর্ম্মকে তুমি বিনাশ করিও না, কারণ, উহা বিনাশ করিলে রাজাকে ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। ১৬

হে রাজন্! যে রাজা অসাধু অমাত্যবর্গ হইতে এবং দস্যুতস্করাদি হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করেন এবং শাস্ত্রনির্দ্দেশানুযায়ী শুল্ক গ্রহণ করেন, তিনি ইহলোকে সুখভোগ করেন এবং পরলোকেও সুখভাগী হন। ১৭

হে মহারাজ! যে রাজার রাজ্যে ও পুরমধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণ স্ব স্ব অধিকারোচিত-ধর্ম্মের দ্বারা ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের অর্চ্চনা করেন, প্রজাপালনরূপ ভগবদভিলষিতকার্য্যে অবস্থিত সেই রাজার প্রতি ভূতভাবন বিশ্বাত্মা শ্রীভগবান্ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। ১৮-১৯

তস্মিংস্তুষ্টে কিমপ্রাপ্যং জগতামীশ্বরেশ্বরে। লোকাঃ সপালা হ্যেতস্মৈ হরন্তি বলিমাদৃতাঃ ॥২০॥

তং সর্ব্বলোকামরযজ্ঞসংগ্রহং ত্রয়ীময়ং দ্রব্যময়ং তপোময়ম্।
যজ্ঞৈর্বিচিত্রৈর্যজতো ভবায় তে রাজন্ স্বদেশাননুরোদ্ধুমর্হসি ॥২১॥
যজ্ঞেন যুষ্মদ্বিষয়ে দ্বিজাতিভির্বিতায়মানেন সুরাঃ কলা হরেঃ।
স্বিষ্টাঃ সুতুষ্টাঃ প্রদিশন্তি বাঞ্ছিতং তদ্ধেলনং নার্হসি বীর চেষ্টিতুম্ ॥২২॥

শ্রীবেণ উবাচ।

বালিশা বত যূয়ং বা অধর্ম্মে ধর্ম্মমানিনঃ। যে বৃত্তিদং পতিং হিত্বা জারং পতিমুপাসতে ॥২৩॥
অবজানন্ত্যমী মূঢ়া নৃপরূপিণমীশ্বরম্। নানুবিন্দন্তি তে ভদ্রমিহ লোকে পরত্র চ ॥২৪॥
কো যজ্ঞপুরুষো নাম যত্র বো ভক্তিরীদৃশী। ভর্ত্তৃস্নেহবিদূরাণাং যথা জারে কুযোষিতাম্ ॥২৫॥

বিষ্ণুর্বিরিঞ্চো গিরিশ ইন্দ্রো বায়ুর্যমো রবিঃ।
পর্জ্জন্যো ধনদঃ সোমঃ ক্ষিতিরগ্নিরপাম্পতিঃ ॥২৬॥

এতে চান্যে চ বিবুধাঃ প্রভবো বরশাপযোঃ। দেহে ভবন্তি নৃপতেঃ সর্ব্বদেবময়ো নৃপঃ ॥২৭॥

ব্রহ্মাদি জগদীশ্বরগণেরও ঈশ্বর সেই ভগবান্ প্রসন্ন হইলে সেই রাজার আর কি অপ্রাপ্য থাকে? যেহেতু লোকপালগণ সহ যাবতীয় প্রাণী সাদরে তাঁহার পূজোপহার আহরণ করিয়া থাকেন। ২০

হে রাজন্! স্বর্গাদি লোকসমূহ, লোকপালগণ, অমরবৃন্দ এবং যজ্ঞসমূহের নিয়ামক, যজ্ঞাদির বিধায়ক, বেদময়, যজ্ঞীয় দ্রব্যময় ও তপোময় সেই ভগবান্‌কে তোমার যে সকল স্বদেশবাসী প্রজাগণ তোমারই মঙ্গলার্থ নানারূপ যজ্ঞের দ্বারা যজন করিয়া থাকেন, তোমারও তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করা উচিত। ২১

হে বীর! তোমার রাজ্যে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিতে থাকিলে শ্রীহরির অংশসম্ভূত দেবগণ সম্যক্‌রূপে পূজিত হইয়া প্রসন্ন হইবেন এবং বাঞ্ছিত প্রদান করিবেন; অতএব হে বীর! তোমার সেই দেবগণকে কোনও প্রকারে অবহেলা করা উচিত হইতেছে না। ২২

বেণ কহিলেন,—হে মুনিগণ! আপনারা অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছেন, অতএব আপনারা নিশ্চয়ই অজ্ঞ, কারণ, আপনারা অন্নাদিপ্রদ প্রকৃতপতি আমাকে ত্যাগ করিয়া ব্যভিচারিণী স্ত্রী যেমন উপপতির ভজনা করে, সেইরূপ অন্য পতির উপাসনা করিতেছেন। ২৩

ঐ মূঢ়গণ নৃপরূপী ঈশ্বর আমাকে অবজ্ঞা করিতেছে, অতএব তাহাদের ইহলোকে বা পরলোকে কুত্রাপি মঙ্গল হইবে না। ২৪

স্বামিভক্তিহীন অসতী নারীগণের যেমন উপপতিতে আসক্তি হয়, তদ্রূপ তোমাদের যাহাতে এই প্রকার ভক্তি দেখিতেছি, সেই যজ্ঞপুরুষটি আবার কে? ২৫

বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, পর্জ্জন্য, কুবের, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, বরুণ ইঁহারা সকলে এবং অন্যান্য বর ও শাপপ্রদানে সমর্থ দেবতাগণ রাজার দেহেই অবস্থান করেন, এইজন্যই নৃপতি সর্ব্বদেবময়। ২৬-২৭

তস্মান্মাং কর্ম্মভির্বিপ্রা যজধ্বং গতমৎসরাঃ। বলিঞ্চ মহ্যং হরত মত্তোঽন্যঃ কোঽগ্রভুক্‌পুমান্ ॥২৮॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইত্থং বিপর্য্যয়মতিঃ পাপীয়ানুৎপথং গতঃ। অনুনীয়মানস্তদ্‌যাচ্ঞাং ন চক্রে ভ্রষ্টমঙ্গলঃ ॥২৯॥

ইতি তেঽসৎকৃতাস্তেন দ্বিজাঃ পণ্ডিতমানিনা। ভগ্নায়াং ভব্যযাচ্ঞায়াং তস্মৈ বিদুর চুক্রুধুঃ ॥৩০॥

হন্যতাং হন্যতামেষ পাপঃ প্রকৃতিদারুণঃ। জীবন্ জগদসাবাশু কুরুতে ভস্মসাদ্ধ্রুবম্ ॥৩১॥

নায়মর্হত্যসদ্‌বৃত্তো নরদেববরাসনম্। যোঽধিযজ্ঞপতিং বিষ্ণুং বিনিন্দত্যনপত্রপঃ ॥৩২॥

কো বৈনং পরিচক্ষীত বেণমেকমৃতেঽশুভম্। প্রাপ্ত ঈদৃশমৈশ্বর্য্যং যদনুগ্রহভাজনঃ ॥৩৩॥

ইত্থং ব্যবসিতা হন্তুমৃষয়ো রূঢ়মন্যবঃ। নিজঘ্নুর্হুঙ্কৃতৈর্বেণং হতমচ্যুতনিন্দয়া ॥৩৪॥

ঋষিভিঃ স্বাশ্রমপদং গতে পুত্রকলেবরম্। সুনীথা পালয়ামাস বিদ্যাযোগেন শোচতী ॥৩৫॥

একদা মুনয়স্তে তু সরস্বৎসলিলাপ্লুতাঃ। হুত্বাগ্নীন্ সৎকথাশ্চক্রুরুপবিষ্টাঃ সরিত্তটে ॥৩৬॥

বীক্ষ্যোত্থিতান্ তদোৎপাতানাহুর্লোকভয়ঙ্করান্। অপ্যভদ্রমনাথায়া দস্যুভ্যো ন ভবেদ্ভুবঃ ॥৩৭॥

অতএব হে বিপ্রগণ! আপনারা মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মের দ্বারা আমার আরাধনা করুন; এবং আমার জন্য পূজোপহার আহরণ করুন, যেহেতু আমি ভিন্ন অন্য কোন্ পুরুষ অগ্রভুক্ বা আরাধ্য হইতে পারে? ২৮

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—এই প্রকারে অসৎপথগামী, ভ্রান্তমতি, পাপিষ্ঠ নষ্টপুণ্য সেই বেণ মুনিগণ কর্ত্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়াও তাঁহাদের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইল না। ২৯

হে বিদুর! বিপ্রগণ এইরূপে তাহার মঙ্গল প্রার্থনায় বিফলমনোরথ ও ঐ পণ্ডিতাভিমানী বেণ কর্ত্তৃক অপমানিত হওয়ায় তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ৩০

তাঁহারা এক বাক্যে বলিতে লাগিলেন—এই দারুণপ্রকৃতি পাপাত্মাকে এখনই সংহার কর, সংহার কর। কারণ, এ জীবিত থাকিলে জগৎকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে। ৩১

রাজার শ্রেষ্ঠ আসন এই দুরাচারের অধিকার করিবার কোনও যোগ্যতা নাই; এ এমন নির্লজ্জ যে, সর্ব্বযজ্ঞাধিপতি বিষ্ণুরই নিন্দা করিতেছে। ৩২

যাঁহার অনুগ্রহে সে এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইল, সেই অমঙ্গলমূর্ত্তি বেণ ভিন্ন অপর কেহই বা সেই ভগবানের নিন্দা করিতে পারে? ৩৩

বেণ অচ্যুতের নিন্দা করিয়া পূর্ব্বেই হত হইয়াছিল, এখন ঋষিগণের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠায় তাঁহারা হুঙ্কার শব্দের দ্বারা বেণকে নিহত করিলেন। ৩৪

ঋষিরা বেণের প্রাণ সংহার করিয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান করিলে বেণজননী সুনীথা অতিশয় শোকার্ত্তা হইলেন এবং বিদ্যাযোগে পুত্রের কলেবর পালন করিতে লাগিলেন। ৩৫

একদা ঐ সকল মুনি সরস্বতীর জলে স্নান-হোম সমাপন পূর্ব্বক তটে উপবিষ্ট হইয়া সৎকথার আলোচনা করিতেছিলেন। ৩৬

এমন সময়ে কতকগুলি লোক-ভয়ঙ্কর উৎপাত নয়নগোচর করিয়া তাঁহারা পরস্পরে কহিতে লাগিলেন—পৃথিবী নৃপরহিতা হওয়ায় দস্যুগণ হইতে ইহার কি কোনও অমঙ্গল ঘটিল? ৩৭

এবং মৃশস্ত ঋষয়ো ধাবতাং সর্ব্বতো দিশম্। পাংশুঃ সমুত্থিতো ভূরিশ্চৌরাণামভিলুম্পতাম্ ॥৩৮॥
তদুপদ্রবমাজ্ঞায় লোকস্য বসু লুম্পতাম্। ভর্ত্তর্য্যুপরতে তস্মিন্নন্যোন্যঞ্চ জিঘাংসতাম্ ॥৩৯॥
চৌরপ্রায়ং জনপদং হীনসত্ত্বমরাজকম্। লোকান্ নাবারয়ন্ শক্তা অপি তদ্দোষদর্শিনঃ ॥৪০॥
ব্রাহ্মণঃ সমদৃক্ শান্তো দীনানাং সমুপেক্ষকঃ। স্রবতে ব্রহ্ম তস্যাপি ভিন্নভাণ্ডাৎ পয়ো যথা ॥৪১॥
নাঙ্গস্য বংশো রাজর্ষেরেষ সংস্থাতুমর্হতি। অমোঘবীর্য্যা হি নৃপা বংশেঽস্মিন্ কেশবাশ্রয়াঃ ॥৪২॥
বিনিশ্চিত্যৈবমৃষয়ো বিপন্নস্য মহীপতেঃ। মমন্থুরূরুং তরসা তত্রাসীদ্বাহুকো নরঃ ॥৪৩॥
কাককৃষ্ণোঽতিহ্রস্বাঙ্গো হ্রস্ববাহুর্মহাহনুঃ। হ্রস্বপান্নিম্ননাসাগ্রো রক্তাক্ষস্তাম্রমূর্দ্ধজঃ ॥৪৪॥
তন্তু তেঽবনতঃ দীনং কিং করোমীতিবাদিনম্। নিষীদেত্যব্রুবংস্তাত স নিষাদস্ততোঽভবৎ ॥৪৫॥
তস্য বংশ্যাস্তু নৈষাদা গিরিকাননগোচরাঃ। যেনাহরজ্জায়মানো বেণকল্মষমুল্বণম্ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুচরিতে নিষাদোৎপত্তির্নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

ঋষিরা এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে নানাদিক্ হইতে ধাবমান ধনলুণ্ঠনকারী চৌরগণের দ্বারা প্রভূত ধূলি উত্থিত হইল। ৩৮

দস্যুগণ রাজার মরণে নির্ভয় হইয়া প্রজার ধনলুণ্ঠন ও পরস্পরের প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, জনপদকে অরাজক ও হীনসত্ত্ব দেখিয়া সমর্থ ব্যক্তিরাও ঐ সকল দস্যুকে নিবারণ না করিলে দোষ হয়, ইহা জানিয়াও এইরূপ উপদ্রব দমন করিতে চেষ্টা করিত না। ৩৯-৪০

সমদর্শী শান্ত ব্রাহ্মণেরাও যদি অনাথের ক্লেশ-মোচনে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে ভগ্নভাণ্ড হইতে দুগ্ধক্ষরণের ন্যায় তাহাদের ব্রহ্মতপ ক্ষরিত হইয়া যায়। ৪১

রাজর্ষি অঙ্গের এই বংশের একেবারে 'ধ্বংস হওয়া উচিত হয় না। কারণ, এই বংশে হরিপরায়ণ অনেক অমোঘবীর্য্য রাজা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ৪২

মুনিগণ এই প্রকার স্থিরনিশ্চয় করিয়া মৃত বেণের উরুদেশ মন্থন করিলেন, তাহাতে খর্ব্বাকৃতি এক পুরুষের উৎপত্তি হইল; তাহার বর্ণ কাকের ন্যায় কৃষ্ণ, অঙ্গসমূহ ও বাহুদ্বয় অতিশয় হ্রস্ব, কপালের দুই প্রান্তভাগ বৃহৎ, পদদ্বয় খর্ব্ব, নাসাগ্র নিম্ন, নয়ন রক্তবর্ণ, এবং কেশ তাম্র-বর্ণ। ৪৩-৪৪

হে বৎস! সেই ব্যক্তি দীনভাবে অবনত মস্তকে কহিতে লাগিল "কি করিব?"—ঋষিরা ঐ কথায় "নিষাদ" অর্থাৎ উপবেশন কর, এই কথা বলিলেন। তখন সে মুনিগণের 'নিষীদ' এই কথা হইতে নিষাদ নামে বিখ্যাত হইল। ৪৫

সেই নিষাদের বংশধরগণ নৈষাদ নামে অভিহিত হইয়া পর্ব্বতে ও বনে বাস করিতেছে। কারণ, ঐ নিষাদ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াই বেণের গুরুতর পাপ গ্রহণ করিয়াছিল। ৪৬

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

অথ তস্য পুনর্বিপ্রৈরপুত্রস্য মহীপতেঃ। বাহুভ্যাং মথ্যমানাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত ॥১॥
তদ্দৃষ্ট্বা মিথুনং জাতমৃষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ। ঊচুঃ পরমসন্তুষ্টা বিদিত্বা ভগবৎকলাম্ ॥২॥

শ্রীঋষয় ঊচুঃ।

এষ বিষ্ণোর্ভগবতঃ কলা ভুবনপাবনা। ইয়ঞ্চ লক্ষ্ম্যাঃ সম্ভূতঃ পুরুষস্যানপায়িনা ॥৩॥
অত্র যঃ প্রথমো রাজ্ঞাং পুমান্ প্রথয়িতা যশঃ। পৃথুর্নাম মহারাজো ভবিষ্যতি পৃথুশ্রবাঃ ॥৪॥
ইয়ঞ্চ দেবী সুদতী গুণভূষণভূষণম্। অর্চ্চির্নাম বরারোহা পৃথুমেবাবরুন্ধতী ॥৫॥
এষ সাক্ষাদ্ধরেরংশো জাতো লোকরিরক্ষয়া। ইয়ঞ্চ তৎপরা হি শ্রীরনুজজ্ঞেঽনপায়িনী ॥৬॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

প্রশংসন্তি স্ম তং বিপ্রা গন্ধর্ব্বপ্রবরা জগুঃ। মুমুচুঃ সুমনোধারাঃ সিদ্ধা নৃত্যন্তি স্বঃস্ত্রিয়ঃ ॥৭॥
শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গাদ্যা নেদুর্দুন্দুভয়ো দিবি। তত্র সর্ব্ব উপাজগ্মুর্দেবর্ষিপিতৄণাং গণাঃ ॥৮॥

পৃথুর উৎপত্তি ও রাজ্যাভিষেক

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন - অনন্তর ব্রাহ্মণেরা অপুত্রক মহীপাল সেই বেণের বাহুমন্থন করিতে লাগিলে তাহা হইতে এক পুরুষ ও একটি স্ত্রী উৎপন্ন হইলেন। ১

সেই ব্রহ্মবাদী মুনিগণ ঐ পুরুষ ও স্ত্রীকে জাত হইতে দেখিয়া ইহারা ভগবান বিষ্ণুর অংশ, ইহা জানিয়া তুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন। ২

ঋষিগণ কহিলেন—এই পুরুষ ভগবান বিষ্ণুর ভুবনপালক অংশ। আর এই স্ত্রীটিও শ্রীভগবানের নিত্যযুক্তা লক্ষ্মীর অংশ। ৩

এই পুরুষ সকল রাজার প্রথম হইয়া যশঃ বিস্তার করিবেন এবং মহাযশা পৃথুনামে বিখ্যাত হইয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন। ৪

আর এই যে চারুদশনা, ভূষণ সকলেরও ভূষণস্বরূপা বরাঙ্গনা দেবী, ইনি অর্চ্চি নামে বিখ্যাতা হইয়া মহারাজা পৃথুকে ভর্ত্তারূপে ভজনা করিবেন। ৫

এই পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবানের অংশ, লোকরক্ষার জন্য এখন জন্মগ্রহণ করিলেন, এবং এই অর্চ্চি স্বয়ং লক্ষ্মী, ইনি ভগবান্ ব্যতীত কোথাও অবস্থান করেন না; সুতরাং ইনি পতির পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর! অনন্তর ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্বেরা গান করিতে লাগিলেন, সিদ্ধগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল এবং অপ্সরাসকল নৃত্য আরম্ভ করিল। ৭

স্বর্গে শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য হইতে লাগিল এবং দেবর্ষি ও পিতৃগণ সকলেই তথায় সমাগত হইলেন। ৮

ব্রহ্মা জগদ্গুরুর্দেবৈঃ সহাসৃত্য সুরেশ্বরৈঃ। বৈণ্যস্য দক্ষিণে হস্তে দৃষ্ট্বা চিহ্নং গদাভৃতঃ ॥৯॥
পাদয়োরবিন্দঞ্চ তং বৈ মেনে হরেঃ কলাম্। যস্যাপ্রতিহতং চক্রমংশঃ স পরমেষ্ঠিনঃ ॥১০॥
তস্যাভিষেক আরব্ধো ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ। আভিষেচনিকান্যস্মা আজহ্রুঃ সর্ব্বতো জনাঃ ॥১১
সরিৎসমুদ্রা গিরয়ো নাগা গাবঃ খগা মৃগাঃ। দ্যৌঃ ক্ষিতিঃ সর্ব্বভূতানি সমাজহ্রুরুপায়নম্ ॥১২॥
সোঽভিষিক্তো মহারাজঃ সুবাসাঃ সাধ্বলঙ্কৃতঃ। পত্ন্যার্চ্চিষালঙ্কৃতয়া বিরেজেঽগ্নিরিবাপরঃ ॥১৩॥
তস্মৈ জহার ধনদো হৈমং বীর বরাসনম্। বরুণঃ সলিলস্রাবমাতপত্রং শশিপ্রভম্ ॥১৪॥
বায়ুশ্চ বালব্যজনে ধর্ম্মঃ কীর্ত্তিময়ীং স্রজম্। ইন্দ্রঃ কিরীটমুৎকৃষ্টং দণ্ডং সংযমনং যমঃ ॥১৫॥
ব্রহ্মা ব্রহ্মময়ং বর্ম্ম ভারতী হারমুত্তমম্। হরিঃ সুদর্শনং চক্রং তৎপত্ন্যব্যাহতাং শ্রিয়ম্ ॥১৬॥
দশচন্দ্রমসিং রুদ্রঃ শতচন্দ্রং তথাম্বিকা। সোমোঽমৃতময়ানশ্বাংস্ত্বষ্টা রূপাশ্রয়ং রথম্ ॥১৭॥
অগ্নিরাজগবং চাপং সূর্য্যো রশ্মিময়ানিষূন। ভূঃ পাদুকে যোগময্যৌ দ্যৌঃ পুষ্পাবলিমন্বহম্ ॥১৮॥
নাট্যং সুগীতং বাদিত্রমন্তর্দ্ধানঞ্চ খেচরাঃ। ঋষয়শ্চাশিষঃ সত্যাঃ সমুদ্রঃ শঙ্খমাত্মজম্ ॥১৯॥

জগদ্গুরু ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সহিত তথায় আগমন করিয়া দেখিলেন যে, বেণনন্দনের দক্ষিণহস্তে বিষ্ণুর চক্ররেখা, এবং পাদদ্বয়ে পদ্মচিহ্ন পরিব্যক্ত রহিয়াছে—সুতরাং তিনি তাঁহাকে শ্রীহরিরই অংশ বলিয়া মনে করিলেন—কারণ, যাঁহার চক্ররেখা অন্য রেখা দ্বারা বিলুপ্ত হয় না, তিনিই পরমেশ্বরের অংশ। ৯-১০

অতঃপর ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ তাঁহার অভিষেক আরম্ভ করিলেন। তখন লোক সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার অভিষেকযোগ্য দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিতে লাগিল। ১১

গিরি, নদী, সমুদ্র, নাগ, গো, খগ, মৃগ, দ্যুলোক, ভূলোক এবং সকল প্রাণীই নানাবিধ উপহার আনিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিতে লাগিল। ১২

মহারাজ পৃথু সুন্দর বসন পরিধান করিয়া ও সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া যথাবিধি অভিষিক্ত হইলেন এবং সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা পত্নী অর্চ্চির সহিত দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ১৩

হে বীর! মহারাজ পৃথুকে কুবের কাঞ্চনময় উত্তম আসন উপহার প্রদান করিলেন এবং বরুণ চন্দ্রতুল্য শুভ্রবর্ণ ছত্র উপহার দিলেন, উহা হইতে সতত সলিল ক্ষরিত হইতেছিল। ১৪

বায়ু দুইটি চামর, ধর্ম্ম কীর্ত্তিময়ী অম্লানপুষ্পের মালা, ইন্দ্র উৎকৃষ্ট কিরীট এবং যম শত্রু-বশীকারক দণ্ড প্রদান করিলেন। ১৫

ব্রহ্মা বেদময় বর্ম্ম, সরস্বতী উত্তম হার, নারায়ণ সুদর্শন চক্র, এবং লক্ষ্মী অক্ষয় সম্পদ্ দান করিলেন। রুদ্রদেব দশটি চন্দ্রাকারের বিম্ববিশিষ্ট কোষ সহিত অসি, পার্ব্বতী শতচন্দ্রাকৃতিবিশিষ্ট চর্ম্ম, চন্দ্র মরণভ্রান্তিক্ষোভাদিশূন্য বহু অশ্ব এবং বিশ্বকর্ম্মা একখানি অতি সুন্দর রথ প্রদান করিলেন। ১৬-১৭

অগ্নি ছাগের ও গোর শৃঙ্গে নির্ম্মিত ধনু, সূর্য্য রশ্মিময় বাণ, পৃথিবী যোগময়ী অর্থাৎ পাদস্পর্শমাত্র অভীষ্ট দেশপ্রাপিকা পাদুকা, স্বর্গ প্রত্যহ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ১৮

বিমানচারী গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরাদি সুন্দর সঙ্গীত বাদ্য এবং নাট্য অর্থাৎ নাটকাদি অভিনয়কৌশল, ঋষিগণ যথার্থ আশীর্ব্বাদ এবং সমুদ্র স্বীয় সলিলসম্ভূত শঙ্খ উপহার দিলেন। ১৯

সিন্ধবঃ পর্ব্বতা নদ্যো রথবীথীর্মহাত্মনঃ। সূতোঽথ মাগধো বন্দী তং স্তোতুমুপতস্থিরে ॥২০॥
স্তাবকাংস্তানভিপ্রেত্য পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্। মেঘনির্হ্রাদয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥২১॥
শ্রীপৃথুরুবাচ।

ভোঃ সূত হে মাগধ সৌম্য বন্দিন্ লোকেঽধুনাস্পষ্টগুণস্য মে স্যাৎ।
কিমাশ্রয়ো মে স্তব এষ যোজ্যতাং মা ময্যভুবন্ বিতথা গিরো বঃ ॥২২॥
তস্মাৎ পরোক্ষেঽস্মদুপশ্রুতান্যলং করিষ্যথ স্তোত্রমপীব্যবাচঃ।
সত্যুত্তমঃশ্লোক গুণানুবাদে জুগুপ্সিতং ন স্তবয়ন্তি সভ্যাঃ ॥২৩॥
মহদ্‌গুণানাত্মনি কর্ত্তুমীশঃ কঃ স্তাবকৈঃ স্তাবয়তে সতোঽপি।
তেঽস্যাভবিষ্যন্নিতি বিপ্রলব্ধো জনাবহাসং কুমতির্ন বেদ ॥২৪॥
প্রভবো হ্যাত্মনঃ স্তোত্রং জুগুপ্সন্ত্যপি বিশ্রুতাঃ।
হ্রীমন্তঃ পরমোদারাঃ পৌরুষং বা বিগর্হিতম্ ॥২৫॥
বয়ন্ত্ববিদিতা লোকে সূতাদ্যাপি বরীমভিঃ। কর্ম্মভিঃ কথমাত্মানং গাপয়িষ্যাম বালবৎ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
পৃথুচরিতে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫॥

সমুদ্র, পর্ব্বত ও নদী সেই মহাত্মাকে রথমার্গ প্রদান করিল, অনন্তর সূত, মাগধ ও বন্দিগণ তাঁহার স্তব করিবার জন্য উপস্থিত হইল। ২০

মহাপ্রতাপশালী বেণনন্দন পৃথু তাঁহাদিগকে স্তবপাঠে উদ্যত জানিয়া হাস্যপূর্ব্বক জলদগম্ভীর স্বরে এই কথা বলিলেন। ২১

শ্রীপৃথু কহিলেন—হে সৌম্য সূত, মাগধ ও বন্দিগণ! আমার গুণ এখনও অপ্রকাশিত—তবে কোন্ গুণ আশ্রয় করিয়া আমার স্তব করিবে? তোমরা এই স্তব অন্য কোন ব্যক্তিতে প্রয়োগ কর, তোমাদের বাক্যাবলী আমাতে প্রযুক্ত হইয়া মিথ্যারূপে প্রতীত না হয়। ২২

হে মধুরভাষী স্তাবকগণ—যখন আমার যশঃ ব্যক্ত হইবে, তখন উহা লইয়া পরোক্ষে তোমাদের স্তোত্রকে অলঙ্কৃত করিও; উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণই কীর্ত্তনীয় হওয়ায় সভ্যগণ আমার ন্যায় অপ্রসিদ্ধ গুণবানকে কখনও স্তব করেন না। ২৩

যাঁহারা মদ্‌গুণাবলী আপনাতে সম্পাদন করিতে সমর্থ, তাঁহাদের মধ্যে এমন কে আছেন যে, সেই সকল গুণের আবির্ভাব না হইতে স্তাবকগণ দ্বারা স্বীয় স্তব করাইয়া থাকেন? "শাস্ত্রাভ্যাস করিলে তোমার বিদ্যা হইত" এই বলিয়া উপহসিত হইয়া মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিই সেই উপহাস বুঝিতে পারে না। ২৪

পরমোদার হ্রীমান্ পুরুষগণ বিখ্যাত হইলেও, গুণোপযোগী কার্য্যে সমর্থ হইলেও নিজের স্তোত্রকে বা অসাধারণ ক্ষমতার কীর্ত্তনকে নিন্দা করিয়া থাকেন। ২৫

হে সূত! আমরা অদ্যাপি কোনও বরিষ্ঠ কর্ম্ম দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করি নাই। সুতরাং অজ্ঞের ন্যায় কি প্রকারে নিজের স্তুতি করাইব? ২৬

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি ব্রুবাণং নৃপতিং গায়কা মুনিচোদিতাঃ। তুষ্টুবুস্তুষ্টমনসস্তদ্বাগমৃতসেবয়া ॥১॥

নালং বয়ং তে মহিমানুবর্ণনে যো দেববর্য্যোঽবততার মায়য়া।

বেণাঙ্গজাতস্য চ পৌরুষাণি তে বাচস্পতীনামপি বভ্রমুর্ধিয়ঃ ॥২॥

অথাপ্যুদারশ্রবসঃপৃথোর্হরেঃ কলাবতারস্য কথামৃতাদৃতাঃ।

যথোপদেশং মুনিভিঃ প্রচোদিতাঃ শ্লাঘ্যানি কর্ম্মাণি বয়ং বিতন্মহি ॥৩॥

এষ ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো লোকং ধর্ম্মেঽনুবর্ত্তয়ন্। গোপ্তা চ ধর্ম্মসেতূনাং শাস্তা তৎপরিপন্থিনাম্ ॥৪॥

এষ বৈ লোকপালানাং বিভর্ত্ত্যেকস্তনৌ তনূঃ। কালে কালে যথাভাগং লোকয়োরুভয়োর্হিতম্ ॥৫॥

বসু কাল উপাদত্তে কালে চায়ং বিমুঞ্চতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু প্রতপন্ সূর্য্যবদ্বিভুঃ ॥৬॥

তিতিক্ষত্যক্রমং বৈণ্য উপর্য্যাক্রামতামপি। ভূতানাং করুণঃ শশ্বদার্ত্তানাং ক্ষিতিবৃত্তিমান্ ॥৭॥

দেবেঽবর্ষত্যসৌ দেবো নরদেব-বপুর্হরিঃ। কৃচ্ছ্রপ্রাণাঃ প্রজা হ্যেষ রক্ষিষ্যত্যঞ্জসেন্দ্রবৎ ॥৮॥

পৃথুর স্তব

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—রাজা পৃথু এইরূপ বলিতে থাকিলেও সূতাদি গায়কগণ তাঁহার কথামৃত-সেবনে পরিতৃপ্ত হইয়া মুনিগণের প্রেরণায় তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১

হে মহারাজ! আপনি সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয়শক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক এই অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার মহিমা-বর্ণনে আমাদের সামর্থ্য নাই, যেহেতু আপনি বেণের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইলেও আপনার পৌরুষবিষয়ে ব্রহ্মাদিরও বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। ২

আপনার গুণকীর্ত্তনে সামর্থ্য না থাকিলে শ্রীহরির অংশাবতার ভবদীয় কথামৃতে আমাদের অত্যন্ত আদর জন্মিয়াছে। অপিচ ঐ সকল ঋষি আমাদিগকে নিয়োগ করিতেছেন, তাঁহারা যোগবলে আমাদিগের হৃদয়ে যে রূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছেন আমরা সেই রূপেই মহাযশস্বী আপনার শ্লাঘনীয় কর্ম্মসমূহের বর্ণনা করিব। ৩

এই পৃথুরাজ ধর্ম্মজ্ঞ জনগণের অগ্রগণ্য হইয়া অন্যান্য লোকগণকে ধর্ম্মের অনুগামী করিবেন এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদার রক্ষক হইয়া তাহার বিরুদ্ধাচারিগণকে শাসন করিবেন। ৪

ইনি একাকীই স্বশরীরে যথাযোগ্যভাবে ইহ এবং পরকালের হিতসাধনার্থ সময়ে সময়ে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। ৫

ইনি সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি সমদর্শী হইয়া সূর্য্য-সদৃশ স্বপ্রভাপ প্রকটিত করিয়া যথাসময়ে ধন আদান ও প্রদান করিয়া থাকেন। ৬

এই বেণনন্দন পৃথু সর্ব্বংসহা ধরণীর স্বভাব-বিশিষ্ট, ইনি আর্ত্তব্যক্তিগণের প্রতি সর্ব্বদা করুণা-পরবশ, আপনার উপরে আক্রমণ করিলেও ইনি তাঁহাদের অতিক্রম সহ্য করিবেন। ৭

ইন্দ্র বারি বর্ষণ না করিলে যদি প্রজাগণ কষ্টে পতিত হয়, তবে এই রাজশরীরধারী হরি স্বয়ংই ইন্দ্রের তুল্য বৃষ্টি করিয়া অনায়াসে প্রজাদিগের প্রাণ রক্ষা করিবেন। ৮

আপ্যায়য়ত্যসৌ লোকং বদনামৃতমূর্ত্তিনা। সানুরাগাবলোকেন বিশদস্মিতচারুণা ॥ ৯॥
অব্যক্তবর্ত্মৈষ নিগূঢ়কার্য্যো গম্ভীরবেধা উপগুপ্তবিত্তঃ।
অনন্তমাহাত্ম্যগুণৈকধামা পৃথুঃ প্রচেতা ইব সংবৃতাত্মা ॥১০॥
দুরাসদো দুর্ব্বিষহ আসন্নোঽপি বিদূরবৎ। নৈবাভিভবিতুং শক্যো বেণারণ্যুত্থিতোঽনলঃ ॥১১॥
অন্তর্বহিশ্চ ভূতানাং পশ্যন্ কর্ম্মাণি চারণৈঃ। উদাসীন ইবাধ্যক্ষো বায়ুরাত্মেব দেহিনাম্ ॥১২॥
নাদণ্ড্যং দণ্ডয়ত্যেষ সুতমাত্মদ্বিষামপি। দণ্ডয়ত্যাত্মজমপি দণ্ড্যং ধর্ম্মপথে স্থিতঃ ॥১৩॥
অস্যাপ্রতিহতং চক্রং পৃথোরামানসাচলাৎ। বর্ত্ততে ভগবানর্কো যাবৎ তপতি গো-গণৈঃ ॥১৪॥
রঞ্জয়িষ্যতি যল্লোকময়মাত্মবিচেষ্টিতৈঃ। অথামুমাহু রাজানং মনোরঞ্জনকৈঃ প্রজাঃ ॥১৫॥
দৃঢ়ব্রতঃ সত্যসন্ধো ব্রহ্মণ্যো বৃদ্ধসেবকঃ। শরণ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মানদো দীনবৎসলঃ ॥১৬॥
মাতৃভক্তিঃ পরস্ত্রীষু পত্ন্যামর্দ্ধ ইবাত্মনঃ। প্রজাসু পিতৃবৎ স্নিগ্ধঃ কিঙ্করো ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥১৭॥

এই মহারাজ অনুরাগপূর্ণ অবলোকনের দ্বারা এবং বিশদহাস্যশোভিত সুন্দরবদনচন্দ্রের দ্বারা প্রজাগণের তৃপ্তি বিধান করিতেছেন। ৯

এই পৃথু সংযতমূর্ত্তি বরুণসদৃশ; কারণ, ইঁহার প্রবেশ ও নির্গমমার্গ সাধারণের অবিদিত, ফলনিষ্পত্তির পূর্ব্বে ইঁহার কার্য্য কেহ জানিতে পারিবে না, ইঁহার কার্য্য অতিগভীরভাবে নির্ব্বাহিত হইবে অর্থাৎ ইঁহার কোন্ কার্য্য কি অভিপ্রায়ে করা হইতেছে, তাহা কেহ বুঝিতে পারিবে না; ইঁহার বিত্ত গুপ্তভাবে রক্ষিত হইবে, ইনি অনন্ত-মাহাত্ম্যের এবং অশেষ গুণের নিলয়। ১০

ইনি বেণরূপ অরণি হইতে অনলের ন্যায় উৎপন্ন হইয়াছেন, যেহেতু ইনি শত্রুগণের স্পর্শেরও অযোগ্য, ইঁহার পরাক্রম শত্রুগণের অসহনীয় এবং ইঁনি নিকটে অবস্থান করিলেও কেহ ইঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহে। ১১

ইঁনি বায়ুর সদৃশ, কারণ, ইনি গুপ্তচরদিগের দ্বারা প্রাণিগণের আন্তরিক ও বাহ্যিক কর্ম্মসকল অবলোকন করিয়া দেহধারিগণের অভ্যন্তরস্থ আত্মভূত বায়ুর বা অন্তর্য্যামীর ন্যায় স্বীয় নিন্দা ও স্তুতিতে উদাসীন হইয়া সাক্ষিরূপে অবস্থিত। ইনি ধর্ম্মরাজ যমের বৃত্তিতে অবস্থিত, কারণ, শত্রুসন্তানও যদি দণ্ডার্হ না হয়, তাহা হইলে ইনি তাহার দণ্ড বিধান করেন না, পরন্তু পুত্রকেও দণ্ডার্হ দেখিলে, ইনি তাঁহার দণ্ডবিধানকর্ত্তা। ১২-১৩

ইঁহার রথ কোথাও প্রতিহত হইবে না, কারণ, ভগবান্ সূর্য্য যতদূর পর্য্যন্ত কিরণসমূহ দ্বারা উত্তাপ দান করেন, মানসাচল ব্যাপিয়া তত দূর পর্য্যন্ত তাঁহার রথের গতি থাকিবে। ১৪

এই পৃথু স্বকীয় মনোরঞ্জক কর্ম্ম দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিবেন, এই কারণে প্রজারা ইঁহাকে "রাজা" বলিয়া সম্বোধন করিবে। ১৫

ইনি দৃঢ়ব্রত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ব্রাহ্মণগণের হিতাকাঙ্ক্ষী, বৃদ্ধসেবী, নিখিলপ্রাণীর রক্ষক, সকলের মানদাতা এবং দীনের প্রতি স্নেহপরায়ণ। ১৬

ইঁহার পরদারে মাতৃতুল্য ভক্তি, স্বীয় স্ত্রীতে অর্দ্ধাঙ্গতুল্য প্রীতি, ইঁনি প্রজাগণের প্রতি পিতৃবৎ স্নেহবান্ এবং ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণের নিকট কিঙ্করতুল্য বশীভূত। ১৭

দেহিনামাত্মবৎ প্রেষ্ঠঃ সুহৃদাং নন্দিবর্দ্ধনঃ। মুক্তসঙ্গপ্রসঙ্গোঽয়ং দণ্ডপাণিরসাধুষু ॥ ১৮॥

অয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ কূটস্থ আত্মা কলয়াবতীর্ণঃ।
যস্মিন্নবিদ্যারচিতং নিরর্থকং পশ্যন্তি নানাত্বমপি প্রতীতম্ ॥১৯॥

অয়ং ভুবো মণ্ডলমোদয়াদ্রের্গোপ্তৈকবীরো নরদেবনাথঃ।
আস্থায় জৈত্রং রথমাত্তচাপঃ পর্য্যেষ্যতে দক্ষিণতো যথার্কঃ ॥২০॥

অস্মৈ নৃপালাঃ কিল তত্র তত্র বলিং হরিষ্যন্তি সলোকপালাঃ।
মংস্যন্ত এষাং স্ত্রিয় আদিরাজং চক্রায়ুধং তদ্‌যশ উদ্ধরন্ত্যঃ ॥২১॥

অয়ং মহীং গাং দুদুহেঽধিরাজঃ প্রজাপতির্বৃত্তিকরঃ প্রজানাম্।
যো লীলয়াদ্রীন্ স্বশরাসকোট্যা ভিন্দন্ সমাং গামকরোৎ যথেন্দ্রঃ ॥২২॥

বিস্ফূর্জ্জয়ন্নাজগবং ধনুঃ স্বয়ং যদাচরৎ ক্ষ্মামবিষহ্য আজৌ।
তদা নিলিল্যুর্দিশি দিশ্যসন্তো লাঙ্গূলমুদ্যম্য যথা মৃগেন্দ্রঃ ॥২৩॥

এষোঽশ্বমেধান শতমাজহার সরস্বতী প্রাদুরভাবি যত্র।
অহারষীদ্‌যস্য হয়ং পুরন্দরঃ শতক্রতুশ্চরমে বর্ত্তমানে ॥২৪॥

ইনি দেহধারী প্রাণিমাত্রেরই আত্মতুল্য প্রিয় এবং সুহৃজ্জনগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী, মুক্তসঙ্গ সাধুগণের সহিত ইনি প্রকৃষ্ট রূপে সঙ্গকারী, পরন্তু যাহারা অসাধু, ইনি তাহাদিগের নিকট দণ্ডপাণি যমসদৃশ। ১৮

ইনি গুণত্রয়ের অধীশ্বর, নির্ব্বিকার পরমাত্মারূপী সাক্ষাৎ ভগবানের অংশে অবতার্ণ হইয়াছেন; ইঁহাতে অবিদ্যা দ্বারা নানাত্বরচিত বলিয়া প্রতীত হইলেও উহা নিতান্তই নিরর্থক। ১৯

এই অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী নরদেব উদয়াদ্রি পর্য্যন্ত অখণ্ড ধরামণ্ডল রক্ষা করিবেন এবং তন্নিমিত্ত জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় সকল স্থল প্রদক্ষিণ করিবেন। ২০

ইনি ঐ প্রকারে যখন তিন ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিবেন, তখন তত্তৎ স্থানের নরপতিসকল লোকপালগণের সহিত উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে উপহার করিবেন এবং এই সমস্ত নরপতির মহিলাগণ চক্রধর এই রাজার যশোগান করিতে করিতে ইঁহাকে "আদিরাজ" বলিয়া বহুমানন করিবেন। ২১

ইনি রাজাধিরাজ হইয়া প্রজাগণের প্রজাপতির ন্যায় প্রজাগণের বৃত্তিবিধানার্থ গোরূপা পৃথিবীর দোহন করিবেন আর ইন্দ্রের তুল্য অবলীলাক্রমে ধনুষ্কোটি দ্বারা পর্ব্বত সকলের অগ্রভাগ ভগ্ন করিয়া তৎসমুদায়কে পরস্পর সমান করিয়া দিবেন। ২২

মৃগেন্দ্র যেমন লাঙ্গুল উচ্চ করিয়া বনে বিচরণ করে, ইনিও সেইরূপ যখন মেষ ও গোশৃঙ্গ-নির্ম্মিত শরাসনে টঙ্কার দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ভ্রমণ করিবেন, তখন দুষ্টগণ তাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া নানাদিকে লুক্কায়িত হইবে। ২৩

যেস্থানে সরস্বতী নদী প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন, মহারাজ পৃথু সেইখানে শত অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন, কিন্তু শেষ যজ্ঞটি সমাপ্ত হইতে না হইতে শতযজ্ঞকারী ইন্দ্রদেব ইঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিবেন। ২৪

এষ স্বসদ্মোপবনে সমেত্য সনৎকুমারং ভগবন্তমেকম্ ।
আরাধ্য ভক্ত্যালভতামলং তজ্জ্ঞানং যতো ব্রহ্ম পরং বিদন্তি ॥২৫॥
তত্র তত্র গিরস্তাস্তা ইতি বিশ্রুতবিক্রমঃ। শ্রোষ্যত্যাত্মাশ্রিতা গাথাঃ পৃথুঃ পৃথুপরাক্রমঃ ॥২৬॥
দিশো বিজিত্যাপ্রতিরুদ্ধচক্রঃ স্বতেজসোৎপাটিতলোকশল্যঃ।
সুরাসুরেন্দ্রৈরুপগীয়মানমহানুভাবো ভবিতা পতির্ভুবঃ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুস্তবো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

অতঃপর মহারাজ পৃথু স্বীয় গৃহসমীপস্থ উপবনে অনুপম জ্ঞানযুক্ত ভগবান্ সনৎকুমারের সঙ্গ করিয়া ভক্তি সহকারে তাঁহার আরাধনা করিবেন, এবং যে জ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, সেই শুদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিবেন। ২৫

ইনি এই পৃথু (মহৎ) পরাক্রমশালী, ইঁহার বিক্রম সর্ব্বত্র বিখ্যাত, নিজের সম্বন্ধে এই প্রকার নানাবিধ স্তববাক্য এবং গুণগাথা সর্ব্বত্রই শ্রবণ করিবেন। ২৬

ইনি দিগ্বিজয়ী হইবেন, ইঁহার আজ্ঞাচক্র অপ্রতিহত হইবে, ইনি আপন তেজঃ দ্বারা লোকদিগের দুঃখ রূপ শল্য বিদূরিত করিয়া দিবেন। পৃথ্বীপতি এই পৃথু সুরাসুরেন্দ্রগণ কর্ত্তৃক বহুমানিত মহানুভব হইবেন। ২৭

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

এবং স ভগবান্ বৈণ্যঃ খ্যাপিতো গুণকর্ম্মভিঃ। ছন্দয়ামাস তান্ কামৈঃ প্রতিপূজ্যাভিনন্দ্য চ ॥১॥

ব্রাহ্মণপ্রমুখান্ বর্ণান্ ভৃত্যামাত্যপুরোধসঃ। পৌরান্ জানপদান্ শ্রেণীঃ প্রকৃতীঃ সমপূজয়ৎ ॥২॥

শ্রীবিদুর উবাচ।

কস্মাদ্দধার গোরূপং ধরিত্রী বহুরূপিণী। যাং দুদোহ পৃথুস্তত্র কো বৎসো দোহনঞ্চ কিম্ ॥৩॥

প্রকৃত্যা বিষমা দেবী কৃতা তেন সমা কথম্। তস্য মেধ্যং হয়ং দেবঃ কস্য হেতোরপাহরৎ ॥৪॥

সনৎকুমারাদ্ভগবতো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদুত্তমাৎ।
লব্ধ্বা জ্ঞানং সবিজ্ঞানং রাজর্ষিঃ কাং গতিং গতঃ ॥৫॥

যচ্চান্যদপি কৃষ্ণস্য ভবেদ্ভগবতঃ প্রভোঃ। শ্রবঃ সুশ্রবসঃ পুণ্যং পূর্ব্বদেহকথাশ্রয়ম্ ॥৬॥

ভক্তায় চানুরক্তায় তব চাধোক্ষজস্য চ। বক্তুমর্হসি যোঽদুহ্যদ্বৈণ্যরূপেণ গামিমাম্ ॥৭॥

শ্রীসূত উবাচ।

চোদিতো বিদুরেণৈবং বাসুদেবকথাং প্রতি। প্রশস্য তং প্রীতমনা মৈত্রেয়ঃ প্রত্যভাষত ॥৮॥

পৃথিবীর যথার্থ পৃথুর উদ্যম ও ধরণী কর্ত্তৃক পৃথুর স্তব

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে কুরুনন্দন বিদুর! স্বীয় গুণ ও কর্ম্মের ঐ কর্ম্মের ঐ প্রকার স্তুতি শুনিয়া বেণাত্মজ পৃথু পরিতুষ্ট হইলেন এবং স্তোতৃগণকে বাক্য দ্বারা অভিনন্দন পূর্ব্বক কামনানুরূপ বস্তু প্রদানে প্রতিপূজা করিয়া তাঁহাদিগের সন্তোষ বিধান করিলেন। ১

তদনন্তর তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলকে এবং অমাত্য ও পুরোহিতগণকে এবং জনপদবাসী তৈলিক-তাম্বূলিকাদি সাধারণ সকলকেই যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। ২

শ্রীবিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনে! মহারাজ পৃথু যাঁহাকে দোহন করিয়াছিলেন, সেই বহুরূপধারিণী পৃথিবী কি কারণে গো-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন? সেই দোহনসময়ে কে বৎস হইয়াছিল এবং কে-ই বা দোহনপাত্র হইয়াছিল? ৩

এই ধরিত্রী দেবী স্বভাবতঃই কোথাও নিম্না, কোথাও উন্নতা, পৃথু ইঁহাকে কি প্রকারে সমতল করিলেন? আর দেবরাজ ইন্দ্রই বা কি কারণে তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিলেন? ৪

হে ব্রহ্মন্! রাজর্ষি পৃথু ব্রহ্মজ্ঞপ্রধান ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট হইতে সবিজ্ঞান জ্ঞান লাভ করিয়া কিরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ৫

হে দেব! আমি আপনাকে এই যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৃথুরূপে অবতীর্ণ হওয়ার সম্বন্ধে যে যে পবিত্র বিবরণ আছে, তৎসমুদায় কৃপা করিয়া আমার নিকট বর্ণন করুন। হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার এবং ভগবান্ অধোক্ষজের ভক্ত ও অনুরক্ত শিষ্য;—ভগবান্ই বেণতনয়রূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা শুনিয়া আমার বড়ই শ্রদ্ধা হইতেছে। ৬-৭

শ্রীসূত কহিলেন,—বিদুরের ভগবান্ বাসুদেবকথার প্রতি এতাদৃশ আগ্রহ দর্শনে সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন। ৮

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

যদাভিষিক্তঃ পৃথুরঙ্গ বিপ্রৈরামন্ত্রিতো জনতায়াশ্চ পালঃ।
প্রজা নিরন্নে ক্ষিতিপৃষ্ঠ এত্য ক্ষুৎক্ষামদেহাঃ পতিমভ্যবোচন্ ॥৯॥
বয়ং রাজন্ জাঠরেণাভিতপ্তা যথাগ্নিনা কোটরস্থেন বৃক্ষাঃ।
ত্বামদ্য যাতাঃ শরণং শরণ্যং যঃ সাধিতো বৃত্তিকরঃ পতির্নঃ ॥১০॥
তন্নো ভবানীহতু রাতবেঽন্নং ক্ষুধার্দ্দিতানাং নরদেবদেব।
যাবন্ন নঙ্ক্ষ্যামহ উজ্ঝিতোর্জ্জা বার্ত্তাপতিস্ত্বং কিল লোকপালঃ ॥১১॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

পৃথুঃ প্রজানাং করুণং নিশম্য পরিদেবিতম্। দীর্ঘং দধ্যৌ কুরুশ্রেষ্ঠ নিমিত্তং সোঽন্বপদ্যত ॥১২॥
ইতি ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা প্রগৃহীতশরাসনঃ। সন্দধে বিশিখং ভূমেঃ ক্রুদ্ধস্ত্রিপুরহা যথা ॥১৩॥
প্রবেপমানা ধরণী নিশাম্যোদায়ুধঞ্চ তম্। গৌঃ সত্যপাদ্রবদ্ভীতা মৃগীব মৃগয়ুদ্রুতা ॥১৪॥
তামন্বধাবৎ তদ্বৈণ্যঃ কুপিতোঽত্যরুণেক্ষণঃ। শরং ধনুষি সন্ধায় যত্র যত্র পলায়তে ॥১৫॥
সা দিশো বিদিশো দেবী রোদসী চান্তরং তয়োঃ। ধাবন্তী তত্র তত্রৈনং দদর্শানূদ্যতায়ুধম্ ॥১৬॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে অঙ্গ! ব্রাহ্মণেরা পৃথুরাজকে "তুমি প্রজাপালক হইলে" বলিয়া আমন্ত্রণ পূর্ব্বক যখন রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, তৎকালে ক্ষিতিতল অন্নহীন হওয়ায় প্রজাবর্গ ক্ষুধায় ক্ষীণকলেবর হইয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ৯

হে রাজন্। বৃক্ষ সকল যেমন কোটরস্থ অগ্নি দ্বারা তাপিত হয়, আমরাও সেইরূপ জঠরানল দ্বারা সন্তাপিত হইতেছি; আপনি আমাদের অন্নদাতা পতি বলিয়া সাধুগণ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছেন; অতএব আপনিই আমাদের শরণ্য, আমরা আপনারই শরণাগত হইলাম। ১০

হে নরদেবশ্রেষ্ঠ! আমরা অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হইয়া পড়িয়াছি, যতক্ষণ আমরা অন্নাভাবে বিনষ্ট না হই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি অন্ন প্রদান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। রাজন্! আপনি অখিল লোকের পালক এবং সকলের অন্নদাতা। ১১

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর! পৃথু প্রজাদিগের এই প্রকার বিলাপ ও দৈন্য শ্রবণ করিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং তখন তিনি প্রজাদিগের ক্লেশের হেতু বুঝিতে পারিলেন। ১২

"পৃথিবী ওষধিবীজ গ্রাস করিয়াছে" ইহা নিজ বুদ্ধিবলে নিশ্চয় করিয়া তিনি ক্রুদ্ধ ত্রিপুরারির ন্যায় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথিবীর প্রতি শর সন্ধান করিলেন। ১৩

তাঁহাকে অস্ত্র উদ্যত করিতে দেখিয়া ভীতা কম্পমানা ধরণী গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্যাধবিতাড়িতা হরিণীর ন্যায় পলায়নপরায়ণা হইলেন। ১৪

বেণনন্দন পৃথুও ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া শরাসনে শর সন্ধান পূর্ব্বক ধরণী দেবা যেখানে যেখানে পলায়ন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ১৫

অনন্তর ধরণী দিক্, বিদিক্, স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং অন্তরীক্ষে যে কোন স্থানেই ধাবিতা হইলেন, সেই সেইখানেই উদ্যতাস্ত্র সেই পৃথুকে পশ্চাতে পশ্চাতে দেখিতে পাইলেন। ১৬

লোকে নাবিন্দত ত্রাণং বৈণ্যান্মৃত্যোরিব প্রজাঃ। ত্রস্তা তদা নিববৃতে হৃদয়েন বিদূয়তা ॥১৭॥
উবাচ চ মহাভাগং ধর্ম্মজ্ঞাপন্নবৎসল। ত্রাহি মামপি ভূতানাং পালনেঽবস্থিতোভবান্ ॥১৮॥
স ত্বং জিঘাংসসে কস্মাদ্দীনামকৃতকিল্বিষাম্। অহনিষ্যৎ কথং যোষাং ধর্ম্মজ্ঞ ইতি যো মতঃ ॥১৯
প্রহরন্তি ন বৈ স্ত্রীষু কৃতাগঃস্বপি জন্তবঃ। কিমুত ত্বদ্বিধা রাজন্ করুণাদীনবৎসলাঃ ॥২০॥
মাং বিপাট্যাজরাং নাবং যত্র বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্। আত্মানঞ্চ প্রজাশ্চেমাঃ কথমম্ভসি ধাস্যসি ॥২১॥
শ্রীপৃথুরুবাচ।
বসুধে ত্বাং বধিষ্যামি মচ্ছাসনপরাঙ্মুখীম্। ভাগং বর্হিষি যা বৃঙ্‌ক্তে ন তনোতি চ নো বসু ॥২২॥
যবসং জগ্ধ্যনুদিনং নৈব দোগ্ধ্যৌধসং পয়ঃ। তস্যামেবং হি দুষ্টায়াং দণ্ডো নাত্র ন শস্যতে ॥২৩॥
ত্বং খল্বোষধিবীজানি প্রাক্ সৃষ্টানি স্বয়ম্ভুবা। ন মুঞ্চস্যাত্মরুদ্ধানি মামবজ্ঞায় মন্দধীঃ ॥২৪॥
অমূষাং ক্ষুৎপরীতানামার্ত্তানাং পরিদেবিতম্। শময়িষ্যামি মদ্বাণৈর্ভিন্নায়াস্তব মেদসা ॥২৫॥
পুমান্ যোষিদুত ক্লীব আত্মসম্ভাবনোঽধমঃ। ভূতেষু নিরনুক্রোশো নৃপাণাং তদ্বধোঽবধঃ ॥২৬॥

যেরূপ মৃত্যু হইতে প্রজাদের পরিত্রাণ হয় না, সেইরূপ বেণতনয় পৃথু হইতে স্বীয় পরিত্রাণের কোনও উপায় না দেখিতে পাইয়া ভীত ও দুঃখিত চিত্তে পলায়নকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ১৭

অনন্তর ভীতা ধরণী মহাভাগ পৃথুকে কহিলেন—হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে শরণাগতরক্ষক! আপনি প্রাণীদিগের পালনকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, অতএব আমাকেও রক্ষা করুন। ১৮

সকলে আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানে, অতএব আপনি এই দীনা নিরপরাধাকে কি কারণে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? আপনি কি প্রকারে স্ত্রীহত্যা করিবেন? ১৯

হে রাজন্! আপনার ন্যায় করুণহৃদয় দীন-বৎসল ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোক অপরাধ করিলে সাধারণ ব্যক্তিরাও তাহাদিগকে প্রহার করে না। ২০

আমাতেই এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, আমিই ইহার সুদৃঢ় নৌকাস্বরূপ, আমাকে বিদীর্ণ করিয়া জল-রাশির উপরে আপনি কি প্রকারে নিজেকে এবং প্রজাবর্গকে ধারণ করিবেন? ২১

পৃথু ইহা শুনিয়া কহিলেন,—বসুধে! যেহেতু তুমি আমার শাসন গ্রাহ্য কর নাই, এই জন্য আমি তোমাকে বধ করিব; কি আশ্চর্য্য! তুমি দেবতারূপে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছ, অথচ আমা-দিগকে ধন-ধান্যাদি প্রদান করিতেছ না। ২২

যে গাভী প্রতিদিন তৃণ ভক্ষণ করে, অথচ কিছুমাত্র দুগ্ধ দান করে না, সেই দুষ্টার প্রতি দণ্ডবিধান করা কি উচিত নহে? ২৩

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে যে সকল ওষধি-বীজ সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই তুমি আপনার অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, মন্দমতি তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সে সকলকে ত্যাগ করি-তেছ না। ২৪

অতএব আমি আমার বাণের দ্বারা তোমায় ছিন্ন করিব এবং তোমার মেদের দ্বারা এই সকল ক্ষুধাতুর আর্ত্ত প্রজাগণের বিলাপ শান্তি করিব। ২৫

যে ব্যক্তি প্রাণিমাত্রে নির্দ্দয়, আত্মম্ভর এবং অধম, সে পুরুষই হউক আর স্ত্রীই হউক বা ক্লীবই হউক, তাহাকে বধ করিলে নৃপতিগণের হত্যার পাতক হয় না। ২৬

ত্বাং স্তব্ধাং দুর্ম্মদাং নীত্বা মায়াগাং তিলশঃ শরৈঃ। আত্মযোগবলেনেমা ধারয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ ॥২৭॥
এবং মন্যুময়ীং মূর্ত্তিং কৃতান্তমিব বিভ্রতম্। প্রণতা প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ মহী সঞ্জাতবেপথুঃ ॥২৮॥
শ্রীপৃথিব্যুবাচ।

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় মায়য়া বিন্যস্তনানাতনবে গুণাত্মনে।
নমঃ স্বরূপানুভবেন নির্দ্ধূতদ্রব্যক্রিয়াকারকবিভ্রমোর্ম্ময়ে ॥২৯॥
যেনাহমাত্মায়তনং বিনির্ম্মিতা ধাত্রা যতোঽয়ং গুণসর্গসংগ্রহঃ।
স এব মাং হন্তুমুদায়ুধঃ স্বরাড়ুপস্থিতোঽন্যং শরণং কমাশ্রয়ে ॥৩০॥
য এতদাদাবসৃজচ্চরাচরং স্বমায়য়াত্মাশ্রয়য়াবিতর্ক্যয়া।
তয়ৈব সোঽয়ং কিল গোপ্তুমুদ্যতঃ কথং নু মাং ধর্ম্মপরো জিঘাংসতি ॥৩১॥
নূনং বতেশস্য সমীহিতং জনৈস্তন্মায়য়া দুর্জ্জয়য়াঽকৃতাত্মভিঃ।
ন লক্ষ্যতে যস্ত্বকরোদকারয়দ্যোঽনেক একঃ পরতশ্চ ঈশ্বরঃ ॥৩২॥
সর্গাদি যোঽস্যানুরুণদ্ধি শক্তিভির্দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ।
তস্মৈ সমুন্নদ্ধনিরুদ্ধশক্তয়ে নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে ॥৩৩॥

কপট গোরূপিণী দুর্ম্মদা, উদ্ধতস্বভাবা তোমাকে বাণ দ্বারা তিল তিল করিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিব, পরে নিজ যোগবলে আমি নিজেই এই সকল প্রজা ধারণ করিব। কৃতান্তের ন্যায় মহারাজ পৃথু, এইরূপ ক্রোধময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐরূপ কহিলে পৃথিবী ভয়ে কম্পমানা হইয়া প্রণতিপুরঃসর বদ্ধাঞ্জলি-সহকারে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। ২৭-২৮

শ্রীপৃথিবী কহিলেন—যিনি মায়া দ্বারা নানা তনু রচনা করিয়া গুণময়রূপে প্রতীয়মান হন, কিন্তু বস্তুতঃ যিনি আপনার স্বরূপ অনুভব হেতু দ্রব্য-ক্রিয়া-কারক-অহঙ্কার ও তন্নিমিত্ত রাগ দ্বেষ হইতে মুক্ত, আমি সেই পরম পুরুষকে নমস্কার করি। ২৯

যে বিধাতা আমাকে জীবসকলের বাসস্থান-রূপে সৃষ্টি করায় আমি চতুর্ব্বিধ জীবাত্মক গুণ-ময় সৃষ্টির আধারভূতা হইয়াছি, সেই স্বেচ্ছাময় পুরুষই যদি অস্ত্র উত্তোলন করিয়া এক্ষণে আমাকে সংহার করিতে উদ্যত হন, তবে আমি আর কোন্ রক্ষকের আশ্রয় গ্রহণ করিব? ৩০

যে ভগবান্ সৃষ্টির আদিতে আপনাতে আশ্রিত স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যিনি সেই অচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই আবার এই পৃথু রূপে স্বসৃষ্ট বিশ্বের রক্ষণে উদ্যত, সেই ধর্ম্মপালক পুরুষ আবার কি প্রকারে আমাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ৩১

অহো! এই ঈশ্বরের দুর্জ্জয় মায়া দ্বারা যাহারা বিক্ষিপ্তচিত্ত, তাহাদিগের পক্ষে তাঁহার অভিপ্রায় অতি দুর্জ্ঞেয়। সেই ঈশ্বর স্বতন্ত্র হইয়াও স্বয়ং ব্রহ্মাকে উৎপাদন করেন, এবং ব্রহ্মা দ্বারা এই চরাচর জগৎ নির্ম্মাণ করান—তিনি স্বরূপতঃ এক হইয়াও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা অনেক হইয়া থাকেন। ৩২

যিনি আপনার শক্তিস্বরূপ ইন্দ্রিয়, দেবতা, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি মহাভূতের দ্বারা এই বিশ্বের সৃজন, পালন ও লয় করিতেছেন, যাঁহার ঐ শক্তি সকল নিরন্তর বৃদ্ধিশীল ও পরস্পরের বিরোধী, আমি সেই পরমপুরুষ বিধাতাকে নমস্কার করি। ৩৩

বিবৃতি—জরায়ুজ মনুষ্যাদি, অণ্ডজ-পক্ষী প্রভৃতি, স্বেদজ ক্ষুদ্র কীটাদি, উদ্ভিজ্জ বৃক্ষাদি এই চতুর্ব্বিধ গুণময় সৃষ্টি। ৩০

স বৈ ভবানাত্মবিনির্ম্মিতং জগদ্ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাত্মকং বিভো।
সংস্থাপয়িষ্যন্নজ মাং, রসাতলাদভ্যুজ্জহারাম্ভস আদিশূকরঃ ॥ ৩৪॥
অপামুপস্থে ময়ি নাব্যবস্থিতাঃ প্রজা ভবানদ্য রিরক্ষিষুঃ কিল।
স বীরমূর্ত্তিঃ সমভূদ্ধরাধরো যো মাং পয়স্যুগ্রশরো জিঘাংসসি ॥৩৫॥
নূনং জনৈরীহিতমীশ্বরাণামস্মদ্বিধৈস্তদ্‌গুণসর্গমায়য়া।
ন জ্ঞায়তে মোহিতচিত্তবর্ত্মভিস্তেভ্যো নমো বীরযশস্করেভ্যঃ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুচরিতে ধরানিগ্রহো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

হে বিভো! হে অজ! যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনি সেই পুরুষ, আপনি স্বনির্ম্মিত ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণস্বরূপ এই চরাচর জগৎকে আমার উপরে সম্যকরূপে স্থাপন করিবার জন্য আমাকে আদিশূকর রূপ ধারণ করিয়া জলময় রসাতল হইতে উদ্ধার করেন। ৩৪

আপনিই সেই ধরাধর বরাহমূর্ত্তি, দেব! আমি জলের উপরে নৌকাস্বরূপ হইয়া আছি, আমার উপরি অবস্থিত এই সমস্ত প্রজাপালন বাসনায় আপনি সম্প্রতি বীরমূর্ত্তি পৃথুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, হে প্রভো! আপনি এক্ষণে দুগ্ধের নিমিত্ত তীক্ষ্ণ শর দ্বারা আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। ৩৫

হে প্রভো! ঈশ্বরের গুণময় সৃষ্টিরূপা মায়া দ্বারা অস্মদ্বিধজনের চিত্তবর্ত্ম মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং ঈশ্বরের কথা দূরে থাক, আমরা ঈশ্বরানুরক্ত ভক্তগণের কার্য্যও অনুমান করিতে সমর্থ নহি; ভক্তগণ কর্ত্তৃক জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির যশোবৃদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব পরমেশ্বরের ন্যায় আমি তাঁহাদিগকেও নমস্কার করি। ৩৬

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইত্থং পৃথুমভিষ্টূয় রুষা প্রস্ফুরিতাধরম্। পুনরাহাবনির্ভীতা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ॥১॥
সংনিযচ্ছাভিভো মন্যুং নিবোধ শ্রাবিতঞ্চ মে। সর্ব্বতঃ সারমাদত্তে যথা মধুকরো বুধঃ ॥২॥
অস্মিঁল্লোকেঽথবামুষ্মিন্ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। দৃষ্টা যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃপ্রসিদ্ধয়ে ॥৩॥
তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্ব্বদর্শিতান্। অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা ॥৪॥
তাননাদৃত্য যো বিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্। তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃপুনঃ ॥৫॥
পুরা সৃষ্টা হোষধয়ো ব্রহ্মণা যা বিশাম্পতে। ভুজ্যমানা ময়া দৃষ্টা অসদ্ভিরধৃতব্রতৈঃ ॥৬॥
অপালিতানাদৃতা চ ভবদ্ভির্লোকপালকৈঃ। চৌরীভূতেঽথ লোকেঽহং যজ্ঞার্থেঽগ্রসমোষধীঃ ॥৭॥
নূনং তা বীরুধঃ ক্ষীণা ময়ি কালেন ভূয়সা। তত্র দৃষ্টেন যোগেন ভবানাদাতুমর্হতি ॥ ৮ ॥
বৎসং কল্পয় মে বীর যেনাহং বৎসলা তব। ধোক্ষ্যে ক্ষীরময়ান্ কামাননুরূপঞ্চ দোহনম্ ॥৯॥
দোগ্ধারঞ্চ মহাবাহো ভূতানাং ভূতভাবন্। অন্নমীপ্সিতমূর্জ্জস্বদ্ভগবান্ বাঞ্ছতে যদি ॥১০॥

ধেনুরূপা অবনীর দোহন

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর! ক্রোধ নিবন্ধন পৃথুর ওষ্ঠপুট কম্পিত হইতেছিল দেখিয়া ভীতা ধরিত্রী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাঁহার স্তব করিয়া চিত্তসংযম পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ১

হে দেব! ক্রোধ সম্বরণ করুন। আমাকে অভয় প্রদান করুন। আমার বাক্য শ্রবণ করুন। পণ্ডিত ব্যক্তি মধুকরের ন্যায় সর্ব্ব বস্তু হইতে সার গ্রহণ করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ইহ এবং পরলোকে লোকদিগের পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য নানা উপায়ের নির্ণয় ও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ২-৩

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পূর্ব্বতন মুনিগণের প্রদর্শিত উপায় সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করে, সে অর্ব্বাচীন হইলেও অনায়াসে ফললাভে সমর্থ হয়। ৪

কিন্তু সেই সকল উপায়ে অনাদর করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তিও যদি কোন বিষয় আরম্ভ করেন, তবে তাঁহারও সে বিষয় সফল হয় না, যতবার আরম্ভ করেন, ততবারই বিফল হয়। ৫

হে মহারাজ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা আমার পৃষ্ঠে যে সকল ব্রীহি-যবাদি ও ওষধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমি দেখিলাম, অব্রতধারী দুষ্ট লোকেই সে সকল ভোগ করিতেছে। ৬

আপনার ন্যায় লোকপালেরা চৌরাদি নিবারণের দ্বারা আমার পালন এবং যজ্ঞাদির দ্বারা আমার আদর করেন নাই; প্রায় সকল লোকই চৌর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমি উত্তরকালে যজ্ঞার্থ সেই সকল ওষধি গ্রাস করিয়াছি। ৭

যে সকল ওষধি দীর্ঘকাল আমার উদরমধ্যে থাকায় নিশ্চয়ই ক্ষীণ হইয়াছে, অতএব প্রসিদ্ধ উপায় প্রয়োগ করিয়া আপনার ঐ সকল ওষধি আমার নিকট হইতে গ্রহণ করা উচিত হইতেছে। ৮

হে বীর! হে মহাবাহো! হে ভুবনপালক! আপনি যদি প্রাণীদিগের অভীপ্সিত বলপ্রদ অন্ন বাঞ্ছা করেন, তাহা হইতে গোরূপা আমার অনুরূপ বৎস, দোহনপাত্র ও দোগ্ধা স্থির করুন, তাহাতে আমি বৎসবতী হইয়া আপনার বাসনানুরূপ ক্ষীরময় অন্ন প্রদান করিতে পারিব। ৯-১০

সমাঞ্চ কুরু মাং রাজন্ দেববৃষ্টং যথা পয়ঃ। অপর্ত্তাবপি ভদ্রং তে উপাবর্ত্তেত মে বিভো ॥১১॥
ইতি প্রিয়হিতং বাক্যং ভুব আদায়,ভূপতিঃ। বৎসং কৃত্বা মনুং পাণাবদুহৎ সকলৌষধীঃ ॥১২॥
তথাপরে চ সর্ব্বত্র সারমাদদতে বুধাঃ। ততোঽন্যে চ যথাকামং দুদুহুঃ পৃথুভাবিতাম্ ॥১৩॥
ঋষয়ো দুদুহুর্দেবীমিন্দ্রিয়েষ্বথ সত্তমাঃ। বৎসং বৃহস্পতিং কৃত্বা পয়শ্ছন্দোময়ং শুচি ॥১৪॥
কৃত্বা বৎসং সুরগণা ইন্দ্রং সোমমদূদুহন্। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ বীর্য্যমোজো বলং পয়ঃ ॥১৫॥
দৈতেয়া দানবা বৎসং প্রহ্লাদমসুরর্ষভম্। বিধায় দুদুহুঃ ক্ষীরময়ঃপাত্রে সুরাসবম্ ॥১৬॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽধুক্ষন্ পাত্রে পদ্মময়ে পয়ঃ। বৎসং বিশ্বাবসুং কৃত্বা গন্ধং মধু সসৌভগম্ ॥১৭॥
বৎসেন পিতরোঽর্য্যম্না কব্যং ক্ষীরমধুক্ষত। আমপাত্রে মহাভাগ শ্রদ্ধয়া শ্রাদ্ধদেবতাঃ ॥১৮॥
প্রকল্প্য বৎসং কপিলং সিদ্ধাঃ সঙ্কল্পনাময়ীম্। সিদ্ধিং নভসি বিদ্যাঞ্চ যে চ বিদ্যাধরাদয়ঃ ॥১৯॥
অন্যে চ মায়িনো মায়ামন্তর্দ্ধানাদ্ভুতাত্মনাম্। ময়ং প্রকল্প্য বৎসন্তে দুদুহুর্ধারণাময়ীম্ ॥২০॥
যক্ষরক্ষাংসি ভূতানি পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ। ভূতেশবৎসা দুদুহুঃ কপালে ক্ষতজাসবম্ ॥২১॥
তথাহয়ো দন্দশূকাঃ সর্পা নাগাশ্চ তক্ষকম্। বিধায় বৎসং দুদুহুর্বিলপাত্রে বিষং পয়ঃ ॥২২॥

হে বিভো! হে রাজন্! আমাকে এরূপভাবে সমতল করুন, যাহাতে বর্ষা ঋতু অপগত হইলেও ইন্দ্রদেববর্ষিত জল আমার সর্ব্বত্র সমান ভাবে থাকিতে পারে, তাহা হইলে আপনার মঙ্গল হইবে। ১১

ভূপতি পৃথু পৃথিবীর এই সমস্ত প্রিয় অথচ হিত বাক্য গ্রহণ পূর্ব্বক স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস করিয়া পাণিপাত্রে সকল ওষধি দোহন করিলেন। ১২

অন্যান্য পণ্ডিতেরাও সর্ব্বত্র এই সার বাক্য গ্রহণ করিলেন এবং পৃথুর দোহনের পর পৃথুর বশীভূতা পৃথিবীকে ঋষিগণপ্রমুখ অন্যান্য সকলে স্ব স্ব বাসনানুসারে দোহন করিতে লাগিলেন। ১৩

মহাত্মাগণের শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ ও বৃহস্পতিকে বৎস কল্পনা করিয়া ইন্দ্রিয়রূপ পাত্রে পৃথিবী হইতে পবিত্র বেদরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন। ১৪

দেবগণ ইন্দ্রকে বৎস করিয়া হিরণ্ময় পাত্রে অমৃত মনঃশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি এবং দেহশক্তিময় দুগ্ধ দোহন করিলেন। দৈত্য ও দানবগণ অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে বৎস করিয়া লৌহপাত্রে সুরা ও আসবরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন। ১৫-১৬

গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাসকল বিশ্বাবসুকে বৎস করিয়া পদ্মময় পাত্রে মধুময় গন্ধর্ব্ববিদ্যা বা সঙ্গীত এবং সৌন্দর্য্য রূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন। ১৭

হে মহাভাগ বিদুর! শ্রাদ্ধদেবতা এবং পিতৃগণও অর্য্যমাকে বৎস করিয়া অপক্ব মৃন্ময় পাত্রে শ্রদ্ধা-সহকারে কব্য অর্থাৎ পিতৃগণের অন্নরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন। সিদ্ধগণ কপিলদেবকে বৎস করিয়া অণিমাদি সিদ্ধি এবং বিদ্যাধরগণ আকাশরূপ পাত্রে খেচরত্বাদি বিদ্যা দোহন করিলেন। ১৮-১৯

অন্যান্য কিম্পুরুষাদি মায়াবিগণ "ময়" নামক দানবকে বৎস কল্পনা করিয়া সেই আকাশ রূপ পাত্রে সঙ্কল্পমাত্রপ্রভবা অন্তর্দ্ধানশক্তিরূপা মায়া দোহন করিলেন। যক্ষ-রাক্ষস-পিশাচাদি মাংসাশিগণ ভগবান্ রুদ্রকে বৎস করিয়া কপাল পাত্রে রুধিররূপ আসব দোহন করিলেন। ২০-২১

তদনন্তর অহি অর্থাৎ ফণাহীন সর্প, বৃশ্চিকাদি এবং ফণাযুক্ত সর্পগণ ও নাগগণ তক্ষককে বৎস কল্পনা করিয়া মুখরূপ পাত্রে বিষময় দুগ্ধ দোহন করিলেন। ২২

পশবো যবসং ক্ষীরং বৎসং কৃত্বা চ গোবৃষম্। অরণ্যপাত্রে চাধুক্ষন্ মৃগেন্দ্রেণ চ দংষ্ট্রিণঃ ॥২৩॥
ক্রব্যাদাঃ প্রাণিনঃ ক্রব্যং দুদুহুঃ স্বকলেবরে। সুপর্ণবৎসা বিহগাশ্চরঞ্চাচরমেব চ ॥২৪॥
বটবৎসাশ্চ তরবঃ পৃথগ্রসময়ং পয়ঃ। গিরয়ো হিমবদ্বৎসা নানা ধাতূন্ স্বসানুষু ॥২৫॥
সর্ব্বে স্বমুখ্যবৎসেন স্বে স্বে পাত্রে পৃথক্ পয়ঃ। সর্ব্বকামদুঘাং পৃথ্বীং দুদুহুঃ পৃথুভাবিতাম্ ॥২৬॥
এবং পৃথ্বাদয়ঃ পৃথ্বীমন্নাদাঃ স্বন্নমাত্মনঃ। দোহবৎসাদিভেদেন ক্ষীরভেদং কুরূদ্বহ ॥২৭॥
ততো মহীপতিঃ প্রীতঃ সর্ব্বকামদুঘাং পৃথুঃ। দুহিতৃত্বে চকারেমাং প্রেম্না দুহিতৃবৎসলঃ ॥২৮॥
চূর্ণয়ংশ্চ ধনুষ্কোট্যা গিরিকূটানি রাজরাট্। ভূমণ্ডলমিদং বৈণ্যঃ প্রায়শ্চক্রে সমং বিভুঃ ॥২৯॥
অথাস্মিন্ ভগবান্ বৈণ্যঃ প্রজানাং বৃত্তিদঃ পিতা। নিবাসান্ কল্পয়াঞ্চক্রে তত্র তত্র যথার্হতঃ ॥৩০॥
গ্রামান্ পুরঃ পত্তনানি দুর্গাণি বিবিধানি চ। ঘোষান্ ব্রজান্ সশিবিরানাকরান্ খেটখর্ব্বটান্ ॥৩১॥
প্রাক্ পৃথোরিহ নৈবৈষা পুরগ্রামাদিকল্পনা। যথাসুখং বসন্তি স্ম তত্র তত্রাকুতোভয়াঃ ॥৩২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পৃথ্বীদোহো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

গো ও অশ্বপ্রমুখ পশুগণ রুদ্রবাহন বৃষভকে বৎস করিয়া অরণ্যরূপ পাত্রে তৃণময় দুগ্ধ দোহন করিল এবং তিক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট মাংসাশী পশুগণ সিংহকে বৎস করিয়া কলেবর রূপ পাত্রে মাংসরূপ দুগ্ধ দোহন করিল এবং পক্ষিকুল গরুড়কে বৎস করিয়া নিজ দেহরূপ পাত্রে কীটাদি ও ফল শস্যাদি রূপ দুগ্ধ দোহন করিল। ২৩-২৪

পাদপকুল বটবৃক্ষকে বৎস করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রসময় দুগ্ধ দোহন করিয়া লইল। ভূধরসমূহ হিমালয়কে বৎস করিয়া স্বীয় অনুরূপ পাত্রে বিবিধ ধাতুময় দুগ্ধ দোহন করিল। ২৫

সকলেই স্ব স্ব জাতির প্রধান ব্যক্তিকে বৎস কল্পনা করিয়া পৃথুর বশীভূতা সর্ব্বকামপ্রসবিনী পৃথিবী হইতে স্ব স্ব পাত্রে পৃথক্ পৃথক্ বস্তুরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়া লইয়াছিল। এই প্রকারে পৃথুপ্রমুখ অন্নভোজী জীব সকল এই পৃথিবী হইতে বৎস-পাত্রাদিভেদে স্ব স্ব অভীষ্ট অন্ন দোহন করিয়া লইলেন। ২৬-২৭

দোহনকার্য্য সমাধা হইলে পৃথু পৃথিবীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং দুহিতৃবাৎসল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বকামদোগ্ধ্রী ঐ পৃথিবীকে স্নেহবশতঃ দুহিতৃরূপে বরণ করিলেন। ২৯

প্রবলপরাক্রম বেণতনয় রাজরাজ পৃথু, স্বীয় ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল চূর্ণ করিয়া পৃথিবীকে প্রায় সমতল করিলেন। ২৯

অনন্তর প্রজাবর্গের অন্নপ্রদাতা সুতরাং পিতৃস্বরূপ বেণনন্দন পৃথু, এই ভূমণ্ডলে যে স্থান যাহার উপযুক্ত, সেই সেই স্থানে তাহার জন্য যথোপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ৩০

তাহাতে গ্রাম, পুর, পত্তন বিবিধ দুর্গ, ঘোষপল্লী, ব্রজ, শিবির, আকর, খেট, খর্ব্বট সকল নির্ম্মিত হইল। পৃথুর পূর্ব্বে এই ধরণীমণ্ডলে এ প্রকার পুর-গ্রামাদির সংস্থান ছিল না। এক্ষণে প্রজা সকল স্ব স্ব স্থানে নির্ভয়ে ও পরম সুখে বাস করিতে লাগিল। ৩১-৩২

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়।

একোনবিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

অথাদীক্ষত রাজর্ষির্হয়মেধশতেন সঃ। ব্রহ্মাবর্ত্তে মনোঃ ক্ষেত্রে যত্র প্রাচী সরস্বতী ॥১॥
তদভিপ্রেত্য ভগবান্ কর্ম্মাতিশয়মাত্মনঃ। শতক্রতুর্ন মমৃষে পৃথোর্যজ্ঞমহোৎসবম্ ॥২॥
যত্র যজ্ঞপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। অন্বভূয়ত সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকগুরুঃ প্রভুঃ ॥৩॥

অন্বিতো ব্রহ্মশর্ব্বাভ্যাং লোকপালৈঃ সহানুগৈঃ।
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্মুনিভিশ্চাপ্সরোগণৈঃ ॥ ৪ ॥

সিদ্ধা বিদ্যাধরা দৈত্যা দানবা গুহ্যকাদয়ঃ। সুনন্দনন্দপ্রমুখাঃ পার্ষদপ্রবরা হরেঃ ॥৫॥
কপিলো নারদো দত্তো যোগেশাঃ সনকাদয়ঃ। তমন্বীয়ুর্ভাগবতা যে চ তৎসেবনোৎসুকাঃ ॥৬॥
যত্র ধর্ম্মদুঘা ভূমিঃ সর্ব্বকামদুঘা সতী। দোগ্ধি স্মাভীপ্সিতানর্থান্ যজমানস্য ভারত ॥৭॥
ঊহুঃ সর্ব্বরসান্ নদ্যঃ ক্ষীরদধ্যন্নগোরসান্। তরবো ভূরিবর্ষ্মাণঃ প্রাসূয়ন্ত মধুচ্যুতঃ ॥৮॥
সিন্ধবো রত্ননিকরান্ গিরয়োঽন্নং চতুর্ব্বিধম্। উপায়নমুপাজহ্রুঃ সর্ব্বলোকাঃ সপালকাঃ ॥৯॥
ইতি চাধোক্ষজেশস্য পৃথোস্তৎ পরমোদয়ম্। অসূয়ন্ ভগবানিন্দ্রঃ প্রতিঘাতমচীকরৎ ॥১০॥

ব্রহ্মার পৃথুকে ইন্দ্রবধে নিবারণ

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর! অনন্তর পৃথু মনুর ক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে যে স্থানে সরস্বতী নদী পূর্ব্বদিকে প্রবাহিতা হইয়াছেন, সেই স্থলে শত অশ্বমেধের অনুষ্ঠানের জন্য দীক্ষিত হইলেন। ১

ভগবান্ শতক্রতু এই ব্যাপার অবগত হইয়া উহাতে স্বীয় শতাশ্বমেধ যজ্ঞকে অতিক্রম করিবে বুঝিয়া তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না! ২

সেই যজ্ঞে সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকগুরু যজ্ঞেশ্বর প্রভু শ্রীহরি সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিরিঞ্চি, শিবও তাঁহার সহিত বর্ত্তমান ছিলেন এবং মুনিগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরাসকল স্ব স্ব অনুচরবর্গ ও লোকপালগণের সহিত উপস্থিত হইয়া সেই যজ্ঞে ভগবানের যশোকীর্ত্তন করেন। ৩-৪

সিদ্ধ, বিদ্যাধর, দৈত্য, দানব ও গুহ্যক সুনন্দ-নন্দ প্রভৃতি যোগেশ্বরগণ এবং অন্যান্য শ্রীহরির পার্ষদোত্তমগণ, কপিল, নারদ, দত্তাত্রেয় ও সনকাদি মহাভাগবত এবং যাঁহারা ভগবানের সেবায় সদা সমুৎসুক, তাঁহারা সকলেই ঐ যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। ৫-৬

হে ভারত! সেই যজ্ঞে সর্ব্বকামদর্শী যজ্ঞভূমি ধেনুরূপা হইয়া যজমান পৃথুকে সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত কাম্যবস্তু প্রদান করিয়াছিলেন। ৭

তত্রত্য নদীসকল ইক্ষুদ্রাক্ষাদির সমস্ত রস বহন করিল এবং প্রকাণ্ড মধুস্রাবী পাদপকুল হইতে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তক্র, এবং যাবকাদি অন্ন প্রসূত হইয়াছিল। সিন্ধুসকল রত্নরাজি, পর্ব্বত সকল চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ খাদ্যসামগ্রী এবং লোকপালগণের সহিত লোক সকল নানাবিধ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। ৮-৯

ভগবান্ অধোক্ষজের সেবক মহারাজা পৃথুর এইরূপ অভ্যুদয় দর্শন করিয়া অসূয়ার বশবর্ত্তী হইয়া ভগবান্ ইন্দ্র সেই যজ্ঞে বাধা প্রদান করিলেন। ১০

চরমেণাশ্বমেধেন যজমানে যজুষ্পতিম্ । বৈণ্যে যজ্ঞপশুং স্পর্দ্ধন্নপোবাহ তিরোহিতঃ ॥১১॥
তমত্রির্ভগবানৈক্ষৎ ত্বরমাণং বিহায়সা । আমুক্তমিব পাষণ্ডং যোঽধর্ম্মে ধর্ম্মবিভ্রমঃ ॥১২॥
অত্রিণা চোদিতো হন্তুং পৃথুপুত্রো মহারথঃ । অন্বধাবত সংক্রুদ্ধস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥১৩॥
তং তাদৃশাকৃতিং বীক্ষ্য মেনে ধর্ম্মং শরীরিণম্ । জটিলং ভস্মনাচ্ছন্নং তস্মৈ বাণং ন মুঞ্চতি ॥১৪॥
বধান্নিবৃত্তং তং ভূয়ো হন্তবেঽত্রিরচোদয়ৎ । জহি যজ্ঞহনং তাত মহেন্দ্রং বিবুধাধমম্ ॥১৫॥
এবং বৈণ্যসুতঃ প্রোক্তস্ত্বরমাণং বিহায়সা । অন্বদ্রবদতিক্রুদ্ধো গৃধ্ররাড়িব রাবণম্ ॥১৬॥
সোঽশ্বং রূপঞ্চ তদ্ধিত্বা তস্মা অন্তর্হিতঃ স্বরাট্ । বীরঃ স্বপশুমাদায় পিতুর্যজ্ঞমুপেয়িবান্ ॥১৭॥
তৎ তস্য চাদ্ভুতং কর্ম্ম বিচক্ষ্য পরমর্ষয়ঃ । নামধেয়ং দদুস্তস্মৈ বিজিতাশ্ব ইতি প্রভো ॥১৮॥
উপসৃজ্য তমস্তীব্রং জহারাশ্বং পুনর্হরিঃ । চষাল-যূপতশ্ছন্নো হিরণ্যরসনং বিভুঃ ॥১৯॥
অত্রিঃ সন্দর্শয়ামাস ত্বরমাণং বিহায়সা । কপালখট্বাঙ্গধরং বীরো নৈনমবাধত ॥ ২০ ॥

বেণনন্দন পৃথু যখন শেষ অশ্বমেধের দ্বারা যজ্ঞপতি ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, সেই সময় ইন্দ্র ছদ্মবেশে ঈর্ষ্যাবশতঃ যজ্ঞপশুটি চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। ১১

ভগবান্ অত্রি দেখিতে পাইলেন যে, ইন্দ্র পাষণ্ডবেশের বর্ম্ম ধারণ করিয়া লোকের অধর্ম্মে ধর্ম্মভ্রম জন্মাইয়া আকাশপথে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছেন। ১২

অত্রি ঋষি ইহা দেখিয়া মহারথ পৃথু-পুত্রকে উৎসাহিত করিলে পৃথুতনয় বিশেষরূপে ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন এবং "থাক্ থাক্" এই কথা বলিতে লাগি-লেন। ১৩

ইন্দ্রের আকৃতি দেখিয়া রাজকুমার ভাবিলেন, ইনি বুঝি শরীরধারী ধর্ম্ম, কারণ, ইঁহাকে জটাধারী ও ভস্মাচ্ছন্ন দেখিতেছি, সেইজন্য তিনি দেবরাজের প্রতি বাণ পরিত্যাগ না করিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ১৪

অত্রি পৃথুপুত্রকে ইন্দ্রবধে নিবৃত্ত দেখিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে শত্রুবিনাশের জন্য উৎসাহিত করিয়া কহিলেন, হে বৎস! তোমার পিতার যজ্ঞবিনাশকারী এই দেবাধম মহেন্দ্রকে বিনাশ কর। ১৫

পক্ষিরাজ জটায়ু যেমন রাবণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ মহর্ষি অত্রির এই বাক্য শু'নয়া তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আকাশপথে পলায়মান ইন্দ্রের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। ১৬

তখন ইন্দ্র সেই পাষণ্ডবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞপশুকে রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহাবীর পৃথুপুত্র স্বীয় পশু অশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক পিতার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। ১৭

হে প্রভো! মহর্ষিগণ পৃথুপুত্রের এইরূপ অদ্ভুত কার্য্য দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে "বিজিতাশ্ব" এই নাম প্রদান করিলেন। ১৮

সেই অশ্ব যূপকাষ্ঠের অগ্রভাগে আবদ্ধ ছিল, সেই পরাক্রান্ত ইন্দ্র ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া শৃঙ্খলসহ সেই অশ্বটিকে পুনর্ব্বার হরণ করিয়া লইলেন। ১৯

পুনর্ব্বার অশ্বহরণপুরঃসর আকাশে পলায়মান ইন্দ্রকে অত্রি পৃথুপুত্রকে দেখাইয়া দিলেন—বীর পৃথুপুত্র কপাল-খট্বাঙ্গধর সেই ইন্দ্রের আর অনু-সরণ করিলেন না। ২০

অত্রিণা চোদিতস্তস্মৈ সন্দধে বিশিখং রুষা।
সোঽশ্বং রূপঞ্চ তদ্ধিত্বা তস্মা অন্তর্হিতঃ স্বরাট্ ॥২১॥

বীরশ্চাশ্বমুপাদায় পিতুর্যজ্ঞমথাব্রজৎ। তদবদ্যং হরে রূপং জগৃহুর্জ্ঞানদুর্ব্বলাঃ ॥২২॥
যানি রূপাণি জগৃহে ইন্দ্রো হয়জিহীর্ষয়া। তানি পাপস্য খণ্ডানি লিঙ্গং খণ্ডমিহোচ্যতে ॥২৩॥
এবমিন্দ্রে হরত্যশ্বং বৈণ্যযজ্ঞজিঘাংসয়া। তদ্গৃহীতবিসৃষ্টেষু পাষণ্ডেষু মতির্নৃণাম্ ॥২৪॥
ধর্ম্ম ইত্যুপধর্ম্মেষু নগ্নরক্তপটাদিষু। প্রায়েণ সজ্জতে ভ্রান্ত্যা পেশলেষু চ বাগ্মিষু ॥২৫॥
তদভিজ্ঞায় ভগবান্ পৃথুঃ পৃথুপরাক্রমঃ। ইন্দ্রায় কুপিতো বাণমাদত্তোদ্যতকার্ম্মুকঃ ॥২৬॥

তমৃত্বিজঃ শক্রবধাভিসন্ধিতং বিচক্ষ্য দুষ্প্রেক্ষ্যমসহ্যরংহসম্।
নিবারয়ামাসুরহো মহামতে ন যুজ্যতেঽত্রান্যবধঃ প্রচোদিতাৎ ॥২৭॥
বয়ং মরুত্বন্তমিহার্থনাশনং হ্বয়ামহে ত্বচ্ছ্রবসা হতত্বিষম্।
অযাতযামোপহবৈরনন্তরং প্রসহ্য রাজন্ জুহবাম তেঽহিতম্ ॥২৮॥

অনন্তর অত্রি কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া তিনি ইন্দ্রের প্রতি খরতর শর নিক্ষেপ করিলেন—তখন স্বাভিলষিত রূপ গ্রহণে সমর্থ ইন্দ্র সেই অশ্ব ও সেই রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ২১

তখন মহাবীর পৃথুতনয় অশ্ব গ্রহণ করিয়া পুনরায় পিতার যজ্ঞস্থলে সমাগত হইলেন। মন্দবুদ্ধিগণ ইন্দ্রের সেই পরিত্যক্ত নিন্দিত রূপ গ্রহণ করিল। ২২

ইন্দ্র অশ্ব অপহরণ করিবার জন্য যে সকল কপট বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্তই পাপের "খণ্ড" বলিয়া বিখ্যাত—এস্থলে "খণ্ড" অর্থে লিঙ্গ বা চিহ্ন বুঝিতে হইবে—অর্থাৎ ঐ সকল বেশ "পাষণ্ড বেশ" বলিয়া শাস্ত্রে নিন্দিত। ২৩

পৃথুর যজ্ঞে বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য ইন্দ্র অশ্ব অপহরণ করিবার জন্য যে যে বেশ গ্রহণপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সেই রূপে ক্রমে মনুষ্যগণের মতি হইল। ২৪

ঐ সকল দিগম্বর ও কাষায়বস্ত্রধারী উপধর্ম্মাবলম্বিগণের আপাততঃ রমণীয় হেতুবাদে মানবগণের মতি উহাতে ধর্ম্মভ্রমে আসক্ত হইয়া থাকে। ২৫

এই সকল ব্যাপার যখন বিপুল পরাক্রম মহারাজ পৃথুর গোচর হইল, তখন তিনি ইন্দ্রের প্রতি কুপিত হইলেন এবং ধনু উদ্যত করিয়া শরসন্ধানের উপক্রম করিলেন। ২৬

যজ্ঞস্থলে যে সকল ঋত্বিক্ যজ্ঞ করিতেছিলেন, তাঁহারা পৃথুকে ইন্দ্রবধার্থ ক্রোধে কম্পমান দেখিয়া নিবারণপূর্ব্বক কহিলেন—মহারাজ! এ সময় শাস্ত্রবিহিত পশুবধ ভিন্ন অন্য কিছু বধ করা আপনার উচিত নহে। ২৭

হে রাজন্! যে ইন্দ্র আপনার যজ্ঞ নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত, আপনার কীর্ত্তি দ্বারাই তাহার প্রভাব বিনষ্ট হইয়াছে। আমরা আপনার যজ্ঞবিঘ্নকারী ইন্দ্রকে অহতবীর্য্য আহ্বানমন্ত্র দ্বারা এই যজ্ঞশালায় আহ্বান করিয়া উহাকে বলপূর্ব্বক অগ্নিতে হোম করিব। ২৮

বিবৃতি—টীকাকারগণ এখানে নগ্ন শব্দে দিগম্বরাদি জৈন সম্প্রদায়, রক্তবস্ত্রধারী বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায় এবং আদি শব্দে বিংশ শ্লোকের উদ্দিষ্ট নরকপাল ও খট্বাঙ্গধারী কাপালিকাদি উপসম্প্রদায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ২৫

ইত্যামন্ত্র্য ক্রতুপতিং বিদুরাস্যর্ত্বিজো রুষা। স্রুগ্‌ঘস্তান্ জুহ্বতোঽভ্যেত্য স্বয়ম্ভূঃ প্রত্যষেধত ॥২৯
ন বধ্যো ভবতামিন্দ্রো যদ্‌যজ্ঞো ভগবত্তনুঃ। যং জিঘাংসথ যজ্ঞেন যস্যেষ্টাস্তনবঃ সুরাঃ ॥৩০॥
তদিদং পশ্যত মহদ্ধর্ম্মব্যতিকরং দ্বিজাঃ। ইন্দ্রেণানুষ্ঠিতং রাজ্ঞঃ কর্ম্মৈতদ্বিজিঘাংসতা ॥৩১॥
পৃথুকীর্ত্তেঃ পৃথোর্ভূয়াৎ তর্হ্যেকোনশতক্রতুঃ।
অলং তে ক্রতুভিঃ স্বিষ্টৈর্যদ্ভবান্ মোক্ষধর্ম্মবিৎ ॥৩২॥
নৈবাত্মনে মহেন্দ্রায় রোষমাহর্ত্তুমর্হসি। উভাবপি হি ভদ্রং ত উত্তমঃশ্লোকবিগ্রহৌ ॥৩৩॥
মাস্মিন্ মহারাজ কৃথাঃ স্ম চিন্তাং নিশাময়াস্মদ্বচ আদৃতাত্মা।
যদ্ধ্যায়তো দৈবহতং নু কর্ত্তুং মনোঽতিরুষ্টং বিশতে তমোঽন্ধম্ ॥৩৪॥
ক্রতুর্বিরমতামেষ দেবেষু দুরবগ্রহঃ। ধর্ম্মব্যতিকরো যত্র পাষণ্ডৈরিন্দ্রনির্ম্মিতৈঃ ॥৩৫॥
এভিরিন্দ্রোপসংসৃষ্টৈঃ পাষণ্ডৈর্হারিভির্জনম্। হ্রিয়মাণং বিচক্ষ্বৈনং যস্তে যজ্ঞধ্রুগশ্বমুট্ ॥৩৬॥
ভবান্ পরিত্রাতুমিহাবতীর্ণো ধর্ম্মং জনানাং সময়ানুরূপম্।
বেণাপচারাদবলুপ্তমদ্য তদ্দেহতো বিষ্ণুকলাঽসি বৈণ্য ॥৩৭॥

হে বিদুর! পৃথুর ঋত্বিক্‌গণ এই প্রকার মন্ত্রণা করিয়া ক্রোধভরে হোমপাত্র হস্তে ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞপতিকে আক্রমণ করিযা হোম করিতে উদ্যত হইলেই, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা স্বয়ং সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া কহিলেন। ২৯

হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা যজ্ঞে আহুতি দিয়া তাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, যজ্ঞ দ্বারা পূজিত সমস্ত দেবতা তাঁহার দেহ, তাঁহার একটি নাম যজ্ঞ, তিনি ভগবানেরই একটি অবতার সুতরাং সেই ইন্দ্রকে বধ করা তোমাদের উচিত নহে। ৩০

হে দ্বিজগণ! দেখ মহারাজ পৃথুর যজ্ঞ বিনাশ করিবার বাসনায় এই ইন্দ্র কত দূর ধর্ম্মব্যতিকর কার্য্য করিয়াছেন। ৩১

অতএব বিপুলকীর্ত্তি পৃথুর একোনশতটি যজ্ঞই হউক। অতঃপর তিনি মহারাজ পৃথুকে বলিলেন—আপনিও মোক্ষধর্ম্মবিৎ সুতরাং আপনার কাম্য যজ্ঞাদির সম্যক্ অনুষ্ঠানে প্রযোজন কি। ৩২

আপনার আত্মতুল্য মহেন্দ্রের প্রতি ক্রোধ উচিত নহে; কারণ, আপনি এবং ইন্দ্র উভয়েই উত্তমঃশ্লোক ভগবানের অবতার, অতএব আপনার মঙ্গল হউক। ৩৩

হে মহারাজ! অবহিত হইয়া আমার কথা শ্রবণ করুন। এই যজ্ঞবিঘ্ন বিষয়ে আপনি আর চিন্তা করিবেন না। দৈব দ্বারা বিনষ্ট যে ধর্ম্ম, তাহা করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি চিন্তা করে, তাহার মন অতিশয় রুষ্ট হইয়া মোহান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। ৩৪

এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হউক; দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্রকে নিবারণ করা দুঃসাধ্য। আপনার যজ্ঞে ইন্দ্র-নির্ম্মিত পাষণ্ডবেশের দ্বারা ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। ৩৫

দেখুন, আপনার যজ্ঞবিধ্যকারী অশ্বাপহারক ইন্দ্র যে সকল পাষণ্ডবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পাষণ্ডগণ মনুষ্যগণের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছেন। ৩৬

বেণের অন্যায়াচরণে মনুষ্যগণের কালোপযোগী ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াছিল, আপনি সেই ধর্ম্মের উদ্ধারের জন্য অধুনা বিষ্ণুর অংশে বেণের দেহ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৩৭

স ত্বং বিমৃশ্যাস্য ভবং প্রজাপতে সঙ্কল্পনং বিশ্বসৃজাং পিপীপৃহি।
ঐন্দ্রীঞ্চ মায়ামুপধর্ম্মমাতরং প্রচণ্ডপাষণ্ডপথং প্রভো জহি ॥৩৮॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইত্থং স লোকগুরুণা সমাদিষ্টো বিশাম্পতিঃ। তথাচ কৃত্বা বাৎসল্যং মঘোনাপি চ সন্দধে ॥৩৯॥

কৃতাবভৃথস্নানায় পৃথবে ভূরিকর্ম্মণে। বরান্ দদুস্তে বরদা যে তদ্বর্হিষি তর্পিতাঃ ॥৪০॥

বিপ্রাঃ সত্যাশিষস্তুষ্টাঃ শ্রদ্ধয়া লব্ধদক্ষিণাঃ। আশিষো যুযুজুঃ ক্ষত্তরাদিরাজায় সৎকৃতাঃ ॥৪১॥

ত্বয়াহূতা মহাবাহো সর্ব্ব এব সমাগতাঃ। পূজিতা দানমানাভ্যাং পিতৃদেবর্ষিমানবাঃ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
পৃথুবিজয়ে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

হে প্রজাপতে! এই বিশ্বের উৎপত্তি বিচার করিয়া আপনি যে বিশ্বস্রষ্টা ঋষিগণের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্কল্প পূর্ণ করুন। এই যে প্রচণ্ড পাষণ্ডমার্গ, ইহা উপধর্ম্মের প্রসূতি ইন্দ্রের মায়া—ইহাকে অবিলম্বে নাশ করুন। ৩৮

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—লোকগুরু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া মহারাজা পৃথু যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের প্রতি বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করায় ইন্দ্রের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইল। ৩৯

তদনন্তর ভূরিকর্ম্মা পৃথু যজ্ঞান্তস্নান করিলেন, তখন যে সকল দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার যজ্ঞে পূজিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন। ৪০

হে বিদুর! যে সকল ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ অব্যর্থ, তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং সেই আদিরাজ পৃথুকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ৪১

তাঁহারা কহিলেন—হে মহাবাহো! আপনি যে সকল পিতৃ, দেব, ঋষি এবং মানবদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে সমাগত হইয়া দান-মানাদি দ্বারা উত্তমরূপে অর্চ্চিত হইয়াছেন। ৪২

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে একোনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ভগবানপি বৈকুণ্ঠঃ সাকং মঘবতা বিভুঃ। যজ্ঞৈর্যজ্ঞপতিস্তুষ্টো যজ্ঞভুক্ তমভাষত॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এষ তেঽকারসীদ্ভঙ্গং হয়মেধশতস্য হ। ক্ষমাপয়ত আত্মানমমুষ্য ক্ষন্তুমর্হসি॥ ২॥

সুধিয়ঃ সাধবো লোকে নরদেব নরোত্তমাঃ। নাভিদ্রুহ্যন্তি ভূতেভ্যো যর্হি নাত্মা কলেবরম্॥৩॥

পুরুষা যদি মুহ্যন্তি ত্বাদৃশা দেবমায়য়া। শ্রম এব পরং জাতো দীর্ঘয়া বৃদ্ধসেবয়া॥৪॥

অতঃ কায়মিমং বিদ্বানবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ। আরব্ধ ইতি নৈবাস্মিন্ প্রতিবুদ্ধোঽনুষজ্জতে॥৫॥

অসংসক্তঃ শরীরেঽস্মিন্নমুনোৎপাদিতে গৃহে। অপত্যে দ্রবিণে বাপি কঃ কুর্য্যান্মমতাং বুধঃ॥৬॥

একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতির্নির্গুণোঽসৌ গুণাশ্রয়ঃ। সর্ব্বগোঽনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মাত্মনঃ পরঃ॥৭

য এবং সন্তমাত্মানমাত্মস্থং বেদ পূরুষঃ। নাজ্যতে প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ স ময়ি স্থিতঃ॥৮॥

পৃথুকে ভগবান্ বিষ্ণুর উপদেশ দান

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞভুক্ শ্রীভগবান্‌ও পৃথুর যজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়া ইন্দ্রের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন। ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন—এই ইন্দ্র তোমার এক শত অশ্বমেধের বিঘ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ইঁনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব ইঁহাকে ক্ষমা করা তোমার উচিত। ২

হে নরদেব! এই জগতে যে সকল ব্যক্তি সুবুদ্ধি, সাধু ও প্রধান, তাঁহারা প্রাণিহিংসা করেন না, যেহেতু তাঁহারা জানেন যে, এই দেহ আত্মা নহে। ৩

তোমার ন্যায় পুরুষেরাও যদি দেবমায়ায় মুগ্ধ হন, তবে তোমাদের দীর্ঘকাল বৃদ্ধসেবা কেবল শ্রম মাত্র। ৪

বিদ্বান্ ব্যক্তি এই দেহকে অবিদ্যা, কাম এবং কর্ম্ম দ্বারা রচিত বলিয়া জানেন, সুতরাং তাঁহাদের এই দেহে আসক্তি হয় না। ৫

যিনি এই দেহে অনাসক্ত, সেই পণ্ডিত ব্যক্তি ইহা দ্বারা সমুৎপন্ন গৃহ, সম্পদ্ এবং পুত্রাদিতে মমতা করিবেন কেন? ৬

এই আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। আত্মা এক, শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ, নির্গুণ, গুণের আধার সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বত্র অনাবৃত, সাক্ষিস্বরূপ ও আত্মান্তররহিত কিন্তু দেহ এরূপ নহে। ৭

সেই দেহস্থিত আত্মাকে যিনি জানিতে পারেন, তিনি দেহধারী হইলেও দেহের বিকার দ্বারা লিপ্ত হন না; কারণ, তিনি আমাতেই অবস্থিত। ৮

বিবৃতি—এই শ্লোকে পরমাত্মার যে গুণগুলি বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারাই পরমাত্মার সহিত জীবের ও দেহের যে নয় প্রকার বৈলক্ষণ্য, তাহা দেখান হইয়াছে। যথা—পরমাত্মা এক, প্রত্যুত জীব ও দেহ অনেক; পরমাত্মা শুদ্ধ, দেহ অপরিশুদ্ধ, পরমাত্মা স্বপ্রকাশ; দেহ জড়, পরমাত্মা নির্গুণ অর্থাৎ গুণাতীত; দেহ প্রাকৃত গুণময়, পরমাত্মা সমস্ত গুণের আধার—দেহ গুণের অধীন, পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী—দেহ পরিচ্ছিন্ন, পরমাত্মা অনাবৃত—দেহ গেহাদি বস্তুর দ্বারা আবৃত, পরমাত্মা দ্রষ্টা কিন্তু দেহ অচেতন, পরমাত্মার সমান বা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, কিন্তু দেহ পরমাত্মার অধীন। ৭

যঃ স্বধর্ম্মেণ মাং নিত্যং নিরাশীঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। ভজতে শনকৈস্তস্য মনো রাজন্ প্রসীদতি ॥৯॥
পরিত্যক্তগুণঃ সম্যগ্দর্শনো বিশদাশয়ঃ। শান্তিং মে সমবস্থানং ব্রহ্মকৈবল্যমশ্নুতে ॥১০॥

উদাসীনমিবাধ্যক্ষং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মনাম্।
কূটস্থমিমমাত্মানং যো বেদাপ্নোতি সোঽভবম্ ॥১১॥
ভিন্নস্য লিঙ্গস্য গুণপ্রবাহো দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মনঃ।
দৃষ্টাসু সম্পৎসু বিপৎসু সূরয়ো ন বিক্রিয়ন্তে ময়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ ॥১২॥
সমঃ সমানোত্তমমধ্যমাধমঃ সুখে চ দুঃখে চ জিতেন্দ্রিয়াশয়ঃ।
ময়োপকৢপ্তাখিললোকসংযুতো বিধৎস্ব বীরাখিললোকরক্ষণম্ ॥১৩॥
শ্রেয়ঃ প্রজাপালনমেব রাজ্ঞো যৎ সাম্পরায়ে সুকৃতাৎ ষষ্ঠমংশম্।
হর্ত্তান্যথা হৃতপুণ্যঃ প্রজানামরক্ষিতা করহারোঽঘমত্তি ॥১৪॥
এবং দ্বিজাগ্র্যানুমতানুবৃত্তধর্ম্মপ্রধানোঽন্যতমোঽবিতাস্যাঃ।
হ্রস্বেন কালেন গৃহোপযাতান্ দ্রষ্টাসি সিদ্ধাননুরক্তলোকঃ ॥১৫॥

যিনি নিষ্কাম ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা সর্ব্বদা আমার ভজনা করেন, তাঁহারই মন ক্রমে ক্রমে প্রসন্ন হয়। ৯

মন প্রসন্ন হইলেই গুণ হইতে মুক্ত হইয়া সে ব্যক্তি তত্ত্বদর্শী হয়। তখন সে আমার ঔদাসীন্য-রূপে অবস্থানরূপ ব্রহ্মকৈবল্য নামধেয় পরম শান্তি অনুভব করিতে থাকে। ১০

আত্মা কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার, এই আত্মাকে যিনি দেহ, জ্ঞান, কর্ম্ম, ইন্দ্রিয় এবং মনের অধ্যক্ষরূপে অনুভব করেন, তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ১১

ঐসকল জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তঃকরণে এইরূপ বোধ উদিত হয় যে, লিঙ্গশরীর—দ্রব্য, ক্রিয়া, কারক এবং চেতনাময়, ঐ দেহেরই সংসারভোগ হইয়া থাকে; সম্পদে বা বিপদে তাঁহাদের কোনও বিকার হয় না; কারণ, ঐ বিবেচকগণ আমাতে সৌহৃদ্য বন্ধন করিয়া নিশ্চল হইয়া অবস্থান করেন। ১২

হে রাজন্! তুমিও জ্ঞানী; অতএব তুমি সুখদুঃখকে সমান ও উত্তম, মধ্যম, অধমে সমবুদ্ধি হইয়া ইন্দ্রিয় ও মন জয়পূর্ব্বক প্রজা পালন কর এবং আমি তোমার জন্য অমাত্যাদি যে সকল পার্ষদ স্থির করিয়া রাখিয়াছি, তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত লোকের রক্ষার ব্যবস্থা কর। ১৩

প্রজাপালনই রাজার পক্ষে শ্রেয়স্কর, প্রজারা যে সকল পুণ্যানুষ্ঠান করেন, পরলোকে রাজা তাহার ষষ্ঠাংশ ভোগ করেন. যিনি রাজা হইয়া প্রজাপালন না করেন, প্রজারা তাঁহার পুণ্য হরণ করিয়া লয় এবং তিনি প্রজাদিগের নিকট হইতে যে কর গ্রহণ করেন, তাহাতে কেবল তাঁহার প্রজাবর্গের পাপ ভোজন করা হয়। ১৪

তুমি যদি ব্রাহ্মণগণের অনুমোদিত ও পারম্পর্য্য-ক্রমে আগত এই ধর্ম্মকেই প্রধান ও অর্থ-কামকে প্রাসঙ্গিক বোধ কর এবং এই ধর্ম্মে অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক অনাসক্তভাবে প্রজাপালন কর, তাহা হইলে প্রজাগণ তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন এবং অল্প-কালমধ্যেই তুমি সনকাদি সিদ্ধগণকে স্বীয় গৃহে উপস্থিত দেখিতে পাইবে। ১৫

বরঞ্চ মৎ কঞ্চন মানবেন্দ্র বৃণীষ তেঽহং গুণশীলযন্ত্রিতঃ।
নাহং মখৈর্বৈ সুলভস্তপোভির্যোগেন বা যৎ সমচিত্তবর্ত্তী ॥১৬॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

স ইত্থং লোকগুরুণা বিষ্বক্সেনেন বিশ্বজিৎ। অনুশাসিত আদেশং শিরসা জগৃহে হরেঃ ॥১৭॥
স্পৃশন্তং পাদয়োঃ প্রেম্না ব্রীড়িতং স্বেন কর্ম্মণা। শতক্রতুং পরিষ্বজ্য বিদ্বেষং বিসসর্জ্জ হ ॥১৮॥
ভগবানথি বিশ্বাত্মা পৃথুনোপহৃতার্হণঃ। সমুজ্জিহানয়া ভক্ত্যা গৃহীত রণাম্বুজঃ ॥১৯॥
প্রস্থানাভিমুখোঽপ্যেনমনুগ্রহবিলম্বিতঃ। পশ্যন্ পদ্মপলাশাক্ষো ন প্রতস্থে সুহৃৎ সতাম্ ॥২০॥

স আদিরাজো রচিতাঞ্জলির্হরিং বিলোকিতুং নাশকদশ্রুলোচনঃ।
ন কিঞ্চনোবাচ স বাষ্পবিক্লবো হৃদোপগুহ্যামুমধাদবস্থিতঃ ॥২১॥
অথাবমৃজ্যাশ্রুকলা বিলোকয়ন্নতৃপ্তদৃগ্‌গোচরমাহ পূরুষম্।
পদা স্পৃশন্তং ক্ষিতিমংস উন্নতে বিন্যস্তহস্তাগ্রমুরঙ্গবিদ্বিষঃ ॥২২॥

হে মানবেন্দ্র! আমি তোমার সদ্‌গুণ ও সৎস্বভাব দ্বারা বশীভূত হইয়াছি, অতএব তুমি আমার নিকট কোন বর প্রার্থনা কর। যজ্ঞ অথবা তপস্যা কিংবা যোগ দ্বারা আমি সহজপ্রাপ্য নহি, যাঁহাদের চিত্তবৈষম্যরহিত, আমি তাঁহাদেরই সহজ প্রাপ্য। ১৬

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বিদুর! বিশ্ববিজয়ী পৃথু লোকগুরু ভগবান্ শ্রীহরি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তাঁহার আজ্ঞা মস্তক দ্বারা গ্রহণ করিলেন। ১৭

ঐ সময়ে ইন্দ্র স্বীয় কৃত কর্ম্মের জন্য লজ্জিত হইয়া পৃথুর পাদযুগল স্পর্শ করিলেন। তখন পৃথু মহারাজ প্রেমবশতঃ তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিলেন। ১৮

বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরির পূজা করিবার জন্য মহারাজ পৃথু বিবিধ উপচার সংগ্রহ করিলেন এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধমান ভক্তিযোগে তাঁহার চরণকমল বন্দনা করিলেন। ১৯

এইরূপে গৃহীতচরণ পদ্মপলাশলোচন সজ্জন-সুহৃৎ ভগবান্ গমনে উদ্যত হইলেও রাজার প্রতি অনুগ্রহ নিবন্ধন শীঘ্র প্রস্থান করিতে পারিলেন না; পরন্তু তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২০

তখন আদিরাজ পৃথু শ্রীহরিকে স্তব করিবার জন্য কৃতাঞ্জলি হইলেন, কিন্তু আনন্দাশ্রু দ্বারা তাঁহার লোচনদ্বয় পরিপূর্ণ হওয়াতে তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিলেন না এবং বাষ্পোদ্গম হওয়াতে কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার কথা কহিবারও শক্তি রহিল না, সুতরাং তিনি তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত থাকিয়া হৃদয় দ্বারা শ্রীহরিকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২১

অতঃপর তিনি চক্ষুর জল মুছিয়া শ্রীহরির প্রতি অতৃপ্তলোচনে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন—শ্রীহরি আপনার চরণ দ্বারা ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক গরুড়ের উন্নত স্কন্ধে হস্তাগ্র বিন্যস্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন; তখন তিনি সেই পুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন। ২২

শ্রীপৃথুরুবাচ।

বরান্ বিভো ত্বদ্বরদেশ্বরাদ্বুধঃ কথং বৃণীতে গুণবিক্রিয়াত্মনাম্।
যে নারকাণামপি সন্তি দেহিনাং তানীশ কৈবল্যপতে বৃণে ন চ ॥২৩॥
ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥২৪॥
স উত্তমঃশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ ॥২৫॥
যশঃ শিবং সুশ্রব আর্য্যসঙ্গমে যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তে সকৃৎ।
কথং গুণজ্ঞো বিরমেদ্বিনা পশুং শ্রীর্যৎ প্রবব্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া ॥২৬॥
অথাভজে ত্বাখিলপুরুষোত্তমং গুণালয়ং পদ্মকরেব লালসঃ।
অপ্যাবয়োরেকপতিস্পৃধোঃ কলির্ন স্যাৎ কৃতত্বচ্চরণৈকতানয়োঃ ॥২৭॥
জগজ্জনন্যাং জগদীশ বৈশসং স্যাদেব যৎকর্ম্মণি নঃ সমীহিতম্।
করোষি ফল্গ্বপ্যুরু দীনবৎসলঃ স্ব এব ধিষ্ণ্যেঽভিরতস্য কিং তয়া ॥২৮॥

শ্রীপৃথু কহিলেন হে বিভো! যে সকল দেবতা বরপ্রদ, আপনি তাঁহাদেরও ঈশ্বর, আপনার নিকট হইতে বিবেকী ব্যক্তি কি দেহীর বিলাসভোগ্য বর প্রার্থনা করিতে পারে? ঐ সকল ভোগ্য বস্তু নারকীদিগেরও আছে, অতএব হে কৈবল্যপতে! আমার ঐ সকল বরে প্রয়োজন নাই। ২৩

হে নাথ! মোক্ষপদেও যদি সাধু পুরুষদিগের বদন মধুকরচ্যুত চরণাম্বুজের মধু পাইবার আশা না থাকে, তবে ঐ কৈবল্যপদও আমি কখন প্রার্থনা করি না; প্রাণ ভরিয়া যাহাতে আপনার যশঃ শ্রবণ করিতে পারি, তজ্জন্য আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন, আমি এই বর প্রার্থনা করি। ২৪

হে উত্তমঃশ্লোক! আপনার চরণপদ্মের কণামাত্র মধু বহন করিয়া যে বায়ু মহদ্ব্যক্তিগণের মুখ হইতে নির্গত হয়, তাহা কুযোগিগণেরও পুনরায় তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া থাকে। অতএব আমার আর অন্য বরে প্রয়োজন কি? ২৫

হে মঙ্গলকীর্ত্তে! যে ব্যক্তি মহাজনগণের সঙ্গে আপনার মঙ্গলপ্রদ যশঃ একবারও কোন প্রকারে শ্রবণ করেন, তিনি যদি পশু না হইয়া গুণজ্ঞ হন, তবে তিনি আর তাহা হইতে বিরত হইতে পারেন না, কারণ, লক্ষ্মীদেবীও সমস্তগুণ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় আপনার যশঃশ্রবণকেই উৎকৃষ্টরূপে আশ্রয় করিয়াছেন। ২৬

লক্ষ্মীর ন্যায় সমুৎসুক হইয়া আমিও আপনার ভজনা করিব, আপনি পুরুষোত্তম ও সর্ব্বগুণালয়, হে নাথ! কমলা ও আমি আমরা উভয়ে এক পতি আপনার কামনা করিব এবং উভয়েই আপনার পদারবিন্দে মনকে একভাবে নিযুক্ত রাখিব, তাহাতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে ত বিরোধ উপস্থিত হইবে না? ২৭

হে জগদীশ! জগজ্জননী লক্ষ্মীর কার্য্যে যখন আমার ঐকান্তিক আগ্রহ হইতেছে, তখন তাঁহার সহিত আমার বিরোধ হওয়ারই সম্ভাবনা। কিন্তু আপনি দীনবৎসল, আপনি ভক্তগণের কৃত কার্য্য অল্প হইলেও বহু বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন, আর আপনি যখন পরমানন্দস্বরূপ স্ব স্ব রূপে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং লক্ষ্মীকেও আপনার প্রয়োজন কি? ২৮

ভজন্ত্যথ ত্বামত এব সাধবো ব্যুদস্তমায়াগুণবিভ্রমোদয়ম্ ।
ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং নিমিত্তমন্যদ্ভগবন্ ন বিদ্মহে ॥২৯॥
মন্যে গিরং তে জগতাং বিমোহিনীং বরং বৃণীষ্বেতি ভজন্তমাত্থ যৎ ।
বাচা নু তন্ত্যা যদি তে জনোঽসিতঃ কথং পুনঃ কর্ম্ম করোতি মোহিতঃ ॥৩০॥
ত্বন্মায়য়াঽদ্ধা জন ঈশ খণ্ডিতো যদন্যদাশাস্ত ঋতাত্মনোঽবুধঃ ।
যথাচরেদ্বালহিতং পিতা স্বয়ং তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিতুম্ ॥৩১॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইত্যাদিরাজেন নুতঃ স বিশ্বদৃক্ তমাহ রাজন্ ময়ি ভক্তিরস্তু তে ।
দিষ্ট্যেদৃশী ধীর্ময়ি তে কৃতা যয়া মায়াং মদীয়াং তরতি স্ম দুস্তরাম্ ॥৩২॥

তৎ ত্বং কুরু ময়াদিষ্টমপ্রমত্তঃ প্রজাপতে । মদাদেশকরো লোকঃ সর্ব্বত্রাপ্নোতি শোভনম্ ॥৩৩॥
ইতি বৈণ্যস্য রাজর্ষেঃ প্রতিনন্দ্যার্থবদ্বচঃ । পূজিতোঽনুগৃহীত্বৈনং গন্তুং চক্রেঽচ্যুতোমতিম্ ॥৩৪॥
দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্ব-সিদ্ধচারণপন্নগাঃ । কিন্নরাপ্সরসো মর্ত্ত্যাঃ খগা ভূতান্যনেকশঃ ॥৩৫॥
যজ্ঞেশ্বরধিয়া রাজ্ঞা বাগ্বিত্তাঞ্জলিভক্তিতঃ । সভাজিতা যযুঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠানুগতাস্ততঃ ॥৩৬॥

হে ভগবন্ ! আপনি দীনবৎসল মায়াগুণের যে সকল কার্য্য, তাহা আপনাতে নাই বলিয়া সাধু ব্যক্তিগণ জ্ঞানোদয়ের পরও আপনার ভজনা করিয়া থাকেন—তাঁহাদের ঐ প্রকার সেবায় আপনার চরণকমলের স্মরণ ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার প্রয়োজন দেখিতে পাই না। আপনি "বর প্রার্থনা কর"—এই যে একটি কথা বলিয়াছেন, তাহা জগতের মোহকারিণী। কারণ, আপনার বাক্যরূপ রজ্জু দ্বারা জনগণ বদ্ধ না হইলে হইলে কি ফলপ্রত্যাশায় মুগ্ধ হইয়া কি পুনঃপুনঃ কর্ম্ম করিত ? ২৯-৩০

হে ঈশ ! অজ্ঞ মনুষ্য আপনার মায়ার দ্বারা নিশ্চিতই বিমুগ্ধ ; যেহেতু তাঁহারা পরমার্থ সত্যস্বরূপ আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত পৃথক্ স্ত্রীপুত্রাদি কামনা করিয়া থাকেন, কিন্তু পিতা যেমন আপনা হইতে পুত্রের হিত কামনা করেন, আপনার সেইরূপ স্বয়ং ইহাদের হিতচেষ্টা করা উচিত। ৩১

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বিশ্বদ্রষ্টা ভগবান্ বিষ্ণু আদিরাজ পৃথুর এই স্তব শ্রবণ করিয়া কহিলেন—"রাজন্ ! আমার প্রতি তোমার ভক্তি হউক, তোমার ভাগ্যবলেই তুমি ঈদৃশী সুকৃতি লাভ করিয়াছ, এইরূপ বুদ্ধি দ্বারাই পণ্ডিতেরা মদীয়া সুদুস্তরা মায়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ৩২

"হে প্রজাপতে ! আমি যাহা আদেশ করিলাম, তুমি অবধান হইয়া তাহা প্রতিপালন কর। আমার আজ্ঞাপালনকারী ব্যক্তি সর্ব্বত্রই মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন।" ৩৩

হে বিদুর ! ভগবান্ শ্রীহরি এই প্রকার রাজর্ষি বেণনন্দনের সারবান্ বাক্যের সমাদর করিয়া তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন। ৩৪

তৎপরে মহারাজ পৃথু দেবর্ষি, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, কিন্নর, অপ্সরা, মর্ত্ত্য, খগ ও অন্যান্য বহুবিধ প্রাণী এবং বিষ্ণুর পার্ষদগণকে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু হইতে অভিন্নজ্ঞানে বাক্য, চিত্ত, অঞ্জলি ও ভক্তি দ্বারা তাঁহাদিগের যথোচিত পূজা-বিধান করিলেন। এইরূপে পূজিত হইয়া তাঁহারা সকলেই স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ৩৫-৩৬

ভগবানপি রাজর্ষেঃ সোপাধ্যায়স্য চাচ্যুতঃ। হরন্নিব মনোঽমুষ্য স্বধাম প্রত্যপদ্যত ॥৩৭॥
অদৃষ্টায় নমস্কৃত্য নৃপঃ সন্দর্শিতাত্মনে। অব্যক্তায় চ দেবানাং দেবায় স্বপুরং যযৌ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
পৃথুচরিতে পৃথুস্তবো নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০॥

ভগবান্ শ্রীহরিও ঋত্বিক্‌গণের সহিত রাজর্ষি পৃথুর মন হরণ করিয়াই যেন স্বধামে গমন করিলেন। ৩৭

মহারাজ পৃথু—যিনি অব্যক্ত হইয়াও ভক্তজন-সমীপে নিজেকে প্রদর্শন করেন, ভগবান্ নয়নপথ অতিক্রম করিলে সেই সর্বদেবতার অধিপতিকে প্রণাম করিয়া স্বীয় নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। ৩৮

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

মৌক্তিকৈঃ কুসুমস্রগ্‌ভির্দুকূলৈঃ স্বর্ণতোরণৈঃ। মহাসুরভিভির্ধূপৈর্মণ্ডিতং তত্র তত্র বৈ ॥১॥

চন্দনাগুরুতোয়ার্দ্র-রথ্যাচত্বরমার্গবৎ। পুষ্পাক্ষতফলৈস্তোক্মৈর্লাজৈরর্চ্চিভিরর্চ্চিতম্ ॥২॥

সবৃন্তৈঃ কদলীস্তম্ভৈঃ পূগপোতৈঃ পরিষ্কৃতম্। তরুপল্লবমালাভিঃ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥৩॥

প্রজাস্তং দীপবলিভিঃ সংভৃতাশেষমঙ্গলৈঃ। অভীয়ুর্মৃষ্টকন্যাশ্চ মৃষ্টকুণ্ডলমণ্ডিতাঃ ॥ ৪ ॥

শঙ্খদুন্দুভিঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ চর্ত্বিজাম্। বিবেশ ভবনং বীরঃ স্তূয়মানো গতস্ময়ঃ ॥৫॥

পূজিতঃ পূজয়ামাস তত্র তত্র মহাযশাঃ। পৌরান্ জানপদাংস্তাংস্তান্ প্রীতঃ প্রিয়বরপ্রদঃ ॥৬॥

স এবমাদীন্যনবদ্যচেষ্টিতঃ কর্ম্মাণি ভূয়াংসি মহান্ মহত্তমঃ।
কুর্ব্বন্ শশাসাবনিমণ্ডলং যশঃ স্ফীতং নিধায়ারুরুহে পরং পদম্ ॥৭॥

শ্রীসূত উবাচ।

তদাদিরাজস্য যশো বিজৃম্ভিতং গুণৈরশেষৈর্গুণবৎ-সভাজিতম্।
ক্ষত্তা মহাভাগবতঃ সদস্পতে কৌষারবিং প্রাহ গৃণন্তমর্চ্চয়ন্ ॥৮॥

পৃথুরাজের প্রজাগণকে উপদেশ

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বৎস বিদুর! পৃথুরাজের নগর প্রবেশকালে সেই রাজপুরী স্থানে স্থানে অসংখ্য মুক্তা, পুষ্প, মাল্য, দুকূল ও স্বর্ণতোরণে সুশোভিত এবং সুগন্ধি ধূপে বাসিত হইতে লাগিল। পথ ও প্রাঙ্গণসমূহ চন্দন ও অগুরুমিশ্রিত জলে সিক্ত হইল, পুষ্প, ফল, আতপ তণ্ডুল, যবাঙ্কুর, লাজ এবং দীপ, ফল, পুষ্পফলযুক্ত কদলীস্তম্ভ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুবাকবৃক্ষ এবং বিবিধ তরু-পল্লব-মালা দ্বারা চারিদিকে সজ্জিত হইয়া নগরের শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। ১-৩

প্রজাসকল এবং স্নানাদি দ্বারা পরিশুদ্ধ ও সমুজ্জ্বল মণিকুণ্ডলে শোভিতা কন্যাগণ, দীপমালা ও দধি প্রভৃতি বহুবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যসহ মহারাজ পৃথুকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য গমন করিয়াছিল। ৪

বীর পৃথু শঙ্খদুন্দুভি-শব্দ এবং ঋত্বিক্‌গণের উচ্চারিত বেদধ্বনি দ্বারা স্তূয়মান হইয়া বিনীত ভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন। ৫

বিপুলকীর্ত্তি মহারাজ পৃথু স্থানে স্থানে পুরবাসী ও জনপদবাসিগণের দ্বারা পূজিত হইয়া প্রীত হইলেন এবং অভীষ্ট বরপ্রদ পৃথু তাঁহাদিগের প্রতিপূজা করিলেন। ৬

পবিত্রকীর্ত্তি, মহতেরও মহত্তম পৃথুরাজ এই প্রকার যজ্ঞাদি বহুবিধ কর্ম্ম করিয়া ভূমণ্ডল শাসন এবং অবশেষে পৃথিবীতে বিপুল কীর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক পরমপদে আরোহণ করিলেন। ৭

শ্রীসূত কহিলেন,—হে শৌনক! মৈত্রেয় আদিরাজ অশেষগুণ-বিলসিত ও গুণজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রশংসিত যশঃ কীর্ত্তন করিলে, মহাভাগবত বিদুর তাঁহার সৎকার পুরঃসর কহিলেন। ৮

শ্রীবিদুর উবাচ

সোঽভিষিক্তঃ পৃথুর্বিপ্রৈর্লব্ধাশেষসুরার্হণঃ ।
বিভ্রৎ স বৈষ্ণবং তেজো বাহ্বোর্যাভ্যাং দুদোহ গাম্ ॥৯॥
কো ন্বস্য কীর্ত্তিং ন শৃণোত্যভিজ্ঞো যদ্বিক্রমোচ্ছিষ্টমশেষভূপাঃ ।
লোকাঃ সপালা উপজীবন্তি কামমদ্যাপি তন্মে বদ কর্ম্ম শুদ্ধম্ ॥১০॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

গঙ্গাযমুনয়োর্নদ্যোরন্তরাক্ষেত্রমাবসন্ । আরব্ধানেব বুভুজে ভোগান্ পুণ্যজিহাসয়া ॥ ১১ ॥
সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্ । অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ ॥ ১২ ॥
একদাসীন্মহাসত্রদীক্ষা তত্র দিবৌকসাম্ । সমাজো ব্রহ্মর্ষীণাঞ্চ রাজর্ষীণাঞ্চ সত্তম ॥১৩॥
তস্মিন্নর্হৎসু সর্ব্বেষু স্বর্চ্চিতেষু যথার্হতঃ । উত্থিতঃ সদসো মধ্যে তারাণামুড়ুরাড়িব ॥১৪॥
প্রাংশুঃ পীনায়তভুজো গৌরঃ কঞ্জারুণেক্ষণঃ ।
সুনাসঃ সুমুখঃ সৌম্যঃ পীনাংসঃ সুদ্বিজস্মিতঃ ॥১৫॥
ব্যূঢ়বক্ষা বৃহচ্ছ্রোণির্বলিবল্গুদলোদরঃ । আবর্ত্তনাভিরোজস্বী কাঞ্চনোরুরুদগ্রপাৎ ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিদুর কহিলেন,—ব্রাহ্মণগণ যাঁহার অভিষেক করিয়াছিলেন, যিনি দেবগণের নিকট সম্মানিত, যিনি বাহু দ্বারা পৃথিবীকে দোহন এবং বিষ্ণুতেজ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পৃথুরাজ আর কি কার্য্য করিয়াছিলেন ? ৯

যাঁহার বিক্রমাদির উচ্ছিষ্টরূপ অভীষ্টভোগ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সহিত নিখিল লোক ও ভূপালগণ অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন, কোন্ গুণগ্রাহী ব্যক্তিই বা সেই পৃথুর কীর্ত্তি শ্রবণ না করিবেন ? তাঁহার বিশুদ্ধ কর্ম্ম সকল বলিতে আজ্ঞা হউক। ১০

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—"আদিরাজ পৃথু গঙ্গা এবং যমুনা এই নদীমধ্যস্থিত পবিত্র ভূমিতে বাস করিয়া, ভোগ দ্বারা পুণ্যক্ষয় করিবার বাসনায় প্রাক্তন কর্ম্মারব্ধ বিবিধ ভোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জন্মান্তরে ভোগ করিতে হইবে, এ নিমিত্ত কোনও কর্ম্ম করিলেন না। ১১

সপ্তদ্বীপমধ্যে তিনিই একমাত্র দণ্ডধারী ছিলেন—তাঁহার আদেশ সর্ব্বত্র অপ্রতিহত ছিল, কেবল ব্রাহ্মণকুলের ও অচ্যুতগোত্রীয়ের (বৈষ্ণবগণের) প্রতি তিনি কোনও দণ্ডবিধান করিতেন না। ১২

মহারাজ পৃথু একদা আর একটি মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। সেই যজ্ঞে দেবতা, ব্রহ্মর্ষি এবং রাজর্ষি সকলেরই সমাগম হইল। ১৩

পূজনীয় ব্যক্তিগণের যথাযোগ্য পূজা হইলে পৃথু তারাদলবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় সভামধ্যে উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। ১৪

তাঁহার শরীর উন্নত, বর্ণ গৌর, বাহুদ্বয় স্থূল, আর দীর্ঘ নয়নযুগল পদ্মতুল্য অরুণবর্ণ, নাসিকা সুন্দর, বদন মনোহর, প্রকৃতি ধীর, স্কন্ধদ্বয় উন্নত, দন্ত এবং হাস্য রমণীয়। ১৫

তাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, কটি বৃহৎ, উদর অশ্বত্থপত্র তুল্য, এবং ত্রিবলী দ্বারা শোভিত নাভিদেশ আবর্ত্তের ন্যায় গভীর, উরুদ্বয় সুবর্ণবৎ উজ্জ্বল এবং চরণদ্বয় উন্নতাগ্র। ১৬

সূক্ষ্মবক্রাসিতস্নিগ্ধ-মূর্দ্ধজঃ কম্বুকন্ধরঃ। মহাধনে দুকূলাগ্র্যে পরিধায়োপবীয় চ ॥ ১৭ ॥
ব্যঞ্জিতাশেষগাত্রশ্রীর্নিয়মে ন্যস্তভূষণঃ। কৃষ্ণাজিনধরঃ শ্রীমান্ কুশপাণিঃ কৃতোচিতঃ ॥১৮॥
শিশিরস্নিগ্ধতারাক্ষঃ সমৈক্ষত সমন্ততঃ। ঊচিবানিদমুর্ব্বীশঃ সদঃ সংহর্ষয়ন্নিব ॥ ১৯ ॥
চারু চিত্রপদং শ্লক্ষ্ণং মৃষ্টং গূঢ়মবিক্লবম্। সর্ব্বেষামুপকারার্থং তদা অনুবদন্নিব ॥ ২০ ॥
শ্রীরাজোবাচ।
সভ্যাঃ শৃণুত ভদ্রং বঃ সাধবো য ইহাগতাঃ। সৎসু জিজ্ঞাসুভির্ধর্ম্মমাবেদ্যং স্বমনীষিতম্ ॥২১॥
অহং দণ্ডধরো রাজা প্রজানামিহ যোজিতঃ। রক্ষিতা বৃত্তিদঃ স্বেষু সেতুষু স্থাপিতা পৃথক্ ॥২২॥
তস্য মে তদনুষ্ঠানাদ্ যানাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ। লোকাঃ স্যুঃ কামসন্দোহা যস্য তুষ্যতি দিষ্টদৃক্ ॥২৩॥
য উদ্ধরেৎ করং রাজা প্রজা ধর্ম্মেষ্বশিক্ষয়ন্।
প্রজানাং শমলং ভুঙ্‌ক্তে ভগঞ্চ স্বং জহাতি সঃ ॥২৪॥
তৎ প্রজা ভর্ত্তৃপিণ্ডার্থং স্বার্থমেবানসূয়তঃ। কুরুতাধোক্ষজধিয়স্তর্হি মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥২৫॥
যূয়ং তদনুমোদধ্বং পিতৃদেবর্ষয়োঽমলাঃ। কর্ত্তুঃশাস্তুরনুজ্ঞাতুস্তুল্যং যৎ প্রেত্য তৎফলম্ ॥২৬॥

তাঁহার মস্তকের কেশ সূক্ষ্ম, কুটিল কৃষ্ণবর্ণ এবং সুস্নিগ্ধ, গলদেশ কম্বুর ন্যায় ত্রিরেখাঙ্কিত, পরিধান ও উত্তরীয় মহামূল্য পট্টবস্ত্র। ১৭

যজ্ঞের নিয়মানুসারে তাঁহার দেহ ভূষণবর্জ্জিত হইলেও, গাত্রের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছিল। তিনি কৃষ্ণাজিনধারী কুশহস্ত হইয়া যজ্ঞের সমস্ত কার্য্য স্বয়ং করিয়াছিলেন। ১৮

অবনীপতি পৃথু সন্তাপহারক ও স্নিগ্ধতারকাযুক্ত নেত্র দ্বারা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং সভ্যগণের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক শ্রবণ-মধুর, মনোহর বিচিত্র-পদ-বিশিষ্ট, প্রশস্ত, শুদ্ধ এবং গভীরার্থযুক্ত বাক্যসমূহ সকলের উপকারের জন্য নিজে অনুভব করিয়াই যেন ব্যাকুলচিত্তে বলিতে লাগিলেন। ১৯-২০

শ্রীপৃথু মহারাজ কহিলেন—হে সভ্যগণ! সমগ্র সাধু ব্যক্তির এখানে সমাগম হইয়াছে, সকলেই আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আপনাদের মঙ্গল হউক, সাধুব্যক্তিগণের নিকট ধর্ম্মজিজ্ঞাসু লোকের স্ব স্ব মনোভাব সুবিচারিতভাবে ব্যক্ত করা উচিত।২১

জগদীশ্বর আমাকে দণ্ডধর করিয়া প্রজাবর্গের জীবিকাদান ও পরিপালনের নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মে সকলকে স্থাপনা করা আমার কর্ত্তব্য। ২২

হে মহোদয়গণ! প্রাক্তন কর্ম্মসাক্ষী ঈশ্বর যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, বেদবেদী পণ্ডিতেরা তাঁহার যে সমস্ত লোকপ্রাপ্তির কথা বলিয়া থাকেন, ঐ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমি যেন সেই সর্ব্বকামপূর্ণ লোক লাভ করিতে পারি। যে রাজা প্রজাদিগকে তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম্ম শিক্ষা না দিয়া কর গ্রহণ করেন, তিনি প্রজাপুঞ্জের পাপভাগী হইয়া আপন ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। ২৩-২৪

আমি তোমাদের প্রভু, আমার পিণ্ডদানবৎ পরলোকহিতার্থে তোমরা ভগবান্ শ্রীহরির চরণকমলে মতি রাখিয়া কেবল স্বধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে আমার প্রতি তোমাদের কৃপা করা হইবে।২৫

হে বিবেকশীল পিতৃদেব ও ঋষিগণ! আপনারা আমার বাক্যের অনুমোদন করুন, যেহেতু কর্ত্তার, শিক্ষাদাতার এবং অনুমোদয়িতার পরলোকে তুল্য ফল লাভ হয়। ২৬

অস্তি যজ্ঞপতির্নাম কেষাঞ্চিদর্হসত্তমাঃ। ইহামুত্র চ লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নাবত্যঃ ক্বচিদ্ভুবঃ ॥২৭॥
মনোরুত্তানপাদস্য ধ্রুবস্যাপি মহীপতেঃ। প্রিয়ব্রতস্য রাজর্ষেরঙ্গস্যাস্মৎপিতুঃ পিতুঃ ॥২৮॥
ঈদৃশানামথান্যেষামজস্য চ ভবস্য চ। প্রহ্লাদস্য বলেশ্চাপি কৃত্যমস্তি গদাভৃতা ॥২৯॥
দৌহিত্রাদীনৃতে মৃত্যোঃ শোচ্যান্ ধর্ম্মবিমোহিতান্। বর্গস্বর্গাপবর্গাণাং প্রায়েণৈকাত্ম্যহেতুনা ॥৩০॥

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥৩১॥
বিনির্দ্ধুতাশেষমনোমলঃ পুমানসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষবীর্য্যবান্।
যদঙ্ঘ্রিমূলে কৃতকেতনঃ পুনর্ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে ॥৩২॥
তমেব যূয়ং ভজতাত্মবৃত্তিভির্মনোবচঃকায়গুণৈঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
অমায়িনঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং যথাধিকারাবসিতার্থসিদ্ধয়ঃ ॥৩৩॥
অসাবিহানেকগুণোঽগুণোঽধ্বরঃ পৃথগ্বিধদ্রব্যগুণক্রিয়োক্তিভিঃ।
সম্পদ্যতেঽর্থাশয়লিঙ্গনামভির্বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনঃ স্বরূপতঃ ॥৩৪॥

হে পূজ্যবরগণ! কাহারও মতে যজ্ঞপতি নামে এক জন পরমেশ্বর আছেন, তাহা না হইলে ইহকালে ও পরকালে সমুজ্জ্বল ভোগভূমি এবং ভোগসাধন শরীরসকলই বা দৃষ্ট হইবে কেন? ২৭

হে সভ্যগণ! রাজর্ষি মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, প্রিয়ব্রত এবং আমাদের পিতামহ অঙ্গরাজা—এই সকল মহাত্মার এবং তাদৃশ অন্যান্য ব্যক্তিদিগের এবং অজ, ভব, বলি, প্রহ্লাদ, ইঁহাদের মতেও কর্ম্ম আছে, অর্থাৎ এই সকল ব্যক্তির মত এই যে, কর্ম্মফলদাতা পরমেশ্বর এক জন অবশ্য আছেন—তিনিই গদাধর নারায়ণ। ২৮-২৯

মৃত্যুর দৌহিত্র বেণ প্রভৃতি কতকগুলি অধার্ম্মিক লোকই উহা স্বীকার করেন নাই; অহো! তাঁহাদের অবস্থা কতদূর শোচনীয়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, স্বর্গ এবং মোক্ষ এই সমস্তই তৎ-কৃপাধীন। ৩০

যাঁহার পাদপদ্মের সেবাভিলাষও প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সুরতরঙ্গিণীর ন্যায় সংসারতাপে তাপিত জীবগণের অসংখ্য জন্মার্জ্জিত মনোমালিন্য সদ্য দূর করে এবং যাঁহার চরণমূল অবলম্বন করিলে পুরুষের অশেষ মানসিক মল দূরীভূত হয় ও সেই পুরুষ বৈরাগ্য সহিত বিজ্ঞান-বিশেষের দ্বারা অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকারের দ্বারা প্রভাব লাভ করিয়া পুনরায় আর ক্লেশাবহ সংসার-গতি প্রাপ্ত হন না। ৩১-৩২

অতএব হে প্রজাগণ! তোমরা কপটতা পরিহার পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া অধি-কারানুসারে আত্মবৃত্তি অধ্যাপনাদি এবং মন, বাক্য, ধ্যান, স্তব ও পরিচর্য্যা রূপ স্বকর্ম্মের দ্বারা নিত্য তাঁহারই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সেই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ভজনা কর। ৩৩

সেই ভগবান্ যদিও বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ চিদানন্দময় এবং প্রাকৃত গুণরহিত, তথাপি এই কর্ম্মমার্গে পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, মন্ত্র, অর্থ, আশয়, লিঙ্গ ও নাম এই সকল সংজ্ঞা দ্বারা যজ্ঞরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ৩৪

বিবৃতি—সমস্ত ফলপ্রাপ্তির মূলেই এক অদ্বয় ভগবত্তত্ত্ব ভিন্ন অন্য কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই। ৩০

প্রধানকালাশয়ধর্ম্মসংগ্রহে শরীর এষ প্রতিপদ্য চেতনাম্ ।
ক্রিয়াফলত্বেন বিভুর্বিভাব্যতে যথানলো দারুষু তদ্গুণাত্মকঃ ॥৩৫॥
অহো মমামী বিতরন্ত্যনুগ্রহং হরিং গুরুং যজ্ঞভুজামধীশ্বরম্ ।
স্বধর্ম্মযোগেন যজন্তি মামকা নিরন্তরং ক্ষৌণিতলে দৃঢ়ব্রতাঃ ॥৩৬॥
মা জাতু তেজঃ প্রভবেন্মহর্দ্ধিভিস্তিতিক্ষয়া তপসা বিদ্যয়া চ ।
দেদীপ্যমানেঽজিতদেবতানাং কুলে স্বয়ং রাজকুলাদ্দ্বিজানাম্ ॥৩৭॥
ব্রহ্মণ্যদেবঃ পুরুষঃ পুরাতনো নিত্যং হরির্যচ্চরণাভিবন্দনাৎ ।
অবাপ লক্ষ্মীমনপায়িনীং যশো জগৎপবিত্রঞ্চ মহত্তমাগ্রণীঃ ॥৩৮॥
যৎসেবয়াশেষগুহাশয়ঃ স্বরাড়্বিপ্রপ্রিয়স্তুষ্যতি কামমীশ্বরঃ ।
তদেব তদ্ধর্ম্মপরৈর্বিনীতৈঃ সর্ব্বাত্মনা ব্রহ্মকুলং নিষেব্যতাম্ ॥৩৯॥
পুমাঁল্লভেতানতিবেলমাত্মনঃ প্রসীদতোঽত্যন্তশমং স্বতঃ স্বয়ম্ ।
যন্নিত্যসম্বন্ধনিষেবয়া ততঃ পরং কিমত্রাস্তি মুখং হবির্ভুজাম্ ॥৪০॥

যেরূপ অগ্নি কাষ্ঠাদিতে দৈর্ঘ্যবক্রত্বাদি তদ্‌গুণাত্মক হইয়া প্রকাশ পান, সেইরূপ এই ভগবান্ পরমানন্দস্বরূপ হইয়াও অব্যক্তা প্রকৃতি, তৎক্ষোভক কাল, বাসনা ও ধর্ম্ম হেতুজাত শরীরসমূহে বিষয়াকারা বুদ্ধি প্রতিপাদন করিয়া তাহার কর্ম্মফলরূপে স্বয়ংই প্রকাশিত হন। ৩৫

আমার যে সকল প্রজা, এই ভূমণ্ডলে দৃঢ়ব্রত হইয়া স্বধর্ম্মযোগে নিরন্তর যজ্ঞভুক্ দেবগণের অধীশ্বর জগদ্‌গুরু হরির আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমার প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন। ৩৬

মহাসম্পত্তিশালী কোনও রাজবংশের তেজঃ যে সকল ব্যক্তিদিগের কুল, তিতিক্ষা, তপস্যা ও বিদ্যা দ্বারা দেদীপ্যমান, ঐ সকল ব্রাহ্মণগণের বা শ্রীহরিই যাঁহাদের একমাত্র দেবতা, সেই সকল বৈষ্ণবগণের কুলে যেন কখনও আপন প্রভাব প্রকাশ না করে। ৩৭

মহত্তমগণের অগ্রগণ্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীহরি যে ব্রাহ্মণগণের চরণ নিত্য বন্দনা করিয়া অচলা লক্ষ্মী এবং জগৎপাবন যশঃ লাভ করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণকুলের সেবায় সর্ব্বান্তর্য্যামী স্বপ্রকাশ বিপ্রপ্রিয় পরমেশ্বর অতিশয় তুষ্টিলাভ করেন, তোমরা ভগবদ্ধর্ম্মে তৎপর হইয়া বিনীতভাবে সর্ব্বপ্রকারে সেই ব্রাহ্মণকুলের সেবা কর। ৩৮-৩৯

ব্রাহ্মণকুলের নিত্যসম্বন্ধের সহিত সেবা করিলে অবিলম্বে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং তাহার ফলে পুরুষ স্বভাবতঃই স্বয়ং মোক্ষলাভ করিয়া থাকে; অতএব ইহলোকে ব্রহ্মকুলের সেবাপেক্ষা হবির্ভোজী দেবতাদিগের আর কি উৎকৃষ্টতর মুখ আছে? ৪০

বিবৃতি—প্রকৃতি, কাল, বাসনা ও ধর্ম্ম বা অদৃষ্ট এই চারি প্রকার ব্যাপারের সাহায্যে জীবের দেহধারণাদি ঘটিয়া থাকে। এই শরীরধারণের পর ভগবান্ই কায়িক, বাচিক ও মানসিক ব্যাপারের একমাত্র লক্ষ্য—এইরূপ বুদ্ধি যদি জন্মে, তবে ধর্ম্মোদ্দেশ্যে বা তদুদ্দেশ্যে ত্রিবিধ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি ঘটে। এই শ্রদ্ধা ক্রমশঃ পরিপক্ব দশায় নিষ্কাম ভক্তিতেও পরিণত হইতে পারে। এইরূপ ভক্তির ফলে ভগবৎসেবায় উদ্বুদ্ধ হইলে তিনি কৃপা করিয়া জীবের বুদ্ধিবৃত্তিতে আবিষ্ট হইয়া জীবের নিকট প্রকাশিত হন। ৩৫

অশ্নাত্যনন্তঃ খলু তত্ত্বকোবিদৈঃ শ্রদ্ধাহুতং যন্মুখ ইজ্যনামভিঃ।
ন বৈ তথা চেতনয়া বহিষ্কৃতে হুতাশনে পারমহংস্যপর্য্যগুঃ ॥৪১॥
যদ্‌ব্রহ্ম নিত্যং বিরজং সনাতনং শ্রদ্ধাতপোমঙ্গলমৌনসংযমৈঃ।
সমাধিনা বিভ্রতি হার্থদৃষ্টয়ে যত্রেদমাদর্শ ইবাবভাসতে ॥৪২॥
তেষামহং পাদসরোজরেণুমার্য্যা বহেয়াধিকিরীটমায়ুঃ।
যং নিত্যদা বিভ্রত আশু পাপং নশ্যত্যমুং সর্ব্বগুণা ভজন্তি ॥৪৩॥
গুণায়নং শীলধনং কৃতজ্ঞং বৃদ্ধাশ্রয়ং সংবৃণতেঽনু সম্পদঃ।
প্রসীদতাং ব্রহ্মকুলং গবাঞ্চ জনার্দ্দনঃ সানুচরশ্চ মহ্যম্ ॥৪৪॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি ব্রুবাণং নৃপতিং পিতৃদেবদ্বিজাতয়ঃ। তুষ্টুবুর্হৃষ্টমনসঃ সাধুবাদেন সাধবঃ ॥৪৫॥
পুত্রেণ জয়তে লোকানিতি সত্যবতী শ্রুতিঃ। ব্রহ্মদণ্ডহতঃ পাপো যদ্বেণোঽত্যতরৎ তমঃ ॥৪৬॥
হিরণ্যকশিপুশ্চাপি ভগবন্নিন্দয়া তমঃ। বিবিক্ষুরত্যগাৎ সূনোঃ প্রহ্লাদস্যানুভাবতঃ ॥৪৭॥
বীরবর্য্য পিতঃ পৃথ্ব্যাঃ সমাঃ সঞ্জীব শাশ্বতীঃ। যস্যেদৃশ্যচ্যুতে ভক্তিঃ সর্ব্বলোকৈকভর্ত্তরি ॥৪৮॥

তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ ইন্দ্রাদির নামোচ্চারণ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণের মুখে হোম করিলে সর্ব্বান্তর্য্যামী অনন্তদেব যেরূপে তাহা তৃপ্তিসহকারে ভোজন করেন, অচেতন অগ্নিতে হোম করিলে তেমন ভোজন করেন না। ৪১

যে বেদে দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় বিশ্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে, ব্রাহ্মণগণ শ্রদ্ধা, তপস্যা, মঙ্গল, মৌন, ইন্দ্রিয়সংযম ও সমাধির দ্বারা সর্ব্বদা সেই বেদের বিচার করিয়া থাকেন। ৪২

হে আর্য্যগণ! আমি যেন যাবজ্জীবন সেই ব্রাহ্মণগণের পদধূলি আপনার মুকুটোপরি বহন করিতে পারি, যে পুরুষ ব্রাহ্মণদিগের চরণধূলি নিত্য ধারণ করেন, তাঁহার পাপ দূর হইয়া যায়, এবং সমস্ত গুণ স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে ভজনা করিয়া থাকে। ৪৩

যিনি সর্ব্বগুণের আশ্রয়, চরিত্রবান্, কৃতজ্ঞ এবং যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সমস্ত সম্পত্তিই তাঁহাকে সম্যক্‌ভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে; অতএব ব্রহ্মকুল, গো-কুল এবং সানুচর জনার্দ্দন যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হন। ৪৪

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—মহারাজা পৃথু এইরূপ বলিলে,—পিতৃগণ, দেবগণ, সাধুগণ ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে সাধুবাদের দ্বারা এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগলেন। ৪৫

"পুত্রের দ্বারা সকল লোক জিত হয়" এই শ্রুতি যথার্থ—যেহেতু ব্রহ্মদণ্ডহত পাপিষ্ঠ বেণও পুত্রের দ্বারা নরক হইতে ত্রাণ লাভ করিল। ৪৬

হিরণ্যকশিপুও এইরূপে ভগবানের নিন্দা করিয়া নরকে প্রবেশোন্মুখ হইয়াও নিজ পুত্র প্রহ্লাদের প্রভাবে নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। ৪৭

হে বীরবর, হে পৃথিবীর পিতঃ! সর্ব্বলোকের একমাত্র ভর্ত্তা অচ্যুতের প্রতি আপনার সত্যই ভক্তি আছে। অতএব আপনি অনন্তকাল সুখে জীবন যাপন করুন। ৪৮

অহো বয়ং হ্যদ্য পবিত্রকীর্ত্তে ত্বয়ৈব নাথেন মুকুন্দনাথাঃ।
য উত্তমঃশ্লোকতমস্য বিষ্ণোর্ব্রহ্মণ্যদেবস্য কথাং ব্যনক্তি ॥৪৯॥
নাত্যদ্ভুতমিদং নাথ তবাজীব্যানুশাসনম্। প্রজানুরাগো মহতাং প্রকৃতিঃ করুণাত্মনাম্ ॥৫০॥
অদ্য নস্তমসঃ পারস্ত্বয়োপাসাদিতঃ প্রভো। ভ্রাম্যতাং নষ্টদৃষ্টীনাং কর্ম্মভির্দৈবসংজ্ঞিতৈঃ ॥৫১॥
নমো বিশুদ্ধসত্ত্বায় পুরুষায় মহীয়সে। যো ব্রহ্ম ক্ষত্রমাবিশ্য বিভর্ত্তীদং স্বতেজসা ॥৫২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
পৃথুচরিতে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

হে পবিত্রকীর্ত্তে! আমরা তোমাকে নাথরূপে প্রাপ্ত হইয়া আজ মুকুন্দকেই স্বামিরূপে প্রাপ্ত হইলাম, যেহেতু তুমি উত্তমঃশ্লোকগণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মণ্যদেব বিষ্ণুরই কীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছ। ৪৯

হে নাথ! তোমার এই সেবকগণের প্রতি অনুশাসন অতিশয় আশ্চর্য্যজনক নহে। কারণ, প্রজাদিগের প্রতি অনুরাগ ভবাদৃশ মহৎ ব্যক্তিদিগের পক্ষে স্বাভাবিক। ৫০

হে প্রভো! আমরা দৈব নামক কর্ম্মের দ্বারা নষ্টদৃষ্টি হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলাম, তুমিই আমাদিগকে অদ্য সেই অজ্ঞানান্ধকারের পরপারে উপনীত করিলে। ৫১

যিনি ব্রাহ্মণ জাতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ক্ষত্রিয়কে এবং ক্ষত্রিয়ে আবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে এবং এই উভয়েই অধিষ্ঠিত থাকেন, স্বীয় তেজের দ্বারা এই বিশ্বকে পালন করিয়া থাকেন, আমরা সেই বিশুদ্ধসত্ত্ব মহীয়ান্ পুরুষ-শ্রেষ্ঠকে নমস্কার করি। ৫২

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

জনেষু প্রগৃণৎস্বেবং পৃথুং পৃথুলবিক্রমম্। তত্রোপজগ্মুর্মুনয়শ্চত্বারঃ সূর্য্যবর্চ্চসঃ ॥ ১॥
তাংস্তু সিদ্ধেশ্বরান্ রাজা ব্যোম্নোঽবতরতোঽর্চ্চিষা।
লোকানপাপান্ কুর্ব্বাণান্ সানুগোঽচষ্টলক্ষিতান্ ॥২॥
তদ্দর্শনোদ্গতান্ প্রাণান্ প্রত্যাদিৎসুরিবোত্থিতঃ। সসদস্যানুগো বৈণ্য ইন্দ্রিয়েশো গুণানিব ॥৩॥
গৌরবাদ্যন্ত্রিতঃ সভ্যঃ প্রশ্রয়ানতকন্ধরঃ। বিধিবৎ পূজয়াঞ্চক্রে গৃহীতাধ্যর্হণাসনান্ ॥৪॥
তৎপাদশৌচসলিলৈর্মার্জ্জিতালকবন্ধনঃ। তত্র শীলবতাং বৃত্তমাচরন্মানয়ন্নিব ॥ ৫ ॥
হাটকাসন আসীনান্ স্বধিষ্ণ্যেষ্বিব পাবকান্। শ্রদ্ধাসংযমসংযুক্তঃ প্রীতঃ প্রাহ ভবাগ্রজান্ ॥৬॥

শ্রীপৃথুরুবাচ।

অহো আচরিতং কিং মে মঙ্গলং মঙ্গলায়নাঃ। যস্য বো দর্শনং হ্যাসীদ্দুর্দ্দর্শানাঞ্চ যোগিভিঃ ॥৭॥
কিং তস্য দুর্লভতরমিহ লোকে পরত্র চ। যস্য বিপ্রাঃ প্রসীদন্তি শিবো বিষ্ণুশ্চ সানুগঃ ॥৮॥

পৃথুরাজের প্রতি সনৎকুমারের উপদেশ

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—বৎস বিদুর! সভাস্থ ব্যক্তিগণ মহাবলপরাক্রম পৃথুকে ঐ প্রকারে কহিতেছেন, এমন সময়ে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী চারিটি মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১

ঐ সিদ্ধ মহাত্মাগণ যখন জনগণকে পাপশূন্য করিয়া আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতেছিলেন, তখন তাঁহাদিগের জ্যোতিঃ দেখিয়া বোধ হইল যে, তাঁহারা সনকাদি ঋষি; মহারাজ পৃথু অনুচরগণসহিত সাদরে তাঁহাদিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। ২

ইন্দ্রিয়ধারী জীব যেরূপ স্বভাবতঃই রূপ, রস. গন্ধের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ ঋষিগণের দর্শন-মাত্রেই পৃথুরাজের প্রাণ যেন তাঁহাদিগের সমাগমেচ্ছায় অগ্রেই ধাবিত হইতেছিল। প্রত্যুত্থান করিয়া তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন, এই বিবেচনা করিয়া রাজা সদস্যগণের সহিত উত্থিত হইলেন। ৩

ঋষিগণের মর্য্যাদায় অভিভূত হইয়া পৃথু বিনয়াবনত মস্তকে তাঁহাদিগকে অর্ঘ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যথাবিধি পূজা করিলেন। ৪

রাজা তাঁহাদিগের পাদপ্রক্ষালন করিয়া সেই জলে আপনার কেশবন্ধন ধৌত করিয়া লইলেন, রাজা যেন সাধুগণের আচার মান্য করিয়া আপনিও (সেইরূপ আচরণ করিলেন। ৫

ভগবান্ ভবের অগ্রজ সেই ঋষিগণ স্ব স্ব স্বর্ণ-সিংহাসনে অগ্নির ন্যায় উপবিস্ট হইলে মহারাজা পৃথু তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংযমের সহিত প্রীতি প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন। ৬

শ্রীপৃথু কহিলেন—হে মঙ্গলালয় ঋষিগণ! আমি এমন কি শুভকার্য্য করিয়াছিলাম যে, দেবগণেরও দুর্লভ আপনার দর্শন লাভ করিলাম? ৭

অথবা যাঁহার প্রতি বিপ্রগণ এবং অনুচরগণের সহিত ভগবান্ শিব ও বিষ্ণু প্রসন্ন হন, তাঁহার ইহলোকে ও পরলোকে কি দুষ্প্রাপ্য থাকে? ৮

নৈব লক্ষয়তে লোকো লোকান্ পর্য্যটতোঽপি যান্।
যথা সর্ব্বদৃশং সর্ব্ব আত্মানং যেঽস্য হেতবঃ ॥৯॥
অধুনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ। যদ্গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ ॥ ১০ ॥
ব্যালালয়দ্রুমা বৈ তেঽপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ। যদ্গৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১১ ॥
স্বাগতং বো দ্বিজশ্রেষ্ঠা যদ্ব্রতানি মুমুক্ষবঃ। চরন্তি শ্রদ্ধয়া ধীরা বালা এব বৃহন্তি বৈ ॥১২॥
কচ্চিন্নঃ কুশলং নাথা ইন্দ্রিয়ার্থার্থবেদিনাম্। ব্যসনাবাপ এতস্মিন্ পতিতানাং স্বকর্ম্মভিঃ ॥১৩॥
ভবৎসু কুশলপ্রশ্ন আত্মারামেষু নেষ্যতে। কুশলাকুশলা যত্র ন সন্তি মতিবৃত্তয়ঃ ॥১৪॥
তদহং কৃতবিশ্রম্ভঃ সুহৃদো বস্তপস্বিনাম্। সংপৃচ্ছে ভব এতস্মিন্ ক্ষেমঃ কেনাঞ্জসা ভবেৎ ॥১৫॥
ব্যক্তমাত্মবতামাত্মা ভগবানাত্মভাবনঃ। স্বানামনুগ্রহায়েমাং সিদ্ধরূপী চরত্যজঃ ॥ ১৬ ॥
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।
পৃথোস্তৎ সূক্তমাকর্ণ্য সারং সুষ্ঠু মিতং মধু। স্ময়মান ইব প্রীত্যা কুমারঃ প্রত্যুবাচ হ ॥১৭॥

যেরূপ সর্ব্বদর্শী আত্মাকে লোক সকল দেখিতে পায় না, সেইরূপ আপনারা সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া বেড়াইলেও কোনও ব্যক্তি আপনাদিগকে দেখিতে পায় না। ৯

যাঁহাদিগের গৃহে ভবাদৃশ পূজ্যতমগণের সেবা-যোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যগণের সেবা-সম্ভার বর্ত্তমান থাকে, সেই সকল সাধু গৃহস্থ ধনহীন হইলেও ধন্য। ১০

যে সকল গৃহ সাধু-বৈষ্ণবগণের চরণোদকে বর্জ্জিত, সে সকল আলয় সর্ব্বসম্পদে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পগণের আবাসবৃক্ষের তুল্য ভয়ঙ্কর! ১১

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনাদিগের ত' সুখে আগমন হইল? মুমুক্ষুগণ যে সকল ব্রতের আচরণ করিয়া থাকেন, আপনারা বাল্যকালাবধি সেই সকল মহা মহাব্রতের আচরণ করিয়া থাকেন, তখন আপনাদের সুখে আগমন না হইবার সম্ভাবনা কি? ১২

হে প্রভুগণ! আমরা নিজ কর্ম্মবশে নানাবিধ বিপদের আকরভূমি এই সংসারে নিপতিত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া বোধ করিতেছি, আমাদের কি কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে? ১৩

আপনারা আত্মারাম, ইহা কুশল অথবা ইহা অকুশল এরূপ ভেদবুদ্ধি আপনাদের নাই, সুতরাং আপনাদিগকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে। ১৪

আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আপনারা সংসারসন্তপ্ত জনগণের পরম বন্ধু, অতএব কি উপায়ে এই সংসারে তাহাদিগের অনায়াসে মঙ্গল হইতে পারে, আমি আপনাদিগকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। ১৫

ভগবানই আত্মদর্শী পুরুষগণের আত্মা সেই শ্রীভগবানই তাঁহাদিগের আত্মরূপে প্রকাশমান হইয়া স্বীয় ভক্তজনে অনুগ্রহ বিতরণার্থ সিদ্ধরূপে অবনীমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন। ১৬

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—পৃথু মহারাজের ঐ প্রকার অল্পাক্ষর গম্ভীরার্থ শ্রবণমোহন সুসঙ্গত বচন শ্রবণ করিয়া সনৎকুমার প্রসন্ন মুখে যেন মৃদু হাস্যসহকারে প্রীতিপূর্ণভাবে কহিলেন। ১৭

শ্রীসনৎকুমার উবাচ।

সাধু পৃষ্টং মহারাজ সর্ব্বভূতহিতাত্মনা। ভবতা বিদুষা চাপি সাধূনাং মতিরীদৃশী ॥১৮॥
সঙ্গমঃ খলু সাধূনামুভয়েষাঞ্চ সম্মতঃ। যৎসম্ভাষণসংপ্রশ্নঃ সর্ব্বেষাং বিতনোতি শম্ ॥১৯॥

অস্ত্যেব রাজন্ ভবতো মধুদ্বিষঃ পাদারবিন্দস্য গুণানুবাদনে।
রতির্দুরাপা বিধুনোতি নৈষ্ঠিকী কামং কষায়ং মলমন্তরাত্মনঃ ॥২০॥
শাস্ত্রেষ্বিয়ানেব সুনিশ্চিতো নৃণাং ক্ষেমস্য সধ্র্যগ্বিমৃশেষু হেতুঃ।
অসঙ্গ আত্মব্যতিরিক্ত আত্মনি দৃঢ়া রতির্ব্রহ্মণি নির্গুণে চ যা ॥২১॥
সা শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধর্ম্মচর্য্যয়া জিজ্ঞাসয়াধ্যাত্মিকযোগনিষ্ঠয়া।
যোগেশ্বরোপাসনয়া চ নিত্যং পুণ্যশ্রবঃকথয়া পুণ্যয়া চ ॥২২॥
অর্থেন্দ্রিয়ারামসগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া তৎসম্মতানামপরিগ্রহেণ চ।
বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি বিনা হরের্গুণপীযূষপানাৎ ॥২৩॥
অহিংসয়া পারমহংস্যচর্য্যয়া স্মৃত্যা মুকুন্দাচরিতাগ্র্যসীধুনা।
যমৈরকামৈর্নিয়মৈশ্চাপ্যনিন্দয়া নিরীহয়া দ্বন্দ্বতিতিক্ষয়া চ ॥২৪॥

শ্রীসনৎকুমার কহিলেন,—হে মহারাজ! তুমি সর্ব্বভূতের হিতে রত এবং বিদ্বান্, তুমি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছ। তোমার ন্যায় সাধু ব্যক্তিদিগের এই প্রকার বুদ্ধিই হইয়া থাকে। ১৮

সাধুদিগের সঙ্গ—বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই বাঞ্ছনীয়। তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ ও কথোপকথন সকলেরই মঙ্গলদায়ক হইয়া থাকে। ১৯

হে রাজন্! মধুসূদন শ্রীহরির পদারবিন্দের গুণ-কীর্ত্তনে তোমার সুদুর্ল্লভা ঐকান্তিকী রতি বিদ্যমান। উহাতে অন্তরাত্মার কামরূপ মল বিধৌত হয়। ২০

আত্মভিন্ন পদার্থে বৈরাগ্য এবং গুণাতীত ব্রহ্ম-স্বরূপ আত্মার দৃঢ়া রতি—ইহাই শাস্ত্রসমূহের সম্যক বিচারে জীবের কল্যাণ লাভের হেতু বলিয়া সুনিশ্চিত আছে। ২১

সেই রতি—শ্রদ্ধা, ভগবদ্ধর্ম্মচর্য্যা, জিজ্ঞাসা, আধ্যাত্মিক যোগনিষ্ঠা, যোগেশ্বরগণের উপাসনা এবং সর্ব্বদা পবিত্র শ্রীহরিকথা শ্রবণে জন্মিয়া থাকে। ২২

ধনলোলুপ ও ইন্দ্রিয়তর্পণরত ব্যক্তিগণের সঙ্গে বিতৃষ্ণা, তাঁহাদিগের অভিমত অর্থ-কামাদি পরিত্যাগ ও আত্মার পরিতোষ জন্মিলে নির্জ্জনবাসে অভিরুচি এই সকলের দ্বারা ঐ রতি দৃঢ়া হইয়া থাকে কিন্তু শ্রীহরির গুণামৃত পানের সম্ভাবনা না থাকিলে আত্মরতি ও নির্জ্জনবাসও কর্ত্তব্য নহে। ২৩

অহিংসা (কায়মনোবাক্যে পরপীড়া ত্যাগ), পারমহংস্যচর্য্যা (উপশমাদি প্রধান বৃত্তির অবলম্বন), স্মৃতি (আত্মহিতানুসন্ধান), মুকুন্দচরিতামৃতের অনু-স্মরণ, ইন্দ্রিয়দমন, (ভোগবাসনা পরিত্যাগ), ব্রতাদি নিয়ম, ধর্ম্মান্তরের অনিন্দা, অপ্রাপ্ত দ্রব্যের প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত দ্রব্য রক্ষণের চেষ্টারাহিত্য, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা। ২৪

বিবৃতি—শ্রীহরির নাম, গুণ ও কর্ম্মাদি সকলই নির্গুণ বা গুণাতীত; কিন্তু জীবের প্রতি শ্রীভগবানের করুণা হেতু ঐ সকল কথা গুণময় রূপে প্রতিভাত হইয়া জীবের হৃদয়কে গুণাতীত শ্রীভগবত্তত্ত্বে লইয়া যায়; এই জন্য নির্জ্জনবাস অপেক্ষাও উহা পরম শ্রেয়স্কর। ২৩

হরের্মুহুস্তৎপরকর্ণপূরগুণাভিধানেন বিজৃম্ভমাণয়া ।
ভক্ত্যা হ্যসঙ্গঃ সদসত্যনাত্মনি স্যান্নির্গুণে ব্রহ্মণি চাঞ্জসা রতিঃ ॥২৫॥
যদা রতির্ব্রহ্মণি নৈষ্ঠিকী পুমানাচার্য্যবান্ জ্ঞানবিরাগরংহসা ।
দহত্যবীর্য্যং হৃদয়ং জীবকোশং পঞ্চাত্মকং যোনিমিবোত্থিতোঽগ্নিঃ ॥২৬॥
দগ্ধাশয়ো মুক্তসমস্ততদ্গুণো নৈবাত্মনো বহিরন্তর্বিচষ্টে ।
পরাত্মনোর্যদ্ব্যবধানং পুরস্তাৎ স্বপ্নে যথা পুরুষস্তদ্বিনাশে ॥২৭॥
আত্মানমিন্দ্রিয়ার্থঞ্চ পরং যদুভয়োরপি । সত্যাশয় উপাধৌ বৈ পুমান্ পশ্যতি নান্যদা ॥২৮॥
নিমিত্তে সতি সর্ব্বত্র জলাদাবপি পূরুষঃ । আত্মনশ্চ পরস্যাপি ভিদাং পশ্যতি নান্যদা ॥২৯॥
ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াকৃষ্টৈরাক্ষিপ্তং ধ্যায়তাং মনঃ । চেতনাং হরতে বুদ্ধেঃ স্তম্বস্তোয়মিব হ্রদাৎ ॥৩০॥
ভ্রশ্যত্যনু স্মৃতিশ্চিত্তং জ্ঞানভ্রংশঃ স্মৃতিক্ষয়ে । তদ্রোধং কবয়ঃ প্রাহুরাত্মাপহ্নবমাত্মনঃ ॥৩১॥
নাতঃ পরতরো লোকে পুংসঃ স্বার্থব্যতিক্রমঃ । যদধ্যন্যস্য প্রেয়স্ত্বমাত্মনঃ স্বব্যতিক্রমাৎ ॥৩২॥

এবং হরিভক্তদিগের কর্ণালঙ্কারস্বরূপ হরিগুণ বারংবার কীর্ত্তনের দ্বারা কার্য্যকারণরূপ অনাত্মবস্তুতে অনাসক্তি এবং গুণাতীত ব্রহ্মে অনায়াসে রতি উৎপন্ন হয়। যখন পরব্রহ্মে নৈষ্ঠিকী রতি জন্মে, তখন পুরুষ আচার্য্যবান্ হইয়া উঠেন, তখন অগ্নি যেমন নিজ উৎপত্তিস্থান (কাষ্ঠকে বা অরণিকে, দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞান-বৈরাগ্যপ্রভাবে বাসনাশূন্য পঞ্চাত্মক লিঙ্গদেহকে দগ্ধ করিয়া থাকে। ২৫-২৬

পূর্ব্বে পরমাত্মার ও জীবাত্মার মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তাহার বিনাশ হইলে জাগ্রতাবস্থায় যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের দর্শন হয় না, তদ্রূপ লিঙ্গদেহ দগ্ধ হইলে পুরুষ কর্তৃত্বাদি সমস্ত রহিত হইয়া বাহ্যবিষয় ও অন্তর্বিষয় কিছুই অনুভব করেন না। ২৭

পুরুষ, উপাধি বা লিঙ্গদেহ থাকিলেই দ্রষ্টারূপী আত্মাকে এবং দৃশ্যরূপী ইন্দ্রিয়ার্থকে অনুভব করিয়া থাকে কিন্তু তাহা না থাকিলে পুরুষ এই উভয়ের অভিন্ন যে পরমাত্মা, তাহাই অনুভব করিয়া থাকে।২৮

ইহলোকেও দেখা যায় যে, জল দর্পণাদি নিমিত্ত বর্ত্তমান থাকিলে বিম্ব ও প্রতিবিম্বের মধ্যে ভেদ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু জল দর্পণাদি না থাকিলে তাহা হয় না, সেইরূপ উপাধিরূপ লিঙ্গদেহ থাকিলে জীবও পরমাত্মার ভেদ পরিদৃষ্ট হয় কিন্তু উপাধি বা লিঙ্গদেহের বিনাশে তাহা হয় না। ২৯

তীরস্থিত কুশাদির মূল যেমন হ্রদ হইতে জল আকর্ষণ করিয়া লয়, তদ্রূপ যে সকল পুরুষ বিষয়চিন্তানিরত তাহাদিগের ইন্দ্রিয় বিষয়াকৃষ্ট হয় এবং তদ্দ্বারা মনও বিষয়াসক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন সেই মন বুদ্ধিরবিচারসামর্থ্য হরণ করিয়া থাকে। ৩০

বুদ্ধির বিচারসামর্থ্য অপহৃত হইলে পূর্ব্বাপরানুসন্ধানরূপ স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট হয়, স্মৃতি নাশ হইলে জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, পণ্ডিতেরা ঐ জ্ঞানভ্রংশকেই আত্মা হইতে আত্মবিনাশ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই এই সংসারে দেহাদি বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে, আত্মার দ্বারা সেই আত্মনাশ অপেক্ষা পুরুষের আর কি গুরুতর সামর্থ্য নাশ হইতে পারে? ৩১-৩২

বিবৃতি—"পঞ্চাত্মক" অর্থে কেহ কেহ পঞ্চভূতাত্মক ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু তাহা সুসঙ্গত নহে; কারণ, পঞ্চভূতাত্মক লিঙ্গদেহ দগ্ধ হইলে মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। যাঁহারা "পঞ্চাত্মক" শব্দে পঞ্চক্লেশাত্মক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। পঞ্চক্লেশ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। ২৬

অর্থেন্দ্রিয়ার্থাভিধ্যানং সর্ব্বার্থাপহ্নবো নৃণাম্ ।
ভ্রংশিতো জ্ঞানবিজ্ঞানাদ্ যেনাবিশতি মুখ্যতাম্ ॥৩৩॥

ন কুর্য্যাৎ কর্হিচিৎ সঙ্গং তমস্তীব্রং তিতীরিষুঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদত্যন্তবিঘাতকম্ ॥৩৪॥

তত্রাপি মোক্ষ এবার্থ আত্যন্তিকতয়েষ্যতে। ত্রৈবর্গ্যোঽর্থো যতো নিত্যং কৃতান্তভয়সংযুতঃ ॥৩৫॥

পরেঽবরে চ যে ভাবা গুণব্যতিকরাদনু। ন তেষাং বিদ্যতে ক্ষেমমীশবিধ্বংসিতাশিষাম্ ॥৩৬॥

তৎ ত্বং নরেন্দ্র জগতামথ তস্থুষাঞ্চ দেহেন্দ্রিয়াসুধিষণাত্মভিরাবৃতানাম্ ।
যঃ ক্ষেত্রবিত্তপতয়া হৃদি বিশ্বগাবিঃ প্রত্যক্ চকাস্তি ভগবাংস্তমবেহি সোঽস্মি ॥৩৭॥

যস্মিন্নিদং সদসদাত্মতয়া বিভাতি মায়া বিবেকবিধুতি স্রজি বাঽহিবুদ্ধিঃ।
তং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিশুদ্ধতত্ত্বং প্রত্যূঢ়কর্ম্মকলিলপ্রকৃতিং প্রপদ্যে ॥৩৮॥

ধন ও ভোগ্য বিষয়াদির চিন্তাই মনুষ্যগণের সকল পুরুষার্থনাশের মূল, কারণ, উহার চিন্তার দ্বারা জীব জ্ঞান এবং বিজ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া পুরুষ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৩

যে ব্যক্তি ঘোর সংসারতম পার হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে যে যে বস্তু, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অত্যন্ত বিঘাতক তাহাতে আসক্ত হওয়া কদাচ উচিত নহে। ৩৪

এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে মোক্ষই আত্যন্তিক পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, যেহেতু ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রৈবর্গিক পুরুষার্থে সর্ব্বদা কালভয় বিদ্যমান। ৩৫

ব্রহ্মাদি হইতে যে সকল শ্রেষ্ঠ ও অপকৃষ্ট পদার্থ, সকলই গুণক্ষোভের পর উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব এই পশ্চাজ্জাত পদার্থের ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ কালশক্তি-প্রভাবে ধ্বংস হয়, অতএব তাহা হইতে মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। ৩৬

হে নরেন্দ্র! যে ভগবন্! এই সকল স্থাবর জঙ্গম, যাহারা দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কারে আবৃত তাহাদের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যক্ষ স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি প্রত্যক্ বা প্রতিলোম-ক্রমে প্রকাশ পান এবং যিনি সর্ব্বব্যাপিরূপে প্রকাশিত, তুমি তাঁহাকে অবগত হও, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে "আমি" অর্থাৎ জীবও তাহা হইতে অভিন্ন। ৩৭

যেমন মালাতে সর্পভ্রম হয়, এবং বিবেকের উদয় হইলে সেই ভ্রান্তি বিদূরিত হয়, সেইরূপ মায়াই এই বিশ্বব্যাপী হইয়া কার্য্যকারণভাবে পরমাত্মায় অবস্থিত জীবের এই যে ভ্রমবুদ্ধি জন্মায়, বিবেকের উদয়ে সে ভ্রম থাকে না, এই জন্য আমি যিনি নিত্যমুক্ত, সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ, বিশুদ্ধ তত্ত্ব এবং যিনি কর্ম্মমলিনা প্রকৃতিকে পরাভব করিয়া বিরাজমান, সেই ভগবানের শরণাগত হইলাম। ৩৮

বিবৃতি—"জ্ঞান"—শাস্ত্রাদি আলোচনা দ্বারা যে পরোক্ষ অনুভূতি জন্মে। "বিজ্ঞান"—তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা যে অপরোক্ষ অনুভূতি ঘটে। ৩৩

সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামিরূপে ভগবানের যে রূপ তাহা অনুভব করিতে হইলে প্রতিলোমক্রমে অর্থাৎ স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাভিমুখে অগ্রসর হইয়া অনুভব করিতে হয়। সর্ব্বব্যাপী বা বিরাট রূপকে এ স্থলে "বিশ্বক্" শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ৩৭

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধস্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥৩৯॥
কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং ষড়্বর্গনক্রমসুখেন তিতীরষন্তি।
তৎ ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্ ॥৪০॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

স এবং ব্রহ্মপুত্রেণ কুমারেণাত্মমেধসা। দর্শিতাত্মগতিঃ সম্যক্ প্রশস্যোবাচ তং নৃপঃ ॥৪১॥

শ্রীরাজোবাচ।

কৃতো মেঽনুগ্রহঃ পূর্ব্বং হরিণার্ত্তানুকম্পিনা। তমাপাদয়িতুং ব্রহ্মন্ ভগবন্ যূয়মাগতাঃ ॥৪২॥
নিষ্পাদিতশ্চ কাৎস্ন্যেন ভগবদ্ভির্ঘৃণালুভিঃ। সাধূচ্ছিষ্টং হি মে সর্ব্বমাত্মনা সহ কিং দদে ॥৪৩॥
প্রাণা দারাঃ সুতা ব্রহ্মন্ গৃহাশ্চ সপরিচ্ছদাঃ।
রাজ্যং বলং মহী কোশ ইতি সর্ব্বং নিবেদিতম্ ॥৪৪॥
সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ। সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি ॥ ৪৫ ॥
স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ। তস্যৈবানুগ্রহেণান্নং ভুঞ্জতে ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ॥৪৬॥

যাঁহার পাদপদ্মের অঙ্গুলিদলের কান্তিস্মরণমাত্র সাধুপুরুষেরা যেরূপ সহজে কর্ম্ম দ্বারা গ্রথিত হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করিয়া থাকেন, বিষয়নির্লিপ্ত যোগিগণও সেরূপ সহজে কর্ম্মগ্রন্থি ছেদন করিতে সমর্থ হন না; অতএব তুমি বাসুদেবকে ভজনা কর। ৩৯

ভবসমুদ্রে কামাদি ষড়্বর্গ নক্ররূপে বিদ্যমান, যাঁহারা দুঃখরূপ যোগাদি দ্বারা ইহা উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের অত্যন্ত ক্লেশ হইয়া থাকে, অতএব হে রাজন্! তুমি ভগবানের চরণকেই ভেলা করিয়া এই দুস্তর সাগররূপ ব্যসন সকল উত্তীর্ণ হও। ৪০

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মবিদ্ সনৎকুমার এই প্রকারে আত্মতত্ত্ব দান করিলে মহারাজ পৃথু তাঁহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন। ৪১

শ্রীপৃথুরাজ কহিলেন—হে ভগবন্! আর্ত্ত-বৎসল শ্রীহরি পূর্ব্বেই আমাকে যে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিবার জন্যই আপনাদের আগমন হইয়াছে। ৪২

আপনারা পরম দয়ালু, যে জন্য আগমন করিয়াছিলেন, তাহা সম্যক্‌রূপেই সম্পন্ন করিলেন। এক্ষণে আমি আপনাদিগকে কি গুরুদক্ষিণা দিব? যেহেতু আমার দেহ ও রাজ্যাদি সকলই ভবাদৃশ সাধুগণের প্রদত্ত উচ্ছিষ্টস্বরূপ। ৪৩

হে ব্রহ্মন্! তথাপি ভৃত্য যেমন প্রভুকে তাম্বূলাদি সেব্যরূপে প্রদান করে, আমি সেইরূপ আমার প্রাণ, পুত্র, পরিবার, পরিচ্ছদাদি সহ গৃহ, রাজ্য সেনা পৃথিবী ও রাজকোষ—এ সকলই আপনাদিগকে নিবেদন করিতেছি। আপনারা কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন। ৪৪

সেনাপতিপদ, রাজ্য, দণ্ডদানাধিকার, এবং সর্ব্বলোকাধিপত্য—এ সমুদয়ে বেদশাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণই যোগ্য অধিকারী। ৪৫

অতএব ব্রাহ্মণই নিজের ধনভোগ, আপন বসন পরিধান এবং আপন ধন দান করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই অনুগ্রহে ক্ষত্রিয়াদি অন্নাদি ভোগ করিয়া থাকে। ৪৬

মৈত্রীদৃশী ভগবতো গতিরাত্মবাদ একান্ততো নিগমিভিঃ প্রতিপাদিতা নঃ।
তুষ্যন্ত্বদভ্রকরুণাঃ স্বকৃতেন নিত্যং কো নাম তৎ প্রতিকরোতি বিনোদপাত্রম্ ॥৪৭॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ত আত্মযোগপতয় আদিরাজেন পূজিতাঃ। শীলং তদীয়ং শংসন্তঃ খেঽভুবন্ মিষতাং নৃণাম্ ॥৪৮॥
বৈণ্যস্তু ধুর্য্যো মহতাং সংস্থিত্যাঽধ্যাত্মশিক্ষয়া। আপ্তকামমিবাত্মানং মেন আত্মন্যবস্থিতঃ ॥৪৯॥
কর্ম্মাণি চ যথাকালং যথাদেশং যথাবলম্। যথোচিতং যথাবিত্তমকরোদ্ ব্রহ্মসাৎ কৃতম্ ॥৫০॥
ফলং ব্রহ্মণি সংন্যস্য নির্ব্বিষঙ্গঃ সমাহিতঃ। কর্ম্মাধ্যক্ষঞ্চ মন্বান আত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥৫১॥
গৃহেষু বর্ত্তমানোঽপি স সাম্রাজ্যশ্রিয়ান্বিতঃ। নাসজ্জতেন্দ্রিয়ার্থেষু নিরহম্মতিরর্কবৎ ॥৫২॥
এবমধ্যাত্মযোগেন কর্ম্মাণ্যনুসমাচরন্। পুত্ত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চার্চ্চিষ্যাত্মসম্মতান্।
বিজিতাশ্বং ধূম্রকেশং হর্য্যক্ষং দ্রবিণং বৃকম্ ॥৫৩॥
সর্ব্বেষাং লোকপালানাং দধারৈকঃ পৃথুর্গুণান্।
গোপীথায় জগৎসৃষ্টেঃ কালে স্বে স্বেঽচ্যুতাত্মকঃ ॥৫৪॥
মনোবাগ্‌বৃত্তিভিঃ সৌম্যৈর্গুণৈঃ সংরঞ্জয়ন্ প্রজাঃ। রাজেত্যধান্নামধেয়ং সোমরাজ ইবাপরঃ ॥৫৫॥

যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অধ্যাত্মবিচার দ্বারা ভগবানের এই গতি নিশ্চয় করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন—তাঁহাদের দয়ার সীমা নাই। তাঁহারা আপনাদের কর্ম্ম দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকুন, অঞ্জলিবন্ধন ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদের প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইবে? ৪৭

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—অনন্তর আত্মজ্ঞানের অধীশ্বর সেই চারি জন ঋষি আদিরাজ পৃথু কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার গুণের প্রশংসা করিতে করিতে দর্শকগণের সমক্ষেই আকাশপথে উত্থিত হইলেন। ৪৮

মহাত্মাগণের অগ্রগণ্য মহারাজা পৃথুও সেই অধ্যাত্মশিক্ষার দ্বারা একাগ্রতা লাভ করিলেন, এবং আত্মাতেই অবস্থিত হইয়া আপনাকে পূর্ণমনোরথ বলিয়া মনে করিলেন। ৪৯

তিনি দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে শক্তি ও সম্পত্তি অনুসারে যথাযোগ্য বিষয় ভগবানে অর্পণ পূর্ব্বক সমুদায় কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ৫০

মহারাজ পৃথু ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া কর্ম্মাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে প্রকৃতির পারগামী পরমাত্মাকে কর্ম্মাধ্যক্ষ জানিয়া কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান দূর করিয়াছিলেন। ৫১

তিনি সাম্রাজ্যলক্ষ্মীর সহিত গৃহে বর্ত্তমান থাকিয়াও এবং সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়াও কদাপি বিষয়ে আসক্ত হন নাই। ৫২

এইরূপে অধ্যাত্মযোগযুক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে কোন ক্রমে পৃথু অর্চ্চি নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে আত্মতুল্য পঞ্চ পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাঁহাদের নাম বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্য্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক। অচ্যুতাত্মক মহারাজ পৃথু জগতের সৃষ্টিরক্ষার জন্য যথাযোগ্য সময়ে সকল লোকপালের গুণ একাই ধারণ করিলেন। ৫৩-৫৪

তিনি হিতচিন্তাদিরূপ মনোবৃত্তি, প্রিয়ভাষণাদিরূপ বাক্যবৃত্তি ও মনোহর গুণসমূহের দ্বারা প্রজারঞ্জন করিয়া 'দ্বিতীয় সোমরাজ' এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন। ৫৫

সূর্য্যবদ্বিসৃজন্ গৃহ্নন্ প্রতপংশ্চ ভুবো বসু। দুর্দ্ধর্ষস্তেজসেবাগ্নির্মহেন্দ্র ইব দুর্জ্জয়ঃ ॥৫৬॥
তিতিক্ষয়া ধরিত্রীব দ্যৌরিবাভীষ্টদো নৃণাম্। বর্ষতি স্ম যথা কামং পর্জ্জন্য ইব তর্পযন্ ॥৫৭॥
সমুদ্র ইব দুর্ব্বোধঃ সত্ত্বেনাচলরাড়িব। ধর্ম্মরাড়িব শিক্ষায়ামাশ্চর্য্যে হিমবানিব ॥৫৮॥
কুবের ইব কোশাঢ্যো গুপ্তার্থো বরুণো যথা। মাতরিশ্বেব সর্ব্বাত্মা বলেন সহসৌজসা ॥৫৯॥
অবিসহ্যতয়া দেবো ভগবান্ ভূতরাড়িব। কন্দর্প ইব সৌন্দর্য্যে মনস্বী মৃগরাড়িব ॥৬০॥
বাৎসল্যে মনুবন্নৃণাং প্রভুত্বে ভগবানজঃ। বৃহস্পতির্ব্রহ্মবাদে আত্মবত্ত্বে স্বয়ং হরিঃ ॥৬১॥
ভক্ত্যা গোগুরুবিপ্রেষু বিষ্বক্সেনানুবর্ত্তিষু। হ্রিয়া প্রশ্রয়শীলাভ্যামাত্মতুল্যঃ পরোদ্যমে ॥৬২॥
কীর্ত্ত্যোর্দ্ধগীতয়া পুংভিস্ত্রৈলোক্যে তত্র তত্র হ।
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেষু স্ত্রীণাং রামঃ সতামিব ॥৬৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
পৃথুচরিতে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সূর্য্য যেমন রশ্মিযোগে পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার বর্ষণ দ্বারা তাহা ত্যাগ করিয়া থাকেন, তিনি সেইরূপ প্রজাবর্গের নিকট কররূপে ধন গ্রহণ করিয়া কালে তাহা প্রত্যর্পণ করিতেন। তিনি অগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ তেজস্বী এবং ইন্দ্রের ন্যায় দুর্জ্জয় বলশালী ছিলেন। ৫৬

তিনি পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণু, স্বর্গের ন্যায় সর্ব্বলোকের অভীষ্টপ্রদ, এবং মেঘ যেমন যথাকালে জলবর্ষণ করিয়া সকলের তৃপ্তি সম্পাদন করে, তিনিও সেইরূপে প্রজাগণের কামনানুসারে অভাব মোচন করিয়া তৃপ্তিবিধান করিতেন। ৫৭

তিনি সমুদ্রের ন্যায় গাম্ভীর্য্য হেতু দুর্ব্বোধ্য, তিনি সুমেরুর ন্যায় স্থৈর্য্যে অটল, শাসনমর্য্যাদা রক্ষায় ধর্ম্মরাজ তুল্য এবং বিস্ময়জনকত্বে হিমাচলের সদৃশ ছিলেন। ৫৮

তিনি কুবেরের ন্যায় ধনবান্, গুপ্তধনরক্ষণে বরুণের ন্যায় এবং বায়ুর তুল্য সর্ব্বগামী ও পরাক্রমশালী ছিলেন। ৫৯

তিনি অসহ্যবিক্রমে ভগবান্ রুদ্রের ন্যায়, সৌন্দর্য্যে কামদেব সদৃশ এবং সিংহের ন্যায় নির্ভীক ছিলেন। ৬০

তিনি বাৎসল্যে মনুর ন্যায়, প্রভুত্বে ব্রহ্মার তুল্য, ব্রহ্মতত্ত্ববিচারে সাক্ষাৎ বৃহস্পতিসদৃশ এবং জিতেন্দ্রিয়ত্বে সাক্ষাৎ শ্রীহরির ন্যায় ছিলেন। ৬১

গো, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তির দ্বারা, লজ্জা, বিনয় ও সুশীলতার দ্বারা এবং পরকার্য্যসাধনে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। ৬২

ত্রৈলোক্যের সর্ব্বস্থানে সকল পুরুষেই তাঁহার কীর্ত্তিগান করিত—ভগবান্ রামচন্দ্র যেমন সাধুগণের কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, মহীপতি পৃথুও সেইরূপ পুরুষ ও কুলাঙ্গনাগণের শ্রবণবিবরে বিরাজ করিতেন। ৬৩

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

দৃষ্ট্বাত্মানং প্রবয়সমেকদা বৈণ্য আত্মবান্। আত্মনা বর্দ্ধিতাশেষ স্বানুসর্গঃ প্রজাপতিঃ ॥১॥
জগতস্তস্থুষশ্চাপি বৃত্তিদো ধর্ম্মভৃৎ সতাম্। নিষ্পাদিতেশ্বরাদেশো যদর্থমিহ জজ্ঞিবান্ ॥২॥
আত্মজেষ্বাত্মজাং ন্যস্ত বিরহাদ্রুদতীমিব। প্রজাসু বিমনঃস্বেকঃ সদারোঽগাৎ তপোবনম্ ॥৩॥
তত্রাপ্যদাভ্যনিয়মো বৈখানসসুসম্মতে। আরব্ধ উগ্রতপসি যথা স্ববিজয়ে পুরা ॥৪॥
কন্দমূলফলাহারঃ শুষ্কপর্ণাশনঃ কচিৎ। অব্ভক্ষঃ কতিচিৎ পক্ষান্ বায়ুভক্ষস্ততঃ পরম্ ॥৫॥
গ্রীষ্মে পঞ্চতপা বীরো বর্ষাস্বাসারষাণ্মুনিঃ। আকণ্ঠমগ্নঃ শিশিরে উদকে স্থণ্ডিলেশয়ঃ ॥৬॥
তিতিক্ষুর্যতবাগ্‌দান্ত ঊর্দ্ধরেতা জিতানিলঃ। আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণমচরৎ তপ উত্তমম্ ॥৭॥
তেন ক্রমানুসিদ্ধেন ধ্বস্তকর্ম্মাঽমলাশয়ঃ। প্রাণায়ামৈঃ সন্নিরুদ্ধষড়্‌বর্গশ্ছিন্নবন্ধনঃ ॥৮॥
সনৎকুমারো ভগবান্ যদাহাধ্যাত্মিকং পরম্। যোগং তেনৈব পুরুষমভজৎ পুরুষর্ষভঃ ॥৯॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—আত্মবিৎ প্রজাপতি বেণনন্দন অন্নাদিদান ও পুরগ্রামাদির উৎসর্গ বিশেষরূপে বর্দ্ধনানন্তর একদা আপনাকে বৃদ্ধ দর্শন করিয়া ভাবিলেন, "আমি পৃথিবীস্থ স্থাবর-জঙ্গমের গ্রাসাচ্ছাদন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি, সাধুদিগের ধর্ম্মরক্ষকের কার্য্যের জন্য ও পরমেশ্বরের প্রজাপালনাদি যে আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য আমি অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তাহাও সম্পাদিত হইয়াছে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া পৃথু স্ববিরহে রোরুদ্যমানা স্বীয় কন্যারূপা ধরিত্রীকে পুত্রহস্তে সমর্পণপূর্ব্বক তপস্যার্থ ভার্য্যাসহ একাকী তপোবনে গমন করিলেন, প্রজাগণ তাঁহার বিরহে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ১-৩

অখণ্ডব্রত পৃথু পূর্ব্বে যেমন পৃথিবী জয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এক্ষণে বনমধ্যে গমন করিয়াও সেইরূপ বানপ্রস্থাশ্রমিগণের সুসম্মত উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ৪

তিনি কখনও কন্দ, মূল, ও ফলমাত্র আহার করিতেন, কখনও বা শুষ্ক পত্র ভক্ষণ করিয়া থাকিতেন, কখনও বা কেবল জলমাত্র পান করিয়া কয়েক পক্ষকাল কাটাইতেন, তৎপরে তিনি বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকিতেন। ৫

নিদাঘে চারিদিকে অগ্নি ও উপরে সূর্য্য এই পঞ্চবিধ তাপ সহ্য করিয়া পঞ্চতপা হইয়া থাকিতেন। বর্ষাকালে অনাবৃতস্থানে বারিধারাবর্ষণে সিক্ত হইতেন এবং শীতকালে জলমধ্যে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত মগ্ন হইয়া থাকিতেন এবং ভূমিশয়নে অবস্থান করিতেন। ৬

তিনি সহিষ্ণু, মৌনী, জিতেন্দ্রিয় ঊর্দ্ধরেতা ও জিতশ্বাস হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাবাসনায় উৎকৃষ্ট তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ৭

উৎকট তপস্যার প্রভাবে তাঁহার কর্ম্মসকল ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার হৃদয় নির্ম্মল হইয়া উঠিল এবং প্রাণায়ামপ্রভাবে ষড়্‌রিপু সম্যক্‌রূপে নিগৃহীত ও সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। ৮

তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ পৃথু, সনৎকুমার যে পরমোৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক যোগের উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া পুরুষোত্তম ভগবানের ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ৯

ভগবদ্ধর্ম্মিণঃ সাধোঃ শ্রদ্ধয়া যততঃ সদা। ভক্তির্ভগবতি ব্রহ্মণ্যনন্যবিষয়াভবৎ ॥ ১০ ॥

তস্যানয়া ভগবতঃ পরিকর্ম্মশুদ্ধসত্ত্বাত্মনস্তদনুসংস্মরণানুপূর্ত্ত্যা।
জ্ঞানং বিরক্তিমদভূন্নিশিতেন যেন চিচ্ছেদ সংশয়পদং নিজজীবকোশম্ ॥১১॥

ছিন্নান্যধীরধিগতাত্মগতির্নিরীহস্তৎ তত্যজেঽচ্ছিনদিদং বয়ুনেন যেন।
তাবন্ন যোগগতিভির্যতিরপ্রমত্তো যাবদ্গদাগ্রজকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥১২॥

এবং স বীরপ্রবরঃ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি। ব্রহ্মভূতো দৃঢ়ং কালে তত্যাজ স্বং কলেবরম্ ॥১৩॥

সম্পাড্য পায়ুং পার্ষ্ণিভ্যাং বায়ুমুৎসারয়ঞ্ছনৈঃ। নাভ্যাং কোষ্ঠেষ্ববস্থাপ্য হৃদুরঃকণ্ঠশীর্ষণি ॥১৪॥

উৎসর্পয়ংস্তু তং মূর্দ্ধ্নি ক্রমেণাবেশ্য নিঃস্পৃহঃ।
বায়ুং বায়ৌ ক্ষিতৌ কায়ং তেজস্তেজস্যযূযুজৎ ॥১৫॥

খান্যাকাশে দ্রবং তোয়ে যথাস্থানং বিভাগশঃ। ক্ষিতিমম্ভসি তৎ তেজস্যদো বায়ৌ নভস্যমুম্ ॥১৬॥

ইন্দ্রিয়েষু মনস্তানি তন্মাত্রেষু যথোদ্ভবম্। ভূতাদিনামূন্যুৎক্ষিপ্য মহত্যাত্মনি সন্দধে ॥১৭॥

পরম ভাগবত সাধু পৃথু শ্রদ্ধা সহকারে সর্ব্বদা ঐরূপ যত্ন করাতে অচিরেই পরব্রহ্ম ভগবানে তাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় হইল। ১০

এই প্রকারে ভগবানের পরিচর্য্যার দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হওয়ায় তাঁহার ভগবানের স্মরণের দ্বারা—পরিপুষ্ট ভক্তি দ্বারা তাঁহার বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান লাভ হইল, উহার দ্বারা তিনি সংসারের আস্পদীভূত হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ১১

দেহাত্মবুদ্ধি বিদূরিত হওয়ায় আত্মতত্ত্ব তাঁহার অধিগত হইল এবং তিনি সিদ্ধি প্রভৃতিতেও নিস্পৃহ হইয়া যে জ্ঞানের দ্বারা তিনি হৃদয়গ্রন্থি ছেদ করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি পরিত্যাগ করিলেন; কারণ, যতদিন পর্য্যন্ত গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণের কথায় রতি না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত যোগাদির দ্বারা প্রাপ্য ফলে কেহ অনাসক্ত হইতে পারেন না। ১২

এই প্রকারে বীরশ্রেষ্ঠ পৃথু ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া দেহত্যাগকালে পরমাত্মা শ্রীভগবানে দৃঢ়রূপে জীবাত্মাকে যুক্ত করিয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। ১৩

প্রথমে তিনি পদদ্বয়ের দ্বারা গুল্‌ফদ্বয়ের গুহ্যদ্বার নিপীড়ন করিয়া মূলাধার হইতে ক্রমে বায়ুকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া নাভিদেশস্থ মণিপুরচক্রে স্থাপন করিলেন; পরে তথা হইতে হৃদ্দেশে অনাহত চক্রে, তথা হইতে বক্ষঃস্থলের উপরিস্থ বিশুদ্ধ চক্রে, তৎপরে কণ্ঠের উপরিস্থ আজ্ঞাচক্রে এবং তথা হইতে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপন করিলেন। অনন্তর নিস্পৃহ পৃথু দেহারম্ভক বায়ুকে বায়ুতে, পার্থিব কঠিন ভাগরূপ শরীরকে পৃথিবীতে এবং শরীরগত তেজকে তেজে যোগ করিয়া দিলেন। ১৪-১৫

তদনন্তর শরীরস্থ ছিদ্রগুলিকে আকাশে, শরীরগত জলাংশকে জলে, এইরূপ যথাযোগ্য বিভাগ অনুসারে যোজিত করিলেন, তৎপরে তিনি উৎপত্তির ক্রমানুসারে মহাভূতগণকে অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্বকে জলতত্ত্বে, জলকে তেজস্তত্ত্বে, তেজকে বায়ুতত্ত্বে এবং বায়ুকে আকাশতত্ত্বে লয় করিয়া মনকে ইন্দ্রিয়গ্রামে এবং ইন্দ্রিয়াদিকে উহার উৎপত্তিস্থল তন্মাত্রে যোজনা করিয়াছিলেন। শেষে তন্মাত্রকে অহঙ্কারে এবং সেই অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে যোজনা করিলেন। ১৬-১৭

তং সর্ব্বগুণবিন্যাসং জীবে মায়াময়ে ন্যধাৎ। তঞ্চানুশয়মাত্মস্থমসাবনুশয়ী পুমান্ ।
জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্য্যেণ স্বরূপস্থোঽজহাৎ প্রভুঃ ॥১৮॥
অর্চির্নাম মহারাজ্ঞী তৎপত্ন্যনুগতা বনম্। সুকুমার্য্যতদর্হা চ যৎ পদ্ভ্যাং স্পর্শনং ভুবঃ ॥১৯॥
অতীব ভর্ত্তুর্ব্রতধর্ম্মনিষ্ঠয়া শুশ্রূষয়া চারষদেহযাত্রয়া ।
নাবিন্দতার্ত্তিং পরিকর্শিতাপি সা প্রেয়স্করস্পর্শনমাননির্বৃতিঃ ॥২০॥
দেহং বিপন্নাখিলচেতনাদিকং পত্যুঃ পৃথিব্যা দয়িতস্য চাত্মনঃ ।
আলক্ষ্য কিঞ্চিচ্চ বিলপ্য সা সতী চিতামথারোপয়দদ্রিসানুনি ॥২১॥
বিধায় কৃত্যং হ্রদিনীজলাপ্লুতা দত্ত্বোদকং ভর্ত্তুরুদারকর্ম্মণঃ ।
নত্বা দিবিস্থাংস্ত্রিদশাংস্ত্রিঃ পরীত্য বিবেশ বহ্নিং ধ্যায়তী ভর্ত্তৃপাদম্ ॥২২॥
বিলোক্যানুগতাং সাধ্বীং পৃথুং বীরবরং পতিম্। তুষ্টুবুর্বরদা দেবৈর্দেবপত্ন্যঃ সহস্রশঃ ॥২৩॥
কুর্ব্বত্যঃ কুসুমাসারং তস্মিন্ মন্দরসানুনি। নদৎস্বমরতূর্য্যেষু গৃণন্তি স্ম পরস্পরম্ ॥২৪॥
শ্রীদেব্য ঊচুঃ ।
অহো ইয়ং বধূর্ধন্যা যা চৈবং ভূভুজাং পতিম্। সর্ব্বাত্মনা পতিং ভেজে যজ্ঞেশং শ্রীর্বধূরিব ॥২৫॥

অতঃপর সর্ব্বগুণাধার ঐ স্বরূপ সেই মহত্তত্ত্বকে অব্যক্ত প্রধানে এবং প্রধানকে জীবোপাধি লিঙ্গ-শরীরে ন্যস্ত করিলেন—এই অবস্থার পূর্ব্বে—লিঙ্গশরীরাভিমানী জীব ছিলেন, এক্ষণে জ্ঞান-বৈরাগ্য-প্রভাবে স্বরূপস্থ হইয়া সেই আত্মস্থ অনুশয়রূপ জীবোপাধি পরিত্যাগ করিলেন। ১৮

মহারাজ পৃথুর স্ত্রী অর্চ্চি যদিও সুকুমারী ছিলেন, এবং যদিও তাঁহার পদদ্বয় কখনও ভূমিস্পর্শের যোগ্য ছিল না, তথাপি সেই মহারাজ্ঞী পদব্রজে স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন। ১৯

তিনি ভর্ত্তার ব্রতে ও ধর্ম্মে নিষ্ঠাহেতু, পতির পরিচর্য্যাদি দ্বারা এবং ঋষিগণের যোগ্য দেহযাত্রা অবলম্বনে অত্যন্ত কৃশা হইলেও প্রিয়তম পতির করস্পর্শ ও সৎকারাদির দ্বারা তিনি পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার কোন দুঃখই বোধ হইত না। ২০

পতিপরায়ণা অর্চ্চি যখন দেখিলেন যে, পৃথিবীর পতি এবং আপনারও অতি প্রিয়তম ভর্ত্তার দেহে চেতনাদি সমুদয় বিনষ্ট হইল, তখন কিয়ৎকাল বিলাপ করিয়া গিরিসানুদেশে চিতা রচনা-পূর্ব্বক তদুপরি স্বামীর কলেবর স্থাপন করিলেন। ২১

অনন্তর অন্যান্য কৃত্য যথাবিধি নির্ব্বাহ করিয়া নদীজলে অবগাহন পূর্ব্বক উদারকর্ম্মা ভর্ত্তার তর্পণ করিলেন এবং তৎপরে অন্তরিক্ষস্থিত দেবগণকে প্রণাম করিয়া তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করণান্তর ভর্ত্তৃচরণ চিন্তা করিতে করিতে চিতানলে প্রবিষ্টা হইলেন। ২২

সেই সাধ্বীকে স্বীয় বীরশ্রেষ্ঠ পতির সহমৃতা হইতে দেখিয়া বরদানসমর্থ সহস্র সহস্র দেবতা ও দেবপত্নী স্তব করিতে লাগিলেন। ২৩

দেবগণের দুন্দুভি নিনাদিত হইতে থাকিলে দেব-পত্নীগণ মন্দরপর্ব্বতের সানুদেশে পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে পরস্পর কহিতে লাগিলেন। ২৪

শ্রীদেবীগণ কহিলেন—"এই বধূ অর্চ্চি ধন্যা, যেহেতু, যজ্ঞেশ্বর-বনিতা লক্ষ্মীর ন্যায় স্বীয় পতি রাজাধিরাজ পৃথুর সর্ব্বান্তঃকরণে সেবা করিয়াছেন। ২৫

সৈষা নূনং ব্রজত্যূর্দ্ধমনু বৈণ্যং পতিং সতী। পশ্যতাস্মানতীত্যার্চ্চির্দুর্বিভাব্যেন কর্ম্মণা ॥২৬॥
তেষাং দুরাপং কিন্ত্বন্যন্মর্ত্ত্যানাং ভগবৎপদম্। ভুবি লোলায়ুষো যে বৈ নৈষ্কর্ম্ম্যং সাধয়ন্ত্যত ॥২৭॥
স বঞ্চিতো বতাত্মধ্রুক্ কৃচ্ছ্রেণ মহতা ভুবি। লব্ধ্বাপবর্গ্যং মানুষ্যং বিষয়েষু বিষজ্জতে ॥২৮॥
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।
স্তুবতীষ্বমরস্ত্রীষু পতিলোকং গতা বধূঃ। যং বা আত্মবিদাং ধুর্য্যো বৈণ্যঃ প্রাপাচ্যুতাশ্রয়ঃ ॥২৯॥
ইত্থম্ভূতানুভাবোঽসৌ পৃথুঃ স ভগবত্তমঃ। কীর্ত্তিতং তস্য চরিতমুদ্দামচরিতস্য তে ॥৩০॥
য ইদং সুমহৎ পুণ্যং শ্রদ্ধয়াঽবহিতঃ পঠেৎ। শ্রাবয়েচ্ছৃণুয়াদ্বাপি স পৃথোঃ পদবীমিয়াৎ ॥৩১॥
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চস্বী রাজন্যো জগতীপতিঃ।
বৈশ্যঃ পঠন্ বিট্পতিঃ স্যাচ্ছূদ্রঃ সত্তমতামিয়াৎ ॥৩২॥
ত্রিকৃত্ব ইদমাকর্ণ্য নরো নার্য্যথবাদৃতা। অপ্রজঃ সুপ্রজতমো নির্দ্ধনো ধনবত্তমঃ।
অস্পষ্টকীর্ত্তিঃ সুযশা মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥৩৩॥
ইদং স্বস্ত্যয়নং পুংসামমঙ্গল্যনিবারণম্। ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং কলিমলাপহম্ ॥৩৪॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সম্যক্ সিদ্ধিমভীপ্সুভিঃ। শ্রদ্ধয়ৈতদনুশ্রাব্যং চতুর্ণাং কারণং পরম্ ॥৩৫॥

"দেখ দেখ ঐ পতিব্রতা অর্চ্চি দুর্ব্বিভাব্য স্বকর্ম্ম সাধন করিয়া স্বীয় পতি বেণনন্দন পৃথুর অনুগমনে আমাদিগকেও অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করিতেছেন। ২৬

"ভূমণ্ডলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষণভঙ্গুর পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াও যদ্দারা ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারা যায়, এমত জ্ঞান সাধন করে, তাহাদের পক্ষে কি আর দেবাদি পদ দুর্লভ হয়? অনেক কষ্টের ফলে অপবর্গের সাধক এই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আত্মদ্রোহী, অতএব বঞ্চিত।" ২৭-২৮

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—অমরপত্নীগণ এইরূপে স্তব করিতে থাকিলেন, এদিকে পৃথুপত্নী অর্চ্চিও আত্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত পৃথু যে লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই পতিলোকে গমন করিলেন। ২৯

সেই অলৌকিক-প্রভাবসম্পন্ন পৃথু এইরূপ ছিলেন। উদারচরিত সেই পৃথুর চরিত্র তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ৩০

যিনি স্বয়ং অবহিত হইয়া এই সুমহৎ চরিত্র শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিবেন বা অন্যকে শ্রবণ করাইবেন, অথবা স্বয়ং শ্রবণ করিবেন, তিনি পৃথুর গতি লাভ করিবেন। ৩১

ব্রাহ্মণেরা এই চরিত্র পাঠ করিলে ব্রহ্মতেজঃ, ক্ষত্রিয় জগতের আধিপত্য, বৈশ্য পশ্বাদিস্বামিত্ব এবং শূদ্র ইহা শ্রবণ করিয়া সাধুত্ব লাভ করিবে। ৩২

নর অথবা নারী শ্রদ্ধাসহকারে যদি এই আখ্যান তিন বার শ্রবণ করেন, তবে পুত্রহীন হইলে সৎপুত্র লাভ করিবেন, নির্ধন হইলে ধনিশ্রেষ্ঠ, যশোহীন হইলে বিপুল কীর্ত্তিশালী এবং মূর্খ হইলে পণ্ডিত হইবেন। ৩৩

এই আখ্যান পুরুষের মঙ্গলদায়ক, অমঙ্গলনিবর্ত্তক, যশঃ ও আয়ুর্বর্দ্ধক, এবং কলিদোষনাশক। ৩৪

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সিদ্ধি কামনা করেন, তিনি উহার মূলস্বরূপ এই পৃথুচরিত্র পুনঃ পুনঃ শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিবেন। ৩৫

বিজয়াভিমুখো রাজা শ্রুত্বৈতদভিযাতি যান্। বলিং তস্মৈ হরন্ত্যগ্রে রাজানঃ পৃথবে যথা ॥৩৬॥
মুক্তান্যসঙ্গো ভগবত্যমলাং ভক্তিমুদ্বহন্। বৈণ্যস্য চরিতং পুণ্যং শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েৎ পঠেৎ ॥৩৭॥
বৈচিত্রবীর্য্যাভিহিতং মহন্মাহাত্ম্যসূচকম্। অস্মিন্ কৃতমতির্মর্ত্ত্যঃ পার্থবীং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥৩৮॥
অনুদিনমিদমাদরেণ শৃণ্বন্ পৃথুচরিতং প্রথয়ন্ বিমুক্তসঙ্গঃ।
ভগবতি ভবসিন্ধুপোতপাদে স চ নিপুণাং লভতে রতিং মনুষ্যঃ ॥৩৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
পৃথুচরিতং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

বিজয়াভিলাষী রাজা যদি এই আখ্যান শ্রবণ করিয়া অভিযানে নির্গত হন, তবে রাজগণ পৃথু মহারাজকে যেরূপ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও সেই প্রকার উপহার প্রদান করিবেন। ৩৬

ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া ভগবানে নির্ম্মল ভক্তি পুরঃসর বেণনন্দন পৃথুর উপাখ্যান পাঠ, শ্রবণ করিতে হয় ও অন্যকে শ্রবণ করাইতে হয়। ৩৭

হে বিচিত্রবীর্য্যপুত্র বিদুর! আমি তোমার নিকট ভগবদ্ভক্তের মাহাত্ম্যসূচক এই যে পৃথুচরিত বর্ণনা করিলাম, ইহাতে যে মানব মতি স্থির করেন, তিনি পৃথুর ন্যায় গতি প্রাপ্ত হন। ৩৮

যে ব্যক্তি বিমুক্তসঙ্গ হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে অনুদিন এই পৃথুচরিত শ্রবণ করান বা কীর্ত্তন করেন, তিনি এই সংসারসাগরোত্তরণের তরণীস্বরূপ শ্রীভগবৎপাদপদ্মে প্রগাঢ় রতিলাভ করেন। ৩৯

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

বিজিতাশ্বোঽধিরাজাসীৎ পৃথুপুত্রঃ পৃথুশ্রবাঃ।
যবীয়োভ্যোঽদদাৎ কাষ্ঠাভ্রাতৃভ্যোভ্রাতৃবৎসলঃ ॥১॥

হর্য্যক্ষায়াদিশৎ প্রাচীং ধূম্রকেশায় দক্ষিণাম্। প্রতীচীং বৃকসংজ্ঞায় তুর্য্যাং দ্রবিণসে বিভুঃ ॥২॥
অন্তর্দ্ধানগতিং শক্রাল্লব্ধান্তর্দ্ধানসংজ্ঞিতঃ। অপত্যত্রয়মাধত্ত শিখণ্ডিন্যাং সুসম্মতম্ ॥৩॥
পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরিত্যগ্নয়ঃ পুরা। বসিষ্ঠশাপাদুৎপন্নাঃ পুনর্যোগগতিং গতাঃ ॥৪॥
অন্তর্দ্ধানো নভস্বত্যাং হবির্দ্ধানমবিন্দত। য ইন্দ্রমশ্বহর্ত্তারং বিদ্বানপি ন জঘ্নিবান্ ॥৫॥
রাজ্ঞাং বৃত্তিং করাদান-দণ্ডশুল্কাদিদারুণাম্। মন্যমানো দীর্ঘসত্র-ব্যাজেন বিসসর্জ্জ হ ॥৬॥
তত্রাপি হংসং পুরুষং পরমাত্মানমাত্মদৃক্। যজংস্তল্লোকতামাপ কুশলেন সমাধিনা ॥৭॥
হবির্দ্ধানাদ্ধবির্দ্ধানীবিদুরাসূত ষট্ সুতান্। বর্হিষদং গয়ং শুক্লং কৃষ্ণং সত্যং জিতব্রতম্ ॥৮॥
বর্হিষৎ সুমহাভাগো হাবির্দ্ধানিঃ প্রজাপতিঃ। ক্রিয়াকাণ্ডেষু নিষ্ণাতো যোগেষু চ কুরূদ্বহ ॥৯॥

রুদ্রগীত বর্ণন

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বৎস বিদুর! পৃথুর পুত্র মহাযশা বিজিতাশ্ব পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেন; সেই ভ্রাতৃবৎসল সম্রাট্ তাঁহার চারি জন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে চারিটি দিক্ দান করিলেন। ১

তিনি হর্য্যক্ষকে পূর্ব্ব, ধূম্রকেশকে দক্ষিণ, বৃককে পশ্চিম এবং দ্রবিণকে উত্তর দিক্ দান করিলেন। ২

পৃথুনন্দন বিজিতাশ্ব ইন্দ্রের নিকট হইতে যে অন্তর্দ্ধান বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া 'অন্তর্দ্ধান' নাম লাভ করিলেন, তিনি শিখণ্ডিনী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে সর্ব্বজনাদৃত তিনটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। ৩

তাঁহাদিগের নাম পাবক, পবমান ও শুচি। ইঁহারা পূর্ব্বে অগ্নি ছিলেন; বশিষ্ঠের শাপে এইরূপে উৎপন্ন হইয়া যোগবলে পুনরায় অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হন। ৪

অন্তর্দ্ধান নভস্বতী নাম্নী অন্যা পত্নীর গর্ভে হবির্দ্ধান নামক পুত্র উৎপাদন করেন। বিজিতাশ্ব ইন্দ্রকে অশ্বাপহারী জানিয়াও তাঁহাকে বিনাশ করেন নাই বলিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে অন্তর্দ্ধান বিদ্যা প্রদান করেন। ৫

শুল্কগ্রহণ, দণ্ডবিধান ও করগ্রহণ এই রাজবৃত্তি নিদারুণ পরপীড়াকর এইরূপ মনে করিয়া তিনি দীর্ঘকালব্যাপী একটি যজ্ঞের ব্যপদেশে তাঁহার বিত্ত ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। ৬

আত্মদর্শী অন্তর্দ্ধান সেই যজ্ঞে ভক্তের ক্লেশ-হারক পরমাত্মা পুরুষোত্তমের অর্চ্চনা করিয়া সমাধিযোগের দ্বারা ভগবল্লোক প্রাপ্ত হইলেন। ৭

হে বিদুর! হবির্দ্ধানের মহিষী হবির্দ্ধানী হবির্দ্ধান হইতে বর্হিষদ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত এই ছয়টি পুত্র প্রসব করিলেন। ৮

হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর! হবির্দ্ধানপুত্র মহাভাগ্যবান্ প্রজাপতি বর্হিষৎ ক্রিয়াকাণ্ডাদিতে, যোগে বিশেষ-রূপে দক্ষ ছিলেন। ৯

যস্যেদং দেবযজনমনুযজ্ঞং বিতন্বতঃ। প্রাচীনাগ্রৈঃ কুশৈরাসীদাস্তৃতং বসুধাতলম্ ॥১০॥
সামুদ্রীং দেবদেবোক্তামুপযেমে শতদ্রুতিম্। যাং বীক্ষ্য চারুসর্ব্বাঙ্গীং কিশোরীং সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতাম্।
পরিক্রমন্তীমুদ্বাহে চকমেঽগ্নিঃ শুকীমিব ॥১১॥
বিবুধাসুরগন্ধর্ব্ব-মুনিসিদ্ধনরোরগাঃ। বিজিতাঃ সূর্য্যয়া দিক্ষু কণয়ন্ত্যৈব নূপুরৈঃ ॥১২॥
প্রাচীনবর্হিষঃ পুত্রাঃ শতদ্রুত্যাং দশাভবন্। তুল্যনামব্রতাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মস্নাতাঃ প্রচেতসঃ ॥১৩॥
পিত্রাদিষ্টাঃ প্রজাসর্গে তপসেঽর্ণবমাবিশন্। দশবর্ষসহস্রাণি তপসার্চ্চংস্তপস্পতিম্ ॥ ১৪ ॥
যদুক্তং পথি দৃষ্টেন গিরিশেন প্রসীদতা। তদ্ধ্যায়ন্তো জপন্তশ্চ পূজয়ন্তশ্চ সংযতাঃ ॥১৫॥

শ্রীবিদুর উবাচ।

প্রচেতসাং গিরিত্রেণ যথাসীৎ পথি সঙ্গমঃ। যদুতাহ হরঃ প্রীতস্তন্নো ব্রহ্মন্ বদার্থবৎ ॥১৬॥
সঙ্গমঃ খলু বিপ্রর্ষে শিবেনেহ শরীরিণাম্। দুর্লভো মুনয়ো দধ্যুরসঙ্গাদ্‌যমভীপ্সিতম্ ॥১৭॥
আত্মারামোঽপি যস্ত্বস্য লোককল্পস্য রাধসে। শক্ত্যা যুক্তো বিচরতি ঘোরয়া ভগবান্ ভবঃ ॥১৮॥

তিনি যেস্থানে একটি যজ্ঞ করিতেন, তাহার নিকটেই আর একটি যজ্ঞ বিস্তার করিয়া বসুধাতলকে যজ্ঞবেদীময় করিয়াছিলেন এবং তদীয় পূর্ব্বাগ্র কুশ দ্বারা ধরণীতল আচ্ছন্ন হইয়াছিল; এইজন্যই লোকে তাঁহাকে প্রাচীনবর্হি বলিত। ১০

প্রাচীনবর্হি ব্রহ্মার আদেশে সমুদ্রকন্যা শতদ্রুতিকে বিবাহ করেন; সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সেই বালা যখন সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বিবাহকালে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, তখন অগ্নি পূর্ব্বে শুকীর প্রতি যেরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইঁহার প্রতিও সেইরূপ অভিলাষ প্রকাশ করেন। ১১

নববিবাহিতা সেই কামিনী নূপুরের ধ্বনি করিয়াই চতুর্দ্দিকস্থ সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, মুনি, সিদ্ধ, নর ও উরগগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। ১২

শতদ্রুতির গর্ভে প্রাচীনবর্হির তুল্যনামব্রতধারী ধর্ম্মপারগ দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন,—তাঁহাদের সকলেরই নাম প্রচেতা। ১৩

তাঁহারা পিতৃ কর্ত্তৃক প্রজাসৃষ্টি-কার্য্যে আদিষ্ট হইয়া তপস্যার্থ সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন এবং দশসহস্র বৎসর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া ভগবানের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে শিবের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হওয়াতে শিব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে যাহা উপদেশ করেন, প্রচেতারা সংযত হইয়া কেবল তাঁহারই ধ্যান, জপ এবং পূজা করিতে লাগিলেন। ১৪-১৫

শ্রীবিদুর কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! পথিমধ্যে প্রচেতাদিগের যে প্রকারে গিরিশের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, আপনি তাহা যথাযথ কীর্ত্তন করুন। ১৬

মুনিগণ সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক যে শিবের প্রাপ্তির নিমিত্ত ধ্যান করিয়াও দর্শন লাভ করিতে পারেন না, সেই শিবের সহিত শরীরী পুরুষদিগের সাক্ষাৎ একান্তই দুর্লভ। ১৭

এই শিব আত্মারাম হইয়াও ঘোরাশক্তির সহিত যুক্ত হইয়া এই লোকসৃষ্টি রক্ষার জন্য বিচরণ করিয়া থাকেন। ১৮

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

প্রচেতসঃ পিতুর্বাক্যং শিরসাদায় সাধবঃ। দিশং প্রতীচীং প্রযযুস্তপস্যাদৃতচেতসঃ ॥১৯॥
সমুদ্রমুপ বিস্তীর্ণমপশ্যন্ সুমহৎ সরঃ। মহন্মন ইব স্বচ্ছং প্রসন্নসলিলাশয়ম্ ॥২০॥
নীলরক্তোৎপলাম্ভোজ-কহ্লারেন্দীবরাকরম্। হংসসারসচক্রাহ্ব-কারণ্ডব-নিকূজিতম্ ॥ ২১ ॥
মত্তভ্রমরসৌস্বর্য্য হৃষ্টরোমলতাঙ্ঘ্রিপম্। পদ্মকোশরজো দিক্ষু বিক্ষিপৎপবনোৎসবম্ ॥২২॥
তত্র গান্ধর্ব্বমাকর্ণ্য দিব্যমার্গমনোহরম্। বিসিস্ম্যু রাজপুত্রাস্তে মৃদঙ্গপণবাদ্যনু ॥২৩॥
তর্হ্যে'ব সরসস্তস্মান্নিষ্ক্রামন্তং সহানুগম্। উপগীয়মানমমরপ্রবরং বিবুধানুগৈঃ ॥ ২৪ ॥
তপ্তহেমনিকায়াভং শিতিকণ্ঠং ত্রিলোচনম্। প্রসাদসুমুখং বীক্ষ্য প্রণেমুর্জাতকৌতুকাঃ ॥২৫॥
স তান্ প্রপন্নার্ত্তিহরো ভগবান্ ধর্ম্মবৎসলঃ। ধর্ম্মজ্ঞান্ শীলসম্পন্নান্ প্রীতঃ প্রীতানুবাচ হ ॥২৬॥

শ্রীরুদ্র উবাচ।

যূয়ং বেদিষদঃ পুত্রা বিদিতং বশ্চিকীর্ষিতম্। অনুগ্রহায় ভদ্রং ব এবং মে দর্শনং কৃতম্ ॥২৭॥
যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ। ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥২৮॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন— হে বিদুর! সাধু প্রচেতাগণ পিতার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তপস্যার্থ পরমোৎসাহের সহিত পশ্চিমদিকে গমন করিলেন। ১৯

কিয়দ্দূর গমন করিলে পর তাঁহারা একটি সুবৃহৎ সমুদ্রতুল্য সরোবর দেখিতে পাইলেন; ঐ সরোবরের জল মহতের মানসতুল্য নির্ম্মল এবং তাহাতে মৎস্যাদি জলজন্তু প্রসন্নভাবে অবস্থান করিতেছিল। ২০

বহু নীলোৎপল, রক্তোৎপল, কমল, কহ্লার ইত্যাদি জলজ পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাতে মনোহর শোভা পাইতেছিল, এবং হংস, সারস, চক্রবাক, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ নিরন্তর ক্রীড়াপূর্ব্বক কোলাহল করিতেছিল। ২১

তাহার তীরে বিবিধ বল্লরী ও বিটপী মত্ত মধুকরের মধুর স্বরে যেন পুলকিত হইয়া রহিয়াছিল, তথায় বায়ু পদ্মপরাগ আকর্ষণ করিয়া দিকে দিকে আনন্দপ্রবাহ বিস্তার করিতেছিল। ২২

সেই রাজপুত্রগণ তথায় মৃদঙ্গ ও পণবের বাদ্য ও তদনুযায়ী মনোহর সুরসমন্বিত দিব্য সঙ্গীত শুনিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন। ২৩

সেই সময় তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, তপ্ত হেমরাশিসদৃশ কান্তি নীলকণ্ঠ অমরশ্রেষ্ঠ ত্রিলোচন অনুচরবর্গের দ্বারা স্তূয়মান হইয়া ভক্তগণের প্রতি প্রসাদোন্মুখভাবে সেই সরোবর হইতে উত্থিত হইতেছেন। প্রচেতাগণ তাঁহাকে দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ২৪-২৫

আশ্রিতজনের দুঃখহারী ভক্তবৎসল সেই ভগবান্ শিব প্রীত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ, সুশীল, হৃষ্টচিত্ত সেই প্রচেতাগণকে বলিলেন। ২৬

শ্রীরুদ্র কহিলেন—বৎসগণ! তোমরা বর্হিষদের পুত্র, আমি তোমাদের সংকল্প অবগত আছি, তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য আমি এইরূপে তোমাদিগকে দর্শন প্রদান করিলাম। যে ব্যক্তি অতি গূঢ় প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা সাক্ষাৎ ভগবান্ বাসুদেবের আশ্রিত, তিনিই আমার প্রিয়। ২৭-২৮

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥২৯॥
অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা। ন মদ্ভাগবতানাঞ্চ প্রেয়ানন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ ॥৩০॥
ইদং বিবিক্তং জপ্তব্যং পবিত্রং মঙ্গলং পরম্। নিঃশ্রেয়সকরঞ্চাপি শ্রূয়তাং তদ্বদামি বঃ ॥৩১॥
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।
ইত্যনুক্রোশহৃদয়ো ভগবানাহ তাঞ্ছিবঃ। বদ্ধাঞ্জলীন্ রাজপুত্রান্ নারায়ণপরো বচঃ ॥৩২॥
শ্রীরুদ্র উবাচ।
জিতং ত আত্মবিদ্ধুর্য্য-স্বস্তয়ে স্বস্তিরস্তু মে। ভবতা রাধসা রাদ্ধং সর্ব্বস্মা আত্মনে নমঃ ॥৩৩॥
নমঃ পঙ্কজনাভায় ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মনে। বাসুদেবায় শান্তায় কূটস্থায় স্বরোচিষে ॥৩৪॥
সঙ্কর্ষণায় সূক্ষ্মায় দুরন্তায়ান্তকায় চ। নমো বিশ্বপ্রবোধায় প্রদ্যুম্নায়ান্তরাত্মনে ॥৩৫॥
নমো নমোঽনিরুদ্ধায় হৃষীকেশেন্দ্রিয়াত্মনে। নমঃ পরমহংসায় পূর্ণায় নিভৃতাত্মনে ॥৩৬॥

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষের শতজন্মে ব্রহ্মার পদপ্রাপ্তি হয়, অতঃপর সে আমাকে লাভ করে; কিন্তু যে ব্যক্তি ভাগবত, তিনি দেহান্তে প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হন, আমি প্রতিক্ষণ প্রকাশবিশেষের দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া থাকি; আধিকারিক ভক্তরূপী দেবগণও স্বীয় স্বীয় অধিকারান্তে লিঙ্গদেহ ভগ্ন হওয়ায় ঐ পদ প্রাপ্ত হইবেন। ২৯

তোমরা পরমভাগবত, এই জন্য ভগবান্ আমার যেরূপ প্রিয়, তোমরাও তদ্রূপ প্রিয়, ভগবদ্ভক্তগণেরও কদাচিৎ আমার অপেক্ষা অন্য কোন ব্যক্তি অধিকতর প্রিয় নহে। ৩০

আমি তোমাদিগকে পবিত্র, পরমমঙ্গল ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর যে জপ বলিতেছি, তাহা যেরূপ অসঙ্কীর্ণভাবে জপ করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ কর। ৩১

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ভগবান্ শিব এই প্রকারে দয়ার্দ্রহৃদয় হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান সেই সকল রাজপুত্রকে নারায়ণ বিষয়ক বাক্য উপদেশ করিলেন। ৩২

শ্রীরুদ্র কহিলেন—ভগবন্! আত্মজ্ঞবর ব্যক্তি-দিগের স্বানন্দ লাভের জন্য আপনার উৎকর্ষ ব্যাপিত হইয়াছে, অতএব আমারও স্বানন্দ লাভ হউক। আপনি নিরন্তর স্বানন্দে অবস্থিত, আপনি সকলের আত্মা, সর্ব্বময়, সর্ব্বস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। ৩৩

হে ভগবন্! লোকপদ্ম আপনার নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন, আপনি পঞ্চভূত, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়-গণের নিয়ন্তা; আপনি চিত্তের অধিষ্ঠাতা, শান্ত, নির্ব্বিকার, স্বপ্রকাশস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। ৩৪

তুমি অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সঙ্কর্ষণ এবং অব্যক্ত, অনন্ত ও অন্তক, তোমা হইতে এই বিশ্বের প্রকৃষ্টরূপে বোধ জন্মে, তুমি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন—তোমাকে নমস্কার। ৩৫

তুমিই ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি মনের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ, তোমাকে নমস্কার, তুমিই সূর্য্যরূপী তোমাকে নমস্কার করি, তুমিই তেজ দ্বারা এই বিশ্ব-ব্যাপী—তোমার ক্ষয় বা বৃদ্ধি নাই, তোমাকে নমস্কার। ৩৬

স্বর্গাপবর্গদ্বারায় নিত্যং শুচিষদে নমঃ। নমো হিরণ্যবীর্য্যায় চাতুর্হোত্রায় তন্তবে ॥৩৭॥
নম ঊর্জ্জ ইষে ত্রয্যাঃ পতয়ে যজ্ঞরেতসে। তৃপ্তিদায় চ জীবানাং নমঃ সর্ব্বরসাত্মনে ॥৩৮॥
সর্ব্বসত্ত্বাত্মদেহায় বিশেষায় স্থবীয়সে। নমস্ত্রৈলোক্যপালায় সহ ওজোবলায় চ ॥৩৯॥
অর্থলিঙ্গায় নভসে নমোঽন্তর্ব্বহিরাত্মনে। নমঃ পুণ্যায় লোকায় অমুষ্মৈ ভূরিবর্চ্চসে ॥৪০॥
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় পিতৃদেবায় কর্ম্মণে। নমোঽধর্ম্মবিপাকায় মৃত্যবে দুঃখদায় চ ॥৪১॥
নমস্ত আশিষামীশ মনবে কারণাত্মনে। নমো ধর্ম্মায় বৃহতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
পুরুষায় পুরাণায় সাংখ্যযোগেশ্বরায় চ ॥৪২॥
শক্তিত্রয় মেতায় মীঢ়ুষেঽহঙ্কৃতাত্মনে। চেতআকূতিরূপায় নমো বাচো বিভূতয়ে ॥৪৩॥
দর্শনং নো দিদৃক্ষূণাং দেহি ভাগবতার্চ্চিতম্। রূপং প্রিয়তমং স্বানাং সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাঞ্জনম্ ॥৪৪॥
স্নিগ্ধপ্রাবৃড়্ঘনশ্যামং সর্ব্বসৌন্দর্য্যসংগ্রহম্। চার্ব্বায়তচতুর্ব্বাহু সুজাতরুচিরাননম্ ॥৪৫॥

তুমি স্বর্গ ও মোক্ষের দ্বার, তুমি চিরকাল সকলের অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিতেছ, তুমি চতুর্হোত্র কর্ম্মের সাধক—ঐ কর্ম্মের বিস্তারক, তোমাকে নমস্কার। তুমিই পিতৃলোকের অন্ন, তুমিই দেবতাদের অন্ন, তুমিই ভগবান্ সৌম্যরূপী, তুমিই সর্ব্বরসাত্মক জলতত্ত্বরূপী সর্ব্বজীবের তৃপ্তিদাতা, তুমিই সর্ব্ববেদের অধিপতি—শ্রীহরি—তোমাকে নমস্কার। ৩৭-৩৮

তুমি সর্ব্বপ্রাণীর শরীরাশ্রয় অতিস্থূল পৃথিবীতত্ত্বের অধিষ্ঠান বিরাট পুরুষ; তুমি প্রাণরূপী এবং দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের বলের উৎপত্তির আদি স্থান, তোমাকে নমস্কার। তুমি শব্দার্থজ্ঞানের আশ্রয়স্বরূপ আকাশতত্ত্ব, তুমিই বাহ্য এবং অভ্যন্তর ব্যবহারের অবলম্বন, তুমি পুণ্যলোক ও সমধিক কান্তিসম্পন্ন এবং স্বর্গস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। ৩৯-৪০

যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা যথাক্রমে পিতৃত্ব ও দেবত্ব প্রাপ্তি হয়, তুমি সেই কর্ম্মের স্বরূপ এবং অধর্ম্মের ফলস্বরূপ যে দুঃখদায়ক মৃত্যু, তাহাও তুমি, অতএব তোমাকে নমস্কার। ৪১

হে প্রভো! তুমি সর্ব্বকালের ফলদাতা, এবং সর্ব্বজ্ঞ-তোমাকে নমস্কার, তুমি পরম ধর্ম্মাত্মা, তোমার জ্ঞান-শক্তি অলুপ্ত এবং তুমিই পুরাতন পুরুষরূপে সাংখ্য ও যোগের ঈশ্বর, অতএব হে কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার। ৪২

তুমি অহঙ্কারাত্মা—কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ এই শক্তিত্রয়সম্পন্ন রুদ্র, তুমি জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপী, তোমা হইতেই বেদলক্ষণা বাণীর প্রকাশ হইয়া থাকে, অতএব তোমাকে নমস্কার। ৪৩

যে রূপ তোমার ভক্তগণের প্রিয়তম ও ভাগবত জনগণের পূজিত, এবং যাহা যাবতীয় ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক, সেই মূর্ত্তি একবার আমাদিগকে প্রদর্শন করাও। ৪৪

তোমার সেই মূর্ত্তি বর্ষাকালীন স্নিগ্ধ মেঘ তুল্য ও সর্ব্বসৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ, তাহা আজানুলম্বিত মনোহর চারি বাহুতে বিভূষিত, সেই মূর্ত্তির সমস্ত অবয়ব সুন্দর এবং বদন-কমল অতিশয় মনোহর। ৪৫

বিবৃতি—এতদ্দ্বারা শ্রীভগবান্‌কেই সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতির আশ্রয় ও প্রবর্ত্তকরূপে বর্ণনা করা হইল, সর্ব্ববাক্যের আদি প্রাণরূপী ভগবান্‌ই এইজন্য উপনিষদাদিতে উপাস্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ৪৩

পদ্মকোশপলাশাক্ষং সুন্দরভ্রু সুনাসিকম্। সুদ্বিজং সুকপোলাস্যং সমকর্ণবিভূষণম্ ॥৪৬॥
প্রীতিপ্রহসিতাপাঙ্গমলকৈরূপশোভিতম্। লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্ক-দুকূলং মৃষ্টকুণ্ডলম্ ॥ ৪৭ ॥
স্ফুরৎকিরীটবলয়-হারনূপুরমেখলম্। শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-মালামণ্যুত্তমর্দ্ধিমৎ ॥ ৪৮ ॥
সিংহস্কন্ধত্বিষো বিভ্রৎ-সৌভগগ্রীবকৌস্তুভম্। শ্রিয়ানপায়িন্যাক্ষিপ্ত-নিকষাশ্মোরসোল্লসৎ ॥৪৯॥
পূররেচকসংবিগ্ন-বলিবল্গুদলোদরম্। প্রতিসংক্রাময়দ্বিশ্বং নাভ্যাবর্ত্তগভীরয়া ॥৫০॥
শ্যামশ্রোণ্যধিরোচিষ্ণু-দুকূলস্বর্ণমেখলম্। সমচার্ব্বঙ্ঘ্রিজঙ্ঘোরু-নিম্নজানুসুদর্শনম্ ॥ ৫১ ॥
পদা শরৎপদ্মপলাশরোচিষা নখদ্যুভির্নোঽন্তরঘং বিধুন্বতা।
প্রদর্শয় স্বীয়মপাস্তসাধ্বসং পদং গুরো মার্গগুরুস্তমোজুষাম্ ॥৫২॥
এতদ্রূপমনুধ্যেয়মাত্মশুদ্ধিমভীপ্সতাম্। যদ্ভক্তিযোগোঽভয়দঃ স্বধর্মমনুতিষ্ঠতাম্ ॥ ৫৩ ॥
ভবান্ ভক্তিমতা লভ্যো দুর্লভঃ সর্ব্বদেহিনাম্। স্বারাজ্যস্যাপ্যভিমত একান্তেনাত্মবিদ্গতিঃ ॥৫৪॥

ঐ মূর্ত্তির লোচনদ্বয় পদ্মপলাশ সদৃশ সুদৃশ্য, ভ্রূ ও নাসিকা অতি সুন্দর, দন্ত সুচারু, বদন সুন্দর কপোলদ্বয়ে সুশোভিত এবং কর্ণদ্বয় পরস্পর এমন সমান যে, তাহাই ভূষণরূপে কল্পিত হইয়াছে। ৪৬

ঐ কমল তুল্য মনোহর নয়নযুগলের দুইটি অপাঙ্গে প্রীতি দান করিয়া যেন হাস্য করিতেছে, সুন্দর কপোলদেশ অলকাজালে অতিশয় সুশোভিত, কটিদেশ পদ্মকিঞ্জল্ক তুল্য, পীতবর্ণ পট্ট বসন শোভমান এবং কর্ণে সুমার্জ্জিত কুণ্ডল বিরাজিত। ৪৭

কিরীট, বলয়, হার, নূপুর, মেখলা, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মালা ও মণিসমূহে শোভিত হইয়া তোমার ঐ মূর্ত্তি অতিশয় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ৪৮

সিংহের স্কন্ধদেশে যেমন কেশর থাকে, ঐ মূর্ত্তিতে কৌস্তুভমণিও তদ্রূপ সুন্দর কান্তি ধারণ করিয়াছে, অচঞ্চলা লক্ষ্মীরেখা বক্ষঃস্থলে বিরাজিত থাকিয়া স্বর্ণরেখাঙ্কিত নিকষ পাষাণের শোভাকেও যেন তিরস্কার করিতেছে। ৪৯

ঐ মূর্ত্তিতে ত্রিবলিরেখা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিবন্ধন কম্পিত হইয়া অশ্বত্থপত্র সদৃশ সুগঠিত উদরের শোভা বিস্তার করিতেছে, গভীর আবর্ত্তযুক্ত নাভি-প্রদেশ দেখিয়া মনে হয়, যেন এই বিশ্ব উহা হইতে নির্গত হইয়াই আবার উহা দ্বারাই পুনরায় অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। ৫০

ঐ মূর্ত্তির শ্যামবর্ণ শ্রোণিভাগে পট্টবসন, এবং তদুপরি স্বর্ণময় মেখলা বিরাজিত থাকিয়া আরও অধিকতর শোভা বিস্তার করিতেছে, চরণ সমান অথচ মনোহর, উরু সুশোভন এবং জানুদ্বয় অনুচ্চ এবং সুদর্শন। ৫১

ভগবন্! তমোগুণাবলম্বী অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পথপ্রদর্শক গুরুস্বরূপ, অতএব শরৎকালে প্রস্ফুটিত পদ্মপলাশের ন্যায় দীপ্তিশালী তোমার চরণযুগলের নখদীপ্তি দ্বারা আমাদেব অন্তরের অন্ধকার দূর কর।৫২

যাঁহারা আত্মশুদ্ধিলাভের অভিলাষী, তাঁহারা মাত্র ইঁহার ধ্যান করিতে সমর্থ, কিন্তু তাঁহারাও ঐরূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু ভক্তিযোগ যাঁহারা স্বধর্ম্মরূপে অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের এই রূপ অভয়প্রদ হইয়া থাকে। ৫৩

যাঁহারা স্বর্গে রাজত্ব করেন সেই ইন্দ্রাদিরও— তুমি অভীপ্সিত হইলেও যাঁহারা ঐকান্তিকভাবে তোমার আরাধনা করেন, তুমি সেই আত্মবিদ্গণের গতি; তুমি সর্ব্বদেহীর নিকট দুর্লভ হইলেও ভক্ত-গণের নিকট সুলভ। ৫৪

তং দুরারাধ্যমারাধ্য সতামপি দুরাপয়া। একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎ পাদমূলং বিনা বহিঃ ॥৫৫॥
যত্র নির্ব্বিষ্টমরণং কৃতান্তো নাভিমন্যতে। বিশ্বং বিধ্বংসয়ন্ বীর্য্যশৌর্য্যবিস্ফূর্জ্জিতভ্রুবা ॥৫৬॥
ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥৫৭॥
অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্ত্তিতীর্থয়োরন্তর্ব্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব ॥৫৮॥
ন যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং তমোগুহায়াঞ্চ বিশুদ্ধমাবিশৎ।
যদ্ভক্তিযোগানুগৃহীতমঞ্জসা মুনির্বিচষ্টে ননু তত্র তে গতিম্ ॥৫৯॥
যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং বিশ্বস্মিন্নবভাতি যৎ। তত্ত্বং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরাকাশমিব বিস্তৃতম্ ॥৬০॥
যো মায়য়েদং পুরুরূপয়াসৃজদ্‌বিভর্ত্তি ভূয়ঃ ক্ষপয়ত্যবিক্রিয়ঃ।
যদ্ভেদবুদ্ধিঃ সদিবাত্মদুঃস্থয়া তমাত্মতন্ত্রং ভগবন্ প্রতীমহি ॥৬১॥
ক্রিয়াকলাপৈরিদমেব যোগিনঃ শ্রদ্ধান্বিতাঃ সাধু যজন্তি সিদ্ধয়ে।
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষিতং বেদে চ তন্ত্রে চ ত এব কোবিদাঃ ॥৬২॥

তুমি দুরারাধ্য হইলেও সাধুগণেরও যে দুর্লভ ঐকান্তিকী ভক্তি তাহার দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা তোমার পাদপদ্ম ব্যতীত স্বর্ণাদি বাহ্য বিষয়ের কামনা করিবে? ৫৫

বীর্য্যশৌর্য্য বিস্ফুরিত ভ্রুকুটির দ্বারা কাল বিশ্ব ধ্বংস করিলেও যে ব্যক্তি তোমার চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহাকে বশীভূত করিতে সাহসী হন না। ৫৬

ক্ষণার্দ্ধের জন্যও যদি ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গ ঘটে, তবে তাহার নিকট স্বর্গ বা মোক্ষসুখেরও তুলনা হয় না। মর্ত্ত্যের সুখভোগাদি তাহার নিকট কি গণ্য হইতে পারে? ৫৭

তোমার চরণ সর্ব্বপাপহারী, অভ্যন্তরে তোমার কীর্ত্তিতে এবং বাহিরে তোমার পাদতীর্থ গঙ্গায় স্নান করিয়া যাঁহার পাপরাশি বিধৌত হইয়াছে, এবং যাঁহাদের রাগরহিত চিত্ত ও সরলতাদি গুণ বিদ্যমান তুমি এই অনুগ্রহ কর, যেন তাঁহাদের সহিত আমাদের মিলন হয়। ৫৮

যখন সাধুদিগের প্রতি ভক্তি নিবন্ধন পুরুষের চিত্ত অনুগৃহীত ও বিশুদ্ধ হইয়া বাহ্যবিষয় দ্বারা আকৃষ্ট না হয়, এবং অজ্ঞান গুহাতে লয় না পায়, তখনই সেই পুরুষ তোমার তত্ত্ব জানিতে পারেন। ৫৯

এই বিশ্বের আধারস্বরূপ তোমাতেই চিদচিদাত্মক সমগ্র বিশ্ব অবস্থিত; সেই তত্ত্বই পরমাত্মারূপে সমগ্র জগতে বিস্তৃত ও সেই পরমব্রহ্ম ও পরমজ্যোতিঃস্বরূপ আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী তত্ত্বই তুমি। ৬০

হে ঈশ! যিনি বহুরূপা মায়া দ্বারা এই বিশ্বকে সৃজন, পালন ও ধ্বংস করিতেছেন, অথচ স্বয়ং বিকারহীন, যাঁহার মায়া অন্য ব্যক্তিদিগের ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করে, অথচ তোমাতে সে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, হে ভগবন্! তুমিই সেই স্বতন্ত্র পুরুষ, আমরা যেন তোমাকে জানিতে পারি। ৬১

যে সকল যোগী শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের দ্বারা উপলক্ষিত অথচ ইহাদের নিয়ন্তা তোমার এই সাকার রূপকে সম্যক্ সিদ্ধিলাভের জন্য পূজাদি ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ভজনা করেন, তাঁহারাই বেদে ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া গণ্য। ৬২

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষঃ সুপ্তশক্তিস্তয়া রজঃসত্ত্বতমো বিভিদ্যতে।
মহানহং খং মরুদগ্নিবার্ধরাঃ সুরর্ষয়ো ভূতগণা ইদং যতঃ ॥৬৩॥
সৃষ্টং স্বশক্ত্যেদমনুপ্রবিষ্টশ্চতুর্ব্বিধং পুরমাত্মাংশকেন।
অথো বিদুস্তং পুরুষং সন্তমন্তর্ভুঙ্‌ক্তে হৃষীকৈর্মধু সারঘং যঃ ॥৬৪॥
স এষ লোকানতিচণ্ডবেগো বিকর্ষসি ত্বং খলু কালযানঃ।
ভূতানি ভূতৈরনুমেয়তত্ত্বো ঘনাবলীর্বায়ুরিবাবিষহ্যঃ ॥৬৫॥
প্রমত্তমুচ্চৈরিতিকৃত্যচিন্তয়া প্রবৃদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্।
ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাভিপদ্যসে ক্ষুল্লেলিহানোঽহিরিবাখুমন্তকঃ ॥৬৬॥
কস্ত্বৎপদাব্জং বিজহাতি পণ্ডিতো যস্তেঽবমানব্যয়মানকেতনঃ।
বিশঙ্কয়াস্মদ্গুরুরর্চ্চতি স্ম যদ্বিনোপপত্তিং মনবশ্চতুর্দ্দশ ॥৬৭॥
অথ ত্বমাসি নো ব্রহ্মন্ পরমাত্মন্ বিপশ্চিতাম্। বিশ্বং রুদ্রভয়ধ্বস্তমকুতশ্চিদ্ভয়া গতিঃ ॥৬৮॥

প্রভো! তুমিই একমাত্র আদ্য পুরুষ; মায়াশক্তি তোমাতে সুপ্ত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু পরে তোমার ঐ মায়াশক্তিবলেই রজঃ সত্ত্ব ও তমঃ—এই গুণত্রয় পরস্পর বিভিন্ন হয়, পরিশেষে তাহা হইতেই মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, দেব, ঋষি ভূতগণ ও এই জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে। ৬৩

এইরূপে তুমি স্বীয় শক্তি দ্বারা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ শরীর সৃষ্টি করিয়া স্বীয় অংশ দ্বারা ঐ সকলে প্রবিষ্ট হইয়া উহাতে অবস্থান কর, পুর অর্থাৎ শরীরমধ্যে শয়ন হেতু পণ্ডিতেরা তোমাকে পুরুষ কহিয়া থাকেন; কিন্তু তুমি জীব নহ; যেমন পুরমধ্যে মধুমক্ষিকারা আপনাদের সৃষ্ট মধু পান করিয়া থাকে, সেইরূপ যিনি অবিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়সুখ ভোগ করেন, তিনিই জীব। ৬৪

হে প্রভো! যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট তুমিই সেই পুরুষ, তোমার স্বরূপ অলক্ষ্য এবং বেগ অতি প্রচণ্ড, সুদুঃসহ বায়ু যেমন মেঘরাশিকে চতুর্দ্দিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে, তুমিও সেইরূপে ভূত দ্বারা ভূতসমূহকে সংহার করিতেছ। ৬৫

বিষয়াসক্তি নিবন্ধন মনুষ্যের লোভ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, কোন্ কার্য্য কিরূপে করিব ইহার চিন্তায় সে অতিশয় প্রমত্ত হইয়া উঠে, তুমি প্রমত্ত হইয়া উহাদের অন্তকরূপে ক্ষুধাতুর লোলজিহ্ব সর্প যেরূপ মূষিককে আক্রমণ করে, তদ্রূপ ঐ সকল জীবকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে। ৬৬

তোমার প্রতি অনাদর দ্বারা মানবদেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অতএব কোন পণ্ডিত তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিবে? বিনাশভয়ে আমাদের গুরু ব্রহ্মাও তোমার চরণকমল পূজা করিয়া থাকেন, এবং চতুর্দ্দশ মনুও দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে তোমার চরণকমল অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ৬৭

হে ব্রহ্মন্! এই বিশ্ব রুদ্রভয়ে বিধ্বস্ত হইতেছে, এই সময়ে তুমিই আমাদের গতি, তুমি আমাদের গতি হইলে আমাদের আর কিছু হইতে ভয়ের আশঙ্কা নাই। ৬৮

ইদং জপত ভদ্রং বো বিশুদ্ধা নৃপনন্দনাঃ। স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তো ভগবত্যর্পিতাশয়াঃ ॥৬৯॥
তমেবাত্মানমাত্মস্থং সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ । পূজয়ধ্বং গৃণন্তশ্চ ধ্যায়ন্তশ্চাসকৃদ্ধরিম্ ॥৭০॥
যোগাদেশমুপাসাদ্য ধারয়ন্তো মুনিব্রতাঃ। সমাহিতধিয়ঃ সর্ব্ব এতদভ্যসতাদৃতাঃ ॥৭১॥
ইদমাহ পুরাস্মাকং ভগবান্ বিশ্বসৃক্পতিঃ। ভৃগ্বাদীনামাত্মজানাং সিসৃক্ষুঃ সংসিসৃক্ষতাম্ ॥৭২॥
তে বয়ং নোদিতাঃ সর্ব্বে প্রজাসর্গে প্রজেশ্বরাঃ। অনেন ধ্বস্ততমসঃ সিসৃক্ষ্মো বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥৭৩॥
অথেদং নিত্যদা যুক্তো জপন্নবহিতঃ পুমান্। অচিরাচ্ছ্রেয় আপ্নোতি বাসুদেবপরায়ণঃ ॥৭৪॥
শ্রেয়সামিহ সর্ব্বেষাং জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পরম্। সুখং তরতি দুষ্পারং জ্ঞাননৌর্ব্যসনার্ণবম্ ॥৭৫॥
য ইমং শ্রদ্ধয়া যুক্তো মদ্গীতং ভগবৎস্তবম্। অধীয়ানো দুরারাধ্যং হরিমারাধয়ত্যসৌ ॥৭৬॥
বিন্দতে পুরুষোঽমুষ্মাদ্‌যদ্‌যদিচ্ছত্যসত্বরম্ । মদ্গীতগীতাৎ সুপ্রীতাচ্ছ্রেয়সামেকবল্লভাৎ ॥৭৭॥
ইদং যঃ কল্য উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েন্মর্ত্ত্যো মুচ্যতে কর্ম্মবন্ধনৈঃ ॥৭৮॥

গীতং ময়েদং নরদেবনন্দনাঃ পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ স্তবম্।
জপন্ত একাগ্রধিয়স্তপো মহচ্চরধ্বমন্তে তত আপ্স্যথেপ্সিতম্ ॥৭৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
রুদ্রগীতং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

হে নৃপনন্দনগণ! তোমরা বিশুদ্ধচিত্তে ভগবানে চিত্তসমর্পণ পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করিতে করিতে এই স্তোত্র জপ কর, ইহা হইতেই তোমাদের মঙ্গল হইবে। যে আত্মস্থ হরি অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত, তোমরা নিরন্তর তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন, স্মরণ করিয়া তাঁহারই আরাধনা কর। ৬৯-৭০

তোমরা আমার নিকট হইতে যোগাদেশ নামক এই স্তোত্র শিক্ষা করিয়া মনোমধ্যে ধারণা কর এবং মুনিব্রত ও সংযতচিত্ত হইয়া আদর পূর্ব্বক ঐ সকল স্তোত্র অভ্যাস কর। প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছায় ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে আমাদিগকে—সৃষ্টিকার্য্যোন্মুখ ভৃগু প্রভৃতি আত্মজদিগকে এই স্তোত্র বলিয়াছিলেন। ৭১-৭২

সেই প্রজাপতিগণ ও আমরা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রজা-সৃষ্টি বিষয়ে প্রেরিত হইয়া এই স্তোত্রবলে অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া বিবিধ প্রজাসৃষ্টি করিয়াছি। ৭৩

বাসুদেবপরায়ণ যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া নিত্য এই স্তোত্র জপ করিবেন, তাঁহার অচিরে মঙ্গল লাভ হইবে। ইহলোকে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের মধ্যে জ্ঞানই চরম মঙ্গল, কারণ, যিনি জ্ঞানরূপ তরণী আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি দুস্তর ব্যসনপূর্ণ সংসারসাগর সহজে পার হইতে পারেন। ৭৪-৭৫

যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মদ্গীত এই স্তোত্র অধ্যয়ন করিবেন, তিনি দুরারাধ্য শ্রীহরিকেও অনায়াসে এই স্তোত্র দ্বারা প্রসন্ন করিতে পারেন। যে পুরুষ স্থির-চিত্তে মদ্গীত এই স্তোত্রের দ্বারা নিখিল মঙ্গলের এক মাত্র আশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন। ৭৬-৭৭

যে পুরুষ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে এই স্তোত্র শ্রবণ করিবে অথবা করাইবে, তাহার কর্ম্মবন্ধন মোচন হইবে। ৭৮

হে নরদেবনন্দনগণ! আমি পরমপুরুষ পরমাত্মার এই যে স্তবটি তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম, ইহা একাগ্রচিত্তে জপ করিতে করিতে তপস্যাচরণ কর, তাহা হইলে আশু অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে। ৭৯

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি সন্দিশ্য ভগবান্ বার্হিষদৈরভিপূজিতঃ। পশ্যতাং রাজপুত্রাণাং তত্রৈবান্তর্দধে হরঃ ॥১॥

রুদ্রগীতং ভগবতঃ স্তোত্রং সর্ব্বে প্রচেতসঃ। জপন্তস্তে তপস্তেপুর্বর্ষাণামযুতং জলে ॥ ২ ॥

প্রাচীনবর্হিষং ক্ষত্তঃ কর্ম্মস্বাসক্তমানসম্। নারদোঽধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞঃ কৃপালুঃ প্রত্যবোধয়ৎ ॥৩॥

শ্রেয়স্ত্বং কতমদ্রাজন্ কর্ম্মণাত্মন ঈহসে। দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিঃ শ্রেয়স্তন্নেহ চেষ্যতে ॥৪॥

শ্রীরাজোবাচ।

ন জানামি মহাভাগ পরং কর্ম্মাপবিদ্ধধীঃ। ব্রূহি মে বিমলং জ্ঞানং যেন মুচ্যেয় কর্ম্মভিঃ ॥৫॥

গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু পুত্রদারধনার্থধীঃ। ন পরং বিন্দতে মূঢ়ো ভ্রাম্যন্ সংসারবর্ত্মসু ॥৬॥

শ্রীনারদ উবাচ।

ভো ভো প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে।
সংজ্ঞাপিতান্ জীবসঙ্ঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ ॥৭॥

এতে ত্বাং সংপ্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব। সম্পরেতময়ঃকূটৈশ্ছিন্দন্ত্যুত্থিতমন্যবঃ ॥ ৮ ॥

পুরঞ্জন উপাখ্যান

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ভগবান্ রুদ্র বর্হিষদপুত্র প্রচেতাদিগকে ও প্রকার উপদেশ দিলে তিনি তাঁহাদিগের দ্বারা পূজিত হইয়া সেই রাজপুত্রগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। ১

প্রচেতাগণ রুদ্রগীত নামক ভগবানের এই স্তোত্র জপ করিতে করিতে দশ সহস্র বৎসরকাল জলমধ্যে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ২

হে বিদুর! এই সময়ে রাজা প্রাচীনবর্হির চিত্ত কর্ম্মাসক্ত থাকায় আত্মতত্ত্ববিদ্ দেবর্ষি নারদ কৃপা প্রকাশ করিয়া তৎসন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ দান করিয়াছিলেন। ৩

শ্রীনারদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজন্! তুমি এই কাম্য কর্ম্ম দ্বারা কোন্ শ্রেয়ঃ কামনা করিতেছ? দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তি—এই দুইটিই ত মঙ্গল, কিন্তু তোমার কর্ম্ম দ্বারা ঐ দুইটি ত লভ্য হইবে না। ৪

প্রাচীনবর্হি কহিলেন—হে মহাভাগ! আমার বুদ্ধি কর্ম্মবিদ্ধ হওয়ায় আমি আমার পরম মঙ্গলোপায় জানিতে পারি নাই, এক্ষণে যাহাতে আমি এই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, আমাকে একপ নির্ম্মল জ্ঞান উপদেশ করুন। ৫

গৃহব্রত ব্যক্তিগণ পুত্রকলত্র ধনকেই পুরুষার্থ বলিয়া জানে, তাহাতে সেই মূঢ় ব্যক্তি কাম্যকর্ম্মাদিতে আসক্ত হইয়া সংসারপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, কখনই পরম পদার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ৬

শ্রীনারদ কহিলেন—হে প্রজাপালক! হে রাজন্! তুমি নির্দ্দয় হইয়া যজ্ঞে যে সহস্র সহস্র পশুকে হত্যা করিয়াছ, সেই সকল জীবকে ঐ দেখ। ৭

পশুগণ তোমার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছে, তোমাকে মৃত হইতে দেখিলেই তুমি ইহাদের যে পীড়া দিয়াছ—ইহারা তাহা স্মরণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া লৌহময় শৃঙ্গ দ্বারা তোমাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিবে। ৮

অত্র তে কথয়িষ্যেঽমুমিতিহাসং পুরাতনম্। পুরঞ্জনস্য চরিতং নিবোধ গদতো মম ॥৯॥
আসীৎ পুরঞ্জনো নাম রাজা রাজন্ বৃহচ্ছ্রবাঃ। তস্যাবিজ্ঞাতনামাসীৎ সখাঽবিজ্ঞাতচেষ্টিতঃ ॥১০॥
সোঽন্বেষমাণঃ শরণং বভ্রাম পৃথিবীং প্রভুঃ। নানুরূপং যদাবিন্দদভূৎ স বিমনা ইব ॥১১॥
ন সাধু মেনে তাঃ সর্ব্বা ভূতলে যাবতাঃ পুরঃ।
কামান্ কাময়মানোঽসৌ তস্য তস্যোপপত্তয়ে ॥১২॥
স একদা হিমবতো দক্ষিণেষ্বথ সানুষু। দদর্শ নবভির্দ্বার্ভিঃ পুরং লক্ষিতলক্ষণাম্ ॥১৩॥
প্রাকারোপবনাট্টাল-পরিখৈরক্ষতোরণৈঃ। স্বর্ণরৌপ্যায়সৈঃ শৃঙ্গৈঃ সঙ্কুলাং সর্ব্বতো গৃহৈঃ ॥১৪॥
নীলস্ফটিকবৈদূর্য্য-মুক্তামরকতারুণৈঃ। কিৃপ্তহর্ম্ম্যস্থলীং দীপ্তাং শ্রিয়া ভোগবতীমিব ॥১৫॥
সভাচত্বররথ্যাভিরাক্রীড়ায়তনাপণৈঃ। চৈত্যধ্বজপতাকাভির্যুক্তাং বিদ্রুমবেদিভিঃ ॥১৬॥
পুর্য্যাস্তু বাহ্যোপবনে দিব্যদ্রুমলতাকুলে। নদদ্বিহঙ্গালিকুল-কোলাহলজলাশয়ে ॥ ১৭ ॥
হিমনির্ঝরবিপ্রুষ্মৎ-কুসুমাকরবায়ুনা। চলৎপ্রবালবিটপ-নলিনীতটসম্পদি ॥১৮॥

আমি তোমার নিকট পুরঞ্জনের পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি, তুমি আমার সেই সব কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ৯

হে রাজন্! পুরঞ্জন নামে এক মহাযশস্বী রাজা ছিলেন, তাহার একমাত্র মিত্র ছিলেন, তাহার নাম বা কর্ম্ম কাহারও বিদিত ছিল না। ১০

সেই পুরঞ্জন স্বীয় আশ্রয়স্থান অন্বেষণ করিয়া সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথাও স্বীয় অভিলাষানুরূপ আবাসস্থান প্রাপ্ত না হইয়া বড়ই বিমনা হইয়া পড়িলেন। ১১

বিষয়ভোগ কামনা করিয়া সেই পুরঞ্জন সেই কামনার সিদ্ধির জন্য পৃথিবীতে নানা পুরীর সন্ধান লইলেন, কিন্তু কোনটাই তাঁহার কামনাসিদ্ধির উপযোগী বলিয়া মনে করিলেন না। ১২

অনন্তর একদা হিমালয়ের দক্ষিণ সানু-প্রদেশস্থ কর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমিতে নবদ্বারযুক্ত সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন একটি পুর তাঁহার নয়নগোচর হইল। ১৩

ঐ পুর প্রাচীর, উপবন, অট্টালিকা, পরিখা, গবাক্ষ ও বহির্দ্বারে সুশোভিত এবং স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহময় শিখরযুক্ত গৃহসমূহে সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল। ১৪

সেই হর্ম্ম্যস্থলীর অভ্যন্তরভাগ নীলকান্তমণি, স্ফটিক, বৈদূর্য্য, মুক্তা দ্বারা বিরচিত এবং ঐ পুরীটি সৌন্দর্য্যে ভোগবতী সদৃশী হইয়া দীপ্তি পাইতে-ছিল। ১৫

সভা, চতুষ্পথ, রাজপথ, ক্রীড়াভূমি, হট্ট, বিশ্রামস্থান, ধ্বজ, পতাকা ও বিদ্রুমনির্ম্মিত বেদী-সমূহের দ্বারা ঐ পুরী শোভা পাইতেছিল। ১৬

ঐ পুরের বহির্ভাগে একটি মনোহর উপবন; সেই উদ্যান—বিবিধ দিব্য পাদপ ও লতায় পরিপূর্ণ; তত্রস্থ জলাশয়ে জলচর পক্ষিগণ নানাবিধ কোলাহল করিতেছিল, তাহাতে বোধ হইতেছিল যেন জলাশয়ই কোলাহল করিতেছিল। ১৭

ঐ সকল সরোবরের তটপ্রদেশে যে সকল বৃক্ষ শোভিত ছিল, তাহাদের শাখা ও পল্লব হিম-কণাবাহী বিবিধ কুসুমের গন্ধহারী সমীরণ দ্বারা বিচলিত হইতেছিল। বোধ হইতেছিল যে, তরুরাজির নব পল্লব বিধূনন করিয়া উহাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছিল। ১৮

নানারণ্যমৃগব্রাতৈরনাবাধে মুনিব্রতৈঃ। আহূতং মন্যতে পান্থো যত্র কোকিলকূজিতৈঃ ॥১৯॥
যদৃচ্ছয়াগতাং তত্র দদর্শ প্রমদোত্তমাম্। ভৃত্যৈর্দশভিরায়ান্তীমেকৈকশতনায়কৈঃ ॥ ২০ ॥
পঞ্চশীর্ষাহিনা গুপ্তাং প্রতীহারেণ সর্ব্বতঃ। অন্বেষমাণামৃষভমপ্রৌঢ়াং কামরূপিণীম্ ॥২১॥
সুনাসাং সুদতীং বালাং সুকপোলাং বরাননাম্। সমবিন্যস্তকর্ণাভ্যাং বিভ্রতীং কুণ্ডলশ্রিয়ম্ ॥২২॥
পিশঙ্গনীবীং সুশ্রোণীং শ্যামাং কনকমেখলাম্। পদ্ভ্যাং ক্বণদ্ভ্যাং চলতীং নূপুরৈর্দেবতামিব ॥২৩॥
স্তনৌ ব্যঞ্জিতকৈশোরৌ সমবৃত্তৌ নিরন্তরৌ। বস্ত্রান্তেন নিগূহন্তীং ব্রীড়য়া গজগামিনীম্ ॥২৪॥
তামাহ ললিতং বীরঃ সব্রীড়স্মিতশোভনাম্। স্নিগ্ধেনাপাঙ্গপুঙ্খেন স্পৃষ্টঃ প্রেমোদ্ভ্রমদ্ভ্রুবা ॥২৫॥
কা ত্বং কঞ্জপলাশাক্ষি কস্যাসীহ কুতঃ সতি। ইমামুপপুরীং ভীরু কিং চিকীর্ষসি শংস মে ॥২৬॥

ক এতেঽনুপথা যে ত একাদশমহাভটাঃ।
এতা বা ললনাঃ সুভ্রু কোঽয়ং তেঽহিঃ পুরঃসরঃ ॥২৭॥

ঐ স্থানে নানাবিধ বন্য জন্তুর বাস থাকিলেও তাহাদিগের স্বভাব মুনিগণের ন্যায় হিংসাবিহীন ছিল, সুতরাং হিংস্র পশুভয়ে বনে প্রবেশে ভয় ছিল না, প্রত্যুত কোকিলকুল ঐ বনে এরূপ কূজন করিতেছিল, যেন তাহারা পথিকগণকে কানন-প্রবেশে আহ্বান করিতেছিল। ১৯

অতঃপর পুরঞ্জন দেখিতে পাইলেন, একটি কামিনীরত্ন যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই উপবনে আসিয়া প্রবেশ করিতেছেন। সেই প্রমদার সমভিব্যাহারে দশ জন ভৃত্য ছিল, উহারা প্রত্যেকেই শত শত নায়িকার পতি। ২০

ঐ প্রমদা নব যুবতী এবং কামরূপিণী, তিনি স্বামীর অন্বেষণে নিরতা—পঞ্চশীর্ষবিশিষ্ট এক সর্প দ্বারপালস্বরূপ, তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। ২১

ঐ নবীনা বালার নাসিকা ও দন্তরাজি অতীব সুন্দর, কপোলদ্বয় মনোহর, বদন অতীব উৎকৃষ্ট তিনি সমান ভাবে বিন্যস্ত কর্ণের দ্বারা কুণ্ডলের শোভা ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার বর্ণ শ্যাম, তাঁহার নীবী পিঙ্গলবর্ণ, নিতম্ব সুন্দর এবং কনকময় মেখলায় অলঙ্কৃত, তিনি চঞ্চল চরণে নূপুরধ্বনি করিয়া দেবাঙ্গনার ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। ২২-২৩

তাঁহার ঈষদুন্নত কুচযুগল নবযৌবনের আরম্ভের সূচনা করিতেছে, ঐ যুগ্মকুচকলি এরূপ সমভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে যে, উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র স্থান নাই। গজগামিনী লজ্জায় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বারংবার ঐ দুইটি স্তনকে আচ্ছাদন করিয়া গোপন করিতেছেন। ২৪

ঐ ষোড়শীর স্নিগ্ধ কটাক্ষ নিশিত বাণসদৃশ, কেন না, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের প্রান্তভাগ পুঙ্খ বা বাণ-মূলের ন্যায়; তাঁহার প্রেমভরে ভ্রাম্যমাণ ভ্রূলতা ধনুস্থানীয় ছিল; বীর পুরঞ্জন সেই কামিনীর কটাক্ষশরে বিদ্ধ হইয়া ঈষৎ লজ্জা ও হাস্যযুক্ত সুললিত বাক্যে সেই সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৫

অয়ি পদ্মপলাশলোচনে! তুমি কে? কাহার কন্যা, কোন্ স্থান হইতে এখানে আসিয়াছ? হে ভীরু! তুমি পুরীর সন্নিহিত এই উপবনে কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা আমাকে বল। ২৬

হে সুভ্রু! তোমার অনুবর্ত্তী এই যোদ্ধা-সমূহ এবং এই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ একাদশ যোদ্ধাটিই বা কে? তোমার পুরোবর্ত্তী এই সর্পই বা কে? ২৭

ত্বং হ্রীর্ভবান্যস্যথ বাগ্রমা পতিং বিচিন্বতী কিং মুনিবদ্রহোবনে।
ত্বদঙ্ঘ্রিকামাপ্তসমস্তকামং ক্ব পদ্মকোশঃ পতিতঃ করাগ্রাৎ ॥২৮॥
নাসাং বরোর্ব্বন্যতমা ভুবিস্পৃক্ পুরীমিমাং বীরবরেণ সাকম্।
অর্হস্যলঙ্কর্ত্তুমদভ্রকর্ম্মণা লোকং পরং শ্রীরিব যজ্ঞপুংসা ॥২৯॥
যদেষ মাঽপাঙ্গবিখণ্ডিতেন্দ্রিয়ং সব্রীড়ভাবস্মিতবিভ্রমদ্ভ্রুবা।
ত্বয়োপসৃষ্টো ভগবান্ মনোভবঃ প্রবাধতেঽথানুগৃহাণ শোভনে ॥৩০॥
তদাননং সুভ্রু সুতারলোচনং ব্যালম্বিনীলালকবৃন্দসংবৃতম্।
উন্নীয় মে দর্শয় বল্গুবাচকং যদ্‌ব্রীড়য়া নাভিমুখং শুচিস্মিতে ॥৩১॥

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্থং পুরঞ্জনং নারী যাচমানমধীরবৎ। অভ্যনন্দত তং বীরং হসন্তী বীর মোহিতা ॥৩২॥
ন বিদাম বয়ং সম্যক্ কর্ত্তারং পুরুষর্ষভ। আত্মনশ্চ পরস্যাপি গোত্রং নাম চ যৎকৃতম্ ॥৩৩॥
ইহাদ্য সন্তমাত্মানং বিদাম ন ততঃ পরম্। যেনেয়ং নির্ম্মিতা বীর পুরী শরণমাত্মনঃ ॥৩৪॥

হে সাধ্বি! তুমি কি লজ্জা? না ভবানী? না সরস্বতী? না লক্ষ্মী? মুনিবৎ সংযতা হইয়া এই নির্জ্জন বনে কি মনোমত প্রাণের পতি অন্বেষণ করিতেছ? তোমার চরণযুগলের সেবা দ্বারাই তোমার পতির সমস্ত কামনা পূর্ণ হইতে পারে! তোমার করাগ্র হইতে লীলাকমলটি কোথায় পতিত হইল? ২৮

অথবা তুমি ইঁহাদের কেহই নহ, কারণ, তুমি ভূমিস্পর্শ করিয়া অবস্থান করিতেছ, (দেবতারা কখনও ভূমিস্পর্শ করেন না) হে সুন্দরি! আমি শ্রেষ্ঠ, আমার কর্ম্মও অতি মহৎ অতএব লক্ষ্মী যেমন নারায়ণের সহিত মিলিত হইয়া বৈকুণ্ঠপুরী অলঙ্কৃত করেন, তুমিও আমার সহিত তদ্রূপ এই পুরী অলঙ্কৃত কর। ২৯

হে শোভনে! তোমার অপাঙ্গবিক্ষেপ আমার মন খণ্ড বিখণ্ড হইতেছে, তাহাতে আবার তোমার সলজ্জ ঈষৎ হাস্যে ভ্রমণকারিণী ভ্রূলতা দ্বারা প্রেরিত কন্দর্প আমাকে সমধিক পীড়া দিতেছে, অতএব আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর। ৩০

তোমার বদনমণ্ডল সুন্দর ভ্রূদ্বয়ে ও মনোহর তারাদ্বয় সমন্বিত নয়নযুগলভূষিত এবং সুদীর্ঘ নীলবর্ণ অলকাজলে আবৃত, তাহা মনোহর বাক্যাবলী-বিলম্বিত, হে চারুহাসিনি! লজ্জাহেতু তোমার মুখ আমার অভিমুখীন হইতেছে না, উহা উন্নত করিয়া একবার আমাকে দেখাও। ৩১

শ্রীনারদ কহিলেন—হে বীর! এই প্রকারে পুরঞ্জন অধীরের ন্যায় সেই রমণীর নিকট এই প্রকারে কাম ভিক্ষা কবিতে লাগিলে সেই ললনাও মোহিতা হইয়া হাস্য পূর্ব্বক সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর তাঁহাকে কহিলেন। ৩২

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমার নিজের এবং অপরের কর্ত্তা কোন্ ব্যক্তি, তাহা আমি সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত নহি। যাহা দ্বারা গোত্র ও নামের উৎপত্তি হয়, তাহাও অবগত নহি। ৩৩

এই পুরীই আমার আবাসস্থান, অদ্য যে আমি এখানে আছি তাহা এবং এই পুরী কাহার দ্বারা নির্ম্মিতা হইয়াছে—ইহা বা ইহার পরবর্ত্তী কোনও সংবাদই আমি অবগত নহি। ৩৪

এতে সখায়ঃ সখ্যো মে নরা নার্য্যশ্চ মানদ।
সুপ্তায়াং ময়ি জাগর্ত্তি নাগোঽয়ং পালয়ন্ পুরীম্ ॥৩৫॥
দিষ্ট্যাগতোঽসি ভদ্রং তে গ্রাম্যান্ কামানভীপ্সসে।
উদ্বহিষ্যামি তাংস্তেঽহং স্ববন্ধুভিররিন্দম ॥৩৬॥
ইমাং ত্বমধিতিষ্ঠস্ব পুরীং নবমুখীং বিভো। ময়োপনীতান্ গৃহ্লানঃ কামভোগাঞ্শতং সমাঃ ॥৩৭॥
কং নু ত্বদন্যং রময়ে হ্যরতিজ্ঞমকোবিদম্। অসম্পরায়াভিমুখমশ্বস্তনবিদং পশুম্ ॥ ৩৮ ॥
ধর্ম্মো হ্যত্রার্থকামৌ চ প্রজানন্দোঽমৃতং যশঃ।
লোকা বিশোকা বিরজা যান্ ন কেবলিনোবিদুঃ ॥৩৯॥
পিতৃদেবর্ষিমর্ত্ত্যানাং ভূতানামাত্মনশ্চ হ। ক্ষেম্যং বদন্তি শরণং ভবেঽস্মিন্ যদ্গৃহাশ্রমঃ ॥৪০॥
কা নাম বীর বিখ্যাতং বদান্যং প্রিয়দর্শনম্। ন বৃণীত প্রিয়ং প্রাপ্তং মাদৃশী ত্বাদৃশং পতিম্ ॥৪১॥
কস্যা মনস্তে ভুবি ভোগিভোগয়োঃ স্ত্রিয়া ন সজ্জেদ্ভুজয়োর্মহাভুজ।
যোঽনাথবর্গাধিমলং ঘৃণোদ্ধতস্মিতাবলোকেন চরত্যপোহিতুম্ ॥৪২॥
শ্রীনারদ উবাচ।
ইতি তৌ দম্পতী তত্র সমুদ্য সময়ং মিথঃ। তাং প্রবিশ্য পুরীং রাজন্ মুমুদাতে শতং সমাঃ ॥৪৩॥

আমার সহচর এই নর সকল আমার সখা ও এই নারী সকল আমার সখী—আর এই সর্প এই পুরীর রক্ষাকর্ত্তা, আমি নিদ্রিত হইলেও এই সর্প জাগরিত থাকে। ৩৫

আমার সৌভাগ্যবশেই তুমি এখানে আসিয়াছ, তোমার মঙ্গল হউক, দেখিতেছি তুমি ইন্দ্রিয় সুখের অভিলাষ করিতেছ, আমি আমার সখা ও সখীগণের সাহায্যে উহা সম্পাদন করিব। ৩৬

প্রভো! আমি তোমাকে যে সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা উপভোগ করিয়া শত বৎসর কাল এই নবদ্বারসম্পন্ন পুরীতে অবস্থান কর। ৩৭

তোমা ব্যতীত অনিষিদ্ধ সুখত্যাগী পরলোক-চিন্তাশূন্য, কল্য কি করিতে হইবে—তদ্বিষয়ে পশুতুল্য অন্য কোন্ ব্যক্তির সহিত আমি বিহার করিব? ৩৮

এই গৃহাশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, পুত্রপৌত্রাদি, যজ্ঞাবশেষ-উপভোগ, যশঃ এবং বিশোক ও নির্ম্মল যে সকল লোক বিদ্যমান, কৈবল্যবাদী যতিগণ তাহার নামও জানেন না। ৩৯

শাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন যে, এই গৃহাশ্রম—পিতৃদেব, ঋষি, মানব, ভূতগণ ও আত্মার কল্যাণকর আশ্রয়-স্থল। ৪০

হে বীর! আমার সদৃশী কোন্ কামিনী তোমার তুল্য বিখ্যাত, বদান্য, সুন্দর ও স্বয়ং উপস্থিত পতিকে বরণ না করে? ৪১

হে মহাভুজ! পৃথিবীতে এমন কোন্ রমণী আছে, যাহার মন তোমার সর্পদেহসদৃশ সুগঠিত এই বাহুদ্বয়ে আসক্ত না হয়? তুমি কৃপাপূর্ণ সহাস্য অবলোকনের দ্বারা অনাথ জনের মনোব্যথা দূর করিবার জন্যই যেন ভ্রমণ করিতেছ। ৪২

শ্রীনারদ কহিলেন—এই প্রকারে ঐ দম্পতি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক পরস্পর সেই পুরীতে প্রবেশ করিয়া শত বৎসর কাল আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ৪৩

উপগীয়মানো ললিতং তত্র তত্র চ গায়কৈঃ। ক্রীড়ন্ পরিবৃতঃ স্ত্রীভির্হ্রদিনীমাবিশচ্ছুচৌ ॥৪৪॥
সপ্তোপরি কৃতা দ্বারঃ পুরস্তস্যাস্তু দ্বে অধঃ। পৃথগ্বিষয়গত্যর্থং তস্যাং যঃ কশ্চনেশ্বরঃ ॥৪৫॥
পঞ্চ দ্বারস্তু পৌরস্ত্যা দক্ষিণৈকা তথোত্তরা। পশ্চিমে দ্বে অমুষাং তে নামানি নৃপ বর্ণয়ে ॥৪৬॥

খদ্যোতাবির্ম্মুখী চ প্রাগ্দ্বারাবেকত্র নির্ম্মিতে।
বিভ্রাজিতং জনপদং যাতি তাভ্যাং দ্যুমৎসখঃ ॥৪৭॥

নলিনী নালিনী চ প্রাগ্দ্বারাবেকত্র নির্ম্মিতে। অবধূতসখস্তাভ্যাং বিষয়ং যাতি সৌরভম্ ॥৪৮॥
মুখ্যা নাম পুরস্তাদ্দ্বাস্তয়াপণবহূদনৌ। বিষয়ৌ যাতি পুররাড্ রসজ্ঞবিপণান্বিতঃ ॥৪৯॥
পিতৃহূর্নৃপ পুর্য্যা দ্বার্দক্ষিণেন পুরঞ্জনঃ। রাষ্ট্রং দক্ষিণপঞ্চালং যাতি শ্রুতধরান্বিতঃ ॥৫০॥
দেবহূর্নাম পুর্য্যা দ্বারুত্তরেণ পুরঞ্জনঃ। রাষ্ট্রমুত্তরপঞ্চালং যাতি শ্রুতধরান্বিতঃ ॥ ৫১ ॥
আসুরী নাম পশ্চাদ্দ্বাস্তয়া যাতি পুরঞ্জনঃ। গ্রামকং নাম বিষয়ং দুর্ম্মদেন সমন্বিতঃ ॥৫২॥
নির্ঋতির্নাম পশ্চাদ্দ্বাস্তয়া যাতি পুরঞ্জনঃ। বৈশসং নাম বিষয়ং লুব্ধকেন সমন্বিতঃ ॥৫৩॥
অন্ধাবমীষাং পৌরাণাং নির্ব্বাক্পেশস্কৃতাবুভৌ। অক্ষণ্বতামধিপতিস্তাভ্যাং যাতি করোতি চ ॥৫৪॥

ঐ পুরীর স্থানে স্থানে গায়কগণ মনোহর স্বরে পুরঞ্জনের যশোগান করিতেছে, তিনি স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন এবং নিদাঘকালে জলাশয়ে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদের সহিত জলকেলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৪

ঐ পুরীর যিনি অধীশ্বর হইবেন, তাঁহার পৃথক্ পৃথক্ স্থানে গমনের জন্য সেই পুরীতে উপরিভাগে সাতটি ও অধোভাগে দুইটি দ্বার আছে। ৪৫

হে রাজন্! তন্মধ্যে পূর্ব্ব দিকে পাঁচটি, দক্ষিণে একটি, উত্তরে একটি, পশ্চিম দিকে দুইটি। ঐ সকলের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। ৪৬

পূর্ব্ব দিকে খদ্যোতা ও আবির্ম্মুখী নামক দুইটি দ্বার, ইহারা একত্র নির্ম্মিত, এই দ্বারদ্বয় দিয়া দ্যুমাণ নামক সখার সাহায্যে পুরঞ্জন বিভ্রাজিত নামক জনপদে গমন করেন। ৪৭

পূর্ব্বদিকের আর দুইটি দ্বারের নাম নলিনী ও নালিনী—এই দ্বার দুইটিও একত্র নির্ম্মিত; এই দ্বারে অবধূত নামক সখার সাহায্যে পুরঞ্জন সৌরভ নামক দেশে গমন করেন। ৪৮

ঐ পুরীর সম্মুখবর্ত্তী দ্বারের নাম মুখ্যা—পুরঞ্জন এই দ্বারযোগে রসজ্ঞ ও বিপণের সহিত বহূদন এবং আপণ নামক প্রদেশে গমন করিয়া থাকেন। ৪৯

হে নৃপ! ঐ পুরীর দক্ষিণ দিকে যে দ্বারটি আছে, উহার নাম "পিতৃহূ"। পুরঞ্জন ঐ দ্বারযোগে শ্রুতিধরের সহিত দক্ষিণ-পাঞ্চাল রাজ্যে গমন করিয়া থাকেন। ৫০

ঐ পুরের উত্তর দিকের দ্বারটির নাম "দেবহূ"। পুরঞ্জন ঐ দ্বারযোগে শ্রুতধরের সহিত উত্তর-পাঞ্চাল রাজ্যে গমন করিয়া থাকেন। ৫১

ঐ পুরীর পশ্চিম দিকে আসুরী নামে যে দ্বার আছে, পুরঞ্জন ঐ দ্বারযোগে দুর্ম্মদের সহিত গ্রামক নামক দেশে গমন করেন। ৫২

পশ্চিম দিকে আরও একটি দ্বার আছে, উহার নাম নির্ঋতি; পুরঞ্জন ঐ দ্বারযোগে লুব্ধকের সহযোগে বৈশস নামক জনপদে গমন করিয়া থাকেন। ঐ সকল পুরদ্বারের মধ্যে নির্ব্বাক্ ও পেশস্কৃৎ নামক দ্বার দুইটি অন্ধ ইন্দ্রিয়বান্ দ্বারাদির অধিপতি পুরঞ্জন ঐ দুই দ্বারের দ্বারা গমন ও কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ৫৩-৫৪

স যহ্যন্তঃ পুরগতো বিষূচীনং সমন্বিতঃ।
মোহং প্রসাদং হর্ষং বা যাতি জায়াত্মজোদ্ভবম্ ॥৫৫॥

এবং কর্ম্মসু সংসক্তঃ কামাত্মা বঞ্চিতোঽবুধঃ। মহিষী যদ্‌যদীহেত তৎ তদেবান্ববর্ত্তত ॥৫৬॥

ক্বচিৎ পিবন্ত্যাং পিবতি মদিরাং মদবিহ্বলঃ। অশ্নন্ত্যাং ক্বচিদশ্নাতি জক্ষত্যাং সহ জক্ষতি ॥৫৭॥

ক্বচিদ্গায়তি গায়ন্ত্যাং রুদন্ত্যাং রোদিতি ক্বচিৎ। ক্বচিদ্ধসন্ত্যাং হসতি জল্পন্ত্যামনুজল্পতি ॥৫৮॥

ক্বচিদ্ধাবতি ধাবন্ত্যাং তিষ্ঠন্ত্যামনুতিষ্ঠতি। অনুশেতে শয়ানায়ামন্বাস্তে ক্বচিদাসতীম্ ॥৫৯॥

ক্বচিৎ শৃণোতি শৃণ্বন্ত্যাং পশ্যন্ত্যামনুপশ্যতি।
ক্বচিজ্জিঘ্রতি জিঘ্রন্ত্যাং স্পৃশন্ত্যাং স্পৃশতি ক্বচিৎ ॥৬০॥

ক্বচিচ্চ শোচতীং জায়ামনুশোচতি দীনবৎ। অনুহৃষ্যতি হৃষ্যন্ত্যাং মুদিতামনুমোদতে ॥৬১॥

বিপ্রলব্ধো মহিষ্যৈবং সর্ব্বপ্রকৃতিবঞ্চিতঃ। নেচ্ছন্নমনুকরোত্যজ্ঞঃ ক্লৈব্যাৎ ক্রীড়ামৃগো যথা ॥৬২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পুরঞ্জনোপাখ্যানে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

তিনি বিষূচীন সমন্বিত হইয়া যখন অন্তঃপুরে গমন করেন, তখন পত্নী ও পুত্রগণের দ্বারা সমদ্ভূত মোহ, প্রসাদ বা হর্ষ প্রাপ্ত হন। ৫৫

এই রূপে কর্ম্মাসক্ত পুরঞ্জন মূর্খের ন্যায় বঞ্চিত ও মোহিত হইয়া তাঁহার মহিষী যাহা যাহা করেন, তাহারই অনুসরণ করিতে থাকিলেন। ৫৬

ভার্য্যা মদিরা পান করিলে তিনিও মদিরা পান করিয়া মদবিহ্বল হইয়া পড়েন, কখনও বা মহিষী অন্নাদি ভোজন করিতে থাকিলে তিনিও ভোজন করেন এবং মোদকাদি চর্ব্বণ করিতে থাকিলে তিনিও চর্ব্বণ করিতে থাকেন। ৫৭

ভার্য্যা কখনও গান করিতে থাকিলে তিনিও গান করেন, কখনও রোদন করিতে থাকিলে তিনিও রোদন করেন, কখনও হাসিতে থাকিলে তিনিও হাসিতে থাকেন এবং গল্প করিতে থাকিলে গল্প করেন। ৫৮

পত্নী কখনও ধাবিতা হইতে থাকিলে তিনিও ধাবিত হন, পত্নী অবস্থান করিতে থাকিলে তিনিও অবস্থান করেন, শয়ন করিয়া থাকিলে তিনিও তৎপশ্চাৎ শয়ন করেন এবং উপবেশন করিলে উপবেশন করেন। ৫৯

কখনও পত্নী শ্রবণ করিতে থাকিলে তিনিও শ্রবণ করেন, দর্শন করিতে থাকিলে দর্শন করেন, ঘ্রাণ গ্রহণ করিলে ঘ্রাণ করেন এবং স্পর্শ করিলে স্পর্শ করিয়া থাকেন। ৬০

কখনও জায়াকে শোক করিতে দেখিলে তিনিও দীনবৎ অনুশোচনা করেন, জায়া হৃষ্টা হইলে তিনিও হৃষ্ট হন এবং জায়া আনন্দিতা হইলে তিনিও তৎপশ্চাৎ আনন্দিত হন। ৬১

পুরঞ্জন এই প্রকারে আপনার মহিষী কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া আপনার স্বভাব হইতে বঞ্চিত হইলেন সুতরাং অজ্ঞ ক্রীড়ামৃগের ন্যায় পরবশ হইয়া ইচ্ছা না থাকিলেও স্ত্রীর অনুকরণ করিয়া থাকেন। ৬২

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়্বিংশ অধ্যায়

শ্রীনারদ উবাচ।

স একদা মহেষ্বাসো রথং পঞ্চাশ্বমাশুগম্। দ্বীষং দ্বিচক্রমেকাক্ষং ত্রিবেণুং পঞ্চবন্ধুরম্ ॥১॥
একরশ্ম্যেকদমনমেকনীড়ং দ্বিকুবরম্। পঞ্চপ্রহরণং সপ্ত বরূথং পঞ্চবিক্রমম্ ॥২॥
হৈমোপস্করমারুহ্য স্বর্ণবর্ম্মাক্ষয়েষুধিঃ। একাদশচমূনাথঃ পঞ্চপ্রস্থমগাদ্বনম্ ॥৩॥
চচার মৃগয়াং তত্র দৃপ্ত আত্তেষুকার্ম্মুকঃ। বিহায় জায়ামতদর্হাং মৃগব্যসনলালসঃ ॥৪॥
আসুরীং বৃত্তিমাশ্রিত্য ঘোরাত্মা নিরনুগ্রহঃ। ন্যহনন্নিশিতৈর্বাণৈর্বনেষু বনগোচরান্ ॥৫॥
তীর্থেষু প্রতিদৃষ্টেষু রাজা মেধ্যান্ পশূন্ বনে। যাবদর্থমলং লুব্ধো হন্যাদিতি নিয়ম্যতে ॥৬॥
য এবং কর্ম্ম নিয়তং বিদ্বান্ কুর্ব্বীত মানবঃ। কর্ম্মণা তেন রাজেন্দ্র জ্ঞানেন ন স লিপ্যতে ॥৭॥
অন্যথা কর্ম্ম কুর্ব্বাণো মানারূঢ়ো নিবধ্যতে। গুণপ্রবাহপতিতো নষ্টপ্রজ্ঞো ব্রজত্যধঃ ॥৮॥
তত্র নির্ভিন্নগাত্রাণাং চিত্রবাজৈঃ শিলীমুখৈঃ। বিপ্লবোঽভূদ্দুঃখিতানাং দুঃসহঃ করুণাত্মনাম্ ॥৯॥

পুরঞ্জনের মৃগয়া

শ্রীনারদ কহিলেন—সেই পুরঞ্জন স্বর্ণময় বর্ম্ম, অক্ষয় তূণীর ও মহাধনু ধারণ করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক একাদশ সৈন্যদলের অধিপতি সেনাপতি সহ পঞ্চপ্রস্থ নামক বনে গমন করিলেন। তাঁহার রথে পাঁচটি অশ্ব নিয়োজিত ছিল, উহা অতি দ্রুতগামী ও দুইটি দণ্ডে নিবদ্ধ, উহার দুইটি চক্র, একটি অক্ষ বা ধুর, তিনটি ধ্বজদণ্ড, পাঁচটি বন্ধন, এক গাছি রজ্জু, এক জন সারথি, একটি মাত্র রথীর উপবেশন স্থান এবং দুইটি যুগবন্ধন স্থান, তাহাতে পাঁচটি বিষয় প্রক্ষিপ্ত হয়; ঐ রথের চর্ম্মময় আবরণ, উহার গতি পাঁচ প্রকার এবং উহা স্বর্ণ-অলঙ্কারে ভূষিত। ১-৩

পুরঞ্জন সেই বনে উপস্থিত হইলেন এবং ত্যাগের অযোগ্যা জায়াকে ত্যাগ করিয়া মৃগয়া-ব্যসন-লালসায় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক দম্ভভরে তথায় মৃগয়া করিতে লাগিলেন। ৪

নির্দ্দয় পুরঞ্জন মৃগয়ার্থ আসুরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক শাণিত শর দ্বারা বনে যত বনচারী ছিল, তাহাদের সকলকেই সংহার করিলেন। ৫

যদি নিতান্ত মাংসাসক্ত হন, তবে শাস্ত্রোপদিষ্ট শ্রাদ্ধসম্পাদনার্থ রাজা প্রসিদ্ধ তীর্থে পবিত্র পশুগণকে আবশ্যক মত বধ করিতে পারেন—এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। ৬

হে রাজেন্দ্র! যে মানব যেরূপ কর্ম্ম নিয়মিত জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি তত্তৎকর্ম্মলব্ধ জ্ঞানহেতু সেই কর্ম্মে কদাচ লিপ্ত হন না। ৭

শাস্ত্রজ্ঞান উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অভিমানপুরঃসর যিনি কর্ম্ম করেন, তিনি সেই কর্ম্ম দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হন এবং তদনন্তর গুণপ্রবাহে পতিত হইয়া প্রজ্ঞা নষ্ট হওযায় নরকে গমন করেন। ৮

সেই বনে পুরঞ্জনের বিচিত্র পক্ষশালী বাণের দ্বারা ছিন্নদেহ আর্ত্ত মৃগকুলের বিনাশ করুণহৃদয় সাধুগণের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ হইয়াছিল। ৯

শশান্ বরাহান্ মহিষান্ গবয়ান্ রুরুশল্যকান্।
মেধ্যানন্যাংশ্চ বিবিধান্ বিনিঘ্নন্ শ্রমমধ্যগাৎ ॥১০॥

ততঃ ক্ষুত্তৃট্‌পরিশ্রান্তো নিবৃত্তো গৃহমেয়িবান্। কৃতস্নানোচিতাহারঃ সংবিবেশ গতক্লমঃ ॥১১॥

আত্মানমর্হয়াঞ্চক্রে ধূপালেপস্রগাদিভিঃ। সাধ্বলঙ্কৃতসর্ব্বাঙ্গো মহিষ্যামাদধে মনঃ ॥১২॥

দৃপ্তো হৃষ্টঃ সুতৃপ্তশ্চ কন্দর্পাকৃষ্টমানসঃ। ন ব্যচষ্ট বরারোহাং গৃহিণীং গৃহমেধিনীম্ ॥১৩॥

অন্তঃপুরস্ত্রিয়োঽপৃচ্ছদ্বিমনা ইব বেদিষৎ। অপি বঃ কুশলং রামাঃ সেশ্বরীণাং যথা পুরা ॥১৪॥

ন তথৈতর্হি রোচন্তে গৃহেষু গৃহসম্পদঃ। যদি ন স্যাদ্গৃহে মাতা পত্নী বা পতিদেবতা।
ব্যঙ্গে রথ ইব প্রাজ্ঞঃ কো নামাসীত দীনবৎ ॥১৫॥

ক বর্ত্ততে সা ললনা মজ্জন্তং ব্যসনার্ণবে। যা মামুদ্ধরতে প্রজ্ঞাং দীপয়ন্তী পদে পদে ॥১৬॥

রামা ঊচুঃ।

নরনাথ ন জানীমস্ত্বৎপ্রিয়া যদ্ব্যবস্যতি। ভূতলে নিরবস্তারে শয়ানাং পশ্য শত্রুহন্ ॥১৭॥

শ্রীনারদ উবাচ।

পুরঞ্জনঃ স্বমহিষীং নিরীক্ষ্যাবধুতাং ভুবি। তৎসঙ্গোন্মথিতজ্ঞানো বৈক্লব্যং পরমং যযৌ ॥১৮॥

তিনি সেই বনে শশক, শূকর, মহিষ গবয়, রুরু, শল্যক ও অন্যান্য বিবিধ পবিত্র পশু বিনষ্ট করিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ১০

অনন্তর ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি নিবৃত্ত হইলেন এবং গৃহে আগমন করতঃ স্নান ও যথোচিত আহার দ্বারা শ্রান্তি দুর করিয়া শয়ন করিলেন। ১১

অনন্তর তিনি ধুপ, গন্ধানুলেপন এবং মাল্যাদির দ্বারা নিজের দেহ অলঙ্কৃত করিলেন, এবং সম্যক্ প্রকারে সজ্জিত হইয়া মহিষীর প্রতি চিত্তনিবেশ করিলেন। ১২

হৃষ্টপুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইলে রাজা কন্দর্প কর্ত্তৃক আকৃষ্টচিত্ত হইয়া আপনার গৃহধর্ম্মনির্ব্বাহিকা সর্ব্বোত্তমা গৃহিণীকে দেখিতে পাইলেন না। ১৩

হে প্রাচীনবর্হিঃ, তিনি উদ্বিগ্নচিত্তের ন্যায় হইয়া অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণকে বলিতে লাগিলেন—"হে রামাগণ, তোমাদের এবং তোমাদের অধিকারীর কুশল ত? আমার গৃহস্থিত ধনসম্পত্তি পূর্ব্বে যেমন রুচিকর বোধ হইত, এখন আর তেমন বোধ হইতেছে না, গৃহে যদি মাতা বা পতিব্রতা ভার্য্যা না থাকেন, তাহা হইলে কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে বাস করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন? চক্রবিহীন রথে কোন্ ব্যক্তিই বা সুস্থির হইয়া উপবেশন করিতে পারে? ১৪-১৫

যিনি দুঃখসাগরে মগ্ন হইলে আমাকে প্রতি পদে পদে উদ্ধার করিয়া থাকেন, যিনি আমার প্রজ্ঞাকে সমুজ্জ্বলা করিয়া থাকেন, সেই ললনা কোথায় অবস্থান করিতেছেন? ১৬

রমণীগণ কহিলেন—হে নরনাথ! আপনার প্রেয়সী কি করিতে চাহেন, তাহা আমরা অবগত নহি। হে অরিন্দম! ঐ দেখুন, তিনি অনাবৃত ভূমিতলে শয়ন করিয়া আছেন। ১৭

শ্রীনারদ কহিলেন, তখন পুরঞ্জন স্বীয় ভার্য্যাকে দেহের প্রতি অনাদরযুক্ত হইয়া ভূতলে পতিতা দেখিতে পাইলেন এবং পত্নীর সহিত মিলিত হইবার জন্য আত্মহারা ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ১৮

সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা হৃদয়েন বিদূয়তা। প্রেয়স্যাঃ স্নেহসংরম্ভ-লিঙ্গমাত্মনি নাধ্যগাৎ ॥১৯॥
অনুনিন্যেঽথ শনকৈর্বীরোঽনুনয়কোবিদঃ। পস্পর্শ পাদযুগলমাহ চোৎসঙ্গলালিতাম্ ॥২০॥

পুরঞ্জন উবাচ।

নূনস্ত্বকৃতপুণ্যাস্তে ভৃত্যা যেষ্বীশ্বরাঃ শুভে। কৃতাগঃস্বাত্মসাৎ কৃত্বা শিক্ষাদণ্ডং ন যুঞ্জতে ॥২১॥
পরমোঽনুগ্রহো দণ্ডো ভৃত্যেষু প্রভুণার্পিতঃ। বালো ন বেদ তৎ তন্বি বন্ধুকৃত্যমমর্ষণঃ ॥২২॥

সা ত্বং মুখং সুদতি সুভ্রূ্বনুরাগভারব্রীড়াবিলম্ববিলসদ্ধসিতাবলোকম্।
নীলালকালিভিরুপস্কৃতমুন্নসং নঃ স্বানাং প্রদর্শয় মনস্বিনি বল্গুবাক্যম্ ॥ ২৩॥
তস্মিন্ দধে দমমহং তব বীরপত্নি যোঽন্যত্র ভূসুরকুলাৎ কৃতকিল্বিষস্তম্।
পশ্যে ন বীতভয়মুন্মুদিতং ত্রিলোক্যামন্যত্র বৈ মুররিপোরিতরত্র দাসাৎ ॥২৪॥
বক্ত্রং ন তে বিতিলকং মলিনং বিহর্ষং সংরম্ভভীমমবিমৃষ্টমপেতরাগম্।
পশ্যে স্তনাবপি শুচোপহতৌ সুজাতৌ বিম্বাধরং বিগতকুঙ্কুমপঙ্করাগম্ ॥২৫॥

দুঃখিতহৃদয়ে তিনি মনোজ্ঞ সুমধুর বচনে প্রেয়সীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার প্রণয়কোপের কোন লক্ষণই বুঝিতে পারিলেন না। ১৯

অনন্তর অনুনয়ে নিপুণ সেই রাজা ভার্য্যাকে ক্রমশঃ নানারূপে অনুনয় করিলেন। তিনি ভার্য্যার পাদযুগল স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন। ২০

পুরঞ্জন কহিলেন—হে কল্যাণি! প্রভুগণ যে সকল অপরাধী ভৃত্যকে আপন ভাবিয়া শিক্ষাদানের জন্য দণ্ডপ্রদান না করেন, ঐ সকল ভৃত্য নিশ্চয়ই সুকৃতিহীন। ২১

হে কৃশাঙ্গি! প্রভু ভৃত্যের প্রতি যে দণ্ডবিধান করেন, তাহা পরম অনুগ্রহ, তাহাতে যে ক্রুদ্ধ হয়, সে নিতান্ত অজ্ঞ, সে বন্ধুকৃত্য অবগত নহে। ২২

হে সুদর্শনে! হে মনস্বিনি! হে সুভ্রু! তোমার মুখখানি অনুরাগভরে জাত লজ্জায় মন্দ মন্দ মৃদুহাস্যপূর্ণ যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ, তাহাতে এবং নীল অলকাবলীবিভূষিত হওয়ায় অতি সুন্দর, তাহাতে উন্নত নাসিকার এবং মনোহর বাক্যে তাহার শোভা অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে, তুমি একবার তাহা এই অধীন জনকে দর্শন করাও। ২৩

হে বীরপত্নি! যদি কেহ তোমার নিকট অপরাধী হইয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুল-সম্ভূত অথবা যদি শ্রীকৃষ্ণের দাস না হন, তবে তাহাকে আমি তাঁহার দণ্ড বিধান করিব। কিন্তু তোমার নিকট অপরাধ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে জীবন ধারণ করিতে পারে, এরূপ নির্ভীক লোক ত্রিভুবনে বা উহার বহির্ভাগেও ত দেখিতে পাইতেছি না। ২৪

ইতঃপূর্ব্বে আমি আর কখনও তোমার এইরূপ তিলকহীন হর্ষবিরহিত কোপভীষণ অনুজ্জ্বল, স্নেহ পরিশূন্য মুখ দেখি নাই, তোমার অতি সুন্দর স্তনযুগল শোকাশ্রুসিক্ত হইতে কখনও দেখি নাই এবং তোমার বিম্বাধরকেও কুঙ্কুমপঙ্কতুল্য তাম্বুলরাগশূন্য দেখি নাই। ২৫

তন্মে প্রসীদ সুহৃদঃ কৃতকিল্বিষস্য স্বৈরং গতস্য মৃগয়াং ব্যসনাতুরস্য।
কা দেবরং বশগতং কুসুমাস্ত্রবেগবিস্রস্তপৌংস্নমুশতী ন ভজেত কৃত্যে ॥২৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
পুরঞ্জনোপাখ্যানে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

অতএব যদিও স্বেচ্ছাবশে মৃগয়াব্যসনে আসক্ত হইয়া তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছি, তথাপি সুহৃদ্ জ্ঞানে আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও। অনঙ্গবাণে যে কান্তের ধৈর্য্য অপগত হইয়াছে, যে কান্ত প্রিয়তমার অভীষ্ট-সাধনে উন্মুখ—এমন বশীভূত কান্তকে রতিপ্রার্থিনী কোন কামিনী উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত স্থানে প্রাপ্ত হইয়াও ভজনা না করে? ২৬

বিবৃতি—সমগ্র পুরঞ্জনউপাখ্যানটি একটি রূপক। শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হির নিকট ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে নিজেই এই রূপকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ২৬

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে ষড়্বিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্থং পুরঞ্জনং সধ্র্যগ্বশমানীয় বিভ্রমৈঃ। পুরঞ্জনী মহারাজ রেমে রময়তী পতিম্ ॥১॥
স রাজা মহিষীং রাজন্ সুস্নাতাং রুচিরাম্বরাম্। কৃতস্বস্ত্যয়নাং তৃপ্তামভ্যনন্দদুপাগতাম্ ॥২॥
তয়োপগূঢ়ঃ পরিরব্ধকন্ধরো রহোঽনুমন্ত্রৈরপকৃষ্টচেতনঃ।
ন কালরংহো বুবুধে দুরত্যয়ং দিবা নিশেতি প্রমদাপরিগ্রহঃ ॥৩॥
শয়ান উন্নদ্ধমদো মহামনা মহার্হতল্পে মহিষীভুজোপধিঃ।
তামেব বীরো মনুতে পরং যতস্তমোঽভিভূতো ন নিজং পরঞ্চ যৎ ॥৪॥
তয়ৈবং রমমাণস্য কামকশ্মলচেতসঃ। ক্ষণার্দ্ধমিব রাজেন্দ্র ব্যতিক্রান্তং নবং বয়ঃ ॥৫॥
তস্যামজনয়ৎ পুত্রান্ পুরঞ্জন্যাং পুরঞ্জনঃ। শতান্যেকাদশ বিরাড়ায়ুষোঽর্দ্ধমথাত্যগাৎ ॥৬॥
দুহিতৃর্দশোত্তরশতং পিতৃমাতৃযশস্করীঃ। শীলৌদার্য্যগুণোপেতাঃ পৌরঞ্জন্যঃ প্রজাপতে ॥৭॥
স পঞ্চালপতিঃ পুত্রান্ পিতৃবংশবিবর্দ্ধনান্। দারৈঃ সংযোজয়ামাস দুহিতৄঃ সদৃশৈর্বরৈঃ ॥৮॥

পুরঞ্জনের আত্মবিস্মৃতি

শ্রীনারদ কহিলেন—হে মহারাজ! এই প্রকারে হাবভাব-বিলাস দ্বারা পতি পুরঞ্জনকে সম্যক্ বশীভূত করিয়া পুরঞ্জনী তাঁহার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ১

সেই রাজা পুরঞ্জনও সুস্নাতা, শোভনবসনা এবং কুঙ্কুম-সিন্দুরাদি দ্বারা কৃতমঙ্গলা সেই কামিনীকে ভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্তা হইয়া স্বসমীপে আসক্ত দেখিয়া তাহাকে অভিনন্দন করিয়া গ্রহণ করিলেন। ২

পুরঞ্জনী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে পুরঞ্জনও তাহার স্কন্ধদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং সেই তরুণী একান্তে তাঁহার সহিত রহস্য কথা বলিতে থাকিলে তাঁহার বিবেক অপগত হইল; এইরূপে প্রমদা কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে যে তাঁহার বৃথা পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে, রাজা তাহা জানিতে পারিলেন না। ৩

সেই মহামনা রাজার আসক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি মহামূল্য শয্যায় শায়িত হইয়া মহিষীর ভুজলতাকে উপাধান করিয়া সেই বীর সেই স্ত্রীকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং নিজ স্বরূপ ও পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইলেন। ৪

হে রাজেন্দ্র! এই প্রকারে কামমোহিতচিত্তে স্ত্রীর সহিত ক্রীড়াপর পুরঞ্জনের নবযৌবন ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় তাঁহার অজ্ঞাতসারেই যেন অতিক্রান্ত হইল। ৫

সেই সম্রাট্ পুরঞ্জন সেই ভার্য্যা পুরঞ্জনীতে একাদশ শত পুত্র উৎপাদন করিলেন; এই প্রকারে তাঁহার পরমায়ুর অর্দ্ধেক অতীত হইল। ৬

হে প্রজাপতে! তৎপরে রাজার এক শত কন্যা জন্মিল; কন্যাগণ শীল ও ঔদার্য্যগুণে সুভূষিতা ও পিতামাতার যশোবর্দ্ধিনী হইয়া পৌরঞ্জনী নামে বিখ্যাত হইল। ৭

সেই পঞ্চালপতি পুরঞ্জন পুত্রগণকে উপযুক্ত পত্নীর সহিত বিবাহ দিলেন এবং কন্যাগণকেও উপযুক্ত বরের সহিত বিবাহ দিলেন। ৮

পুত্রাণাঞ্চাভবন্ পুত্রা একৈকস্য শতং শতম্। যৈর্বৈ পৌরঞ্জনো বংশঃ পঞ্চালেষু সমেধিতঃ ॥৯॥
তেষু তদ্রিক্থহারেষু গৃহকোশানুজীবিষু। নিরূঢেন মমত্বেন বিষয়েষ্বন্ববধ্যত ॥ ১০ ॥
ঈজে চ ক্রতুভির্ঘোরৈর্দীক্ষিতঃ পশুমারকৈঃ।
দেবান্ পিতৄন্ ভূতপতীন্ নানাকামো যথাভবান্ ॥১১॥
যুক্তেষ্বেবং প্রমত্তস্য কুটুম্বাসক্তচেতসঃ। আসসাদ স বৈ কালো যোঽপ্রিয়ঃ প্রিয়যোষিতাম্ ॥১২॥
চণ্ডবেগ ইতি খ্যাতো গন্ধর্ব্বাধিপতির্নৃপ। গন্ধর্ব্বাস্তস্য বলিনঃ ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্ ॥ ১৩ ॥
গন্ধর্ব্ব্যস্তাদৃশীরস্য মৈথুন্যশ্চ সিতাসিতাঃ। পরিবৃত্ত্যা বিলুম্পন্তি সর্ব্বকামবিনির্ম্মিতাম্ ॥১৪॥
তে চণ্ডবেগানুচরাঃ পুরঞ্জনপুরং যদা। হর্ত্তুমারেভিরে তত্র প্রত্যষেধৎ প্রজাগরঃ ॥ ১৫ ॥
স সপ্তভিঃ শতৈরেকো বিংশত্যা চ শতং সমাঃ। পুরঞ্জনপুরাধ্যক্ষো গন্ধর্ব্বৈর্যুযুধে বলী ॥ ১৬ ॥
ক্ষীয়মাণে স্বসম্বন্ধে একস্মিন্ বহুভির্যুধা। চিন্তাং পরাং জগামার্ত্তঃ সরাষ্ট্রপুরবান্ধবঃ ॥১৭॥
স এব পুর্য্যাং মধুভুক্ পঞ্চালেষু স্বপার্ষদৈঃ। উপনীতং বলিং গৃহ্নন্ স্ত্রীজিতো নাবিদদ্ভয়ম্ ॥১৮॥
কালস্য দুহিতা কাচিৎ ত্রিলোকীং বরমিচ্ছতীম্। পর্য্যটন্তীং ন বর্হিষ্মন্ প্রত্যনন্দত কশ্চন ॥১৯॥

পুরঞ্জনের ঐ সকল পুত্রের প্রত্যেকের শত শত পুত্র জন্মিল, এইরূপে পঞ্চালদেশে পৌরঞ্জনবংশ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ৯

পুত্র, পৌত্র, গৃহ, ভাণ্ডার, ভৃত্যবর্গ এই সকলে পুরঞ্জনের প্রগাঢ় মমতা জন্মিল এবং এই প্রকারে প্রগাঢ় মমতার দ্বারা তিনি বিষয়পাশে আবদ্ধ হইলেন। অবশেষে তিনি আপনার ন্যায় পশুমারক নানা ভয়ানক যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া নানা কামনায় দেব, পিতৃ ও ভূতপতিগণের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ১০-১১

এইরূপে কুটুম্বাসক্তচিত্ত পুরঞ্জন আত্মহিতে উদাসীন থাকিবার সময় কামিনীপ্রিয় ব্যক্তির অপ্রিয় কাল আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইল। ১২

সেই কাল চণ্ডবেগ নামে বিখ্যাত এবং গন্ধর্ব্বগণের অধিপতি, তাহার তিন শত ষাট জন বলবান্ গন্ধর্ব্ব এবং ঐরূপ তিন শত ষাট জন গন্ধর্ব্বীও আছে। ১৩

তাহারা শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং তাহারা মিথুনীভূত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে ভ্রমণ পূর্ব্বক কামনির্ম্মিত পুরীকে লুণ্ঠন করিয়া থাকে। ১৪

চণ্ডবেগের অনুচর ঐ সকল গন্ধর্ব্বগণ যখন পুরঞ্জনপুর লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল, তখন তত্রত্য প্রজাগর তাহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিল। ঐ বলবান্ পুরঞ্জনপুরের অধ্যক্ষ একক হইয়াও শত বৎসর পর্য্যন্ত সেই সাত শত বিশ জন গন্ধর্ব্ব ও গন্ধর্ব্বীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১৫-১৬

বহুজনের সহিত একের যুদ্ধ হওয়ায় সেই পুররক্ষক ক্ষীণ হইয়া পড়ায় সেই পুরবাসী, রাষ্ট্রবাসী এবং বান্ধবগণকে দুঃখিত হইয়া চিন্তাকুল হইলেন। ১৭

হে রাজন্! পূর্ব্বে তিনি স্ত্রীবশীভূত এবং ক্ষুদ্র সুখে আসক্ত হইয়া পঞ্চালদেশে ও আপনার পুরীর মধ্যে স্বীয় পার্ষদগণ কর্ত্তৃক আহৃত ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করিয়া মধুকরের ন্যায় বাস করিতেন। এই প্রকারে ভোগবান হইয়া তিনি উত্তরকালে ভয়ের কথা অবগত ছিলেন না। ১৮

হে প্রাচীনবর্হি, কালের একটি কন্যা আছে, সে আপনার অনুরূপ বর অন্বেষণ করিয়া ত্রিলোক ভ্রমণ করিলেও কেহই তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করে নাই। ১৯

দৌর্ভাগ্যেনাত্মনো লোকে বিশ্রুতা দুর্ভগেতি সা।
যা তুষ্টা রাজঋষয়ে বৃতাদাৎ পূরবে বরম্ ॥২০॥

কদাচিদটমানা সা ব্রহ্মলোকান্মহীং গতম্। বব্রে বৃহদ্‌ব্রতং মাস্ত জানতী কামমোহিতা ॥২১॥
ময়ি সংরভ্য বিপুলমদাচ্ছাপং সুদুঃসহম্। স্থাতুমর্হসি নৈকত্র মদ্‌যাচ্ঞাবিমুখো মুনে ॥২২॥
ততো বিহতসঙ্কল্পা কন্যকা যবনেশ্বরম্। ময়োপদিষ্টমাসাদ্য বব্রে নাম্না ভয়ং পতিম্ ॥২৩॥
ঋষভং যবনানাং ত্বাং বৃণে বীরেপ্সিতং পতিম্। সঙ্কল্পস্ত্বয়ি ভূতানাং কৃতঃ কিল ন রিষ্যতি ॥২৪॥
দ্বাবিমাবনুশোচন্তি বালাবসদবগ্রহৌ। যল্লোকশাস্ত্রোপনতং ন রাতি ন তদিচ্ছতি ॥২৫॥

অথো ভজস্ব মাং ভদ্র ভজন্তীং মে দয়াং কুরু।
এতাবান্ পৌরুষো ধর্ম্মো যদার্ত্তাননুকম্পতে ॥২৬॥

কালকন্যোদিতবচো নিশম্য যবনেশ্বরঃ। চিকীর্ষুর্দৈবগুহ্যং স সস্মিতং তামভাষত ॥২৭॥

স্বীয় দুর্ভাগ্য হেতু ঐ কন্যা লোকে দুর্ভগা বলিয়া খ্যাত হইল। রাজর্ষি পুরু তাহাকে বরণ করায় ঐ রমণী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিয়াছিল। ২০

সেই কালকন্যা ভ্রমণ করিতে করিতে একবার আমাকে পৃথিবীতে আগমন করিতে দেখিতে পাইল এবং আমাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী জানিয়াও কাম মোহিতা হইয়া আমাকে বরণ করিল। ২১

অনন্তর আমি প্রত্যাখান করায় সে আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে এই মহান্ সুদুঃসহ শাপ প্রদান করিল যে, "হে মুনে! যেহেতু তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে না, অতএব তুমি কখনও একস্থানে সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না।" ২২

অনন্তর ঐ কামকন্যার সংকল্প পূর্ণ না হওয়ায় সে আমার উপদেশ ক্রমে ভয় নামক যবনেশ্বরের সমীপে গমন করিয়া তাহাকে পতিরূপে প্রার্থনা করিয়া বলিল। ২৩

"হে যবনশ্রেষ্ঠ বীর! আমি তোমাকে আমার অভিলষিত পতিরূপে বরণ করিলাম, আমি জানি, জীবগণ তোমাকে আশ্রয় করিয়া যে সংকল্প করে, তাহা বিফল হয় না। ২৪

"লোকে ও শাস্ত্রে যে বস্তু দেয় ও গ্রাহ্য বলিয়া সম্মত, সেই বস্তু প্রার্থনা করিলে যে না দেয় এবং কেহ দিলে যে না গ্রহণ করে, তাহাদিগের উভয়ের জন্যই সজ্জনগণ শোক করিয়া থাকেন। ২৫

"অতএব হে ভদ্র! আমি তোমার ভজন-পরায়ণা, অতএব তুমিও আমাকে ভজনা কর, আর্ত্ত ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রকাশ করাই পুরুষের ধর্ম্ম।" ২৬

যবনেশ্বর কামকন্যার কথিত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক স্মিতহাস্যে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। ২৭

বিবৃতি—মহর্ষি শুক্রের শাপে যযাতি জরা-গ্রস্ত হন। পরে শুক্রকে অনুনয় করায় তিনি যযাতিকে এই বর দেন যে, কেহ ইচ্ছা করিয়া লইতে চাহিলে তিনি তাহাকে ঐ জরা দিতে পারিবেন। যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার আদেশে জরা গ্রহণ করায় যযাতি তাহাকেই স্বীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন—এবং অন্য চারিপুত্রকে রাজ্যচ্যুত করেন। ২০

ময়া নিরূপিতস্তভ্যং পতিরাত্মসমাধিনা। নাভিনন্দতি লোকোঽয়ং ত্বামভদ্রামসম্মতাম্ ॥২৮॥
ত্বমব্যক্তগতির্ভুঙ্ক্ষ্ব লোকং কর্ম্মবিনির্ম্মিতম্। যা হি মে পৃতনাযুক্তা প্রজানাশং প্রণেষ্যসি ॥২৯॥
প্রজ্বারোঽয়ং মম ভ্রাতা ত্বঞ্চ মে ভগিনী ভব।
চরাম্যুভাভ্যাং লোকেঽস্মিন্নব্যক্তোভীমসৈনিকঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
পুরঞ্জনোপাখ্যানে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

তোমার যিনি পতি হইবেন, আমি আত্মসমাধি দ্বারা তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি। তোমাকে অমঙ্গলরূপা ও অপ্রিয়া বলিয়া কোন লোকই অঙ্গীকার করে নাই। ২৮

তুমি অলক্ষিতগতি হইয়া কর্ম্মবিনির্ম্মিত লোক ভোগ কর। তুমি আমার সেনার সহিত মিলিত হইয়া যাও, তুমি নিশ্চয়ই প্রজানাশ করিতে সমর্থ হইবে। ২৯

এই প্রজ্বার আমার ভ্রাতা, তুমি আমার ভগিনী হও, তোমাদের উভয়কে সৈনিক করিয়া আমি সংসারে লোকের ভয় উৎপাদন করিয়া অলক্ষিত ভাবে বিচরণ করিব। ৩০

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

শ্রীনারদ উবাচ।

সৈনিকা ভয়নাম্নো যে বর্হিষ্মন্ দিষ্টকারিণঃ। প্রজ্বারকালকন্যাভ্যাং বিচেরুরবনীমিমাম্ ॥১॥

ত একদা তু রভসা পুরঞ্জনপুরীং নৃপ। রুরুধুর্ভৌমভোগাঢ্যাং জরৎপন্নগপালিতাম্ ॥২॥

কালকন্যাপি বুভুজে পুরঞ্জনপুরং বলাৎ। যয়াভিভূতঃ পুরুষঃ সদ্যোনিঃসারতামিয়াৎ ॥৩॥

তয়োপভুজ্যমানাং বৈ যবনাঃ সর্ব্বতো দিশম্।

দ্বার্ভিঃ প্রবিশ্য সুভৃশং প্রার্দ্দয়ন্ সকলাং পুরীম্ ॥৪॥

তস্যাং প্রপীড্যমানায়ামভিমানী পুরঞ্জনঃ। অবাপোরুবিধাংস্তাপান্ কুটুম্বীমমতাকুলঃ ॥৫॥

কন্যোপগূঢ়ো নষ্টশ্রীঃ কৃপণো বিষয়াত্মকঃ। নষ্টপ্রজ্ঞো হৃতৈশ্বর্য্যো গন্ধর্ব্বযবনৈর্বলাৎ ॥৬॥

বিশীর্ণাং স্বপুরীং বীক্ষ্য প্রতিকূলাননাদৃতান্। পুত্রান্ পৌত্রানুগামাত্যান্ জায়াঞ্চ গতসৌহৃদাম্ ॥৭॥

আত্মানং কন্যয়া গ্রস্তং পঞ্চালানরিদূষিতান্। দুরন্তচিন্তামাপন্নো ন লেভে তৎপ্রতিক্রিয়াম্ ॥৮॥

কামানভিলষন্ দীনো যাতযামাংশ্চ কন্যয়া। বিগতাত্মগতিস্নেহঃ পুত্রদারাংশ্চ লালয়ন্ ॥৯॥

পুরঞ্জনের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি এবং পরে মুক্তিলাভ

শ্রীনারদ কহিলেন—হে বর্হিষ্মন্! ভয়নামা যবনাধিপতির আজ্ঞাকারী যে সকল সেনা তাহারা প্রজ্বার ও কামকন্যার সহিত মিলিত হইয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে লাগিল। ১

একদা ঐ সকল সেনা পার্থিব ভোগসম্ভারে সমৃদ্ধা ক্ষীণবল সর্প দ্বারা অভিরক্ষিতা ঐ পুরঞ্জন-পুরী বলপূর্ব্বক অবরোধ করিল। ২

সেই কামকন্যা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবামাত্র জীব সত্ত্ব নির্জ্জীবত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কালনন্দিনীও বলপূর্ব্বক পুরঞ্জনপুরী অধিকার পূর্ব্বক ভোগ করিতে লাগিল। ৩

কামকন্যাকে পুরী ভোগ করিতে দেখিয়া যবন-গণ দ্বার সাহায্যে পুরীর সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত পীড়া প্রদান করিতে লাগিল। ৪

স্নেহ-মমতাকুল, পুত্রাদিমান্ অভিমানী পুরঞ্জন সেই পুরী এই প্রকারে প্রপীড়িতা হওয়ায় নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন। ৫

কালকন্যার আলিঙ্গনে পুরঞ্জনের শ্রী নষ্ট হইয়া গেল; দীন, বিষয়াসক্ত, নষ্টপ্রজ্ঞ পুরঞ্জন গন্ধর্ব্ব ও যবনগণের দ্বারা বলপূর্ব্বক আক্রান্ত হওয়ায় সমস্ত ঐশ্বর্য্য হইতে বিচ্যুত হইলেন। ৬

পুরঞ্জন দেখিলেন—আপনার পুরী বিশীর্ণ, পুত্র-পৌত্র, ভৃত্য, মন্ত্রিগণ প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহাকে আর আদর করিতেছে না, পত্নীরও তাঁহার প্রতি আর পূর্ব্ববৎ সৌহৃদ্য নাই। ৭

আপনাকে কালকন্যা কর্ত্তৃক অধিকৃত, পঞ্চাল রাজ্যও শত্রু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি ঘোর চিন্তায় মগ্ন হইলেন, কিন্তু তাহার কোনও প্রতিকারের উপায় দেখিতে পাইলেন না। ৮

পুরঞ্জন দেখিলেন, কালকন্যা যে সকল ভোগ্য বিষয় ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই সকল সারহীন বস্তুই ভোগ করিতে হইতেছে; আত্মার ঐহিক ও পারত্রিক গতি এবং বন্ধু-বান্ধবের স্নেহ-মমতায় বঞ্চিত হইয়া পুত্র-কলত্রাদিকে লালন করিতে হইতেছে। ৯

গন্ধর্ব্বযবনাক্রান্তাং কালকন্যোপমর্দ্দিতাম্। হাতুং প্রচক্রমে রাজা তাং পুরীমনিকামতঃ ॥১০॥

ভয়নাম্নোঽগ্রজো ভ্রাতা প্রজ্বারঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
দদাহ তাং পুরীং কৃৎস্নাং ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥১১॥

তস্যাং সন্দহ্যমানায়াং সপৌরঃ সপরিচ্ছদঃ। কৌটুম্বিকঃ কুটুম্বিন্যা উপাতপ্যত স্বান্বয়ঃ ॥১২॥

যবনোপরুদ্ধায়তনো গ্রস্তায়াং কালকন্যয়া। পুর্য্যাং প্রজ্বারসংসৃষ্টঃ পুরপালোঽন্বতপ্যত ॥১৩॥

ন শেকে সোঽবিতুং তত্র পুরুকৃচ্ছ্রোরুবেপথুঃ। গন্তুমৈচ্ছৎ ততো বৃক্ষকোটরাদিব সানলাৎ ॥১৪॥

শিথিলাবয়বো যর্হি গন্ধর্ব্বৈর্হৃতপৌরুষঃ। যবনৈররিভী রাজন্নুপরুদ্ধো রুরোদ হ ॥১৫॥

দুহিতৄঃ পুত্রপৌত্রাংশ্চ যামিজামাতৃপার্ষদান্। স্বত্বাবশিষ্টং যৎকিঞ্চিদ্‌গৃহকোষপরিচ্ছদম্ ॥১৬॥

অহং মমেতি স্বীকৃত্য গৃহেষু কুমতির্গৃহী। দধ্যৌ প্রমদয়া দীনো বিপ্রয়োগ উপস্থিতে ॥১৭॥

লোকান্তরং গতবতি ময্যনাথা কুটুম্বিনী। বর্ত্তিষ্যতে কথং ত্বেষা বালকাননুশোচতী ॥১৮॥

ন ময্যনাশিতে ভুঙ্‌ক্তে নাস্নাতে স্নাতি মৎপরা।
ময়ি রুষ্টে সুসন্ত্রস্তা ভৎর্সিতে যতবাগ্‌ভয়াৎ ॥১৯॥

গন্ধর্ব্ব ও যবনসেনাগণ ঐ পুরী আক্রমণ এবং কালনন্দিনী উহাকে বিধ্বংসিত করিয়াছেন—অতএব ইচ্ছা না থাকিলেও পুরঞ্জন ঐ পুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ১০

তখন ভয়ের অগ্রজ ভ্রাতা প্রজ্বার প্রত্যুপস্থিত হইয়া ভ্রাতার প্রিয় কামনায় সেই পুরী সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। ১১

ঐ পুরী এই প্রকারে দগ্ধ হইতে থাকিলে পুরঞ্জনপুরের অধিবাসী পৌরজন ভৃত্যবর্গ কুটুম্ব ভার্য্যা ও পুত্র-পৌত্রাদির সহিত অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলেন। ১২

কালকন্যা ঐ পুরী অধিকার করিলে যবন-সৈন্যগণ উহা অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল এবং প্রজ্বার উহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। পুররক্ষক উহাতে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইয়া পড়িল। ১৩

বহুক্লেশ হেতু তাহার কম্প উপস্থিত হইল; তখন সে ঐ পুরমধ্যে অবস্থিত হইয়াও সেই পুরী রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না, অগ্নিযুক্ত বৃক্ষ-কোটর হইতে যেমন লোক অন্যত্র গমনে ইচ্ছুক হয়, তেমনি সে অন্যত্র যাইতে ইচ্ছুক হইল। ১৪

হে রাজন্! যখন গন্ধর্ব্বগণ পুরঞ্জনের পৌরুষ অপহরণ করিয়া তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল করিয়া ফেলিল এবং যবনগণ আসিয়া কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিল, তখন পুরপালক রোদন করিতে লাগিল। ১৫

কুমতি গৃহব্রতী পুরঞ্জন স্ত্রীর সহিত বিচ্ছেদ উপস্থিত হওয়ায় অতিশয় কাতর হইলেন এবং গৃহাদিতে 'আমি' 'আমার' বুদ্ধি করিয়া কন্যা, পুত্র, পৌত্র, বধূ, জামাতা, পার্ষদবর্গ, এবং গৃহ-ভাণ্ডারে পরিচ্ছদাদি যাহা কিছু স্বত্বমাত্রে অবশিষ্ট ছিল, উহাই এইরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৬-১৭

"আমি লোকান্তর গমন করিলে আমার এই পত্নী অনাথা হইয়া এই পুত্র-কন্যাদিগের দুরবস্থা দর্শনে শোক করিতে করিতে কিরূপে কালযাপন করিবেন? ১৮

"মদধীনা এই কামিনী আমি স্নান না করিলে স্নান এবং আমি আহার না করিলে আহার করেন না, আমি ক্রুদ্ধ হইলে ইনি অতিশয় সন্ত্রস্তা হইয়া পড়েন এবং আমি তিরস্কার করিলে ইনি বাক্য-মাত্রও ব্যয় করেন না। ১৯

প্রবোধয়তি মাঽবিজ্ঞং ব্যুষিতে শোককর্শিতা। বর্ত্মৈতদ্গৃহমেধীয়ং বীরসূরপি নেষ্যতি ॥২০॥
কথং নু দারকা দীনা দারকীর্বাপরায়ণাঃ। বর্ত্তিষ্যন্তে ময়ি গতে ভিন্ননাব ইবোদধৌ ॥২১॥
এবং কৃপণয়া বুদ্ধ্যা শোচন্তমতদর্হণম্। গ্রহীতুং কৃতধীরেনং ভয়নামাভ্যপদ্যত ॥২২॥
পশুবদ্যবনৈরেষ নীয়মানঃ স্বকং ক্ষয়ম্। অন্বদ্রবন্ননুপথাঃ শোচন্তো ভৃশমাতুরাঃ ॥২৩॥
পুরীং বিহায়োপগতঃ উপরুদ্ধো ভুজঙ্গমঃ। যদা তমেবানু পুরী বিশীর্ণা প্রকৃতিং গতা ॥২৪॥
বিকৃষ্যমাণঃ প্রসভং যবনেন বলীয়সা। নাবিন্দৎ তমসাবিষ্টঃ সখায়ং সুহৃদং পুরঃ ॥২৫॥
তং যজ্ঞপশবোঽনেন সংজ্ঞপ্তা যেঽদয়ালুনা।
কুঠারৈশ্চিচ্ছিদুঃ ক্রুদ্ধাঃ স্মরন্তোঽমীবমস্য তৎ ॥২৬॥
অনন্তপারে তমসি মগ্নো নষ্টস্মৃতিঃ সমাঃ। শাশ্বতীরনুভূয়ার্ত্তিং প্রমদাসঙ্গদূষিতঃ ॥২৭॥
তামেব মনসা গৃহ্নন্ বভূব প্রমদোত্তমা। অনন্তরং বিদর্ভস্য রাজসিংহস্য বেশ্মনি ॥২৮॥
উপযেমে বীর্য্যপণাং বৈদর্ভীং মলয়ধ্বজঃ। যুধি নির্জ্জিত্য রাজন্যান্ পাণ্ড্যঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥২৯॥

"আমার বিবেক নষ্ট হইলে ইঁনিই জ্ঞান দান করেন, আমি প্রবাসী হইলে ইনি শোকগ্রস্তা হন, যদিও ইনি বীর পুত্র প্রসব করিয়াছেন, তথাপি আমার বিয়োগে কাতর হইয়া আর কি ইনি এই গৃহধর্ম্ম পালন করিতে ইচ্ছা করিবেন? ২০

"যেরূপ সমুদ্রের মধ্যভাগে নৌকা ভগ্ন হইলে আরোহিগণ বিপদগ্রস্ত হয়, সেইরূপ আমার এই পুত্র-কন্যাগণ আমি প্রস্থান করিলে পর কিরূপে পরপ্রত্যাশী হইয়া জীবন ধারণ করিবে?" ২১

পুরঞ্জন স্বরূপতঃ চৈতন্যরূপ, অতএব এইরূপ শোকাদির অযোগ্য কিন্তু তিনি এইরূপ দীনভাবে শোক করিতে আরম্ভ করিলে পর ভয় তাঁহাকে গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া আশ্রয় করিল। ২২

যবনেরা যখন তাঁহাকে পশুর ন্যায় বন্ধন করিয়া স্বস্থানে লইয়া যাইতে চাহিল, তখন তাঁহার অনুচরেরা অতিশয় কাতর হইয়া শোকাকুল চিত্তে তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। ২৩

ঐ পুরীমধ্যে যে পুরপালক সর্প অবরুদ্ধ ছিল, অবশেষে যখন সেও উহাকে পরিত্যাগ করিল, তখন সেই পুরী বিশীর্ণ হইয়া স্বীয় পূর্ব্ব প্রকৃতি প্রাপ্ত হইল। প্রবলপরাক্রান্ত যবনদূতগণ যখন পুরঞ্জনকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছিল, তখন অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকায় পুরঞ্জন তাঁহার পূর্ব্বের হিতকারী সখাকে স্মরণ করিতে পারিলেন না। ২৪-২৫

রাজা নির্দ্দয় হইয়া যজ্ঞে যে সকল পশুকে বধ করিয়াছিলেন, তিনি পরলোকে উপস্থিত হইলে উহারা তাঁহার নিষ্ঠুরতা স্মরণপূর্ব্বক কুঠার দ্বারা তাঁহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে চাহিল। ২৬

প্রমদাসঙ্গজনিত দোষে অপার অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার স্বরূপের স্মৃতি নষ্ট হওয়ায় তিনি বহুকাল ধরিয়া কষ্ট ভোগ করিলেন। ২৭

ঐ প্রমদাকেই মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এই জন্য পরজীবনে বিদর্ভ-রাজেন্দ্রের গৃহে উত্তম ললনা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৮

তাঁহার বিবাহে পরাক্রমই পণ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং পাণ্ড্যদেশের পরপুরজয়ী মলয়ধ্বজ যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কর গ্রহণ করিলেন। ২৯

তস্যাং স জনয়াঞ্চক্রে আত্মজামসিতেক্ষণাম্। যবীয়সঃ সপ্ত সুতান্ সপ্ত দ্রবিড়ভূভৃতঃ ॥৩০॥
একৈকস্যাভবৎ তেষাং রাজন্নর্ব্বুদমর্ব্বুদম্। ভোক্ষ্যতে যদ্বংশধরৈর্মহী মন্বন্তরং পরম্ ॥৩১॥
অগস্ত্যঃ প্রাগ্দুহিতরমুপযেমে ধৃতব্রতাম্। যস্যাং দৃঢ়চ্যুতো জাত ইধ্মবাহাত্মজো মুনিঃ ॥৩২॥
বিভজ্য তনয়েভ্যঃ ক্ষ্মাং রাজর্ষির্মলয়ধ্বজঃ। আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং স জগাম কুলাচলম্ ॥৩৩॥
হিত্বা গৃহান্ সুতান্ ভোগান্ বৈদর্ভী মদিরেক্ষণা।
অন্বধাবত পাণ্ড্যেশং জ্যোৎস্নেব রজনীকরম্ ॥৩৪॥
তত্র চন্দ্রবসা নাম তাম্রপর্ণী বটোদকা। তৎপুণ্যসলিলৈর্নিত্যমুভয়ত্রাত্মনো মৃজন্ ॥৩৫॥
কন্দাষ্টিভির্মূলফলৈঃ পুষ্পপর্ণৈস্তৃণোদকৈঃ। বর্ত্তমানঃ শনৈর্গাত্রকর্ষণং তপ আস্থিতঃ ॥৩৬॥
শীতোষ্ণবাতবর্ষাণি ক্ষুৎপিপাসে প্রিয়াপ্রিয়ে। সুখদুঃখে ইতি দ্বন্দ্বান্যজয়ৎ সমদর্শনঃ ॥৩৭॥
তপসা বিদ্যয়া পক্বকষায়ো নিয়মৈর্যমৈঃ। যুযুজে ব্রহ্মণ্যাত্মানং বিজিতাক্ষানিলাশয়ঃ ॥৩৮॥
আস্তে স্থাণুরিবৈকত্র দিব্যং বর্ষশতং স্থিরঃ। বাসুদেবে ভগবতি নান্যদ্বেদোদ্বহন্ রতিম্ ॥৩৯॥
স ব্যাপকতয়াত্মানং ব্যতিরিক্ততয়াত্মনি। বিদ্বান্ স্বপ্ন ইবামর্শ-সাক্ষিণং বিররাম হ ॥৪০॥

ভূপতি তাঁহার গর্ভে এক অসিতলোচনা তনয়া এবং কন্যার কনিষ্ঠ সাতটি পুত্র উৎপাদন করিলেন, ঐ সপ্ত পুত্র দ্রবিড় দেশের সপ্ত নৃপতিরূপে খ্যাত। ৩০

তাঁহাদিগের প্রত্যেকের এক এক অর্ব্বুদ পুত্র জন্মিল, ঐ সকলের পুত্র-পৌত্রেরাই যাবতীয় ভূমণ্ডল এই মন্বন্তরে এবং তাহার পরেও ভোগ করিবে। ৩১

অনন্তর অগস্ত্য ধৃতব্রতা সেই প্রথমা দুহিতাকে বিবাহ করিলেন, ইঁহার অপর নাম ইধ্মবাহ হওয়ায় ঐ ইনি ইধ্মবাহাত্মজ নামে প্রসিদ্ধ হন। ৩২

রাজর্ষি মলয়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার অভিলাষী হইয়া স্বীয় পুত্রগণের মধ্যে পৃথিবীভাগ পুরঃসর তপস্যার্থে কুলাচলে গমন করিলেন। যুবতী বিদর্ভ-রাজকন্যা গৃহ, পুত্র এবং অন্যান্য ভোগ ত্যাগ করিয়া জ্যোৎস্না যেরূপ চন্দ্রের অনুগমন করে, সেইরূপ পতি পাণ্ড্যরাজের অনুগামিনী হইলেন। ৩৩-৩৪

· সেই নৃপতি কুলাচলে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য চন্দ্রসরা তাম্রপর্ণী ও বটোদকা নাম্নী নদীর পুণ্য-সলিলে নিত্য বহিরভ্যন্তরের মল স্নান ও পানাদির দ্বারা ক্ষালনান্তর কন্দ, অস্থি, মূল, ফল, পুষ্প, পত্র তৃণ এবং জলমাত্র ভোজন ও পান করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, তপশ্চরণে তাঁহার শরীর কৃশ হইয়া আসিল। ৩৫-৩৬

তিনি শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা, ক্ষুৎপিপাসা, প্রিয়, অপ্রিয় সুখ, দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বধর্ম্ম সকল জয় করিয়া সমদর্শন হইলেন। তপস্যা, উপাসনা, যম ও নিয়মাদির দ্বারা তাঁহার কামাদি বাসনা দগ্ধ হইয়া গেল এবং তখন তিনি ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও চিত্ত জয় করিয়া আত্মাকে পরব্রহ্মে যোজনা করিলেন। ৩৭-৩৮

এই প্রকারে স্থাণুর ন্যায় স্থির হইয়া তিনি নিত্য একশত বৎসর একস্থানে অতিবাহিত করিলেন এবং ভগবান্ বাসুদেবে নিরত হইয়া তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত বস্তুতেই আসক্তি ত্যাগ করিলেন। ৩৯

তিনি ভগবানে জাতরতি হওয়ায় সর্ব্বত্র ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি হওয়ায় স্বশরীরে বর্ত্তমান দেহ ব্যতিরিক্ত দেহাদির প্রকাশক দ্রষ্টা আত্মাকে জানিয়া—স্বপ্নে যেমন শিরশ্ছিন্ন হইয়াছে, এই প্রতীতিতে আপনাকে দেহ হইতে অভিন্ন জ্ঞান হয়, সেইরূপ জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া সর্ব্ববস্তু হইতে বিরত হইলেন। ৪০

সাক্ষাদ্ভগবতোক্তেন গুরুণা হরিণা নৃপ। বিশুদ্ধজ্ঞানদীপেন স্ফুরতা বিশ্বতোমুখম্ ॥৪১॥
পরে ব্রহ্মণি চাত্মানং পরং ব্রহ্ম তথাত্মনি। ঈক্ষমাণো বিহায়েক্ষামস্মাদুপররাম হ ॥৪২॥
পতিং পরমধর্ম্মজ্ঞং বৈদর্ভী মলয়ধ্বজম্। প্রেম্না পর্য্যচরদ্ধিত্বা ভোগান্ সা পতিদেবতা ॥৪৩॥
চীরবাসা ব্রতক্ষামা বেণীভূতশিরোরুহা। বভাবুপপতিং শান্তা শিখা শান্তমিবানলম্ ॥৪৪॥
অজানতী প্রিয়তমং যদোপরতমঙ্গনা। সুস্থিরাসনমাসাদ্য যথাপূর্ব্বমুপাচরৎ ॥ ৪৫ ॥
যদা নোপলভেতাঙ্‌ঘ্রাবুষ্মাণং পত্যুরর্চ্চতী। আসীৎ সংবিগ্নহৃদয়া যূথভ্রষ্টা মৃগী যথা ॥৪৬॥
আত্মানং শোচতী দীনমবন্ধুং বিক্লবাশ্রুভিঃ। স্তনাবাসিচ্য বিপিনে সুস্বরং প্ররুরোদ সা ॥৪৭॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজর্ষে ইমামুদধিমেখলাম্। দস্যুভ্যঃ ক্ষত্রবন্ধুভ্যো বিভ্যতীং পাতুমর্হসি ॥৪৮॥
এবং বিলপতী বালা বিপিনেঽনুগতা পতিম্। পতিতা পাদয়োর্ভর্ত্তূ রুদত্যশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ ॥৪৯॥
চিতিং দারুময়ীং চিত্বা তস্যাং পত্যুঃ কলেবরম্। আদীপ্য চানুমরণে বিলপন্তী মনো দধে ॥৫০॥
তত্র পূর্ব্বতরঃ কশ্চিৎ সখা ব্রাহ্মণ আত্মবান্। সান্ত্বয়ন্ বল্গুনা সাম্না তামাহ রুদতীং প্রভো ॥৫১॥

হে রাজন্! সাক্ষাৎ ভগবান্ গুরুরূপে তাঁহার হৃদয়ে যে বিশুদ্ধ জ্ঞানদীপ প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন, সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানালোক চতুর্দ্দিকে প্রস্ফুরিত হইয়াছিল। ৪১

নৃপতি তদ্দারা আপনাকে পরব্রহ্মে, এবং পরব্রহ্মকে আপনাতে দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাদৃশ দর্শন ও পরিত্যাগ করিয়া সংসার হইতে বিরত হইলেন। ৪২

পতিদেবতা বিদর্ভনন্দিনী যাবতীয় ভোগবিলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে পরম ধর্ম্মজ্ঞ পতি মলয়ধ্বজের সেবা করিতেছিলেন। ৪৩

তিনি চীরবাস পরিধান করিয়াছিলেন, ব্রতের অনুষ্ঠানে তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, শিরোদেশে কেশকলাপ বেণীরূপে লম্বমান হইল, তিনি স্বামীর সমীপে নির্ধূম অনলের শিখার ন্যায় শান্ত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪৪

সেই অঙ্গনা মলয়ধ্বজ যে পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন, তাহা জানিতে না পারা পর্য্যন্ত স্থিরাসনে উপবেশনপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় পতিসেবা করিতে লাগিলেন। ৪৫

কিন্তু তিনি পতির চরণার্চ্চনা করিবার সময় তাঁহার পাদদ্বয়ের উষ্ণতা অনুভব না করিয়া যূথভ্রষ্টা মৃগীর ন্যায় ব্যাকুলচিত্তা হইয়া পড়িলেন। ৪৬

অনন্তর তিনি সেই অরণ্যে বন্ধুহীন দশার নিমিত্ত শোক করিতে করিতে অশ্রুধারায় স্বীয় স্তনযুগল অভিষিক্ত করিয়া সুস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৭

হে রাজর্ষে! উঠুন, উঠুন, দেখুন—জলধিবেষ্টিতা এই ধরণী অধার্ম্মিক দস্যু ও ক্ষত্রিয়গণের ভয়ে ভীতা হইয়াছেন, ইঁহাকে রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। ৪৮

পতির অনুগতা বিদর্ভদুহিতা বনমধ্যে এই প্রকারে তাঁহার চরণকমলে পতিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৪৯

অনন্তর তিনি দারুময়ী চিতা রচনা পূর্ব্বক তাহাতে তাঁহার পতির কলেবরে অগ্নিসংযোগ করিয়া আপনিও সহমরণে সঙ্কল্প করিলেন। ৫০

হে রাজন্! তথায় সেই সময় স্ব-স্বরূপে অবস্থিত কোনও পূর্ব্বতন সখা এক ব্রাহ্মণ রোদনপরায়ণা বৈদর্ভীকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ৫১

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

কা ত্বং কস্যাসি কো বায়ং শয়ানো যস্য শোচসি।
জানাসি কিং সখায়ং মাং যেনাগ্রে বিচচর্থ হ ॥৫২॥

অপি স্মরসি চাত্মানমবিজ্ঞাতসখং সখে। হিত্বা মাং পদমন্বিচ্ছন্ ভৌমভোগরতো গতঃ ॥৫৩॥
হংসাবহঞ্চ ত্বঞ্চার্য্য সখায়ৌ মানসায়নৌ। অভূতামন্তরা বৌকঃ সহস্রপরিবৎসরান্ ॥৫৪॥
স ত্বং বিহায় মাং বন্ধো গতো গ্রাম্যমতির্ম্মহীম্। বিচরন্ পদমদ্রাক্ষীঃ কয়াচিন্নির্ম্মিতং স্ত্রিয়া ॥৫৫॥
পঞ্চারামং নবদ্বারমেকপালং ত্রিকোষ্ঠকম্। ষট্‌কুলং পঞ্চবিপণং পঞ্চপ্রকৃতি স্ত্রীধবম্ ॥৫৬॥
পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থা আরামা দ্বারঃ প্রাণা নব প্রভো। তেজোঽবন্নানি কোষ্ঠানি কুলমিন্দ্রিয়সংগ্রহঃ ॥৫৭॥
বিপণস্তু ক্রিয়াশক্তির্ভূতপ্রকৃতিরব্যয়া। শক্ত্যধীশঃ পুমানত্র প্রবিষ্টো নাববুধ্যতে ॥৫৮॥

তস্মিংস্ত্বং রাময়া স্পৃষ্টো রমমাণোঽশ্রুতস্মৃতিঃ।
তৎসঙ্গাদীদৃশীংপ্রাপ্তো দশাংপাপীয়সীং প্রভো ॥৫৯॥

ন ত্বং বিদর্ভদুহিতা নায়ং বীরঃ সুহৃৎ তব। ন পতিস্ত্বং পুরঞ্জন্যা রুদ্ধো নবমুখে যয়া ॥৬০॥

শ্রীব্রাহ্মণ কহিলেন—তুমি কে এবং কাহার? তুমি এই যে শায়িত পুরুষের জন্য শোক করিতেছ, ইনিই বা কে? তুমি কি আমায় চিনিতে পারিতেছ? আমি তোমার সখা, তুমি পূর্ব্বে আমার সহিত সখ্যসুখ অনুভব করিয়াছিলে। ৫২

হে সখে! তোমার কি এমন মনে হয় না যে, কোন কালে তোমার অবিজ্ঞাত কোনও সখা ছিল; তুমি পার্থিব সুখে রত হইয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া ভোগস্থান অন্বেষণে আগমন করিয়াছিলে। ৫৩

হে আর্য্য! তুমি ও আমি—এই দুইটি হংস মানসসরোবরে একত্র বাস করিতাম, আমরা গৃহ ব্যতীতই সহস্র পরিবৎসর বাস করিয়াছিলাম। ৫৪

বন্ধো! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়সুখ ইচ্ছা করিয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলে, এবং বিচরণ করিতে করিতে কোনও স্ত্রী কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত একটি পুরী দর্শন করিয়াছিলে। ৫৫

ঐ পুরীর পাঁচটি উপবন, নয়টি দ্বার, একটি রক্ষক, তিনটি কোষ্ঠ, ছয়টি কূল, পাঁচটি হট্ট, পাঁচটি উপাদান এবং একটি স্ত্রী উহার অধীশ্বরী। ৫৬

পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিষয় উহার পাঁচটি উপবন, নয় প্রাণ, নয় দ্বার, তেজ অন্ন ও জল এই তিন কোষ্ঠ, ছয় ইন্দ্রিয় ছয় কূল। ৫৭

পাঁচ ক্রিয়াশক্তি বা কামেন্দ্রিয় উহার পাঁচ হট্ট, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবিনাশী পঞ্চমহাভূত উহার উপাদান-কারণ, পুরুষ শক্তির বশীভূত হইয়া এই পুরীতে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মস্বরূপ জানিতে পারেন না। ৫৮

হে সখে! রমণীস্পর্শ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া তাহারই সঙ্গ হেতু তোমার ব্রহ্মবিস্মৃতি বশতঃ এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে। ৫৯

তুমি বিদর্ভরাজের দুহিতা নহ, এই ভূপতিত বীর তোমার স্বামী নহেন, আর যে পুরঞ্জনী তোমাকে নবদ্বার পুরে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তুমি তাহারও স্বামী নহ। ৬০

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যৎ পুমাংসং স্ত্রিয়ং সতীম্।
মন্যসে নোভয়ং যদ্বৈ হংসৌ পশ্যাবয়োর্গতিম্ ॥৬১॥
অহং ভবান্ ন চান্যস্ত্বং ত্বমেবাহং বিচক্ষ্ব ভোঃ।
ন নৌ পশ্যন্তি কবয়শ্ছিদ্রং জাতু মনাগপি ॥৬২॥
যথা পুরুষ আত্মানমেকমাদর্শচক্ষুষোঃ। দ্বিধাভূতমবেক্ষেত তথৈবান্তরমাবয়োঃ ॥৬৩॥
এবং স মানসো হংসো হংসেন প্রতিবোধিতঃ। স্বস্থস্তদ্ব্যভিচারেণ নষ্টামাপ পুনঃ স্মৃতিম্ ॥৬৪॥
বর্হিষ্মন্নেতদধ্যাত্মং পারোক্ষ্যেণ প্রদর্শিতম্। যৎ পরোক্ষপ্রিয়ো দেবো ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ॥৬৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পুরঞ্জনোপাখ্যানেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৮॥

তুমি যে আত্মাকে কখনও পুরুষ বলিয়া অভিমান করিয়াছিলে এবং কখনও সতী স্ত্রী কখনও বা নপুংসক বলিয়া মনে করিতেছ, তাহার কারণ আমার বিরচিতা এই মায়া; বস্তুতঃ আমরা উভয়ই হংস বা শুদ্ধস্বরূপ, অতএব আমাদের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি উপলব্ধি কর। ৬১

তুমি ও আমি আমরা ভিন্ন নহি, তোমাকেই আমি বলিয়া জান, তত্ত্বদর্শিগণ তোমাতে ও আমাতে কদাচিৎ বিন্দুমাত্র ভেদ দর্শন করেন না। পুরুষ যেমন মণিময় দর্পণে প্রতিবিম্বিত নিজ দেহকে আপনা হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ দ্বিধাভূত দর্শন করে আমাদের ভেদও সেইরূপ জানিবে। ৬২-৬৩

নারদ কহিলেন, এই প্রকারে মানসসরোবরে অবস্থিত অপর হংসের অর্থাৎ পরমাত্মার দ্বারা প্রতিশোধিত হইয়া সাবধানচিত্ত হইয়া সেই সখার সহিত বিচ্ছেদের ফলে যে স্মৃতি নষ্ট হইয়াছিল, তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। ৬৪

হে বর্হিষ্মন্! আমি উপাখ্যানচ্ছলে এই অধ্যাত্মযোগ প্রদর্শন করিলাম। কারণ, বিশ্বভাবন শ্রীহরির পরোক্ষকথনই প্রিয়। ৬৫

বিবৃতি—জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদও যেমন অচিন্ত্য, অভেদও তেমনি অচিন্ত্য; সুতরাং জীবের সহিত ঈশ্বরের অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ। ৬২

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

একোনত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীপ্রাচীনবর্হিরুবাচ।

ভগবংস্তে বচোঽস্মাভির্ন সম্যগবগম্যতে। কবয়স্তদ্বিজানন্তি ন বয়ং কর্ম্মমোহিতাঃ ॥১॥

শ্রীনারদ উবাচ।

পুরুষং পুরঞ্জনং বিদ্যা যদ্ব্যনক্ত্যাত্মনঃ পুরম্। একদ্বিত্রিচতুষ্পাদং বহুপাদমপাদকম্ ॥ ২ ॥

যোঽবিজ্ঞাতাহৃতস্তস্য পুরুষস্য সখেশ্বরঃ। যন্ন বিজ্ঞায়তে পুংভির্নামভির্বা ক্রিয়াগুণৈঃ ॥৩॥

যদা জিঘৃক্ষন্ পুরুষঃ কার্ৎস্ন্যেন প্রকৃতের্গুণান্। নবদ্বারং দ্বিহস্তাঙ্ঘ্রিং তত্রামনুত সাধ্বিতি ॥৪॥

বুদ্ধিন্তু প্রমদাং বিদ্যান্মমাহমিতি যৎকৃতম্।
যামধিষ্ঠায় দেহেঽস্মিন্ পুমান্ ভুঙ্‌ক্তেঽক্ষভির্গুণান্ ॥৫॥

সখায় ইন্দ্রিয়গণা জ্ঞানং কর্ম্ম চ যৎকৃতম্। সখ্যস্তদ্‌বৃত্তয়ঃ প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তির্যথোরগঃ ॥ ৬ ॥

বৃহদ্বলং মনো বিদ্যাদুভয়েন্দ্রিয়নায়কম্। পঞ্চালাঃ পঞ্চ বিষয়া যন্মধ্যে নবখং পুরম্ ॥৭॥

অক্ষিণী নাসিকে কর্ণৌ মুখং শিশ্নগুদাবিতি। দ্বে দ্বে দ্বারৌ বহির্যাতি যস্তদিন্দ্রিয়সংযুতঃ ॥৮॥

পুরঞ্জন-উপাখ্যানের ব্যাখ্যা

শ্রীপ্রাচীনবর্হি কহিলেন—হে ভগবন্! আপনার কথার মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলাম না। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণই উহা জানেন, আমরা কর্ম্মাসক্তচিত্ত, আমাদের উহা বুঝিবার সাধ্য নাই। ১

শ্রীনারদ কহিলেন—আমি যাঁহাকে 'পুরঞ্জন' কহিলাম, তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া জানিও। যে হেতু, তিনি নিজের এক, দুই, তিন বা চতুষ্পদ, বহুপদ অথবা পাদহীন পুর অর্থাৎ শরীর প্রকাশ করেন। ২

আর আমি যাঁহাকে "অবিজ্ঞাত" বলিয়াছি, তিনি পুরুষের সখা ঈশ্বর; যে হেতু, পুরুষের নাম, ক্রিয়া ও গুণের দ্বারা তিনি বিজ্ঞাত হন না। ৩

পুরুষ যখন প্রকৃতির গুণ সকল সম্যক্‌রূপে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন সেই সমস্ত পুরের বা দেহের মধ্যে দুই হস্ত পদ ও নবদ্বারযুক্ত যে পুর বা মনুষ্যদেহ তাহাই উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যে প্রমদার কথা বলা হইয়াছে বুদ্ধিই সেই প্রমদা, উহা দ্বারাই "আমি ও আমার' এই অভিমান হইয়া থাকে, এবং ঐ বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হইয়া পুরুষ এই দেহে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা প্রাকৃতিক গুণগ্রাম ভোগ করিয়া থাকেন। ৪-৫

ইন্দ্রিয়সকলই তাঁহার সখা, জ্ঞান ও কর্ম্ম তাঁহাদের দ্বারাই উৎপন্ন হয়, উহাদের বৃত্তি সকলই সখীগণ, পঞ্চবৃত্তি প্রাণই পুরপালক পঞ্চশির সর্প বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ৬

একাদশ যে নায়ক তিনি মন, তাঁহার বলও মহৎ এবং তিনি উভয় প্রকার ইন্দ্রিয়ের নায়ক; পঞ্চাল দেশ শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ঐ বিষয়ের মধ্যেই নবদ্বার পুর বর্ত্তমান থাকে। ৭

যে দুই দ্বারের কথা বলা হইয়াছে তাহা চক্ষুর্দ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, এবং মুখ পায়ু ও উপস্থ, যে আত্মা ইন্দ্রিয়যুক্ত—তিনি ঐ সকল দ্বার দিয়া বহির্গমন করেন। ৮

অক্ষিণী নাসিকে আস্যমিতি পঞ্চ পুরঃ কৃতাঃ। দক্ষিণা দক্ষিণঃ কর্ণ উত্তরা চোত্তরঃ স্মৃতঃ ॥৯॥
পশ্চিমে ইত্যধোদ্বারৌ গুদং শিশ্নমিহোচ্যতে। খদ্যোতাবির্মুখী চাত্র নেত্রে একত্র নির্মিতে।
রূপং বিভ্রাজিতং তাভ্যাং বিচষ্টে চক্ষুষেশ্বরঃ ॥১০॥
নলিনী নালিনী নাসে গন্ধঃ সৌরভ উচ্যতে।
ঘ্রাণোঽবধূতো মুখ্যাস্যং বিপণো বাগ্রসবিদ্রসঃ ॥১১॥
আপণো ব্যবহারোঽত্র চিত্রমন্ধো বহূদনম্। পিতৃহূর্দক্ষিণঃ কর্ণ উত্তরো দেবহূঃ স্মৃতঃ ॥১২॥
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শাস্ত্রং পঞ্চালসংজ্ঞিতম্। পিতৃযানং দেবযানং শ্রোত্রাচ্ছ্রুতধরাদ্ ব্রজেৎ ॥১৩॥
আসুরী মেঢ্রমর্ব্বাগ্‌দ্বার্ব্যবায়ো গ্রামিণাং রতিঃ। উপস্থো দুর্ম্মদঃ প্রোক্তো নির্ঋতির্গুদ উচ্যতে ॥১৪॥
বৈশসং নরকং পায়ুর্লুব্ধকোঽন্ধৌ তু মে শৃণু।
হস্তপাদৌ পুমাংস্তাভ্যাং যুক্তো যাতি করোতি চ ॥১৫॥
অন্তঃপুরঞ্চ হৃদয়ং বিষূচির্মন উচ্যতে। তত্র মোহং প্রসাদং বা হর্ষং প্রাপ্নোতি তদ্‌গুণৈঃ ॥১৬॥
যথা যথা বিক্রিয়তে গুণাক্তো বিকরোতি বা। তথা তথোপদ্রষ্টাত্মা তদ্বৃত্তীরনুকার্য্যতে ॥১৭॥

দুই চক্ষু, দুই নাসিকা এবং মুখ এই পাঁচটি পূর্ব্বভাগস্থ, আর দক্ষিণ কর্ণ দক্ষিণভাগস্থ, বাম কর্ণ বামভাগস্থ এবং পায়ু ও উপস্থ—এই দুই অধোদ্বার পশ্চিমভাগস্থ বলিয়া কথিত হয়। ৯

একত্র নির্ম্মিত দুই নেত্র খদ্যোতা ও আবির্ম্মুখী ও বিভ্রাজিত জনপদকে রূপ জানিবে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধীশ্বর উহাদের দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন। ১০

নলিনী ও নালিনী দুই নাসিকা এবং গন্ধকে সৌরভ বলিয়া জানিবে, অবধূত শব্দে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, 'মুখ্যা' মুখ ও 'বিপণ' বাগিন্দ্রিয় ও রসবিৎ শব্দে রসেন্দ্রিয় বুঝাইবে। ১১

আপণের অর্থ ভাষণ এবং বহূদন শব্দের অর্থ নানাবিধ বিচিত্র 'অন্ন', পিতৃহূ শব্দে দক্ষিণ কর্ণ এবং দেবহূ শব্দে বামকর্ণ উক্ত হইয়াছে। ১২

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবিষয়ক যে শাস্ত্রের কথা বলা গিয়াছে, তাহারই নাম 'পাঞ্চালক' ঐ দুই শাস্ত্র যথাক্রমে পিতৃযান ও দেবযান অর্থাৎ শব্দগ্রাহক—শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা পুরুষ ঐ দুই শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া পিতৃলোকপ্রাপক পিতৃযান ও দেবলোকপ্রাপক দেবযান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৩

অধোভাগের যে দ্বারকে 'আসুরী' কহিয়াছি, উহা মেঢ্র, গ্রাম্য বিষয়ের অর্থ "স্ত্রীসঙ্গ", দুর্ম্মদ শব্দে উপস্থ ইন্দ্রিয় এবং নির্ঋতি শব্দে পায়ু ইন্দ্রিয়। ১৪

'বৈশস'কে নরক এবং লুব্ধক শব্দে পায়ু বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে যে দুইটি অন্ধ দ্বারের কথা বলা হইয়াছে, উহাদিগকে হস্ত-পদ বলিয়া জানিবে। পুরুষ এই দুই ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া গমন ও কর্ম্ম করিয়া থাকে। ১৫

অন্তঃপুরকে হৃদয় বলিয়া জানিবে এবং বিষূচি শব্দে মন উক্ত হইয়াছে, মনোমধ্যে পুরুষ ঐ মনেরই গুণ দ্বারা মোহ, প্রসন্নতা বা হর্ষ প্রাপ্ত হন। ১৬

পূর্ব্বে যে মহিষীর কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ বুদ্ধি, ঐ বুদ্ধি স্বপ্নে যেমন বিবৃত হয়, এবং জাগ্রত দশায় যেমন যেমন বিচার করাইয়া দেয়, বুদ্ধির গুণে আসক্ত হইয়া আত্মা দ্রষ্টা মাত্র হইয়া তাহারই অনুকরণ করেন। ১৭

দেহো রথস্ত্বিন্দ্রিয়াশ্বঃ সংবৎসররয়োঽগতিঃ। দ্বিকর্মচক্রস্ত্রিগুণ-ধ্বজঃ পঞ্চাসুবন্ধুরঃ ॥ ১৮ ॥
মনোরশ্মির্বুদ্ধিসূতো হৃন্নীড়ো দ্বন্দ্বকূবরঃ। পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থপ্রক্ষেপঃ সপ্তধাতুবরূথকঃ ॥ ১৯ ॥
আকূতির্বিক্রমো বাহ্যো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি। একাদশেন্দ্রিয়চমূঃ পঞ্চসূনাবিনোদকৃৎ।
সংবৎসরশ্চণ্ডবেগঃ কালো যেনোপলক্ষিতঃ ॥২০॥
তস্যাহানীহ গন্ধর্ব্বা গন্ধর্ব্ব্যো রাত্রয়ঃ স্মৃতাঃ। হরন্ত্যায়ুঃ পরিক্রান্ত্যা ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্ ॥২১॥
কালকন্যা জরা সাক্ষাল্লোকস্তাং নাভিনন্দতি। স্বসারং জগৃহে মৃত্যুঃ ক্ষয়ায় যবনেশ্বরঃ ॥২২॥
আধয়ো ব্যাধয়স্তস্য সৈনিকা যবনাশ্চরাঃ। ভূতোপসর্গাশুরয়ঃ প্রজ্বারো দ্বিবিধো জ্বরঃ ॥২৩॥
এবং বহুবিধৈর্দুঃখৈর্দৈবভূতাত্মসম্ভবৈঃ। ক্লিশ্যমানঃ শতং বর্ষং দেহে দেহী তমোবৃতঃ ॥২৪॥
প্রাণেন্দ্রিয়মনোধর্ম্মানাত্মন্যধ্যস্য নির্গুণঃ। শেতে কামলবান্ ধ্যায়ন্ মমাহমিতি কর্ম্মকৃৎ ॥২৫॥
যদাত্মনমবিজ্ঞায় ভগবন্তং পরং গুরুম্। পুরুষস্তু বিষজ্জেত গুণেষু প্রকৃতেঃ স্বদৃক্ ॥২৬॥
গুণাভিমানী স তদা কর্ম্মাণি কুরুতেঽবশঃ। শুক্লং কৃষ্ণং লোহিতং বা যথা কর্ম্মাভিজায়তে ॥২৭॥

'দেহই' রথ, ইন্দ্রিয় অশ্ব, সংবৎসরের ন্যায় তাহার বেগ অবারিত কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহার কোনও গতি নাই, পাপ ও পুণ্যই উহার দুই চক্র, গুণত্রয় উহার ধ্বজদণ্ড, পঞ্চ প্রাণই উহার পাঁচ বন্ধন। ১৮

মন সেই রথের রশ্মি, বুদ্ধি তাহার সারথি, হৃদয় তাহার নীড় বা রথীর উপবেশনস্থান, শোক ও মোহ তাহার দুই যুগন্ধর, ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়ই উহা দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সপ্ত ধাতুই উহার আবরণ-কবচ। ১৯

পুরুষ ঐ রথে আরূঢ় হইয়া মৃগতৃষ্ণারূপ মৃগয়ায় গমন করেন, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় তাঁহার বিক্রম, একাদশ ইন্দ্রিয়ই সেনা, তন্মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি বিষয়সেবা করিয়া থাকেন, চণ্ডবেগ নামে যে কালের কথার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সংবৎসর। ২০

উহারই দিবস সকল গন্ধর্ব্ব এবং রাত্রিগণ গন্ধর্ব্বী, ঐ তিনশত ষষ্টি সংখ্যক দিবা ও রাত্রি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পুরুষের আয়ু হরণ করিতেছে। ২১

কালকন্যাকে জরা বলিয়া জানিবে, লোকে তাহাকে সাক্ষাৎ ভাবে স্বীকার করিতে চাহে না, যবনেশ্বর মৃত্যু, লোকবিনাশার্থে তাহাকে ভগিনী রূপে গ্রহণ করিয়াছে। আধি ও ব্যাধি নামক সৈন্যগণ সেই যবনেশ্বরের যবন অনুচর; পূর্ব্বে যে দুই প্রকার জ্বরের বিষয় বর্ণন করিয়াছি, তাহার মধ্যে যে প্রজ্বার, তাহার বেগ অতি ভয়ানক, তাহা প্রজাগণের মৃত্যুর কারণ। ২২-২৩

দেহী অজ্ঞানে আবৃত হওয়াতে ঐরূপ ঐ দেহে বহুবিধ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বারা পরিক্লিষ্ট হইয়া শত বৎসর যাবৎ বর্ত্তমান থাকে। ২৪

তাহার আত্মা নির্গুণ তথাচ মোহ বশতঃ প্রাণের ধর্ম্ম যে সকল অশনপিপাসাদি, ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম যে সকল কামাদি এবং মনের ধর্ম্ম যে সকল সঙ্কল্পাদি তাহা ঐ আত্মাতে আরোপ করিয়া বিষয়সুখ ধ্যানপূর্ব্বক "আমি" "আমার" এই বোধে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। ২৫

পুরুষ বস্তুতঃ স্বপ্রকাশস্বভাব হইলেও যখন তিনি পরম গুরু ভগবান্‌কে না জানিয়া প্রকৃতির গুণ সকলে আসক্ত হন, তখন তিনি গুণাভিমান হেতু অবশ হইয়া সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম করিতে থাকেন এবং তাহার ফলে কর্ম্মানুসারে তদনুরূপ জন্মগ্রহণ করেন। ২৬-২৭

শুক্লাৎ প্রকাশভূয়িষ্ঠাল্লোকানাপ্নোতি কর্হিচিৎ।
দুঃখোদর্কান্ ক্রিয়ায়াসাংস্তমঃশোকোৎকটান্ ক্বচিৎ ॥২৮॥
ক্বচিৎ পুমান্ ক্বচিচ্চ স্ত্রী ক্বচিন্নোভয়মন্ধধীঃ। দেবো মনুষ্যস্তির্য্যগ্বা যথাকর্ম্মগুণং ভবঃ ॥২৯॥
ক্ষুৎপরীতো যথা দীনঃ সারমেয়ো গৃহং গৃহম্। চরন্ বিন্দতি যদ্দিষ্টং দণ্ডমোদনমেব বা ॥৩০॥
তথা কামাশয়ো জীব উচ্চাবচপথা ভ্রমন্। উপর্য্যধো বা মধ্যে বা যাতি দিষ্টং প্রিয়াপ্রিয়ম্ ॥৩১॥
দুঃখেম্বেকতরেণাপি দৈবভূতাত্মহেতুষু। জীবস্য ন ব্যবচ্ছেদঃ স্যাচ্চেৎ তত্তৎপ্রতিক্রিয়া ॥৩২॥
যথা হি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্। তং স্কন্ধেন স আধত্তে তথা সর্ব্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ ॥৩৩॥
নৈকান্ততঃ প্রতীকারঃ কর্ম্মণাং কর্ম্ম কেবলম্। দ্বয়ং হ্যবিদ্যোপসৃতং স্বপ্নে স্বপ্ন ইবানঘ ॥৩৪॥
অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে। মনসা লিঙ্গরূপেণ স্বপ্নে বিচরতো যথা ॥৩৫॥
অথাত্মনোঽর্থভূতস্য যতোঽনর্থপরম্পরা। সংসৃতিস্তদ্ব্যবচ্ছেদো ভক্ত্যা পরময়া গুরৌ ॥৩৬॥

তাঁহার কর্ম্ম সাত্ত্বিক হইলে প্রকাশভূয়িষ্ঠ দেবাদিলোক, রাজসিক হইলে দুঃখ যেখানে উত্তর ফল হইবে এবং আয়াসবহুল মনুষ্যাদিলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আর যাঁহারা তামসিক কর্ম্ম করেন, তাঁহারা উৎকট শোকমোহাদি প্রধান তির্য্যগাদি লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে অজ্ঞানাবৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া তিনি কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী, কখনও ক্লীব, কখনও দেব, কখনও মনুষ্য, কখনও বা তির্য্যগ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কর্ম্মের গুণানুসারেই ঐরূপ জন্ম হইয়া থাকে। ২৮-২৯

যেমন দীন কুক্কুর ক্ষুধাতুর হইয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে করিতে অদৃষ্টবশে কোথাও দণ্ড দ্বারা তাড়িত হয়, কোথাও বা অন্ন পাইয়া থাকে, সেইরূপ কামাশয় জীব ঐ সকল উচ্চ ও নীচ বা মধ্য যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে কোন স্থানে সুখ, কোথাও বা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩০-৩১

যদিও সেই সেই দুঃখের প্রতিকারের উপায় শাস্ত্রাদিতে প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি ত্রিবিধ দুঃখের কোনও না কোন একটি দুঃখ হইতেও বদ্ধ জীবের নিস্তার নাই। পুরুষ মস্তকে গুরুতর ভার বহন করিতে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইলে, যেমন তাহার প্রতীকারার্থ সেই ভার স্কন্ধে স্থাপন করে, কিন্তু তাহাতে যেমন আত্যন্তিক প্রতীকার হয় না, সমস্ত দুঃখের প্রতীকারও ঐরূপ। ৩২-৩৩

হে অনঘ। জ্ঞানাদিরহিত কর্ম্মের দ্বারা কখনও সকাম কর্ম্মসকলের ঐকান্তিক প্রতীকার হইতে পারে না। যে হেতু, দুঃখময় কর্ম্ম ও তাহার প্রতীকারের উপায় রূপ কর্ম্ম উভয়ই অবিদ্যাজনিত, যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট স্বপ্নের দ্বারাই প্রতিকার হইতে পারে না পরন্তু জাগরণই তাহার প্রতীকার, সেইরূপ সংসার-নিবৃত্তিই সকল দুঃখের প্রতীকার। ৩৪

উপাধিভূত মন দ্বারা স্বপ্নে বিচরণশীল পুরুষের যেরূপ সর্প-ব্যাঘ্রাদি বস্তু বর্ত্তমান না থাকিলেও জাগরণের দ্বারা নিদ্রাদোষের অপগম ব্যতীত যেমন ঐ দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি ব্যতীত সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে না। ৩৫

অতএব পুরুষার্থস্বরূপ যে আত্মা তাঁহার অজ্ঞান হেতুই অনর্থপরম্পরারূপ সংসার হইয়া থাকে, কিন্তু গুরুরূপ বাসুদেবে পরমা ভক্তি হইলেই তাহার বিনাশ হইয়া থাকে। ৩৬

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ। সধ্রীচীনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি ॥৩৭॥
সোঽচিরাদেব রাজর্ষে স্যাদচ্যুতকথাশ্রয়ঃ। শৃণ্বতঃ শ্রদ্দধানস্য নিত্যদা স্যাদধীয়তঃ ॥৩৮॥
যত্র ভাগবতা রাজন্ সাধবো বিশদাশয়াঃ। ভগবদ্‌গুণানুকথন-শ্রবণব্যগ্রচেতসঃ ॥ ৩৯ ॥

তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্রপীযূসশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্‌ভয়শোকমোহাঃ ॥৪০॥

এতৈরুপদ্রুতো নিত্যং জীবলোকঃ স্বভাবজৈঃ। ন করোতি হরের্নূনং কথামৃতনিধৌ রতিম্ ॥৪১॥
প্রজাপতিপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ গিরিশো মনুঃ। দক্ষাদয়ঃ প্রজাধ্যক্ষা নৈষ্ঠিকাঃ সনকাদয়ঃ ॥৪২॥
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। ভৃগুর্বসিষ্ঠ ইত্যেতে মদন্তা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৪৩॥
অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ। পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্ ॥৪৪॥
শব্দব্রহ্মণি দুষ্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে। মন্ত্রলিঙ্গৈর্ব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরম্ ॥৪৫॥
যদা যমনুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥৪৬॥

ভগবান্ বাসুদেবে সম্যক্ রূপে প্রযুক্ত হইলে অতি শীঘ্রই জ্ঞান ও বৈরাগ্য জন্মাইয়া থাকে। ৩৭

হে রাজর্ষে! যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিরন্তর ভগবৎ-কথা শ্রবণ ও অধ্যয়ন করে, ভগবান্ অচ্যুতের কথা আশ্রয় করিয়া তাহার সেই ভক্তি অচিরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৩৮

মহারাজ! যে স্থানে বিশদাশয় ভগবদ্ভক্ত সাধু-গণ ভগবানের গুণসকল কথন ও শ্রবণনিমিত্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া বর্ত্তমান থাকেন, সেই স্থানে মহদ্ ব্যক্তিরা ভগবান্ মধুসূদনের পবিত্র চরিত্র প্রায়ই কীর্ত্তন করেন। ৩৯

সেই স্থানে মহাত্মাগণের মুখ হইতে কীর্ত্তিতা ভগবানের চরিতামৃতরূপ অমৃতময়ী স্রোতস্বতী সর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, যে সকল ব্যক্তি অহংবুদ্ধি শূন্য হইয়া অভিনিবিষ্ট কর্ণপুটে সেই পীযূষবাহিনী স্রোতস্বতীর সেবা করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, শোক, মোহ স্পর্শ করিতে পারে না। ৪০

জীব এই সকল স্বভাবজ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয়-শোকাদিতে উপদ্রুত হইয়া হরিকথারূপ অমৃত-সিন্ধুতে আসক্তি প্রকাশ করিতে পারে না। ৪১

প্রজাপতিগণের পতি সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, ভগবান্ গিরিশ, মনু, দক্ষাদি প্রজাপতিগণ, সনকাদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, এবং আমার ন্যায় ব্রহ্মবাদী পুরুষ সকল ও বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা, সমাধি প্রভৃতির দ্বারা সতত অন্বেষণ করিয়াও অদ্যাপি সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে দেখিতে পান নাই। ৪২-৪৪

অপার, অনন্ত বেদমন্ত্রবাহুল্যে বিচরণ করিয়াও এবং বেদের মন্ত্রার্থের অনুসারী বজ্রাদি চিহ্নের দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন দেবগণকে উপাসনা করিয়াও তাঁহারা পরম পুরুষকে বিদিত হইতে পারেন না। ৪৫

যখন ভগবান্ বাসুদেব আত্মাতে ভাবিত হইয়া যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন তাহার লোক-ব্যবহারে ও কর্ম্মমার্গে পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধি দূরীভূতা হইয়া যায়। ৪৬

তস্মাৎ কর্ম্মসু বর্হিষ্মন্নজ্ঞানাদর্থকাশিষু। মার্থদৃষ্টিং কৃথাঃ শ্রোত্রস্পর্শিষ্বস্পৃষ্টবস্তুষু ॥৪৭॥

স্বং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ।
আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্ম্মকমতদ্বিদঃ ॥৪৮॥

আস্তীর্য্য দর্ভৈঃ প্রাগগ্রৈঃ কার্ৎস্নেন ক্ষিতিমণ্ডলম্। স্তব্ধো বৃহদ্বধান্মানী কর্ম্ম নাবৈষি যৎ পরম্।
তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া ॥৪৯॥

হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ। তৎপাদমূলং শরণং যতঃ ক্ষেমো নৃণামিহ ॥৫০॥

স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ॥৫১॥

শ্রীনারদ উবাচ।

প্রশ্ন এবং হি সংছিন্নো ভবতঃ পুরুষর্ষভ। অত্র মে বদতো গুহ্যং নিশাময় সুনিশ্চিতম্ ॥৫২॥

ক্ষুদ্রঞ্চরং সুমনসাং শরণে মিথিত্বা রক্তং ষড়ঙ্ঘ্রিগণসামসু লুব্ধকর্ণম্।
অগ্রে বৃকানসুতৃপোঽবিগণয্য যান্তং পৃষ্ঠে মৃগং মৃগয় লুব্ধকবাণভিন্নম্ ॥৫৩॥

হে বর্হিষ্মন্! এই জন্য অজ্ঞানবশতঃ পরমার্থ-রূপে প্রতীয়মান শ্রোত্রপ্রিয় বস্তুতঃ যাহাতে যথার্থ বস্তুর সম্পর্ক নাই, সেই কর্ম্মসমূহে পরমার্থ বুদ্ধি করিও না। ৪৭

যে সকল ব্যক্তির বুদ্ধি মলিন, তাহারাই বেদকে কর্ম্মপর বলিয়া থাকে পরন্তু তাহারা বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত নহে, কারণ, যেখানে সাক্ষাৎ জনার্দ্দন আছেন, সেই স্ব স্বরূপের লোক তাহারা অবগত নহে। ৪৮

হে রাজন্! পূর্ব্বাগ্র কুশ দ্বারা ক্ষিতিমণ্ডল আচ্ছন্নপূর্ব্বক অসংখ্য পশু বধ করিয়া আপনাকে মহাযজ্বাব বলিয়া অহঙ্কার করিতেছ অতএব স্তব্ধ হইয়া কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্য যে লোক তাহাই জানিতেছ, কিন্তু যাহা পরম বস্তু তাহা জানিতে পারিতেছ না। যাহাতে ভগবান্ হরির পরিতোষ হয়, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম এবং যাহা দ্বারা ভগবানে মতি জন্মে, সেই বিদ্যাই বিদ্যা। ৪৯

শ্রীহরিই সকলের কারণ এবং তিনিই দেহধারী জীবগণের আত্মা এবং স্বয়ং ভগবান, তাঁহার পাদমূলই এই সংসারে মনুষ্যগণের একমা আশ্রয়, তাহা হইতেই তাহাদের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। ৫০

ভগবান্ হরিই প্রিয়তম আত্মা, তাঁহা হইতে ভয়ের লেশ মাত্রও নাই, যে ব্যক্তি ইহা জানেন তিনিই বিদ্বান্, তিনিই গুরু এবং তিনিই হরি। ৫১

শ্রীনারদ কহিলেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, এই তাহার উত্তর দিলাম। এক্ষণে তোমাকে আর একটি সুনিশ্চিত গুহ্য বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫২

হে রাজন্! পুষ্পোদ্যানে ঐ যে তৃণচর হরিণটি চরিয়া বেড়াইতেছে, উহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ও সহচরী হরিণীর সহিত মিলিত হইয়া তাহাতে আসক্ত, মধুলুব্ধ মধুকরের গানে উহার চিত্ত নিমগ্ন, উহার অগ্রভাগে পরপ্রাণহারী ব্যাঘ্র সকলকে সম্মুখে দেখিয়াও উহাদের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া চলিয়া যাইতেছে, উহার পশ্চাতে মৃগয়ালুব্ধ ব্যাধ উহাকে হননে উদ্যত। ৫৩

সুমনঃসমধর্ম্মণাং স্ত্রীণাং শরণ আশ্রমে পুষ্পমধুগন্ধবৎ ক্ষুদ্রতমং কাম্যকর্ম্মবিপাকজং কামসুখলবং জৈহ্ব্যোপস্থ্যাদি বিচিন্বন্তং 'মিথুনীভূয় তদভিনিবেশিতমনসং ষড়ঙ্ঘ্রিগণসামগীতবদতিমনোহরবনিতাদিজনালাপেষ্বতিতরামতিপ্রলোভিতকর্ণমগ্রে বৃকযূথবদাত্মন আয়ুর্হরতোঽহোরাত্রান্ কাললববিশেষানবিগণয্য গৃহেষু বিহরন্তং পৃষ্ঠত এব পরোক্ষমনুপ্রবৃত্তো লুব্ধকঃ কৃতান্তোঽন্তঃ শরেণ যমিহ পরাবিধ্যতি তমিমমাত্মানমহো রাজন্ ভিন্নহৃদয়ং দ্রষ্টুমর্হসীতি ॥৫৪॥

স ত্বং বিচক্ষ্য মৃগচেষ্টিতমাত্মনোঽন্তশ্চিত্তং নিযচ্ছ হৃদি কর্ণধুনীঞ্চ চিত্তে।
জহ্যঙ্গনাশ্রমমসত্তমযূথগাথং প্রীণীহি হংসশরণং বিরম ক্রমেণ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীরাজোবাচ।
শ্রুতমন্বীক্ষিতং ব্রহ্মন্ ভগবান্ যদভাষত। নৈতজ্জানস্ত্যুপাধ্যায়াঃ কিং ন ব্রূয়ুর্বিদুর্যদি ॥৫৬॥
সংশয়োঽত্র তু মে বিপ্র সংছিন্নস্তৎকৃতো মহান্। ঋষয়োঽপি হি মুহ্যন্তি যত্র নেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥৫৭॥
কর্ম্মাণ্যারভতে যেন পুমানিহ বিহায় তম্। অমুত্রান্যেন দেহেন জুষ্টানি স যদশ্নুতে ॥৫৮॥

পুষ্পের ন্যায় সমান ধর্ম্মশালিনী (অর্থাৎ পুষ্পের ন্যায় পরিণামবিরস) যে সকল কামিনী তাহাদের আশ্রমে থাকিয়া পুষ্পগন্ধবৎ অতি তুচ্ছ এবং কাম্য কর্ম্মে পরিণামোৎপন্ন কামসুখের বিন্দু তাহাই জিহ্বা ও উপস্থাদি দ্বারা সতত অন্বেষণ করিতেছেন এবং স্ত্রীর সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহাতেই মনোনিবেশ পূর্ব্বক ভ্রমর সকলের সঙ্গীত তুল্য পুত্র-কলত্রাদির অতি মনোহর আলাপ শ্রবণার্থেই উহার কর্ণ প্রলোভিত হইতেছে। অগ্রে বৃকযূথবৎ অহোরাত্রাদি নিয়ত উহার আয়ু হরণ করিতেছে, উনি তাহাদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গৃহের মধ্যে বিহার করিতেছেন; ব্যাধসম কৃতান্ত উহার পৃষ্ঠভাগে অর্থাৎ পরোক্ষে থাকিয়া দূর হইতে শরসন্ধান পূর্ব্বক এক্ষণেই বাণবিদ্ধ করিবে, আর বিলম্ব নাই। অতএব হে রাজন্! তুমি আপনার হৃদয়ে আত্মার মৃগতুল্য চেষ্টার বিষয় বিচার কর। ৫৪

হে রাজন্! তুমি মৃগের চেষ্টিত বিষয় বিচার করিয়া আত্মাতে চিত্ত সন্নিবেশিত কর, এবং কর্ণের নদীস্বরূপ চিত্তের বহির্বৃত্তিকে চিত্তমধ্যে নিরুদ্ধ কর এবং রমণীমণ্ডলের যে আশ্রম অতি কামুক ব্যক্তিবর্গের কথাতে পরিপূর্ণ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া জীব সকলের আশ্রয় ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন পূর্ব্বক সকল কামনা হইতে বিরত হও। ৫৫

রাজা কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিলাম এবং বিচার করিয়াও দেখিলাম, আপনি যাহা বলিলেন, আমার বোধ হয়, আমার উপদেশক উপাধ্যায়গণ একথা জানিতেন না, তাঁহারা বিদিত থাকিলে কি আমাকে বলিতেন না? ৫৬

হে বিপ্রর্ষে! আমার যে মহৎ সংশয় ছিল, আপনি তাহার উচ্ছেদ করিয়া দিলেন; ঐ সকল বিষয়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রভাব নাই, সুতরাং ঋষিগণ পর্য্যন্ত উহাতে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৫৭

জীব ইহলোকে যে দেহ দ্বারা কর্ম্ম করে, সেই দেহকে এইখানে পরিত্যাগ করিয়া যায়, পরে কর্ম্মানুসারে অন্য এক দেহ লাভ করিয়া তাহা দ্বারা সে কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। ৫৮

ইতি বেদবিদাং বাদঃ শ্রূয়তে তত্র তত্র হ।
কর্ম্ম যৎ ক্রিয়তে প্রোক্তং পরোক্ষং ন প্রকাশতে ॥৫৯॥

শ্রীনারদ উবাচ।

যেনৈবারভতে কর্ম্ম তেনৈবামুত্র তৎ পুমান্। ভুঙ্‌ক্তে হ্যব্যবধানেন লিঙ্গেন মনসা স্বয়ম্ ॥৬০॥
শয়ানমিমমুৎসৃজ্য শ্বসন্তং পুরুষো যথা। কর্ম্মাত্মন্যাহিতং ভুঙ্‌ক্তে তাদৃশেনেতরেণ বা ॥৬১॥
মমৈতে মনসা যদ্‌যদসাবহমিতি ব্রুবন্। গৃহ্ণীয়াৎ তৎ পুমান্ রাদ্ধং কর্ম্ম যেন পুনর্ভবঃ ॥৬২॥
যথানুমীয়তে চিত্তমুভয়ৈরিন্দ্রিয়েহিতৈঃ। এবং প্রাগ্দেহজং কর্ম্ম লক্ষ্যতে চিত্তবৃত্তিভিঃ ॥৬৩॥
নানুভূতং ক চানেন দেহেনাদৃষ্টমশ্রুতম্। কদাচিদুপলভ্যেত যদ্রূপং যাদৃগাত্মনি ॥ ৬৪ ॥

তেনাস্য তাদৃশং রাজন্ লিঙ্গিনো দেহসম্ভবম্।
শ্রদ্ধৎস্বাননুভূতোঽর্থো ন মনঃ স্প্রষ্টুমর্হতি ॥৬৫॥

মন এব মনুষ্যস্য পূর্ব্বরূপাণি শংসতি। ভবিষ্যতশ্চ ভদ্রং তে তথৈব ন ভবিষ্যতঃ ॥৬৬॥

বেদবেত্তাদিগের এইরূপ বাক্য তত্তৎ প্রসঙ্গে শুনা গিয়া থাকে যে, বেদোক্ত কর্ম্ম যাহা করা যায়, তাহা পরক্ষণেই পরোক্ষ অর্থাৎ অদৃশ্য হয়। পরে তাহা আর প্রকাশিত হয় না। (অতএব নষ্ট হইয়া গেলে পরলোকে তাহার ফলভোগ কিরূপে হইবে ?) ৫৯

শ্রীনারদ কহিলেন—জীব ইহলোকে যে লিঙ্গ-দেহ দ্বারা (সংকল্পাদির দ্বারা) কর্ম্ম আরম্ভ করে, পর-লোকে কর্ত্তা ভোক্তার বিচ্ছেদ না হইতে হইতেই সেই মনঃ প্রধান লিঙ্গদেহ দ্বারা স্বয়ংই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। ৬০

জাগ্রদাবস্থায় এই যে দেহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এতদভিমানী জীব শয়ান হইলে যেমন জাগ্রদ্দেহ পরিত্যাগ করিয়া মনোমধ্যে স্বপ্নাবস্থায় কর্ম্মভোগ করে, সেইরূপ পশ্বাদি দেহ অথবা অন্য কোন দেহ দ্বারা লোকান্তরে বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। ৬১

আমি অমুক, এই বলিয়া আমার এই কর্ম্ম এই প্রকার মনে ভাবিয়া মনের দ্বারা জীব যে যে কর্ম্মকে গ্রহণ করে, সেই সেই কর্ম্ম তাহার নিশ্চিত-রূপে সিদ্ধ হয় এবং সে তাহার ফল পাইয়া থাকে। সেই সমস্ত কর্ম্ম অহঙ্কার-গৃহীত হওয়ায় তদ্দ্বারাই পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে। ৬২

যেমন ইন্দ্রিয় সকলের জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ দ্বিবিধ প্রবৃত্তি দ্বারা চিত্তের অনুমান করা যায়, সেইরূপ চিত্ত-বৃত্তি দ্বারা পূর্ব্ব-দেহ-জন্য কর্ম্ম সকলের অনুমান হইয়া থাকে। ৬৩

এ দেহ দ্বারা যে প্রকার বস্তু পূর্ব্বে কখনও অনুভূত হয় নাই, বা যাহা এ দেহের দ্বারা অদৃষ্ট ও অশ্রুত, সেই বস্তুর যে প্রকার বা যে রূপ, তাহাও কখনও স্বপ্ন-মনোরথাদিতে উদয় হয়। ৬৪

অতএব হে রাজন্! কামনাময় লিঙ্গদেহধারী জীবের তাদৃশ অনুভূতি নিশ্চয়ই দেহসম্ভূত অর্থাৎ পূর্ব্ব-দেহজ ; কারণ, যাহা পূর্ব্বে কখনও অনুভূত হয় নাই, তেমন কোনও ব্যাপার মনোমধ্যে স্ফুরিত হইতে পারে না। মনই মনুষ্যের পূর্ব্বরূপ সকল প্রকাশ করিয়া থাকে, এবং ভবিষ্যতেও মনুষ্যের যাহা হইবে অর্থাৎ উন্নতি প্রাপ্তি ও নীচত্ব প্রাপ্তি হইলে যেমন যেমন রূপ হইবে, মনই তাহা ঔদার্য্য-কার্পণ্যাদির দ্বারা জানাইয়া থাকে, হে রাজন্! তোমার মঙ্গলই হইবে। ৬৫-৬৬

অদৃষ্টমশ্রুতঞ্চাত্র ক্বচিন্মনসি দৃশ্যতে। যথা তথানুমন্তব্যং দেশকালক্রিয়াশ্রয়ম্ ॥ ৬৭ ॥

সর্ব্বে ক্রমানুরোধেন মনসীন্দ্রিয়গোচরাঃ। আয়ান্তি বহুশো যান্তি সর্ব্বে সমনসো জনাঃ ॥৬৮॥

সত্ত্বৈকনিষ্ঠে মনসি ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তিনি। তমশ্চন্দ্রমসীবেদমুপরজ্যাবভাসতে ॥ ৬৯ ॥

নাহং মমেতি ভাবোঽয়ং পুরুষে ব্যবধীয়তে। যাবদ্‌বুদ্ধিমনোঽক্ষার্থগুণব্যূহো হ্যনাদিমান্ ॥৭০॥

সুপ্তিমূর্চ্ছোপতাপেষু প্রাণায়নবিঘাততঃ। নেহতেঽহমিতি জ্ঞানং মৃত্যুপ্রজ্বারয়োরপি ॥৭১॥

গর্ভে বাল্যেঽপ্যপৌষ্কল্যাদেকাদশবিধং তদা। লিঙ্গং ন দৃশ্যতে যূনঃ কুহ্বাং চন্দ্রমসো যথা ॥৭২॥

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে। ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥৭৩॥

এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শবিস্তৃতম্। এষ চেতনয়া যুক্তো জীব ইত্যভিধীয়তে ॥৭৪॥

অনেন পুরুষো দেহানুপাদত্তে বিমুঞ্চতি। হর্ষং শোকং ভয়ং দুঃখং সুখঞ্চানেন বিন্দতি ॥৭৫॥

ইহলোকে কখনও কখনও অদৃষ্ট, অশ্রুত বিষয়ও মনোমধ্যে প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই সকল অসম্ভব বিষয়ও দেশ, কাল ও ক্রিয়া আশ্রয় করিয়া নিদ্রাদোষে স্বপ্নাবস্থায় প্রতীয়মান হইতে পারে। ৬৭

সকল মনুষ্যেরই বহু জন্মের সংস্কারযুক্ত মন আছে, এবং বহু বস্তুই ক্রমানুরোধে মন ও ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয় আবার চলিয়া যায়—অতএব কোনও পদার্থই একান্ত অননুভূত নহে। ৬৮

যেমন গ্রহণকালে রাহু চন্দ্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়, প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বও সেইরূপ সত্ত্বৈকনিষ্ঠ ভগবদ্ধ্যানপরায়ণ মনে সংযুক্তবৎ কখনও কখনও প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৬৯

বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও গুণব্যূহ ও তাহার পরিণাম নিজ দেহ যতদিন বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত জীবের 'আমি' ও 'আমার' এই ভাব অর্থাৎ স্থূল দেহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না। ৭০

নিদ্রা, মূর্চ্ছা, আত্যন্তিক ক্লেশ, মৃত্যু ও প্রবল জ্বরেও জীবের জ্ঞানের বিশেষরূপে বাধা হয় বলিয়া তৎকালে এই "দেহই আমি" এইরূপ জ্ঞান প্রকাশ পায় না। ৭১

হে রাজন্! যুবা পুরুষের একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা লিঙ্গদেহ বা অহঙ্কারজ্ঞান যেরূপ সুস্পষ্ট হয়, গর্ভ ও বাল্যাবস্থায় অমাবস্যার ক্ষীণ চন্দ্রের কলার ন্যায় ইন্দ্রিয় সকল অস্পষ্ট বলিয়া উহা তদ্রূপ পরিলক্ষিত হয় না। ৭২

স্বপ্নে বিষয় অবিদ্যমানেও যেমন অনর্থাগম হয়, সেইরূপ বিষয়ধ্যানকারী পুরুষের লিঙ্গদেহের সঙ্কোচাবস্থায় সংসারের নিবৃত্তি ঘটে না। ৭৩

হে রাজন্! পঞ্চতন্মাত্রাত্মক ত্রিগুণাত্মক ষোড়শ বিকারে বিস্তৃত লিঙ্গদেহ এই প্রকারে চৈতন্যের সহিত যুক্ত হইলে তাহাকে জীব নামে অভিহিত করা হয়। ৭৪

এই লিঙ্গদেহ দ্বারাই পুরুষ স্থূলদেহ গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকে এবং উহার দ্বারাই হর্ষ, শোক, ভয়, দুঃখ ও সুখ লাভ করিয়া থাকে। ৭৫

বিবৃতি—নিদ্রাদোষে স্বপ্নে কখনও পর্ব্বতোপরি সমুদ্র এইরূপ দেশসংক্রান্ত, দিবসে নক্ষত্র দর্শন রূপ কাল-সংক্রান্ত এবং আপনার শিরশ্ছেদন রূপ ক্রিয়া-সংক্রান্ত ব্যাপার দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা ধাতুবৈষম্য হেতুই ঘটিয়া থাকে। ৬৭

যথা তৃণজলৌকেয়ং নাপযাত্যপযাতি চ। ন ত্যজেন্ম্রিয়মাণোঽপি প্রাগ্দেহাভিমতিং জনঃ ॥৭৬॥
যাবদন্যং ন বিন্দেত ব্যবধানেন কর্ম্মণাম্। মন এব মনুষ্যেন্দ্র ভূতানাং ভবভাবনম্ ॥৭৭॥
যদাক্ষৈশ্চরিতান্ ধ্যায়ন্ কর্ম্মাণ্যাচিনুতেঽসকৃৎ।
সতি কর্ম্মণ্যবিদ্যায়াং বন্ধঃ কর্ম্মণ্যনাত্মনঃ ॥৭৮॥
অতস্তদপবাদার্থং ভজ সর্ব্বাত্মনা হরিম্। পশ্যংস্তদাত্মকং বিশ্বং স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়া যতঃ ॥৭৯॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ভাগবতমুখ্যো ভগবান্ নারদো হংসয়োর্গতিম্। প্রদর্শ্য নৃপমামন্ত্র্য সিদ্ধলোকং ততোঽগমৎ ॥৮০
প্রাচীনবর্হী রাজর্ষিঃ প্রজাসর্গাভিরক্ষণে। আদিশ্য পুত্রানগমৎ তপসে কপিলাশ্রমম্ ॥৮১॥
তত্রৈকাগ্রমনা ধীরো গোবিন্দচরণাম্বুজম্। বিমুক্তসঙ্গোঽনুভজন্ ভক্ত্যা তৎসাম্যতামগাৎ ॥৮২॥
এতদধ্যাত্ম পারোক্ষ্যং গীতং দেবর্ষিণানঘ। যঃ শ্রাবয়েদ্যঃ শৃণুয়াৎ স লিঙ্গেন বিমুচ্যতে ॥৮৩॥
এতন্মুকুন্দযশসা ভুবনং পুনানং দেবর্ষিবর্য্যমুখনিঃসৃতমাত্মশৌচম্।
যঃ কীর্ত্ত্যমানমধিগচ্ছতি পারমেষ্ঠ্যং নাস্মিন্ ভবে ভ্রমতি মুক্তসমস্তবন্ধঃ ॥৮৪॥

যেমন তৃণজলৌকা তৃণান্তর ধারণ না করিয়া পূর্ব্ব তৃণ একেবারে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ পুরুষ ম্রিয়মাণ হইলেও যাবৎ পরদেহারম্ভক কর্ম্ম সকলকে অবলম্বন করিয়া অন্য দেহ লাভ না করে, তাবৎ পূর্ব্ব দেহাভিমান পরিত্যাগ করে না। হে নরনাথ! বস্তুতঃ মনই প্রাণিগণের সংসারের কারণ। ৭৬-৭৭

যখন অবিদ্যা অবস্থায় দেহাদির শুভাশুভ কর্ম্ম ও তজ্জনিত ভোগ হইয়া থাকে, তখন ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা উপভুক্ত বিষয়ের ধ্যান করিয়াই পুরুষ পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া থাকে; সেই কর্ম্ম হইতেই জীবের বন্ধন হইয়া থাকে। ৭৮

শ্রীভগবান্ হইতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, অতএব এই বিশ্বকে তাঁহার অধীনরূপে দর্শন করিয়া অবিদ্যা দূর করিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবান্ শ্রীহরির ভজনা কর। ৭৯

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বৎস বিদুর! ভাগবত-শ্রেষ্ঠ ভগবান্ নারদ এই প্রকার জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ উপদেশ করিয়া রাজাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সিদ্ধ-লোকে গমন করিলেন। ৮০

রাজর্ষি প্রাচীনবর্হিও প্রজাসৃষ্টি রক্ষা বিষয়ে পুত্রগণকে আদেশ করিয়া তপস্যার্থে কপিলাশ্রমে গমন করিলেন। ৮১

রাজা সেই আশ্রমে নিঃসঙ্গ ও একাগ্রমনা হইয়া ভগবান্ গোবিন্দের চরণকমল ভজন করিতে করিতে শ্রীভগবৎস্বারূপ্য লাভ করিলেন। ৮২

হে অনঘ! দেবর্ষি নারদ এইরূপে যে পরোক্ষ অধ্যাত্মতত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছিলেন—তাহা যিনি শ্রবণ করিবেন এবং অপরকে শ্রবণ করাইবেন, তিনি লিঙ্গদেহ হইতে বিমুক্ত হইবেন। ৮৩

দেবর্ষি নারদের মুখনিঃসৃত এই আখ্যান মুকুন্দের যশে পরিপূর্ণ—অতএব ইহা ভুবনপাবন চিত্তসাধক ও পরমাত্মপদপ্রাপক; যিনি ইহা কীর্ত্তন করিবেন, তিনি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন, আর এ সংসারে তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে হইবে না। ৮৪

অধ্যাত্ম-পারোক্ষ্যমিদং ময়াধিগতমদ্ভুতম্। এবং স্ত্রিয়াশ্রমঃ পুংসশ্ছিন্নোঽমুত্র চ সংশয়ঃ ॥৮৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
প্রাচীনবর্হির্নারদসংবাদো নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

এই পরোক্ষ অদ্ভুত অধ্যাত্মতত্ত্বপূর্ণ উপাখ্যান আমি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, ইহা দ্বারা যোষিদ্-বুদ্ধিযুক্ত আত্মার অহঙ্কার ছিন্ন হয় এবং পরলোকে কি প্রকারে কর্ম্মফল ভোগ হয়, তদ্বিষয়ক সংশয়ও নিরস্ত হইয়া থাকে। ৮৫

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে একোনবিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীবিদুর উবাচ।

যে ত্বয়াভিহিতা ব্রহ্মন্ সুতাঃ প্রাচীনবর্হিষঃ। তে রুদ্রগীতেন হরিং সিদ্ধিমাপুঃ প্রতোষ্য কাম্ ॥১॥

কিং বার্হস্পত্যেহ পরত্র বাথ কৈবল্যনাথপ্রিয়পার্শ্ববর্ত্তিনঃ।

আসাদ্য দেবং গিরিশং যদৃচ্ছয়া প্রাপুঃ পরং নূনমথ প্রচেতসঃ ॥২॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

প্রচেতসোঽন্তরুদধৌ পিতুরাদেশকারিণঃ। জপযজ্ঞেন তপসা পুরঞ্জনমতোষয়ন্ ॥ ৩ ॥

দশবর্ষসহস্রান্তে পুরুষস্তু সনাতনঃ। তেষামাবিরভূৎ কৃচ্ছ্রং শান্তেন শময়ন্ রুচা ॥৪॥

সুপর্ণস্কন্ধমারূঢ়ো মেরুশৃঙ্গমিবাম্বুদঃ। পীতবাসা মণিগ্রীবঃ কুর্ব্বন্ বিতিমিরা দিশঃ ॥৫॥

কাশিষ্ণুনা কনকবর্ণবিভূষণেন ভ্রাজৎকপোলবদনো বিলসৎকিরীটঃ।

অষ্টায়ুধৈরনুচরৈর্ম্মুনিভিঃ সুরেন্দ্রৈরাসেবিতো গরুড়কিন্নরগীতকীর্ত্তিঃ ॥৬॥

পীনায়তাষ্টভুজমণ্ডলমধ্যলক্ষ্ম্যা স্পর্দ্ধচ্ছ্রিয়া পরিবৃতো বনমালয়াদ্যঃ।

বর্হিষ্মতঃ পুরুষ আহ সুতান্ প্রপন্নান্ পর্জ্জন্যনাদরুতয়া সঘৃণাবলোকঃ ॥৭॥

প্রচেতাগণকে শ্রীহরির বরদান

শ্রীবিদুর কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! আপনি যে প্রাচীনবর্হির পুত্রগণের কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা রুদ্রগীতের দ্বারা শ্রীহরিকে প্রকৃষ্ট রূপে তুষ্ট করিয়া কোন্ ফল লাভ করিয়াছিলেন? ১

হে বৃহস্পতিশিষ্য! প্রচেতা যদৃচ্ছাক্রমে দেবাদিদেব গিরিশকে প্রাপ্ত হইয়া কৈবল্যদাতা শ্রীহরির প্রিয়পার্ষদ তাঁহার কৃপায় নিশ্চয়ই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎ পূর্ব্বে ইহলোকে বা পরলোকে তাঁহারা কি ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ২

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—প্রচেতারা আপনাদের পিতার আদেশ অনুসারে প্রজাসৃষ্টিকামনায় সমুদ্রগর্ভে জপ, যজ্ঞ ও তপস্যার দ্বারা শ্রীহরিকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। ৩

দশ সহস্র বৎসর অতীত হইলে সনাতন বিষ্ণু সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া শান্ত অঙ্গকান্তির দ্বারা তাঁহাদের তপঃক্লেশ প্রশমিত করিয়াছিলেন। ৪

সুমেরুশিখরারূঢ় জলধরের ন্যায় তিনি গরুড়ের স্কন্ধে আরূঢ়, তাঁহার পরিধানে পীতবসন, তাঁহার গলদেশে কৌস্তুভমণি, অঙ্গপ্রভায় দশদিকের অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল। ৫

ভাস্বর স্বর্ণভূষণ দ্বারা তাঁহার কপোল ও মুখমণ্ডল দীপ্তি পাইতেছিল এবং শিরোদেশে কিরীট শোভা পাইতেছিল। তাঁহার অষ্ট হস্তে প্রহরণ, অনুচরবৃন্দ, মুনিগণ ও সুরশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন এবং গরুড় স্বয়ং কিন্নরস্বরূপে পক্ষধ্বনি দ্বারা তাঁহার কীর্ত্তিগান করিতেছিলেন। ৬

তাঁহার গলে বনমালা বিলম্বিত, তাহার শোভা তদীয় পীনায়ত অষ্টভুজের মধ্যভাগে অবস্থিতা কমলার কান্তির সহিত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছিল, এইরূপে বনমালাবিভূষিত সেই আদিপুরুষ সদয়াবলোকন পূর্ব্বক জলদগম্ভীর স্বরে প্রাচীনবর্হির পুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন। ৭

শ্রীভগবানুবাচ।

বরং বৃণীধ্বং ভদ্রং বো যূয়ং মে নৃপনন্দনাঃ। সৌহার্দ্দেনাপৃথগ্ধর্ম্মাস্তুষ্টোঽহং সৌহৃদেন বঃ ॥৮॥

যোঽনুস্মরতি সন্ধ্যায়াং যুষ্মাননুদিনং নরঃ। তস্য ভ্রাতৃষ্বাত্মসাম্যং তথা ভূতেষু সৌহৃদম্ ॥৯॥

যে তু মাং রুদ্রগীতেন সায়ং প্রাতঃ সমাহিতাঃ।
স্তুবন্ত্যহং কামবরান্ দাস্যে প্রজ্ঞাঞ্চ শোভনাম্ ॥১০॥

যদ্‌যূয়ং পিতুরাদেশমগ্রহীষ্ট মুদান্বিতাঃ। অথো ব উশতী কীর্ত্তির্লোকাননুভবিষ্যতি ॥১১॥

ভবিতা বিশ্রুতঃ পুত্রোঽনবমো ব্রহ্মণো গুণৈঃ। য এতামাত্মবীর্য্যেণ ত্রিলোকীং পূরয়িষ্যতি ॥১২॥

কণ্ডোঃ প্রম্লোচয়া লব্ধা কন্যা কমললোচনা। তাঞ্চাপবিদ্ধাং জগৃহুর্ভূরুহা নৃপনন্দনাঃ ॥১৩॥

ক্ষুৎক্ষামায়া মুখে রাজা সোমঃ পীযূষবর্ষিণীম্। দেশিনীং রোদমানায়া নিদধে স দয়ান্বিতঃ ॥১৪॥

প্রজাবিসর্গ আদিষ্টাঃ পিত্রা মামনুবর্ত্ততা। তত্র কন্যাং বরারোহাং তামুদ্বহত মা চিরম্ ॥১৫॥

অপৃথগ্ধর্ম্মশীলানাং সর্ব্বেষাং বঃ সুমধ্যমা। অপৃথগ্ধর্ম্মশীলেয়ং ভূয়াৎ পত্ন্যর্পিতাশয়া ॥১৬॥

দিব্যবর্ষসহস্রাণাং সহস্রমহতৌজসঃ। ভৌমান্ ভোক্ষ্যথ ভোগান্ বৈ দিব্যাংশ্চানুগ্রহান্মম ॥১৭॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে নৃপনন্দনগণ! তোমাদের পরস্পর সৌহার্দ্দহেতু তোমাদের ধর্ম্মও একই প্রকার। তোমাদের সৌহার্দ্দে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমরা আমার নিকট বর গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হউক। ৮

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে যে ব্যক্তি তোমাদিগকে স্মরণ করিবে, তাহার ভ্রাতৃগণে ও সর্ব্বপ্রাণীতে আত্মসমজ্ঞান ও সৌহার্দ্দ হইবে। ৯

যাঁহারা একাগ্রচিত্তে সায়ং ও প্রাতঃকালে রুদ্র-গীত দ্বারা আমার স্তব করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে অভিলষিত বর ও শোভনা প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি দান করিব। তোমরা সন্তুষ্টচিত্তেই তোমাদের পিতার আদেশ গ্রহণ করিয়াছ, এই কারণে তোমাদের এই কমনীয় কীর্ত্তি লোকমণ্ডলে প্রথিত হইবে। ১০ ১১

তোমাদের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, ঐ পুত্র ব্রহ্মা অপেক্ষা গুণে কম হইবে না, সে পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে এবং তাহার সন্তান-সন্ততির দ্বারা ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইবে। ১২

হে নৃপনন্দনগণ! প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরা কণ্ডু ঋষির সহযোগে একটি কমলনয়না তনয়া লাভ করিয়া উহাকে বৃক্ষমধ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করেন, বৃক্ষগণ ঐ পরিত্যক্তা কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছিল। ১৩

ঐ কন্যা যখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করিতেছিল, তখন বনস্পতিগণের রাজা সোম দয়ান্বিত হইয়া স্বীয় অমৃতস্রাবিণী তর্জ্জনী মুখে দিয়া ঐ কন্যাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ১৪

আমার আজ্ঞার অনুসরণ করিয়া তোমাদের পিতা তোমাদিগকে প্রজাসৃষ্টির জন্য আদেশ করিয়াছেন, তোমরা সেই আদেশপালনার্থে অচিরে সেই উত্তমা কন্যার পাণিগ্রহণ কর। ১৫

তোমরা সকল যেরূপ একধর্ম্ম ও শীলসম্পন্ন, ঐ বালাও সেইরূপ ধর্ম্ম ও চরিত্রসম্পন্না; সে-ও তোমাদের সকলের প্রতি চিত্ত অর্পণ করিয়াছে, অতএব ঐ কন্যা তোমাদের পত্নী হউক। ১৬

তোমরা আমার অনুগ্রহে দিব্যবর্ষসহস্র কাল অপ্রতিহত প্রভাবসম্পন্ন হইয়া সহস্র প্রকার পার্থিব ও দিব্য ভোগসমূহ ভোগ করিতে থাক। ১৭

অথ মধ্যনপায়িন্যা ভক্ত্যা পক্কগুণাশয়াঃ। উপযাস্যথ মদ্ধাম নির্বিদ্য নিরয়াদতঃ ॥ ১৮ ॥
গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাম্। মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ ॥১৯॥
নব্যবদ্ধৃদয়ে যজ্‌জ্ঞো ব্রহ্মৈতদ্‌ব্রহ্মবাদিভিঃ। ন মুহ্যন্তি ন শোচন্তি ন হৃষ্যন্তি যতো গতাঃ ॥২০॥
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

এবং ব্রুবাণং পুরুষার্থভাজনং জনার্দ্দনং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রচেতসঃ।
তদ্দর্শনধ্বস্ততমোরজোমলা গিরাহগৃণন্ গদ্গদয়া সুহৃত্তমম্ ॥২১॥

শ্রীপ্রচেতস ঊচুঃ।

নমো নমঃ ক্লেশবিনাশনায় নিরূপিতোদারগুণাহ্বয়ায়।
মনোবচোবেগপুরোজবায় সর্ব্বাক্ষমার্গৈরগতাধ্বনে নমঃ ॥২২॥
শুদ্ধায় শান্তায় নমঃ স্বনিষ্ঠয়া মনস্যপার্থং বিলসদ্দ্বয়ায়।
নমো জগৎস্থানলয়োদয়েষু গৃহীতমায়াগুণবিগ্রহায় ॥ ২৩ ॥

নমো বিশুদ্ধসত্ত্বায় হরয়ে হরিমেধসে। বাসুদেবায় কৃষ্ণায় প্রভবে সর্ব্বসাত্বতাম্ ॥২৪॥

অনন্তর আমার প্রতি যখন তোমাদের অব্যভিচারিণী ভক্তি জন্মিবে, তখন তোমাদের চিত্তের কামাদি মল নষ্ট হইবে, এবং তোমরা এই ভোগরূপ নরক হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া আমার নিত্যধামে গমন করিবে। ১৮

গৃহাশ্রমে অবস্থান করিয়াও যাঁহারা কুশলকর্ম্মা অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মই যিনি আমার পরিচর্য্যাত্মক বলিয়া জানেন, আমার কথাপ্রসঙ্গে দিন-যামিনী যাপন করেন, সংসার তাঁহাদের বন্ধনের কারণ হইতে পারে না। ১৯

যাঁহারা আমার কথা শ্রবণ করেন, সর্ব্বজ্ঞ আমি স্বয়ং তাঁহাদের হৃদয়ে নিত্য নবীনরূপে আবির্ভূত হই। আমার এই স্বরূপকে ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন; কারণ, আমাকে প্রাপ্ত হইলে পুরুষসকলকে শোক, মোহ বা হর্ষে অভিভূত হইতে হয় না। ২০

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—পুরুষার্থদাতা সুহৃত্তম ভগবান্ জনার্দ্দন এইরূপ কহিলে, তাঁহার দর্শনে যাঁহাদের রজঃ ও তমোগুণ নিরস্ত হইয়াছিল, সেই প্রচেতারা গদ্গদকণ্ঠে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ২১

শ্রীপ্রচেতাগণ কহিলেন—হে ভগবন্! তুমি ক্লেশহন্তা, তোমাকে নমস্কার করি। বেদ সকল তোমার উদারগুণ ও তোমার মহৎ নামকে সকল বিষয়ের সাধক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তুমি বাক্য ও মনের অগোচর, অতএব ইন্দ্রিয়পথে তোমার পথানুসরণ করা যায় না, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। ২২

যাঁহাতে একান্ত নিষ্ঠা হইলে মনোমধ্যে প্রকাশিত দ্বৈতপ্রপঞ্চ নিরর্থক বলিয়া প্রতীত হয়, তুমি সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ ও শান্ত, তোমাকে নমস্কার। তুমি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য মায়াগুণ দ্বারা ব্রহ্মাদিমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার করি। ২৩

প্রভো! তুমি বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, তোমায় জানিলে সংসারবন্ধন বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব হে হরি, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি বাসুদেব, তুমি শ্রীকৃষ্ণ, তুমি ভক্তজনের প্রভু, তোমাকে নমস্কার। ২৪

নমঃ কমলনাভায় নমঃ কমলমালিনে। নমঃ কমলপাদায় নমস্তে কমলেক্ষণ ॥ ২৫ ॥
নমঃ কমলকিঞ্জল্ক-পিশঙ্গামলবাসসে। সর্ব্বভূতনিবাসায় নমোঽযুঙ্‌ক্ষ্মহি সাক্ষিণে ॥২৬॥
রূপং ভগবতা ত্বেতদশেষক্লেশসংক্ষয়ম্। আবিষ্কৃতং নঃ ক্লিষ্টানাং কিমন্যদনুকম্পিতম্ ॥২৭॥
এতাবত্ত্বং হি বিভুভির্ভাব্যং দীনেষু বৎসলৈঃ। যদনুস্মর্য্যতে কালে স্ববুদ্ধ্যাঽভদ্ররন্ধন ॥২৮॥

যেনোপশান্তির্ভূতানাং ক্ষুল্লকানামপীহতাম্।
অন্তর্হিতোঽন্তর্হৃদয়ে কস্মান্নো বেদ নাশিষঃ ॥২৯॥

অসাবেব বরোঽস্মাকমীপ্সিতো জগতঃ পতে। প্রসন্নো ভগবান্ যেষামপবর্গগুরুর্গতিঃ ॥৩০॥
বরং বৃণীমহেঽথাপি নাথ ত্বৎ পরতঃ পরাৎ। ন হ্যন্তো যদ্বিভূতীনাং সোঽনন্ত ইতি গীয়সে ॥৩১॥
পারিজাতেঽঞ্জসা লব্ধে সারঙ্গোঽন্যন্ন সেবতে। ত্বদঙ্ঘ্রিমূলমাসাদ্য সাক্ষাৎ কিং কিং বৃণীমহি ॥৩২॥
যাবৎ তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ। তাবদ্ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে ॥৩৩॥
তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥৩৪॥

তুমি কমলনাভ, তুমি কমলমালী, তুমি কমললোচন, কমলচরণ ও কমলেক্ষণ, তোমাকে নমস্কার। তোমার পরিধান-বসন পদ্মকিঞ্জল্ক তুল্য নির্ম্মল ও পিঙ্গলবর্ণ, তুমি সর্ব্ব ভূতের নিবাস ও সর্ব্বলোকের সাক্ষী, তোমাকে নমস্কার করি। ২৫-২৬

হে ভগবন্! অবিদ্যাদি ক্লেশে ক্লিষ্ট আমাদের ক্লেশবিনাশের জন্য তুমি এই অশেষ ক্লেশনাশক মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছ, ইহার উপর আর কি অনুকম্পা হইতে পারে? ২৭

হে অমঙ্গলনাশন! দীন জনের প্রতি ইহারা আমার লোক, এইরূপ মনে করিলেই যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ পায়, কারণ, ঐরূপ দীনবৎসল প্রভুদিগের উহাই মাত্র চিন্তনীয়। কারণ, প্রভু যদি ঐরূপ স্মরণ করেন, তবে উহা দ্বারাই ঐ সকল প্রাণীর সর্ব্বক্লেশের নিবৃত্তি হয়, তুমি অতি তুচ্ছ জীবেরও অন্তঃকরণে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া তাহাদের প্রার্থিত বিষয় জানিতেছ, তবে আমাদের প্রার্থনীয় বিষয়ও বা জানিতে পারিবে না কেন? ২৮-২৯

হে জগন্নাথ! যদিও তুমি ব্রহ্ম-কৈবল্যাদি হইতেও গুরু, অর্থাৎ মহতী গতি এবং যদিও তুমি আমাদিগের উপর প্রসন্ন আছ, তথাপি তোমার প্রসন্নতাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়। ৩০

হে নাথ! তুমি পরাৎপর এবং সর্ব্বাভীষ্টদাতা, তোমার বিভূতির অন্ত নাই, সেই জন্য লোকে তোমাকে অনন্ত বলিয়া থাকে। ৩১

পারিজাত পাইলে যেমন মধুমাত্রলোভী ভ্রমর অন্য বৃক্ষের সেবা করে না, তদ্রূপ সাক্ষাৎ তোমার পাদমূল প্রাপ্ত হইয়া অন্য পদার্থ কি আর প্রার্থনা করিব? ৩২

আমরা তোমার মায়ামোহিত হইয়া কর্ম্মবশতঃ এ সংসারে যত কাল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব, তত কাল যেন জন্মে জন্মে তোমার ভক্তগণের সহিত আমাদের সমাগম হয়, আমরা এই বরই প্রার্থনা করিতেছি। ৩৩

ভগবৎসঙ্গী সাধুগণের অত্যল্প কাল মাত্র সঙ্গ দ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তাহার সহিত স্বর্গ, এমন কি মোক্ষেরও তুলনা হয় না; মরণধর্ম্মশীল মানবের অন্যান্য বৈষয়িক বিভবের কথা আর কি বলিব? ৩৪

বিবৃতি—সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে কপিলদেবও দেবহূতিকে বলিয়াছেন, সাধুসঙ্গের ফলে ভগবৎকথায় প্রবৃত্তি হওয়ায় জীব ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও রতি লাভ করিয়া থাকে। ৩৪

যত্রেড্যন্তে কথা মৃষ্টাস্তৃষ্ণায়াঃ প্রশমো যতঃ। নির্ব্বৈরং যত্র ভূতেষু নোদ্বেগো যত্র কশ্চন ॥৩৫॥
যত্র নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ ন্যাসিনাং গতিঃ। প্রস্তূয়তে সৎকথাসু মুক্তসঙ্গৈঃ পুনঃপুনঃ ॥৩৬॥
তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া। ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ ॥৩৭॥

বয়ন্তু সাক্ষাদ্‌ভগবান্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎসস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম ॥৩৮॥
যন্নঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুবৃত্ত্যা।
আর্য্যা নতাঃ সুহৃদো ভ্রাতরশ্চ সর্ব্বাণি ভূতান্যনসূয়য়ৈব ॥৩৯॥
যন্নঃ সুতপ্তং তপ এতদীশ নিরন্ধসাং কালমদভ্রমপ্সু।
সর্ব্বং তদেতৎ পুরুষস্য ভূম্নো বৃণীমহে তে পরিতোষণায় ॥৪০॥
মনুঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ ভবশ্চ যেঽন্যে তপোজ্ঞানবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ।
অদৃষ্টপারা অপি যন্মহিম্নঃ স্তুবন্ত্যথো ত্বাত্মসমং গৃণীমঃ ॥৪১॥

নমঃ সমায় শুদ্ধায় পুরুষায় পরায় চ। বাসুদেবায় সত্ত্বায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥৪২॥

তোমার ভক্তগণের সমীপে পবিত্র কথা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই সকল কথা শ্রবণে, তৃষ্ণার বা ভোগেচ্ছার প্রশমন হইয়া থাকে, তাহাতে সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর হওয়ায় কোনও রূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই। ৩৫

সাধুসঙ্গ অর্থাৎ নিরপেক্ষ সাধুসকল সেই স্থানে সৎকথার প্রসঙ্গে সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণকে পুনঃ পুনঃ স্তব করিয়া থাকেন—সেই ভগবান্ নারায়ণই সর্ব্বফলত্যাগী সাধুগণের একমাত্র গতি। ৩৬

হে ভগবন্! আপনার সেই সকল নিজজন তীর্থ সকলকেও পবিত্র করিবার জন্য পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, অতএব সংসারভীত কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের সমাগমে অভিরুচি প্রকাশ না করিবেন? ৩৭

আমরাও তোমার প্রিয় সুহৃৎ ভগবান্ ভবের সহিত ক্ষণকাল সঙ্গ হওয়াতেই দুশ্চিকিৎস্য সংসারের এবং জন্ম-মৃত্যু রোগেরও সুচিকিৎসক আপনাকে অদ্য আমাদের পরম আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। ৩৮

প্রভো! আমরা যে মন দিয়া বেদ পাঠ করিয়াছি, অনুবৃত্তি দ্বারা গুরু, বিপ্র ও বৃদ্ধগণকে প্রসন্ন করিয়াছি, মান্যলোক সুহৃজ্জন ও ভ্রাতৃগণকে যে নমস্কার করিয়াছি, অসূয়াবিহীন হইয়া সকল প্রাণীকে যে সন্তুষ্ট করিয়াছি এবং অনাহারে বহুকাল পর্য্যন্ত জলমধ্যে যে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছি, সেই সমস্ত কর্ম্মে যেন পরমপুরুষ তোমার পরিতোষ হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয় এবং সেই বরই আমরা প্রার্থনা করি। ৩৯-৪০

মনু, ব্রহ্মা, ভগবান্ ভব, তপস্যা ও জ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধচেতা অন্যান্য যোগিগণ সকলেই তোমার মহিমার ইয়ত্তা করিতে না পারিয়া আপন আপন সাধ্যানুসারে স্তব করিয়া থাকেন,—অতএব আমরাও যথাসাধ্য স্তব করিলাম। ৪১

হে প্রভো! তুমি সর্ব্বত্র সমান এবং পরিশুদ্ধ পরমপুরুষ, তোমাকে নমস্কার; ভগবন্! তুমি বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপী বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার। ৪২

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি প্রচেতোভিরভিষ্টুতো হরিঃ প্রীতস্তথেত্যাহ শরণ্যবৎসলঃ।
অনিচ্ছতাং যানমতৃপ্তচক্ষুষাং যযৌ স্বধামানপবর্গবীর্য্যঃ ॥৪৩॥
অথ নির্যায় সলিলাৎ প্রচেতস উদন্বতঃ।
বীক্ষ্যাকুপ্যন্ দ্রুমৈশ্ছন্নাং গাং গাং রোদ্ধুমিবোচ্ছ্রিতৈঃ ॥৪৪॥

ততোঽগ্নিমারুতৌ রাজন্নমুঞ্চন্মুখতো রুষা। মহীং নির্বীরুধং কর্ত্তুং সংবর্ত্তক ইবাত্যয়ে ॥৪৫॥
ভস্মসাৎ ক্রিয়মাণাংস্তান্ দ্রুমান্ বীক্ষ্য পিতামহঃ। আগতঃ শময়ামাস পুত্রান্ বর্হিষ্মতো নয়ৈঃ ॥৪৬॥
তত্রাবশিষ্টা যে বৃক্ষা ভীতা দুহিতরং তদা। উজ্জহ্রুস্তে প্রচেতোভ্য উপদিষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥৪৭॥
তে চ ব্রহ্মণ আদেশান্মারিষামুপযেমিরে। যস্যাং মহদবজ্ঞানাদজন্যজনযোনিজঃ ॥ ৪৮ ॥
চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্‌সর্গে কালবিদ্রুতে। যঃ সসর্জ্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষো দৈবচোদিতঃ ॥৪৯॥
যো জায়মানঃ সর্ব্বেষাং তেজস্তেজস্বিনাং রুচা। স্বয়োপাদত্ত দাক্ষ্যাচ্চ কর্ম্মণাং দক্ষমব্রুবন্ ॥৫০॥
তং প্রজাসর্গরক্ষায়ামনাদিরভিষিচ্য চ। যুযোজ যুযুজেঽন্যাংশ্চ স বৈ সর্ব্বপ্রজাপতীন্ ॥৫১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
প্রচেতসাং চরিতে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতারা এইরূপ স্তব করিলে, ভক্তবৎসল ভগবান্ প্রীত হইয়া কহিলেন, "তাহাই হউক", অনন্তর সেই অকুণ্ঠপ্রভাব নারায়ণ প্রচেতারা তাঁহাকে দেখিয়া তৃপ্ত হইতে না হইতেই তাঁহাদের সম্মুখে অন্তর্হিত হইলেন। ৪৩

অনন্তর প্রচেতাগণ সমুদ্রগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন, মহীমণ্ডল বিবিধ বৃক্ষে আচ্ছন্ন এবং বৃক্ষসমূহ এত উন্নত, যেন স্বর্গরোধে উদ্যত, ইহা দেখিয়া বৃক্ষ সকলের প্রতি তাঁহারা অতিশয় কুপিত হইলেন। ৪৪

হে রাজন্! অনন্তর রোষে অবনীতলকে তরুলতাশূন্য করিবার জন্য প্রলয়কালে রুদ্র যেমন নিজ মুখ হইতে কালাগ্নি ত্যাগ করেন, তদ্রূপ তাঁহারাও মুখ হইতে অনল ও অনিল ত্যাগ করিলেন। ৪৫

পৃথিবীস্থ তাবৎ বৃক্ষ ভস্মসাৎ হইতে লাগিল দেখিয়া পিতামহ ব্রহ্মা ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রচেতাদিগের নিকট আগমন করিলেন এবং যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা তাঁহাদের ক্রোধশান্তি করিলেন। দগ্ধাবশিষ্ট বৃক্ষগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার উপদেশে তাহাদের সেই কন্যাটি প্রচেতাদিগকে সমর্পণ করিল। ৪৬-৪৭

ব্রহ্মার আদেশে তাঁহারা মারিষা নাম্নী ঐ কন্যাকে পত্নী স্বীকার করিয়া যথাবিধি বিবাহ করিলেন, ব্রহ্মপুত্র দক্ষ মহদবমাননার জন্য মারিষার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া গর্ভযন্ত্রণা প্রাপ্ত হইলেন। ৪৮

চাক্ষুষ মন্বন্তরে পূর্ব্বদেহ কালবশে বিনষ্ট হইলে যিনি ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া ইচ্ছানুরূপ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইনি সেই দক্ষ। ইনি উৎপন্ন হইয়া আপন প্রভার দ্বারা তেজস্বিগণের তেজ আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন, সকল কর্ম্মেই ইঁহার প্রভূত দক্ষতা, এই নিমিত্ত ইনি দক্ষ নামে অভিহিত। ৪৯-৫০

পিতামহ ব্রহ্মা সেই দক্ষকেই অভিষিক্ত করিয়া প্রজার সৃষ্টি ও রক্ষণাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন —সেই দক্ষ আবার মরীচি প্রভৃতি অন্যান্য প্রজাপতিগণকে ঐ ব্যাপারে প্রবৃত্ত করেন। ৫১

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়।

একত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

তত উৎপন্নবিজ্ঞানা আশ্বধোক্ষজভাষিতম্। স্মরন্ত আত্মজে ভার্য্যাং বিসৃজ্য প্রাব্রজন্ গৃহাৎ ॥১॥

দীক্ষিতা ব্রহ্মসত্রেণ সর্ব্বভূতাত্মমেধসা। প্রতীচ্যাং দিশিবেলায়াং সিদ্ধোঽভূদ্‌যত্র জাজলিঃ ॥২॥

তান্ নির্জ্জিতপ্রাণমনোবচোদৃশো জিতাসনান্ শান্তসমানবিগ্রহান্।
পরেঽমলে ব্রহ্মণি যোজিতাত্মনঃ সুরাসুরেড্যো দদৃশে স্ম নারদঃ ॥৩॥

তমাগতং ত উত্থায় প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ। পূজয়িত্বা যথাদেশং সুখাসীনমথাব্রুবন্ ॥৪॥

শ্রীপ্রচেতস ঊচুঃ।

স্বাগতং তে সুরর্ষেঽদ্য দিষ্ট্যা নো দর্শনং গতঃ। তব চংক্রমণং ব্রহ্মন্নভয়ায় যথা রবেঃ ॥৫॥

যদাদিষ্টং ভগবতা শিবেনাধোক্ষজেন চ। তদ্‌গৃহেষু প্রসক্তানাং প্রায়শঃ ক্ষপিতং প্রভো ॥৬॥

তন্নঃ প্রদ্যোতয়াধ্যাত্ম-জ্ঞানং তত্ত্বার্থদর্শনম্। যেনাঞ্জসা তরিষ্যামো দুস্তরং ভবসাগরম্ ॥৭॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি প্রচেতসাং পৃষ্টো ভগবান্ নারদো মুনিঃ। ভগবত্যুত্তমঃশ্লোক আবিষ্টাত্মাব্রবীন্নৃপান্ ॥৮॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—অনন্তর দিব্য-সহস্র বৎসর পরে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে তখন তাঁহারা শীঘ্রই পুত্র-হস্তে ভার্য্যাপ্রতিপালনের ভার দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সন্ন্যাসী হইলেন। ১

যে আত্মবিচারে সকল ভূতে আত্মজ্ঞান হয়, পূর্ব্বদিকে সমুদ্রতটের যে স্থানে জাজলি ঋষি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মবিচারের বা তপস্যার নিমিত্ত দীক্ষিত হইলেন। ২

প্রচেতারা সমুদ্র-তটে যাইয়া প্রাণ, মন, বাক্য ও দৃষ্টি জয় ও আসন জয় করিয়া বিষয় হইতে উপরত ও ঋজুভাবে উপবিষ্ট হইয়া নির্ম্মল পরমব্রহ্মে আত্মাকে সংযুক্ত করিয়া বসিয়া আছেন—এমন সময়ে সুরাসুরপূজিত দেবর্ষি নারদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩

দেবর্ষির আগমন মাত্র তাঁহারা আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক যথাবিধি অভিবাদন ও পূজা করিলেন এবং তিনি সুখে উপবেশন করিয়াছেন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন। ৪

প্রচেতাগণ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! আপনি সুখে আসিয়াছেন ত'? আমরা সৌভাগ্যবশেই আপনার দর্শন পাইলাম। আপনি পৃথিবীকে অভয় দান করিবার জন্য রবির ন্যায় সতত ভ্রমণ করিয়া থাকেন।৫

হে প্রভো! ভগবান্ হরি ও হর আমাদিগকে যে যে আদেশ করিয়াছিলেন, আমরা গৃহস্থাশ্রমে অতিশয় আসক্ত হওয়ায় তাহা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি। অতএব যাহাতে আমাদের তত্ত্বার্থদর্শন হয় এবং যাহার দ্বারা আমরা অনায়াসে দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি, আমাদিগের সেই অধ্যাত্মজ্ঞানের উদ্দীপন করুন। ৬-৭

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বিদুর! ভগবান্ নারদ মুনি প্রচেতাগণের দ্বারা এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ উত্তমঃশ্লোকে মনঃসমাধান করিয়া সেই নৃপতিগণকে কহিতে লাগিলেন। ৮

শ্রীনারদ উবাচ।

তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ। নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥৯॥

কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ।

কর্ম্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা ॥১০॥

শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ। বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা ॥১১॥

কিং বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি।

কিং বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ ॥১২॥

শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ। সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ ॥১৩॥

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।

প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥১৪॥

যথৈব সূর্য্যাৎ প্রভবন্তি বারঃ পুনশ্চ তস্মিন্ প্রবিশন্তি কালে।

ভূতানি ভূমৌ স্থিরজঙ্গমানি তথা হরাবেব গুণপ্রবাহঃ ॥১৫॥

শ্রীনারদ কহিলেন—যাহা দ্বারা বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর হরির সেবা করা যায়, মনুষ্যের সেই জন্মই জন্ম, সেই সকল কর্ম্মই কর্ম্ম, সেই পরমায়ুই পরমায়ু, সেই মনই মন, এবং সেই বাক্যই বাক্য। ৯

মনুষ্যগণের শৌক্র, সাবিত্র ও যজ্ঞদীক্ষা রূপ যে ত্রিবিধ জন্ম হয়—হরিসেবা ব্যতীত সেই জন্মত্রয়ে ফল কি? আর হরিসেবা ব্যতীত বেদোক্ত কর্ম্ম সকলে এবং দেবতাদের ন্যায় দীর্ঘ পরমায়ুতেই বা কি লাভ? হরিসেবা ব্যতীত বেদপাঠে তপস্যায় শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যারূপ বক্তৃতাসামর্থ্যে বা শাস্ত্রাদির ধারণ-সামর্থ্যে, প্রখরা বুদ্ধিতে, বলে বা ইন্দ্রিয়পটুতায়ই বা ফল কি? ১০-১১

যেখানে শ্রীহরি ভক্তিবলে ভক্তের নিকট ধরা না দেন, সেখানে অষ্টাঙ্গ যোগ, সম্যক্ জ্ঞান, সন্ন্যাস, বেদাধ্যয়ন বা অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধক কর্ম্মেই বা কি ফল? যত প্রকার প্রিয় বস্তু আছে, আত্মাই তাহাদের মধ্যে নিশ্চিত পরমার্থ জ্ঞানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভগবান্ হরিই সকলের আত্মা এবং তিনিই জীবগণকে আত্মদান করিয়া সকলেরই প্রিয় হন। ১২-১৩

তরুর মূলে জলসেচন করিলে যেমন তাহার স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখা সকলেরই তৃপ্তি হয়, প্রাণে আহার দিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সম্পাদিত হয়, সেইরূপ এক মাত্র ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনা করিলেই দেবতা প্রভৃতি সকলের আরাধনা করা হয়। ১৪

যেমন জল সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার যথা সময়ে তাঁহাতেই প্রবেশ করে, স্থাবর, জঙ্গম, ভূত সকল যেমন ক্ষিতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার অন্তে তাহাতেই বিলীন হয়, সেইরূপ এই গুণ-প্রপঞ্চময় প্রবাহ সেই শ্রীহরি হইতেই উৎপন্ন হইয়া প্রলয়কালে আবার তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকে। ১৫

বিবৃতি—বেদোক্ত বিবাহের দ্বারা পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে মনুষ্যের যে জন্ম হয়, তাহাকে শৌক্র জন্ম সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। অতঃপর উপনয়নের দ্বারা সাবিত্রী বা গায়ত্রীমন্ত্রলাভে যে জন্ম হয়, তাহা সাবিত্র জন্ম নামে অভিহিত; অতঃপর যজ্ঞদীক্ষার দ্বারা ভগবদারাধনায় দীক্ষিত হইলে যে জন্ম হয়, তাহাকে যাজ্ঞিক বা দৈক্ষ্য জন্ম নামে শাস্ত্রে অভিহিত করা হইয়াছে। ১০

এতৎ পদং তজ্জগদাত্মনঃ পরং সকৃদ্বিভাতং সবিতুর্যথা প্রভা।
যথাঽসবো জাগ্রতি সুপ্তশক্তয়ো দ্রব্যক্রিয়াজ্ঞানভিদাভ্রমাত্যয়ঃ ॥১৬॥
যথা নভস্যভ্রতমঃপ্রকাশা ভবন্তি ভূপা ন ভবন্ত্যনুক্রমাৎ।
এবং পরে ব্রহ্মণি শক্তয়স্ত্বমূ রজস্তমঃসত্ত্বমিতি প্রবাহঃ ॥১৭॥
তেনৈকমাত্মানমশেষদেহিনাং কালং প্রধানং পুরুষং পরেশম্।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহমাত্মৈকভাবেন ভজধ্বমধ্বা ॥ ১৮ ॥
দয়য়া সর্ব্বভূতেষু সন্তুষ্ট্যা যেন কেন বা। সর্ব্বেন্দ্রিয়োপশান্ত্যা চ তুষ্যত্যাশু জনার্দ্দনঃ ॥১৯॥
অপহতসকলৈষণামলাত্মন্যবিরতমেধিতভাবনোপহূতঃ।
নিজজনবশগত্বমাত্মনোঽয়ন্ ন সরতি ছিদ্রবদক্ষরঃ সতাং হি ॥২০॥
ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু ॥২১॥
শ্রিয়মনুচরতীং তদর্থিনশ্চ দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপূর্ণঃ।
ন ভজতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ কথমমুমুদ্বিসৃজেৎ পুমান্ কৃতজ্ঞঃ ॥২২॥

এই বিশ্বও সেই জগদাত্মা শ্রীহরির পরম পদ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সূর্য্যরশ্মি যেমন সূর্য্য হইতে অভিন্ন, সেইরূপ শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন হইলেও কখনও স্ফুরিত গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় পৃথক্‌রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ যেমন জাগ্রতাবস্থায় নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, অথচ নিদ্রিতাবস্থায় সেই সকল কার্য্য হইতে বিরত হয়, সেইরূপ বিশ্বও ভগবান্ হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও সেই শ্রীহরি হইতেই দ্রব্য, ক্রিয়া ও জ্ঞানজনিত ভেদরূপ ভ্রমের নিরসন হইয়া থাকে। ১৬

হে নৃপগণ! যেমন আকাশ, মেঘ, অন্ধকার ও আলোক পর্য্যায়ক্রমে উদয় ও বিলয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পরব্রহ্মে রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বপ্রবাহের ন্যায় কখনও উদয় ও কখনও বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৭

এক মাত্র তিনিই নিখিল দেহীদিগের আত্মা ও এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ, তিনি আপনার তেজের দ্বারা সমস্ত গুণপ্রবাহ বিধ্বস্ত করিয়া থাকেন; অতএব তোমরা সকলে অভিন্ন জ্ঞানে সেই সর্ব্ব কারণের কারণ পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ ভাবে ভজনা কর। সর্ব্বভূতে দয়া, যদৃচ্ছা লাভেই সন্তোষ, এবং সকল ইন্দ্রিয়ের দমনের দ্বারা ভগবান্ জনার্দ্দন শীঘ্রই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ১৮-১৯

সাধুজনের নিষ্কাম অমল হৃদয়ে নিরন্তর ভাবনার দ্বারা সন্নিধাপিত হইয়া শ্রীহরি নিজ ভক্তের বশীভূত হইয়া তত্রত্য আকাশের ন্যায় কদাচ সে স্থানে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন না। ২০

যে সকল ধনহীন ব্যক্তিগণের শ্রীহরিই এক মাত্র ধন, ভক্তিরসজ্ঞ ভগবান্ তাহাদের প্রিয়; কিন্তু যে সকল কুমনীষী বিদ্যা, ধন, কুল ও কর্ম্মের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অকিঞ্চন সাধুগণের অবমাননা করে, ভগবান্ তাহাদের পূজাও গ্রহণ করেন না। ২১

যিনি আপনাতেই আপনি পরিপূর্ণ হইলেও স্বীয় ভক্তজনেরই বশীভূত, যিনি সহচারিণী লক্ষ্মীর এবং লক্ষ্মীকামী নরেন্দ্রের এবং দেবতাগণেরও বিনি অনুবর্ত্তন করেন না, ঈদৃশ ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে কোন্ কৃতজ্ঞ পুরুষ অল্পকালের জন্যও ত্যাগ করিতে পারে? ২২

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি প্রচেতসো রাজমন্যাশ্চ ভগবৎকথাঃ। শ্রাবয়িত্বা ব্রহ্মলোকং যযৌ স্বায়ম্ভুবো মুনিঃ ॥২৩॥

তেঽপি তন্মুখনির্যাতং যশো লোকমলাপহম্।
হরের্নিশম্য তৎপাদং ধ্যায়ন্তস্তদ্গতিং যযুঃ ॥২৪॥

এতৎ তেঽভিহিতং ক্ষত্তর্যন্মাং ত্বং পরিপৃষ্টবান্।
প্রচেতসাং নারদস্য সংবাদং হরিকীর্ত্তনম্ ॥২৫॥

শ্রীশুক উবাচ।

য এষ উত্তানপদো মানবস্যানুবর্ণিতঃ। বংশং প্রিয়ব্রতস্যাপি নিবোধ নৃপসত্তম ॥২৬॥

যো নারদাদাত্মবিদ্যামধিগম্য পুনর্মহীম্। ভুক্ত্বা বিভজ্য পুত্রেভ্য ঐশ্বরং সমগাৎ পদম্ ॥২৭॥

ইমাস্তু কৌষারবিণোপবর্ণিতাং ক্ষত্তা নিশম্যাজিতপাদসৎকথাম্।
প্রবৃদ্ধভাবোঽশ্রুকলাকুলো মুনের্দধার মূর্দ্ধ্না চরণং হৃদা হরেঃ ॥২৮॥

শ্রীবিদুর উবাচ।

সোঽয়মদ্য মহাযোগিন্ ভবতা করুণাত্মনা। দর্শিতস্তমসঃ পারো যত্রাকিঞ্চনগো হরিঃ ॥২৯॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যানম্য তমামন্ত্র্য বিদুরো গজসাহ্বয়ম্। স্বানাং দিদৃক্ষুঃ প্রযযৌ জ্ঞাতীনাং নির্ব্বৃতাশয়ঃ ॥৩০॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন হে বিদুর! ব্রহ্মতনয় শ্রীনারদ মুনি এই সকল ও অন্যান্য ভগবৎকথা প্রচেতাদিগকে শ্রবণ করাইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ২৩

প্রচেতারাও তাঁহার মুখনিঃসৃত লোকমল-নাশক শ্রীহরির এই কীর্ত্তিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে তাঁহারই গতি প্রাপ্ত হইলেন। ২৪

হে বিদুর! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই সেই নারদ ও প্রচেতাদিগের হরি-কীর্ত্তন বিষয়ক সংবাদ আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। ২৫

শ্রীশুক কহিলেন—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! মনুতনয় উত্তানপাদের বংশ এই বর্ণিত হইল, এক্ষণে প্রিয়-ব্রতের বংশের বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। ২৬

তিনিও নারদের নিকট হইতে আত্মবিদ্যা লাভ করিয়া পুনরায় পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন এবং পরে উহা পুত্রগণের মধ্যে বিভাগপূর্ব্বক পরমেশ্বরের পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৭

মুনিবর মৈত্রেয়ের বর্ণিত এই সকল ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া বিদুরের ভক্তিভাব উদ্বেলিত হইল, তিনি প্রেমাশ্রু-ব্যাকুল হইয়া সেই মুনির চরণ মস্তকের দ্বারা এবং শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। ২৮

শ্রীবিদুর কহিলেন—হে মহাযোগিন্! আপনি করুণাময়, সেই জন্যই আপনি সংসারসমুদ্রের পারে—যে স্থানে শ্রীহরি তাঁহার অকিঞ্চন ভক্তগণের সহজ-লভ্য—সেই স্থান দর্শন করাইলেন। ২৯

শ্রীশুকদেব কহিলেন—এই প্রকারে সেই ঋষিকে সম্ভাষণ ও প্রণাম করিয়া আনন্দপূর্ণ-চিত্ত বিদুর জ্ঞাতিদর্শনবাসনায় হস্তিনাপুর প্রস্থান করিলেন। ৩০

এতদ্‌যঃ শৃণুয়াদ্রাজন্ রাজ্ঞাং হর্য্যর্পিতাত্মনাম্।
আয়ুর্ধনং যশঃ স্বস্তি গতিমৈশ্বর্য্যমাপ্নুয়াৎ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে প্রাচেতসোপাখ্যানং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

হে রাজন্! হরিতে সমর্পিতচিত্ত প্রচেতাদিগের এই পবিত্রকথা যিনি শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘকাল ধন, কীর্ত্তি ও শ্রেয়োলাভ করিয়া অন্তে সদ্গতি লাভ করেন। ৩১

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়।

ইতি চতুর্থ স্কন্ধ সমাপ্ত।